প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ।

অর্থাৎ

।কখানি অত্যুৎকৃষ্ট প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ)

।মদ্ রামমাণিক্য সেন কবিভূষণ-বিরচিত।

হারীতসংহিতা, বৈদ্যজীবন, পাচনচিকিৎসা, একাক্ষরকোষ,

মদনবিনোদ প্রভৃতি গ্রন্থানামনুবাদক—

ীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিট্‌সরকার কবিরাজেন

অনূদিতং সংশোধিতঞ্চ।

কলিকাতা।

১৪১ নং চিৎপুর রোড্ জেনারল প্রিন্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় (কবিরাজী) চিকিৎসার উপ-
তা দর্শনে তৎপ্রতি সাধারণের আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া
ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বহুল প্রচারের
ন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমি এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া,
পূর্ব্বে "মাধবনিদান, চক্রদত্ত, বৈদ্যজীবন, নাড়ীবিজ্ঞান ও
জ্ঞাননির্ণয়" নামক কতিপয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ টীকা ও বঙ্গা-
দ সহ প্রকাশ করায়, তদ্দ্বারা সাধারণের সমধিক উপকার
ছে সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে আবার শ্রীমদ্ রামমাণিক সেন
ভূষণ বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" নামক আয়ুর্ব্বেদীয়
ৎসা গ্রন্থখানি "হারীত সংহিতা, বৈদ্যজীবন, পাচন
ৎসা, একাক্ষরকোষ, মদনবিনোদ, প্রভৃতি" গ্রন্থসমূহের
বাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিট্‌সরকার কবিরাজ মহাশয়
। বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, মূলানুবাদ সহ মুদ্রিত
য়া জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। ইহাদ্বারা যে সাধারণের
ষ উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য; যে হেতু প্রথমতঃ
কার নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র, নেত্র প্রভৃতির পরীক্ষা, শারীরতত্ত্ব,
বিবরণ ও জ্বর হইতে বিষদোষ পর্য্যন্ত সমস্ত রোগেরই
ৎসা প্রণালী ও অব্যর্থ আশুফলপ্রদ পাচন, বটী এবং
াদি ও বিবিধ বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্র এই উভয়বিধ
ধই অতি সুন্দররূপে সংগ্রহপূর্ব্বক এই "প্রয়োগ-চিন্তামণি"
খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়তঃ ইহার অনুবাদক
কবিরাজ মহাশয়ও অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চরক,
ত, বাগ্‌ভট্, ভাবপ্রকাশ, রসরত্নাকর, আত্রেয়সংহিতা
তি কতিপয় প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে বহু
ার অত্যাবশ্যক বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থে সংযোজনা

করিয়া দিয়া ইহার কলেবর অতীব পরিপুষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং অনুবাদক অনুবাদ অত্যন্ত সরল, কঠিন শব্দের সহজ অর্থ, দ্রব্য সমূহের প্রচলিত ভাষা নাম, কূটস্থলের তাৎপর্য্যার্থ, সমস্ত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন পূর্ব্বক শুদ্ধিপত্র, প্রশস্ত সূচীপত্র এবং সূচীপত্রের মধ্যে "গ্রন্থাতিরিক্ত বিষয়"এর নিম্নভাগে গ্রন্থান্তর হইতে সংগৃহীত বিষয় গুলির তালিকা করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ এই গ্রন্থখানি অতি পুরাকালে (আনুমানিক ২০০ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে) প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং ভৈষজ্যরত্নাবলী, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় চিকিৎসা বিষয়ক অতি উপযুক্ত গ্রন্থ।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া এতদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলে, আমি আমার সমুদয় পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, রাজধানী কলিকাতার সন্নিকট ৺কালীঘাটস্থ খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺কালীপ্রসাদ দত্ত মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় এই প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার সময় আমাকে অতি প্রাচীন একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি আদর্শ স্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইতি—

সাধারণ পুস্তকালয়
১১৫ নং চিৎপুররোড।
কলিকাতা।

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।	
গ্রন্থকর্ত্তুরভীষ্টদেবনমস্কারঃ	১
নাড়ী পরীক্ষামাহ	২
তথাচাহ	৩
নাড়ী সংখ্যামাহ	ঐ
স্ত্রী পুরুষয়োর্ভেদেন নাড়ী পরীক্ষামাহ	৪
ততো নাড়ী পরীক্ষামাহঃ প্রাচীনাঃ	৫
বাতাদীনাং ভেদেন নাড্যাগতিমাহ	ঐ
নাড্যা দ্রব্যাদি ভক্ষণ জনিতাং গতিমাহ	৬
মৃত্যু নাড্যাঃ পরীক্ষামাহ	৭
পুনর্নাড়ী পরীক্ষা বিশেষঃ	১১
পরীক্ষাপ্রকরণমাহ	১১
অথ মার্কণ্ডীয়ে	ঐ
অথ গৌতমীয়ে	১৩
অথ জিহ্বাপরীক্ষা	১৪
মূত্রপরীক্ষা	ঐ
নাসাপরীক্ষা	১৯
আস্যপরীক্ষা	২০
নেত্রপরীক্ষা	ঐ
অথ আর্ত্তবপরীক্ষামাহ	২১
রোগিবস্ত্র পরীক্ষা	২২
রোগি পরীক্ষা	২৩
অথ দূতলক্ষণমাহ	২৪
শিক্ষাযোগমাহ	২৫
তথাচাহ কুবৈদ্যস্য লক্ষণম্	ঐ
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।	
শারীর বিষয়ঃ	২৭
ততঃ কিয়ৎ শরীর সংখ্যামাহ	ঐ
অথ গর্ভোৎপত্তিঃ	২৮
তথাচাহ	৩১
অথ দোষস্য কারণমাহ	ঐ
তত্র রোগাঃ	৩২
অথ জরৎ পিত্ত নিদানম্	৩৩
অথ সোম রোগ নিদানম্	ঐ
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।	
ততশ্চিকিৎসা যথা	৩৫
জ্বর চিকিৎসা	ঐ
ষড়ঙ্গ পানীয়ম্	৩৯
জ্বরেণোঽরুচি চিকিৎসা	৪৫
জ্বরস্য তারুণ্যাদ্যবস্থানির্ণয়ঃ	৪৭
সর্ব্বজ্বরেষু	৪৯
অথ কফজ্বরে	৫৩
অথ পিত্তজ্বরে	৫৪
অথ বাতিকজ্বরে	৫৬
পঞ্চকোলঃ	৫৭
আরগ্বধাদিঃ	ঐ
গুড়ূচ্যাদিঃ	ঐ
বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিঃ	৫৮
ভূনিম্বাদিঃ	ঐ
দশমূলম্	৫৯
নবাঙ্গ	ঐ
চতুর্দ্দশাঙ্গঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষোড়শাঙ্গঃ	৬০	পুষ্পরেচনীগুড়িকা	৮২
সপ্তদশাঙ্গঃ	ঐ	সর্ব্বাঙ্গসুন্দরোরস	ঐ
পিত্তশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ	৬১	জ্বর কেশরী	৮৩
মুস্তাদিঃ	ঐ	মৃত্যুঞ্জয়োরসঃ	৮৪
মহৌষধাদিঃ	ঐ	নবজ্বরাঙ্কুশঃ	৮৫
দ্রাক্ষাদিঃ	৬২	জ্বর ধূমকেতুরসঃ	৮৬
অথ জীর্ণজ্বরে	ঐ	মৃতসঞ্জীবনো রসঃ	ঐ
নিদিগ্ধিকাদিঃ	ঐ	জ্বরারিঃ রসঃ	৮৭
ভার্গ্যাদিঃ	ঐ	উদকমঞ্জরী রসঃ	ঐ
অপর ভার্গ্যাদিঃ	৬৩	চিন্তামণিঃ	৮৮
দাস্থাদিঃ	ঐ	মহাজ্বরাঙ্কুশোরসঃ	ঐ
বকুলমতে প্লীহজ্বরে	৬৪	জয়াবটী	৮৯
জ্বরস্য মন্ত্রম্	৬৫	জয়ন্তীবটী	ঐ
ততঃ প্রার্থনাপৌষধাদিকে উৎপাটিতানাং মূলিকায়াং ছেদন-বন্ধনমাহ	৬৬ / ঐ	যোগবাহিক জয়াজয়ন্তী	ঐ
		জ্বরাশনিঃ রসঃ	৯১
		পঞ্চাননো রসঃ	৯২
অষ্টাঙ্গধূপঃ	৬৭	সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ	ঐ
অপরাজিতধূপঃ	ঐ	বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশো রসঃ	৯৩
পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্	৬৮	বৃহৎ-সর্ব্বজ্বরহরোলৌহঃ	৯৪
ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতম্	৭০	মহাসর্ব্বজ্বরহরোলৌহঃ	৯৬
দশমূলী ষট্পলকং ঘৃত	ঐ	বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহঃ	ঐ
বাসাদ্যং ঘৃতম্	৭১	হিঙ্গুলেশ্বরো রসঃ	৯৮
জ্বরে দুগ্ধদানম্	৭২	ভস্মেশ্বর চূর্ণম্	ঐ
অঙ্গারকং তৈলম্	৭৪	স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ	ঐ
চন্দনাদ্যং তৈলম্	৭৫	নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ	৯৯
সর্জ্জ তৈলম্	৭৬	জ্বরমুরারি রসঃ	ঐ
অথ চূর্ণম্	ঐ	জ্বরঘ্নীবটিকা	১০০
কল্যাণগুড়িকা	ঐ	জ্বরঘ্নীবটী	ঐ
সুদর্শনং চূর্ণম্	ঐ	ত্রৈলোক্যডুম্বুরো রসঃ	ঐ
বটী প্রক্রিয়া তথা	৭৮	তরুণজ্বরারি রসঃ	১০১
যথাহ	ঐ	প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ	ঐ
ইচ্ছাভেদী রসঃ	ঐ	নবজ্বরহরীবটী	১০২
অপরেচ্ছাভেদী রসঃ	৭৯	নবজ্বরারিঃ রসঃ	ঐ
গদমুরারীচ্ছাভেদীরসঃ	ঐ	বিদ্যাধরো রসঃ	ঐ
তৃতীয়-ইচ্ছাভেদীরসঃ	৮০	গদমুরারিঃ	১০৩
ইচ্ছাভেদী গুড়িকা	ঐ	নবজ্বরেভসিংহঃ	ঐ
কল্পিশোরসঃ	৮১	জ্বরাশনো রসঃ	১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবিসুন্দরো রসঃ	১০৪
জয়ন্তীবটী	১০৫
কল্পতরু রসঃ	ঐ
মৃতসঞ্জীবনীবটী	১০৬
ত্রিনেত্র রসঃ	ঐ
অমৃতাদি-বটী	১০৭
পঞ্চবক্ত্র রসঃ	ঐ
পর্পটী-রসঃ	ঐ
বাতপিত্তান্তক রসঃ	১০৮
বিশ্বেশ্বর রসঃ	১০৯
ত্রিপুরভৈরব রসঃ	ঐ
নবজ্বররিপুঃ	১১০
শীতারি রসঃ	ঐ
চিন্তামণিঃ	১১১
শীতভঞ্জী রসঃ	ঐ
মেঘনাদ রসঃ	১১২
অমৃতমঞ্জরী	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	ঐ
কুলবধূঃ	১১৩
দণ্ডভৈরবঃ	ঐ
বিদ্যাবল্লভ রসঃ	১১৪
বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহঃ	ঐ
বৃহৎচূড়ামণি রসঃ	১১৫
বৃহজ্জ্বরচূড়ামণি	১১৬
তাম্রচূড়ামণি	১১৭
চূড়ামণি রসঃ	ঐ
ত্রিদোষহারী রসঃ	১১৮
অঞ্জনভৈরবঃ	ঐ
জয়মঙ্গল রসঃ	১১৯
সর্ব্বতোভদ্র রসঃ	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	১২০
বৃহচ্চিন্তামণি রসঃ	১২১
ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো রসঃ	১২২
মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ	ঐ
উন্মত্ত রসঃ	১২৩
চাতুর্থকান্তকো রসঃ	ঐ
বমন-প্রয়োগঃ	ঐ
জ্যাহিকারি রসঃ	১২৩
পঞ্চানন রসঃ	১২৪
বিশ্বেশ্বর রসঃ	১২৫
বৃহদ্বিষমজ্বরান্তক লৌহঃ	ঐ
চিন্তামণি রসঃ	১২৬
ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রসঃ	১২৭
মহারাজবটী	ঐ
চন্দনাদিলৌহঃ	১২৮
অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ	১২৯
জ্বরারি-অভ্রম্	ঐ
সন্নিপাতান্তকো রসঃ	১৩০
সন্নিপাতসূর্য্যঃ	ঐ
সিংহনাদ রসঃ	১৩১
সৌভাগ্যবটী	১৩২
কস্তুরীভৈরবঃ	ঐ
বৃহৎকস্তুরীভৈরবঃ	১৩৩
বেতাল-রসঃ	ঐ
সূচিকাভরণো রসঃ	১৩৪
বৃহদ্বাড়বানলো রসঃ	ঐ
প্রাণেশ্বরো রসঃ	১৩৫
ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ	১৩৬
জ্বরাঙ্কুশ-রসঃ	১৩৭
জ্বরারি-রসঃ	ঐ
শীতারি রসঃ	১৩৮
লোকনাথ রসঃ	১৩৯

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বরাতিসারাধিকারঃ	১৪৩
কিরাতাদিঃ	ঐ
কিরাতাদিঃ	১৪৪
বিড়ঙ্গাদিঃ	ঐ
হ্রীবেরাদিঃ	ঐ
গুড়ূচ্যাদিঃ	১৪৫
উশীরাদিঃ	ঐ
পঞ্চমূল্যাদিঃ	১৪৬
দশমূল্যাদিঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
পাঠাদিঃ	১৪৭
কলিঙ্গাদিঃ	ঐ
ক্কাথদ্বয়ং	ঐ
নাগরাদিঃ	১৪৮
মুস্তকাদিঃ	ঐ
ঘনাদি	ঐ
বিল্ব পঞ্চকং	১৪৯
পঞ্চমূল্যাদিঃ	ঐ
নাগরাদিঃ	১৫০
কলিঙ্গাদিগুড়িকা	ঐ
নারায়ণ চূর্ণম্	১৫১
উৎপলাদি চূর্ণং	ঐ
কুটজপুটপাকঃ	ঐ
কুটজাবলেহঃ	১৫২
ব্যোষাদ্যং চূর্ণং	১৫৩
মৃতসঞ্জীবনী-বটী	১৫৪
আনন্দভৈরবো রসঃ	ঐ
অভ্রবটিকা	১৫৫
কনকসুন্দরো রসঃ	১৫৬
কনকপ্রভাবটী	ঐ
বৃহৎকনকসুন্দরো রসঃ	১৫৭
প্রাণেশ্বরো রসঃ	ঐ
মৃতসঞ্জীবনো রসঃ	ঐ
নাগরাদি চূর্ণম্	১৫৮
কাকণ্যসাগরো রসঃ	১৫৯
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ	ঐ
অমৃতার্ণব রসঃ	১৬০

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথাতীসারাধিকারঃ	১৬২
স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ	১৬৪
বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদিঃ	ঐ
পটোলাদিঃ	১৬৫
জাতিফলাদি লেহঃ	১৬৬
অহিফেনযোগঃ	ঐ
দাড়িমাদিঃ	ঐ
গুড়বিল্বম্	১৬৭
ধান্যপঞ্চকং	১৬৭
ধান্যচতুষ্কঞ্চ	ঐ
প্রমথ্যাঃ	ঐ
নাগরাদিঃ	১৬৮
কঞ্চটকাদিঃ	ঐ
কুটজত্বগাদিঃ	ঐ
কুটজাদিঃ	১৬৯
কুটজাষ্টকঃ	ঐ
সমঙ্গাদিঃ	ঐ
নাভিপ্রলেপঃ	১৭০
কুটজাবলেহঃ	ঐ
রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্	১৭১
পথ্যাদিক্কাথঃ	১৭২
পাঠাদি চূর্ণম্	ঐ
হরীতক্যাদিকল্কঃ	ঐ
বৎসকাদি ক্কাথঃ	ঐ
লোধ্রাদি চূর্ণম্	১৭৩
গঙ্গাধর চূর্ণম্	ঐ
দ্বিতীয় গঙ্গাধর চূর্ণং	ঐ
বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণং	ঐ
কুটজক্ষীরং	১৭৪
শতাবরী কল্কঃ	১৭৫
শতাবরী ঘৃতঞ্চ	ঐ
চন্দন কল্কঃ	ঐ
গুদভ্রংশ চিকিৎসা	ঐ
চব্যাদি ক্কাথঃ	ঐ
হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং	১৭৬
মুস্তাদিকষায়ঃ	ঐ
ক্রিমিশত্রাদিঃ	ঐ
চিত্রকাদিকষায়ঃ	ঐ
পুনর্নবাদিক্কাথঃ	১৭৭
বিল্বাদি লেহঃ	ঐ
ত্রৈলোক্যবিজয়াদি লৌহঃ	ঐ
বিল্বাদ্যবলেহঃ	ঐ
ষড়ঙ্গ ঘৃতং	ঐ
ক্ষীরি ঘৃতং	১৭৮
হরীতক্যাদি চূর্ণং	১৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাঙ্গেরী ঘৃতং	১৮০
চতুঃসমোমোদকঃ	ঐ
অঙ্কোঠবটকঃ	ঐ
বিল্ব তৈলং	১৮১
অহিফেনাদি বটীকা	১৮২
অতীসার বারণোরসঃ	ঐ
পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ	ঐ
কণাদ্যং লৌহং	১৮৩
লোকনাথো রসঃ	ঐ
দ্বিতীয়াহিফেনবটিকা	১৮৪
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ	ঐ
মহাগন্ধকং	১৮৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ গ্রহণ্যধিকারঃ	১৮৬
তক্রস্য গুণকথনং	১৮৭
শুণ্ঠ্যাদি পাচনং	১৮৮
ধান্যকাদি পাচনং	ঐ
নাগরাদিকষায়ঃ	ঐ
শালপর্ণ্যাদিঃ	ঐ
অভয়াদি ক্বাথঃ	ঐ
দার্ব্ব্যাদিঃ	১৮৯
বলাদিপঞ্চমূলী ক্বাথঃ	ঐ
ব্যাঘ্র্যাদি ক্বাথঃ	ঐ
সৈন্ধবাদি তক্রম্	১৯০
হিঙ্গ্বাদি তক্রং	ঐ
নাগরাদ্যং ক্ষীরং	ঐ
বিল্ব কল্কঃ	ঐ
চিত্রকাদি বটীকা	ঐ
লায়ী চূর্ণম্	১৯১
জাতিফলাদি চূর্ণং	ঐ
মুস্তকাদি চূর্ণং	১৯২
সর্জ্জরস চূর্ণম্	ঐ
বার্ত্তাকী গুটিকা	ঐ
পঞ্চপল্লবম্	ঐ
শিবাদি চূর্ণং	১৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মধ্যালায়ী চূর্ণং	১৯৩
মহালায়ী চূর্ণম্	১৯৪
মধ্যালবঙ্গাদি চূর্ণং	১৯৫
গঙ্গাধর চূর্ণম্	ঐ
বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ	১৯৬
অষ্টপলং ঘৃতং	১৯৮
নাগরাদ্যং ঘৃতং	১৯৯
ভূনিম্বাদি চূর্ণং	ঐ
নাগরাদ্য চূর্ণং	ঐ
পাঠাদ্য চূর্ণং	২০০
কপিত্থাষ্টকচূর্ণং	ঐ
দাড়িমাষ্টক চূর্ণম্	২০১
দ্বিতীয়গঙ্গাধর চূর্ণং	ঐ
বৃহদ্গঙ্গাধর চূর্ণং	২০২
মধ্যালবঙ্গাদি চূর্ণং	ঐ
মহালবঙ্গাদ্য চূর্ণং	২০৩
গ্রহণীগজেন্দ্র চূর্ণং	২০৪
টঙ্কণাদি চূর্ণং	২০৫
তিন্দুলাদি চূর্ণং	২০৬
কঞ্চটাবলেহঃ	ঐ
দশমূলীগুড়ঃ	২০৭
কল্যাণগুড়ঃ	২০৮
কুষ্মাণ্ডগুড় কল্যাণকঃ	ঐ
ত্রিফলাদ্যমোদকঃ	২০৯
অগ্নিকুমারমোদকঃ	২১০
কুষ্ঠাদিমোদকঃ	২১১
জীরকাদিমোদকঃ	২১২
কন্দর্পমোদক	২১৪
মহাকামেশ্বরমোদকঃ	২১৫
দ্বিতীয় কামেশ্বরমোদকঃ	২১৬
স্বল্পচুক্রম্	২১৭
বৃহচ্চুক্রম্	২১৮
তক্রারিষ্টম্	ঐ
মরিচাদ্যং ঘৃতং	২১৯
মহাষট্পলকং ঘৃতং	২২০
বিল্বাদি ঘৃতং	ঐ
চাঙ্গেরী ঘৃতং	২২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিত্রক ঘৃতং	২২১
বিল্বগর্ভ ঘৃতং	ঐ
শুণ্ঠী ঘৃতম্	২২২
বিল্ব তৈলম্	ঐ
দাড়িমাদ্য তৈলম্	২২৩
গ্রহণীমিহির তৈলম্	২২৪
বৃহদ্‌গ্রহণীমিহির তৈলম্	২২৬
কণকসুন্দরো রসঃ	২২৭
গ্রহণীকবাটঃ	ঐ
গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা	২২৮
অগ্নিকুমারঃ	২২৯
হিরণ্যগর্ভপোট্টলী	ঐ
সংগ্রহগ্রহণীকবাটঃ	২৩০
স্বর্ণপর্পটী	ঐ
পঞ্চামৃতপর্পটী	২৩১
রসপর্পটী	২৩২
বিজয়পর্পটী	২৩৬
কণাদিলৌহম্	ঐ
লবঙ্গাদি বটী	ঐ
জাতিফলাদি বটী	২৩৭
গ্রহণীকবাটো রসঃ	ঐ
পূর্ণকলা বটী	২৩৮
বজ্রকপাটো রসঃ	২৩৯
জাতীফলো রসঃ	ঐ
পীযূষবল্লী রসঃ	২৪০
গ্রহণীশার্দ্দুলো রসঃ	২৪১
বৈদ্যনাথ বটী	ঐ
অগ্নিকুমারো রসঃ	২৪২
গ্রহণীকপাটো রসঃ	২৪৩
বিজয়া বটিকা	ঐ
বড়বামুখো রসঃ	২৪৪
গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী	ঐ
হংসপোট্টলী	ঐ
শম্বুকাদি বটী	২৪৫
গ্রহণীকবাটঃ	ঐ
গ্রহণীবজ্রকবাটঃ	২৪৬
রসাজবটী	ঐ
সূপ বল্লভ	২৪৭
বৃহৎসূপ ব.	২৪৮
রাজবল্লভঃ	ঐ
মহারাজ সূপবল্লভঃ	২৪৯
মহারাজ সূপতি বল্লভো রসঃ	২৫০

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথার্শোধিকারঃ	২৫২
অঙ্কুরীগঠনং	২৫৩
কুটজাদ্যং ঘৃতং	ঐ
ষট্‌পলকং ঘৃতং	২৫৪
ব্যোষাদ্যং ঘৃতং	ঐ
সমশর্করং চূর্ণং	ঐ
প্রাণদা গুড়িকা	ঐ
বৃহচ্ছূরণমোদকঃ	২৫৬
নাগার্জ্জুনপ্রয়োগঃ	২৫৭
নিত্যোদিতো রসঃ	২৫৮
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	ঐ
তীক্ষ্ণমুখো রসঃ	২৬০
পঞ্চাননোরসঃ	ঐ
জাতীফলাদি বটীকা	২৬১

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথাগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ	২৬২
ষড়ূষণযোগঃ	ঐ
হরীতকী চূর্ণং	ঐ
ভাস্কর লবণং	ঐ
পথ্যাত্রয়ম্	২৬৪
চতুঃসমম্	ঐ
হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্	ঐ
অগ্নি ঘৃতম্	ঐ
পথ্যাদিকং চূর্ণং	২৬৫
বৃহদ্বড়বানল চূর্ণম্	ঐ
রাজবল্লভোরসঃ	২৬৬
বৃহদ্বাড়বানলঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অজীর্ণকণ্টকঃ	২৬৭
অপরাজীর্ণকণ্টকঃ	ঐ
ক্রব্যাদরসঃ	২৬৮
শঙ্খবটী	২৬৯
মহাশঙ্খবটী	ঐ
অগ্নিকুমারকঃ	২৭০
বৃহদগ্নিকুমারঃ	ঐ
ভক্তপাকবটী	২৭১

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ক্রিম্যধিকারঃ	২৭৩
গুড়যমানী	ঐ
পারিভদ্রকপত্রস্বরসঃ	ঐ
বিড়ঙ্গচূর্ণম্	ঐ
পলাশযোগঃ	ঐ
বিড়ঙ্গ ঘৃতম্	২৭৪
ত্রিফলা ঘৃতম্	ঐ
বিড়ঙ্গ তৈলম্	ঐ
ধূস্তুর তৈলম্	২৭৫
ক্রিমিমুদ্গারঃ	ঐ
ক্রিমিরিপুরসঃ	ঐ
কীটমর্দ্দোরসঃ	২৭৬

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পাণ্ডুকামলা হলী-মকাধিকারঃ	২৭৭
পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা	ঐ
দোষভেদেন চিকিৎসা বিধিঃ	ঐ
ঘৃত প্রয়োগঃ	ঐ
পৈত্তিক পাণ্ডুরোগস্য চিকিৎসা	ঐ
শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগস্য চিকিৎসা	২৭৮
মণ্ডুরপ্রয়োগঃ	ঐ
ত্রিফলাদি ক্বাথঃ	ঐ
হরীতকীপ্রয়োগ	ঐ
মণ্ডুরযোগ	ঐ
কামলা চিকিৎসা	২৭৯
ত্রিফলাদীনাং স্বরসঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিভণ্ডাদিচূর্ণং	২৭৯
মণ্ডুরপ্রয়োগঃ	ঐ
অঞ্জনপ্রয়োগ	২৮০
নস্যপ্রয়োগঃ	ঐ
হলীমক চিকিৎসা	ঐ
অয়স্তিলাদিমোদকঃ	ঐ
নবায়সচূর্ণং	ঐ
পুনর্ণবামণ্ডুরম্	২৮১
মণ্ডুরবজ্রবটকঃ	ঐ
পাণ্ডুসূদনোরসঃ	২৮২
হিরণ্যগর্ভলৌহং	ঐ

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ	২৮৪
বাসৌষধম্	ঐ
ফল্গুফলোস্তবরসঃ	ঐ
মদয়ন্ত্যাড়্যিজ ক্বাথঃ	ঐ
নীলোৎপলাদিচূর্ণম্	ঐ
উড়ুম্বরাদি চূর্ণানি	২৮৫
বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ড	ঐ
সমশর্করং লৌহম্	ঐ
মূর্দ্ধপ্রলেপঃ	২৮৬
আমলাদ্যং লৌহং	ঐ
অর্কেশ্বরোরসঃ	২৮৭

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রাজযক্ষ্মাধিকারঃ	২৮৮
বৃহদ্বাসাবলেহঃ	ঐ
বৃহচ্চন্দনাদ্য তৈলং	২৮৯
লবঙ্গাদ্য চূর্ণম্	ঐ
তালীশাদ্যোমদকঃ	২৯০
মহামৃগাঙ্কোরসঃ	ঐ
ব্যোষাদিলৌহঃ	২৯২
ক্ষয়কেশরী	ঐ
বৃহৎকনকসুন্দরঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।	
অথ কাসাধিকারঃ	২৯৪
দশমূলী কষায়ঃ	ঐ
বাসাবলেহঃ	ঐ
চন্দনাদ্য তৈলম্	২৯৫
মরিচাদ্য চূর্ণম্	ঐ
সমশর্করং চূর্ণং	২৯৬
এলাদি চূর্ণং	ঐ
রাজমৃগাঙ্কঃ	ঐ
বরাটিকা প্রভেদঃ	২৯৭
শাম্ভবীবটী	ঐ
পুরন্দরবটী	২৯৮
কাসসংহার ভৈরবঃ	ঐ
শৃঙ্গারাভ্রং	২৯৯
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।	
অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ	৩০১
শিখিপুচ্ছাদিঃ	ঐ
কলিফল চূর্ণং	ঐ
মুখে ধারণং	ঐ
তিলাদি প্রলেপঃ	ঐ
শ্বাসকুঠারঃ	৩০২
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।	
অথ কফ আহবাধিকারঃ	৩০৩
সৌরেশ্বরং ঘৃতং	ঐ
মহাসৌরেশ্বরং ঘৃতং	৩০৪
ত্রৈলোক্যবিজয় তৈলং	৩০৫
যোগরাজঃ	৩০৬
বীরভদ্র রসঃ	৩০৭
রামবাণঃ	ঐ
শ্লেষ্মকালানলোরসঃ	৩০৮
লক্ষ্মীবিলাসোরসঃ	ঐ
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।	
অথ স্বরভেদাধিকারঃ	৩১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলিতকফলাদিঃ	৩১১
বদরীপত্রকল্কম্	ঐ
মধুর দুগ্ধম্	ঐ
সারস্বতং ঘৃতম্	ঐ
কল্যাণাবলেহঃ	৩১১
যোগবাহকোরসঃ	ঐ
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।	
অথারোচকাধিকারঃ	৩১৪
অম্লিকাদিঃ	ঐ
কারব্যাদিঃ	ঐ
বিট্ চূর্ণাদিঃ	ঐ
অমৃতসুন্দরোরসঃ	ঐ
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।	
অথছর্দ্দ্যধিকারঃ	৩১৬
পর্পটক্বাথঃ	ঐ
গুড়ূচ্যাদিঃ	ঐ
জাতীধাত্রী	ঐ
এলাদিচূর্ণম্	ঐ
অশ্বত্থ বল্কলক্ষারঃ	৩১৭
পদ্মকাদ্য ঘৃতম্	ঐ
ছর্দ্দিহরচূর্ণং	ঐ
ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।	
তৃষ্ণাধিকারঃ	৩১৯
বাতিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা	ঐ
শ্লৈষ্মিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা	ঐ
লাজোদকাদিঃ	ঐ
গোস্তনাদিঃ	ঐ
ক্ষীরেক্ষুরসাদিঃ	৩২০
আম্রাদিকষায়ঃ	ঐ
বটশুঙ্গাদিঃ	ঐ
কবলগ্রহণং	ঐ
গণ্ডূষধারণম্	ঐ
বারিমধু	৩২১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আম্রাদিকষায়ঃ	৩২১
রসশব্দস্য ব্যবহারঃ	ঐ
শীতলজলং	ঐ
জলপ্রয়োজনং	ঐ
অতিজলপানস্যদোষং	৩২২
মহোদধিরসঃ	ঐ
কুমুদেশ্বরোরসঃ	ঐ

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ	৩২৪
মূর্চ্ছায়াঃ সাধারণ চিকিৎসা	ঐ
রক্তজ মদ্যজ বিষজ মূর্চ্ছানাং চিকিৎসা	ঐ
কোলমজ্জাদিঃ	ঐ
দুরালভাক্কাথাদিঃ	৩২৫
অঞ্জনাদিঃ	ঐ
অশ্বগন্ধারিষ্টঃ	ঐ
সুধানিধিরসঃ	৩২৬

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ পানাত্যয়াধিকারঃ	৩২৮
বন্যকরীষাদিঃ	ঐ
শঙ্খ চূর্ণম্	ঐ
কুষ্মাণ্ড রসঃ	ঐ
শর্করাদুগ্ধম্	ঐ
রসামৃতম্	ঐ

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ দাহাধিকারঃ	৩৩০
দাহস্য সাধারণ চিকিৎসা	ঐ
ধন্যাক জলম্	ঐ

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথোন্মাদাধিকারঃ	৩৩১
শ্বেতোন্মত্ত পায়সঃ	ঐ
ত[illegible]লাখজ রসঃ	৩৩১
নস্যাত্যঞ্জন	ঐ
চটকমাংসক্ষীরং	৩৩২
পানীয় কল্যাণ	ঐ
ক্ষীরকল্যাণৌ	ঐ
চৈতসং ঘৃতম্	৩৩৩
শিবাঘৃতম্	৩৩৪
মহানারায়ণ তৈলম্	৩৩৫
ভূতভৈরবো রসঃ	৩৩৭
উন্মাদাঙ্কুশো রসঃ	৩৩৮

অথাপস্মারাধিকারঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুষ্মাণ্ডক ঘৃতম্	৩৩৯
পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্	ঐ
ইন্দ্রব্রহ্ম বটী	ঐ

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ	৩৪১
বাতরোগস্য চিকিৎসা সূত্রম্	ঐ
বাতরোগস্য চিকিৎসা	ঐ
নিরামবাতস্য চিকিৎসা	ঐ
বিরেচকদ্রব্যং	৩৪২
যথাঃ	ঐ
মাংস রসাঃ	৩৪৩
মাষাদিপয়ঃ।	ঐ
মাষবলাদিঃ	ঐ
দশমূলীক্কাথঃ	৩৪৪
স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ	ঐ
অশ্বগন্ধাঘৃতম্	৩৪৫
মহাছাগলাদ্য ঘৃতম্	ঐ
হংসাদি ঘৃতম্	৩৪৮
মাষ তৈলম্	৩৪৯
অশ্বগন্ধা তৈলম্	ঐ
বিষ্ণু তৈলম্	৩৫০
কুব্জ প্রসারণী তৈলম্	৩৫১
সিদ্ধার্থ তৈলম্	৩৫২
বৃহৎ সিদ্ধার্থ তৈলম্	৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃহৎশতপুষ্পাদি তৈলং	৩৫৩	ঊরুস্তম্ভে সুপথ্যানি	৩৭০
মহাবিষ্ণু তৈলং	৩৫৪	ঊরুস্তম্ভেকফান্তকক্রিয়া	৩৭১
মধ্যনারায়ণ তৈলং	৩৫৫	শিলাজতুনাং প্রয়োগঃ	ঐ
মহামাষ তৈলং	৩৫৬	ভল্লাতকাদিঃ	ঐ
হিমসাগর তৈলং	৩৫৭	পিপ্পল্যাদিঃ	ঐ
হরিতক্যাদি চূর্ণং	৩৫৯	যোগত্রয়ম্	৩৭২
বিভীতক্যাদি চূর্ণং	ঐ	চব্যাদি কল্কঃ	ঐ
রাস্না গুগগুলুঃ	ঐ	প্রলেপঃ	ঐ
ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুঃ	ঐ	কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্	ঐ
বাতারি রসঃ	৩৬০	সৈন্ধবাদ্যং তৈলাদি	৩৭৩
বাতগজাঙ্কুশঃ	৩৬১	অথামবাতাধিকারঃ	ঐ
বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ	ঐ	পঞ্চকোলাদিঃ	ঐ
তালকেশ্বরো রসঃ	৩৬২	রাস্না দশমূলম্	৩৭৪
তালভৈরবী ও আনন্দ ভৈরবঃ	ঐ	রাস্না পঞ্চকম্	ঐ
শীতারি রসঃ	৩৬৩	নাগরং ঘৃতম্	ঐ
শীতবাতস্য লক্ষণং	ঐ	বৃহৎসৈন্ধবাদ্য তৈল	৩৭৫
অথ বাতরক্তাধিকারঃ	৩৬৪	অলম্বুষাদ্যং চূর্ণং	ঐ
বৎসাদনীক্বাথঃ	ঐ	যোগরাজগুগগুলুঃ	৩৭৬
বাসাদিক্বাথঃ	ঐ	সিংহনাদগুগগুলুঃ	৩৭৭
মুণ্ডিতিকা চূর্ণং	ঐ	রামবাণঃ	ঐ
গুড়হরীতকী	ঐ	অথ শূলাধিকারঃ	৩৭৯
গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথঃ	ঐ	শূলরোগস্য চিকিৎসা	ঐ
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসাদয়ঃ	৩৬৫	মাতুলুঙ্গরসশিগ্রুক্বাথৌ	ঐ
পটোলাদিঃ	ঐ	আমশূলস্য চিকিৎসা	ঐ
লেপসেকৌ	ঐ	পঞ্চকোলাদিঃ	ঐ
প্রলেপঃ	ঐ	শতাবর্য্যাদি ক্বাথঃ	৩৮০
কটুকাদি কল্ক	ঐ	ত্রিফলাদি ক্বাথঃ	ঐ
গুড়ূচী ঘৃতং	৩৬৬	মধুক ক্বাথঃ	ঐ
অমৃতাদ্যং ঘৃতং	ঐ	বলাদি ক্বাথঃ	ঐ
দশপাকবলা তৈলম্	৩৬৭	হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণং	৩৮১
পিণ্ড তৈলম্	ঐ	হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং	ঐ
গুড়ূচী তৈলম্	৩৬৮	কফপৈত্তিক শূলস্য চিকিৎসা	ঐ
মহাপিণ্ড তৈলং	ঐ	পটোলাদি ক্বাথঃ	ঐ
শাবিরাদ্যং তৈলং	ঐ	রসোন কল্কঃ	৩৮২
বাতরক্তান্তকো রসঃ	৩৬৯	বাতপিত্তজ শূলস্য চিকিৎসা	ঐ
অথোরুস্তম্ভাধিকারঃ	৩৭০	এরণ্ড দ্বাদশকং	ঐ
ঊরুস্তম্ভস্য সাধারণ চিকিৎসা	ঐ	পিপ্পলী ঘৃতং	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বীজপূরক ঘৃতং	৩৮৩	অন্তর্বিধামাহ	৩৯৯
শূলগজেন্দ্র তৈলং	ঐ	অন্যক্রিয়া	ঐ
বৃহন্নারীকেল খণ্ডঃ	৩৮৪	পক্কগুল্মস্য ক্রিয়া	ঐ
নারীকেলামৃতং	৩৮৫	মস্তুষট্পলকং ঘৃতং	৪০০
শূলসংহারকচূর্ণং	৩৮৬	রসোনাদ্যং ঘৃতং	ঐ
বিদ্যাধরাভ্রং	৩৮৭	রক্তগুল্মস্য চিকিৎসা	ঐ
শূলবজ্রিনী বটী	৩৮৮	ভল্লাতক ঘৃতং	৪০২
অথ পরিণামশূলাধিকারঃ	৩৯০	বচাদি চূর্ণং	ঐ
পরিণামশূল চিকিৎসা	ঐ	হিঙ্গ্বাদিঃ	ঐ
শতাবরী মণ্ডূরং	ঐ	হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণং	ঐ
সামুদ্রাদ্যং চূর্ণং	৩৯১	প্রাণবল্লভো রসঃ	৪০৩
নারীকেলৌষধিঃ	ঐ	গুল্মকালানলো রসঃ	৪০৪
সপ্তামৃত লৌহং	৩৯২	অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ	৪০৫
তারা মণ্ডূরগুড়ঃ	ঐ	বলাদ্যং ঘৃতং	৪০৬
শূলস্যাপথ্যানি	৩৯৩	গুঞ্জাভদ্রো রসঃ	ঐ
অথোদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ	ঐ	হৃদয়ার্ণবো রসঃ	ঐ
সৌবর্চ্চলাদ্যা মদিরা	ঐ	পঞ্চসারো রসঃ	৪০৭
হিঙ্গ্বাদি বর্ত্তিঃ	ঐ	অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ	৪০৮
ফল বর্ত্তিঃ	ঐ	ত্রিকন্টকাদ্যং ঘৃতং	৪০৯
শঙ্খমূলাদ্যং ঘৃতং	৩৯৪	সুকুমারকুমারকং ঘৃতং	ঐ
হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং	ঐ	অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ	৪১১
নারাচ চূর্ণং	ঐ	বরুণাদ্যং গুড়ং	৪১৩
অথ গুল্মাধিকারঃ	৩৯৫	চিত্রকাদ্যং ঘৃতং	৪১৪
গুল্মরোগস্য সাধারণ চিকিৎসা	ঐ	অথ অশ্মর্য্যাধিকারঃ	৪১৫
কফ গুল্ম-পঞ্চমূলীকাথাদয়ঃ	৩৯৬	বরুণাদ্যং ঘৃতং	ঐ
পিত্তগুল্মস্য চিকিৎসা	ঐ	বরুণাদিগণঃ	৪১৬
বিরেচন প্রয়োগঃ	ঐ	বীরতরাদি গণঃ	ঐ
পক্কগুল্মস্য লক্ষণানি	ঐ	জাতীফলাদ্য বর্গঃ	৪১৭
বাতগুল্মস্য চিকিৎসা	ঐ	এলাদি ক্বাথঃ	ঐ
তিলাদিঃ	৩৯৭	কুলথাদ্যং ঘৃতং	৪১৮
যমানী চূর্ণং	ঐ	বরুণাদ্যং তৈলং	ঐ
স্বেদ প্রয়োগঃ	ঐ	ত্রিবিক্রমো রসঃ	৪১৯
অন্যস্তু	ঐ	অথ প্রমেহাধিকারঃ	৪২০
গুল্মস্য হিতকরী ক্রিয়া	৩৯৮	দাড়িমাদ্যং ঘৃতং	৪২৪
কফগুল্ম ঘৃতং	ঐ	বৃহদ্দাড়িমাদ্যং ঘৃতং	ঐ
বমনার্হ-গুল্মী	ঐ	ত্রিকন্টকাদ্যং তৈলং	৪২৫
বাতাদিদোষভেদেন চিকিৎসা	ঐ	ত্রিকন্টকাদ্যং ঘৃতং	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
ত্রিকণ্টকাদ্যং যমকং	৪২৫
ন্যগ্রোধাদ্যঞ্চূর্ণং	ঐ
বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহং	৪২৬
মেহমুদ্গারো রসঃ	ঐ
বঙ্গেশ্বরঃ	৪২৭
চন্দ্রপ্রভা বটী	ঐ
যোগীশ্বরো রসঃ	৪২৮
যোগেশ্বরো রসঃ	ঐ
তালকেশ্বরঃ	৪২৯
অসাধ্যমধুমূত্ররোগ লক্ষণং	ঐ
অথ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যাধিকারঃ	৪৩০
ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগঃ	ঐ
লৌহরসায়নং	৪৩১
ত্রিফলাদ্যং তৈলং	৪৩২
অমৃতাদ্যো গুগ্‌গুলুঃ	৪৩৩
নবকোগুগ্‌গুলুঃ	ঐ
অথ সর্ব্বোদরাধিকারঃ	৪৩৪
বিন্দু ঘৃতং	৪৩৬
নারায়ণ চূর্ণং	৪৩৭
উদরারি রসঃ	৪৩৮
বড়বাগ্নিমুখো রসঃ	৪৩৯
ব্রহ্ম বটী	ঐ
ইন্দু কর্পূরঃ	৪৪০
অথ প্লীহযকৃদধিকারঃ	ঐ
গুড়পিপ্পলী ও বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী	ঐ
মহারোহিতকং ঘৃতং	৪৪১
মানাদ্যগুড়িকা	৪৪২
অর্কলবণং	৪৪৩
অগ্নিমুখং লবণং	ঐ
শিবাবটী	৪৪৪
বহ্নিকুমারোরসঃ	ঐ
রোহিতকাদ্যং লৌহং	৪৪৫
বজ্রেশ্বরোরসঃ	ঐ
লোকনাথরসঃ	৪৪৬
বৃহল্লোকনাথোরসঃ	ঐ
প্লীহগজকেশরী তাম্রং	৪৪৭
তাম্রকল্পঃ	৪৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরভস্ম	৪৪৯
উরোগ্রহনিদানং	ঐ
অথ ছড়ীচিকিৎসা	৪৫০
অথশোথাধিকারঃ	ঐ
পুনর্নবাঘৃতং	৪৫২
পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতং	ঐ
পুনর্নবালেহঃ	ঐ
কংসহরীতকী	৪৫৩
পুনর্নবাদ্যং ঘৃতং	ঐ
মাণকঘৃতং	৪৫৪
শুষ্কমূলাদ্যং তৈলং	ঐ
সমুদ্রশোষ তৈলং	ঐ
শোথশার্দ্দূল তৈলং	৪৫৫
বৃহচ্ছোথশার্দ্দূল তৈলং	ঐ
ক্ষারগুড়িকা	৪৫৭
শোথশার্দ্দূলোরসঃ	ঐ
শোথোদরারিরসঃ	৪৫৮
অথবৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ	৪৫৯
সুরসাদিগণঃ	ঐ
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলং	৪৬২
নিত্যানন্দো রসঃ	৪৬৩
অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাপচী-গ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ	ঐ
তুম্বী তৈলং	৪৬৫
অমৃতাদ্যং তৈলং	ঐ
ছুছুন্দরী তৈলং	৪৬৬
শাখোটকাদ্যং তৈলং	৪৬৭
নির্গুণ্ডী তৈলং	ঐ
ব্যোষাদ্যং তৈলং	৪৬৮
গুঞ্জা তৈলং	ঐ
অথ শ্লীপদাধিকারঃ	৪৭১
বিড়ঙ্গাদ্যং তৈলং	৪৭২
কনক তৈলং	৪৭৩
মহাকনক তৈলং	ঐ
বৃহৎকনক তৈলং	৪৭৪
শ্লীপদগজকেশরী রসঃ	৪৭৫
নিত্যানন্দ রসঃ	৪৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ বিদ্রধ্যধিকারঃ	৪৭৭
অথ শারীরব্রণ	৪৮০
সদ্যোব্রণাধিকারঃ	ঐ
তিলাষ্টকঃ ও ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ	৪৮৩
বটিকাগুগ্‌গুলুঃ	৪৮৪
করঞ্জাদ্যং ঘৃতং	ঐ
জাতিকাদ্যং ঘৃতং	ঐ
গৌরাদ্যং ঘৃতং	৪৮৫
চন্দনাদ্যং যমকং	ঐ
দূর্ব্বাদ্যতৈলং ও ঘৃতং	৪৮৬
কুঠারাদ্যং তৈলং	ঐ
বিপরীতমল্লতৈলং	ঐ
গুণবতীবর্ত্তিঃ	৪৮৭
অমৃতগুড়িকাগুগ্‌গুলুঃ	৪৮৮
বিড়ঙ্গাদি বটিকাগুগ্‌গুলুঃ	ঐ
অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ	ঐ
ব্রণরোগ	৪৮৯
অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ	৪৯০
স্বর্জ্জিকাদ্যতৈলং	৪৯২
কার্পাসতৈলং	৪৯৩
ভল্লাতকাদ্যং তৈলং	ঐ
কুম্ভীকাদ্যং তৈলং	ঐ
সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ	৪৯৪
নাড়ীব্রণগজাঙ্কুশঃ	ঐ
অথ ভগন্দরাধিকারঃ	৪৯৫
বিষ্যন্দনং তৈলং	৪৯৭
করবীরাদ্যং তৈলং	ঐ
নিশাদ্যংতৈলং	ঐ
নবকার্ষিকোগুগ্‌গুলুঃ	ঐ
সপ্তবিংশতিকোগুগ্‌গুলুঃ	৪৯৮
রাবিতাণ্ডবঃ	ঐ
রবিতাণ্ডবঃ	৪৯৯
অথ উপদংশাধিকারঃ	৫০০
উপদংশাগ্নিধূমং	৫০১
ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতং	৫০২
আগারধূমাদ্যং তৈলং	ঐ
রসশেখরঃ	ঐ
অথ শূকদোষাধিকারঃ	৫০৩
অথ ভগ্নাধিকারঃ	৫০৬
গন্ধতৈলং	৫০৮
লাক্ষাগুগ্‌গুলুঃ	৫০৯
অথ কুষ্ঠাধিকারঃ	ঐ
পঞ্চকষায়ঃ	ঐ
নবকষায়ঃ	৫১০
দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ	৫১১
শিত্রদদ্রুৎপাটন লেপঃ	ঐ
শ্বিত্রাবলেপঃ	৫১২
কুষ্ঠশ্বিত্রনাশনোলেপঃ	ঐ
শ্বিত্রলেপঃ	ঐ
পঞ্চতিক্তকং ঘৃতং	৫১৩
মহাখদিরাদ্যং ঘৃতং	৫১৪
বজ্রকং ঘৃতং	ঐ
গুগ্‌গুলু পঞ্চতিক্তকং ঘৃত	৫১৫
মরিচাদ্যং তৈলং	৫১৬
বৃহৎ মরিচাদ্যং তৈলং	ঐ
উন্মত্তৈতলং	৫১৭
মহাসিন্দুরাদ্যং তৈলং	ঐ
ভাস্তৈলং	ঐ
বিষতৈলং ও বাসারুদ্রতৈলং	৫১৮
মহারুদ্রতৈলং	৫১৯
বৃহৎসোমরাজীতৈলং	৫২০
কন্দর্পসার তৈলং	৫২১
নিম্বাদিচূর্ণং	৫২২
একবিংশতিকোগুগ্‌গুলুঃ	৫২৩
উদয়ভাস্করঃ	৫২৪
অমৃতাঙ্কুর লৌহং	ঐ
যোগরাজঃ	৫২৫
কুষ্ঠকুঠারোরসঃ	ঐ
তালকেশ্বরঃ	৫২৬
মহাতালেশ্বরঃ	ঐ
মহাতালকেশ্বরোরসঃ	৫২৭
অথ শীতপিত্তোদর্দ্ধকোঠাধিকারঃ	৫২৮
অথ অম্লপিত্তাধিকারঃ	৫৩০
দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতং	৫৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শতাবরী ঘৃতং	৫৩২	ক্ষারতৈলং	৫৬৫
অবিপত্তিকরং চূর্ণং	ঐ	শতাবরী তৈলং	৫৬৭
এলাদিমোদক:	৫৩৩	অথ নাসারোগাধিকারঃ	৫৬৮
ক্ষুধাবতী গুড়িকা	ঐ	চিত্রকহরীতক	৫৬৯
তাম্রুরসঃ	৫৩৪	শিখরীতৈলম্	৫৭০
লীলাবিলাসোরসঃ	৫৩৫	দূর্ব্বাদ্যং তৈলং	ঐ
অম্লপিত্তান্তকোরসঃ	ঐ	ব্যোষাদি চূর্ণং	ঐ
অথ বিসর্পবিস্ফোট স্নায়ুধিকারঃ	ঐ	অথ চক্ষুরোগাধিকারঃ	৫৭১
অমৃতাদিপাচনং	৫৩৬	বাসকাদি ও বৃহদ্বাসকাদি	৫৭৪
বৃষাদ্যং ঘৃতং	৫৩৭	ষড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু ঘৃতং	৫৭৫
মহাপদ্মকং ঘৃতং	ঐ	ত্রিফলাদ্যং ঘৃতং	ঐ
কালাগ্নিরুদ্রোরসঃ	ঐ	মহাত্রিফলাঘৃতং	ঐ
বিসর্পবিস্ফোট স্নায়ুকানিদানং	৫৩৮	ভৃঙ্গরাজাদ্যং তৈলং	৫৭৬
অথ মসূর্য্যধিকারঃ	ঐ	নৃপবল্লভতৈলং ঘৃতঞ্চ	ঐ
শর্করা প্রক্ষেপঃ	ঐ	চূর্ণাঞ্জনং ও চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তিঃ	৫৭৭
অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ	৫৪০	চন্দ্রোদয়াবর্ত্তিঃ	৫৭৮
চাঙ্গেরী ঘৃতং	৫৪৪	গজকেশরীবর্ত্তিঃ	ঐ
মুষিকাদ্যং তৈলং	৫৪৫	তারকাদ্যাবর্ত্তিঃ	ঐ
কনকতৈলং ও মঞ্জিষ্ঠাতৈলং	৫৪৮	সপ্তামৃতলৌহং	৫৭৯
কুঙ্কুমাদ্যং তৈলং	৫৪৯	অথশিররোগাধিকারঃ	ঐ
কুঙ্কুমাদ্যং তৈলং	ঐ	যষ্ট্যাদ্যং ঘৃতং	৫৮৫
বর্ণকং ঘৃতং	৫৫০	ময়ূরাদ্যং ঘৃতং	ঐ
দ্বিহরিদ্রা তৈলং	৫৫১	বৃহন্ময়ূরকং ঘৃতং	৫৮৬
গুঞ্জাতৈলং	৫৫২	প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলং	ঐ
ভৃঙ্গরাজ তৈলং	ঐ	জীবকাদ্যং তৈলং	ঐ
মুহাদ্যং তৈলং	৫৫৪	শতাহ্বাদ্যং তৈলং	৫৮৭
চন্দনাদ্যং তৈলং	৫৫৫	দশমূলং তৈলং	ঐ
মহানীলতৈলং	৫৫৭	মহাদশমূল তৈলং	ঐ
অথ মুখরোগাধিকারঃ	৫৫৯	বৃহদ্দশমূলং তৈলং	৫৮৮
কুষ্ঠাদ্যং চূর্ণং	৫৬২	সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ	ঐ
কাশীশাদ্যং চূর্ণং	ঐ	শিরঃশূলাদিবজ্রিকা	৫৮৯
কাণকচূর্ণং ও পীতকচূর্ণং	ঐ	সূর্য্যোদয়রসঃ	ঐ
স্বল্প খদিরাদি গুড়িকা	৫৬৩	অথ প্রদররোগাধিকারঃ	৫৯০
বৃহৎখদিরাদি বটিকা	ঐ	মুদ্গাদ্যং ঘৃতং	৫৯১
সপ্তামৃত রসঃ	৫৬৪	শীতকল্যাণকং ঘৃতং	ঐ
অথ কর্ণরোগাধিকারঃ	৫৬৫	অশোকাদ্যং ঘৃতং	৫৯২
[illegible]াদ্যতৈলং	ঐ	পুষ্যানুগং চূর্ণং	৫৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অথ সোমরোগাধিকারঃ	৫৯৪
ধাত্রীঘৃতং	ঐ
গগনাদিলৌহং	৫৯৫
অথ যোনিব্যাপদাধিকারঃ	৫৯৬
ফলঘৃতং	৫৯৭
ফলঘৃতং	ঐ
নীলোৎপলাদ্যং ঘৃতং	৫৯৮
ক্ষারতৈলং	ঐ
ভগশঙ্কোচঃ	৫৯৯
অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ	ঐ
অত্রোপায়ঃ ও মন্ত্রঃ যথা	৬০০
অথ দেবতাধ্যানং যথা	ঐ
অথ নষ্টপুষ্পিতায়াং	৬০১
ত্রিংশদঙ্কিতকোষ্ঠী	৬০৬
পঞ্চদশাঙ্কিত কোষ্ঠী	ঐ
বজ্রকাঞ্জিকং	৬০৭
অশ্বগন্ধাঘৃতং	ঐ
বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতং	৬০৮
শ্রীপর্ণীতৈলং	ঐ
কাশীশাদ্যং তৈলং	৬০৯
সৌভাগ্যশুণ্ঠী	ঐ
মহাসৌভাগ্যশুণ্ঠী	ঐ
বৃহৎসৌভাগ্যশুণ্ঠী	৬১০
জাতীফলাদ্যাবটিকা	৬১২
গর্ভবিলাসোরসঃ	ঐ
অথ বালরোগাধিকারঃ	৬১৩
অশ্বগন্ধাঘৃতং	৬১৭
কুমারকল্যাণ ঘৃতং	ঐ
লাক্ষাদিতৈলং	৬১৮
শিশুচাতুর্থকং	ঐ
রজন্যাদিচূর্ণং	ঐ
মহাগন্ধকঃ	৬১৯
বালকুমারোরসঃ	৬২০
অথ বিষাধিকারঃ	৬২১
কালশৈলাশনিঃ	ঐ
গ্রন্থ সমাপ্তিঃ	৬২২

গ্রন্থাতিরিক্ত বিষয়।

নাড়ীসংখ্যামাহ	৩
দ্বাসপ্ততি—বহ্বাঃ॥	ঐ
তমোস্ত—সমুদ্রঃ॥	ঐ
আপা—সপ্তাকন॥	৪
সপ্ত—বিন্যস্তাঃ॥	ঐ
স্রপুরু—বিমুচ্যচ॥	ঐ
স্ত্রীপুং—নপুংসকং॥	ঐ
অনন্য—সপৃশেৎ॥	ঐ
নাড়াঃ—ত্রয়লক্ষণং॥	৫
মন্দং—সপ্তাহতোবা॥	১০
পতিতঃ—কারণম্॥	ঐ
যাতু—বিনির্দ্দিশেৎ॥	ঐ
ভূলতা—ধ্রুবম্॥	ঐ
ক্ষণা—বর্জ্জিতঃ॥	ঐ
জহাতি—মৃতিম্॥	১১
স্বস্থান—স্থিতিং॥	ঐ
আর্ত্তবপরীক্ষা সমস্ত	২১।২২
তৃতীয়—ইচ্ছাভেদীরসঃ	৮০
ইচ্ছাভেদী-গুড়িকা	ঐ
কল্কিশোরসঃ	৮১
পুষ্পরেচনীগুড়িকা	৮২
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরোরসঃ	ঐ
জ্বরধূমকেতুরসঃ	৮৬
মহাসর্ব্বজ্বরহরো লৌহঃ	৯৬
হিঙ্গুলেশ্বরোরসঃ	৯৮
ভস্মেশ্বর চূর্ণম্	ঐ
স্বচ্ছন্দভৈরবোরসঃ	ঐ
নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ	৯৯
জ্বরমুরারিরসঃ	ঐ
জ্বরঘ্নী বটিকা	১০০
জ্বরঘ্নী বটী	ঐ
ত্রৈলোক্যডুম্বুরোরসঃ	ঐ
তরুণজ্বরারিরসঃ	১০১
প্রতাপমার্ত্তণ্ডোরসঃ	ঐ
নবজ্বরহরীবটী	১০২
নবজ্বরারিরসঃ	ঐ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদ্যাধরো রসঃ	১০২
গ্রহমুরারিঃ	১০৩
নবজ্বরেভসিংহঃ	ঐ
হুতাশনোরসঃ	১০৪
রবিসুন্দরোরসঃ	ঐ
জরঘ্নীবটী	১০৫
কল্পতরুরসঃ	ঐ
১০৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সমাপ্ত	
পিত্তাচার—ভিষগ্‌ভিঃ ॥	১৪৩
অরাতি—ধান্যাকঃ	ঐ
কিরাতাদিঃ	১৪৪
বিড়ঙ্গাদিঃ	ঐ
গুড়ুচ্যাদিঃ	১৪৫
১৪৭ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।	
মুস্তকাদিঃ	১৪৮
ঘনাদিঃ	ঐ
১৪৯ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।	
১৫০ ঐ ঐ	
কুটজাবলেহঃ	১৫২
১৫৪।১৫৫ পৃষ্ঠা।	
কনকপ্রভাবটী	১৫৬
১৫৭।১৫৮ পৃষ্ঠা।	
কারুণ্যসাগরোরসঃ	১৫৯
১৬২ হইতে ১৬৬ পৃষ্ঠা।	
গুড়বিল্বম্	১৬৭
১৭১ হইতে (ষড়ঙ্গ ঘৃতবাদে) ১৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।	
বিল্বতৈলং	১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অতীসারবারণোরসঃ	১৮২
পূর্ণচন্দ্রোদয়োরসঃ	ঐ
১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা। ১৮৫ পৃষ্ঠা।	
নাগরাদি কষায়ঃ	১৮৮
শালপর্ণ্যাদিঃ	ঐ
অভয়াদিক্কাথঃ	ঐ
(নাগরাদ্যং ক্ষীরং) বাদে ১৮৯ হইতে ১৯২ পৃষ্ঠা।	
(নাগরাদ্যং ঘৃতং) বাদে ১৯৯ হইতে ২১১ পৃষ্ঠা।	
২১৫ হইতে ২২২ পৃষ্ঠা।	
বৃহদ্‌গ্রহণী মিহির তৈলং	২১৬
২৩৭ হইতে (বৈদ্যনাথ বটী) বাদে ২৫০ পৃষ্ঠা।	
চূর্ণাঙ্কুং—উচ্যতে।	২৫২
যদ্বা—মর্শসৈঃ।	ঐ
শুষ্কা—পৈত্তিকী।	ঐ
সমস্ত—শোধনম্।	২৬২
ত্রিফলাঘৃতম্	২৭৩
বিড়ঙ্গতৈলম্	ঐ
ধুস্তুরতৈলম্	২৭৫
ক্রিমিরিস্মুরসঃ	ঐ
কীটমর্দ্দোরসঃ	২৭৬
হরীতকী প্রয়োগঃ	২৭৮
মণ্ডুরযোগঃ	ঐ
২৭৯ পৃষ্ঠা সমাপ্ত।	
অঞ্জনপ্রয়োগঃ	২৮০
নস্যপ্রয়োগঃ	ঐ
হলীমকচিকিৎসা	ঐ

সূচীপত্র সমাপ্ত।

প্রয়োগ-চিন্তামণিঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

গ্রন্থারম্ভেঽভীষ্টদেব-নমস্কারঃ।

অজং জনোদ্যোগসমৃদ্ধিবৃদ্ধিদং
পরং পরানন্দরসোল্লসেক্ষণম্ ।
অনাদিমাদিং পরিচিন্ত্য যোগিনং
নতোঽস্মি চিন্তোপশমাশিবং শিবম্ ॥

• যিনি জন্মরহিত, মনুষ্যের উদ্যোগরূপ সমৃদ্ধির বৃদ্ধিকারী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যাঁহার নয়ন পরম আনন্দ-রসরূপ উল্লাসে সতত উদ্ভাসিত; যাঁহার আদি নাই ও যিনি স্বয়ংই আদিভূত, এবং যাঁহাকে চিন্তা করিলে অশিব (অমঙ্গল) সকল দূরীভূত হয়; এমন পরমযোগী সেই শিবকে কায়মনে চিন্তা পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি।

যচ্চারুপাদাম্বুজমাশুতোষ
শ্রীরাজরাজেশ্বরতঃ প্রদিষ্টম্ ।
সঞ্চিন্ত্য চিন্তামণিপীঠভিন্নং
প্রয়োগচিন্তামণি মাতনোমি ॥

• স্বয়ং আশুতোষ (শিব) ভগবান্ শ্রীপতির যে পাদাম্বুজদ্বয় অর্চ্চনা করিয়াছেন, আমি কমলাপতি বিষ্ণুর 'চিন্তামণি' নামক রত্নাসনে সংস্থাপিত সেই চরণযুগল চিন্তাপূর্ব্বক এই "প্রয়োগ চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিতেছি।

অথাসেব্য কালীপদাম্ভোজযুগ্মং
পরং ব্রহ্মরূপং কিয়দব্রহ্মপুঞ্জম্ ।
সমালম্ব্য চিন্তামণির্নাম পূর্ণ-
প্রণালীং বিনির্মীয়তেঽত্রাপি ॥

অনন্তর পরাৎপর ব্রহ্মস্বরূপ কালীপাদাম্বুজযুগল অর্চ্চনা পূর্ব্বক কতিপয়

গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ সুপ্রণালীমতে এই "প্রয়োগ চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ মৎ কর্তৃক প্রণীত হইতেছে।

নচাস্তিশাস্ত্রাধ্যয়নং যেষাং
মনোঽর্থদারিদ্রকুলাবৃতানাম্।
নিতান্ত-সন্তোষচয়া ভবন্তু
প্রয়োগচিন্তামণি-চিন্তনেন ॥

যাঁহাদের মনোবৈকল্য ও অর্থদরিদ্রতায় ব্যাকুলতা বশতঃ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়ন জনিত জ্ঞানের অভাব আছে, তাঁহারা এই "প্রয়োগ চিন্তামণি" নামক গ্রন্থ খানি সম্যক্ প্রকারে চিন্তা (অধ্যয়ন পূর্ব্বক শিক্ষা) করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রাপ্ত হউন।

বিবিধবুধসভায়াং শব্দকল্লোলিতায়াং
সকলগুণিবিচারাৎ প্রজ্ঞসংজ্ঞাবৃতায়াম্।
ইতিকৃতনবশাস্ত্রাশুদ্ধিনাশায়বৈদ্যো
হনুনয়তি বিধিতঃ শ্রীরামমাণিক্যসেনঃ ॥

বিবিধ পণ্ডিত পরিবেষ্টিত, শাস্ত্রতরঙ্গে তরঙ্গায়িত ও সকল গুণিগণের বিচার বিষয়িণী প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞগণে সমাচ্ছাদিত; এমত্ সভায় মৎকর্তৃক নূতন শাস্ত্র "প্রয়োগ-চিন্তামণি" নামক এই গ্রন্থের অশুদ্ধি বিনাশের নিমিত্ত, "শ্রীরাম-মাণিক্য সেন" অভিধেয় বৈদ্য বিধিপূর্ব্বক (করযোড়ে) অনুনয় করিতেছে।

নাড়ীপরীক্ষামাহ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাজ্ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥

অনন্তর নাড়ীপরীক্ষা কথিত হইতেছে।

(ভিষক্—চিকিৎসক, বৈদ্য।)

চিকিৎসক প্রথমতঃ রোগীর কি প্রকার রোগ (জ্বর, অতীসার প্রভৃতি যে কোন রোগ) এবং সেই রোগ সাধ্য, অসাধ্য অথবা যাপ্য কি না, তাহা অতি সমাহিতচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবেন; তৎপরে তাহার উপযুক্ত ঔষধ পরীক্ষা পূর্ব্বক অর্থাৎ যে ঔষধ দ্বারা সেই রোগ উপশমিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

নাড়ী জিহ্বাগ্রমূত্রাণাং বৈশিষ্ট্যাৎ প্রতিভায়ুষঃ।
নিদানাদ্যাবিশেষাচ্চ রোগং জানন্তি ধীভৃতঃ ॥

(প্রতিভা—শারীরিক ও মানসিক বলাবল। ধীভৃৎ—বুদ্ধিমান্।)

সাধারণতঃ নিদানাদি দ্বারা যে প্রকারে রোগসমূহের এবং রোগীর জীবিত কালের পরীক্ষা হইয়া থাকে; সেই রূপ সাংক্ষেপিক নিয়মানুসারে নাড়ী

জিহ্বাগ্র, নেত্র, মূত্র ও আর্ত্তব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ব্যাধি, প্রতিভা (শারীরিক ও মানসিক বলাবল) এবং জীবিত কালের নির্ণয় করিবেন।

তন্ত্রাদৌ রচ্যতে নাড়ী জিহ্বাগ্রমূত্রসম্ভবা।
পরীক্ষা সুগমাকৃষ্য গ্রন্থাদেব যথামতি ॥

এই হেতু প্রথমেই মদীয় বুদ্ধির অনুকূল সুখবোধার্থে বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক নাড়ী, জিহ্বাগ্র, মূত্র প্রভৃতির পরীক্ষা মৎকর্ত্তৃক বর্ণিত হইতেছে।

তথাচাহ।

আদৌ সর্ব্বেষু রোগেষু নাড়ীজিহ্বাগ্রসম্ভবাম্।
পরীক্ষাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ ॥

অন্য প্রকার।

চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগীর নাড়ী, জিহ্বা, নেত্র এবং মূত্র পরীক্ষা করিবেন, অধিকন্তু স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব পরীক্ষাও করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা রোগের সামতা, নিরামতা এবং সাধ্যাসাধ্য, যাপ্য প্রভৃতি লক্ষণ সকল বিশিষ্টরূপে অবগত হইয়া, তৎপরে চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইবেন।

নাড়ীসংখ্যামাহ।

সার্দ্ধত্রিকোট্যোনাড্যো হি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্।
নাভিকন্দ নিবদ্ধাস্তা স্তির্য্যগূর্দ্ধ মধঃ স্থিতাঃ ॥

নাড়ীর সংখ্যা কথিত হইতেছে।

নাড়ীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মানব-দেহে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে সাড়ে তিন কোটী নাড়ী অবস্থিত। ঐ নাড়ীগুলি নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি শরীরের ঊর্দ্ধদিকে, কতকগুলি অধোদিকে এবং কতকগুলি বক্রভাবে গমন করিয়াছে।

দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রন্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহে ধমন্যো ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়গুণাবহাঃ ॥

উল্লিখিত সাড়ে তিন কোটী নাড়ীর মধ্যে ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার নাড়ী স্থূলতর ও প্রধান রূপে গণনীয়। ইহারা কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বহন করে।

তাসান্তু সূক্ষ্মশুষিরাণি শতানিসপ্ত
স্যুস্তানি যৈরসকৃদন্নরসং বহদ্ভিঃ।
আপ্যায্যতে বপুরিদং হি নৃণামমীষা
মস্রস্রবদ্ভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ ॥

উক্ত বাহাত্তর হাজার স্থূল নাড়ীর মধ্যে সাতশত নাড়ী সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট।

যেমন শত শত নদীর জল আসিয়া সমুদ্র পরিপূরিত হয়। তদ্রূপ আহারীয় সামগ্রীর সারভূত রস, ঐ সচ্ছিদ্র ধমনীসমূহ দ্বারা বাহিত হইয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চরণ ও শরীর পোষণ করে।

আপাদতঃ প্রততগাত্র মশেষশেষ
মামস্তকাদপি চ নাভিপুরঃস্থিতেন।
এতন্মৃদঙ্গ ইব চর্ম্মচয়েন নদ্ধং
কায়ং নৃণামিহ শিরা শতসপ্তকেন॥

ফিতার ন্যায় চর্ম্মসমূহে বদ্ধ উক্ত ৭০০ সাতশত ধমনী পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিতেছে।

সপ্তশতানাং মধ্যে চতুরধিকা বিংশতিস্ফুটাঃ।
তাসামেকা পরীক্ষণীয়া দক্ষিণকরচরণবিন্যস্তাঃ॥

উক্ত সাতশত ধমনীর মধ্যে ২৪ টী স্পন্দনশীল। তন্মধ্যে এক একটী করিয়া দুই হস্তে এবং দুই পদে যে ৪ টী নাড়ী আছে, তাহার এক একটী পরীক্ষা, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ হস্তগত একটী ও দক্ষিণ পাদগত একটী এবং স্ত্রীদিগের বাম হস্তগত একটী ও বামপাদগত একটী পরীক্ষা করিবেন।

স্ত্রীপুরুষয়োর্ভেদেন নাড়ীপরীক্ষামাহ।
স্ত্রীণাং বামকরে নাড়ীং পুরুষাণাঞ্চ দক্ষিণে।
পরীক্ষেত ভিষক্ সম্যক্ ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুচ্য চ॥

স্ত্রী ও পুরুষভেদে নাড়ীর পরীক্ষা।

স্ত্রীদিগের বামহস্তের এবং পুরুষদিগের দক্ষিণহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। নাড়ী পরীক্ষা কালে একবার স্পর্শ করিয়া ত্যাগ করিবেন, আবার ধরিবেন, এইরূপে পুনঃ পুনঃ নাড়ী ধরিয়া চিকিৎসক সম্যক্ প্রকারে পরীক্ষা করিবেন।

স্ত্রীপুংসোশ্চিহ্নভেদেন নাড়ীং পশ্যেদ্ বিচক্ষণঃ।
স্ত্রীচিহ্নে স্ত্রীক্লীবং বিদ্যাৎ পুংচিহ্নে পুংনপুংসকং॥

নপুংসকদিগের স্ত্রীপুরুষের চিহ্নভেদে অর্থাৎ স্ত্রী আকৃতি নপুংসকের বামভাগের এবং পুরুষ আকৃতি নপুংসকের দক্ষিণভাগের নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

অনন্যমতিকো বৈদ্যঃ সংযমিতেন্দ্রিয়স্তহি।
অঙ্গুলিভিস্তু তিসৃভি র্নাড়ী মবহিতঃ স্পৃশেৎ॥

চিকিৎসক অনন্যমনাঃ ও ইন্দ্রিয়ে সংযত হইয়া তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা অব হিত চিত্তে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

নাড্যাঃ স্থানভেদাদ্গতিক্রমেণ বাতাদিলক্ষণমাহ।

আদৌ চ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তং তথৈবচ।

অন্তে চ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকা ত্রয়লক্ষণং॥

নাড়ীর গতিভেদে তিন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা;—তর্জ্জনী নিবেশস্থানে তর্জ্জনী দ্বারা বায়ুর গতি, মধ্যমা নিবেশস্থানে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা পিত্তের গতি, এবং অনামিকা নিবেশস্থানে অনামিকা দ্বারা কফের গতি জানা যায়।

ততো নাড়ীপরীক্ষামাহুঃ প্রাচীনাঃ।

করস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যা ধমনীজীবসাক্ষিণী।

তচ্চেষ্টয়াসুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্য পণ্ডিতৈঃ॥

প্রাচীন মুনিগণ কর্ত্তৃক নাড়ী পরীক্ষা বিবরণ।

(কর—হস্ত। অঙ্গুষ্ঠমূল—বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়া। ধমনী—নাড়ী বা শিরা। তচ্চেষ্টা—সেই নাড়ীর স্পন্দন। কায়—শরীর।)

করের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে ধমনী আছে, তাহার স্পন্দন দ্বারাই জীবন আছে বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিতগণ শরীরের সুখ দুঃখ তাহার স্পন্দন দ্বারাই অবগত হইয়া থাকেন।

বাতাদীনাং ভেদেন নাড্যা গতিমাহ।

নাড়ীধত্তে মরুৎকোপে জলৌকাঃ সর্পয়োর্গতিম্।

কুলিঙ্গকাকমণ্ডূকগতিং পিত্তপ্রকোপতঃ॥

হংসপারাবতগতিং ধত্তে শ্লেষ্মপ্রকোপতঃ।

লাবতিত্তির বর্ত্তীরগমনং সন্নিপাততঃ॥

বাতাদিভেদে নাড়ীর গতি।

(মরুৎ—বায়ু। জলৌকা—জোক। কুলিঙ্গ—চড়ুই পক্ষী। মণ্ডূক—ভেক। পারাবত—কবুতর। বর্ত্তীর—সালীক।)

বায়ুর প্রকোপে নাড়ী জলৌকা ও সর্পের গতির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়। পিত্তের প্রকোপে কুলিঙ্গ, কাক ও ভেকের গতির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়। কফের প্রকোপে ধমনী রাজহংস ও কপোতের গতির সদৃশ গতিবিশিষ্ট হয়। এবং সন্নিপাতাশ্রিত ধমনী লাব, তিত্তির ও সালীক পক্ষীর গতির ন্যায় গতিশীল হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিদ্বেগবাহিনী।

দ্বিদোষকোপতো জ্ঞেয়া নিহন্তি স্থানবিচ্যুতা॥

স্থিত্বাস্থিত্বা চলতি যা সা স্মৃতাপ্রাণনাশিনী।

অতিক্ষীতা শীতলা চ জীবিতং হন্ত্যসংশয়ঃ॥

দুই দোষের প্রকোপ হইলে নাড়ী কখন মন্দগামিনী ও কখন বেগবাহিনী হয়। নাড়ী স্বস্থান হইতে বিচ্যুতা হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। থাকিয়া থাকিয়া যে নাড়ী চলে, তাহা প্রাণনাশিনী বলিয়া জানিবে। অতিক্ষীণা ও শীতলা (মৃদুগামিনী) নাড়ীও জীবন বিনাশ করে।

জ্বরপ্রকোপে ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
কামাৎ ক্রোধাদ্বেগবতীক্ষীণা চিন্তাভয়াপ্লুতা॥
মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ীমন্দবহা ভবেৎ।
অসৃক্‌পূর্ণা ভবেৎ কোষ্ণা গুর্ব্বীসামা গরীয়সী॥
লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বলবতী মতা।
চপলাক্ষুধিতস্যাসৌ তৃপ্তস্য বহতি স্থিরা॥
সুস্থিরস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা॥

(অসৃক্—রক্ত। সামা—আমসংযুতা।)

জ্বরের কোপে এবং কাম ও ক্রোধ দ্বারা নাড়ী উষ্ণা ও বেগবতী এবং চিন্তা ও ভয় দ্বারা আচ্ছন্না হইলে ক্ষীণা হয়। মন্দাগ্নি ও ক্ষীণ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীর গতি মন্দতরা হয়। রক্তপূর্ণা নাড়ী উষ্ণা ও গুরু এবং আমের দ্বারাও নাড়ী গুরু হয়। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী কখন মন্দগামিনী কখন বা বেগবতী হয়। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী চঞ্চলা, তৃপ্ত (তৃষ্ণা, ক্ষুধা অথবা অন্যবিধ অসুখে পীড়িত নয়) ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা এবং সুখী ব্যক্তির নাড়ী স্থিরা ও বলবতী হয়।

নাড্যা দ্রব্যাদিভক্ষণজনিতাং গতিমাহ।
অম্লৈশ্চ মধুরৈশ্চৈব নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।
চিপীটকৈ ভৃষ্টদ্রব্যৈঃ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ॥
কুষ্মাণ্ডৈর্মূলজৈশ্চৈব নাড়ী মন্দগতির্ভবেৎ।
উপবাসাদ্ভবেৎ ক্ষীণা নাড়ী চ দ্রুতবাহিনী॥
শাকৈঃ কদলকৈশ্চাপি গুরুঃ স্নিগ্ধাচ নাড়িকা।
সম্ভোগৈশ্চ ভবেৎ ক্ষীণা জ্ঞেয়া দ্রুতগতিস্তথা॥
মাংসৈঃ স্থিরবহা নাড়ী দুঃখৈঃ শীতা বলীয়সী।
গুড়ৈঃক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ॥

নাড়ীর দ্রব্যাদি ভক্ষণ জনিত গতি বলা যাইতেছে।

(চিপীটক—চিঁড়া। ভৃষ্টদ্রব্য—ভাজা জিনিস। কুষ্মাণ্ড—কুমুড়া। কদলক—রম্ভা, কলা। সম্ভোগ—স্ত্রীসহ কামজনিত সুখভোগ। ক্ষীর—দুগ্ধ।)

অম্ল ও মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী মন্দগামিনী এবং চিপীটক ও ভৃষ্টদ্রব্য ভোজন দ্বারা স্থিরা ও মৃদুপ্রবাহিনী হয়। কুষ্মাণ্ড ও উৎপলাদির মূল-

আন্ত দ্রব্য ভক্ষণে নাড়ী মন্দগতি এবং উপবাস দ্বারা নাড়ী ক্ষীণা ও দ্রুত-বাহিনী হয়। শাক ও কদলী ভক্ষণ দ্বারা ধমনী শুষ্ক ও স্নিগ্ধা এবং স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা ক্ষীণা ও দ্রুতগতি হয়। নাড়ী মাংস সেবন দ্বারা স্থিরবহা, দুঃখ দ্বারা অত্যন্ত মৃদুগামিনী এবং গুড়, ফেণ, দুগ্ধপান ও পিত্ত দ্বারা স্থিরা ও মন্দ-গামিনী হয়।

মৃত্যু-নাড্যাঃ পরীক্ষামাহ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে হ্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধাদ্বহির্মৃত্যু র্নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

মৃত্যু-নাড়ী-পরীক্ষা।

যদ্যপি নাড়ী মণিবন্ধ ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলির কোন অঙ্গুলিতেই নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত না হয়; তবে অর্দ্ধপ্রহরের পর নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইবে।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরৈকাদ্বহি র্মৃত্যুর্জায়তে নাত্রসংশয়ঃ॥

আর যদি তর্জ্জনী নিবেশ স্থান হইতে ২॥ আড়াই অঙ্গুলি অন্তরে অর্থাৎ অনামিকার শেষার্দ্ধ ভাগে মাত্র নাড়ী স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে একপ্রহরের পর রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যতো বাপি মধ্যে রেখা বহির্যদা।
সার্দ্ধপ্রহরতো মৃত্যুরবশ্যং জায়তে নৃণাম্॥

যদি অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে দুই অঙ্গুলি বাহিরে নাড়ী ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী স্পর্শ স্থানের বহির্দ্দেশে স্পন্দন অনুভূত হয়, তবে ১॥ দেড়প্রহরের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটিবে।

মধ্যে রেখা সমা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
তস্যৈব মরণং সদ্যঃ প্রহরৈকাদ্বহির্ভবেৎ॥

মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশ স্থানে নাড়ী যদ্যপি নিষ্পন্দিত ভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে রোগী নিশ্চয়ই এক প্রহরের পর মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গুলব্যাপিকা তু যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যু র্নাস্তি তস্য নসংশয়ঃ॥

তিনটী অঙ্গুলি অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি নিবেশ স্থানের কোন স্থানেই যদি নাড়ীর স্ফুরণ অনুভব না হয়, তবে চারি প্রহরের পর নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হইবেক। কোন প্রকার চিকিৎসাতেই তাহার প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না।

সদা চাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
প্রহরৈঃ পঞ্চভিশ্চৈব মরণং তস্য নির্দ্দিশেৎ॥

যদ্যপি তিনটী অঙ্গুলির কোন অঙ্গুলির নিবেশ স্থানে সর্ব্বদাই নাড়ী নিস্পন্দিত ভাবে থাকে ; অর্থাৎ আদৌ নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত না হয়, তবে পঞ্চ প্রহরের পর রোগী কালগ্রাসে নিপতিত হয়।

সপাদাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
ষষ্ঠৈশ্চ প্রহরৈর্ম্মৃত্যুর্জ্ঞেয়স্তস্য বিচক্ষণৈঃ॥

যদ্যপি তর্জ্জনীর সর্ব্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশস্থানে নাড়ী নিশ্চল-ভাবে অবস্থিতি করে, আদৌ স্পন্দন অনুভব করা না যায় এবং মধ্যমাঙ্গুলীর অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং অনামিকার সর্ব্বাংশে নাড়ীর স্ফুরণ অনুভব হয় ; তাহা হইলে ছয় প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দ্ব্যঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী বক্রগা যদি বা ভবেৎ।
মরণং তস্য জানীয়াৎ সপ্তভিঃ প্রহরৈর্বুধৈঃ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী বক্র-ভাবে অবস্থান করে, তবে সাত প্রহরের পর অবশ্য রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী মন্দা মন্দা যদা ভবেৎ।
অষ্টভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদ্যপি নাড়ী মন্দ মন্দগমনে স্পন্দিত হয়, তবে অষ্ট প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী যদি তিষ্ঠতি শীতলা।
প্রহরৈর্নবভিস্তস্য মরণং নিশ্চিতং ভবেৎ॥

যদি তর্জ্জনী ও অনামিকা এই উভয়ের অভ্যন্তরে মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশ-স্থানের নাড়ী শীতল অনুভূত হয়, তাহা হইলে নয় প্রহরের পর নিশ্চয় রোগীর জীবন নষ্ট হয়।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
প্রহরৈর্দ্দশভির্জ্ঞেয়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

যদি তর্জ্জনীর চতুর্থাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার নিবেশস্থলে নাড়ী নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, তবে ১০ দশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী সোষ্ণাভিজায়তে।
প্রহরৈ রুদ্রসংখ্যৈশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥

যদি তর্জ্জনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনা-মিকার সর্ব্বাংশে নাড়ী উষ্ণতার সহিত স্পন্দিত হয়, তবে একাদশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

পাদেনাঙ্গুলিমধ্যে তু নাড়ী শীততরা ভবেৎ।
দ্বাদশপ্রহরৈর্মৃত্যু স্তস্যাজ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

যদি তর্জ্জনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্ব্বাংশে নাড়ীর শীতলতা অনুভূত হয়, তবে দ্বাদশ প্রহরের পর রোগী কালকবলে পতিত হয়।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি।
ত্রিপূর্ব্বদশভির্যামৈর্ম্মরণং জায়তে ধ্রুবম্॥

যদ্যপি তর্জ্জনী নিবেশস্থানের অর্দ্ধাংশ শীতল হয়, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্ব্বাংশে শীতলতা অনুভূত না হয়, তবে ত্রয়োদশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়।

অর্দ্ধাঙ্গুলিগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
প্রহরৈ র্বেদচন্দ্রৈশ্চ মৃত্যুর্জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

যদ্যপি তর্জ্জনী নিবেশস্থানের নাড়ীর অর্দ্ধাংশ উষ্ণতার সহিত সবেগে স্পন্দিত হয়, আর অপর অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিয়া নাড়ীর উষ্ণতা ও বেগবত্তা অনুভূত হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ প্রহরের পর রোগীর জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্দ্ধাঙ্গুলিগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি।
প্রহরৈস্তিথিসংখ্যৈশ্চ মরণং নির্দ্দিশেদ্বুধঃ॥

যদ্যপি তর্জ্জনীর অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া নাড়ীর চঞ্চলতা অনুভূত হয়, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিয়া নাড়ীর চঞ্চলতা অনুভূত না হয়, তবে পঞ্চদশ প্রহরের পর রোগীর জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে।

পাদাঙ্গুলিগতা নাড়ী সহসা যদি তিষ্ঠতি।
ষোড়শপ্রহরৈস্তস্য পঞ্চত্বং নির্দ্দিশেদ্বুধঃ॥

যদি তর্জ্জনীর সর্ব্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলীর চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া নাড়ী হঠাৎ থামিয়া যায়, তাহা হইলে ১৬ ষোল প্রহরের পর রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

পাদাঙ্গুলিগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দ্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

তর্জ্জনীর সমস্ত এবং মধ্যমার চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া যদ্যপি নাড়ী অত্যন্ত উষ্ণতার সহিত তীব্রগতি বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, তবে চারিদিবসের পর রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়।

এবং সূক্ষ্মাদিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
স্বর্গেঽপি দুর্ল্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এবম্বিধ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নাড়ীর বিষয় অবগত হইবেন। এই নাড়ী-বিষয়িনী-বিদ্যা স্বর্গেও দুর্ল্লভা, অতএব ইহা অতীব যত্ন সহকারে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবেন।

মন্দং মন্দং কুটিলং কুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী।
তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চসপ্তাহতো বা॥

যে রোগীর নাড়ী মৃদু অথচ বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, সে রোগী পাঁচ দিন অথবা সপ্তদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
শাম্যতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্॥

উচ্চস্থান হইতে পতন, সন্ধিস্থান ভঙ্গ এবং অতিরিক্ত মৈথুন বা যক্ষ্মা-রোগ প্রযুক্ত ধাতু ক্ষীণ হইলে, যাহাদের নাড়ী অসাধ্য লক্ষণযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; তাহাদের জীবনের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদাঃ।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিত্তত্র দূষণম্॥

অতি উচ্চস্থান হইতে পতিত, শোকপ্রাপ্ত ও হিমাভিভূত ব্যক্তির নাড়ী স্পন্দনশূন্য হইলেও কিছুমাত্র দোষাবহ হয় না।

যা তুচ্চকা স্থিরা নাড়ী যাচেয়ং মাংসবাহিনী।
যা চ সূক্ষ্মা চ বক্রা চ তামসাধ্যাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

অসাধ্য নাড়ীর লক্ষণ বলা যাইতেছে।

যে নাড়ী উচ্চতরা অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধগতা এবং মন্দগামিনী, যে নাড়ী মাংসপরিবেষ্টিতবৎ বোধ হয় এবং যে নাড়ী সূক্ষ্ম অথচ বক্রভাবে স্পন্দিত হয়; সে নাড়ী অসাধ্য লক্ষণসংযুক্ত বলিয়া জানিবে।

ভূলতা ভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ।
বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্॥

(ভূলতা—কিঞ্চিলুক, কেঁচো। ভুজগ—সর্প।)

যে রোগীর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং নাড়ী মহীলতা (কেঁচো) ও সর্পের ন্যায় কৃশ, অতিশয় মসৃণ অথচ বক্রগামিনী এবং শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হয়; সে একমাস জীবিত থাকিয়া পরমাসে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্ষণাদগচ্ছতি বেগেন শান্ততাং গচ্ছতি ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গঃ শোথবর্জ্জিতঃ॥

যে রোগীর শরীরে শোথ নাই, অথচ নাড়ী ক্ষণেক তীব্রবেগে ও ক্ষণেক মৃদুবেগে প্রবাহিত হয়; তাহার সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি করস্থা।
ন স জীবিত মাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিম্॥

যদ্যপি করগতা নাড়ী স্বস্থান (মণিবন্ধ) হইতে অর্দ্ধযব পরিমিত স্থান ছাড়িয়া যায়, তবে রোগী তিন দিনের মধ্যে কালকবলে পতিত হয়।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা।
জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি স্থিতিঃ॥

যাহার নাড়ী মণিবন্ধ হইতে স্খলিত হয় এবং বক্ষঃস্থলে নিরতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার ঐ জ্বালা পর্য্যন্ত প্রাণ থাকে অর্থাৎ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোষ্ণতা ভবেৎ।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরস্থা রোগবর্জ্জিতা॥

যে ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধা, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণা এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বেগবতী হয়; তাহাকে সম্পূর্ণরূপে রোগবর্জ্জিত বলিয়া জানিবে।

তৈলাভ্যঙ্গে প্রসুপ্তে বা ভোজনান্তে তথৈব চ।
তদা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতমানদী॥

নাড়ী পরীক্ষার নিষিদ্ধকাল বলা যাইতেছে।

তৈল (তৈল, ঘৃতাদি স্নেহবস্তু) মর্দ্দন অন্তে, নিদ্রিত অবস্থায় এবং ভোজনান্তে, নাড়ী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইবে না; যেহেতু যেমন দুর্গমা নদীর প্রত্যভিমুখে গমন দুঃসাধ্য, সেই প্রকার ঐ সকল অবস্থায় নাড়ীর গতির প্রতি বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না।

সদ্যঃ স্নাতস্য ভুক্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপসেবিনঃ।
ব্যায়াম ক্লান্তদেহস্য সম্যঙ্ নাড়ী ন বুধ্যতে॥
ইতি নাড়ীপরীক্ষা সমাপ্তা।

স্নানান্তে, আহারান্তে এবং ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত্ত ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত-ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে; কারণ উক্ত অবস্থা সমুদয়ে নাড়ীর গতি সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

ইতি নাড়ীপরীক্ষা সমাপ্ত।

পুনর্নাড়ীপরীক্ষাবিশেষঃ।

বিলসতিমণিবন্ধে গ্রন্থিরঙ্গুষ্ঠভাগে
তদধরণমিতাভিস্ত্র্যঙ্গুলীভির্নিপীড্য।

স্ফুরণ সমক্কতায়া নাড়িকায়াঃ পরীক্ষা
পদমন্তুঘটিকাধোঽঙ্গুষ্ঠভাগে তথৈব ॥

পুনর্ব্বার বিশেষ প্রকার নাড়ী পরীক্ষা বলা যাইতেছে।

করগ্রন্থির বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলভাগের নিম্নদেশে যে নাড়ী মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতেছে, তিনটী অঙ্গুলি (তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা) দ্বারা নিপীড়ন-করতঃ সেই নাড়িকার স্ফুরণ পরীক্ষা করিবেন। পাদদ্বয়ের গুল্‌ফদেশের অধঃপ্রান্তস্থ অঙ্গুষ্ঠ মূলগতা নাড়ীও উক্ত প্রকারে পরীক্ষণীয়।

পরীক্ষা প্রকরণমাহ।

ঈষদ্বিনম্রধৃতকূর্পরভাগভাজি
হস্তে প্রসারিতকরেঽঙ্গুলী সঙ্কৈয়েব।
অঙ্গুষ্ঠমূলমধিপশ্চিমবামভাগে
নাড়ীং প্রভঞ্জন-গতিং সততং পরীক্ষেৎ ॥

(কূর্পর-বৃদ্ধাঙ্গুলির সমসূত্রী হস্তপঞ্জার নিম্নে যে "মণিবন্ধ" নামক স্থান আছে, তাহার পূর্ব্বপার্শ্ব নাড়ীর অবস্থিতির স্থান। প্রভঞ্জনগতি-বায়ুরগতি।)

রোগীর প্রসারিত হস্তের কূর্পর স্থানকে ঈষৎ বিনম্রভাবে ধারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা ; এই তিনটী অঙ্গুলী দ্বারা কোমলভাবে পীড়ন করিলে প্রথম যে গতি অনুভূত হয়, তাহাই বায়ুর গতি। ইহা নিয়তই পরীক্ষণীয়।

অথ মার্কণ্ডীয়ে।

বাতেন বক্রা স্ফুরতি প্রগাঢ়ং
গত্যা জলৌকাঃ প্রতিমা চ পিত্তাৎ।
দ্রুতং বহেদ্বা বকবদ্ব্রজতি
কফেন হংসীব তু মন্দযানা ॥

বাতাদিক্রমে নাড়ীর গতি বলা যাইতেছে।

বাতাশ্রিতা নাড়ী বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, পিত্তাশ্রিতা জলৌকার গতির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয় এবং কফাশ্রিতা নাড়ীবকপক্ষীর সদৃশ অতীব দ্রুতবেগে অথবা রাজহংসের ন্যায় অত্যন্ত মৃদুভাবে প্রবাহিতা হয়।

অত্যুগ্রা ঘনবাতেন অতিশীঘ্রা চ পিত্তলা।
অতিস্থিরা কফবতী সা নাড্যত্যন্তপিচ্ছলা ॥

অত্যন্ত বায়ুর আধিক্যে নাড়ী উগ্রগামিনী হয়, অত্যন্ত পিত্তাধিক্যে অতীব দ্রুতগতা এবং সাতিশয় কফাধিক্যে নাড়ী অত্যন্ত পিচ্ছলা (মন্থরগামিনী) হয়।

আদৌপিত্তং কফো মধ্যে অনামায়াং প্রভঞ্জনঃ।
স্ফুটং বিকাশতে নাড়ী জ্ঞাতব্যা সা চিকিৎসকৈঃ॥

নাড়ীর গতিভেদে তিন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।—যথা তর্জ্জনী নিবেশস্থলে তর্জ্জনী দ্বারা পিত্তের গতি, মধ্যমা নিবেশস্থানে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা কফের গতি এবং অনামিকা নিবেশস্থানে অনামিকা দ্বারা বায়ুর গতি বুঝিতে পারা যায়।

বায়ুর্যদাঽনামিকায়াং স্বগত্যা পরিপূরিতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তং স্রবেৎকিঞ্চিৎ কেবলং বাতমাদিশেৎ॥

যদি বায়ু স্বীয় গতি দ্বারা অনামিকা অঙ্গুলিতে পরিপূরিত হয় এবং শ্লেষ্মা ও পিত্ত অল্পমাত্র পরিস্ফুট হয়, তবে কেবল মাত্র বায়ুর প্রকোপ বলিয়া জানিবে।

মধ্যমায়াং প্রশস্তায়াং কফঃ স্রবতি পূরিতঃ।
বাতপিত্তং স্রবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং কফমাদিশেৎ॥

যদ্যপি মধ্যমা অঙ্গুলিতে স্বগতি দ্বারা শ্লেষ্মা পরিপূর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় এবং কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু ও পিত্ত পরিস্ফুট হয়; তাহা হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ বলিয়া জানিবে।

তর্জ্জন্যাঞ্চ যদা পিত্তং স্বগত্যা পরিপূরিতম্।
কফবাতৌ স্পৃশেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং পিত্তমাদিশেৎ॥
ইতি বশিষ্ঠমতম্।

তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে স্বীয় গতি দ্বারা পিত্ত পরিপূর্ণবোধ এবং কফ ও বায়ু অল্পমাত্র পরিস্ফুট হইলে, কেবলমাত্র পিত্ত প্রকুপিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

ইতি বশিষ্ঠ মত সমাপ্ত।

অথ গৌতমীয়ে।

বামনাড়ী দীর্ঘরেখা বাহুমূলে চ স্পন্দতে।
জীবেৎপঞ্চশতং বর্ষং নাত্র কার্য্যবিচারণা॥

নাড়ীর গতি দ্বারা জীবিত কালের নির্ণয়।

যাহার বামহস্তগত নাড়ী দীর্ঘরেখাবিশিষ্ট ও বাহুমূলে স্পন্দিত হয়, সে পাঁচশত বৎসর জীবিত থাকে।

দীর্ঘাকারা বামনাড়ী কর্ণমূলে চ স্পন্দতে।
জীবেৎ পঞ্চশতং সার্দ্ধং ধনিকো ধার্ম্মিকো ভবেৎ॥

যে ব্যক্তির বামহস্তগতা নাড়িকা দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট ও নাড়ী কর্ণমূলে

স্পন্দিত হয়, সে ব্যক্তি সাড়ে পাঁচশত বর্ষকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত ধনী ও ধার্ম্মিক হয়।

বামনাড়ী স্বল্পরেখা হনুমূলে চ স্পন্দতে।
পঞ্চবর্ষাধিকশ্চৈব জীবনং নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি প্রয়োগ চিন্তামণৌ নাড়ীপরীক্ষাবিবরণম্।

যাহার বামহস্তস্থা নাড়ী স্বল্প রেখাবিশিষ্ট এবং হনুমূলে প্রচলিত হয়, সে পাঁচশত বৎসরের অধিক কালও নিঃসংশয়ে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে নাড়ী পরীক্ষা বিবরণ সমাপ্ত।

অথ জিহ্বাপরীক্ষা।

জিহ্বা পীতা খরস্পর্শা স্ফুটিতা মারুতাধিকা।
রক্তশ্যাবা ভবেৎ পিত্তে কফাৎ শুক্লা দ্রবা ঘনা॥

অনন্তর জিহ্বা পরীক্ষা বলা যাইতেছে।

বাতাধিক্যে জিহ্বা পীতবর্ণ, খরস্পর্শ ও স্ফুটিত (বিদারিত) হয়। পিত্ত-প্রকোপে রক্তবর্ণ ও শ্যাববর্ণ (কৃষ্ণপীতাদি মিশ্রিত জঘন্য বর্ণ) হয়। এবং শ্লেষ্মাধিক্য হইলে অত্যন্ত শুক্লবর্ণ ও সাতিশয় দ্রব অর্থাৎ চট্‌চটের ন্যায় হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাপিসংস্ফুটা শুষ্কা সন্নিপাতাত্মিকা তু সা।
মিশ্রিতে মিশ্রিতা জ্ঞেয়া লিপ্তলক্ষণয়াশ্রিতা॥

সন্নিপাত অর্থাৎ এককালীন বায়ু, পিত্ত ও কফ ; এই ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, গোজিহ্বার ন্যায় স্ফুটিত (কণ্টকাবৃতবৎ) ও শুষ্ক হইয়া থাকে। আর মিশ্রিত দোষে মিলিত লক্ষণ সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ দ্বিদোষে দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ এবং ত্রৈদোষিক রোগে দোষত্রয়ের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

ইতি জিহ্বা পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ মূত্রপরীক্ষা।

পাশ্চাত্তু রজনী যামে ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
উত্থাপ্য রোগিনং বৈদ্যো মূত্রোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ॥
আদ্যধারাস্তু সংত্যজ্য মধ্যধারাসমুদ্ভবম্।
শুভে কাচময়ে পাত্রে কৃত্বা মূত্রং পরীক্ষয়েৎ॥

অতঃপর মূত্র পরীক্ষা বর্ণিত হইতেছে।

চিকিৎসক ৪ চারি দণ্ডকাল রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে রোগীকে উত্থাপন

করাইয়া মূত্র ত্যাগ করাইবেন। প্রথম কিঞ্চিৎ পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হইলে; তৎপরে মধ্য অবস্থায় যে মূত্র নির্গত হইবে, তাহাই নির্ম্মল কাচপাত্রে ধারণ-পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন।

ভাস্করোদয়বেলায়াং প্রকাশস্থানকে ধ্রুতম্।
লোলয়িত্বা পুনঃ সম্যক্ ততো মূত্রং পরীক্ষয়েৎ॥

সূর্য্যের উদয় হইলে প্রকাশ্য (অনাবৃত) স্থানে উক্ত মূত্র রাখিবে। তৎপরে সেই মূত্র পুনঃ পুনঃ সম্যক্ প্রকারে চালিয়া (হস্তদ্বারা দোলাইয়া) পরীক্ষা করিবে।

তৃণেনাদ্রায় তৈলস্য বিন্দুং মূত্রে কৃতে সতি।
জায়তে বুদ্বুদো যত্র বিকারঃ সোঽস্তি পিত্তজঃ॥
স্নিগ্ধং শ্যাবারুণছায়ং বাতান্মূত্রং প্রজায়তে।
তাবদূর্দ্ধঞ্চ বধ্নাতি তৈলবিন্দুযুতন্তথা॥
মূত্রং শ্লেষ্মণি জায়েত সমং পল্বলবারিণা।

তৃণে করিয়া একবিন্দু তৈল মূত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, যদ্যপি সেই তৈল-বিন্দু বুদ্বুদাকৃতি ধারণ করে; তবে পিত্ত প্রকোপ বলিয়া জানিবে। যদি তৈলবিন্দু মূত্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলে বুদ্বুদাকৃতি না হইয়া ছায়াবিশিষ্ট হইয়া প্রসারিত হয়, এবং সেই ছায়াটী দেখিতে স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ বা রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বায়ুর প্রকোপ জানিবে। যদ্যপি তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে মূত্রের উপরিভাগে সম্পূর্ণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, প্রসারিত হইয়া না পড়ে, তবে শ্লেষ্মার প্রকোপ জানিবে। আর শ্লেষ্মার প্রকোপে মূত্র পল্বলস্থ (কর্দ্দমমিশ্রিত) জলের ন্যায়ও হয়।

দক্ষিণস্যাং তথা জ্ঞেয়া, যথাযোগ্যং ক্রমাদ্ভবেৎ॥
বারুণ্যাং প্রসরেদ্বিন্দুঃ সুখারোগ্যং প্রচক্ষতে।
উত্তরস্যাং তথারোগ্যং জানীয়াদ্ব্যাধিপীড়িতে॥

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদ্যপি মূত্রাধারের দক্ষিণদিকে সেই ত্র ছড়াইয়া পড়ে, তবে কফ প্রকোপের লক্ষণ সংযুক্ত হয় অর্থাৎ তৈলবিন্দু ত্রের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় দেখায়।

পশ্চাৎ যথাযোগ্য পরীক্ষা বলা যাইতেছে। যথা;—পাত্রের পশ্চিম ও ত্তরদিকে তৈলবিন্দু প্রসারিত হইলে, রোগী সুখে আরোগ্যলাভ করিতে ারে।

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং সফেণং কফরোগিণাম্।
রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দজে মিশ্রিতং ভবেৎ॥

মূত্র বাতাধিক্যে পাণ্ডুবর্ণ (পীত শুক্ল মিশ্রিতবর্ণ),

এবং পিত্তাধিক্যে রক্তবর্ণ আর দ্বিদোষে বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম প্রভৃতি দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ সংযুক্ত হয়।

ঐশান্যাং বর্দ্ধতে বিন্দুর্ধ্রুবং মাসে বিনশ্যতি।
আগ্নেয্যাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং নৈর্ঋত্যাং প্রসরেদ্যদা॥
চিত্রিতঞ্চ ভবেৎ পশ্চাৎ ধ্রুবং মরণনির্দ্দিশেৎ।
বায়ব্যাং প্রসরেদ্বিন্দুঃ সুধাপীতোঽপিনশ্যতি॥

মূত্রাধারে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, যদ্যপি সেই মূত্র ঈশানকোণে, অগ্নিকোণে, নৈর্ঋতকোণে অথবা বায়ুকোণে, তাহা প্রসারিত হয়, এবং পশ্চাৎ বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে রোগী সুধাপান করিলেও তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

দ্রবতে মজ্জতে বিন্দুঃ প্লবতে চ মুমূর্ষুতাম্।
বিকাশিতং হলং কূর্ম্মং নৈব বিকারসংযুতম্॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির মূত্রে তৈলবিন্দু প্রক্ষেপ করিলে, সেই মূত্র দ্রবীভূত, নিমর্জ্জিত ও প্লাবিত হয় এবং বিকৃত হইয়া হলাকৃতি বা কূর্ম্ম (কচ্ছপ) সদৃশ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কারণ্ডমণ্ডলং বাপি নরং মস্তকবর্জ্জিতম্।
পাত্রখণ্ডঞ্চ খড়্গঞ্চ খরপুচ্ছসমন্বিতম্॥
শরঞ্চ লগুড়ঞ্চৈব তথৈব ত্রিচতুষ্পথম্।
বিন্দুরূপং ভবেজ্জুষ্টং ন কুর্য্যাত্তৎপ্রতিক্রিয়াম্॥

(কারণ্ড-মণ্ডল—ঝাঁপি, পেটারির ন্যায় গোলাকার। খর-গর্দ্দভ। শর বাণ। লগুড় লাঠি। জুষ্ট-প্রাপ্ত। প্রতিক্রিয়া-চিকিৎসা।)

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদি সেই তৈলবিন্দু কারণ্ড সদৃশ গোলাকৃতি, মস্তকবিহীন নরাকৃতি অথবা পাত্রখণ্ড, খড়্গ, গর্দ্দভের পুচ্ছ, শর, যষ্টি ত্রিপথ বা চতুষ্পথের ন্যায় আকার ধারণ করে; তবে সে রোগীর চিকিৎসা করিবে না।

হংসপারাবতাকারং কলসধ্বজচামরম্।
ছত্রঞ্চ তোমরং হর্ম্ম্যংবৈবর্ত্ত্যং দৃশ্যতে যদা॥
আরোগ্যঞ্চ তদা জ্ঞেয়ং ধ্রুবং কার্য্যা প্রতিক্রিয়া।

(ধ্বজ—নিশান। তোমর—অস্ত্রবিশেষ। হর্ম্ম্য—অট্টালিকা। বৈবর্ত্ত্য ঘূর্ণিতবৎ আবর্ত্ত।)

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইলে, যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু হংস, কপোত কলস, ধ্বজ, চামর, ছত্র, তোমর অথবা অট্টালিকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট কিম্বা বিবর্ত্তিত (ঘূর্ণিতবৎ) দৃষ্ট হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। অতএব তাহার চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৈলবিন্দুর্যদা মূত্রে চালনীসদৃশো ভবেৎ।
কুলদোষং ধ্রুবং জ্ঞেয়ং প্রেতদোষসমুদ্ভবম্॥

যাহার মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে চালনী সদৃশ আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রেতদোষ সমুদ্ভূত কুলদোষ বলিয়া জানিবে।

নরাকারঞ্চ জনয়েৎ কিংবা স্যান্মস্তকদ্বয়ম্।
ভূতদোষং বিজানীয়াৎ ভূতবিদ্যাং সমাচরেৎ॥

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষিপ্ত হইলে যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু মূত্রসহ মিলিত হইয়া মনুষ্যাকৃতি অথবা দুইটী মস্তকের ন্যায় হয়, তবে ভূতদোষ বলিয়া জানিবে, অতএব উহাতে ভূতাপসারণ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে।

মূত্রেণ সার্দ্ধং মিলিততৈলং বিন্দুঃ প্রজায়তে।
সিদ্ধার্থতৈলসদৃশং মূত্রং স্যাদামপিত্তজে॥
তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ শ্যামবুদ্বুদসংযুতঃ।
বাতপিত্তোদ্ভবং মূত্রং জ্ঞাতব্যঞ্চ ভিষগ্বরৈঃ॥

(সিদ্ধার্থ—শ্বেত সর্ষপ।)

মূত্র মধ্যে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যদ্যপি সেই তৈলবিন্দু মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া সর্ষপ তৈল সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, তবে আমপিত্ত দোষ জানিবে। আর সেই তৈলবিন্দু শ্যামবর্ণ বুদ্বুদ সংযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে, বাতপিত্তের প্রকোপ জানিবে।

তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তশ্চতুর্দ্দিক্ষু বিসর্পতি।
শ্লেষ্মবাতে ভবেন্মূত্রং সৌবীরেণ সমং যথা॥
পাণ্ডুরং শ্লেষ্মপিত্তে চ পিত্তে চৈব পরীক্ষয়েৎ।
সন্নিপাতেন কৃষ্ণঞ্চ বহুবর্ণঞ্চ জায়তে॥

মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সৌবীর (কাঁজি) সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে, শ্লেষ্মবাতের প্রকোপ, পাণ্ডুবর্ণ হইলে শ্লেষ্ম-পিত্ত ও পিত্তের প্রকোপ এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্বুদাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক মূত্রের উপরিভাগে ভাসমান থাকিলে, ত্রিদোষের প্রকোপ বলিয়া জানিবে।

তৈলবিন্দুর্যদা ক্ষিপ্তো বুদ্বুদোর্দ্ধং ভবেত্তথা।
শ্বেতধারা মহাধারা পীতধারা মহাজ্বরঃ॥
রক্তধারা দীর্ঘরোগাঃ কৃষ্ণা চ মরণান্তিকা॥

যে ব্যক্তির মূত্রে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দু বুদ্বুদাকৃতি হইয়া উপরিভাগে ভাস-মান থাকে এবং সেই মূত্র শ্বেতবর্ণ বা পীতবর্ণ সদৃশ ও দীর্ঘ ধারাবিশিষ্ট হয়,

আর যাহার বহুকালস্থায়ী রোগাবস্থায় মূত্রের ধারা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিবে।

সৌবীরেণ সমং স্বচ্ছং মাতুলুঙ্গরসপ্রভম্।
পানীয়সদৃশং মূত্রং প্রপাকরহিতং ভবেৎ॥

(সৌবীর—কাঁজী। মাতুলুঙ্গ—ছোলঙ্গ বা টাবানেবু। পানীয়—জল।)

যে মূত্র মাতুলুঙ্গের রস সদৃশ অতীব স্বচ্ছ অথবা জলের ন্যায় হয়; তাহা প্রপাক রহিত জানিবে।

বাতাত্মজ্বরমানঃ স্যাদধো বহুল এব চ।
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং নিত্যং সহজপিত্তজম্।
কফাৎপল্বলপানীয়তুল্যং মূত্রং প্রজায়তে॥

বাতজ্বরে মূত্র পাত্রের নিম্নে (তলে) বহু পরিমাণে মসীভূত হয়। পিত্তজ্বরে তৈল সদৃশ এবং কফজ্বরে কর্দ্দমাক্ত জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

পিত্তবাতোদ্ভবং মূত্রং শ্বেতং রক্তং প্রজায়তে।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং মূত্রং ঘনং শ্বেতং প্রজায়তে॥
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।
রক্তবাতেন রক্তং স্যাৎ কৌসুম্ভং পিত্ততো ভবেৎ॥

মূত্র বাতপিত্তজ্বরে শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ হয়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘন ও শ্বেতবর্ণ, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে তৈল সদৃশ, বাতরক্তদোষে রক্তবর্ণ এবং পিত্ত প্রকোপে কৌসুম্ভ (উমাপুষ্পের তৈল) সদৃশ হইয়া থাকে।

অধোবহুলমারক্তং মূত্রমালোক্যতে যদা।
বদন্তি তদতীসারলিঙ্গং তল্লিঙ্গবেদিনঃ॥

অতীসার রোগীর মূত্র পাত্রের অধোভাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জলোদরভবং মূত্রং ভবেদ্ঘৃতকণোপমম্।
অজামূত্রসমং মূত্রং জীর্ণজ্বরসমুদ্ভবম্॥

জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতের কণা সংস্পৃষ্টবৎ এবং জীর্ণজ্বরে ছাগমূত্রের বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

মূত্রঞ্চ কৃষ্ণতাং যাতি ক্ষয়রোগো যদা ভবেৎ।
ক্ষয়রোগাদ্ভবেৎ শ্বেতমসাধ্যং তচ্চ নির্দ্দিশেৎ॥

ক্ষয়রোগের প্রারম্ভে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্ষয়রোগ সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করিলে, সেই মূত্র আবার শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উক্ত ক্ষয়রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

প্রবর্ত্ততে তদা মূত্রং স্নিগ্ধং তৈলসমপ্রভম্ ।
আহার উদরস্থশ্চ জীর্ণং যাতি যদা কিল ॥

উদরস্থ আহারীয় ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে, তৎকালে মূত্র তৈল সদৃশ স্নিগ্ধ অবস্থায় প্রবর্ত্তিত হয়।

ঊর্দ্ধং পীত মধোরক্তং মূত্রং চেদ্রোগিণো ভবেৎ ।
পিত্তপ্রকৃতিসম্ভূত সন্নিপাতস্য লক্ষণম্ ॥
বাতাধিকে সন্নিপাতে কৃষ্ণমধ্যং ভবেত্তথা ।
কফাধিকে সন্নিপাতে শুক্রমধ্যং ভবেত্তদা ॥

পিত্তপ্রকৃতিক সন্নিপাতে মূত্রের উপরিভাগ পীতবর্ণ ও অধোভাগ রক্ত-বর্ণ, বাতপ্রকৃতিক সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং কফপ্রকৃতিক সন্নি-পাতে মূত্রের মধ্যভাগ শুক্রবর্ণাভ হয়।

যুস্যেক্ষুরসসঙ্কাশং মূত্রং নেত্রে চ পিঞ্জরে ।
রসাধিক্যং বিজানীয়াৎ নির্দ্দিশেৎ তত্র লক্ষণম্ ॥

রসাধিক্যে মূত্র এবং নেত্র ও পিঞ্জরও (পাঁজরাও) ইক্ষুরসের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

পীতস্তুতো পরিচ্ছায়ং কৃষ্ণং বুদ্বুদসংযুতম্ ।
মূত্রং প্রসূতিদোষেণ সন্দেহো নাস্তি কশ্চন ॥
নিরামদেহং স্বচ্ছঞ্চ শ্বেতঞ্চাপি প্রজায়তে ॥
ইতি মূত্রপরীক্ষা ।

প্রসূতির দোষে মূত্র পীতবর্ণ, প্রতিবিম্ববৎ স্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ এবং বুদ্বুদ সং-যুক্ত হয়। এবং নিরাম অবস্থায় অতীব স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

ইতি মূত্র-পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ নাসাপরীক্ষা ।

শুক্লা শুষ্কা গুরুঃ শ্যাবা লিপ্তা সুপ্তাচ নাসিকা ।
নাসিকামন্তবিবৃতা সংবৃতা পীড়কাযুতা ॥
সশূলা স্ফুটিতা নাসা মরণায় ভবেৎ নৃণাম্ ॥
ইতি নাসাপরীক্ষা ।

নাসাপরীক্ষা ।

নাসিকা শুক্লবর্ণ, শুষ্ক, গুরু, শ্যাববর্ণ, পরিলিপ্তবৎ (চট্ চটে) অথবা সুপ্তবৎ (অসাড়) বিস্তৃতবৎ, কিম্বা সঙ্কুচিত, পীড়কাসংযুক্ত, বেদনাযুক্ত এবং স্ফুটিত হইলে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিবে।

ইতি নাসা পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথাস্যপরীক্ষা।

বাতে লবণমাস্যং স্যাৎ পিত্তে তিক্তং কফে মধু।
দ্বন্দজে দ্বন্দজং জ্ঞেয়ং সন্নিপাতে ত্রিলিঙ্গকম্॥

ইতি আস্যপরীক্ষা।

আস্য (মুখ) পরীক্ষা বলা যাইতেছে।

বাতাধিক্যে মুখ লবণরসসংযুক্ত, পৈত্তিকে তিক্তরসযুক্ত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে মধুররসাক্ত হয়। আর দ্বিদোষে দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বাতপিত্তে লবণমিশ্রিত তিক্তরসাক্ত, বাতশ্লেষ্মে লবণ ও মধুর রসাক্ত এবং পিত্তশ্লেষ্মায় তিক্তরসসংযুক্ত মধুর রসাস্বাদ এবং ত্রিদোষে ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণ অর্থাৎ লবণ, তিক্ত ও মধুর এই তিন রসেরই আস্বাদ অনুভূত হয়।

ইতি আস্যপরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ নেত্রপরীক্ষা।

রৌদ্রে রুক্ষে চ ধূম্রাভে নয়নে তারচঞ্চলে।
অথাভ্যন্তরকৃষ্ণাভে ভবতো বাতরোগিণঃ॥

নেত্র পরীক্ষা।

বাতপ্রকোপে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রৌদ্রবর্ণ, রুক্ষ, ধূম্রবর্ণ, চঞ্চলতারাবিশিষ্ট এবং অভ্যন্তর ভাগ কৃষ্ণবর্ণাভ হয়।

পিত্তকোপে তু পীতাভে ভবতঃ পিত্তকোপতঃ।
সংতপ্তে ভবতো দীপমালোকয়িতু মীক্ষণে॥

পিত্ত প্রকোপে চক্ষু পীতবর্ণাভ এবং প্রদীপ দর্শন করিলে অতীব সন্তপ্ত হয়।

জ্যোতির্হীনে চ শুক্রাভে জলপূর্ণে সগৌরবে।
মন্দাবলোকনে নেত্রে ভবতঃ কফকোপতঃ॥

কফের প্রকোপে নেত্র জ্যোতির্বিহীন, শুক্রবর্ণাভ, জলপূর্ণ, অত্যন্ত গুরু এবং মৃদু (অস্পষ্ট) দর্শী হয়।

তন্দ্রামহাকুলে শ্যামে নির্ভুগ্নে ক্ষত্ররুক্ষকে;
রক্তবর্ণে চ সততং বিকৃতে ঘোরতারকে॥
ক্ষণাদুন্মীলিতে চৈব ক্ষণাদেবনিমীলিতে।
বিলুপ্তকৃষ্ণতারে চ বহুবর্ণে চ তৎক্ষণাৎ॥
ভবতো নয়নে চেত্থং সন্নিপাতেবিশেষতঃ॥

চক্ষুর্দ্বয় সন্নিপাতে (ত্রিদোষে) তন্দ্রাকুলিত, শ্যামবর্ণ, কোটরগত, রুক্ষ, রক্তবর্ণ সতত বিকৃত, ঘোর তারা বিশিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত, ক্ষণে ক্ষণে নিমীলিত, কৃষ্ণতারার বিলুপ্ত এবং তৎক্ষণাৎ বহুবিধবর্ণ বিশিষ্ট হয়।

সৌম্যে দৃষ্টিপ্রসন্নাভে প্রকৃত্যা চ মনোরমে।
নেত্রে কথয়তঃ শীঘ্রং শ্রেয়াংসি খলু রোগিণঃ॥
ইতি নেত্রপরীক্ষা।

চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় সৌম্যদৃষ্টি, প্রাকৃতিক আভা সন্নিবিষ্ট ও মনোরম দর্শনশীল হয়। সর্ব্বথা চক্ষুর অবস্থা দ্বারা শীঘ্রই রোগীর শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হয়।

নেত্র-পরীক্ষা-সমাপ্ত।

অথ আর্ত্তব পরীক্ষামাহ।
মিথ্যাচারেণৈব স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বিবিধা রোগা স্তস্মাদ্রজঃ পরীক্ষয়েৎ॥
আর্ত্তব পরীক্ষা।

অনিয়মিতরূপে আহার বিহার করিলে স্ত্রীদিগের আর্ত্তব সংদূষিত হইয়া বিবিধ রোগ উৎপাদন করে, একারণ স্ত্রীদিগের সর্ব্বাগ্রে আর্ত্তব পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং।
ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ॥

স্ত্রীদিগের রজোরক্ত একমাসে সঞ্চিত ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও বিগন্ধি হইয়া যথাকালে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ধমনী দ্বারা যোনিমার্গে আনীত ও নির্গত হয়।

তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ।
জরাপক্ক শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥

স্ত্রীদিগের এই আর্ত্তব বার বৎসর বয়সের সময় প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ হইয়া, শরীরের জীর্ণতাদি অবস্থান্তর প্রাপ্তি প্রযুক্ত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে নিবৃত্ত হয়।

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধ মাপঞ্চাশৎ সমাঃস্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥

স্ত্রীদিগের দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রতিমাসেই যোনি দ্বারা আর্ত্তব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রজঃ স্রবতি যস্মিন্ স ঋতুকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অতস্তস্যালক্ষণন্তু বৈশিষ্ট্যাৎ কথ্যতেঽধুনা॥
পীনপ্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখদ্বিজাং।
নরকামাং প্রিয়কথাং স্রস্তকুক্ষ্যক্ষিমূর্দ্ধজাম্॥

স্ফুরদ্ভুজকুচ শ্রোণি নাভ্যূরু জঘনস্ফিচং।
হর্ষৌৎসুক্যপরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি ॥

স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিঃসরণ কালকে ঋতুকাল বলে। এই ঋতুকালে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে। যথা ;—মুখ-কান্তি হর্ষগম্ভীর ও মলাক্ত, দন্তপংক্তিও মলসমন্বিত, কামবিহ্বলচিত্ত, পুরুষ সংসর্গে ইচ্ছা, গর্ভাশয়ের শিথিলতা, কুক্ষির অলসতা, কেশসমূহের বিশৃ-ঙ্খলতা, বাহু, স্তন, নিতম্ব, নাভি, উরু, জঘন ও স্ফিক্‌দেশ স্ফুরিত হয়, পরন্তু রজস্বলা কামিনী, প্রিয়ভাষিণী, হর্ষান্বিতা ও ঔৎসুক্যযুক্তা হয় ; এই সকল লক্ষণান্বিতা নারীকে ঋতুমতী বলিয়া জানিবে।

সুরেন্দ্রগোপসংকাশং স্নিগ্ধঞ্চ মধুগন্ধি চ।
অপিচ্ছিল মশীতঞ্চ যদ্বাসো ন বিরজ্যতে ॥
মাসান্নিপিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতি বহুলাত্যল্প মার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥

ইতি আর্ত্তবপরীক্ষা।

স্ত্রীগণের আর্ত্তব যদি ইন্দ্রগোপের (রক্তবর্ণ কীটবিশেষের) তুল্য রক্তবর্ণ হয় এবং স্নিগ্ধ, মধুরগন্ধযুক্ত ও অপিচ্ছিল হয়, অপিচ উহা শীতল না হয়, এবং ঐ রজোরক্ত দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে রক্তের দাগ উঠিয়া যায়, এবং প্রতিমাসে পাঁচ রাত্রি ব্যাপিয়া অপিচ্ছিল ও দাহ-বেদনা-রহিত অনধিক অথচ অনল্পভাবে আর্ত্তব নিঃসৃত হয় ; তবে সেই আর্ত্তব বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

ইতি আর্ত্তব পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ রোগিবস্ত্র-পরীক্ষা।

জ্বরব্যাপ্তশরীরস্য উষ্মা ভবতি দারুণঃ।
স উষ্মা বহি রাপ্নোতি বস্ত্রে তিষ্ঠতি নিশ্চয়ঃ ॥

রোগীর-বস্ত্র-পরীক্ষা।

জ্বরসংযুক্ত ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দারুণ উষ্মা সমুদ্ভূত হইয়া, তাহা শরীরের বাহ্যদেশে (সর্ব্বাঙ্গে) অবস্থিতি করে ; অতএব উক্ত উষ্মা রোগীর পরিহিত বস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তদ্বস্ত্রং ঘ্রাণতো জ্ঞাত্বা পৃথগ্‌দ্বন্দ্বত্রয়াণিচ।
সাধ্যাসাধ্যবিভাগজ্ঞো জানীয়াদ্বস্ত্রলক্ষণাৎ ॥

অতএব চিকিৎসক রোগীর সেই বস্ত্র আঘ্রাণ পূর্ব্বক, তদ্বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্ত-শ্লৈষ্মিক কিম্বা সান্নিপাতিক ; ইহাদের যে কোন প্রকার রোগ এবং সেই রোগ সাধ্য কি অসাধ্য, অগ্রে তাহার নির্ণয় করত পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

বাতেন ঘ্রাণং কুসুমং পৈত্তিকে মৎস্যমেবচ।
শ্লেষ্মি বাসো ভবতি চ ক্বচিৎ কর্দ্দমগন্ধতুল্যং
এতদ্‌দ্বন্দ্বং ভবতি নিয়তং তৈস্ত্রয় স্ত্রিসৃভির্ব্বা
জ্ঞাতব্যং ঘ্রাণতো বা সুমতিঃ সুভিষগ্রাজতে রাজযোগ্যঃ॥

সুমতি ভিষগ্‌গণ রোগীর বস্ত্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হইলে বাতিক, মৎস্যগন্ধ অনুভূত হইলে পৈত্তিক, কর্দ্দমবৎ গন্ধ থাকিলে শ্লৈষ্মিক আর দ্বিদোষের মিলিত লক্ষণ অনুভব হইলে দ্বিদোষজ অর্থাৎ পুষ্প ও মৎস্যের গন্ধে বাত-পৈত্তিক, পুষ্প ও কর্দ্দমের গন্ধে বাতশ্লৈষ্মিক ও মৎস্য ও কর্দ্দমের গন্ধে পিত্ত-শ্লৈষ্মিক, এবং ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণে (পুষ্প মৎস্য ও কর্দ্দম এককালীন এই তিনের গন্ধের অনুভবে) সান্নিপাতিক রোগ বলিয়া জানিবেন।

যদাবস্ত্রে ভবেদ্গন্ধঃ সহিতো জলকর্দ্দমঃ।
তদা দীর্ঘো ভবেদ্রোগী ম্রিয়তে শবগন্ধকঃ॥

ইতি রোগিবস্ত্রপরীক্ষা।

যদ্যপি রোগীর পরিধান বসনে জলমিশ্রিত-কর্দ্দমের গন্ধ অনুভূত হয়, তবে সেই রোগী দীর্ঘকাল ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, আর বস্ত্রে শবগন্ধ অনুভূত হইলে, রোগী নিশ্চয় কালের করাল কবলে নিপতিত হয়।

ইতি রোগীর বস্ত্র-পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ রোগিপরীক্ষা।

বালস্তু খলু মোহাদ্বা প্রমাদত্বান্ন বুধ্যতে।
উৎপদ্যমানং প্রথমং রোগং শত্রু মিবাবুধঃ॥

রোগিপরীক্ষা।

বালকগণ, (মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম অজ্ঞ শিশুরা) মূঢ় ব্যক্তি-সকল (মোহপ্রাপ্ত বা বুদ্ধিভ্রষ্ট) এবং প্রমত্ত (ক্ষিপ্ত অথবা ধন, ধান্য, পুত্রাদি বিয়োগ হেতু জ্ঞানহীন বা দুঃখিত) ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বভাববশতঃ, প্রকৃতির বিকৃতি প্রযুক্ত অথবা অগ্রাহ্য কারণেই হউক, প্রথম উৎপদ্যমান রোগকে অর্থাৎ রোগ জন্মিবার প্রথম অবস্থায় উহাকে বিষম শত্রু (ভয়ানক অপকারী বা প্রাণনাশক) বলিয়া জ্ঞান করে না।

স মূঢ়োলভতে সংজ্ঞাং যাবত্তাবন্ন পীড্যতে।
পীড়িতস্তু মতিং কুর্য্যাৎ পশ্চাৎ স ব্যাধিনিগ্রহে॥
অথ পুত্রাংশ্চদারাংশ্চবন্ধূনাহূয় ভাষতে।
সর্ব্বস্বেনাঽপিমেকশ্চিদ্ভিষগানীয় দীয়তাম্॥

ইতি রোগিপরীক্ষা।

মূঢ়ব্যক্তিগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাধিকর্তৃক বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া মর্ম্মান্তিক অসহ্য যন্ত্রণা না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই সংজ্ঞালাভ (যত্ন বা চেষ্টা) করিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্যাধিদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন সেই রোগ নিবারণ করিবার জন্য মনোযোগ সহকারে বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে। একারণ তদনন্তর পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কাতরোক্তিতে তাহাদিগকে বলে যে, "আমি বয়বাহুল্যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তোমরা, আমার এই রোগ বিনাশার্থে চিকিৎসায় পারদর্শী একজন উপযুক্ত চিকিৎসক আনিয়া দেও।"

ইতি রোগি পরীক্ষা সমাপ্ত।

অথ দূতলক্ষণমাহ।

দূতেনোক্তাহিবাণীখলুদশগুণিতরাশিচক্রেণমিশ্র।
পশ্চাদেকীকৃতাচেত্ত্রিকটজ নযুতা সপ্তভাগাবশেষা
চন্দ্রেবহ্নৌশরেবাবিষমপদগতানাস্তিলাভঃকদাচিৎ;
যুগ্মেবেদেরসেবাসকলশুভকরং লভ্যতেঽত্যন্তসৌখ্যম্।
শূন্যেমরণং বোধ্যম্ ॥

ইতি দূতলক্ষণম্।

দূতলক্ষণ।

বাণী—কথা। রাশিচক্র—দ্বাদশ সংখ্যা অর্থাৎ ১২। চন্দ্র ১ সংখ্যা। বহ্নি—৩ সংখ্যা। শর—৫ সংখ্যা। যুগ্ম—২ সংখ্যা। বেদ—৪ সংখ্যা। রস—৬ সংখ্যা।

রোগীর উপস্থিত রোগ চিকিৎসা করিবার জন্য যে ব্যক্তি চিকিৎসক আনয়নার্থে গমন করে, তাহাকে দূত বলে। ঐ দূত চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া যে সকল কথা বলিবে, তাহার সংখ্যা করিয়া উক্ত সংখ্যাকে ১০ দশ দিয়া গুণ করিবে; তৎপরে তদ্‌গুণিত সংখ্যাতে ১২ যোগ করিয়া মিলিত সংখ্যাকে ৭ সাত দিয়া ভাগ দিলে, ভাগাবশিষ্ট দ্বারা রোগীর শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ ভাগাবশেষ ১, ৩ বা ৫ হইলে রোগীর সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। ২, ৪ অথবা ৬ অবশিষ্ট থাকিলে রোগী সত্বর সুস্থ হইতে পারে। এবং ভাগাবশেষ শূন্য হইলে অর্থাৎ অবশিষ্ট কিছুই না থাকিলে রোগীর মরণ অবধারিত।

উদাহরণ। দূত চিকিৎসককে বলিল "সত্বরই আসুন, ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছে" অক্ষর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ হইল, ১০ দিয়া গুণ করিলে ১৮০ হয়, উহাতে ১২ যোগ দিলে ১৯২ হইল; এক্ষণে এই ১৯২ সংখ্যাকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে ২৭ বার যাইয়া ৩ অবশিষ্ট রহিল। সুতরাং ইহাদ্বারা বোধ হইল রোগীর স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার সমস্ত জানিবে।

১৮×১০

১৮০+১২

ভাজ্যং
ভাজকং ৭)১৯১(২৭ ভাগফলং
১৪

৫২
৪৯

ভাগাবশিষ্টম্ ৩

অনেন রোগিণোঽস্বাস্থ্যং জানীয়াৎ।
ইতি দূতপরীক্ষা সমাপ্ত।

শিক্ষাযোগমাহ।

অপরিচ্ছেদতাং যাতি চৈকবৈশেষ্য-চিন্তনে।
কিং পুনঃ পরবৈশেষ্যং চিন্তামণৌ মনীষিণাম্॥

শিক্ষাযোগ।

মনে একটী বিষয় চিন্তা করিলে, তৎকালে যুগপৎ অন্য আর কোন বিষয় কিছুতেই মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এমত দুরূহ যে, একটী বিষয় শিক্ষা করিতে যথোচিত কষ্ট করিতে হয়। সুতরাং সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আয়ত্ত করা কিছুতেই সম্ভবনীয় নহে। একারণ বলিয়াছি যে, আমার এই চিন্তামণি গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও পণ্ডিতগণের অযত্নের বা অশিক্ষার বিষয় হইবে না।

কিয়ল্লক্ষণ মজ্ঞাত্বা চিকিৎসা দুঃখদা ভবেৎ।
তেনৈব চ সমাসেন যদুক্তং তদিহোচ্যতে॥

পরন্তু পাঠকদিগের ইহা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, নাড়ী, জিহ্বা এবং মূত্রের তারতম্য ভেদে নিরাময়তা ও সাময়তার লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে মাত্র যিনি অবগত আছেন; তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া ক্লেশ ভোগের অর্থাৎ আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতার কারণ। একারণ প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন মহা মহোপাধ্যায়-সর্ব্বায়ুর্ব্বেদবেত্তা কণাদ প্রভৃতি মহাভাগ মুনিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থ সমূহ হইতে সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক সুখবোধার্থে সংক্ষেপে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি।

তথাচাহ কুবৈদ্যস্য লক্ষণম্।

নাড়ী জিহ্বাগ্রমূত্রাদের্লক্ষণং যো ন বিন্দতি।
মারয়ত্যাশু জন্তূনাং স বৈদ্যো ন চ শোভনঃ॥

কুবৈদ্যের লক্ষণ।

যিনি নাড়ী, জিহ্বাগ্র, নেত্র, মূত্র এবং আর্ত্তবের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে অবগত নহেন। এবং উহাদের লক্ষণ দ্বারা যে ব্যক্তি রোগ নিরূপণ করিতে অসমর্থ; তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল প্রাণিগণের জীবন বিনাশের নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব এবম্ভূত বৈদ্য প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

নিদানাদ্যবিশেষাত্তু লোকদুর্জ্জ্ঞ্যবিস্তৃতঃ।
ঔষধপ্রক্রিয়াগ্রন্থে নোচ্যতে ঽধিকশঙ্কয়া॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিতে নাড়ীজিহ্বাগ্র-
মূত্রাদের্বৈশেষ্যবিবরণং নাম প্রয়োগ-চিন্তা-
মণৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই প্রয়োগ চিন্তামণি নামক ঔষধ-প্রক্রিয়া-গ্রন্থে, রোগ সমূহের নিদান, সূত্র এবং শারীরাদি বিষয় অত্যন্ত বিস্তৃত প্রযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে বিবৃত হইল না।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত "প্রয়োগ চিন্তামণি"
গ্রন্থে নাড়ী, জিহ্বাগ্র, মূত্রাদির "বৈশেষ্য বিবরণ"
নামক প্রথম-অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শারীর-বিষয়ঃ।

বিনা শরীরং রোগস্য স্থিতিরেব ন গম্যতে।
শারীরস্থান মালম্ব্য ততঃ কিঞ্চিন্নিগদ্যতে ॥

শারীর বিষয়।

শরীর ব্যতীত ব্যাধির অবস্থিতি নাই অর্থাৎ রোগ জীবের দেহকে আশ্রয় পূর্ব্বক কষ্ট প্রদান করে। একারণ শারীর-স্থান অবলম্বন পূর্ব্বক মৎ কর্তৃক কিয়ৎ বিষয় কথিত হইতেছে।

সৃষ্টিলক্ষণ-নির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণো জ্ঞায়তে পরৈঃ।
সমূলং নোচ্যতে নূনং গ্রন্থগৌরবশঙ্কয়া ॥

রোগ সমূহের উৎপত্তি ও লক্ষণ নির্দ্দেশক ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রমান্বয়ে অপরাপর মুনিগণ যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। গ্রন্থ বিস্তার আশঙ্কায় সে সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল না।

ততঃ কিয়ৎ শরীর-সংখ্যামাহ।

স্থাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজো নবলক্ষকঃ।
কৃমিজো রুদ্রলক্ষস্তু পক্ষকো দশলক্ষকঃ ॥
পশ্বাদীনাং ত্রিংশলক্ষ শ্চতুর্লক্ষস্তু বানরঃ।
ততোঽপি মানুষং প্রাপ্য কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকঃ ॥
শুভ্রাঃ সাহস্রকং প্রাপ্য ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্।

কতিপয় শরীর সংখ্যা কথিত হইতেছে।

স্থাবর শরীর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, ক্রিমিজ ১২ লক্ষ, পক্ষক (পক্ষ-সংযুক্ত) ১০ লক্ষ, পশ্বাদি ৩০ লক্ষ, বানর শরীর ৪ লক্ষ, কুৎসিত মানুষ দেহ ২ লক্ষ এবং শুভ্র ব্রাহ্মণাদির শরীর সহস্র প্রকার জানিবে।

উত্তমে চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাম্ ॥

যে উৎকৃষ্ট প্রাণী (মনুষ্য) শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উৎকৃষ্ট প্রাণীর (স্বজাতির) সাহায্য না লইয়া স্বীয় জীবন রক্ষা করে না, সে আত্মঘাতী রূপ মহাপাপী হয়, এবং জন্মান্তরে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

স্থাবরাদিশরীরঃ স্যাদুৎপন্নো যথাসম্ভবঃ।
রোগচিকিৎসামপি গৌরবান্ন প্রপঞ্চিতম্ ॥
দেশবিশেষেঽপি বিষয়ত্বাচ্চ।

স্থাবরাদি শরীর যথাসম্ভব উৎপন্ন হয়। রোগের চিকিৎসাও দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হেতু, গ্রন্থ বাহুল্য প্রযুক্ত এস্থলে তৎসমুদয় কথিত হইল না।

অথ গর্ভোৎপত্তিঃ।

কামান্মৈথুনসংযোগাৎ শুক্রশোণিতসম্ভবঃ।
গর্ভঃ সংজায়তের্নার্য্যাঃ সংজাতো বা ন উচ্যতে ॥

গর্ভোৎপত্তি বিবরণ।

কামপ্রযুক্ত সঙ্গমাভিলাষী স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সংযোগে, পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীর শোণিত ; এই উভয় সম্মিলিত হইয়া নারীদিগের গর্ভ উৎপন্ন হয়। কিন্তু কখন কখন উল্লিখিত সংযোগাদিসত্ত্বেও বিশেষ কারণ বশতঃ গর্ভোৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা ঘটে। এক্ষণে গর্ভোৎপাদনাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

দৈবসংযোগাদক্ষয়োঽব্যয়ো ভূতাত্মা সত্ত্বরজস্তমোভির্দেবাসুরগন্ধর্ব্বপিশাচৈরন্যৈর্বায়ুনা প্রেৰ্য্যমানো লঘুতনো গর্ভো য মনু প্রবিশতি, প্রবিষ্টঃ সন্ শুক্রশোণিতাবভিরুজ্য স্থিরীভবতি। অতঃ পঞ্চ মহাভূত রসাদ্বহুল মুপগচ্ছতি। পৃথিবী হসতি তেজঃ প্রচরতি বায়ুর্বিভজ্যতে আকাশং বর্দ্ধতে।

দৈব সংযোগ বিধায়ক ক্ষয়শীল অথচ অক্ষয়, এতাদৃশ কোন একটী ভূতাত্মা ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অন্যতম গুণাশ্রয়ী দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচাদি কোন একটী ভূতযোনি, বায়ু কর্ত্তৃক গর্ভে প্রবেশ করত শুক্র ও শোণিতকে সংক্রমণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের আশ্রয়ীভূত হইলে, ক্রমানুসারে রস (জল) হইতে বহুগুণ প্রাপ্ত হয়, এবং পৃথিবী হাস্য, তেজঃ, (অগ্নি) দীপ্তি, বায়ু অঙ্গবিভাগ এবং আকাশ বর্দ্ধণ (ভূমিষ্ঠীকরণ) প্রদান করিয়া থাকে।

প্রথমে মাসি কললং দ্বিতীয়েঽস্থিত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৃতীয়ে মাসে পিণ্ডস্ত চতুর্থেঽঙ্গবিভাগতা ॥
পঞ্চমে স্যান্মনঃ সত্যং ষষ্ঠে বুদ্ধিঃ পরা ভবেৎ।
সপ্তমে সর্ব্বসম্পূর্ণো গর্ভো ভবতি নিশ্চলঃ ॥

পুরুষের শুক্র ও নারীর শোণিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া গর্ভের প্রথম মাসে

কলল (শুক্র ও শোণিত সংযোগে বুদ্বুদাকৃতি গর্ভোৎপাদ্য বস্তু) আকার ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মাসে অস্থিত্ব প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় মাসে মাংসপিণ্ডাকৃতি হইয়া, চতুর্থ মাসে অঙ্গসমূহের বিভাগতা জন্মে। পঞ্চম মাসে চিত্তের স্থৈর্য্য ও ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মিয়া, সপ্তম মাসে গর্ভ সম্পূর্ণ হইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে।

রাজগুণৈর্মহাভূতৈঃ সূক্ষ্মৈশ্চ সত্ত্বগৈশ্চতৈঃ।
মাতুরাহারতো গর্ভঃ ক্রমাৎ কুক্ষৌ বিবর্দ্ধতে॥

রাজগুণ সম্পন্ন, সূক্ষ্ম ও সত্ত্বগত পঞ্চ মহাভূত কর্ত্তৃক মাতার (গর্ভিণীর) আহার ক্রমে গর্ভবতীর কুক্ষিদেশে গর্ভ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আহারাচারচেষ্টাভির্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সম্প্রযুজ্যেত তয়ো গর্ভোঽপি তাদৃশঃ॥

স্ত্রী ও পুরুষ যে প্রকার আহার, আচার ও চেষ্টায় (কার্য্যশীলতায়) সমন্বিত হইয়া সুরতপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, তৎকর্ত্তৃক গর্ভও তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাতাপিত্রোরনাচারাৎ কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
বাতাদীনাং প্রকোপেন গর্ভো বৈকৃতমাপ্নুয়াৎ॥

পিতা মাতার অনাচার, পূর্ব্বজন্মকৃত অপকর্ম্ম (পাপ) ও বাতাদির প্রকোপ বশতঃ গর্ভ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডা নানাবিকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাদ্যাস্তে স্ত্রিয়শ্চাপি জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশম্॥

স্ত্রীদিগের সর্প, বৃশ্চিক (বিছা) ও কুষ্মাণ্ড (কুমুড়া) প্রভৃতির আকৃতি বিশিষ্ট যে সকল গর্ভ উৎপন্ন হয়; তাহা অতীব পাপকৃত বলিয়া জানিবে।

যুগ্মেষু চ দিনেম্বাসাং ভবেদল্পতরং রজঃ।
সংযোগস্তত্র যা গচ্ছেৎ পুমাংসং সা প্রসূয়তে॥

স্ত্রীদিগের যুগ্ম (যোড়া) দিনে অল্পপরিমাণে রজঃ নিঃসৃত হইলে, তৎকালে পুরুষ সহ সংযোগ ঘটিয়া গর্ভ হইলে, তদ্দ্বারা পুরুষই প্রসূত হয়।

অযুগ্মেষু দিনেম্বাসাং ভবেদ্বহুতরং রজঃ।
সংযোগাত্তত্র যাগচ্ছেৎ সা স্ত্রী কন্যাং প্রসূয়তে॥

অযুগ্ম (বিযোড়া) দিবসে নারীগণের বহুতর পরিমাণে রজঃ নির্গত হইলে, এবং তৎসময়ে পুরুষ সহ সঙ্গত হইয়া গর্ভ উৎপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা কন্যা প্রসূত হয়।

শুক্রাধিকত্বাৎ পুরুষঃ প্রমদা চ রজোঽধিকাৎ।
শুক্রশোণিতসাম্যাচ্চ জায়তে ষণ্ডসংজ্ঞিতঃ॥

স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সঙ্গমে উৎপাদিত শুক্রশোণিতের মধ্যে শুক্রের ভাগ অধিক হইলে গর্ভে পুরুষ, রজোভাগ অধিক হইলে স্ত্রী এবং উভয়ের (শুক্র ও রজের) সমতা হইলে ষণ্ড (ক্লীব) সমুদ্ভূত হয়।

বীজোঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নো দ্বৌ বীজৌ কুক্ষিমাশ্রিতৌ।
যোনৌ স্যাতাং দ্বিধা চৈব চতুর্দ্ধা বহুধাপি বা॥

বীজ (গর্ভোৎপাদ্য বস্তু) নারীদিগের গর্ভাশয়ে, আভ্যন্তরিক বায়ু দ্বারা পৃথক্‌কৃত হইয়া, কুক্ষিদেশকে আশ্রয়পূর্ব্বক দুই, তিন, চারি অথবা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যোনিমার্গে অবস্থান করে। এই কারণ প্রযুক্তই এককালে যমজ বা তদধিক সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে।

চতুর্থেঽপি ততঃ স্নাতা শুক্রমান্যা যা বা শুচিঃ।
ইচ্ছন্তীভর্ত্তৃসদৃশং পুত্রং পশ্যেৎ পুরঃপতিম্॥

রজস্বলা নারীগণ প্রথম রজোনির্গমনের চতুর্থ দিবসে স্নানকরতঃ শুদ্ধভাবে সম্মুখে পতিকে দর্শনপূর্ব্বক তৎ (স্বামী) সদৃশ পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বামীর নিকটে গর্ভার্থে শুক্র (বীজ) কামনা করিবেক।

পূর্ব্বং পশ্যেদ্ ঋতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তরি দর্শয়েত্ততঃ॥

অঙ্গনাগণ ঋতুদিবসে স্নানপূর্ব্বক তৎকালে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তির আকৃতিবিশিষ্ট পুত্রই প্রসব করিয়া থাকে অতএব স্নানান্তে প্রথমেই পতিকে দর্শন করিবে। নচেৎ কিছুতেই পতি সদৃশ সন্তান জন্মে না। অর্থাৎ সেই সময়ে পতিকে দর্শন ব্যতীত তৎ (স্বামী) সদৃশ সন্তান উৎপন্ন হয় না।

আহারমাপ্নোতি যদা ন গর্ভঃ
শোষং সমাপ্নোতি পরিস্রবম্বা।
সা স্ত্রী প্রসূতে সুচিরেণ গর্ভং
পুষ্টা যদা বর্ষগুণৈরপি স্যাৎ॥

এতাদৃশি ভবেচ্চৈব শরীরে রোগসম্ভবঃ।
জায়তে ন প্রকোপৈস্তু কফপিত্তানিলৈর্বিনা॥

যে সময়ে যে নারীর গর্ভ (গর্ভস্থজীব) যথোচিত আহার প্রাপ্ত না হয়, তৎকালে সেই গর্ভ শুষ্কতা অথবা পরিস্রবতা (অপুষ্টতা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই স্ত্রী অনেক কাল বিলম্বে অর্থাৎ গর্ভপুষ্ট হইতে বর্ষাধিক সময় লাগিলেও, তৎকালে গর্ভ (সন্তান) প্রসব করে। স্ত্রীদিগের বায়ু, পিত্ত বা

তথাচাহ।

নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্যস্মাত্তস্মাদ্বিচক্ষণঃ।
অনুক্তমপি দোষাণাং লিঙ্গৈর্ব্যাধি মুপাচরেৎ॥

বায়ু, পিত্ত বা কফ এই তিন দোষের একটীকে অবলম্বন না করিয়া ব্যাধি কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। একারণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ রোগজ্ঞাপক নিদানে কোন দোষের উল্লেখ না থাকিলেও লক্ষণ দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়া ব্যাধি নিবারণার্থে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

কফপিত্তানিলাঃ পূর্ব্বমধ্যান্তেষু ব্যবস্থিতাঃ।
দেহাহোরোত্রিবয়সাং সন্ধিষপি কফানিলৌ॥

মানবগণের দেহ ও বয়ঃক্রম এবং দিবা ও রাত্রির পূর্ব্বভাগে কফ, মধ্যভাগে পিত্ত, অন্তে বায়ু এবং উহাদের সন্ধিস্থলে কফ ও অনিল দুইটীই অধিক পরিমাণে অবস্থিত থাকে।

বয়োঽপি ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বাল মধ্যম বৃদ্ধতঃ।
আশোড়ষাদ্ভবেদ্বালো যাবৎ ক্ষীরান্য বর্ত্তকঃ॥
মধ্যমঃ সপ্ততিং যাবৎ পরতো বৃদ্ধ উচ্যতে।
বালে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মামধ্যাহ্নে পিত্তমেব চ॥
ভূরিষ্ঠো বর্দ্ধতে বায়ুর্বৃদ্ধে সংবীক্ষ্য যোজয়েৎ॥

মনুষ্যগণের বয়ঃক্রম তিন প্রকার। বাল্য, মধ্যম (যৌবন) ও বার্দ্ধক্য (জরা)। তন্মধ্যে ১৬ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন (মধ্যম) এবং তৎপরবর্ত্তী বয়সকে বার্দ্ধক্য বলা যায়। মানবগণের এই বাল্যকালেই শ্লেষ্মা, মধ্যমকালে পিত্ত এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বর্দ্ধনশীল থাকে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই সমস্ত বিশিষ্টপ্রকারে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক রোগীর চিকিৎসার্থে ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন।

অত্র দোষস্য কারণমাহ।

গুরু মধুর রসাতিস্নিগ্ধ দুগ্ধেক্ষু ভক্ষ-
দ্রবদধি দিননিদ্রা পুগ সর্পিঃ প্রপরৈঃ।
তুহিন-পতন-কালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ
প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে।

অনন্তর দোষসমূহের কারণ বলা যাইতেছে।

গুরুদ্রব্য, মধুর দ্রব্য, রসাল দ্রব্য, অতিস্নিগ্ধবস্তু, দুগ্ধ ও ইক্ষুভক্ষণ, দ্রবদ্রব্য ও দধি সেবন, দিবানিদ্রা, পুগ (সুপারী) ও সর্পিঃ (ঘৃত) ভোজন করিলে এবং শিশির-পতন সময়ে, দিবসের পূর্ব্বভাগে (প্রাতঃকালে), ভোজনান্ত সময়ে ও বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়।

কটূম্লোষ্ণ বিদাহি তীক্ষ্ণলবণ ক্রোধোপবাসাতপ-
স্ত্রীসম্পর্কতিলাতসীদধিসুরাশুক্তারনালাদিভিঃ।
ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনে চ শরদিগ্রীষ্মে সতি প্রাণিনাং-
মধ্যাহ্নে চ তথার্দ্ধরাত্রিসময়ে পিত্তপ্রকোপং ব্রজেৎ॥

কটু (ঝাল) দ্রব্য, অম্ল (টক্) দ্রব্য, উষ্ণ (গরম) দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও লবণরসযুক্ত বস্তু ভক্ষণ, ক্রোধ, উপবাস, আতপ (রৌদ্র) সেবন, স্ত্রীসম্ভোগ, তিল ও অতসী (মসিনা), দধি, সুরা (মদ) ও আরনাল (কাঁজি) সেবনে, ভোজনকালে, ভুক্তবস্তু পরিপাক সময়ে, শরৎ ও গ্রীষ্ম-কালে, মধ্যাহ্ন ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পিত্তের প্রকোপ হয়।

ব্যায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপতনাদ্ভঙ্গাৎ ক্ষয়াজ্জাগরাৎ-
বেগানাঞ্চ বিধারণাদতিশুচঃ শৈত্যাদতিত্রাসতঃ।
রুক্ষ ক্ষোভ কষায়তিক্ত কটুকৈরেভিঃ প্রকোপং ব্রজে-
দ্বায়ুর্ব্বারিধরাগমে পরিণতে চাহ্নে পরাহ্নেঽপি চ॥

ব্যায়াম, অপতর্পণ (অভোজন বা মানসিক দুঃখ) উচ্চস্থান হইতে পতন, অঙ্গাদিভঙ্গ, ধাতুক্ষয়, জাগরণ, মল মূত্রাদির বেগধারণ, অত্যন্ত শোক, শীত, অতিত্রাস, ক্ষোভপ্রযুক্ত, রূক্ষদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুবস্তু সেবন করিলে, মেঘোদয়কালে, দিবসের শেষভাগে (প্রদোষকালে) এবং রাত্রির অন্তভাগে (শেষরাত্রিতে) বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

তত্র রোগাঃ।

জ্বরাতিসারো গ্রহণী চার্শোঽজীর্ণ বিসূচিকা।
সালসক বিলম্বী চ কৃমিরুক্ পাণ্ডু কামলা॥
হলীমকং রক্তপিত্তং রাজযক্ষ্মা উরঃক্ষতঃ।
কাসো হিক্কা সহশ্বাসৈঃ স্বরভেদস্ত্বরোচকঃ॥
ছর্দ্দিস্তৃষ্ণা চ মূর্চ্ছা চ রোগাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।
দাহাখ্যস্ত্বপরোন্মাদোঽপস্মার শ্চানিলাময়ঃ॥
বাতরক্তমূরুস্তম্ভ আমবাতোঽথশূলরুক্।
পৈত্তিকং শূলমানাহ মুদাবর্ত্তো হি গুল্মরুক্॥
হৃদ্রোগো মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতস্তথাশ্মরী।
প্রমেহ মধুমেহাশ্চ পীড়কা চ প্রমেহজা॥
মেদোদোষোদরং শোথো বৃদ্ধিশ্চ গলগণ্ডকঃ।
গণ্ডমালাপচী গ্রন্থিরর্ব্বুদং শ্লীপদস্তথা॥
বিদ্রধি ব্রণশোথৌ চ দ্বৌ ব্রণৌ ভগ্ননাড়িকে।

ভগন্দরোপদংশৌ চ শূকদোষস্ত্বগাময়ঃ ॥
শীতপিত্তমুদর্দ্ধঞ্চ কোঠকৈবাম্লপিত্তকঃ।
বিসর্পশ্চ সবিস্ফোটঃ সরোমান্তী মসূরিকা॥
ক্ষুদ্রাস্য কর্ণ নাসাক্ষি শিরঃ স্ত্রী বালকাময়াঃ।
বিষঞ্চেতি রসায়ণো বাজীকরণ মেব চ॥
প্রয়োগচিন্তামণৌ হি মৎকৃতেঽস্মিন্ নবগ্রন্থে।
জ্ঞাতব্যশ্চায়মুদ্দেশো রুগ্বিনিশ্চয়সংগ্রহে॥

রোগসমূহের সংখ্যা।

জ্বর, অতীসার, গ্রহণী, অর্শঃ, অজীর্ণ, বিসূচিকা (ওলাউঠা), অলসক, বিলম্বিকা, ক্রিমিরোগ, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা, উরঃক্ষত, কাস, হিক্কা, শ্বাস, স্বরভেদ, অরোচক, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পানাত্যয়, দাহ, উন্মাদ, অপস্মার, বায়ু, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, আমবাত, শূল, পিত্তশূল, আনাহ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, হৃদ্রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, প্রমেহ, মধুমেহ, প্রমেহজনিতপীড়কা, মেদোরোগ, উদর, শোথ, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, (আব্) শ্লীপদ (গোদ), বিদ্রধি, ব্রণশোথ, দ্বিব্রণ, ভগ্ন, নাড়ীব্রণ, সদ্যোব্রণ, ভগন্দর, উপদংশ, শূকদোষ, শীতপিত্ত, উদার্দ্ধ, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট, রোমান্তী (হাম্), মসূরিকা (বসন্তরোগ), ক্ষুদ্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, চক্ষুরোগ, স্ত্রীরোগ, বালরোগ ও বিষরোগ; এই সকল ব্যাধির নিবারক ঔষধ এবং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সমূহ এই রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবেক।

অথ জরৎপিত্তনিদানম্।

বাতেন দূষিতং পিত্তং পিত্তরুদ্ধং কফাশ্রিতে।
রসদুষ্টমিতি জ্ঞেয়ং জরৎপিত্তমুদাহৃতম্॥

অনন্তর জরৎপিত্তনিদান বলা যাইতেছে।

বায়ুদ্বারা দূষিত পিত্ত, পিত্ত কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া কফাশ্রিত হইলে রস দুষ্ট হয়, ইহাকেই জরৎপিত্ত বলিয়া জানিবে।

অথ সোমরোগনিদানম্।

প্রসঙ্গশ্রমশোকৈশ্চ গরদোষাভিচারতঃ।
আপঃ সর্ব্বশরীরস্থা মূত্রস্রোতঃ প্রপদ্য বৈ॥
নির্গন্ধোনীরুজঃ স্বচ্ছ সিতবারিনিভাঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রস্তু ন শক্নোতি সুদুর্ব্বলা॥
বেগং ধারয়িতুং তত্র ন বিন্দতি সুখং ক্বচিৎ।

শৈথিল্যং শিরসশ্চৈব মুখতালুবিশোধনম্ ॥
প্রলাপো মূর্চ্ছা জৃম্ভা চ ত্বক্ চ রুক্ষমবাপ্নুতা।
রোগঃ সোম ইতি স্ত্রীণাং নিত্যং নিশ্চেত তৎক্ষণাৎ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিতে "রোগ পরীক্ষা বিবরণং" নাম প্রয়োগচিন্তামণৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সোমরোগ নিদান।

অত্যন্ত পুরুষ সংসর্গ, শোক, পরিশ্রম, বিষদোষ এবং অভিচার ; এই সকল কারণে স্ত্রীদিগের সর্ব্বশরীরগত জলীয় ধাতু মুত্রমার্গ দ্বারা নির্গন্ধ, বেদনাহীন, স্বচ্ছ, নির্ম্মলবারিসদৃশ অথচ শীতল ও শ্বেতবর্ণরূপে অধিক পরিমাণে স্রাব হয় ; রোগিণী অসহনশীলা এবং বলহীনা হয় ; বেগধারণ করিতে সমর্থা হয় না ; মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শুষ্কতা, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা (হাই) এবং চর্ম্ম অত্যন্ত রুক্ষ হইলে সোমরোগ বলিয়া জানিবে। স্ত্রীদিগের "সোম" নামক ধাতু নির্গত হয় বলিয়া সোমরোগ বলে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত "প্রয়োগ চন্তামণি" গ্রন্থে "রোগ পরীক্ষা বিবরণ" নামক দ্বিতীয়-অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়-অধ্যায়ঃ।

ততশ্চিকিৎস্যা যথা।—

আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।
শস্ত্রৈঃ কষায়ৈ র্হোমাদ্যৈঃ ক্রমেণান্ত্যাসুপূজিতা॥

অনন্তর রোগ সমূহের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

চিকিৎসা তিনপ্রকার। যথা;—আসুরী, মানুষী এবং দৈবী। শস্ত্রাদি (অস্ত্রাদি) দ্বারা চিকিৎসাকে আসুরী, কষায়াদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসাকে মানুষী এবং জপ, হোমাদি দ্বারা চিকিৎসাকে দৈবী চিকিৎসা বলে। এই চিকিৎসাত্রয় উত্তরোত্তর সুপূজ্যা অর্থাৎ আসুরী চিকিৎসা হইতে মানুষী চিকিৎসা উৎকৃষ্টা এবং মানুষী চিকিৎসা হইতে দৈবী চিকিৎসা উৎকৃষ্টা।

দেশবিশেষে ভিষজামস্ত্রচিকিৎসাঽতোঽত্র নোচ্যতে।
পাচনাদিং ঘৃতং ক্ষীরং তৈলং চূর্ণং বটীস্তথা॥

ভিষগ্‌গণদেশবিশেষে অস্ত্র চিকিৎসারও প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার (অস্ত্র চিকিৎসার) উল্লেখ করা হইল না। ইহাতে পাচনাদি, ঘৃত, ক্ষীর (দুগ্ধ), তৈল, চূর্ণ ও বটী প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসার বিষয় কথিত হইল।

কালাকালং সমাগম্য চিকিৎসেত যথাক্রমম্।
আদিশব্দাদ্যথাযোগং রুজিধারণৌষধমন্ত্রোপলেপাদি॥

চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কালাকাল বিবেচনা পূর্ব্বক যথাক্রমে পাচনাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। "পাচনাদি" এই শব্দে আদি শব্দ বলায়, রোগানুসারে ধারণৌষধ (যে ঔষধ অঙ্গ বিশেষে ধারণ করিলে রোগ আরোগ্য হয়), মন্ত্র এবং প্রলেপাদিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জ্বর চিকিৎসা।

কালাকাল-সমাগমন-বিশেষেণ নবজ্বরেতি বক্তব্যম্।
যথাক্রমশব্দেন পাচনঘৃতাদি রপ্য হধিকারোক্তা-
নুক্তেন চিন্ত্যঃ॥

জ্বর চিকিৎসা।

নবজ্বরে কালাকাল সমাগমন (প্রকৃতি) বিশেষ দ্বারা উহার চিকিৎসা প্রণালী কথিত হইল। এবং যথাক্রম শব্দ দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, নবজ্বরে অধিকারানুসারে উক্ত অথবা অনুক্ত পাচন, ঘৃতাদিও ব্যবহার্য্য।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্ন স্নানাভ্যঙ্গান্ন মৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

নিদান পরিত্যাগ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ (অঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন) গুরু আহার, (নবজ্বরে গুরু আহারের নিষেধ, কিন্তু লঘু আহারের বিধান আছে। একারণ এস্থলে ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।) মৈথুন (স্ত্রীসম্ভোগ), ক্রোধ, প্রবাত (প্রবলবায়ু কিম্বা পূর্ব্বদিকের বায়ু সেবন) ব্যায়াম (পরিশ্রম) এবং কষায় বস্তু সেবন (তরুণজ্বরে কষায় রস যুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করিলে, উহা পরিপাক না হইয়া রোগীর মলরোধ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের অবরোধ জন্মাইয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে, এই কারণে কষায় দ্রব্য সেবন নিষেধ) পরিত্যাগ করা উচিত। (এস্থলে দিবানিদ্রাদি যে কয়েকটী পরিত্যজ্য বলিয়া কথিত হইল, কেবল তাহাই যে জ্বরের কারণ (নিদান) এমত নহে, অর্থাৎ উহাদের সমানধর্ম্মীও জ্বরের কারণ বলিয়া জানিবে। নবজ্বরে দিবানিদ্রাদি পরিত্যাগ করিতে বলিবার কারণ এই যে, যে সকল আহার ব্যবহারাদি রোগের নিদান (কারণ), সে সকল পরিহার না করিলে রোগ কিছুতেই উপশমিত হয় না। যে হেতু এবম্বিধ আহার বিহারাদি দ্বারা দোষের (বায়ু পিত্তাদির) বল বৃদ্ধি পাইয়া আরোগ্য সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতা ঘটে, একারণ এমতস্থলে চিকিৎসক কোনও প্রকার ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ করিতে সক্ষম হন না। অতএব আহার বিহারাদি রূপ যে কোন প্রকার নিদানই হউক না, প্রথমতঃ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবে। এমন কি অনেক সময়ে কেবল মাত্র নিদান পরিত্যাগ করিয়াই রোগ হইতে নিষ্কৃত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিদান পরিত্যাগকেও একপ্রকার চিকিৎসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং চিকিৎসায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, সকল প্রকার চিকিৎসার প্রথমে নিদান পরিত্যাগ রূপ চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন। এই কারণে নবজ্বরে দিবানিদ্রাদি পরিত্যাজ্য।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদা বুপদিষ্ট মৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকাম শোক শ্রমোদ্ভবাৎ॥

উপবাস-বিধি।

ক্ষয় (ধাতু ক্ষয় অথবা যক্ষ্মা রোগ), নিরাম বায়ু (বায়ু দুইপ্রকার—সাম বায়ু ও নিরামবায়ু। সহ+আম-সাম; আম শব্দের অর্থ অপক্করস, অতএব সামবায়ু শব্দে অপক্করসসংযুক্ত বায়ু। যে বায়ুর সহিত আম অর্থাৎ অপক্করস নাই, তাহাকে নিরাম বায়ু বলে), ভয়, ক্রোধ, এবং পরিশ্রম; এই সমুদয়

কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে, প্রথমতঃ উপবাস করাই উচিত। উপবাস শব্দে যে সাধারণতঃ অনাহার অর্থ বুঝায়, এখানে তাহা নহে। কারণ নিদান পরিবর্জ্জন বিধিতে গুরু আহারের নিষেধ এবং লঘু আহারের যে বিধান আছে; এস্থলে উপবাস বা লঙ্ঘন অর্থে সেই লঘু আহার বুঝিতে হইবে। মণ্ড, পেয়াদি এবং তৎসদৃশ সাগু, এরারুট প্রভৃতি লঘু আহারের মধ্যে গণনীয়।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘন মাচরেৎ॥

সাম দোষ (অপক্করসসংযুক্ত বিকৃতিপ্রাপ্ত, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) আমাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য জন্মায়, তৎপরে ঘর্ম্মবাহী ও রসবাহী স্রোতঃ সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই কারণেই জ্বরের প্রথম অবস্থায় উপবাস বা লঙ্ঘন দিবার বিধান হইয়াছে।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনে নোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

উপবাস এতদূর উপকারী হইলেও, যাহাতে রোগীর শরীর দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, এমন ভাবে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ যে আরোগ্যের নিমিত্ত চিকিৎসার নিয়ম, বলই তাহার প্রধান আশ্রয়; অর্থাৎ বল ব্যতীত আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা অতি কম।

তত্তু মারুত ক্ষুত্তৃষ্ণামুখশোষ ভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

বায়ু প্রধান, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত ও ভ্রমসংযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিকে উপবাস দিবে না।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য শুদ্ধৌ তন্দ্রা ক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

সম্যক্প্রকারে (আবশ্যকানুযায়ী) উপবাস করান হইলে, রোগীর মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, হৃদয়ের ভার দূর, বিশুদ্ধ উদ্গার, ঘর্ম্ম, আহারে রুচি, কণ্ঠ ও মুখের পরিষ্কারতা, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, অসহ্য ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং অন্তঃকরণের প্রসন্নতা হয়। এই সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর উপবাস দেওয়া উচিত নহে; যে হেতু এই সকল লক্ষণ প্রকাশের পরেও লঙ্ঘন দিলে, অতিরিক্ত উপবাসের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুদ্বিনাশো রুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবাত স্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

অতিরিক্ত উববাস করান হইলে, রোগীর পর্ব্বভেদ (সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনার অনুভব), অঙ্গবেদনা, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধার নাশ (ক্ষুধার অভাব), পিপাসা, দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, চিত্তচাঞ্চল্য, অত্যন্ত উর্দ্ধবাত (হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ প্রভৃতি বায়ুপ্রধান লক্ষণ সমূহ) মোহ এবং শরীর ও জঠরাগ্নির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। পর্ব্বভেদ প্রভৃতি অতিরিক্ত লক্ষণ গুলি অতিশয় ভয়াবহ, কারণ উহার দ্বারা প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা। এহেতু ঐ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবা মাত্রেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ উহার প্রতীকারার্থে বলকারক ঔষধ এবং যথোপযুক্ত আহার প্রদান পূর্ব্বক শরীরের ক্ষতিপূরণ করা উচিত এবং হিক্কা শ্বাসাদির প্রতিকূলে ঔষধ প্রয়োগও আবশ্যক। অতিরিক্ত উপবাস দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় এবং বায়ুর আধিক্য প্রযুক্ত এস্থলে উর্দ্ধবাতশব্দে উদ্গার বিশেষ না বুঝাইয়া হিক্কা, শ্বাস, কর্ণে অব্যক্তধ্বনি ও জৃম্ভা (হাই) প্রভৃতিই বোধ করাইতেছে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাভটঃ॥

বমন-বিধি।

বাভট বলেন—যদি আহারের অব্যবহিত পরেই জ্বর, অথবা সন্তর্পণ দ্বারা (রসাদি ধাতুর বৃদ্ধিকারক ক্রিয়া দ্বারা) জ্বর উপস্থিত হয়, তবে রোগীকে যত্ন সহকারে বমন করাইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র রোগী বমনের যোগ্য কি না তাহা দেখিবে। অর্থাৎ তিমিররোগ, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর ও স্থূল রোগাক্রান্ত; ক্ষতক্ষীণ ও কৃশব্যক্তি; অর্শঃ, প্রমেহ ও আক্ষেপক বায়ুরোগগ্রস্ত এবং তরুণ গর্ভিণী প্রভৃতিকে বমনের অযোগ্য বলিয়া জানিবে।

কফ প্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈ র্হরেৎ॥

যদি রোগীর আমাশয়স্থদোষে শ্লেষ্মার বাহুল্য দর্শিত হয়, এবং বিবমিষা (বমনেচ্ছা) থাকায় আপনা হইতেই নির্গত হইবে বলিয়া অনুভূত হয়; তবে নবজ্বরী কি জীর্ণজ্বরী বমনের যোগ্য সকল ব্যক্তিকেই যথা সময়ে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের কারণ ভূত ঐ সকল দোষের বাহির করান কর্ত্তব্য।

অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণেজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥

পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সকল না ঘটিলে, নবজ্বরীকে যত্নপূর্ব্বক বমন করাইলে, প্রবল হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ (মলমূত্রের রোধজনিত উদরে অসহ্য বেদনা) এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে চাথ শীতলং তিক্তকং স্মৃতম্॥

জল-প্রদান-বিধি।

বাতজ্বরে, কফ জ্বরে এবং বাত-শ্লেস্মজ্বরে উষ্ণজল, এবং পিত্তজ্বরে ও মদ্যপান জনিত রূক্ষজ্বরে তিক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করা জল পান করিতে দিবে। বাতপিত্ত জ্বরে, পিত্তশ্লেস্মজ্বরে এবং ত্রিদোষজজ্বরে কি প্রকার জল পান করিতে হইবে, মুলে তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও পিত্ত-শ্লেস্মজ্বরে ও ত্রিদোষজজ্বরে উষ্ণ জল এবং বাতপিত্তজ্বরে তিক্ত বস্তুর সহিত সিদ্ধ করা জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। এ স্থলে ইহাও অবগত থাকা উচিৎ যে, জ্বররোগীর তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, জলপান করিতে দেওয়া সাতিশয় কর্ত্তব্য; কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া অধিক পরিমাণে দিবে না। রোগী যত সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, ততই ভাল। কিন্তু একেবারে জল বন্ধ করাও অত্যন্ত দোষ-জনক। কারণ, আহার না করিয়া কিছুকাল জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জলাভাবে অত্যল্পকালের নিমিত্তও জীবন ধারণ করা অতীব সুকঠিন। পিপাসার সময়ে জল না পাইলে নানাপ্রকার যন্ত্রণা, পরে মোহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়, এবং সেই মোহই চিরমোহে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট করে।

জল উষ্ণ করিবার নিয়ম—উষ্ণ জল প্রস্তুত করিতে হইলে, যে পরিমাণ জল সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, তাহার অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ব্যবহার করিবে। দিবসের সিদ্ধ জল রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ করা জল পরদিবসে ব্যবহার করিবে না।

দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ঞ্চ তৎ।
স্রোতসাং-শোধনং বল্যং রুচিস্বেদপ্রদং শিবম্॥

উক্ত উভয়বিধ জল অগ্নিবর্দ্ধক, আম (অপক্ক) রসের পরিপাচক, জ্বর বিনাশক, প্রস্রাব (মূত্র নিঃসরণ) ও ঘর্ম্মাদি দ্বারা স্রোতঃ সমূহের পরিষ্কারক এবং রুচি ও ঘর্ম্ম-জনক।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

ষড়ঙ্গ-পানীয়।—

(মুস্ত—মুথা। পর্পটক—ক্ষেতপাপড়া। উশীর—বেণার মূল। চন্দন—রক্তচন্দন,। উদীচ্য-বালা (পাথরকুচি)। নাগর—শুঠী।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা এবং শুঁঠ এই ছয়টী দ্রব্য সমুদায়ে ২ দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কুট্টিত করতঃ ৪ চারিসের জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া /২ দুইসের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে পান করিতে দিবে। ৬ ছয়টী বস্তু দ্বারা এই জল প্রস্তুত হয় বলিয়া, ইহাকে ষড়ঙ্গ-জল বা ষড়ঙ্গ-পানীয় বলে। এই ষড়ঙ্গ-পানীয় পিপাসা ও জ্বর, উভয়েরই শান্তি করিয়া থাকে।

মুখ্য-ভেষজ-সম্বন্ধো নিষিদ্ধ স্তরুণে জ্বরে।
তোয়পেয়াদি সংস্কারে নির্দ্দোষং তেন ভেষজম্‌॥

পরে কথিত হইবে যে, তরুণ জ্বরে সপ্তাহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ, অথচ এস্থলে জলের সহিত মুথা প্রভৃতি ঔষধ যোগ করিয়া জ্বরের নূতনাবস্থায় সপ্তাহ মধ্যেই ব্যবস্থা করা হইল। পরন্তু কিঞ্চিৎ পরেও মণ্ড, পেয়াদি সহযোগে পিপুল, শুঁঠ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগের ও ব্যবস্থা করা যাইবেক। অতএব যাহার নিষেধ, তাহারই বিধান, এই পরস্পর বিপরীত নিয়ম কেমন করিয়া সঙ্গত হইতেছে। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নূতনজ্বরে যে সপ্তাহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগের নিষেধ আছে, তাহা মুখ্য ঔষধ সম্বন্ধে জানিবে; সকল প্রকার ঔষধ সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ গৌণ (অপ্রধান) ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং জল বা মণ্ডাদি সংস্কারের (শোধনের) নিমিত্ত জল বা মণ্ডের সহিত যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, সে সকল অপ্রধান বলিয়া উহাদের নিষেধ হইতে পারে না। যে সকল ঔষধ জল বা মণ্ডাদি শোধনার্থ প্রযুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্ররূপে সেবনার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে মুখ্য ঔষধ বলা যায়। উপবাস বা বালুকাস্বেদ ভক্ষণার্থে প্রয়োগ করা হয় না বলিয়া, উহা মুখ্য ঔষধমধ্যে গণ্য নহে। আর যে সমস্ত ঔষধ জল বা মণ্ডাদির শোধনার্থ জল বা মণ্ডাদির সহযোগে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অপ্রধান অর্থাৎ গৌণ ঔষধ বলা যায়।

যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততো দত্ত্বা সাধয়েৎ প্রাস্থিকে হম্ভসি॥
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসন্নিধৌ॥

ষড়ঙ্গ পানীয়, কষায় (ক্বাথ), সাধ্য মণ্ড, পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে, কি পরিমাণে ঔষধ ও জল লইতে হয় ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞানের জন্য একটী নিয়ম বলা যাইতেছে। ষড়ঙ্গ জলে এবং মণ্ডাদি, যূষ ও মাংস রসাদিতে যে সকল মধ্যবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, তাহাদের সমুদায়ে

দুইতোলা লইয়া /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করতঃ /২ দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে বস্ত্র দ্বারা সেই জল ছাঁকিয়া পানার্থে অথবা মণ্ড, পেয়াদি পাক করিবার জন্য ব্যবহার করিবে।

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ।
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্ম্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ॥

আহার-বিধি।

রোগীকে অবস্থানুসারে কখন কেবল বমন, কোন সময়ে কেবলমাত্র উপবাস অথবা কোন সময়ে বমন ও উপবাস; এই উভয়ও প্রয়োগ করিতে হয়। এই বমন, উপবাসাদি দ্বারা তাহার সামদোষ (অপক্করস সংযুক্ত বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করিতে দিবে। কিন্তু কোন প্রকার গুরু আহার প্রদান করিবে না। কারণ আহার-দোষে রোগীর পুনর্ব্বার অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। একারণ আহারীয় বস্তু লঘুত্ব অনুসারে প্রথমে মণ্ড, তৎপরে পেয়া এবং তদনন্তর বিলেপী প্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ মণ্ড, পেয়া প্রভৃতির যাহাতে যে প্রকার ঔষধ দিবার নিয়ম আছে, সেই সেই ঔষধ সহ মণ্ডাদি পাক করিয়া লইতে হইবেক। এবং ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিবে যে, উপবাস ও বমনের অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রথমতঃ মণ্ড, তৎপরে পেয়া এবং তদন্তর বিলেপী আহার করিতে দিবে।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলী নাগরৈঃ শৃতাম্।
পিবেৎ জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নি রাদিতঃ॥

(পিপ্পলী—পিপুল। নাগর—শুণ্ঠী। লাজ—খৈ।)

জ্বরিত ব্যক্তি প্রথমতঃ পিপ্পলী ও শুণ্ঠীর সহিত খৈর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। কারণ—এই মণ্ড জ্বরনাশক এবং অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হইয়া থাকে। সুতরাং জ্বর-রোগী অল্প ক্ষুধাতেও এই লাজ-মণ্ড (খৈর মণ্ড) ব্যবহার করিতে পারে।

পেয়াম্বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রা কণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ॥

(রক্তশালি—ধান্য বিশেষ। বস্তি—মূত্রাশয়। শ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর।)

জ্বরিত ব্যক্তির পার্শ্বদ্বয়, বস্তিদেশ এবং মস্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্তশালির অর্থাৎ রক্তশালি নামক ধান্যের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে আহারার্থে প্রদান করিবে। এই মণ্ড অতীব জ্বর-নাশক।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাং জ্বরী।
মৃদ্বীকা পিপ্পলীমূল চব্যামলকনাগরৈঃ॥

(মৃদ্বীকা—কিস্‌মিস্ বা মনেক্কা। চব্য—চৈ। আমলক—বাসক।)

জ্বরিত ব্যক্তির কোষ্ঠ বদ্ধ (দাস্তবদ্ধ) হইয়া, উদরে (পেটে) বেদনা উপ-

ষ্ছিত হইলে, কিস্‌মিস্, পিপুলের মূল, চৈ, বাসক এবং শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের সহিত রক্তশালি ধান্যের তণ্ডুলের (চাউলের) মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহারার্থে প্রদান করিবে।

পঞ্চমূল্যা লঘীয়স্যা গুর্ব্ব্যা বাভ্যাং সধান্যয়া।
কণয়া যূষ পেয়াদি সাধনং স্যাদ্যথাক্রমম্॥
বাতপিত্তে বাতকফে ত্রিদোষে শ্লেষ্মপিত্তজে।
যবাগূঃ স্যাত্ত্রিদোষঘ্নী ব্যাঘ্রী দুঃস্পর্শ গোক্ষুরৈঃ॥

(ধান্য—ধনে। কণা—পিপুল। ব্যাঘ্রী—কণ্টকারী। দুঃস্পর্শ—দুরালভা।)

লঘীয়সী পঞ্চমূলী অর্থাৎ লঘু ব স্বল্প পঞ্চমূল। যথা;—শালপানী (ছালানী), চাকুলে (পিঠানী); ব্যাকুড় (বৃহতী), গোক্ষুর ও কণ্টকারী; এই ৫ পাঁচটী। গুর্ব্বী পঞ্চমূলী অর্থাৎ মহৎপঞ্চমূল। যথা;—বেল, শোণা, গাম্ভারী (গামাইর), পাকল এবং গণিয়ারী; এই ৫ পাঁচটী।

বাতপিত্তজ্বরে জ্বরিত ব্যক্তিকে স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, গোক্ষুর ও কণ্টকারী; এই কয়েকটী দ্রব্য দ্বারা সাধিত যূষ বা মণ্ডাদি আহার করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, গাম্ভারী, পাকল ও গণিয়ারী; এই ৫ পাঁচটী দ্রব্যের মূলের ছাল দ্বারা সাধিত যূষ বা মণ্ডাদি আহার করিতে দিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ধনিয়া ও পিপুলের সহিত দাইল সহযোগে যূষ অথবা চাউল সহযোগে মণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিদোষজজ্বরে দশমূল অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শালপানী, চাকুলে প্রভৃতি ৫পাঁচটি অর্থাৎ স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেল, শোণা প্রভৃতি ৫পাঁচটী অর্থাৎ মহৎ পঞ্চমূল; এই ১০ দশটী দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত রক্তশালি ধান্যের চাউলের পেয়া কিম্বা দাইল সহযোগে সাধিত যূষ রোগীকে পান করিতে দিবে।

অধিকন্তু ত্রিদোষজজ্বরে (সান্নিপাতিকজ্বরে) কণ্টকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর; এই দ্রব্যত্রয় সহযোগে প্রস্তুত রক্তশালির মণ্ড, পেয়াদিও রোগীকে আহার করিতে দিবে। ইহাও ত্রিদোষজ বা সন্নিপাত জ্বরনাশক।

কর্ষার্দ্ধং বা কণা শুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পাচয়েদ্ যুক্ত্যা বারি প্রস্থেন চাপরাম্॥

কল্ক সাধ্য যবাগূ সাধনের নিয়ম।

(কর্ষার্দ্ধ—১ একতোলা। কণা—পিপুল। কল্কদ্রব্য—যে সকল ঔষধ সহ যূষ, পেয়াদি পাক করিতে হয়। বারি—জল। প্রস্থ /২ দুইসের।)

কল্ক দ্বারা মণ্ডাদি, যূষাদি (যূষ, মাংসাদি) পাক করিতে হইলে, কি পরিমাণ জল ও ঔষধ দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার নিয়ম।

ঔষধ সকল বীর্য্য ভেদে তিন প্রকার। যথা;—তীক্ষ্ণবীর্য্য, মধ্যবীর্য্য এবং

মৃদুবীর্য্য। পিপুল, মরিচ, শুণ্ঠী প্রভৃতিকে তীক্ষ্ণবীর্য্য; বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী প্রভৃতিকে মধ্যবীর্য্য এবং আমলকী, কিস্‌মিস্‌, হরীতকী প্রভৃতিকে মৃদুবীর্য্য দ্রব্য বলে। যবাগূ অর্থাৎ মণ্ডপেয়াদিতে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে, তাহা তীক্ষ্ণবীর্য্য হইলে ২ দুইতোলা, মধ্যবীর্য্য হইলে ৪ চারিতোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য হইলে ৮ অষ্টতোলা লইবে। এই নিয়মে ঔষধদ্রব্য সকল অল্পপরিমিত জলের সহিত বাটিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া /৪ চারিসের জল সহযোগে, রোগীর সহজকালীন অভ্যাসের চতুর্থাংশ (৪ চারিভাগের ১ ভাগ) পরিমাণ চাউল গ্রহণপূর্ব্বক, তাহা অল্প জল সহ বাটিয়া অথবা চূর্ণীকৃত করিয়া ১৪ গুণ জলে মণ্ড, ৬ গুণ জলে পেয়া এবং ৪ গুণ জলে বিলেপী পাক করিতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন মণ্ড পেয়াদির লক্ষণ দেখিতে পাইবে, তখন নামাইয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে।

ষড়ঙ্গ-পরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতা।
যবাগূমুচিতাদ্ভুক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ॥

ক্বাথ সাধ্য যবাগূ (মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী) প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উহার ক্বাথ, ষড়ঙ্গ-পানীয়ের বিধানানুসারে প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ পিপুল, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ২ তোলা, বেল গণিয়ারী প্রভৃতি মধ্যবীর্য্য দ্রব্যের ৪ তোলা অথবা আমলকী, হরীতকী, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি মৃদুবীর্য্য দ্রব্যের ৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক /৪ চারিসের জল সহযোগে সিদ্ধ করতঃ /২ দুইসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহা পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। তৎপরে রোগীর আভ্যাসিক চাউলের চতুর্থাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অল্পপরিমিত জল সহ বাটিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া, ঐ চূর্ণীকৃত চাউল, উহার ১৪ গুণ পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত ক্বাথ সহ মণ্ড, ৬ গুণ ক্বাথ সহ পেয়া এবং ৪ চারিগুণ ক্বাথ সহযোগে বিলেপী প্রস্তুত করিবে।

পূর্ব্বে কথিত হইল যে, মণ্ড, পেয়াদি প্রস্তুত করিবার জন্য আভ্যাসিক তণ্ডুলের চতুর্থাংশ লইতে হইবে। এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে কথিত হইতেছে। যথা;—যে ব্যক্তি যে পরিমাণে চাউলের অন্ন সহজ অবস্থায় আহার করিয়া থাকে, মণ্ডাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সেই চাউল লইতে হইলে, তাহার ৪ চারিভাগের ১ ভাগ গ্রহণ করিতে হয়। মণ্ডাদির তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া (গুঁড়া করিয়া) লওয়া আবশ্যক।

সিক্‌থকৈ রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্‌থ-সমন্বিতা।
যবাগূর্বহুসিক্‌থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর লক্ষণ।

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ নাম যবাগূ। কোন কোন স্থানে যবাগূ শব্দে কেবল মাত্র পেয়াই বুঝায়। তণ্ডুল ও জল দ্বারা সাধিত বস্তু সিক্‌থ (সিটে বা কণা) বিহীন হইয়া অতীব তরল হইলে মণ্ড, অল্প সিক্‌থ সংযুক্ত

অথচ অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ থাকিলে পেয়া এবং অধিক স্নিগ্ধ ও অল্পপরিমাণে তরল পদার্থ থাকিলে বিলেপী বলা যায়।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি॥

মণ্ড, পেয়াদির পাকার্থে যে জল ব্যবহৃত হয়, সেই জলের চাউলের ৫ পাঁচ গুণ জলে অন্ন, ১৯ উনিশ গুণ জলদ্বারা মণ্ড, ১১ গুণ জলে (যবাগূ) পেয়া এবং ৯ গুণ জল দ্বারা বিলেপী প্রস্তুত করিতে হয়।

পাংশুধানে যথা বৃষ্টিঃ ক্লেদয়ত্যতিকর্দ্দমম্।
তথা শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে যবাগূঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনী॥

শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, কোন প্রকার রোগে যবাগূ প্রদান করিবে না। কারণ ঐ শ্লেষ্মাবস্থায় যবাগূ ব্যবহার করিলে, শ্লেষ্মা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন কোন স্থানে ধুলিরাশিতে বৃষ্টি পতিত হইয়া অত্যন্ত কর্দ্দম হইয়া সেই স্থানকে পঙ্কময় করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্লেষ্মাধিক রোগে যবাগূ প্রযুক্ত হইলে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে বিপদাপন্ন করিয়া ফেলে।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাত্মকে।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূ রহিতা জ্বরে॥

মদাত্যয় রোগীর জ্বরে, মদ্যপায়ীর জ্বরে, মদ্যপান জনিত জ্বরে, গ্রীষ্মকালোদ্ভূত জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মাধিক জ্বরে এবং ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে পেয়াদি প্রয়োগ করিলে অতীব অহিত ঘটিয়া থাকে।

তত্র তর্পণ মেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্।
দ্রবেণালোড়িতাস্তে স্যু স্তর্পণং লাজশক্তবঃ॥

পূর্ব্বোক্ত মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিস্‌মিস্, দাড়িম (বেদানা), ও খর্জ্জুর (পিণ্ড খর্জ্জুর) প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ফল সমূহের রসে খৈর চূর্ণ এবং তদনুরূপ মধু ও শর্করা (ইক্ষু চিনি) মিশ্রিত করিয়া প্রথমতঃ আহার করিতে দিবে। এবম্বিধ খাদ্যকে "তর্পণ" বলে। এইরূপ অবস্থায় কিস্‌মিস্ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ পরিমাণে /০ এক ছটাক, জল /২ সের এবং অবশিষ্ট /॥০ অর্দ্ধ সের জানিবে। এবং উক্তসাধিত /॥০ জলে খৈ চূর্ণ ৪ চারি তোলা এবং মধু ও মিশ্রি ২ তোলা মিশ্রণ পূর্ব্বক রোগীকে পান করিতে দিবে।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফ-সমুত্থিতে॥
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥

অত্যন্ত পরিশ্রম, উপবাস এবং বায়ু; এই তিন প্রকার কারণে জ্বর হইলে,

জ্বরের নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ অবস্থাতেই মাংস রসের (মাংস কাথের) সহিত অন্ন (ভক্ত অর্থাৎ ভাত) আহার করিতে দিবে। এবং শ্লেষ্মজ্বরে মুগা দাইলের যূষের সহিত অন্ন এবং পিত্তজ্বরে ঐ মুগের যূষ সহ শর্করা (ইক্ষু চিনি) সমেত অন্ন আহার করিতে দিবে।

হ্রস্বমূলকযূষস্তু কফবাতাত্মকে হিতঃ।
নিম্বকুলকযূষস্তু হিতঃ পিত্তকফাত্মকে॥

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে কচি মূলার যূষের সহিত অন্ন এবং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে নিম-পাতা ও পটোল পত্রের (পল্‌তার) যূষ সহ অন্ন সেবন করিতে দিবে। এ স্থলে ঔষধ দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা, মুগের দাইল /০ একছটাক বা ৵০ অর্দ্ধ পোয়া এবং জল /২ দুই সের লইবে। ইহার অর্দ্ধ সের পরিমাণে অবশিষ্ট রাখিয়া নামাইয়া লইবে। যেখানে কেবল মাত্র ঔষধের উল্লেখ আছে, কিন্তু দাইলের উল্লেখ নাই, সে স্থলে যূষ পাক করিতে হইলে দাইল গ্রহণ করিতে হইবেক। এবং সেই দাইল যবাগূর তণ্ডুলের নিয়মানুসারে গ্রহণ করিবে।

মুদ্গান্মসূরাং শ্চণকান্ কুলত্থান্ সমুকুন্টকান্।
আহারকালে যূষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

জ্বর রোগীকে আহার কালে মুগ, মসূর, চণক (ছোলা বা বুট) ও বনমুগ; এই সকল দাইলের যূষ প্রদান করিবে।

পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্।
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

পটোলপত্র (পল্‌তা), বার্ত্তাকু (বেগুন), কুলক (পটোলফল), কারবেল্লক (করলা উচ্ছে), কর্কোটক (কাঁকরোল), পর্পটক (ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া), গোজিহ্বা (গুজিয়া শাক), বালমূলক (কচি মূলা) এবং গুড়ূচীর (গুলঞ্চের পত্র); এই সমস্ত দ্রব্যের শাক পাক করিয়া জ্বররোগীকে আহারকালে ভোজন করিতে দিবে।

জ্বরিণোঽরুচি-চিকিৎসা।

জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যাঽরুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽথবা॥

অরুচির চিকিৎসা।

জ্বরিত ব্যক্তির আহারে অরুচি হইলেও, তাহাকে অনাহারে রাখিবে না অথবা রুচি জন্মাইবার জন্য কুপথ্য দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে না। সুপথ্য হিতকর দ্রব্যই ভোজন করিতে দিবে। কারণ—জ্বররোগী আহার সময়ে যথোপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিতে না পাইলে, তাহার শরীর ক্রমশঃ অনাহারীর ন্যায় ক্ষীণ হইতে থাকে। এবং কুপথ্য দ্রব্য ভোজন করিলে,

রোগ বলপ্রাপ্ত হইয়া রোগীর বল ক্ষয় করিতে থাকে। একারণ জ্বরিত-ব্যক্তির জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করা দূরে থাকুক, বরং দিন দিন বলক্ষয় প্রযুক্ত অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।

ধাত্রী দ্রাক্ষ সিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥

জ্বররোগীর আহারে অরুচি হইলে মাতুলুঙ্গের কেশর (ছোলঙ্গ, টাবা বা কলম্বা লেবুর কেশর) ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে মিশ্রিত করিয়া মুখে রাখিবে। কিম্বা ধাত্রী (আমলকী), দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্) ও শর্করা (ইক্ষুচীনি) একত্র করিয়া মুখে রাখিবে।

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।

কল্পনা-বিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বঙ্গময়েৎ পুনঃ॥

যদ্যপি প্রতিদিন এক দ্রব্য আহার করায়, অথবা স্বাদুরসের অভাব (বিস্বাদ) প্রযুক্ত খাদ্যের প্রতি বিদ্বেষ (অশ্রদ্ধা) জন্মে। তাহা হইলে কল্পনানুসারে নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে ভোজন করিতে দিবে। যে প্রকারে খাদ্য দ্রব্য রোগীর মুখপ্রিয় হয়, চিকিৎসকের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতিশয় আবশ্যক। যে হেতু অনাহারে রোগীর জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংস হইতে পারে।

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।

শ্লেষ্মক্ষয়ে বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা॥

জ্বররোগীকে অথবা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে দিনান্তে (মধ্যাহ্নকালে) লঘু আহার প্রদান করিবে। যে হেতু ঐ সময় শ্লেষ্মার ক্ষয় হইয়া জঠরাগ্নির উষ্ণতা এবং বল বৃদ্ধি হয়; একারণ উক্ত সময়ে আহার প্রদান করিলে, অবিলম্বে পরিপাক হইয়া মহৎ উপকার সংসাধিত হয়। এবং অজীর্ণ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যাহার উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহার পক্ষে মধ্যাহ্ন কালের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষুধার সময়ে যথা পরিমাণে আহার প্রদান করিবে।

গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন।

নহিতস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা॥

জ্বররোগী গুরুপাক দ্রব্য (পিষ্টক, বটকাদি), অভিষ্যন্দি-দ্রব্য (ক্লেদ জনক তেঁতুল, দধি প্রভৃতি) আহার করিলে; ক্ষুধার সময়ে আহার না করিয়া অধিক পরে আহার করিলে এবং অক্ষুধায় অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও অসময়ে ভোজন করিলে, বিশেষ প্রকার অহিত ঘটিবার সম্ভাবনা। যেহেতু জ্বরাবস্থায় অহিত ভোজন করিলে আয়ু রক্ষার অথবা পরিণামে স্বাস্থ্য-লাভের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগূস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনাম্যবিপক্বানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে ॥

নবজ্বরে লঙ্ঘন (উপবাস), স্বেদক্রিয়া (উপায় বিশেষ দ্বারা শরীরে উত্তাপ প্রদান), কাল (অষ্টাহকাল—আট দিন পর্য্যন্ত), যবাগূ (মণ্ড পেয়াও বিলেপী) আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সহযোগে তিক্তরস সেবন; এই সমস্ত সামদোষের পরিপাচক অর্থাৎ উপবাসাদি প্রক্রিয়া করিতে করিতে সাত দিন গত হইলে, অপক্বদোষের পরিপাক হইয়া থাকে; এবং তাহা হইলে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবার সুবিধা ঘটে ও সত্বর রোগীরও রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা হয়।

জ্বরস্য তারুণ্যাদ্যবস্থা-নির্ণয়ঃ।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রন্তু পুরাতনমতঃ পরম্ ॥

জ্বরের তরুণ, মধ্যম ও পুরাতন (জীর্ণ) অবস্থা নির্ণয়।

বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সুবিধার্থে অবস্থাবিশেষে জ্বরকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যথা;—১ তরুণজ্বর, নূতনজ্বর বা নবজ্বর; ২ মধ্যজ্বর এবং ৩ পুরাতনজ্বর, পুরাণজ্বর বা জীর্ণজ্বর। জ্বরোৎপত্তির প্রথম দিবস হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর, অষ্টম দিন (অষ্টাহ) হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর এবং দ্বাদশ দিবসের পর অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসের পরবর্ত্তী স্থায়ী জ্বরকে পুরাতন বা জীর্ণজ্বর বলা যায়। সপ্তাহ পর্য্যন্ত জ্বরের তারুণ্য অবস্থা বলিবার প্রয়োজন এই যে, জ্বরিত ব্যক্তির আমাশয়গত সামদোষ (অপক্করস যুক্ত বায়ু, পিত্ত ও কফ) উপবাস কালে আহারস্থানীয় হয়; একারণ জঠরাগ্নিও অপর পাচ্য দ্রব্যের অভাব হেতু ঐ অপক্ক দোষকেই ক্রমশঃ পরিপাক করিতে থাকে। এবং সামদোষের পরিপাক হইয়া ঔদরিক অগ্নিবলও বৃদ্ধি পাইয়া ধাতুগত-অগ্নিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। সুতরাং ধাতুগত অগ্নির বলে ধাতুস্থ আমরসেরও পরিপক্কতা হয়। এই অবস্থা প্রায়ই সপ্তাহ মধ্যে ঘটে বলিয়া অষ্টাহকে নিরাম (আম বা অপক্করস বিহীন) কাল বলে।

পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েদ্ভুতম্।
জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্ ॥

সপ্তমদিবস পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণ অবস্থা থাকায়, তাহাতে উপবাসাদি চিকিৎসার বিধান করা হইল। তৎপরে অন্তবিধ ব্যবস্থার প্রয়োজন বশতঃ তাহার বিধি কথিত হইতেছে। সপ্তম দিবসে রোগীকে লঘু অন্ন (মণ্ড-পেয়াদি) সেবন করাইয়া, অষ্টম দিনে লঘু অন্ন এবং পাচন বা শমন কষায়

যদ্দ্বারা দোষের পরিপাক হয় তাহাকে পাচন এবং যদ্দ্বারা দোষ (বিকৃত বায়ু, পিত্ত, কফ বা আমরস) বিরেচিত বা উৎক্রিক্ত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাহাকে শমন বা সংশমন কষায় বলে। বৈদ্যশাস্ত্রানুসারে কষায় শব্দের বহু প্রকার অর্থ হয়, তবে এস্থলে সঙ্গতানুযায়ী তিনটী অর্থের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১ম অর্থ ক্বাথ; ইহা জ্বরের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে, কারণ জ্বরের তারুণ্যাবস্থায় ক্বাথ প্রয়োগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা উৎক্ষিপ্ত হইয়া রোগীর শোচনীয় অবস্থা ঘটায়। ২য় অর্থ—কষায় রস; ইহাও তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ। যে হেতু কষায় রস গুরু, শীতগুণ যুক্ত, বায়ু বর্দ্ধক এবং মল, মূত্র রোধ করে। সুতরাং জ্বরিত ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইলে জ্বরের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হইয়া অহিত সংসাধন করিয়া থাকে। ৩য় অর্থ—স্বরস, ক্বাথ, কল্ক, শীত ও ফাণ্ট। ইহার মধ্যে স্বরস, কল্ক প্রভৃতিই প্রয়োক্তব্য। তরুণজ্বরে ষড়ঙ্গ-পানীয়ের বিধান করিয়া পুনরায় ক্বাথের নিষেধ করায়, ইহা বুঝিতে হইবে যে,—ক্বাথের ষোলগুণ জল সহযোগে চতুর্ভাগাবশিষ্ট রাখিয়া যে ক্বাথ করা হয়, তাহা নহে; অর্থাৎ প্রদত্ত জলের অর্দ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং ইহা লঘু পাক বশতঃ রোগীকে সেবন করাইলে অশুভ করিবার সম্ভাবনা নাই; অথচ জ্বরের উপশম হয়।

সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥

সপ্তাহ পরে অর্থাৎ অষ্টমদিবসে জ্বররোগীর অস্তব্ধ সামাবস্থায় অর্থাৎ আমরস পরিপক্ক হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে অপক্করস কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া গুপ্তভাবে আছে কি না, এমত সন্দিগ্ধ অবস্থায় পাচন (দোষের পরিপাচক) ঔষধ প্রদান করিবে। এবং সম্পূর্ণ নিরাম অবস্থায় (যখন দেখিবে আমরস আদৌ নাই) সংশমন কষায় প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্তব্ধ সামাবস্থায় (আমরস প্রচুর পরিমাণে নিশ্চিতরূপে অবস্থিত থাকিলে) পাচন কি শমন, কোন প্রকার কষায়ই প্রয়োগ করিবে না। কারণ এতাদৃশ অবস্থায় অপক্করস পরিপাক না হইয়া জ্বরের বেগ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রকৃত অর্থ স্থির হইল যে, যতদিন পর্য্যন্ত জ্বরিত ব্যক্তির আমরস পরিপাক না পাইবে, তাহার মধ্যে শমন কষায় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এবং সাত দিবসের পূর্ব্বেও আমরস পরিপাক পাইলে, তাহাতেও সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত; পাচন (দোষের পরিপাচক) ঔষধ তদবস্থায় প্রয়োগ করা অনর্থক মাত্র। সুতরাং "অষ্টাহ" শব্দ উপলক্ষণ মাত্র। (যদ্দ্বারা শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যতীত অন্যবিধ সঙ্গত অর্থও প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে উপলক্ষণ বলে।) এস্থলেও অষ্টাহ শব্দে কেবল অষ্ট দিন মাত্র না বুঝাইয়া, উহার প্রতিযোগিক অর্থ সহিত নিরাম জ্বরের নিরাম কালকেও বুঝাইতেছে।

লালাপ্রসেকো হৃল্লাস হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্য-বৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্।
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্॥

আমজ্বরের লক্ষণ।

লালাস্রাব, বিবমিষা (বমনেচ্ছা), হৃদয়ে ভারবোধ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিপাক (উদরস্থ আহারীয় দ্রব্যের অজীর্ণতা) এবং দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) অপক্কতা, শরীরের গুরুতা, মুখের বিরসতা, আহারে অনিচ্ছা, প্রস্রাববাহুল্য, শরীরের জড়তা ও জ্বরের বেগাধিক্য; এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের স্তব্ধ সামাবস্থায় অর্থাৎ আমজ্বরে লক্ষিত হয়। এতদবস্থায় কোন প্রকার সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু তাহাদ্বারা জ্বরের কোন উপশম না হইয়া বরঞ্চ বেগ বর্দ্ধিত করে।

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্কং দোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্॥

আমরস পরিপাকের লক্ষণ।

জ্বরের বেগ মৃদু, শরীরের লঘুতা, দোষের (বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার) অবিরুদ্ধতা (চলাচলের অপ্রতিবন্ধকতা) এবং মলের নির্গমন; এই সকল লক্ষণ অবলোকিত হইলে, আম (অপক্ক) রসের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া, জ্বররোগীকে এতদবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বজ্বরেষু।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্॥

সর্ব্বজ্বরে।

(নাগর—শুণ্ঠী। দেবকাষ্ঠ—দেবদারু। ধন্যাক—ধনে। বৃহতীদ্বয়—ব্যাকুড় ও কন্টকারী)।

শুঁঠ, দেবদারু, ধনিয়া, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারী; এই কয়েকটী দ্রব্য সমুদায়ে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করতঃ ।৷৹ অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে; যখন দেখিবে ৴৹ অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া জলীয়ভাগ গ্রহণ করিবে। এই জ্বরনাশক পাচন (ক্বাথ) প্রথমে সকলপ্রকার জ্বরে ব্যবহার্য্য।

পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতঃ ক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধন যথেতরৎ॥

ঔষধ সেবনের সময় নির্দ্দেশ।

যে ব্যক্তি জলপান অথবা অন্ন আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে; ক্ষীণ-শরীরবিশিষ্ট ব্যক্তি, লঙ্ঘিত (উপবাসী), অজীর্ণরোগী এবং তৃষ্ণার্ত্তব্যক্তির পক্ষে; সংশোধন, সংশমন প্রভৃতি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজ মন্নহীনং-
হন্যাত্তদাময় মসংশয় মাশু চৈব।
তদ্বাল বৃদ্ধ যুবতী মৃদুভিশ্চ পীতং-
গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥
শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং নহিংস্যা-
দন্নাবৃতং ন চ মুহুর্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্‌ভুক্তসেবিত মহৌষধ মেতদেব,
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধ শিশু ভীরু বরাঙ্গনাভ্যঃ॥
ঔষধশেষে ভুক্তং পীতঞ্চ তথৌষধংসশেষেঽন্নে।
ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ॥

আহার পরিপাকান্তে যে ঔষধ সেবন করা যায়, তাহার বল (বীর্য্য) অতি-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া শীঘ্রই উপকার দর্শিয়া থাকে। যেহেতু আহারবি ঔষধ কোন প্রকার আবরণে আবরিত হইতে না পারায়, সত্বর স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্‌প্রকারে যথোচিত ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, এবং কোষ্ঠদেশকেও সম্পূর্ণরূপ শোধন করে। ঔষধ জীর্ণ হইতে না হইতে ভোজন করিলে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরেই ঔষধ সেবন করিলে, সেই ঔষধ দ্বারা কোন প্রকার উপকার সংসাধিত হয় না, বরঞ্চ উহা অন্যান্য রোগ উৎ-পাদনের মূলীভূত কারণ হয়। কিন্তু বালক (শিশু), বৃদ্ধ, মৃদু (কোমলপ্রকৃতি), ভীরু, বরাঙ্গনা (উত্তমা নারী) ও যুবতী নারীদিগকে কোন মতে ভোজনবিহীন ঔষধ সেবন করিতে দিবে না। কারণ—ভোজনবিহীন ঔষধসেবন করিলে, তদ্দ্বারা উহাদের অন্তর্গ্লানি ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। এই হেতু ঐ সকল ব্যক্তিকে ভোজনের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করাইবে। কারণ আহারের প্রাক্‌কালে উহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইলে অথবা ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরেই ভোজন করিতে দিলে, ভুক্ত ঔষধ অন্ন (ভক্ষিত আহারীয় বস্তু) দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, মুখ দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গমনের কিম্বা বলহানির সম্ভাবনা থাকে না।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃষ্ণা সুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণেৌষধাকৃতিঃ॥

জীর্ণ ঔষধের লক্ষণ।

ঔষধ সম্যক্ প্রকারে পরিপাক পাইলে, বায়ুর অনুলোমতা (স্বীয় পথে স্বাভাবিক গমন), শরীর ও মনের প্রসন্নতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, দেহের লঘুতা, ইন্দ্রিয় সকল পরিষ্কার এবং উদ্গার বিশুদ্ধ হয়।

ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতি র্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

ভুক্ত ঔষধ সম্যক্ প্রকারে জীর্ণ না হইলে, দেহের ক্লান্তি, অঙ্গাদি দাহ, অঙ্গের অবসন্নতা, ভ্রমবোধ, মূর্চ্ছা (মোহ), মস্তকবেদনা, অরতি (চিত্তের অস্থিরতা ও অপ্রবৃত্তি) এবং বলহানি ঘটিয়া থাকে।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥
উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথ্যৌষধেষু চ॥

ঔষধের পরিমাণ নির্ণয়।

ঔষধের পরিমাণের স্থিরতা নাই। অর্থাৎ চিকিৎসক দোষ (বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা), অগ্নি, শারীরিক ও মানসিক বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য (তীক্ষ্ণবীর্য্য, মধ্যবীর্য্য অথবা মৃদুবীর্য্য কি না) এবং কোষ্ঠ (ক্রূরকোষ্ঠ, মধ্যকোষ্ঠ অথবা মৃদু-কোষ্ঠ কি না) ; এই সকল বিষয় যথারীতি বিচার পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিবেন। ঔষধের পরিমাণ অল্প বা অধিক ; এই উভয় প্রকার দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্নতা ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অল্প মাত্রায় ঔষধ প্রযোজিত হইলে, রোগের উপশম হয় না ; এবং অধিক মাত্রায় প্রযোজিত হইলে অন্যবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। একারণ ঔষধের পরিমাণ যাহাতে উপযুক্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যাহার অগ্নি ও বল অধিক, তাহাকে স্নেহ (তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা) ও ক্বাথ্যবস্তু একপল (৮ তোলা) পরি-মাণে, যাহার বল ও অগ্নি মধ্যম, তাহাকে ৩ তিনকর্ষ (৬ তোলা) এবং অল্প বল ও অল্পাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ২ দুই কর্ষ (৪ তোলা) মাত্রায় ঔষধ প্রদান করিবে। কিন্তু এক্ষণে ক্বাথ্য বস্তু এনিয়মে ব্যবহৃত হয় না। প্রচলিত পরি-মাণানুসারে ৮০ রতি পরিমিত তোলার ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া ; এই নিয়মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবত্তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং ভবেৎ।
ক্বাথদ্রব্যপলে কুর্য্যাৎ প্রস্থার্দ্ধং পাদশেষিতম্॥

২ দুইতোলা [illegible] আটতোলা পর্য্যন্ত ক্বাথ্যদ্রব্যে ১৬ ষোলগুণ জল, [illegible]র) পর্য্যন্ত ক্বাথ্যদ্রব্যে ৮ গুণ জল এবং তদূর্দ্ধ প্রস্থ

প্রভৃতি ক্বাথ্যদ্রব্যে ৪ গুণ জল দিবে। কিন্তু প্রবলাগ্নি ব্যক্তির জন্য ক্বাথ্যদ্রব্য ১ পল লইতে হইলে ২ সের জল দিয়া অর্দ্ধসের শেষ রাখিবে।

দ্বাত্রিংশন্মাষকৈর্মাষ শ্চরকস্য তু তৈঃ পলম্।
অষ্টচত্বারিংশতা স্যাৎ সুশ্রুতস্য তু মাষকঃ॥
দ্বাদশভির্ধান্যমাষৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তু তৈঃ পলম্।
এতচ্চ তুলিতং পঞ্চ-রক্তি-মাষাত্মকং পলম্॥
চরকার্দ্ধপলোন্মানং চরকে দশরক্তিকৈঃ।
মাষৈঃ পলং চতুঃষষ্ট্যা যদ্ভবেত্তু তথেরিতম্॥
তস্মাৎ পলং চতুঃষষ্ট্যা মাষকৈর্দ্দশরক্তিকৈঃ।
চরকানুমতং বৈদ্যৈশ্চিকিৎসাসূপযুজ্যতে॥

পরিমাণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চরক ও সুশ্রুত; এই উভয়ের লিখিত পরিমাণ অধিক প্রচলিত; কিন্তু প্রচলিত হইলেও সুশ্রুতের মাত্রাপেক্ষা চরকের মাত্রা অধিক বলিয়া, চিকিৎসকগণ চরকের মাত্রাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই হেতু এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধের বিষয় কথিত হইল, তৎসমুদায় চরকের মতানুযায়ী মাত্রাতেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চরকের মতে ৩২ বত্রিশ মাষকে (মাষ-কলায়ে) ১ এক মাষা, ৪৮ আটচল্লিশ মাষায় ১ পল (৮ তোলা); সুশ্রুত মতে ১২ বার মাষকে ১ এক মাষা এবং উহার ৬৪ চৌষট্টি মাষায় ১ এক পল (৮ তোলা)। চরক এবং সুশ্রুতের মাত্রায় প্রভেদ এই যে, চরকের ১০ দশ রত্তিতে যে মাষা; সুশ্রুতের ৫ পাঁচ রতিতে সেই মাষা হয়। সুতরাং চরকের অর্দ্ধপল সুশ্রুতের ১ পলের সমান অর্থাৎ চরকের মাত্রা সুশ্রুতের দ্বিগুণ মাত্রার সমান। এই গ্রন্থে যে মাত্রা ব্যবহৃত হইবে, তাহা ৮০ অশীতি রতিতে তোলা এবং ৬৪ চৌষট্টি তোলায় ১ সের বুঝিতে হইবে।

পরিমাণের ক্রম।

৩০ পরমাণু	...	১ ত্রসরেণু, ধ্বংসী।
৬ ত্রসরেণু	...	১ মরীচি।
৬ মরীচি	...	১ সর্ষপ।
৬ সর্ষপ	...	১ যব।
৩ যব	...	১ গুঞ্জা, রক্তি।
১০ রক্তি	...	১ মাষক (মাষা), হেম, ধান্যক।
৪ মাষা	...	১ শান (অর্দ্ধতোলা), নিকাষ্টক, ধরণ।
২ শান	...	১ কর্ষার্দ্ধ (১ তোলা), দ্রংক্ষণ, বটক, কোল।
২ কর্ষার্দ্ধ	...	১ কর্ষ (২ তোলা), সুবর্ণ, অক্ষ, কিঞ্চিৎ, বিড়ালপদক, পিচু, পাণিতল, উড়ুম্বর, তিন্দুক, কবড়গ্রহ।
২ কর্ষ	...	১ অর্দ্ধপল (৪ তোলা), শুক্তি, অষ্টমিকা।

৮ তোলা	...	১ পল (৮ তোলা), মুষ্টি, প্রকুঞ্চ, চতুর্থিকা, বিল্ব, ষোড়শিকাত্র।
২ পল	...	১ প্রসৃত (১৬ তোলা বা ৮ কর্ষ) প্রসৃতি।
২ প্রসৃত	...	১ কুড়ব (অর্দ্ধ সের বা ৩২ তোলা), অঞ্জলি, অষ্টমান।
২ কুড়ব	...	১ মানিকা, শরাব (সের), ৮ পল (৬৪ তোলা)।
২ শরাব	...	১ প্রস্থ (/২ সের), ১৬ পল।
৪ প্রস্থ	...	১ আঢ়ক (৮ সের), পাত্র, কংস, ভাজন (৬৪ পল)।
৪ আঢ়ক	...	১ দ্রোণ (৩২ সের বা ২৫৬ পল), ঘট, কলস, উন্মান, লল্বন ও অর্ম্মণ।
২ দ্রোণ	...	১ সূর্প (৬৪ সের), কুম্ভ।
২ সূর্প	...	১ দ্রোণী, বৃহদ্‌দ্রোণী (১২৮ সের)।
৪ দ্রোণী	...	১ খারী (১০৯৬ পল) বা (৫১২ সের)।
১০০ পল	...	১ তুলা।
২০ তুলা	...	১ ভার (২০০০ পল)।

মাষা, শান, তিন্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, দ্রোণ ও খারী; ইহারা উত্তরোত্তর চতুর্গুণ।

অথ কফজ্বরে।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধু সৈন্ধব সংযুতম্।
জিহ্বাতালু গল ক্লোম শোষে মূর্দ্ধ্নি তু দাপয়েৎ।
সিন্ধুবারদলক্কাথং শোষণং হি কফেজ্বরে॥

কফজ্বর-চিকিৎসা।

মাতুলুঙ্গের (ছোলঙ্গ বা টাবা লেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া; জিহ্বা, তালু, এবং ক্লোম (পিপাসা স্থান) শুষ্ক হইলে, রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিবে।

সিন্ধুবারদল (নিসিন্দাপাতা) ২ তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ ।০ চারি আনা পরিমাণে পিপুলচূর্ণ। এই ক্বাথ কফজ্বর-রোগীকে পান করিতে দিবে।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা সংযোগঃ কাস শ্বাস জ্বরাপহঃ।
প্লীহনং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥

পিপুলচূর্ণ মধুসহ সংযুক্ত করিয়া লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা এবং হিক্কা নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ইহা বালকদিগের কফজ্বরে অতীব হিতকর।

অথ পিত্তজ্বরে ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর বিনাশনঃ ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ ॥

পিত্তজ্বর-চিকিৎসা ।

এক মাত্র ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্বাথ অথবা স্বরস দ্বারাই পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় । অধিকন্তু তৎসহ রক্তচন্দন, বালা এবং শুঁঠ সমস্তে ২ তোলা, জল /।০ অর্দ্ধ-সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া । এই ক্বাথ দ্বারা যে পিত্তজ্বর আরোগ্য হইবে, তৎ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি ? ।

বিশ্বাম্বু পর্পটোশীর ঘন চন্দন সাধিতম্‌ ।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ ।
পর্পটামৃত ধাত্রীণাং ক্বাথঃ পিত্তজ্বরাপহঃ ॥

(বিশ্ব—শুণ্ঠী । অম্বু—বালা । ঘন—মুথা ।)

শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপড়া, মুথা বেণারমুল এবং রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক /॥০ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে । এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া, ঐ ক্বাথ শীতল করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, ছর্দ্দি (বমি), জ্বর এবং দাহ ও পিপাসা নিবারিত হয় ।

ক্ষেতপাপ্‌ড়া, অমৃতা (গুলঞ্চ) এবং ধাত্রী (আমলকী) ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক /॥০ অর্দ্ধ সের জল সহ পাকপূর্ব্বক অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া ঐ ক্বাথ রোগীকে সেবন করাইলে সত্বর পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃপীতং সশর্করম্‌ ।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যাশু চিরাদ্দরপ্ররূঢমপি ।
পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ ॥

পূর্ব্বদিবস রাত্রি ২ তোলা ধনে কুট্টিত করতঃ /৵০ অর্দ্ধ পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পর দিন ঐ ব্যুষিত (বাসী) জল বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া অল্প পরিমাণে ইক্ষু চিনির সহযোগে পিত্তজ্বর-রোগীকে পান করাইলে, অত্যন্ত অসহ্য অন্তর্দ্দাহ সত্বর নিবারিত হয় ।

পিত্তজ্বরে শরীর তাপিত হইয়া অসহনীয় গাত্রদাহ জন্মিলে, নিম্নলিখিত শীতল ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা নিঃসংশয়ে দুরীভূত হয় ।

বিদারী দাড়িমং লোধ্রন্দধিত্থং বীজপূরকম্‌ ।
এভিঃ প্রদিহ্যান্মূর্দ্ধানং তৃড়দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ ॥

বিদারী (ভূমি কুষ্মাণ্ড), লোধ্র (লোধ), দধিত্থ (কয়েতবেল) এবং বীজপূরক (ছোলঙ্গনেবুর কেশর) ; এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দাড়িমের

রসের সহিত বাটিয়া মস্তকে (ব্রহ্মতালুতে) প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বরজনিত পিপাসা এবং দাহ অতি ত্বরায় নিবারিত হয়।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টাচ ধাত্রী লেপাচ্চ দাহনুৎ।
অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ ॥

আমলকী ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া (ভাজিয়া) অম্ল (কাঁজি) সহ পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত দাহ নিবারিত হয়।

পলাশ বৃক্ষের কোমল পাতা কাঁজির সহিত বাটিয়া পিপাসিত ও দাহার্ত্ত ব্যক্তির মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা ও দাহ (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক জ্বালা) নিবারিত হয়।

বদরী-পল্লবোত্থেন ফলেনারিষ্টকস্য চ।
কালেয়চন্দনানন্তা যষ্টিবদরকাঞ্জিকৈঃ।
সমৈস্তৈঃ স্যাচ্ছিরোলেপস্তৃষ্ণাদাহার্ত্তিশান্তয়ে ॥

বদরীপল্লব (কুলপাতা) প্রথমতঃ অল্পপরিমাণে কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক, পরে অধিক পরিমাণে কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিতে থাকিবে। মন্থন করিতে করিতে যখন ফেণা উঠিবে, তখন সেই ফেণা গাত্রে মর্দ্দন করিলে পিত্তজনিত জ্বালার শান্তি হয়।

কুলপাতার ন্যায় নিম্বপত্রের ফেণা প্রস্তুত করিয়া গাত্রে লেপন করিলেও পিত্তজ্বরজনিত জ্বালার উপশম হয়।

কালেয় (কালিয়া কাষ্ঠ), রক্তচন্দন, অনন্ত (অনন্তমূল), যষ্টি (যষ্টিমধু) এবং কুলফল ; এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহ বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বরজনিত তৃষ্ণা ও জ্বালার উপশান্তি হইয়া থাকে।

উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্র-
কাংস্যাদি পাত্রং প্রণিধায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলং পতন্তী-
র্নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা ॥

জ্বরিত ব্যক্তিকে উত্তানভাবে (চিৎকরিয়া) শায়িত করিয়া, তাহার নাভিদেশে তাম্র, কাংস্যাদিপাত্র (বাটী, ঘটী আদি) স্থাপনপূর্ব্বক ঐ পাত্রে উচ্চস্থান হইতে অধিক পরিমাণে শীতল জল ঢালিবে। ঐ জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল ঢালিবে, ঐ প্রকার তিন চারিবার করিলে অতি সত্বর পিত্তজ্বর-জনিত অসহ্য জ্বালাও নিবারিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। জল ঢালিবার সময়ে অত্যন্ত সাবধানে জল ঢালিবে, যেন বিন্দুমাত্র জল রোগীর গাত্রে পতিত না হয়।

ন পিত্তেন বিনাদাহো ন কম্পো বায়ুনা বিনা।
রাভটস্য প্রতিজ্ঞেয়ং বিনাজীর্ণেন নগদঃ ॥

বাভট বলিয়াছেন যে, পিত্ত ব্যতীত দাহ, বায়ু ব্যতীত কম্প এবং অজীর্ণতা দোষ না ঘটিলে কিছুতেই কোন রোগই উৎপন্ন হইতে পারে না।

অথ বাতিকজ্বরে।

নাগরং পিপ্পলীমূলং গুড়ূচী বাতিকজ্বরে।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং লিঙ্গে সপ্তম-বাসরে॥

শুঁঠ, পিপুলমূল এবং গুলঞ্চ; এই দ্রব্যত্রয় সমুদায়ে ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক ।৷৹ অর্দ্ধসের জলে পাক করিতে থাকিবে; যখন দেখিবে ৴৹ দুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া, পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া উহার ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ (পাচন) বাতিকজ্বরে সপ্তমদিবসে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্না বৃক্ষাদনী দারু সরলং সৈলবালুকম্।
কষায়ঃ শর্করা ক্ষৌদ্রযুক্তো বাত জ্বরাপহঃ॥

(বৃক্ষাদনী বন্দা, পরগাছা বা চিলে। এই গাছ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের উপরি উৎপন্ন হয়, কদাচ মাটিতে হয় না এবং শীত ঋতুতে ইহার রক্তবর্ণ পুষ্প হয়। দারু—দেবদারু। সরল—সরলকাষ্ঠ। এলবালুকা—গন্ধদ্রব্য বিশেষ। ক্ষৌদ্র—মধু)।

রাস্না, পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ এবং এলবালুকা; এই কয়েকটী দ্রব্য সমুদায়ে ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক ।৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই পাচন সহ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি ও সিকিতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া বাতজ্বরীকে সেবন করিতে দিবে।

প্রক্ষেপঃপাদিকঃ ক্বাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ।
পরিভাষা মিমামন্যে প্রক্ষেপেপ্যূচিরে যথা॥
কর্ষশ্চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়িকানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দ্রবশুক্ত্যা স লেঢব্যঃ পাতব্যশ্চ চতুদ্র্বঃ।
মাত্রাক্ষৌদ্র ঘৃতাদীনাং স্নেহক্বাথেষু চূর্ণবৎ॥

ক্বাথে (পাচনে) যে দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হয়, তাহার মাত্রা ক্বাথের চারিভাগের একভাগ মাত্র। এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহ বস্তুতে প্রক্ষেপ দিতে হইলে, তাহা কল্কের সমান দিবে। কিন্তু কোন শুষ্ক চূর্ণাদি দ্রব্য ঘৃত, মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য সহ লেহন বা পান করিতে হইলে; তবে চূর্ণ দ্রব্য যদি একপল (৮ তোলা) হয় এবং উহা ঘৃতাদির সহিত লেহন করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃত, মধু প্রভৃতি তরলবস্তু শুক্তি মাত্রায় (অর্থাৎ চূর্ণ দ্রব্যের অর্দ্ধেক পরিমাণে ৪ তোলা) দিবে এবং পান করিতে হইলে ঘৃতাদি দ্রব-দ্রব্যের চতুর্গুণ পরিমাণে দিবে। কিন্তু এক্ষণে এবম্বিধ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ ক্বাথ্যবস্তু সমুদায়ে ২ তোলা, প্রক্ষেপবস্তু অর্দ্ধতোলা এবং

দৈন্ধব, জীরা আদি দ্রব্য ২।৩ মাষার অনধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। কারণ-অধুনা মানবগণের ধাত্বাদি পূর্ব্বকালাপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াছে, সুতরাং ঔষধ মাত্রায় অধিক বশতঃ তাহা অসহ্য বিধায় অজীর্ণ হইয়া অপকার ঘটাইতে পারে।

বিল্বাদি পঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা।
কুস্তুম্বুরুসমো হ্যেষ কষায়ো বাতিকে জ্বরে॥

বেল, শোণা, গাম্ভীর, পারুল, গণিয়ারী, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনিয়া; এই সকল দ্রব্য সমস্তে ২ দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিলে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চকোলঃ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরম্।
দীপনীয়ঃ স্মৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥

পঞ্চকোল পাচন।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা ও শুঁঠ; এই ৫ পাঁচটী দ্রব্য একত্রিত হইলে পঞ্চকোল পাচন বলা যায়। ইহা সমুদায়ে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া জ্বররোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই পঞ্চকোল পাচন অগ্নি-সন্দীপক এবং কফ ও বায়ুনাশক। বিশেষতঃ এই ক্বাথ বালকদিগের পক্ষে অতীব উপকারী।

আরগ্বধাদিঃ।—

আরগ্বধ গ্রন্থিক মুস্ততিক্তা-
হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতযুক্তে-
জ্বরে হিতো পাচনো দীপনশ্চ॥

আরগ্বধাদি পাচন।

আরগ্বধ (সোঁদালফল), গ্রন্থিক (পিপুলমূল), মুথা, তিক্তা (কটুকী) এবং হরীতকী, এই কয়েকটীকে আরগ্বধাদি বলা যায়। এই সকল দ্রব্য সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করতঃ ⁄।॥৹ জলসহ সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই আরগ্বধাদি পাচন বেদনা এবং কফ ও বাতসংযুক্ত জ্বরের সামাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে আম-রসের (অপক্করসের) পরিপাক ও জাঠর অগ্নিকে সন্দীপিত করে।

গুড়ূচ্যাদিঃ।—

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।

এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন ; এই পাঁচটী দ্রব্যকে গুড়ূচ্যাদিগণ বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। এই গুড়ূচ্যাদি পাচন সর্ব্বপ্রকার জর-নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং হৃল্লাস (বমনেচ্ছা), অরোচক, ছর্দ্দি, পিপাসা ও অন্তর্দ্দাহ বিনাশ করে।

বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদিঃ।—

গুড়ূচী চন্দনং পদ্মং নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য পাঠা ধান্যক রোহিণীঃ॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিপ্পলীচূর্ণ-সংযুতম্।
কাসশ্বাসহরং তন্দ্রী পিপাসা দাহনাশনম্॥
বিন্মূত্রানিলবিষ্টম্ভত্রিদোষশমনং পরম্।
গুড়ূচ্যাদিগণো হ্যেষঃ পাচনো দীপনঃ পরঃ॥

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুড়ূচী, রক্তচন্দন, পদ্ম (পদ্মকাষ্ঠ), নাগর (শুণ্ঠী), ইন্দ্র (ইন্দ্রযব), যবাসক (দুরালভা), অভয়া (হরীতকী), সোণালুফল, উদীচ্য (বালা), পাঠা (আকান্দীলতা), ধান্যক (ধনে) এবং রোহিণী (কটুকী) ; এই সকল দ্রব্যকে বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিগণ বলে। এই সকল বস্তু সমুদায়ে ২ দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই গুড়ূচ্যাদি পাচন চারি আনা পিপুল চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পিপাসা ও দাহ বিনাশ করে। এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুর বিষ্টম্ভনাশ, ত্রিদোষের (বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার) প্রশমন, আমরসের পরিপাক ও অগ্নির সন্দীপন করে।

ভূনিম্বাদিঃ।—

ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী।
কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎপিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিকাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ॥

ভূনিম্বাদি পাচন।

ভূনিম্ব (চিরাতা), রক্তচন্দন, মুথা, পটোলপত্র (পলতা), কটুরোহিণী (কটকী), কন্টকারী, অমৃতা (গুলঞ্চ), ভার্গী (বামনহাটী), শুঁঠ, ইন্দ্রযব এবং দুরালভা ; এই সকল দ্রব্যকে ভূনিম্বাদি বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা,

জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয়বেদনা এবং পার্শ্বশূল নিবারিত হয়।

দশমূলম্।—

বিল্ব শ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃপঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলন্তু সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে॥
পিপ্পলী-চূর্ণ-সংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্গ্রহনাশনম্॥

দশমুল পাচন।

মহৎ পঞ্চমূল।—বিল্ব, শ্যোণা, গাম্ভারী, পাটলা (পারুল) এবং গণিকারিকা (গণিয়ারী); এই পাঁচটীকে মহৎ পঞ্চমূল বলা যায়। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ অগ্নিদীপক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

স্বল্প পঞ্চমূল।—শালপাণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই ৫ পাঁচটীকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সেবনে রোগীর বাত ও পিত্ত নাশ এবং বলবর্দ্ধন করে।

দশমুল।—উপর্যুক্ত মহৎ পঞ্চমুল এবং স্বল্প পঞ্চমূল, এই দুইটী একত্রিত করিলে দশমুল পাচন বলে। এই দশমুল পাচন সন্নিপাত (ত্রিদোষজ) জ্বর বিনাশক এবং শ্বাস, কাস, তন্দ্রা ও পার্শ্বশূলে সুপ্রশস্ত। অধিকন্তু পিপুলের চূর্ণ সহযোগে দশমূলের ক্বাথ পান করিলে কণ্ঠবেদনা ও হৃদয়বেদনার শান্তি হয়।

নবাঙ্গঃ।—

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলী-সমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

নবাঙ্গ।

বিশ্ব (শুণ্ঠী), গুলঞ্চ, অব্দ (মুথা), চিরতা ও পঞ্চমুলী (স্বল্প পঞ্চমূল) অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর; এই ৯ নয়টী দ্রব্য একত্রিত হইলে নবাঙ্গ বলা যায়। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সেবন করিলে বাতপৈত্তিক জ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।—

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা-

ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ-
শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গ।

দশমূল (বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী ; শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী ও ব্যাকুড়) এবং কিরাততিক্তাদিগণ (চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ) ; এই ১৪ চৌদ্দটী দ্রব্যকে চতুর্দ্দশাঙ্গ বলে। ইহা সমুদায়ে ২ দুই-তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ বাতকফোল্বণ চির (বহুকালীয়) জ্বরে এবং ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) জ্বরে প্রশস্ত। পরন্তু রোগীর উদরে মলবদ্ধ থাকিলে, কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য ত্রিবৃতা (তেউড়ী) চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় উক্ত ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ষোড়শাঙ্গঃ।—

ত্র্যূষণ দশমূল শঠী ভার্গী ছিন্নোদ্ভবঃ ক্বাথঃ।
পীতঃ শময়তি সহসা জ্বরঙ্কায়ং সন্নিপাতহরঃ ॥

ষোড়শাঙ্গ।

ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), দশমূল (বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড় ও কণ্টিকারী), শঠী, ভার্গী (বামনহাটী) এবং ছিন্না (ছিন্নরুহা অর্থাৎ গুলঞ্চ) ; এই ১৬ ষোলটী দ্রব্যকে ষোড়শাঙ্গ বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা, জল অর্দ্ধসের এবং শেষ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর সহসাই (অতি-শীঘ্রই) আরোগ্য হয়।

সপ্তদশাঙ্গঃ।—

ভার্গীপুষ্করমূলঞ্চ রাস্না বিল্বং যমানিকা।
নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলী চাপ্সু সাধয়েৎ ॥
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং হৃৎপার্শ্বানাহশূলিনাম্।
কাসশ্বাসাগ্নিমন্দত্বং তন্দ্রী চ বিনিবর্ত্ততে ॥

সপ্তদশাঙ্গ।

ভার্গী (বামনহাটী), পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), রাস্না (অভাবে পর গাছা), বিল্ব, যমানিকা (যৈন), নাগর (শুঁঠ), পিপ্পলী এবং দশমূল (বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী ; শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড় কণ্টিকারী ও গোক্ষুর) ; এই ১৭ সপ্তদশটী বস্তু একত্রিত করিলে সপ্তদশাঙ্গ বলা যায়। ইহা সমস্তে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া।

এই সপ্তদশাঙ্গ ক্বাথ সান্নিপাতিক জ্বরে প্রয়োগ করিলে হৃদ্বেদনা, পার্শ্বশূল, আনাহ, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং তন্দ্রা নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।—

নিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণা-কষায়ঃ।
তন্দ্রী প্রলাপ কসনারুচি মোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥

পিত্তশ্লেষ্মহর-অষ্টাদশাঙ্গ।

নিম্ব (নিমছাল), দারু (দেবদারু), দশমূল (বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টিকারী এবং ব্যাকুড়), মহৌষধ (শুঁঠ), অব্দ (মুথা), তিক্তা (চিরতা), ইন্দ্রবীজ (ইন্দ্রযব), ধনিকা (ধনে) এবং ইভকণা (গজপিপ্পলী); এই ১৮ অষ্টাদশটী দ্রব্যকে অষ্টাদশাঙ্গ বলে। ইহা সমুদায়ে ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক /৷৹ অর্দ্ধসের জলে পাক করিতে থাকিবে; যখন দেখিবে /৵৹ দুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে প্রযোজ্য। আর ইহা সেবন করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, মোহ এবং শ্বাসাদি সংযুক্ত সকলপ্রকার জ্বরই আশু বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদিঃ।—

মুস্তামলকে বিশ্বৌমধং কণ্টকারী চ ক্বাথঃ।
পীতঃ কণাযুক্তঃ সমধু র্বিষমজ্বরং হন্তি॥

বিষমজ্বরে-মুস্তাদি।

মুথা, বাসক, শুণ্ঠী এবং কণ্টকারী; এই কয়েকটীকে মুস্তাদিগণ বলে। ইহা সমুদায়ে ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সিকিতোলা পিপুলচূর্ণ ও সিকিতোলা মধু সহ সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদিঃ।—

মহোষধামৃতামুস্তচন্দনোশীরধান্যকৈঃ।
ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধু-যোজিতঃ॥

তৃতীয়কজ্বরে-মহৌষধাদি।

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণারমূল এবং ধনিয়া; এই সকল বস্তু সমস্তে ২ দুইতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করিয়া অবশিষ্ট /৵৹ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি এবং সিকিতোলা মধু সহযোগে সেবন করিলে তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

রাস্নাদিঃ।—

রাস্নাধাত্রী স্থিরা দারু পথ্যা নাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ ক্বাথ শ্চাতুর্থক-নিবারণঃ॥

চাতুর্থকজ্বরে-রাস্নাদি।

রাস্না, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী এবং শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্য একত্রে ২ দুইতোলা মাত্র লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া চতুর্থাংশ মাত্র অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইবে এবং পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সিকিতোলা সিতা (ইক্ষুচিনি) ও সিকিতোলা মধু সহ প্রযুক্ত হইলে চাতুর্থকজ্বর নিবারিত হয়।

অথ জীর্ণজ্বরে।

নিদিগ্ধিকাদিঃ।—

নিদিগ্ধিকা নাগরকামৃতানাং
ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচক কাস শূল-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্য জ্বরপীড়িতেষু॥
হন্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ন্তেনোপযুজ্যতে॥

জীর্ণজ্বরে (পুরাতনজ্বরে)-নিদিগ্ধিকাদি।

নিদিগ্ধিকা (কন্টকারী), শুণ্ঠী ও গুলঞ্চ ; এই মিলিত দ্রব্য ত্রয়কে নিদিগ্ধিকাদি বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ-গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সিকিতোলা পিপুলচূর্ণ সহযোগে জীর্ণ জ্বরে প্রয়োগ করিলে, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বর শীঘ্রই নিবারিত হয়। পরন্তু এই ক্বাথ সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে গ্রীবার উর্দ্ধগত পীনসাদি রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

ভার্গ্যাদিঃ।—

ভার্গ্যব্দ পুষ্করক পর্পট শৃঙ্গবের-
পথ্যা কণাম্বু দশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাতান্।
জীর্ণজ্বরশ্বয়থু বহ্নিসাদাম্যরোগান্॥

ভার্গ্যাদি পাচন।

ভার্গী (বামনহাটী), মুথা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ-

বের, শুণ্ঠী), হরীতকী, কণা (পিপুল), বালা ও দশমূল (বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাম্ভীর, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কণ্টকারী); ইহাদিগকে ভার্গ্যাদি বলে। ইহা সমস্তে ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলসহ পাক করিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ভার্গ্যাদি পাচন সদ্যই বিষমজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, পুরাতনজ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য এবং অন্যান্যরোগ নিবারণ করে।

অপরভার্গ্যাদিঃ।—

ভার্গীবাসা গুড়ূচী চ পিপ্পলী মুস্তকস্তথা।
পৌষ্করং নাগরঞ্চৈব পর্পটং দশমূলকম্॥
এষ ভার্গ্যাদিকঃ খ্যাতঃ কষায়ো জ্বরনাশনঃ।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরং বিষমজ্বরং।
জ্বরং ধাতুগতং হন্তি কাসশ্বাসাদিসম্ভবম্॥

অপর ভার্গ্যাদি পাচন।

বামনহাটী, বাসক, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, মুথা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শুণ্ঠী, ক্ষেত্পাপ্ড়া, বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাম্ভীর, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড় এবং কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য একত্রে ২ দুইতোলা মাত্র লইয়া ৶॥০ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে উহার চতুর্থভাগ অর্থাৎ দুই ছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইবে এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথদ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, বিষমজ্বর এবং শ্বাস, কাসাদি সংযুক্ত সন্ততাদি ঘোরতর ধাতুগতজ্বর সত্বর আরোগ্য হয়।

দাস্যাদিঃ।—

দাসী দারুকলিঙ্গলোহিতলতাশ্যামকপাঠাশঠী।
শৌণ্ড্যশীরকিরাতকুঞ্জরকণাত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ॥
বজ্রী ধান্যকনাগরাব্দসরলশিগ্রুম্বুসিংহাশিবাঃ।
ব্যাঘ্রী পর্পট দর্ভমূল কটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিত মৈকাহিকং দ্ব্যাহিকম্।
শীতং হন্তি ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ বিষমং চাতুর্থকং ভৌতিকম্॥
কামশোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং তৃট্ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্।
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে॥

দাস্যাদি পাচন।

দাসী (নীলঝিণ্টী), দারু (দেবদারু), কলিঙ্গ (ইন্দ্রযব), লোহিতলতা

(মঞ্জিষ্ঠা), শ্যামক (শ্যামালতা, অভাবে অনন্তমূল), পাঠা (আকনাদি), শঠী, শৌণ্ডী (পিপ্পলী), বেণারমূল, চিরতা, কুঞ্জরকণা (গজপিপুল), ত্রায়ন্তিকা (বলালতা), পদ্মকাষ্ঠ, বজ্রী (হাড়ভাঙ্গা), ধনে, শুঠ, মুথা, সরলকাষ্ঠ, শিগ্রু (সজিনার ছাল), বালা, সিংহা, (ব্যাকুড়), শিবা (হরীতকী), ব্যাঘ্রী (কণ্টকারী), ক্ষেতপাপড়, দর্ভমূল, (কুশমূল), কটুকা (কটুকী), অনন্তা (অনন্তমূল), গুলঞ্চ এবং পুষ্করমূল (অভাবে কুড়); ইহাদিগকে দাস্যাদিগণ বলে। এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ দুইতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসেরর জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধ-পোয়া মাত্র আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া উহার ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই কষায় সেবন করিলে ধাতুগত বিষমজ্বর, ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, শীতজন্যজ্বর, ধাতুক্ষয়জনিত জ্বর, বিষমচাতুর্থকজ্বর, ভৌতিকজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর, তৃষ্ণাজনিতজ্বর, ছর্দ্দিজন্যজ্বর এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। এই যোগটী পুরাকালে মুনিগণ কর্ত্তৃক দুস্তর জীর্ণজ্বরে কথিত হইয়াছে।

বকুলমতে-প্লীহজ্বরে।

কণাচূর্ণং মধুযুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনম্।
বুক্কাগ্রং যকৃতং পাণ্ডু ক্রিমিশোথহরং পরম্॥

বকুলমতে-প্লীহাজ্বরে।

সিকিতোলা পিপুলচূর্ণ সিকিতোলা মধুসহ সেবন করিলে প্লীহাজ্বর, বুক্কাগ্র (অগ্রমাস), যকৃৎ, পাণ্ডু, ক্রিমি এবং শোথরোগ নিবারিত হয়।

প্লীহোদরে চ শ্বয়থৌ জ্বরেষু বিবিধেষু চ।
বাতরক্তে মহাঘোরে শুক্রস্তম্ভে ক্ষয়োদ্ভবে।
শস্যতে শর্করা শ্রেষ্ঠা গুড়ূচীসত্ত্বসম্ভবা॥
মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসা ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

গুলঞ্চের চিনি (পালো) প্রত্যহ সিকিতোলা কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধ, মধু, অথবা ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিলে প্লীহা, উদর, শোথ, বিবিধপ্রকার জ্বর, বাতরক্ত ও ধাতুক্ষয় জনিত শুক্রস্তম্ভ নিবারিত হয়।

জয়ন্তীর মূল সূত্রদ্বারা মস্তকের কেশে বন্ধনপূর্ব্বক ধারণ করিলে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়ক চতুর্থকৌ।
আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়সো বিষম জ্বরে॥

চিকিৎসকগণ তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে সাধারণ ক্রিয়া (দৈবব্যপাশ্রয় অর্থাৎ কুগ্রহাদি শান্তির নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন, জপ, হোমাদি, বলি, উপহার এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় অর্থাৎ বিকৃত দোষের (বায়ুপিত্তাদির) উপশমার্থে ক্বাথ, চূর্ণাদি;

ই উভয়বিধি চিকিৎসাই) প্রয়োগ করিবেন। যেহেতু বিষমজ্বরে প্রায়ই আগন্তুজ্বরের অনুবন্ধ থাকে অর্থাৎ অভিচার, অভিশাপাদি দোষের সংঘটন দ্বারাই অধিক সময়ে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয়। একারণ বিষমজ্বরান্তর্ভূত তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে কেবল মাত্র যুক্তিমূলক সাধারণ (জ্বরনাশক পাচনাদি) চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকারের আশা করা অসম্ভব, সুতরাং অভিচার, অভিশাপাদি প্রধ্বংসের নিমিত্ত জপ, হোম ও বলি উপহারাদি প্রয়োগ করিবেন।

কাকজঙ্ঘা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃথক্‌পর্ণ্যপ্যপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরাজাষ্টমম্‌॥
এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ॥

কাকজঙ্ঘা (কেউয়াঠেঙ্গা), বলা (বেড়েলা), শ্যামালতা, ব্রহ্মদণ্ডী (বামনহাটী), কৃতাঞ্জলি (লজ্জাবতীলতা), পৃথক্‌পর্ণী (চাকুলে), অপামার্গ (আপাঙ্‌ গাছ) এবং ভৃঙ্গরাজ, এই ৮টী দ্রব্যের যে কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক রোগীর মস্তকে, গলে অথবা হস্তে বন্ধন করিয়া দিলে ঐকাহিক জ্বর (পালাজ্বর) বিনষ্ট হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
বদ্ধা রবৌ দিনে তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্‌॥

অপামার্গের মূল ৭ সাতগাছি লোহিত সূত্র দ্বারা রবিবারে কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর অতিশীঘ্রই নিবারিত হয়।

সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে কুমুদো নাম বানরঃ।
তস্য স্মরণ মাত্রেণ মুচ্যত্যৈকাহিকং জ্বরম্‌॥

সমুদ্রের উত্তর তীরে "কুমুদ" নামক একটী বানর বাস করিয়া থাকে, একবার মাত্র তাহার নাম স্মরণ করিলে ঐকাহিক জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এতন্মন্ত্রং জ্বরহরং ধারণাৎ শিরসি ধ্রুবম্‌।—
"ওঁ ক্ষং হুং শ্ব ফঃ হুং ফট্‌ নমঃ"।
অনেন উল্লকাদিসরেণ যোগাত্তদ-
ষ্টোত্তরশতমন্ত্রিতেন সিদ্ধিঃ॥

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উল্লকাদি সর সহযোগে অষ্টোত্তরশত ১০৮ বার কোন ভূর্জ্জপত্রে (অভাবে তালপত্রে বা কদলীপত্রে কিংবা কাগজে) লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিলে নিশ্চিত সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

মন্ত্র।—ওঁ ক্ষং হুং শ্ব ফঃ হুং ফট্‌ নমঃ

ততঃ প্রার্থনাপ্যোষধান্তিকে।

ওঁ নমস্তে মৃত[illegible]ভূতে বলবীর্য্য-বিবর্দ্ধিনি।
বলমায়ুশ্চ মে দেহি পাপান্মে জহি দূরতঃ॥
যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেন ত্বাং খনতে ভৃগুঃ।
যেন ইন্দ্রোঽথ বরুণ স্তেন ত্বামুপচংক্রমে॥
তেনাহং খনয়িষ্যামি মন্ত্রপূতেন পাণিনা।
ওঁ মাতস্তে মাত্রি জাততেজোবীর্য্যোঽন্যথা ভবেৎ॥
অত্রৈব তিষ্ঠ কল্যাণি মম কার্য্যকরী ভব।
মম কার্য্যে কৃতে সিদ্ধে ততঃ স্বর্গং গমিষ্যসি॥
"ওঁ হ্রীং চণ্ডে ক্লুং ফট্ স্বাহা"।
অনেন মন্ত্রেণাত্মসংযতম্॥

ঔষধান্তিকে প্রার্থনা যোগ্য মন্ত্রের অর্থ।

ওং হে বলবীর্য্যবিবর্দ্ধিনি! মৃতসঞ্জীবনি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাকে বল ও আয়ুঃ প্রদান কর এবং পাপ হইতে দূরে রাখ। যে কারণে ব্রহ্মা তোমাকে সমাদর করিয়াছেন, ভৃগু যত্নপূর্ব্বক ভক্তি করিয়াছেন এবং ইন্দ্র ও বরুণদেবও অতীব সমাদরে ব্যবহার করিয়াছেন; আমিও সেই কারণে কায়মনে যত্ন ও ভক্তি সহকারে মন্ত্রপূত হস্ত দ্বারা তোমাকে উত্তোলন করিতেছি। হে মাতঃ! যেন ইহার সঞ্জাত তেজঃ ও বীর্য্য অব্যর্থ হয়। হে কল্যাণি! আমার শুভ কার্য্যকরী হইয়া, এক্ষণে এইস্থানে অবস্থান কর এবং আমার কার্য্য সিদ্ধ হইলে, তৎপরে স্বর্গে গমন করিও।

এবং "ওঁ হ্রীং চণ্ডে ক্লুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা আত্ম-সংযম করিবে।

আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যধৃগ্ ভবেৎ।
অর্কপুষ্যায়াং সর্ব্বে ঔষধা উৎপাট্যান্তে॥

উৎপাটিত ঔষধ সকল ৩ তিন দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিলে অতীব গুণশালী হয়। সকল প্রকার ঔষধ সূর্য্য-সংযুক্ত পুষ্যানক্ষত্রে উৎপাটন (উত্তোলন) করিবে।

উৎপাটিতানাং মূলিকায়াং ছেদনবন্ধনমাহ।
"ওঁ রক্তে চামুণ্ডে ওরু ওরু অমুকস্য
সর্ব্বজ্বরকাচবন্ধং হং ফট্ স্বাহা"॥
অনেন মন্ত্রেণ মূলিকাংছেদয়েৎ।
পঞ্চমন্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বা উক্তস্থানে বন্ধয়েৎ

উৎপাটনেপ্যনৈকান্তে প্রভাতে মন্ত্রযুক্তিতঃ।
সংগ্রাহ্যমৌষধং সিদ্ধৈর্নচেদ্ভবতি কাষ্ঠবৎ॥

"ওঁ রক্তে চামুণ্ডে ওক্ক ঔক্ক অমুকস্য সর্ব্বজ্বর কাটবন্ধং হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রটী দ্বারা উৎপাটিত ঔষধ সকলের মূল ছেদন পূর্ব্বক অপর মন্ত্র দ্বারা ঐ ঔষধ সমূহকে সেই স্থানে উত্তমরূপে বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। ঔষধ সকল উৎপাটন পূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়া মন্ত্র ও যুক্তি সহকারে প্রযুক্ত না হইলে, উহা কাষ্ঠবৎ হয়; অর্থাৎ কোন প্রকার উপকার দর্শায় না।

অষ্টাঙ্গ-ধূপঃ।—

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পি ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

অষ্টাঙ্গ-ধূপ।

পলঙ্কষা (গুগ্গুলু), নিম্বপত্র, বচা (বচ), কুষ্ঠ (কুড়কাঠ), হরীতকী, সর্ষপ, যব এবং গব্যঘৃত; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিতে জ্বালাইলে যে ধুম উদ্ভূত হয়, তাহা উপায় বিশেষ দ্বারা (সম্মুখে দ্রব্যগুলি অগ্নিতে জ্বালাইতে জ্বালাইতে ধুম উদ্গীরণ হইলে, সেই ধুমসহ রোগীকে এক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয়) রোগীর শরীরে ধুম লাগাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

পুর ধ্যাম বচা সর্জ নিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোয়মপরাজিতঃ॥

অপরাজিত-ধূপ।

পুর (গুগ্গুল), ধ্যাম (গন্ধতৃণ, অভাবে বেণার মুল), বচ, সর্জ্জ (ধুনা), নিম্বপত্র, অর্ক (আকন্দের মুল), অগুরু চন্দন এবং দেবদারু কাষ্ঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, তাহা শরীরে লাগাইলে সকলপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়।

বৈড়ালম্বা শকৃদ্দেযাজ্যং বেপমানস্য ধূপনে।
মধুনা জ্বরঘ্ন শীঘ্রং শেফালী-দলজো রসঃ॥

বিড়ালের বিষ্ঠা অগ্নিতে পোড়াইয়া ধূম প্রস্তুতপূর্ব্বক শরীরে সংলগ্ন করিলে কম্পজ্বর প্রশমিত হয়।

সেফালিকা পত্রের (সিউলী পাতার) রস মধু সহ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর অতিশীঘ্র নিবারিত হয়।

অজাজী গুড়-সংযুক্তা বিষম-জ্বর-নাশিনী।
অগ্নিসাদঞ্জয়েৎ সম্যক্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

অজাজী (কৃষ্ণজীরা অর্থাৎ সাজীরা) সিকিতোলা পরিমাণে চূর্ণ করতঃ সমপরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য এবং বাত রোগ সকল নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্। —

পিপ্পল্যাশ্চন্দনং মুস্ত মুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গক স্তামলকী শারিবাঽতিবিষাস্থিরা॥
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতৈর্ভবেৎ সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি।
ক্ষয়ং কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং হলীমকম্॥
অঙ্গাভিতাপ মগ্নিঞ্চ বিষমং সন্নিযচ্ছতি।
পিপ্পল্যাদ্য মিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে॥

পিপ্পল্যাদ্য-ঘৃত।

পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণামুল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, তামলকী (ভুঁই-আম্‌লা), শারিবা (অনন্তমুল), অতিবিষা (আতইচ্‌), শালপাণী, কিস্‌মিস্‌ বাসক, বিল্ব, বলাডুমুর এবং কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমষ্টে /১ একসের গ্রহণপূর্ব্বক পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া কুট্টিত (থেত করিবে। তৎপরে /৪ চারিসের গব্যঘৃত ঐ সকল কুট্টিত দ্রব্যসহ মিশ্রিত করিয়া ।৬ যোলসের জলসহ পাক করিতে থাকিবে। তদনন্তর সমুদায় জল শুষ্ক হইয়া ঘৃতের শেষপাকের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, সিটে বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। কোন কোন গ্রন্থে দুগ্ধদ্বারা এই ঘৃত পাকের বিধান আছে। এই পিপ্পলাদ্য-ঘৃতদ্বারা জীর্ণজ্বর (পুরাণজ্বর), ক্ষয় (ধাতুক্ষয় বা যক্ষ্মা), কাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ববেদনা, হলীমক, অঙ্গসন্তাপ ও বিষমাগ্নিতা দুরীভুত হয়।

যত্রাধিকরণে নোক্তি র্গণে স্যাৎ স্নেহসন্বিধৌ।
তত্রৈব কল্কনির্য্যূহাবিষ্যেতে স্নেহবেদিনা।
এতদ্বাক্যবলেনৈব কল্কসাধ্যং পরং ঘৃতম্॥

যে স্থলে অধিকার মধ্যে তৈল ও ঘৃতাদিস্নেহপাকে কল্ক বা ক্বাথাদি স্পষ্টরূপে লিখিত থাকে না; সে স্থলে স্নেহবিৎ চিকিৎসকগণ কল্ক ও ক্বাথ উভয়েরই প্রয়োগ বিধান করেন। সুতরাং এই পিপ্পল্যাদ্য ঘৃতে লিখিত দ্রব্য সমুহ কল্করূপে এবং উহাদের ক্বাথ উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু এখানে তাহা হইবে না। পরন্তু মতান্তরে কথিত আছে যে, স্নেহাদি পাক বিধানে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য সমুহের ক্বাথ বা কল্ক ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলে, সেই দ্রব্য সকল কল্করূপে অথবা উহাদের ক্বাথ ইহার যে কোন একটী ব্যবহার করা যায়; সুতরাং পিপ্পল্যাদ্য ঘৃতে ক্বাথ হউক বা কল্কই হউক, কোন একটী ব্যবহার করিলেই হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে তাহাও হইবে না; এই ঘৃতের দ্রব্যসমুহ কল্করূপেই প্রয়োগ করিবে ক্বাথ করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ স্নেহসাধনে দ্রব

সকলের ক্বাথ (কষায়) রূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কল্করূপেই নৈকট্য সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং এই পিপ্পল্যাদ্যঘৃত কল্কসাধ্য, ক্বাথসাধ্য নহে।

জলস্নেহৌষধানাস্তু প্রমাণং যত্র নেরিতম্।
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
দ্রবকার্য্যেঽপি চাঽনুক্তে সর্ব্বত্র সলিলং মতম্॥

যে স্থলে ঘৃত তৈলাদি স্নেহের পরিমাণ লিখিত না থাকে, তথায় স্নেহ-দ্রব্য /৪ চারিসের এবং যে স্থলে কল্কদ্রব্যের পরিমাণ লিখিত না থাকে, সে স্থলে কল্ক স্নেহের চতুর্থাংশ ব্যবহার করিতে হয়। আর যেখানে দ্রব (তরল) দ্রব্যের পরিমাণ সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকে, সেখানে তরলবস্তু স্নেহের ৪ চারিগুণ দিতে হইবে এবং দুগ্ধের মাত্রা স্থির না থাকিলে, স্নেহের সমান দুগ্ধ দিবে। কিন্তু যে স্থলে অন্য প্রকার তরল বস্তু দিবার বিধান না থাকে, সে স্থলে স্নেহের ৪ চারিগুণ দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হয়। আর দ্রব দ্রব্যের আদৌ উল্লেখ না থাকিলে, স্নেহ সর্ব্বত্র কেবল জল দিবার বিধান আছে।

ঘৃত-তৈল-গুড়াদীংশ্চ নৈকাহাদবতারয়েৎ।
ব্যুষিতাস্তু প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ॥

ঘৃত, তৈল, গুড়াদির পাক একদিবসের মধ্যেই শেষ করা বিধেয় নহে উহা ব্যুষিত (বাসী) করিয়া পাক শেষ করিয়া লইবে। কারণ তাহা হইলে উহার গুণ অধিক হইয়া বিশেষ উপকার সংসাধন করে।

স্নেহকল্কো যদাঙ্গুল্যা বর্ত্তিতো বর্ত্তিবদ্ভবেৎ।
বহ্নৌ ক্ষিপ্তে চ নোশব্দস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শব্দব্যুপরমে প্রাপ্তে ফেণস্যোপরমে তথা।
গন্ধ-বর্ণ-রসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ॥
ঘৃতস্যৈব বিপক্কস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
ফেণোতিমাত্রং তৈলস্য শেষং ঘৃতবদাদিশেৎ॥

স্নেহপাকসিদ্ধির বা শেষপাকের লক্ষণ।

ঘৃতের মূর্চ্ছাপাক দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু তৈলের মূর্চ্ছাপাকের বি- আছে। মূর্চ্ছাপাকের বিষয় তৈল পাকের প্রকরণ স্থলে বলা যাইবে। স্থলে ঘৃত, তৈল, গুড়াদির শেষপাকের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে। স্নে (ঘৃতাদিতে) কল্ক প্রদানপূর্ব্বক জল বা দুগ্ধাদি দিয়া মন্দ মন্দ অগ্নি সন্তা পাক করিতে থাকিবে। তৎপরে যখন ঘৃতাদির মধ্যস্থ কল্ক (সিটে) তুলি অঙ্গুলিদ্বারা পাকাইলে, বর্ত্তির (বাতির) ন্যায় হইবে, ও ঐ কল্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চড় চড় প্রভৃতি শব্দ না হয়, এবং স্নেহপাককা যে একপ্রকার শব্দ হয় ও ফেণোদম হয়, তাহার নিবৃত্তি এবং স্নেহে যে বস্তু দেওয়া যায়, স্নেহে সেই সেই বস্তুর গন্ধ, বর্ণ, রস (আস্বাদ) প্রভৃ

পলব্ধি হয়; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে, ঘৃতে কি তৈলে জল নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে। এমত অবস্থায় ঘৃতাদিতে আর জাল না দিয়া নামাইবে এবং পরিষ্কার একখানি বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে গুলি বাদ দিয়া ঘৃতাদি স্নেহ গ্রহণ করিবে। এই পাককে চলিত ভাষায় লোকে শেষপাক বলিয়া থাকে। ঘৃতপাক ও তৈল পাকের এক প্রকারই লক্ষণ, তবে প্রভেদ এই যে, তৈলে শেষকালের সময়ে অধিক পরিমাণে ফেণোদ্গম হইয়া থাকে।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।—

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্।
সর্পিঃ-প্রস্থং শৃতং প্লীহবিষমজ্বরগুল্মনুৎ॥
অত্র দ্রবান্তরেঽনুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥

ক্ষীর ষট্‌পলক ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের। পিপুল, পিপুলের মূল, চৈ, রক্ত চিতার মূল, শুঁঠ সৈন্ধব লবণ; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ৮তোলা (একপল)করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণরূপে জলদ্বারা ধৌত ও কুট্টিত করিয়া, উল্লিখিত ঘৃতসহ।৬ ষোলসের ক্ষীর দুগ্ধসহিত পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ৬ ছয়টী দ্রব্য ১পল করিয়া লইয়া ক্ষীর (দুগ্ধ) সহ ঘৃতপাক করিয়া লওয়া যায় বলিয়া, ইহাকে "ক্ষীর-ষট্‌পলক"ঘৃত বলে। এই ঘৃত সেবনে প্লীহা,বিষমজ্বর এবং গুল্ম-রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃতে অন্য কোন প্রকার দ্রব (তরল) দ্রব্যের উল্লেখ না থাকায়, দুগ্ধ ঘৃতের চতুর্গুণ দিতে হইল। কিন্তু অন্য দ্রব দ্রব্যের উক্তি থাকিলে, দুগ্ধ ঘৃতের সমান পরিমাণে দিতে হইবে।

দশমূলী ষট্‌পলকং ঘৃতম্।—

দশমূলীরসৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরৈঃ পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎসিদ্ধং জ্বর-কাসাগ্নিমন্দতাঃ।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্॥

দশমূলী ষট্‌পলক ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের। পিপুল, পিপুলেরমূল, চই, রক্তচিতারমূল, শুঁঠ, যবক্ষার (সোরা); ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল (৮ তোলা) পরিমাণে লইয়া কল্কতঃ তাহা এবং দশমূলের কাথ।৬ ষোলসের ও দুগ্ধ/৪চারিসের; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নামাইয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। দশমূলের কাথ এবং ৬ ছয়টী দ্রব্যে ৬পল লইয়া ঘৃত পাক করায়, ইহার নাম "দশমূলীষট্‌পলকং ঘৃত"।

এই ঘৃত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ, প্লীহা এবং পাণ্ডুরোগ নিবারণ করে।

ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

বিশেষরূপে কিছু উল্লেখ না থাকিলে ক্বাথ্য দ্রব্যে (যে দ্রব্য দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে) ৮ গুণ জল দিয়া তাহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিবে। ঐ জলীয়ভাগকেই ক্বাথ বলে, উহার অপর নাম কষায়, পাচন ও নির্য্যূহ।

ক্বাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কল্কস্তু স্নেহপাদিকঃ।
চতুর্গুণন্ত্বষ্টগুণং দ্রবদ্বৈগুণ্যতো ভবেৎ॥

তৈল-ঘৃতাদি পাক সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম।

যে পরিমাণ ক্বাথ্য দ্রব্যের উক্তি থাকিবে, তাহাতে জল দিয়া ক্বাথ করিবার জন্য পাক করিতে হইলে, সেই বস্তুর পরিমাণের ৪ চারিগুণ মাত্রায় জল তাহাতে দিতে হইবে এবং ঐ জল তরল দ্রব্য বলিয়া ৪চারিগুণের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮ আটগুণ দিতে হয়। অর্থাৎ ৪ চারিসের ক্বাথ্য দ্রব্যে ৩২ বত্রিশসের জল দিয়া পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এইজন্য মূলে উক্ত আছে যে, পাদস্থ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহা স্নেহের (তৈল ঘৃতাদির) ৪ চারিগুণ হইবেক। আর কল্কদ্রব্যও স্নেহ বস্তুর (ঘৃত তৈলাদির) ¼ সিকি অর্থাৎ ৪ চারি ভাগের ১ একভাগ গ্রহণ করিতে হয়।

পঞ্চ প্রভৃতি যত্র স্যু দ্র্বাণি স্নেহসন্নিধৌ।
তত্র স্নেহ-সমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

যে স্নেহদ্রব্যে (তৈল অথবা ঘৃতে) ৫ পাঁচটী অথবা তাহার অধিক প্রকার দ্রবদ্রব্য (তরলবস্তু) প্রদান করিতে হয়, তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান জানিবে। কিন্তু ৫ পাঁচটীর কম হইলে, স্নেহ বস্তু অপেক্ষা তরল দ্রব্য সমুদায়ে চতুর্গুণ দিয়া পাক করিতে হয়।

বাসাদ্যং ঘৃতম্।—

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
পিপ্পলী মুস্ত মৃদ্বীকা চন্দনোৎপলনাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেৎ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্॥

বাসাদ্য-ঘৃত।

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া), ত্রায়মাণা (বলা-

লতা) এবং যবাসক (দুরালভা); এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে /৪ চারিসের লইয়া ৩২ সের জলসহ পাক করিয়া /৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। প্রথমে /৪ সের গব্যঘৃতে কল্কার্থে পিপুলমূল, মুথা, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল এবং শুঁঠ; এই সমস্ত দ্রব্য সমস্তে /১ একসের মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিয়া পাক করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ /৮ সের এবং গব্যদুগ্ধ /৮ আটসের ঐ ঘৃতে প্রদানপূর্ব্বক যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে; পরে শেষপাকের লক্ষণ সকল উদিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইবে এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই বাসাদ্যঘৃত চারি আনা পরিমাণে প্রতিদিবসে একবার করিয়া গরম দুগ্ধের সহ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর (পুরাতন-জ্বর) দূরীভূত হয়।

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ সর্পিঃ ক্ষীরং বিরেচনম্।
ষড়হে ষড়হে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য চ॥

জ্বর-রোগীকে পেয়াদি দিবার নিয়ম।

কাল এবং ব্যাধি বিবেচনা করিয়া জ্বর-রোগীকে প্রতি ৬ ছয় দিন অন্তর পেয়া, কষায়, ঘৃত, দুগ্ধ এবং বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥

জ্বরে দুগ্ধ ব্যবহার।

জীর্ণজ্বরে (পুরাতনজ্বরে) রোগীকে দুগ্ধ পান করাইলে. তাহা অমৃতের ন্যায় মহোপকার সাধন করে; কিন্তু এই দুগ্ধই আবার তরুণ জ্বরে প্রযুক্ত হইলে বিষবৎ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎবায়ু ও পিত্তের প্রকোপ সংযুক্ত জীর্ণজ্বরেই দুগ্ধ ব্যবস্থেয়; ঐ পুরাতন জ্বর শ্লেষ্মাধিক হইলে, তাহাতে দুগ্ধ বিধেয় নহে। যেহেতু দুগ্ধে শ্লেষ্মবর্দ্ধক গুণ থাকায়, পুরাতন জ্বরের শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তাহাতে অবশ্য বিশেষ অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। একারণ বায়ুনাশক অথবা পিত্তনাশক কোন প্রকার ঔষধের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া পুরাতনজ্বরীকে পান করিতে দিবে।

কাসাচ্ছ্বাসাৎশিরঃশূলাৎপার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ॥

শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড় (বৃহতী), গোক্ষুর ও কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ২ দুই তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ১৬ তোলা দুগ্ধ এবং ৬৪ তোলা জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহা রোগীকে সেবন করাইলে কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্ববেদনা ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

বৃশ্চীর বিল্ব বর্ষাভু পয়শ্চোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু-তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

রক্তপুনর্ণবা ও শ্বেতপুনর্ণবা এবং বেলছাল ; এই দ্রব্যত্রয় সমস্তে ২ তোলা লইয়া অল্প কুটিয়া ১৬ তোলা দুগ্ধ এবং ৬৪ তোলা জলসহ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

শীতঞ্চোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বৈরৌষধৈঃ শৃতম্।
এরণ্ডমূলসিদ্ধম্বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে ॥

জ্বর-রোগীর গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে, উক্ত বেদনা নাশক যথাযোগ্য ঔষধের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ অবস্থায় অথবা শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। কিম্বা এরণ্ডমূলের (ভেরেণ্ডামূলের) সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে পান করাইলেও উক্ত বেদনা নিবারিত হয়।

জ্বরিভ্যো বহুদোষেভ্য ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেক্ষ্যতে ॥

জ্বরে বমন ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ।

জ্বর-রোগীর শরীরে বহু দোষ আবদ্ধ থাকিলে, তাহা বমন অথবা বিরেচনদ্বারা নির্গত করান উচিত। কিন্তু অল্প দোষ থাকিলে কদাচ বমন বা বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। চরক-সংহিতার কল্পস্থানে যে সকল বমন ও বিরেচনকারক ঔষধের উল্লেখ আছে; বমন ও বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে যথোচিত সময়ে তাহা বমন বা বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণঞ্চ বর্দ্ধতে ॥

পুরাতনজ্বর-রোগীকে অভ্যঙ্গ (তৈলাদিমর্দ্দন), প্রদেহ (প্রলেপ), স্নেহ পান (ঘৃতাদি পান) এবং অবগাহন (স্নান) প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত তৈলাদি শীতল বা উষ্ণগুণশালী দেখিয়া ব্যবহার করিতে দিবেন। অর্থাৎ উষ্ণতা হেতু জ্বর হইলে শীতবীর্য্য-তৈলাদি এবং শীততা বশতঃ জ্বর হইলে, উষ্ণবীর্য্য তৈলাদি প্রয়োগ করিবেন। এই সমুদায় যথাযোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইলে বহির্মার্গগতজ্বর শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়; এবং শরীরের সুখোদয় ও বল, বর্ণ প্রভৃতি সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ ॥

ক্ষীর (দুগ্ধ) পাকের নিয়ম।

ক্ষীর পাক করিতে হইলে, দ্রব্য হইতে দুগ্ধ ৮ অষ্টগুণ পরিমাণ এবং দুগ্ধ অপেক্ষা জল ৪ চারিগুণ অধিক দিয়া, পাক করিতে করিতে যখন সমুদায়

জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়।

রসোন কল্কং তিলতৈলমিশ্রং
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরেণ বাতা-
ময়ৈঃ প্রকোপৈস্তু সুঘোররূপৈঃ॥

বিষমজ্বর-পীড়িত ব্যক্তি যদ্যপি প্রতিদিন ৵০ দুই আনা বা ।০ চারি আনা পরিমাণে রসোন বাটিয়া কিঞ্চিৎ তিলতৈলসহ সেবন করে, তাহাহইলে সে অতিশীঘ্রই বাতাদিজনিত ঘোরতর প্রকোপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

অঙ্গারকং তৈলম্।—

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী॥
আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিমোক্ষণম্॥

অঙ্গারক তৈল।

মূর্ব্বা (সুচমুখী), লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রবারুণীর মূল (রাখালশশা বা মামালাড়ুরমূল), ব্যাকুড়, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী এবং শতাবরী; এই সমুদয় কল্কদ্রব্য সমস্তে /১ একসের পরিমাণে লইয়া /৪ চারিসের তিলতৈল সহ কিছুদিন পাক করিবে; (অর্থাৎ এক দিবসে তৈলের শেষ পাকের বিধান না থাকায়, অন্ততঃ ১ এক মাস ব্যাপিয়া পাক সমাপ্ত করিতে হয়। এবং মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিন অন্তর অগ্নিসংযোগে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বাল দিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে শেষ পাক নিষ্পন্ন করিয়া লইতে হয়।) পরে ১৬ ষোলসের কাঁজি দিয়া পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইবে এবং বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই অঙ্গারক তৈল সকলপ্রকার জ্বর নাশক।

তৈলপাকের নিয়ম।

ঘৃত পাকাপেক্ষা তৈল পাকে কয়েকটী অতিরিক্ত নিয়ম অবলম্বন করা হয়। ঘৃতে কেবল কল্কপাক ও দ্রবপাক; এই দুইটী মাত্র পাক করিতে হয়। তৈলে একটী পাক অধিক আছে; উহা আবার ২ দুইপ্রকার। যথা;— কটাপাক ও মূর্চ্ছাপাক। কটাপাক—প্রথমতঃ তৈল কটাহে (কড়ায়) ঢালিয়া চুল্লীর উপর রাখিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিতে থাকিবে; যখন তৈল ফেণাবিহীন হইয়াছে দেখিবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে; এই পাককেই কটাপাক বলে। মূর্চ্ছাপাক—কটাপাকযুক্ত তৈলে কিয়ৎ পরিমাণে কাঁচা

হরিদ্রা (হলুদ) জলসহ পেষণপূর্ব্বক প্রদান করিবে; এবং তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠাদি পদার্থ (কল্ক) সকল কুট্টিত করিয়া, কিঞ্চিৎ জলের সহিত উক্ত তৈলে প্রদানপূর্ব্বক তৈলের ৪ চারিগুণ জল তাহাতে দিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিতে লাগিবে এবং অল্প পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিতে চুল্লী হইতে নামাইবে। ইহাকে মুর্চ্ছাপাক বলা যায়। তৈলভেদে মূর্চ্ছাদ্রব্যেরও (তৈলের মুর্চ্ছাপাকার্থে তৈলে যে সকল দ্রব্য দিতে হয়, তাহাদের) কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

তিলতৈলের মূর্চ্ছাপাকের দ্রব্য।

মাঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লোধ, নালুকা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কেয়ারমূল, বটের নাম্না (ঝুরি), সূচমুখী ও বালা।

সর্ষপতৈলের মূর্চ্ছাপাকের দ্রব্য।

আমলকী, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), নালুকা, বালা, নাগেশ্বর পুষ্প, বহেড়া ও মঞ্জিষ্ঠা।

এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) তৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য।

মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, ধনে, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, জয়ন্তীপত্র, বালা, বন্যখর্জ্জুর, বটের ঝুরী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, শুণ্ঠী, কেয়ারমূল, দধি, ও কাঁজি। প্রথমে হরিদ্রা, ও মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে অন্যান্য দ্রব্য দিতে হইবে।

মূর্চ্ছাদ্রব্যের পরিমাণ।

তৈলের পরিমাণের ষোড়শাংশ (ষোল ভাগের এক ভাগ) মঞ্জিষ্ঠা এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ (চারি ভাগের একভাগ) লইতে হয়। অর্থাৎ তৈল /৪ চারিসের হইলে মঞ্জিষ্ঠা উহার ষোড়শাংশ অর্থাৎ /।০ এবং হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার সিকি অর্থাৎ /০ এক ছটাক ধরিয়া লইতে হইবে। সকলপ্রকার তৈলেই এবম্বিধ নিয়ম জানিবে।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।—

চন্দনং চিত্রকং সিংহী মুস্তকঞ্চ সনাগরম্।
কাকোলী ত্রায়মাণা চ ধাত্র্যুশীরং নিশা বীরা॥
এতান্যর্দ্ধপলাংশানি সৌম্যবারে সমাহরেৎ।
ক্ষীরাঢক-সমাযুক্তং সর্পিসোঽর্দ্ধতুলাং পচেৎ॥
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন তৈলমর্দ্ধতুলা পচেৎ।
চাতুর্থক-জ্বরে শস্তমুন্মাদে বিষমজ্বরে॥

চন্দনাদ্য তৈল।

রক্তচন্দন, রক্তচিতার মূল, ব্যাকুড়, মুথা, শুণ্ঠী, কাকোলী, বলাডুমুর, আমলকী, বেণারমূল, হরিদ্রা এবং শতাবরী; এই সকল দ্রব্য বুধবারে উত্তোলন করিয়া, কল্কার্থে প্রত্যেকে অর্দ্ধপল (৪ তোলা) পরিমাণে গ্রহণ-

পূর্ব্বক ১৬ সের দুগ্ধ সহযোগে অর্দ্ধতুলা (৫০ পল) পরিমাণে তিলতৈল পাক করিবে। বৃদ্ধবৈদ্যগণের উপদেশানুসারে এই চন্দনাদ্যতৈলে ৴৬।০ ছয়-সের একপোয়া তৈলই ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। এই তৈল চাতুর্থক-জ্বরে, উন্মাদে ও বিষমজ্বরে সুপ্রশস্ত।

সর্জ তৈলম্।—

সর্জ কাঞ্জিক সংসিদ্ধং তৈলং শীতাম্বুমর্দ্দিতম্।
জ্বর-দাহাপহং লেপাৎ সদ্যো বাতার্ত্তিদাহনুৎ॥

সর্জ্জতৈল।

ধুনা, কাঁজি এবং শীতল জল সহযোগে তৈল পাক করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে (মর্দ্দন করিলে) সদ্যই জ্বর, দাহ এবং বাতজনিত দাহ নিবারিত হয়।

অথ চূর্ণম্।

কলায়-গুড়িকা।—

কলায়-চূর্ণ ভাগদ্বৌ লোহচূর্ণস্ত চাপরঃ।
কারবেল্ল-পলাংশানাং রসেনৈব বিমর্দ্দয়েৎ॥
কর্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্নরঃ।
মণ্ডানুপানাৎ সা হন্তি জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্॥

চূর্ণ-প্রকরণ।

কলায়-গুড়িকা।

(কলায়—মটর কলাই। কারবেল্ল—করলা উচ্ছে। কর্ষ—২ তোলা)।

২ দুই ভাগ কলায়চূর্ণ ও ১ ভাগ লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া ১ পল করলা উচ্ছের রসে মর্দ্দন করিয়া কর্ষ (২ তোলা) মাত্রায় গুড়িকা (বটিকা) প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটিকা প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া, তৎপরে মণ্ড অনুপান করিলে পিত্ত-সমুদ্ভূত জ্বর আরোগ্য হয়।

সুদর্শনং চূর্ণম্।—

ত্রিফলা রজনীযুগ্মং কণ্টকারীযুগং তথা।
ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুড়ূচী ধন্বযাসকম্॥
কটুকী পর্প্পটী মুস্তা ত্রায়মাণা চ বালকম্।
নিম্বং পুষ্করমূলঞ্চ চব্যং পত্রং পটোলকম্॥
জীবকর্ষভকৌ চৈব মধুযষ্টি চ বৎসকঃ।
যমানীন্দ্রযবো ভার্গী শিগ্রুবীজং সুরাষ্ট্রিকা॥
বচা ত্বক্ পত্রকোশীর চন্দনাতিবিষা বলাঃ।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিড়ঙ্গং তগরস্তথা॥

চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ লবঙ্গং বংশলোচনা।
পুণ্ডরীকঞ্চ কাকোলী পত্রক জাতিপত্রকম্॥
তথা তালীশপত্রঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশকৈরাতং প্রক্ষিপেদ্ বুধঃ॥
এতৎ সুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষত্রয়াপহম্।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
পৃথক্ দ্বন্দ্বাগন্তুজাংশ্চ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্।
সন্নিপাতোদ্ভবাংশ্চাপি মানসানপি নাশয়েৎ॥
শীতজ্বরৈকাহিকাংশ্চ তন্দ্রাং দাহং ভ্রমিং তৃষাম্।
শ্বাসং কাসঞ্চ পাণ্ডুত্বং হৃদ্রোগং হন্তি কামলাম্॥
ত্রিক-পৃষ্ঠ-কটী-জানু-পার্শ্বশূলনিবারণম্।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সর্ব্বজ্বর-নিবর্ত্তয়ে॥
সুদর্শনং যথা চক্রং দানবানাং বিনাশনম্।
তদ্বজ্জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদং চূর্ণং বিনাশনম্॥

সুদর্শন চূর্ণ।

(ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। রজনীযুগ্ম—হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা। কণ্টকারীযুগ—ব্যাকুড় ও কণ্টকারী। ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ। গ্রন্থিক—পিপুলমূল। মূর্ব্বা—সূচমুখী। ধন্বযাসক—দুরালভা। পর্পটী—ক্ষেতপাপড়া। ত্রায়মাণা—বলালতা। বালক—বালা, পাথরকুচি। পুষ্কর-মূল—অভাবে কুড়। জীবক—অভাবে গুলঞ্চ। ঋষভক-অভাবে বংশ-লোচন। বৎসক—কুরচিছাল। ভার্গী—বামনহাটী। শিগ্রু—সজিনা। ত্বক্—দারুচিনি। পত্রক—তেজপাতা। সুরাষ্ট্রিকা—সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। বলা—বেড়েলা। পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে। দেবকাষ্ঠ—দেবদারু। কৈরাত—চিরতা। ত্রিক—পৃষ্ঠবংশধর অর্থাৎ ঘাড়। অম্বু—জল। দানব—দৈত্য। তগর—তগরপাদুকা।)

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কণ্টকারী, ব্যাকুড় পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, পিপুলমূল, সূচমুখী, গুলঞ্চ, দুরালভা, কটকী, ক্ষেত পাপ্ড়া, মুথা, বলালতা, বালা, নিম্বপত্র, কুড়, চই, পটোলপত্র, (পল্তা) জীবক, ঋষভক, যষ্টিমধু, কুরচিছাল, যমানী, ইন্দ্রযব, বামনহাটী, সজিনাবীজ সৌরাষ্ট্রমাটী, বচ, দারুচিনি, তেজপত্র, বেনারমূল, রক্তচন্দন, আতইস, বেড়েলা শালপানী, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাদুকা, রক্তচিতারমূল, দেবদারু, লবঙ্গ বংশলোচন, পুণ্ডরীয়াকাঠ, কাকোলী, তেজপত্র, জাতিপত্র এবং তালীশপত্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে; এবং এই চূর্ণ স-

ভের অর্দ্ধেক পরিমাণে চিরতাচূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ। এই সুদর্শন চূর্ণ বাত, পিত্ত, কফ, বাতজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর, পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বর, আগন্তুজজ্বর, ধাতুস্থবিষমজ্বর, শীতজ্বর, মানসিকজ্বর, ঐকাহিকজ্বর, তন্দ্রা, দাহ, ভ্রমি, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটীশূল, জানুশূল এবং পার্শ্বশূল নিবারণ করে। সকল প্রকার জ্বর নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইহা শীতল জল সহ সেবন করিবে। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র যেমন দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিল, তদ্রূপ এই সুদর্শন চূর্ণ সকল প্রকার জ্বরকে বিনাশ করে।

বটী প্রক্রিয়া যথা।—

আদৌ বিরেচনং কার্য্যং ন চ ক্ষীণে কদাচন।
ক্ষীণদেহে বালকে বা রেচনং প্রাণনাশনম্॥

বটীপ্রক্রিয়া। যথা—

(বিরেচন বা রেচন—যে ঔষধে দাস্ত হইয়া উদর পরিশুদ্ধ হয়।)

ক্ষীণব্যক্তির প্রতি কদাচ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যেহেতু ক্ষীণদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এবং বালককে বিরেচন করাইলে, তাহাদের প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

যথাহ।

বাল-বৃদ্ধ-কৃশ-ক্ষীণ-পীনসার্ত্ত-ভয়ার্দ্দিতাঃ।
রুক্ষ-শোষ-তৃষ্ণা-যুক্তা গর্ভিণী চ নবজ্বরী॥
অধো গচ্ছতি যস্যাসৃক্ সূতিকাতঙ্কপীড়িতাঃ।
নৈতে বিরেকযোগ্যাঃ স্যুরণ্যেষাঞ্চ বলাবলম্॥
নবজ্বরে প্রয়োক্তব্যা যে যোগা ভেদকারকাঃ।
তে তথৈব বিনির্দ্দেশ্যা বীক্ষ্য দেহমলাদিকম্॥

অন্যপ্রকার কথিত আছে। যথা—

বালক, বৃদ্ধ, কৃশব্যক্তি, ক্ষীণব্যক্তি, পীনস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, ভয়ার্দ্দিত ব্যক্তি, রুক্ষব্যক্তি, শোষ ও তৃষ্ণা সংযুক্তা গর্ভিণী, নবজ্বরী, সূতিকারোগাক্রান্তা নারী এবং যাহার রক্ত অধোমার্গ (গুহ্য) দিয়া নির্গত হয়; এই সকল ব্যক্তি এবং বলাবলানুসারে অপর ব্যক্তিগণও বিরেচনের অযোগ্য। নবজ্বরে সকল ভেদকারক (বিরেচক) যোগ (ঔষধ) প্রয়োগ করিবার বিধান আছে, তাই দেহ, মলাদি বিবেচনা করিয়া রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিবে।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।—

তুল্যাং পারদটঙ্কণং সমরিচং তুল্যাঞ্চ গন্ধকস্তথা।
বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ॥

শুণ্ঠেকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েৎ।
যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনম্ ॥

ইচ্ছাভেদী রস।

(টঙ্কণ—সোহাগার খৈ। পারদ—পারা। বিশ্বা—শুণ্ঠী। জৈপাল—জয়পাল বীজ। গুঞ্জা—রক্তিকা। ওদন—অন্ন।)

পারদ, সোহাগা, মরিচ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ এবং জয়পাল বীজ ৯ ভাগ; এই সমুদায় বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ইচ্ছাভেদী রস। এই ইচ্ছাভেদী রস এক বটী শীতল জলের সহিত সেবন করিলে ইচ্ছানুসারে বিরেচন হয়। এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ (গরম) জল পান না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিরেচন হইতে থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে, দধির সহিত অন্ন পথ্য করিতে দিবে।

অপরেচ্ছাভেদী রসঃ।—

জৈপালাষ্টৌ দ্বিকো গন্ধস্ত্রিশুণ্ঠী মরিচং দ্বিকম্।
একসূতঃ সোহাগৈকো গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃতাম্ ॥
শূলব্যাধি ত্রয়ো গুল্মাঃ কুষ্ঠাষ্টাদশ পিত্তজাঃ।
ভগন্দরাদিহৃদ্রোগাঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি ভক্ষণাৎ ॥

অপর ইচ্ছাভেদী রস।

মতান্তরে ইচ্ছাভেদী রস কথিত হইতেছে। ৮ আট ভাগ জয়পাল বীজ, ২ দুই ভাগ গন্ধক, ৩ তিন ভাগ শুণ্ঠী, ২ দুই ভাগ মরিচ, পারদ একভাগ এবং সোহাগা একভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া এক রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকেও ইচ্ছাভেদী রস বলে। এই ঔষধ সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হয় এবং শূলরোগ, বাতিকগুল্ম, পৈত্তিকগুল্ম, শ্লৈষ্মিকগুল্ম, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ, পৈত্তিকরোগ সকল, ভগন্দর ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

গদমুরারীচ্ছাভেদী।—

রস বলি গগনার্কং শুদ্ধতালং বিষঞ্চ
ত্রিফলা ত্রিকটুকন্তট্টঙ্কণং ভৃঙ্গমেভিঃ।
সমমিহ জয়পালোদ্ভূতচূর্ণং বিমর্দ্দ্য
দ্বিনিশমনিশমেতদ্ভৃঙ্গরাজোত্থবারা ॥
ভবতি গদমুরারিঃ স্বেচ্ছয়া ভেদকোঽয়ম্
হরতি সকলরোগান্ সন্নিপাতানশেষান্।

ইহ হি ভবতি পথ্যং মৎস্য-মাংসাদি-সর্ব্বং
ঘৃতবিলোড়িতমস্মিন্ ভোজনঞ্চ ভূরিদেয়ম্ ॥

গদমুরারীচ্ছাভেদী।

(রস—পারদ। বলি—গন্ধক। গগন—অভ্র। তাল—হরিতাল। ত্রিফলা-হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। ত্রিকটুক—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। টঙ্কণ—সোহাগা। অর্ক—তাম্র। অনিশ—সতত।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বিষ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, সোহাগার খৈ ও ভৃঙ্গরাজ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং এই সকল দ্রব্য সমষ্টির সমান পরিমাণ জয়পাল বীজ লইয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত নিরন্তর ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। এবং এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম "গদমুরারি-ইচ্ছাভেদী রস"। এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছানুযায়ী ভেদ হয় এবং সন্নিপাতাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। আর ইহা সেবন করিয়া বিরেচন হইলে, মৎস্য মাংসাদি সকল প্রকার বস্তু ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে পথ্য সেবন করিবে।

তৃতীয়—ইচ্ছাভেদী রস।—

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধক টঙ্গণম্।
জৈপালা স্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ
যাবন্তশ্চুলুকাঃ পীতা স্তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ।
তক্রোদনং খাদিতব্য মিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া ॥

তৃতীয়-ইচ্ছাভেদী রস।

(শুণ্ঠী—শুঁঠ। রস—পারা। টঙ্গণ—সোহাগা। জৈপাল—জয়পাল। চুলুক—গণ্ডূষ। তক্র—ঘোল।)

শুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খৈ; ইহাদের প্রত্যেকে ১এক এক ভাগ এবং জয়পাল বীজ ৩ তিন ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ (গুঁড়া) করিবে। এই চূর্ণ ২ দুই রতি পরিমাণে ইক্ষুচিনির সহযোগে সেবন করিলে ইচ্ছানুযায়ী বিরেচন হয়। ইহাকে ইচ্ছাভেদী রস বলে। এই ঔষধ সেবন পূর্ব্বক যত গণ্ডুষ জল পান করা যায়, ততবার দাস্ত হইয়া থাকে। ইহা সেবন করিয়া বিরেচন হইলে, স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তক্র সহ অন্ন ভোজন করিবে।

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা।—

পারদং গন্ধকং কুর্য্যাৎ সৌভাগ্যং পিপ্পলী সমং।

সমানি জয়পালানি ক্রিয়ন্তে রেচনায় চ।
শীতেন রেচয়েৎ সম্যগুষ্ণেনৈব প্রশাম্যতি॥

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা।

পারদ, গন্ধক, সৌভাগ্য (টঙ্কণ) ও পিপ্পলী; এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সকল দ্রব্যের সমান জয়পাল বীজ চূর্ণ করতঃ, মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া থাকে। ইহাকে ইচ্ছাভেদী গুড়িকা বলে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পানাদি শৈত্যক্রিয়া করিবে। কিন্তু উষ্ণ আচরণ করিলে দাস্ত বন্ধ হয়।

রুক্মিশো রসঃ।—

অভয়াচূর্ণমাদায় নূতনৈর্জয়পালকৈঃ।
পঞ্চমাংশেন মিলিতৈঃ স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দিতাঃ॥
গুড়িকাস্তস্যাঃ কর্ত্তব্যা বর্ত্তুলাশ্চণকপ্রভাঃ।
একৈকস্যাস্য টঙ্কস্য রৈচনৈশ্চ রসৈস্তদা॥
রুক্মিশো ন চ দাহঃ স্যান্ন চ মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ।
বেগতঃ সারয়েদেষা বিশেষাদামনাশিনী॥
নিরূহেণ তথা নৈব তথা বিন্দুঘৃতেন চ।
ত্রিবৃত্যা ন তথা রেচ্যা যথাস্যাদ্গুড়িকোত্তমা॥
অতিশুদ্ধং ভবেদ্দেহমতিপ্রবলমুত্তমম্।
অতিরূপমতিপ্রৌঢ়মত্যায়ুস্করমুত্তমম্॥
বিষ্টম্ভে গুড়িকা দেয়া চোদরে দারুণাময়ে।
অধোদেশেষু সর্ব্বেষু গুদেষু চ মহৌষধিঃ।
দীয়তে ক্ষীয়তে চামঃ কামকায়-বিবর্দ্ধনঃ॥

রুক্মিশ রস।

(অভয়া—হরীতকী। স্নুহী—মনসাসিজ। ক্ষীর—তাহার আঠা। বর্ত্তুল—গোলাকার। চণক—বুট। টঙ্ক—চতুর্ম্মাষক পরিমাণ। নিরূহ—মল নিঃসরণার্থে পিচকারী বিশেষ। বিষ্টম্ভ—উদরে গুড়গুড়া শব্দ। গুদ—গুহ্য।)

উত্তমরূপে হরিতকী চূর্ণ করিয়া ঐ হরিতকী চূর্ণের পঞ্চমাংশ নূতন জয়পাল বীজের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, মনসাসিজের দুগ্ধের সহ উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক চণক (৪ মাষা) প্রমাণ গোলাকার বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন এই বটিকার এক একটী বটী, সেবন করিলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ক্লান্তিবোধ, বিশেষতঃ আমদোষ সমূলে বিনাশ করে। ইহাকে "রুক্মিশ রস" বলা যায়। ইহা সেবন করিলে যেমন সুখে বিরেচন হয়; নিরূহণ (পিচকারী), বিন্দুঘৃত ও তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগেও সে প্রকার পরিষ্কাররূপে বিরেচন হয় না। এই রুক্মিশ

রস সেবনে বিরেচন হইলে, তদ্দ্বারা দেহ শুদ্ধ, সমধিক রক্তশালী, অতীব সুন্দর ও সুদৃঢ় এবং রোগীর আয়ুঃবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিষ্টম্ভ, দারুণ উদরাময়, অধোদেশগত সকলপ্রকার রোগ এবং গুহ্যরোগসমূহে ইহা মহৌষধি। এই ঔষধ সেবন দ্বারা আমদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শরীরের দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।—

দেবদালী স্বর্ণপুষ্পং গুড়েন বটকীকৃতম্।
গুদমধ্যে প্রদেয়ৈষা পাতয়েচ্চ মহাগদম্॥
অধশ্চ সামমায়াতি পুনঃ সা দীয়তে গুদে।
প্রক্ষাল্য বারিণা চৈষা বারং বারং প্রযচ্ছতি॥
অনেন ক্রমযোগেন মলমামং বিরেচনম্।
জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ম্॥

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

(দেবদালী—হস্তিঘোষক, ঘোষাফল। স্বর্ণপুষ্প—সোণালু।)

ঘোষাফল, সোণালুফলের মজ্জা; এই দুইটি দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উহাদের দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক লম্বাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করাইলে, উত্তমরূপে দাস্ত হইয়া নানাবিধ অসাধ্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং অন্য কোন প্রকার বিরুদ্ধ ঔষধ উদর মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিলে, তাহাও এই ঔষধ সেবন দ্বারা আমের সহযোগে বিরেচন হইয়া নিঃসৃত হইয়া যায়। এই ঔষধে একবার বিরেচন হইলে গুহ্যদেশ জলদ্বারা ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার অপর আর একটী বটী গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইবে। এবম্প্রকারে জলদিয়া গুহ্যদেশ পুনঃ পুনঃ ধৌত করতঃ বটিকা প্রদান করিলে, আম ও মল বিরেচিত হইয়া দেহ বিশুদ্ধ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ও নিরাময় হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।—

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ বিষঞ্চ জয়পালকম্।
কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকম্॥
অস্য মাত্রা প্রয়োক্তব্যা গুঞ্জাত্রয়সমা ততঃ।
সর্ব্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ॥
নাশয়েৎ শ্বাসকাসঞ্চ হৃগ্নিসাদং বিশেষতঃ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।

(শুদ্ধসূত—শোধিত পারদ। কটুত্রয়—মরিচ, পিপুল ও শুণ্ঠী। ত্রিফলা—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া। টঙ্গণ—সোহাগা।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এবং সোহাগা ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ তিনরত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস বলে। ইহার এক বটিকা সেবন করিলে পরিষ্কার রূপে বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়। এই ঔষধ সকল প্রকার জ্বররোগ, শ্বাস ও কাস ; বিশেষতঃ আমবাত ও অগ্নিমান্দ্যে অতীব প্রশস্ত। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

জ্বরকেশরী।—

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধস্ত্রিফলমেবচ।
জয়পালং সমং কুর্য্যাৎ ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ ॥
বটিকাং গুঞ্জমাত্রান্তু কৃত্বা বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ।
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে ॥
নারিকেলাম্বুনাবাপি সর্ব্বজ্বর-বিনাশিনী।
নারিকেলজলং শস্তং ত্রিকর্ষঞ্চ পিবেদনু ॥
সিতয়া চ সমং পীত্বা পিত্তজ্বর বিনাশিনী।
মরিচেন চ পীতা সা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ ॥
পিপ্পলী-জীরকাভ্যান্তু দাহজ্বরবিনাশিনী।
বিষমজ্বর-ভূতোত্থং জ্বরপ্লীহানমেব চ ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্।
শূলব্যাধি ত্রয়োগুল্মা কুষ্ঠাষ্টাদশপিত্তজান্ ॥
জ্বরকেশরী নামেয়ং তরুণ-জ্বরনাশিনী ॥

জ্বরকেশরী।

(সূত—পারদ। ব্যোষ—ত্রিকটু অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ। গন্ধ—গন্ধক। ত্রিফল—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। ভৃঙ্গতোয়—ভৃঙ্গরাজের স্বরস। সর্ষপ—সরিষা। শ্বয়থু—শোথ। ত্রিকর্ষ—৬ তোলা। সিতা—চিনি। জীরক—জীরা।)

শোধিত পারদ, শোধিত বিষ, শুঠী, পিপ্পলী, মরিচ, শোধিত গন্ধক, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী এবং জয়পাল ; এই সমুদয় বস্তু প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বালকদিগকে সেবন করাইতে হইলে এক সর্ষপ আকার বটী করা বিধেয়। এই ঔষধ নারিকেলের জলের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ৬ তোলা নারিকেলের জল পান করিবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর-

রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর আরোগ্য হয়; ও মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, পিপুলচূর্ণ অথবা জীরা চূর্ণ সহ সেবন করিলে দাহজ্বর, ভূতোত্থিতজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমন্দতা, অজীর্ণ, সুদারুণ শোথ, শূল, শূলজনিত অজীর্ণতা, ত্রিবিধ গুল্ম, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ এবং পিত্তজন্য রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ তরুণজ্বর নাশক জ্বরকেশরী নামে বিখ্যাত।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।—

বিষস্যৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্পলীকণাম্।
গন্ধকস্য তথা ভাগং ভাগং স্যাৎ টঙ্কণস্য বৈ॥
সর্ব্বত্র সমভাগং স্যাদ্ধিঙ্গুলন্তু দ্বিভাগিকম্।
জম্বীরস্য রসেনাত্র ভাব্যং হিঙ্গুলশোধিতে॥
রসশ্চেৎ সমভাগং স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।
গোমূত্র-শোধিতশ্চাত্র বিষং সৌবীর-শোধিতম্॥
শুষ্কঞ্চেৎ সমভাগং স্যাৎ সৌবীর-শোধিতঞ্চরেৎ।
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গামানবটীশ্চরেৎ॥
রসশ্চেৎ সমভাগং স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।
মৃত্যুরূপং জ্বরং হন্তি শূলপাণিঃ স্বয়ং রসঃ॥
মৃত্যুর্বিনির্জ্জিতো যস্মাৎ তেন মৃত্যুঞ্জয়রসঃ।
অব্যক্তঃ সিদ্ধিদঃ শুদ্ধো রোগঘ্নঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥
যশঃপ্রদঃ শিবঃ সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ স্মৃতঃ।
মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বর-নিবৃত্তয়ে॥
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বর-নিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসে পানং দারুণে সান্নিপাতিকে॥
জম্বীর-দ্রবযোগেন চাজীর্ণ-জ্বর নাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তং বিষমজ্বর-নাশনম্॥
তীব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণে বটি চতুষ্টয়ম্॥
স্ত্রীবালে বৃদ্ধে ক্ষীণে চ অর্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
অতিবৃদ্ধে চ ক্ষীণে চ শিশৌ চাল্পবয়স্যপি॥
তুর্য্যমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থা সারনিশ্চিতা।
নবজ্বরে প্রদানে চ যাম্যৈকান্নাশয়েজ্জ্বরম্॥

মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
সপ্তাহাৎ সন্নিপাতোত্থং জ্বরাজীর্ণকসঙ্ককং ॥

মৃত্যুঞ্জয় রস।

(কণা—চূর্ণ। টঙ্কণ—সোহাগা। জম্বীর—জামীর নেবু। সৌবীর—কাঁজি। সৌর—সূর্য্যাতপ। খল্ল—ঔষধ মাড়িবার খল। শূলপাণি—মহাদেব। তুর্য্য—চতুর্থাংশ। নিবর্হণ—বিনাশক। আর্দ্রক—আদা। অজাজী—কৃষ্ণজীরা। যাম—প্রহর। দধ্যুদক—দধিরমাত্।)

বিষ, মরিচ, পিপ্পলী, গন্ধক এবং সোহাগা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, এবং হিঙ্গুল ২ দুই ভাগ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জলসহ খলে পেষণ করতঃ মুদ্গা (মুগের দাইলের সদৃশ) প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। জম্বীররসে হিঙ্গুল শোধন করিবে। ইহাতে ১ এক ভাগ পারদ প্রদান করিলে হিঙ্গুল দিতে হয় না এবং গোমুত্র দ্বারা বিষ সংশোধন করিয়া লইবে। এই ঔষধ মৃত্যুস্বরূপ জ্বরকে বিনাশ করে এবং মৃত্যুকে জয় করে বলিয়া ইহাকে "মৃত্যুঞ্জয়রস" বলে। এই মৃত্যুঞ্জয় রস সকল প্রকার রোগে সিদ্ধিপ্রদ, দেহশুদ্ধি কারক, সর্ব্ববিধ রোগ নাশক, কীর্ত্তিবর্দ্ধক, যশঃপ্রদায়ী এবং সাক্ষাৎ শিব (মহাদেব) স্বরূপ শিব (মঙ্গল) জনক। ইহা মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। আদার রসের সহিত সেবন করিলে ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। দধির মাতের সহযোগে সেবন করিলে ইহা বাত নিবারণ করে। জম্বীর রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণজীরা ও ইক্ষুগুড় সহযোগে সেবনে ইহা বিষমজ্বর নষ্ট করে। লোকের যৌবনকালে অতি তীব্র ঘোরতর জ্বর হইলে, পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ ইহার ৪ চারিটী বড়ী পর্য্যন্ত সেবন করিবে। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণদেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্দ্ধমাত্রার অর্থাৎ ২ দুইবটী সেবন করাইবে। এবং অতি বৃদ্ধ, অতি ক্ষীণ ও অতি শিশুদিগকে একটী মাত্র বটীকাই প্রদান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মহাঘোর নবজ্বর, এক প্রহরের মধ্যে; মধ্যজ্বর ও জীর্ণজ্বর তিনরাত্রের মধ্যে এবং সান্নিপাতিক জ্বর এক সপ্তাহ মধ্যে বিনষ্ট হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ।—

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রস-গন্ধ-হিঙ্গুলান্,
নৈকুম্ভবীজান্যথদন্তীবারিণা।
পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহং,
জলেন চার্দ্ধসিতয়া প্রযোজিতা ॥

নবজ্বরাঙ্কুশ।

(রস—পারদ। গন্ধ—গন্ধক। নৈকুম্ভবীজ—দন্তীবীজ। সিতা—ইক্ষুচিনি)

পারদ ১একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ তিনভাগ এবং দন্তীবীজ

চারিভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক দন্তীর ক্বাথে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩ তিনরতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নবজ্বরে অর্থাৎ জ্বরের প্রথম অবস্থায় অর্দ্ধেক পরিমাণ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া জল-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

জ্বর-ধূমকেতু রসঃ।—

অদ্যাৎ সমং সূতসমুদ্রফেণ-
হিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যামম্।
নব জ্বরে বল্ল-যুগং দ্বিযস্র-
মাদ্রাম্বুনায়ং জ্বরধূমকেতুঃ॥

জ্বরধূমকেতু।

শোধিত পারদ, সমুদ্রফেণা, হিঙ্গুল এবং গন্ধক ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ১ প্রহরকাল খলে পেষণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ২ দুইদিন পর্য্যন্ত আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জ্বরধূমকেতু বলে। এই ঔষধ এক বল্ল (৩রতি) পরিমাণে সেবন করিলে সকল প্রকার তরুণজ্বর বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।—

শানৌ পারদগন্ধৌ চ কণা চ কটুকী তথা।
প্রত্যেকং পিচুভাগেন ভাবয়েদ্ধি রসস্ততঃ॥
কুলস্য কারবেল্লস্য রসৈশ্চ সপ্ত-তোলকৈঃ।
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসো গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
জ্বরং হন্তি মহাঘোরং দ্বন্দজং সত্রিদোষজম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব সদাহং শ্লৈষ্মিকং প্রিয়ে॥
ঐকাহিকং দ্বিতীয়াহং তৃতীয়কচাতুর্থকৌ।
হন্তি সর্ব্বান্ জ্বরান্ ঘোরান্ দিনৈকেন মহেশ্বরি॥
পথ্যং যথেপ্সিতং ভক্ষং শাল্যন্নং সশীতং দধি।
নাতঃ পরতরং কশ্চিৎ বিদ্যতে জ্বরকর্ম্মণি॥

মৃতসঞ্জীবন রস।

(শান—৪ চারিমাষা অর্থাৎ অর্দ্ধ তোলা। কটুকী—কট্‌কী। পিচু—কর্ষ ২ তোলা। কুল—পটোলপত্র, পল্‌তা। কারবেল্ল—করেলা উচ্ছে। [তোল]ক—তোলা।)

[প]ারদ, গন্ধক, পিপুলচূর্ণ, কট্‌কীচূর্ণ ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় প্রত্যেকে একতোলা [illegible] দ্বিগুণ [illegible] ২ দুইতোলা [illegible] গ্রহণ করিবে। এবং পার্দ্র-প্রত্যেক [illegible] রূপে ৭ সাততোলা পল্‌তার রসে এবং [illegible] সাততোলা

করেলা উচ্ছের রসে ভাবনা দিবে। তদনন্তর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া ৪ চারি রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম মৃতসঞ্জীবন রস। দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরীকে বলিলেন, হে প্রিয়ে! এই মৃতসঞ্জীবন রস বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, বাতপিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, দাহসংযুক্তজ্বর, ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, তৃতীয়কজ্বর, এবং চাতুর্থকজ্বর প্রভৃতি সকলপ্রকার অতি ভয়ানক ঘোরতর জ্বর সমূহ এক দিবসের মধ্যেই বিনাশ করে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যথেপ্সিত শালিধান্যের অন্ন, শীতল দ্রব্য ও দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করা যায়। জগতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই।

জ্বরারিঃ রসঃ।—

রসো বলিস্ত্রিকটুকং জয়পালাময়ত্বচম্।
কিরাততিক্তকং মুস্তং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥
নির্গুণ্ড্যার্দ্ররসৈর্ভাব্যং ভক্ষয়েৎ রক্তিকাদ্বয়ম্।
আচ্ছাদ্য যত্নতো বৈদ্যৈর্যাবদ্ঘর্ম্মস্রুতির্ভবেৎ॥
যামার্দ্ধাদ্দেহিনাং তত্তু জ্বরো মুঞ্চতি নিশ্চয়ঃ॥

জ্বরারি রস।

(রস—পারদ। বলি—গন্ধক। ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। আময়—কুড়। ত্বক্—দারুচিনি। কিরাততিক্তক—চিরাতা। নির্গুণ্ডী—শেফালিকা অর্থাৎ সিউলী।)

পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়পাল, কুড়, দারুচিনি, চিরাতা এবং মুথা; এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। তৎপরে ৩।৪ দিন শেফালিকা পত্রের রসে ও আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২দুই রত্তি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ১ এক বটীকা রোগীকে সেবন করাইয়া ঘর্ম্মস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা যত্নপূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে রোগী জ্বর হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ইহার নাম জ্বরারি রস।

উদকমঞ্জরী রসঃ।—

সূতো গন্ধষ্টঙ্কণঃ সোষণং স্যা
দেতৈস্তুল্যাং শর্করাং মৎস্যপিত্তৈঃ।
ভূয়োভূয়ো ভাবয়েত্তু ত্রিরাত্রং,
বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা॥
সিঞ্চেদ্দেহং বারিণা তক্রভুক্তং,
চূর্ণিকাখ্যং পথ্যমেব প্রকুর্য্যাৎ।

অম্লরোগং হন্তি সামং প্রবাতং
পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি বারি-প্রয়োগঃ ॥

উদক মঞ্জরী রস।

(সূত-পারদ। গন্ধ—গন্ধক। উষণ—মরিচ। শর্করা—ইক্ষুচিনি। বল্ল—রত্তি। শৃঙ্গবের—আদা। তক্র—ঘোল। চূর্ণিকা—শক্তু অর্থাৎ ছাতু এখানে দেধান খৈ।)

পারদ ১ এক মাষা, গন্ধক ১ এক মাষা, টঙ্গণ ১ এক মাষা ও মরিচ ১ এক মাষা এবং ইক্ষুচিনি ৪ মাষা; এই সকল বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ তিন রাত্রি পুনঃ পুনঃ রোহিতমৎস্যের পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া ৩ রত্তি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিবে। অত্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হইলে শরীরে জল সিঞ্চন এবং তক্রসহ দেধানের খৈ পথ্য করিতে দিবে। পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলের পটী দিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা অম্লরোগ, সামজ্বর ও বাতজ্বর বিনষ্ট হয়। ইতি উদক-মঞ্জরী রস।

চিন্তামণিঃ।

তালকং শুক্তিকাচূর্ণং শিখিগ্রীবং সমাংশকম্।
সংপিষ্য কারয়েৎ সর্ব্বং চক্রিকা সদৃশং শুভম্ ॥
শরাবেঽপি হিতং রাত্রৌ পুটেদ্গজপুটেন চ।
স্বাঙ্গি শীতল মুদ্ধৃত্য ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকম্ ॥
শর্করা-সহিতং সেব্যং সর্ব্বজ্বরহরং পরম্ ॥

চিন্তামণি।

(তালক—হরিতাল। শুক্তিকাচূর্ণ—ঝিনুকভস্মচূর্ণ। শিখিগ্রীব—তুঁতে চক্রিকা-রক্তি। শরাব—মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, শরা।)

হরিতাল, শুক্তিচূর্ণ ও তুঁতেভস্ম; এই দ্রব্য সকল সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করত; চক্রিকা সদৃশ বটী করিয়া রাত্রিতে গজপুট দ্বারা শরাব সংপুটে পুটপাক দিবে। তদনন্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক ১ একমাষা পরিমাণে শর্করা সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তুল্যং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্ ॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরাদ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম জ্বরাষ্টকনিসূদনঃ ॥

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকম্।
বিষমঞ্চ ত্রিদোষোত্থং হন্তি সর্ব্বং ন সংশয়ঃ॥

মহাজ্বরাঙ্কুশ।

পারদ, গন্ধক ও বিষ; এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে ১ একতোলা, ধুর্ত্তবীজ, (ধুতুরার বীজ) ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, পিপ্পলীচূর্ণ ৪ চারিতোলা এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ চারিতোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া জম্বীরের মজ্জার রসে ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ। ইহা সেবন করিলে ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিক-জ্বর, ত্র্যাহিকজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বিষমজ্বর এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

জয়াবটী।—

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্ব-পল্লবম্।
বিড়ঙ্গমষ্টমং সর্ব্বং ছাগী-মূত্রৈঃ সমং সমম্॥
চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা॥

জয়াবটী।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরিদ্রা, নিম্বপত্র, বিড়ঙ্গ, ও জয়ন্তীমুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগ মূত্রসহ পেষণ করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম জয়াবটী। এই জয়াবটী সেবন করিলে, সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

জয়ন্তী বটী।—

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশ-পত্রকম্।
মরিচং পিপ্পলী নিম্বং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্॥
বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা॥

জয়ন্তী বটী।

বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপুল, নিম্বপত্র ও জয়ন্তীপত্র; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগীমুত্র সহ বাটিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

যোগবাহিক জয়াজয়ন্তী।—

জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা।
মুদ্গামলক-যূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্র-মরিচান্বিতা।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরনুদ্ ঘৃতৈঃ।

সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষং গবাং মূত্রেণ শীতকম্ ॥
চন্দনস্য কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরাপহা ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেণ চ কাশজিৎ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পাণ্ডু বিনাশিনী ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ ॥
অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সমুদ্ভবম্ ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ ॥
হন্ত্যাশু কাকণং কুষ্ঠং তল্লেপেন চ তদ্রুণম্ ।
দ্বিনিষ্কং কেতকীমূলং পিষ্ট্বা তোয়েন পায়য়েৎ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহ্বয়ং ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ ॥
লোধ্রং মুস্তাভয়াতুল্যাং কট্‌ফলঞ্চ জলৈঃ সহ ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেচ্চানু মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোকজলৈঃ সহ ।
ত্রিদোষত্থং হরেদ্গুল্মং রসো বানন্দভৈরবঃ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ হন্তি শুণ্ঠ্যা ভগন্দরম্ ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীং প্রণুৎ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ ।
রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েন পায়য়েৎ ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যনুৎ ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ স্পৃষ্ট্বা স্তন্যেন চাঞ্জনম্ ॥
শ্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ ॥

যোগবাহিক জয়াজয়ন্তী ।—

(ক্ষীর—দুগ্ধ । মুদ্গ—মুগের দাইল । আমলক—আমলকী । ক্ষৌদ্র—মধু । ব্যোষ—ত্রিকটু । মাক্ষিক—মধু । কষায়—ক্বাথ । তণ্ডুলোদক—চাউলের জল । দ্বিনিষ্ক—৪ মাষা । কট্‌ফল—কায়ফল । তক্র—ঘোল । শীততোয়—শীতলজল । ভৃঙ্গদ্রাব—ভীমরাজের স্বরস । নিশান্ধ্য—রাত্র্যন্ধতা । শ্রাবণ—কর্ণরোগ । কেতকী—কেয়াপুষ্প) ।

জয়াবটী অথবা জয়ন্তীবটী দুগ্ধের সহযোগে সেবন করিলে পিত্তজন্য জ্বর বিনষ্ট হয় এবং উক্ত জ্বরে এই জয়াবটী বা জয়ন্তী বটিকা সেবন করিয়া মুগের যূষ অথবা আমলকীর যূষ পথ্য করিবে ; কিন্তু উক্ত যূষে কদাচিৎ ঘৃত প্রদান করিবে না । উক্ত জয়াবটী এবং জয়ন্তী বটী এবং "আনন্দভৈরবরস" নামক

বটী মরিচচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়। জয়া বা জয়ন্তী বটী ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর তিরোহিত হয়। মধু ও ত্রিকটুর সহ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর ; গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে শীতজন্য জ্বর ; রক্তচন্দনের ক্বাথ সহ সেবন করিলে রক্তপিত্তজনিতজ্বর ; মধুসহ সেবনে কাস রোগ ; দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ; তণ্ডুলোদক সহিত সেবন করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র ; গোমূত্র সহ সেবনে অথবা প্রলেপে "কাকণ" নামক কুষ্ঠ-ব্যাধি ; ৪ চারিমাষা কেয়ারমূলের সহিত জল সহযোগে বাটিয়া সেবন করিলে সুরামেহ এবং মধুসহ সেবনে সকল প্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয়। উক্ত জয়াবটী বা জয়ন্তী বটিকা সমভাগ লোধ, হরীতকী, মুথা ও কট্‌ফলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ক্বাথ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ জয়া বা জয়ন্তীবটী অথবা "আনন্দভৈরবরস" উষ্ণজল সংযুক্ত ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে ত্রৈদোষিক গুল্ম ; শুণ্ঠী চূর্ণ সহ সেবনে ভগন্দর ; তক্রসহসেবন করিলে গ্রহণীরোগ ; উক্ত জয়াবটী, বা জয়ন্তী-বটী অথবা "আনন্দভৈরবরস" শীতল জলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ রক্তপিত্ত ; ভৃঙ্গরাজের স্বরস সহ সেবন করিলে এবং স্তন্য দুগ্ধের সহ উক্ত বটির যে কোনটী ঘর্ষণপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা ও সর্ব্বদোষজ কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। এমন কি উক্ত বটীদ্বয় দ্বারা সকল প্রকার রোগ নিবারিত হইয়া শরীরে বলোপচয় ও মাংস বৃদ্ধি হয়।

জ্বরাশনিঃ রসঃ।—

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং টঙ্কং সমাংশিকম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং শুদ্ধমভ্রকম্॥
লৌহেন লৌহদণ্ডেন নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেনচ।
মর্দ্দয়েদযতুতঃ পশ্চাৎ মরিচ সূততুল্যকম্॥
পর্ণেন সহ দাতব্যং রসং রক্তিপ্রমাণতঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরাশনিরুদাহৃতঃ॥
কাসং শ্বাসং তথা ঘোরং বিষমাখ্যং তথা বমিম্।
ধাতুস্থং মজ্জগং মেদোগতমস্থিগতং জ্বরম্॥
রক্তগং মাংসগং হন্তি দাহং সর্ব্বাঙ্গমাশ্রয়ম্॥

জ্বরাশনিরস।—

(টঙ্ক—সোহাগা। অভ্রক—অভ্র। স্বরস—কাঁচা দ্রব্য পেষণ করিলে যে রস বহির্গত হয়, তাহাকে সেই দ্রব্যের স্বরস বলে। নিগুণ্ডী—নিসিন্দা। সূত—পারদ। পর্ণ—তাম্বুল। অশনি—বজ্র)।

☞ পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ, সোহাগা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং লৌহ ও অভ্র পারদাদি দ্রব্য চতুষ্টয়ের সমান গ্রহণপূর্ব্বক

সমুদায় দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক লৌহখলে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দার রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহাতে পারদ তুল্য একভাগ মরিচ নিক্ষেপ করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস, ঘোর বিষমজ্বর, বমি, দাহ, ধাতুগত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেদোগত জ্বর, অস্থিগত জ্বর, রক্তগত জ্বর ও মাংসগত জ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।—

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ।
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুতং ভাগার্দ্ধসংখ্যান্বিতম্॥
খাদেৎ খলুবিমর্দ্দিতং রবিজলৈর্গুঞ্জৈকমাত্রাং দদেৎ।
সিংহোঽয়ং জ্বরংহন্তি দর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ॥

পঞ্চাননরস।

(শম্ভোঃকণ্ঠবিভূষণ—বিষ। দৈত্যেন্দ্র—গন্ধক। রক্ত—হিঙ্গুল। রবি—তাম্র। পক্ষৌ—চারিভাগ। অর্ক—আকন্দ)।

বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ এবং তাম্র ১ ভাগ; এই দ্রব্য সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া আকন্দ মূলের রস দিয়া খলে পেষণপূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা জ্বররূপ হস্তীর দর্প দলনে সিংহ স্বরূপ।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ।—

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং সুরদারু চ॥
কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজানি মধুকং বৎসকং সমম্॥
লৌহতুল্যাং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সামবাতং সুদারুণং।
অর্শাংসি ঘোরমুদরং মূর্চ্ছাং পাণ্ডুং হলীমকং॥
অতীসারং গ্রহণীঞ্চ যক্ষ্মাণং বাতরোগঞ্চ।
শীতং কম্পং বিষং দাহং ঘর্ম্মসুতি বমিভ্রমান্॥
হৃল্লাসমরুচিং তন্দ্রাং কাসং শ্বাসং ক্রিমিস্তথা।

রক্তপিত্তমজীর্ণন্তু মন্দাগ্নিং শোথমেব চ ॥
হিক্কাং মণ্ডলকং কুষ্ঠং উদর্দ্ধঞ্চ বিনাশয়েৎ।
বল্যাং পুষ্টিকরং বৃষ্যং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ ॥
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাবিতম্ ॥

সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।—

(চিত্রক—রক্তচিতার মূল। ব্যোষ—ত্রিকটু। শ্রেয়সী—গজপিপ্পলী। উশীর—বেণারমূল। সুরদারু—দেবদারু কাষ্ঠ। কিরাততিক্তক—চিরাতা। বাল—বালা। কটুক—কটুকী। শোভাঞ্জন—সজিনা। মধুক—যষ্টিমধু। বৎসক—কুটজ)।

রক্তচিতার মূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কটুকী, কণ্টকারী, সজিনার বীজ, যষ্টিমধু এবং কুটজত্বক্; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণ করিবে, এবং ইহাদের সমষ্টির তুল্য লৌহ গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে সর্ব্বজ্বরহর লৌহ বলে। এই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ সকল প্রকার রোগ বিনাশক। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতিক জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক-জ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, বিষম জ্বর ও ধাতুগতজ্বর পরাজিত হয়। স্বয়ং চন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, এই সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, সুদারুণ আমবাত, অর্শঃ, ঘোরতর উদররোগ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, অতীসার, গ্রহণী, যক্ষ্মা, শোথ, শীত, কম্পা, বিষ, দাহ, ঘর্ম্মস্রাব, বমি, ভ্রম, বিবমিষা, অরুচি, তন্দ্রা, কাস, শ্বাস, ক্রিমি, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, হিক্কা, মণ্ডলকুষ্ঠ, বাতব্যাধি ও উদর্দ্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া বল, পুষ্টি ও তেজস্বিতা বর্দ্ধিত হয়।

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশো রসঃ।—

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
বঙ্গং লৌহং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা ॥
মৃতাভ্রং গৈরিকং তুত্থং টঙ্কণন্দন্তিবীজকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি দ্রব্যাণি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
জম্বীর বিজয়া চিত্র তুলসী তিন্তিড়ীরসৈঃ।
এভির্দ্দিনত্রয়ং ভাব্যং নির্জ্জনে রৌদ্রসংকুলে ॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ।
মন্দাগ্নিদীপনীচৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী ॥
দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবম্।

ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ জ্বরস্তথা ॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্র সামদোষ-সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
বৃহৎ জ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাবিতঃ ॥

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশরস।

(তাল—হরিতাল। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। খর্পর—একপ্রকার মৃত্তিকা-ত ধাতুদ্রব্য। মনঃশিলা—মনছাল। গৈরিক—গেরীমাটী। ভৃগ—ভৃঁতে। ন্তিড়ী—তেঁতুল। চণ—কলায়। ভাস্কর—সূর্য্য। তিমির—অন্ধকার। জয়া—ভাঙ্, সিদ্ধি, সম্বিদা)।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, ঃশিলা, অভ্র, গৈরিক, সোহাগা এবং দন্তীবীজ; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে গান সমান গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ (গুঁড়া) করিবে। তদনন্তর জামীর, ভাঙ্, রক্তচিতা, লসী ও তিন্তিড়ী; ইহাদের রসে ৩ তিন দিবস ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণ টকা প্রস্তুতপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ জঠরাগ্নি সন্দীপক বং সর্ব্বজ্বর বিনাশক; এবং দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক, বহুকালস্থায়ী, ঐকাহিক, াহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও আমদোষজ জ্বর নাশ করে। যেমন সূর্য্যদেব ন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। ই হেতু মহাত্ম মুনিগণ কর্ত্তৃক ইহাকে "বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশরস" নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরো লৌহঃ।—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
মৃতং কান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমানৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্ ॥
কারবেল্ল রসেনৈব দশমূল রসেন চ।
পর্পটাশ্চ কষায়েণ ত্রিফলাক্কাথকং তথা ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব নাগবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥
পুনর্ণবাদ্র্ক্রান্তোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ।
রক্তিকাদি ক্রমেনৈব বর্দ্ধয়েদ্বটিকাং ভিষক্ ॥
গুড়পিপ্পলীসংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি জীর্ণজ্বরহরং পরম্ ॥
বারিদোষঞ্চ বিবিধং নানাদোষোদ্ভবং তথা।

সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবন্তথা।
অভিঘাতজ্বরঞ্চৈব অভিচারকমেব চ ॥
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব ঋক্ষদোষোদ্ভবন্তথা।
শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং ত্রিদোষং বিষমজ্বরং ॥
প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরন্তথা।
অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমং ত্র্যাহিকং তথা ॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন ন সংশয়ঃ।
প্লীহজ্বরে তথা কালে চাতুর্থকবিপর্য্যয়ে ॥
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ গুড়সংযুতম্।
কংকারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং ন সংশয়ঃ ॥
মৈথুনং বর্জ্জয়েত্তাবদ্যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং ভুজ্রভং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

(মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। হিরণ্য—স্বর্ণ। তার—রৌপ্য। তাল—হরিতাল। কর্ষ—১ তোলক। পল—৮ তোলক। বক্ষ্যমাণ—পশ্চাৎ কথিতব্য। কারবেল্ল—করেলা উচ্ছে। পর্পটী—ক্ষেতপাপ্ড়া। কষায়—ক্বাথ। নাগবল্লী—তাম্বুল, পর্ণলতা। নিগুণ্ডী—নিসিন্দা। আর্দ্রকাম্ভঃ—আদার রস। বারিদোষ—জলদোষ। বিড়—বিট্‌লবণ। মৈথুন—স্ত্রীসহবাস)।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কান্তলৌহ ৮ আটতোলা; সকল দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া করলা, দশমূলী, ক্ষেতপাপ্ড়া, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, তাম্বুল, কাকমাচী, নিসিন্দা, পুনর্নবা ও আদা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ সাতদিবস করিয়া ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক ১ এক রক্তিকাদি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ইক্ষুগুড় ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবনে বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়; এবং অষ্টবিধজ্বর, জীর্ণজ্বর, জলদোষজ জ্বর, অন্যান্য দোষজাত জ্বর, সন্ততাদি-সাধ্যাসাধ্য জ্বর, ধাতুক্ষয়জনিত জ্বর, যক্ষ্মারোগোদ্ভূত-জ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর, ভূতাবেশোদ্ভূত জ্বর, নক্ষত্রদোষজ জ্বর, অভিঘাত জ্বর, অভিচার জ্বর, অভিন্যাস জ্বর, বিষমজ্বর, ত্র্যাহিক, শীতপূর্ব্ব, দাহ, ত্রিদোষজন্য, বিষমজ্বর, প্রলেপক জ্বর, অর্দ্ধনারীশর জ্বর, প্লীহজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর, পাণ্ডুরোগ, কামলারোগ, এবং মন্দাগ্নি প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি সকল ৭॥ সাড়ে সাত দিবসের মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শালি তণ্ডুলের অন্ন বিট্‌লবণ ও তক্র সহ ভোজন করিবে। এই ঔষধ ব্যবহারকালে যে সকল বস্তুর নামের প্রথম অক্ষর "ক"কার আছে, সেই

কল দ্রব্য কদাচিৎ ভোজন করিবে না। যথা; কদলী, কর্কোটক ইত্যাদি। ই ঔষধ সেবন করিয়া যত দিন রোগী বলবান্ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী-হবাস পরিত্যাগ করিবে। ইহার নাম সর্ব্বজ্বরহর লৌহ। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ ষধ।

মহা সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ।—

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলৈকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকন্তথা॥
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ ধান্যকম্।
আর্দ্রক-স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কুর্য্যাদ্ভক্ষয়েদার্দ্রক-দ্রবৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরলৌহং মহাজ্বর বিনাশনম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
বিষমজ্বর ভূতোত্থং জ্বরপ্লীহানমেবচ॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব জ্বরং সংবৎসরোত্থিতম্।
মহাগ্নি-দীপকঞ্চৈব জ্বরানাং কুলনাশনম্॥

মহা সর্ব্বজ্বরহর লৌহ।

জারিত লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, আমলকী ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, গজপিপ্পলী ১ তোলা, পিপুলমূল ১ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, দারুহরিদ্রা ১ তোলা এবং ধনিয়া ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ১ বটিকা করিয়া প্রতি দিবস আদার রসের সহিত সেবন করিলে মহাজ্বর, বাতিক জ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, একমাসিক জ্বর, পাক্ষিক-জ্বর, সংবৎসরোত্থিত জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়।

বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহঃ।—

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
হেমভস্ম তু পাদৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যলৌহকম্॥
অভ্রং শিলাজতুঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকম্।
কেশরাজমপামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকম্॥
বরাঙ্গবল্কলঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেবচ।
সিন্দুবারঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গুড়ূচীচূর্ণ মেবচ॥

কণ্টকারী রসোনঞ্চ ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দার্ব্বীন্দ্রযবমেব চ ॥
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ।
দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদার্দ্রক-রসৈঃ ॥
মাষার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্মধুনা মধুরীকৃতম্।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজম্ ॥
সাধ্যাসাধ্যং বিচারোত্র নৈব কার্য্যং ভিষগ্বরৈঃ।
অন্তর্দ্ধাতুগতঞ্চৈব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভূতোত্থং শ্রমজং চৈব সন্নিপাতং জ্বরং তথা।
অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়ো তমঃ ॥
গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পঃ পলায়তে।
তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে ॥
বলদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্দাগ্নের্নাশনং পরম্।
বীর্য্যস্তম্ভকরঞ্চৈব কামলা-পাণ্ডুনুদ্ভবেৎ ॥
সদা তু রমতে নারীং ন বীর্য্যং ক্ষয়দো ভবেৎ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব গ্রহণীং বিবিধান্তথা ॥
অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বব্যাধিং বিনাশয়েৎ ॥

বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ।

(রস—পারদ। গন্ধ—গন্ধক। তোলক—তোলা। জাতী—জায়ফল। কোষফল—জয়িত্রী। হেমভস্ম—স্বর্ণভস্ম। কেশরাজ—কেসুর্য্যা। অপামার্গ—আপাঙ্। ফলত্রিক—ত্রিফলা। বরাঙ্গকল্কল—দারুচিনি। জীরকদ্বয়—জীরা ও কৃষ্ণজীরা (সাজীরা), দেবকাষ্ঠ—দেবদারুকাষ্ঠ। ধান্যক—ধনিয়া। দার্ব্বী—দারুহরিদ্রা। বাল—বালা)।

পারদ, গন্ধক, জাতিফল, জয়িত্রী; এই দ্রব্য চতুষ্টয় প্রত্যেকে ১ এক তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ এক তোলা, রৌপ্য ।৵ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ।০ অর্দ্ধতোলা, অভ্র ১ তোলা, শিলাজতু ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, কেসুর্য্যা ১ তোলা, অপামার্গ ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১তোলা, দারুচিনি ১তোলা, পিপুলমূল ১তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, বিট্‌লবণ ১তোলা, গুলঞ্চ ১তোলা, কন্টকারী ১তোলা, রসুন ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীরা ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা (সাজীরা) ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা, দেবদারু ১ তোলা, দারুহরিদ্রা ১ তোলা, ইন্দ্রযব ১ তোলা, চিরাতা ১ তোলা এবং বালা ১ তোলা, আর মরিচ ২ তোলা; এই সকল বস্তু চূর্ণ করতঃ আদার রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ

অর্দ্ধমাষা পরিমাণে মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে শুক্রস্থ ও চিরকালীন নানাবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রদানকালে রোগের সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিবে না। ইহাদ্বারা অন্তর্ধাতুগতজ্বর, ভূতোত্থজ্বর, শ্রমজনিতজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার অসাধ্য জ্বর সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হয়। যেমন গরুড়কে দর্শনমাত্র সর্পগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ এই ঔষধের প্রসাদে সকলপ্রকার জ্বর শীঘ্র তিরোহিত হয়। বিশেষতঃ রোগীর বলোপচয় ও ধাতুর পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এবং অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনদ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন হয়, সতত স্ত্রীসম্ভোগ করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয় না এবং বিংশতিবিধ প্রমেহ ও নানাবিধ গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। এমন কি অনুপান বিশেষে সেবন করিলে এই ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুলেশ্বরো রসঃ।—

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষং।
দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বর-নিবৃত্তয়ে॥

হিঙ্গুলেশ্বর রস।

পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ ; এই দ্রব্যত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক খলে করিয়া উত্তমরূপ পেষণ করিবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি প্রমাণ অল্প মধুর সহিত সেবন করিলে বাতজ্বরের নিবৃত্তি হয়।

ভস্মেশ্বরচূর্ণম্ ।—

ভস্মষোড়শনিষ্কং স্যাদারণ্যোপলকোদ্ভবং।
নিষ্কত্রয়ঞ্চ মরিচং বিষনিষ্কঞ্চ চূর্ণয়েৎ॥
অয়ং ভস্মেশ্বরো নাম সন্নিপাতকনিহন্তা।
পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদার্দ্রকস্য রসেন তু॥

ভস্মেশ্বর চূর্ণ।

(নিষ্ক—অর্দ্ধতোলা। আরণ্য—বন্য। উপলক – ঘুঁটে)।

শুষ্ক গোময় (গোবর) ভস্ম ৮ তোলা, মরিচচূর্ণ ১॥০ দেড়তোলা এবং বিষ অর্দ্ধতোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৫ রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।—

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদি নবজ্বরহরং পরং॥
আর্দ্রাম্বু-শর্করা-সিন্ধুযুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
[illegible] দধিপথ্যাং রুচৌ দদেৎ॥

স্বচ্ছন্দভৈরব রস।

(হেম—ধুতুরা। গুঞ্জা—রক্তিকা। আর্দ্রাম্বু—আদার স্বরস। শর্করা—চিনি। সিন্ধু—সৈন্ধবলবণ। দ্রাক্ষা—কিস্‌মিস্ বা মনেকা। সিতা—চিনি)।

তাম্রভস্ম ও বিষ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরার রসে ১০০ শতবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক বটী আদার রস, চিনি ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষু, কিস্‌মিস্, শর্করা ও দধি রুচির নিমিত্ত পথ্য দিবে।

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ।—

সগন্ধটঙ্কং রসতালকঞ্চ,
বিমর্দ্দয়েদ্ভাবয়েন্মীনপিত্তৈঃ।
দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাৎ,
বৃন্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যম্।
নবজ্বরেভাঙ্কুশ নামধেয়ঃ,
ক্ষণেন ধর্ম্মোদ্গমমাতনোমি॥

নবজ্বরাঙ্কুশ।

(গন্ধ—গন্ধক। টঙ্ক—সোহাগা। রস—পারদ। তালক—হরিতাল। মীন—মৎস্য। বল্ল—৩ রতি। বৃন্তাক—বেগুণ। তক্র—ঘোল। নবজ্বর—ইভ—অঙ্কুশ—নবজ্বররূপ হস্তীর অঙ্কুশ স্বরূপ)।

গন্ধক, টঙ্গণ, পারা ও হরিতাল এই ; দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ২ দিবস পর্য্যন্ত রোহিত মৎস্যের পিত্তের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী সেবন করিলে ক্ষণকাল মধ্যে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া জ্বরের নিবৃত্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে বার্ত্তাকী ও ঘোলের সহযোগে অন্ন পথ্য দিবে।

জ্বরমুরারিরসঃ।—

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং নাগরাভয়া।
জয়পালসমাযুক্তং সদ্যোজ্বর-বিনাশনম্॥

জ্বরমুরারি রস।

(ব্যোষ—ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুণ্ঠী)। নাগর—শুণ্ঠী। অভয়া—হরীতকী)।

হিঙ্গুল, বিষ, মরিচ, শুণ্ঠী, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ ও হরিতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের সকলের সমান জয়পাল বীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক ৩ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত

করিবে। রোগীর অবস্থানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপানের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বর নিবারিত হয়।

৺কা।—

একোভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয় পিপ্পলী শিবা।
আকারকরভোগন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ॥
ফলাণি চেন্দ্রবারুণ্যা শ্চতুর্ভাগমিতা অমী।
একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণ মিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ॥
মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ।
ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটিকা মতা॥

জ্বরঘ্নী বটীকা।

(রস—পারা। শৈলেয়—শৈলজ। শিবা—হরীতকী। আকারকরভ—আকরকোরা। গন্ধ—গন্ধক। কটুতৈল—সর্ষপতৈক। ইন্দ্রবারুণী—রাখালশশা (মামালাড়ু)। ছিন্না—গুলঞ্চ।)

শোধিত পারা ১ ভাগ, শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকোরা, কটুতৈলে শোধিত গন্ধক ও রাখালশশার ফল; এই সকল দ্রব্য মিলিত ৪ চারিভাগ, উক্ত সমস্ত দ্রব্য গুলি চূর্ণ করতঃ মিশ্রিত করিয়া রাখালশশার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিয়া গুলঞ্চের রস সহ সেবন করিলে সদ্যোজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরঘ্নীবটী।—

রসং গন্ধঞ্চ দরদং জৈপালং ক্রমবর্দ্ধিতং।
দন্তী রসেন সংপিষ্য বটীং গুঞ্জামিতাং কুর্য্যাৎ॥
প্রভাতে সিতয়াসার্দ্ধমশিতা শীতবারিণা।
একেন দিবসেনৈষা নবজ্বরহরী ভবেৎ॥

জ্বরঘ্নীবটী।

(দরদ—হিঙ্গুল। অশিতা—ভক্ষিতা। শীতবারিণা—শীতলজলেন।)

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ ও জয়পালবীজ ৪ ভাগ; এই সমস্ত বস্তু একত্রিত করিয়া দন্তীর রসে পেষণ পূর্ব্বক ১ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিয়া, প্রাতঃকালে শীতল জল সহযোগে ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে, একদিবসের মধ্যেই নবজ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রৈলোক্যডুম্বুরো রসঃ।—

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পালতিক্তা-

সংমর্দ্দ্য বজ্রীপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জঃ
ত্রৈলোক্যডুম্বুরোরসোঽভিনবজ্বরঘ্নঃ ॥

ত্রৈলোক্যডুম্বুর রস।

(সূত—পারা। অর্ক—তাম্র। চপলা—পিপুল। তিক্তা—কট্‌কী। বিষতিন্দুকজ—মধুরতিন্দুক (গাব) ফল। বজ্রীপয়ঃ—মনসাসীজের আঠা)।

পারা, তামা, গন্ধক, পিপুল, জয়পালবীজ, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ী ও গাব; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সীজের দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে অতি সত্বর নবজ্বর বিনষ্ট হয়।

তরুণজ্বরারিরসঃ।—

জৈপালগন্ধং বিষপারদঞ্চ,
তুল্যং কুমারী স্বরসেন পিষ্টং।
অস্য দ্বিগুঞ্জাদি সিতোদকেন,
খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ ॥
দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা,
ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি।
জাতে বিরেকে বিজিতঃ জরঃস্যাৎ,
পটোলমুদ্গাম্বু-নিষেবণেন ॥

তরুণজ্বরারি-রস।

জয়পালবীজ, গন্ধক, বিষ ও পারা; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী চিনির জলের সহিত জ্বরিত ব্যক্তিকে জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করাইলে, বিরেচন হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে নবজ্বর নিবারিত হয়। ইহা সেবনের পরে রোগীকে পটোলের বা মুগের যূষ পথ্য দিবে।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ।—

বিষ হিঙ্গুল জৈপাল টঙ্কণং ক্রমবর্দ্ধিতং।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যোজ্বর-বিনাশকঃ ॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস।

১ ভাগ বিষ, ২ ভাগ হিঙ্গুল, ৩ ভাগ জয়পালবীজ এবং ৪ ভাগ সোহাগা; এই দ্রব্য চতুষ্টয় একত্রিত করিয়া রোগীর অবস্থা বিশেষে অনুপান বিবেচনায় সেবন করাইলে সদ্যই জ্বর বিনষ্ট হয়।

নবজ্বর-হরী বটী।—

রসগন্ধৌ বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ।
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজং চ শোধিতং॥
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পী রসৈঃ পুটেৎ।
বটীং মাষনিভাং কুর্য্যাৎ ভক্ষয়েন্নূতনে জ্বরে॥

নবজ্বরহরী বটী।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত বিষ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া (বিভীতক), আমলকী এবং শোধিত দন্তীবীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ দ্রোণপুষ্পীর (ঘল্‌ঘসের বা হল্‌কসার) রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাকে প্রস্তুত করিয়া ১ এক মাষকলায় সদৃশ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে নবজ্বর নিবারিত হয়।

নবজ্বরারি রসঃ।—

এক ভাগো রসো ভাগদ্বয়ঞ্চ শুদ্ধং গন্ধকং।
গরলস্য ত্রয়ো ভাগা শ্চতুর্ভাগা হিমাবতী॥
জৈপালক পঞ্চভাগো নিম্বুদ্রব-বিমর্দ্দিতঃ।
কৃমিঘ্ন-প্রমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ॥
শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা প্রতিদিনে।
জীর্ণজ্বরে তথাজীর্ণে সমেবা বিষমেঽপি বা॥
জ্বরং সর্ব্বং নিহন্ত্যসৌ দাবো বনমিবানলঃ॥

নবজ্বরারি রস।

(গরল—বিষ। নিম্বু—নারাঙ্গী নেবু। কৃমিঘ্ন—বিড়ঙ্গ। শৃঙ্গবের—আদা। দাব—বৃক্ষে বৃক্ষে পরস্পর ঘর্ষণে উৎপন্ন বনাগ্নি। হিমাবতী—স্বর্ণক্ষীরী)।

শোধিত পারা ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, শোধিত গরল (সর্প-বিষ) ৩ তোলা, স্বর্ণক্ষীরী ৪ তোলা এবং জয়পাল ৫ তোলা; এই দ্রব্য সমুদায় নারাঙ্গী নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গের সদৃশাকার বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী আদার রসের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, সামজ্বর এবং সম, বিষম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। যেমন দাবাগ্নি বনসমূহ দগ্ধ করে, তদ্রূপ ইহা সকল জ্বরের নিহন্তা।

বিদ্যাধরো রসঃ।—

রসোগন্ধস্তাম্রং ত্রিকটু কটুকী টঙ্গণ বরাঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তী হেমদ্রুমণির্বিষমেতৎ সমমিদং॥
সমৈস্তৈস্তুল্যাং স্যাদ্বিমল জয়পালাদ্ভব-রজঃ।
ততঃ স্নুক্‌ক্ষীরেণ প্রচুরম্ম্দিতং দন্তীসলিলৈঃ॥

দ্বিগুঞ্জাস্য প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলং।
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণী গুদকীলোদ্ভবরুজঃ॥
মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমথ সামং ক্রিমিগদং।
প্লীহানং বিবদ্ধং প্রবলমপি বিদ্যাধরোরসঃ॥

বিদ্যাধর-রস।

(বরা—ত্রিফলা। হেম—ধুস্তূর। দ্যুমণি—আকন্দ। মৃকু—বীজ। মরুৎ—বায়ু।)

পারা, গন্ধক, তামা, ত্রিকটু, কট্‌কী, সোহাগা, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তী, ধুতুরা, আকন্দ এবং বিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ঐ সকল দ্রব্য সমষ্টির তুল্য জয়পালবীজ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া মনসাসীজের দুগ্ধ দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক দন্তীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে তরুণজ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, বাতশূল, অজীর্ণ, ক্রিমিরোগ, নিবদ্ধ ও প্লীহা প্রভৃতি প্রবল ব্যাধি সকল নিবারিত হয়।

গদমুরারিঃ।—

রস বলি শিললৌহ ব্যোষ তাম্রাণি।
তুল্যান্যথ সদরদ নাগং ভাগমেতৎ প্রদিষ্টং॥
ভবতি গদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ।
ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মাম জ্বরাখ্যং॥

গদমুরারি।

(বলি—গন্ধক। শিলা—মনঃশিলা (ছন্দো রক্ষণার্থে শিল ইতি হ্রস্ব), দরদ—হিঙ্গুল। নাগ—সীসা।)

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, ত্রিকটু, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসা; এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে এক দিবসের মধ্যেই তরুণজ্বর বিনষ্ট হয়।

নবজ্বরেভসিংহঃ।—

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকং।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ং।
শৃঙ্গবেরানুপানেন দদ্যাৎ গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্॥
নবজ্বরে মহাঘোরে মারুতে গ্রহণীগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বরোগে প্রয়োজয়েৎ॥

নবজ্বরেভসিংহ।

(বিশ্ব—শুণ্ঠী। বাসর—দিবস।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীস, মরিচ, পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, তৎসহ উক্ত সমুদায় দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিষ মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ দুই দিবস পর্য্যন্ত মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণে বটিকা করিয়া, আদার রসের সহিত সেবন করিলে ঘোরতর নবজ্বর, বাতরোগ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

হুতাশনো রসঃ।—

নাগরং কর্ষমাত্রঞ্চ টঙ্গণং কর্ষকদ্বয়ং।
মরিচং সার্দ্ধকর্ষং স্যাদ্ভাবদ্দগ্ধ বরাটকম্ ॥
বিষং কর্ষচতুর্থাংশং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
রসো হুতাশনো নাম্না খাদ্যো গুঞ্জামিতো জ্বরে ॥

হুতাশন রস।

(নাগর—শুণ্ঠী। বরাটক—কপর্দ্দক, কড়ি)।

শুণ্ঠী ২ তোলা, টঙ্গণ ৪ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, এবং শোধিত বিষ ॥০ অর্দ্ধতোলা ; এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর উপশমিত হয়।

রবিসুন্দরো রসঃ।—

দ্বিভাগতালেন হতঞ্চ তাম্রং,
রসঞ্চ গন্ধঞ্চ সমীনমায়ুঃ।
বিষং সমঞ্চ দ্বিগুণঞ্চ তাম্রং,
ত্রিসপ্তবারেণ দিবাকরাংশৌ ॥
বিমর্দ্দ্য চারিষ্ট রসেন চূর্ণং,
গুঞ্জৈকদত্তং সিতয়াসমেতং।
জ্বরান্তকোঽয়ং রবিসুন্দরাখ্যো,
জ্বরান্নিহন্ত্যষ্টবিধান্ সমস্তান্ ॥

রবিসুন্দর রস।

(তাল—হরিতাল। মীন—রোহিত মৎস্য। আয়ুঃ—তাহার পিত্ত। ত্রিসপ্ত—২১। দিবাকর—সূর্য্য। অংশু—তাহার কিরণ অর্থাৎ রৌদ্র। অরিষ্ট—নিম্বপত্র।)

দ্বিগুণ হরিতাল দ্বারা মারিত তাম্র ১ তোলা, শোধিত পারা ॥০ অর্দ্ধতোলা, গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা, রোহিত মৎস্যের পিত্ত ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং বিষ ॥০ অর্দ্ধতোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য ২১ একবিংশতিবার নিমপাতার রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ১ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক

একটী বটী ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরঘ্নীবটী।—

শুদ্ধ জৈপাল টঙ্কস্তু কটুৗটঙ্কদ্বয়োন্মিতং।
গৈরিকং টঙ্কমেকঞ্চ কল্যানীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
কলায়সদৃশী কার্য্যা বটীকা তাঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
শীতলেন জলেনৈব বটী জীর্ণজ্বরাপহা॥

জ্বরঘ্নীবটী।

(জৈপাল—জয়পালবীজ। কটুী—পিপুল। টঙ্ক—৷৹ অর্দ্ধতোলা। গৈরিক—গেরীমাটী। কল্যা—হরীতকী। কলায়—মাষকলায়।)

শোধিত জয়পালবীজ ৷৹ অর্দ্ধতোলা, পিপুল ১ একতোলা, গেরীমাটী ৷৹ অর্দ্ধতোলা; এই দ্রব্যত্রয় গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ হরীতকীর রসে মর্দ্দন করিয়া কলায় সদৃশ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শীতল জল সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ বা পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।

কল্পতরুরসঃ।—

শুদ্ধং শঙ্করশুক্র মক্ষতুলিতং মারারিনারীরজ-
স্তদ্বত্তাবদুমাপতিস্ফুটগলালঙ্কারবস্তুস্মৃতম্।
তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলাতাবত্তথা টঙ্গণং।
শুণ্ঠীদ্ব্যক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পাল-সংখ্যাকম্॥
বিষাদিবস্তুনি শিলোপরিষ্টাৎ বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ।
ততস্তু খল্লে রসগন্ধকৌ চ চূর্ণঞ্চতদ্ যামযুগং বিমর্দ্দ্য॥
কল্পতরুর্নামিধেয়ো-যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ।
সমীরণ শ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঞ্জৈকা॥
আর্দ্রকেন সমমেষ ভক্ষিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরং।
শ্বাসকাস মুখশোষ শীততা বহ্নিমান্দ্য বিসূচীশ্চ নাশয়েৎ॥
নস্যে লেপে হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাং।
মোহং মহান্তমপি চ প্রলাপং ক্ষবথু গ্রহম্॥

কল্পতরুরস।

(শঙ্করশুক্র—পারদ। মারারি নারীরজঃ—গন্ধক। উমাপতিস্ফুটগলালঙ্কার—কালকুট বিষ। বিমলা—স্বর্ণমাক্ষিক। কণা—পিপ্পলী। দিক্‌পাল-সংখ্যা—৮ অষ্ট। অক্ষ—২ তোলা। সমীরণ—বায়ু। বহ্নিমান্দ্য—মন্দাগ্নিতা। ক্ষবথু—হচ্চী, হাঁচি)।

শোধিত পারদ ২ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, কালকূট (কৃষ্ণসর্পের বিষ) ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা সোহাগার খৈ ২ তোলা, শুণ্ঠী ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং মরিচ ৮ তোলা। প্রথমতঃ পারা ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া খলে দুই প্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে; এবং বিষাদি দ্রব্যগুলি শিলার উপরি চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। তদনন্তর সমস্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া জলসহ এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধকে "কল্পতরু রস" বলে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিলে বায়ুরোগ, শ্লেষ্মরোগ, বায়ু ও কফ জন্য জ্বর, শ্বাস, কাশ, মুখশোষ, শীতবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা (ওলাউঠা) নিবারিত হয়। উহা নস্যে ও প্রলেপে ব্যবহার করিলে বায়ু বা কফ কর্ত্তৃক শিরঃপীড়া, অত্যন্ত মোহ, প্রলাপ ও হাঁচির রুদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃতসঞ্জীবনী-বটী।—

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্কণং মৃতশুল্বকং।
ধুস্তূরস্য বীজানি চ হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্॥
এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়াদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েচ্চণকাকারা কর্ত্তব্যা বটিকাথ সা॥
ভক্ষণীয়োঽহিপাতব্যো রবিমূল-কষায়কঃ।
মৃতসঞ্জীবনী নাম্না সন্নিপাত-জ্বরান্তকৃৎ॥

মৃতসঞ্জীবনী বটী।

(মৃতশুল্বক—মারিত তাম্র। বিজয়া—সিদ্ধি, ভাঙ্। চণক—ছোলা বা বুট। রবিমূল—আকন্দমূল)।

বিষ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, মারিত তাম্র, ধুতুরার বীজ ও হিঙ্গুল; এই বস্তু সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধির ক্কাথে এক দিবস ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া; তাহার এক এক বটী আকন্দমূলের ক্কাথ অনুপানে সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিনেত্র-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকং।
ত্রিভিস্তুল্যৈর্গবাং ক্ষীরৈর্ম্মর্দ্দয়েদাতপে খরে॥
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু নির্গুণ্ডী-শিগ্রুজদ্রবৈঃ।
বিধায় গোলন্তং গোলমন্ধমূষাগতং পচেৎ॥
ত্রিযামং বালুকাযন্ত্রে ততঃ খল্বে বিচূর্ণয়েৎ।
অষ্টমাংশং বিষং তত্র ক্ষিপেৎ তেনাপি মর্দ্দয়েৎ॥
ত্রিনেত্রাখ্যো রসো হ্যেষ দেয়ো গুঞ্জাদ্বয়োন্মিতঃ।

পঞ্চকোল-কষায়েণ ছাগীদুগ্ধেন বা সহ ॥
রসেনানেন ভুক্তেন সন্নিপাত-জ্বরো মহান্‌।
সংক্ষয়ং ব্রজতি ক্ষিপ্রং কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥

ত্রিনেত্র রস।

(ক্ষীর—দুগ্ধ। আতপ—রৌদ্র। নির্গুণ্ডী—নিসিন্দা। শিগ্রু—সজিনা। ত্রিযাম—৩ প্রহর)।

শোধিতপারা, শোধিতগন্ধক ও মারিততাম্র ; এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক, ইহাদের সমান গাভীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর খরতর রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় নিসিন্দা ও সজিনার ক্বাথে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহাকে পিণ্ডাকৃতি করিয়া একটী অন্ধমূষার মধ্যে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনপ্রহর জ্বাল দিবে। পরে খলে পেষণ করতঃ চূর্ণ করিয়া, উহার ৮ ভাগের ১ ভাগ বিষ সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহার এক এক বটী পঞ্চকোলের ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদি-বটী।—

অমৃত-বরাটক-মরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগযোজিতৈরাচিতা।
বটিকা মুদ্গসমানা কফত্রিদোষাগ্নিমান্দ্যহরী ॥

অমৃতাদি বটী।

অমৃত (বিষ) ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ ; এই সকল একত্রিত করিয়া জলের সহিত বাটিয়া মুগের সমান বটী করিয়া সেবন করিলে কফ, ত্রিদোষ ও অগ্নিমান্দ্যতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চবক্ত্র-রসঃ।—

গন্ধেশ-টঙ্কং মরিচং বিষং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং সংমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রো রসো ভবেৎ ॥
আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ।
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদ্দোষনাশনঃ ॥

পঞ্চবক্ত্র রস।

(গন্ধ—গন্ধক। ঈশ—পারদ)।

গন্ধক, পারা, সোহাগা, মরিচ ও বিষ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ধুতুরাপাতার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সন্নিপাত জ্বরে প্রয়োগ করিলে, ঘোরতর ত্রিদোষ দুরীভূত হয়।

পর্পটী-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসেন চ।

মৃতং তাম্রলৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ ক্ষিপেৎ।
লৌহপাত্রে চ বিপচেৎ চালয়েৎ লৌহচাটুনা।
তৎক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরি সংস্থিতে॥
পশ্চাচ্চ চূর্ণয়েৎ খল্লে নির্গুণ্ড্যা ভাবয়েদ্দিনং।
জয়ন্তী ত্রিফলা কন্যা বাসা ভার্গী কটুত্রিকৈঃ॥
ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিন-সপ্তকং।
অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পটাখ্যো মহারসঃ॥
চতুর্গুঞ্জামিতং ভক্ষ্যং সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ।
পথ্যা-শুণ্ঠ্যমৃতা-ক্কাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ॥

পর্পটীরস।

(ভৃঙ্গ—ভীমরাজ। লৌহচাটু—লোহার দার্ব্বী (হাতা); কন্যা—ঘৃত কুমারী। বাসা—বাসক। ভার্গী—বামনহাটী। অগ্নি—চিতা। মুণ্ডী—মুণ্ডীরি পথ্যা—হরীতকী। অমৃতা—গুলঞ্চ)।

পারা ১ভাগ এবং গন্ধক ১ভাগ লইয়া ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া মর্দ্দন করিবে পরে পারা ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে মারিত তাম্র ও লৌহভস্ম একত্রিং করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং পাককালে ঘন ঘন লোহার হাতা দ্বার খুঁটিবে। পাকশেষ হইলে গোময় উপরি কলার পাতা রাখিয়া, তদুপরি ঐ ঔষধ ঢালিবে। এই রূপ করিলে উহা পর্পটীবৎ হইবে, তৎপরে ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার স্বরস দিয়া এক দিবস ভাবনা দিবে এবং তৎপরে জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূ ও মুণ্ডিরীর রসে ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে সেক দিয়া লইবে ইহার নাম পর্পটীরস। এই ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক-জ্বর সমূলে বিনাশ পায়। এই ঔষধের অনুপানার্থে হরিতকী শুঁঠী ও গুলঞ্চের ক্কাথ সেবন করিবে।

বাতপিত্তান্তক-রসঃ।—

মৃতসূতাভ্রমুস্তার্ক তীক্ষ্ণমাক্ষিক তালকং।
গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ॥
ধাত্রী শতাবরীদ্রাবৈঃ দ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ।
দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিতক্ষৌদ্রযুতা বটী॥
মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ং।
দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ॥
সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিক্কাথ-সিতাযুতম্॥

বাতপিত্তান্তক রস।

(অর্ক—তাম্র। তীক্ষ্ণ—লৌহ। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। তালক—হরিতাল। যষ্টি—যষ্টিমধু। ক্ষীরবিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ড। সিতা—শর্করা)।

পারদভস্ম, অভ্র, মুথা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল এবং গন্ধক; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী এবং সাদা ভুঁইকুমুড়া; এই সকলের প্রত্যেকের রসে এক দিবস করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতপৈত্তিক জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনির সহিত দুগ্ধ অথবা যষ্টিমধুর ক্বাথ চিনির সহিত পান করিবে।

বিশ্বেশ্বর-রসঃ।—

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণঞ্চ তালং গন্ধঞ্চ কট্‌ফলং।
মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকং॥
ধান্যকং মর্দ্দয়েত্তুল্যং পর্পটোত্থ-দ্রবৈর্দ্দিনং।
মর্দ্দ্যং মাষং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফপিত্ত-মদাত্যয়ে॥
রসো বিশ্বেশ্বরো নাম প্রোক্তো নাগার্জ্জুনেন চ।
কাকমাচীরসং চানু সৈন্ধবেন যুতং পিবেৎ॥

বিশ্বেশ্বর রস।

(অর্ক—তাম্র। তীক্ষ্ণ—লৌহ। মেষশৃঙ্গী—মেঢ়াশৃঙ্গীর গাছ। ভার্গী—বামনহাটী। পথ্যা—হরীতকী। বালক—পাথরকুচি বা বালা। ক্ষৌদ্র—মধু)।

পারদভস্ম, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুণ্ঠী, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনিয়া; এই সমস্ত দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এক দিবস ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রসে ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক বটী মধুর সহিত সেবন করিলে, অথবা কাকমাচীর রস এবং সৈন্ধবের সহিত পান করিলে কফ, পিত্ত ও মদাত্যয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। বিখ্যাত নাগার্জ্জুন মুনি কর্ত্তৃক এই ঔষধ উক্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরভৈরব-রসঃ।—

বিষটঙ্ক বলি ম্লেচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্বহু।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥
বল্যো ব্যোষেণ চার্দ্রস্য রসেন সিতয়াথবা।
দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা॥

হন্তিশূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভুঞ্জীত রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি॥

ত্রিপুরভৈরব রস।

১ ভাগ বিষ, ২ ভাগ সোহাগার খৈ, ৩ ভাগ গন্ধক, ৪ ভাগ ম্লেচ্ছ (তাম্র) এবং ৫ ভাগ দন্তীবীজ; এই সমুদায় দ্রব্য এক প্রহর পর্য্যন্ত দন্তীর স্বরসে মর্দ্দন করিবে। ইহা আদার রস, ইক্ষুচিনি, শুঁঠ, পিপুল বা মরিচ সহ সেবন করিলে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, শোথ, শূল, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, অর্শঃ এবং ক্রিমিরোগ সমূহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তক্র সহ অন্ন পথ্য করিবে।

নবজ্বর-রিপুঃ।—

তাম্র পত্রচয়ং প্রতাপ্য বহুশো নির্ব্বাপ্য পঞ্চামৃতে,
গোমূত্রেঽগ্নিজলে বলিদ্বিগুণিতং ম্লেচ্ছেন পিষ্টেন চ।
লিপ্ত্বা সপ্তমৃদংশুকৈরথপুনঃ সামুদ্র-যামং পচেৎ,
যন্ত্রে লাবণিকে নবজ্বর-রিপুঃ স্যাদ্‌গুঞ্জয়া সম্মিতঃ॥

নবজ্বর রিপু।

(পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, চিনি ও মধু; এই পঞ্চবস্তু মিশ্রিত পদার্থ। ম্লেচ্ছ—তাম্র। মৃৎ-অংশুক—মৃণ্ময়বস্ত্র। অগ্নিজল—চিতার ক্বাথ)।

তাম্রপাত্রকে পোড়াইয়া বহুবার পঞ্চামৃত, গোমূত্র ও চিতার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে উক্ত তাম্রচূর্ণ ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র করিয়া মৃত্তিকা-সংলিপ্ত বস্ত্র দ্বারা লিপ্ত একটী মুষার মধ্যে রাখিয়া এক প্রহর লবণ-যন্ত্রে পাক করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর বিনষ্ট হয়।

শীতারি-রসঃ।—

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং টঙ্কণঞ্চ সমং সমং।
পারদাদ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতং॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্‌ভস্ম শর্করাপি চ।
প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনং॥
দ্বিগুঞ্জা তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥

শীতারিরস।

(চিঞ্চা—তিন্তিড়ী। শর্করা—বিষ। সূতক—পারা)।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, সৈন্ধব, মরিচ, তিন্তিড়ি ত্বগ্ ভস্ম এবং বিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং পারদের দ্বিগুণ তুষ বর্জ্জিত জয়পাল গ্রহণপূর্ব্বক

সমুদায় দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া এক দিবস জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম-জ্বর ও শীতজন্য জ্বর বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণিঃ।—

রসবিষগন্ধক টঙ্গণ তাম্র যবক্ষারকং ব্যোষং।
তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রৈঃ শতং বারান্॥
সংমর্দ্দ্য রক্তিমিত-বটিকা কার্য্যা ভিষগ্‌ভিঃপ্রাজ্ঞৈঃ।
শুণ্ঠীপিষ্টেন সমমেকাং দ্বে বাথবা তিস্রঃ সংপ্রাশ্য॥
নারিকেলজল মনুপেয়ং সেবয়েৎ,
সৈন্ধবং জীরং তক্রপথ্যং প্রয়োক্তব্যং।
প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণজ্বরং বিবিধঞ্চ॥
প্লীহানং চাধ্মানকং কাসং শ্বাসং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ।
চিন্তামণিরসোঽয়ং কিল স্বয়ং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ॥

চিন্তামণি।

পারা, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, যবক্ষার (সোরা), শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একশতবার মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ১।২ বা ৩ বটী রোগীকে শুণ্ঠীচূর্ন সহ সেবন করাইয়া নারিকেলের জল অনুপান দিবে। এবং সৈন্ধব লবণ, কৃষ্ণজীরা ও তক্র পথ্যস্বরূপ প্রদান করিবে। এই ঔষধ দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর, বিবিধপ্রকার জীর্ণজ্বর, প্লীহা, উদরাধ্মান, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। স্বয়ং ভৈরবদেব (মহাদেব) এই ঔষধ সৃজন করিয়াছেন।

শীতভঞ্জী রসঃ।—

রসহিঙ্গুলগন্ধঞ্চ জৈপালং মর্দ্দিতং ত্রিভিঃ।
দন্তিকাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ॥
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্যামমাত্রকং।
আর্দ্রক-স্বরসেনাপি দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ং॥
শর্করা দধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুমুদ্গারসৌ হিতৌ॥
শীতভঞ্জীরসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

শীতভঞ্জীরস।

পারা, হিঙ্গুল, গন্ধক ও জয়পাল; সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ৩ বার দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার

এক একটী বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিলে মহা ঘোরতর নবজ্বর একপ্রহর মধ্যেই আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনি, দধি, ভক্ত (অন্ন), শীতলজল, ইক্ষু ও মুগের যূষ পথ্য প্রদান করিবে। এই ঔষধ সকল প্রকার জ্বর বিনাশ করে।

মেঘনাদ-রসঃ।—

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যন্তু গন্ধকং।
রসেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধ্বা পুটে পচেৎ॥
সংচূর্ণ্য পর্ণরসেন দাতব্যো বিষমাপহা।
অত্র মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতং॥
পঞ্চামৃতপলৈকৈকমনুপানং প্রযোজয়েৎ॥

মেঘনাদরস।

(আর—পিত্তল। মেঘনাদ—তণ্ডুলীয়শাক (চাঁপানটে)। পর্ণ—পান)।

পিত্তল ১ তোলা, কাঁসা ১ তোলা, তামা ১ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা, এই দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া নটেশাকের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। অনন্তর উক্ত ঔষধ চূর্ণ করতঃ ২ রত্তি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ বা ৮ তোলা পঞ্চামৃতের সহিত অন্ন পথ্য করিবে।

অমৃতমঞ্জরী।—

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্গং পিপ্পলী বিষমেবচ।
জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীরাদ্ভির্বিমর্দ্দিতং॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি প্রদেয়ং সান্নিপাতিকে।
কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও জয়িত্রী; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী রোগীকে সেবন করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণি রসঃ।—

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্তু তৎসমং।
দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্নিঞ্চ ব্যোষচূর্ণন্তু তৎসমং॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতং।
অম্লানুপানেন বটীং জ্বরে দেয়াং প্রযত্নতঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং খাদেৎ সদ্যোজ্বরং ব্যপোহতি।

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থক-বিপর্য্যয়ং।
অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাতিদুস্তরং॥
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ আধ্মানেঽনিল-সম্ভবে।
অতিসারে ছর্দ্দিতে চ অরোচক-নিপীড়িতে॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরং ব্যপোহতি॥

চিন্তামণিরস।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ ও ধুতুরা (ধুর্ত্ত) বীজ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ এবং তাম্র, চিতা, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে ২ দুইভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া জম্বীরের মজ্জা এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে সদ্যোজ্বর, বাতজজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, চাতুর্থক প্রভৃতি সাধ্যাসাধ্য সকল প্রকার অতি দুস্তর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বায়ুজন্য আধ্মান, অতীসার, ছর্দ্দি ও অরোচক নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

কুলবধূঃ।—

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং মৃতং নাগং মনঃশিলা।
তুত্থকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
দ্রবৈরুত্তরবারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণং॥
এষা কুলবধূর্নাম জলে ঘৃষ্ট্বা প্রযোজয়েৎ॥

কুলবধূ।

(শুদ্ধসূত—শোধিতপারদ। নাগ—সীস। তুত্থক—তুঁতে। উত্তরবারুণী—গোরক্ষচাকুলে)।

বিশুদ্ধ পারদ, মারিত তাম্র, সীসা, মনঃশিলা ও তুঁতে; এই সকল দ্রব্য তুল্যভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোরক্ষচাকুলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চণক মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী জলে ঘর্ষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ভয়ানক সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়।

নস্যভৈরবঃ।—

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণাগ্নিং টঙ্কণং খর্পরং সমং।

সব্যোষমর্কদুগ্ধেন দিনঞ্চ মর্দ্দয়েদ্দিনং ॥
অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরং ॥

নস্যভৈরব।

(মৃতসূত—রসসিন্দূর। অর্ক—তাম্র। তীক্ষ্ণ—লৌহ। অগ্নি—চিতা। টঙ্কণ—সোহাগার খৈ। ব্যোষ—ত্রিকটু। অর্কক্ষীর—আকন্দের আঠা)।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার খৈ, খর্পর এবং ত্রিকটু : এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আকন্দের দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ আকন্দের ক্ষীরের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়।

বিদ্যাবল্লভ-রসঃ।—

রসো ম্লেচ্ছ শিলা তালাশ্চন্দ্রদ্ব্যগ্ন্যর্কভাগিকাঃ।
পিষ্ট্বা তান্ সুষবী তোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ ॥
ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকা-মধ্যগং পচেৎ।
স্ফুটন্ত্যো ব্রীহয়ো যাবত্তৎশিরঃস্থাঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥
সঞ্চূর্ণ্য শর্করা যুক্তং দ্বিবল্লং সংপ্রযোজয়েৎ।
নাশয়েৎ বিষমাখ্যঞ্চ তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বিদ্যাবল্লভরস।

(রস—পারা। ম্লেচ্ছ—তামা। শিলা—মনঃশিলা। তাল—হরিতাল। চন্দ্র—১ ভাগ। অগ্নি—৩ ভাগ। অর্ক—১২ ভাগ। সুষবী—করেলা উচ্ছে। বল্ল—৬ রতি। শরাব—শরা)।

১ ভাগ পারা, ২ ভাগ তাম্র, ৩ ভাগ মনছাল এবং ১২ ভাগ হরিতাল একত্রিত করিয়া করেলা উচ্ছের পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া একটি তাম্রপাত্রে পুরিবে; অনন্তর বালুকাপূর্ণ মৃণ্ময় শরাবে রাখিয়া পাক করিতে থাকিবে; এবং পাক সমাপ্তি জানিবার জন্য সেই শরাবোপরি কতকগুলি ধান্য রাখিয়া দিবে। যখন দেখিবে যন্ত্রস্থ ধান্য ফুটিতে লাগিবে, তখন পাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া নামাইবে, এবং শীতল হইলে চূর্ণ করতঃ ৬ রতি পরিমাণে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তৈল ও অম্ল দ্রব্যাদি ভোজন নিষেধ জানিবে।

বিষমজ্বরাঙ্কুশ-লৌহঃ।—

রসে যুক্তং দুগ্ধভক্তং সনীরং তক্র ভক্তকং।
অজাদুগ্ধং কেবলং বা ঘৃতং বা সাধিতং হিতং ॥
রক্তচন্দনহ্রীবের পাঠোশীর কণাশিবা।
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতং ॥

লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
মিলিত-সমস্ত-চূর্ণসমং লৌহং ॥

বিষমজ্বরাঙ্কুশ লৌহ।

(অজা—ছাগী। হ্রীবের—বালা। পাঠা—আকন্দীলতা। উশীর—বেণার-মূল। শিবা—হরীতকী। নাগর—শুণ্ঠী। উৎপল—শুঁদিনাল। ধাত্রী—আমলকী। ত্রিমদ—মুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ)।

রক্তচন্দন, বালা, পাঠা, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুণ্ঠী, উৎপল, আমলকী, মুথা, চিতা এবং বিড়ঙ্গ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে দুগ্ধ অন্ন, সজল তক্র অন্ন কিম্বা কেবলমাত্র ছাগদুগ্ধ অথবা পাক করা ঘৃত অতীব হিতজনক।

বৃহচ্চূড়ামণি রসঃ।—

কস্তূরিকা বিদ্রুম রৌপ্য লৌহং,
তালং হিরণ্যং রসসিন্দূরঞ্চ।
সুবর্ণসিন্দূরনবঙ্গমৌক্তিকং,
চোচং ঘনং মাক্ষিক রাজপট্টং ॥
গোক্ষুর জাতীফল জাতীকোষং,
মরিচ কর্পূর শিখিগ্রীবঞ্চ।
প্রগৃহ্য সর্ব্বং হি সমং প্রযত্না-
দথাশ্বগন্ধা দ্বিগুণং হি বৈদ্যঃ ॥
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং মুনিসংখ্যয়া।
নির্গুণ্ডী-ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ ॥
তদ্বীর্য্যং কথয়িষ্যামি বাতিকং পৈত্তিকং জ্বরং।
কফোদ্ভবং দ্বিদোষোত্থং ত্রিদোষজনিতন্তথা ॥
সততং সন্ততং হন্তি তৃতীয়কচাতুর্থকৌ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ বিষমং ভূতসম্ভবং ॥
নাশয়েদচিরাদেব বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিভাষিতঃ ॥

বৃহচ্চূড়ামণিরস।

(কস্তূরিকা—মৃগনাভি। বিদ্রুম—প্রবাল। তাল—হরিতাল। হিরণ্য—স্বর্ণ। চোচ—দারুচিনি। স্বর্ণসিন্দূর—মকরধ্বজ। ঘন—মুথা। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। রাজপট্ট—বিরাটদেশীয় হীরক। শিখিগ্রীব—তুঁতে। কি-

শুণ্ডী—নিসিন্দা। ফঞ্জিকা—বামনহাটী। রবিমূল—আকন্দের মূল। ত্রিকণ্টক—গোক্ষুর। ইন্দ্রাশনি—ইন্দ্রদেবের বজ্র। শিব—মহাদেব। মুনিসংখ্যা—৭ বার)।

কস্তুরী, প্রবাল, রূপা, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী, মুথা, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, গোক্ষুর, মরিচ, কর্পূর এবং তুঁতে; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে এক একভাগ; আর অশ্বগন্ধা ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, বামনহাটী, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে ৭সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া সূর্য্যাতপে শুখাইয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক এক বটী সেবন করিলে বাতিক জ্বর, পৈত্তিক জ্বর, শ্লৈষ্মিক জ্বর, বাতপৈত্তিক জ্বর, বাতশ্লেষ্ম-জ্বর, পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, সতত জ্বর, সন্তত জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ঐকাহিক জ্বর, বিষম জ্বর, ভূতোত্থ-জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। যেমন ইন্দ্রদেবের বজ্র সমস্ত বৃক্ষকে বিনাশ করে, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগ সমূহকে নষ্ট করে। এই বৃহচ্চূড়ামণি-রস স্বয়ং শিব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ।—

সুবর্ণসিন্দূরং স্বর্ণং লৌহং তারং মৃগাঙ্কজং।
জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকং॥
কর্পূরং গগনঞ্চৈব চোচং মূষলতালকং।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু ভুরঙ্গঞ্চ দ্বিকার্ষিকং॥
বিদ্রুমং ভস্মসূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা।
রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সঞ্চূর্ণ্য যত্নতঃ॥
খল্বে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ।
নির্গুণ্ডী ফঞ্জিকা বাসা রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিরস।

(সুবর্ণসিন্দূর—স্বর্ণসিন্দূর। তার—রৌপ্য। মৃগাঙ্কজ—কস্তূরী। ত্রিকণ্টক—গোক্ষুর। গগন—অভ্র। চোচ—দারুচিনি। মূষল—তালমূলী। তালক—হরিতাল। কর্ষ—২ তোলা। ভুরঙ্গ—গন্ধক। বিদ্রুম—প্রবাল। ভস্মসূত—রসসিন্দূর। মৌক্তিক—মুক্তা। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। রাজপট্ট—কান্তপাষাণ (হীরক)। শিখিগ্রীব—তুঁতিয়া। নির্গুণ্ডী—নিসিন্দা। ফঞ্জিকা—ব্রহ্মযষ্টি (বামনহাটী)। রবি—আকন্দ)।

স্বর্ণসিন্দূর, সোণা, লৌহ, রৌপ্য, মৃগনাভি, জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী, হরিতাল; এই সমস্ত দ্রব্য

প্রত্যেকে ২ তোলা এবং গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক ও তুঁতে; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা; এই দ্রব্যগুলি সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, বামনহাটী, বাসক, আকন্দমূল এবং গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী সেবন করিলে সাধ্য, অসাধ্য, যাপ্যাদি অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়।

ভানুচূড়ামণিঃ।—

সুবর্ণং রসসিন্দূরং প্রবালং বঙ্গমেব চ।
লৌহং তাম্রং তেজপত্রং যমানী বিশ্বভেষজং॥
সৈন্ধবং মরিচং কুষ্ঠং খদিরং দ্বিহরিদ্রকং।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা রক্তিদ্বয়প্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥
ভানুচূড়ামণি।

(যমানী—জৈন। কুষ্ঠ—কুড়। দ্বিহরিদ্রক—হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক)।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপত্র, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ জল সহ বাটিয়া ২ দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ, তাহার এক একটী বড়ী প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

চূড়ামণি-রসঃ।—

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকং।
শুল্বং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ॥
জলেন পৃষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ।
ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবং॥
কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতন্তথা।
কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবং॥
শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলং গলগ্রহং।
বাতপিত্তসমুদ্ভূতাং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাং॥
আমবাতকটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাং।
অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিকঞ্চযৎ॥

তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।
চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

চূড়ামণিরস।

(তার-রৌপ্য। শুল্ব-তাম্র। তীক্ষ্ণ-লৌহ। বল্ল-২ রতি)।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ এবং অভ্র; এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক জল সহ বাটিয়া ২ দুই রতি প্রমাণে বটী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে ধাতুস্থ জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, কামজজ্বর, শোকসম্ভূত জ্বর, কাস, শ্বাস, নানাবিধ শূল, অঙ্গবেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্ত সমুদ্ভূত ও ত্রৈদোষিক গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, অর্শঃ, কামলা, প্রমেহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়। যেমন কমলাপতি বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সমস্ত অসুরকে বিনষ্ট করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ মহাদেব কর্ত্তৃক সমস্ত রোগ বিনাশার্থে এই চূড়ামণিরস কথিত হইয়াছে।

ত্রিদোষহারী-রসঃ।—

রসবলি শিলালতাপ্য তুত্থোদধি-
মলটঙ্ক নিকুম্ভজামৃতাখ্যম্।
বিলুলিতমিহ পিত্ততস্ত্রিধা স্যাৎ,
রুধিরগতঃ শিরসি ত্রিদোষহারী॥

ত্রিদোষহারী রস।

(রস—পারা। বলি—গন্ধক। আল—হরিতাল। শিলা—মনঃশিলা। তাপ্য—স্বর্ণমাক্ষিক। তুথ—তুঁতে। উদধিমল—সমুদ্রফেণ। টঙ্ক—সোহাগার খৈ। নিকুম্ভজা—আতইচ। অমৃতা—গুলঞ্চ। রুধির—শোণিত।)

পারদ, গন্ধক, মনছাল, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, সমুদ্রের ফেণা, সোহাগার খৈ, আতইচ ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চপিত্ত দ্বারা (শূকর, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূর; এই পাঁচপ্রকার জন্তুর পিত্ত দ্বারা) তিনবার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তগত মস্তকস্থ ত্রিদোষ বিনষ্ট হয়।

অঞ্জনভৈরবঃ।—

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকং।
সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্বুবারিণা চ সুপেষিতং॥
নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুদ্ধতং॥

অঞ্জনভৈরব।

(সূত—পারদ। তীক্ষ্ণ—লৌহ। কণা—পিপ্পলী। গন্ধ—গন্ধক। জম্বু-

পারদ, লৌহ, পিপ্পলী ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং জয়পালবীজ সকল দ্রব্যের ত্রিগুণ লইয়া, একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রবসংযুক্ত সকলপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

জয়মঙ্গল-রসঃ।—

ভস্মসূতাভ্রকং তারং মুণ্ডতীক্ষ্ণারমাক্ষিকং।
বহ্নিটঙ্গণ সব্যোষং সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনং॥
পাঠা নির্গুণ্ডিকা যষ্টি বিল্বমূল-কষায়কৈঃ।
ততো মূষাগতং রুদ্ধ্বা বিপচেৎ ভূধরে পুটে॥
মাষৈকং দশমূলস্য কষায়েণ প্রযোজয়েৎ।
অঞ্জনেনাথবা নস্যে সন্নিপাতং জয়েদ্ধ্রুবং॥

জয়মঙ্গল রস।

(ভস্মসূত—রসসিন্দূর। তার—রৌপ্য। মুণ্ডতীক্ষ্ণ—মুণ্ডলৌহ। আর—পিত্তল। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। বহ্নি—চিতা। ব্যোষ—ত্রিকটু। পাঠা—আকনাদি।)

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা ও ত্রিকটু; এই দ্রব্য সকল সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আকনাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বিল্বমূলের ক্বাথে এক দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষামধ্যে পূরিয়া ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে দশমূলের ক্বাথের সহিত অঞ্জন বা নস্য দিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভদ্র-রসঃ।—

বিশুদ্ধং গগনং গ্রাহ্যং দ্বিকর্ষং শুদ্ধগন্ধকং।
তোলকং তোলকার্দ্ধঞ্চ হিঙ্গুলোত্থরসস্তথা॥
কর্পূরং কেশরং মাংসী তেজপত্রং লবঙ্গকং।
জাতীকোষফলঞ্চৈব সূক্ষ্মৈলা করিপিপ্পলী॥
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ ধাতকী চোচ মুস্তকং।
হরীতকী মরিচঞ্চ শৃঙ্গবের বিভীতকং॥
পিপ্পল্যামলকঞ্চৈব শাণভাগং বিচূর্ণিতং।
সর্ব্বমেকীকৃতং পিষ্ট্বা বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাং॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন মধুনা সিতয়াপি চ।
রোগং জ্ঞাত্বানুপানঞ্চ প্রাতঃ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
হন্তি-মন্দানলান্ সর্ব্বানামদোষং বিসূচিকাং।

পিত্তশ্লেষ্মভবং রোগং বাতশ্লেষ্মভবন্তথা ॥
আনাহং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং বমিং।
অম্লপিত্তং শীতপিত্তং রক্তপিত্তং বিশেষতঃ ॥
চিরজ্বরং পিত্তভবং ধাতুস্থং বিষমজ্বরং।
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং কামলাং পাণ্ডুমেবচ ॥
সর্ব্বলোকহিতার্থায় শিবেন ভাষিতঃ পুরা।
সর্ব্বতোভদ্রনামায়ং রসঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥

সর্ব্বতোভদ্র রস।

(গগণ—অভ্র। তোলক—তোলা। কেশর—নাগকেশর। মাংসী—জটামাংসী। সূক্ষ্মৈলা—ছোটএলাচি। করিপিপ্পলী—গজপিপুল। কুষ্ঠ—কুড়। ধাতকী—ধাঁইফুল। চোচ—গুড়ত্বক্। মুস্তক—নাগরমুথা। শৃঙ্গবের—শুণ্ঠী। বিভীতক—বহেড়া। আমলক—আমলকী। শাণ—অর্দ্ধতোলা। সিতা—শর্করা। মহেশ্বর—মহাদেব, শিব।)

অভ্র ৪ চারিতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতিফল, জয়িত্রী, ছোটএলাচি, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইফুল, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুণ্ঠী, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া জলসহ বাটিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ পান, মধু ও শর্করা সহ অথবা প্রাতঃকালে রোগানুসারে অনুপানবিশেষে সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিসূচিকা, পিত্তশ্লেষ্মজন্য ও বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংগ্রহগ্রহণী, বমি, অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত, রক্তপিত্ত, জীর্ণজ্বর পৈত্তিকজ্বর, ধাতুগতজ্বর, বিষমজ্বর, পঞ্চবিধ কাস (বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজন্য ও ধাতুক্ষয় নিমিত্তক; এই পঞ্চবিধ কাস), কামলা এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। জগতের সমস্ত লোকের হিতার্থে মহাদেব কর্ত্তৃক এই ঔষধটী কথিত হইয়াছে। এই সর্ব্বতোভদ্র রস রোগ বিনাশে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদৃশ বলিয়া জানিবে।

চিন্তামণি রসঃ।—

রসং গন্ধং বিষং শুল্বং মৃতমভ্রং ফলত্রিকং।
ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ ॥
দ্রোণপুষ্পী রসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদ্বস্ত্রগালিতং।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ অজীর্ণে শস্যতে সদা ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলহরঃ পরঃ।

চিন্তামণি রস।

(শুল্ব—তাম্র। ফলত্রিক—ত্রিফলা। ত্র্যূষণ—ত্রিকটু। দ্রোণপুষ্পী—ঘল্‌ঘসে বা হল্‌কসা। আর্দ্রকবারি—আদার রস।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, অভ্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং দন্তীবীজ; এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দ্রোণপুষ্পের রসে ভাবনা দিবে। তদনন্তর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্ম পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইহা আদার রসের সহিত ১ এক রতি বা ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ, অষ্টবিধ জ্বর (বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর, পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর ও আগন্তুকজ্বর; এই অষ্টবিধ জ্বর) এবং সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্চিন্তামণি-রসঃ।—

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকং।
হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমং॥
মুক্তা মাক্ষিক কাশীশং শিলা চ টঙ্গকং সমং।
কর্পূরঞ্চ সমং দত্ত্বা ভাবনা সপ্তসপ্তকং॥
ভার্গী বাসা চ নির্গুণ্ডী নাগবল্লী জয়ন্তিকা।
কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা॥
আর্দ্রকঞ্চ ততো দদ্যাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকং।
চিন্তামণি রসো নাম সর্ব্বজ্বর-বিনাশনঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগং হলীমকং।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

বৃহচ্চিন্তামণি রস।

(রস—পারা। তার—রৌপ্য। হিরণ্যক—সোণা। বিদ্রুম—প্রবাল। মাক্ষিক—স্বর্ণমাক্ষিক। কাশীশ—ধাতুকাশীশ (হিরাকসবিশেষ)। ভার্গী—বামনহাটী। নির্গুণ্ডী—নিসিন্দা। নাগবল্লী—তাম্বুল। আর্দ্রক—আদা। জয়ন্তিকা—জয়ন্তী। কারবেল্ল—করেলা উচ্ছে। শক্রাশন—বিজয়া, সিদ্ধি, সম্বিদা বা ভাঙ্‌।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাংস্য, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, ধাতুকাশীশ, মনঃশিলা, সোহাগা ও কর্পূর; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, করলা, সিদ্ধি, পটোল, পুনর্নবা ও আদা; এই সকল দ্রব্যের স্বরসে ৭ সাত

বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ দুইরত্তি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম বৃহচ্চিন্তামণি রস। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, ধাতুগতজ্বর, বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, হলীমক, শোথ, প্লীহা, অগ্রমাস এবং যকৃৎ প্রভৃতি রোগসকল বিনষ্ট হয়।

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো-রসঃ।—

রসেন গন্ধং ত্রিগুণং কৃশানু-
রসৈ র্বিমর্দ্দ্যাথ দিনানি ঘর্ম্মৈঃ।
রসাষ্টভাগং ত্বমৃতঞ্চ দত্ত্বা,
বিমর্দ্দয়েদ্বহ্নিজলেন কিঞ্চিৎ॥
পিত্তৈস্তু সম্ভাবিত এষ দেয়-
স্ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ॥

ত্রিদোষনীহারসূর্য্য রস।

(কৃশানু—চিতা। ঘর্ম্ম—রৌদ্র। অমৃত—মিঠাবিষ। বহ্নি—চিতা। পিত্ত—মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ; এই পঞ্চপ্রকার জন্তুর পিত্ত। নীহার—হিম।)

১ একভাগ পারা এবং ৩ তিনভাগ গন্ধক একত্রিত করিয়া কিয়দ্দিবস চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ৮ আটভাগ মিঠাবিষ মিলিত করিয়া চিতার রসে কিঞ্চিৎ মর্দ্দনপূর্ব্বক, মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ এবং মহিষ; এই পঞ্চ জন্তুর পিত্তে পাঁচবার ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বড়ী আদার রসের সহিত সেবন করিবে। যেমন সূর্য্যদেব নীহারসমূহ বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই ঔষধ ত্রিদোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

মোহান্ধসূর্য্যো-রসঃ।—

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভির্মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকং।
তস্যোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎপ্রতিবোধকং॥
মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকং॥

মোহান্ধসূর্য্য রস।

(গন্ধ—গন্ধক। ঈশ—পারা। লশুন—রসুন। অম্ভঃ—তাহার রস। যাম—প্রহর।)

গন্ধক এবং পারদ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক, রসুনের রস দ্বারা ১ এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ রসুনের রসের সহিত প্রয়োগ করিলে রোগীর চৈতন্য এবং মরিচচূর্ণ সহযোগে নস্য দিলে

উন্মত্ত-রসঃ।—

রসগন্ধক তুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈদ্র্ববৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যাংশং ত্রিকটুং ক্ষিপেৎ॥
উন্মত্তরসো নামকঃ নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ॥

উন্মত্ত রস।

পারা এবং গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একদিন পর্য্যন্ত ধুতুরা ফলের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে সমান পরিমাণে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, নস্যে প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চাতুর্থকান্তকো-রসঃ।—

শিলাতুত্থং হরিতালং গন্ধকঞ্চ শঙ্খচূর্ণং।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুমারীরসভাবিতম্॥
শরাব-সংপুটে কৃত্বা পশ্চাদ্গজপুটে পচেৎ।
কুমারী স্বরসেনৈব বল্লমাত্রা বটী কৃতা॥
দত্ত্বা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ।
মরিচ ঘৃতযোগেন তক্রং পীত্বা চরেদ্বটীম্॥
এতয়া ছর্দ্দিঃ সম্ভূয় জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি॥

চাতুর্থকান্তক রস।

(শিলা—মনঃশিলা। তুত্থ—তুঁতে। কুমারী—ঘৃতকুমারী। শরাব—শরা। বল্লমাত্রা—৩ রতি। তক্র—ঘোল। ছর্দ্দি—বমন।)

মনঃশিলা, তুঁতে, হরিতাল, গন্ধক এবং শঙ্খচূর্ণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুট দ্বারা পাককরত, পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক, ৩ রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর ও শীতজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা তক্রপানপূর্ব্বক মরিচচূর্ণ ও ঘৃত সহযোগে এক বটিকা সেবন করিলে রোগীর বমন হইয়া শীঘ্রই জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

বমন-প্রয়োগঃ।

কুমারীমূলকর্ষৈকং পিবেৎ কোষ্ণজলেন হি।
জ্বরং হন্তি বিষমন্তু বমনেন চিরন্তনম্॥

বমন প্রয়োগ।

ঘৃতকুমারীর মূল ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ জল সহযোগে সেবন করিলে, রোগীর বমন হইয়া চিরকালীন বিষমজ্বরও বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারি-রসঃ।—

রসেন গন্ধং শঙ্খঞ্চ শিখিগ্রীবঞ্চ পাদিকম্।

গোজিহ্বয়া জয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলীয়ৈশ্চ ভাবয়েৎ ॥
প্রত্যেকং সপ্তসপ্তধা শুষ্কং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
জরণেন ঘৃতেনাদ্যাৎ ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে ॥

ত্র্যাহিকারি রস।

(রস—পারা। গন্ধ—গন্ধক। শঙ্খ—শাঁখ। শিখিগ্রীব—তুঁতে। পাদিক—চতুর্থাংশ। গোজিহ্বা—গোজিয়ালতা। তণ্ডুলীয়—নটেশাক। জরণ—জীরা।)

পারা, গন্ধক এবং শঙ্খচূর্ণ; এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে ২ তোলা এবং তুঁতে ৷৹ অর্দ্ধতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া গোজিয়াশাক, নটেশাক এবং জয়ন্তী-শাক; এই দ্রব্যত্রয়ের স্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ জীরা চূর্ণ ও গব্যঘৃত সহযোগে প্রতি দিবস ৪ চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে অতি সত্বর ত্র্যাহিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন-রসঃ।—

রসকং তালকং তুত্থং টঙ্গণং রসগন্ধকম্।
তুল্যাংশং সুষবীতোয়ৈর্মর্দ্দয়েদযামযুগ্মকম্ ॥
কৃত্বা গোলং তাম্রপাত্রে নাধোবক্ত্রেন রোধয়েৎ।
স্থালীং মৃৎকর্পটে লিপ্ত্বা পচেৎ চুল্ল্যাং দিনং ততঃ ॥
তচ্ছীতং তাম্রভস্মাপি গৃহ্নীয়াৎ সুরসাজলৈঃ।
যামং মর্দ্দ্যং ততো বল্লং তুলসীমরিচৈর্যুতম্ ॥
হন্তি সর্ব্বং জ্বরং ঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্।
ধাত্রীকল্কেন বা যুক্তং দাহাখ্যং বিষমং জয়েৎ ॥
পথ্যং ক্ষীরৌদনং দদ্যাৎ মুদ্গাযূষং সশর্করম্।
ধাতুস্থে চ জ্বরে দেয়ং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্ ॥
অয়ং পঞ্চাননো নাম বিষমজ্বর নাশনঃ ॥

পঞ্চানন রস।

(রসক—খর্পর। তালক—হরিতাল। টঙ্গণ—সোহাগা। সুষবী—করলা-উচ্ছে। যামযুগ্ম—২ প্রহর। অধোবক্ত্র—নিম্নমুখ। মৃৎ—মাটি। কর্পট—ছিন্নবস্ত্র। স্থালী—হাঁড়ী। চুল্লী—উনন। সুরসা—তুলসী। ধাত্রী—আমলকী। কল্ক—আর্দ্র বস্তু জল সহ পেষণ করিয়া লইলে কল্ক বলা যায়। ক্ষীর—দুগ্ধ। শর্করা—চিনি। ক্ষৌদ্র—মধু। পঞ্চানন—মহাদেব।)

খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খৈ, পারা এবং গন্ধক; এই দ্রব্য সমুদায় তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ২ দুই প্রহর পর্য্যন্ত করলার স্বরসে মর্দ্দন করিয়া, পিণ্ডাকৃতি করতঃ একটী হাঁড়ির ভিতরে রাখিবে। এবং একটী তাম্র-

পাত্র দ্বারা সেই হাঁড়িটী ঢাকিবে। তদনন্তর হাঁড়িটী মৃন্ময় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপিয়া চুল্লীর উপরি রাখিয়া অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিয়া একদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ সকল এবং কিঞ্চিৎ তাম্রভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রহর পর্য্যন্ত তুলসীপত্রের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ৩ তিনরতি পরিমাণে মরিচচূর্ণ ও তুলসীপত্রের রস সহযোগে সেবন করিলে সকলপ্রকার ঘোরতর বিষমজ্বর ও সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। আমলকীর কল্ক সহযোগে সেবন করিলে দাহসংযুক্ত বিষমজ্বর নিবারিত হয়। এবং পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে ধাতুগতজ্বর দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন অথবা চিনির সহিত মুগের দাইলের যূষ পথ্য করিবে। ইহার নাম পঞ্চানন রস। ইহা সর্ব্বজ্বর বিনাশক।

বিশ্বেশ্বর-রসঃ।—

দরদং গন্ধকং সূতং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্দ্রবৈঃ।
অশ্বত্থজৈস্ত্র্যহং পশ্চাদ্দ্রবৈঃ কানকমূলজৈঃ॥
নিদিগ্ধিকা রসৈঃ কাকমাচিকায়াঃ রসৈঃ পুনঃ।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ॥

বিশ্বেশ্বর রস।

(দরদ—হিঙ্গুল। সূত—পারা। কানক—ধুতুরা। নিদিগ্ধিকা—বৃহতী।)

হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারা; এই তিনটী দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্রিত করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের ছালের রসে, ধুতুরার মূলের রসে, বৃহতীর রসে এবং কাকমাচীর রসে ক্রমাগত ৩ তিনদিবস মর্দ্দন করিবে। রোগীর রোগের অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক এই ঔষধ ২ দুইরতি বা ৩ তিনরতি পরিমাণে দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। এই "বিশ্বেশ্বর রস" নামক ঔষধ রাত্রিগত জ্বর বিনাশ করে।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তক-লৌহঃ।—

শুদ্ধসূতং তথাগন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাং।
মৃতসূতং হেমতারং লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রকং॥
তালসত্ত্বং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালকং।
স্বুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
নির্গুণ্ডী নাগবল্লী চ কাকমাচী সপর্পটী।
ত্রিফলা কারবেল্লঞ্চ দশমূলী পুনর্নবা॥
গুড়ূচী বৃষকশ্চাপি সভৃঙ্গকেশরাজকঃ।
এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্॥

গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যাৎ শাস্ত্রবিৎ কুশলো ভিষক্।
পিপ্পলীগুড়কেনৈব লিহেচ্চ বটিকাং শুভাং ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি নিরামং সামমেব বা।
সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবন্তথা ॥
সততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
অভিঘাতাভিচারোত্থং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ ॥

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তক লৌহ।

(মৃতসূত—রসসিন্দূর। হেম—স্বর্ণ। তার—রৌপ্য। তালসত্ত্ব—হরিতালভস্ম। নাগবল্লী—পর্ণলতা। পর্পটী—ক্ষেত্পাপ্ড়া। কারবেল্ল-করেলা। গুড়ূচী—গুলঞ্চ। বৃষক—বাসক। ভৃঙ্গ—ভীমরাজ। কেশরাজক—কেশুর্য্যা।

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পারা ও বিশুদ্ধ গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে; তৎপরে ঐ কজ্জলী, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গভস্ম, মুক্তা, প্রবাল এবং স্বর্ণমাক্ষিক; এই দ্রব্য সমুদায় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। তদনন্তর ঐ চূর্ণিত বস্তু সকল একত্রিত করিয়া নিসিন্দা, পান, কাকমাচী, ক্ষেত্পাপ্ড়া, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, করলা, দশমূলী, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসক, ভৃঙ্গরাজ এবং কেশুর্য্যা, এই সকলের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সহযোগে লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে অষ্টবিধ নিরামজ্বর, সামজ্বর, সপ্তধাতুগতজ্বর, নানাবিধ দোষোদ্ভূতজ্বর, সততাদি সাধ্যাসাধ্যজ্বর, অভিঘাতজ্বর এবং অভিচার নিমিত্তকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিন্তামণি-রসঃ।—

হাটকং রজতং তালং মুক্তা গন্ধকপারদৌ।
ত্রিকটু কুনটী চৈব কস্তূরী চ পৃথক্ সমং ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ জ্বরাষ্টানাং নিকৃন্তনঃ ॥

চিন্তামণি রস।

(হাটক—স্বর্ণ। রজত—রৌপ্য। তাল—হরিতাল। ত্রিকটু—শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ। কুনটী—মনঃশিলা।)

সোণা, রূপা, হরিতাল, মুক্তা, পারা, গন্ধক, ত্রিকটু, মনছাল ও কস্তুরী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া জলের সহিত পেষণকরতঃ ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি-রসঃ।—

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং তারমভ্রকং।
লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকন্ত্রয়সম্মিতং॥
ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যন্তু কন্যয়া।
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মঞ্চাপি প্রমেহনুৎ।
জীর্ণজ্বরহরশ্চায়ং উন্মাদস্তু নিকৃন্তনঃ॥
সর্ব্বরোগহরশ্চাপি বারিদোষনিবারণঃ॥

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস।

(তার—রৌপ্য। ভস্মসূত—রসসিন্দূর। কন্যা—ঘৃতকুমারী। বারিদোষ-জলদোষ।)

স্বর্ণভস্ম ৩ তিনভাগ, রৌপ্য ২ দুইভাগ, অভ্র ২ দুইভাগ, লৌহ ৫ পাঁচ ভাগ, প্রবাল ৫ পাঁচভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ এবং রসসিন্দূর ৭ সাতভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। তদনন্তর ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহার এক একটী বটী ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণজ্বর এবং উন্মাদ প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। এবং জলদোষও নিবারিত হইয়া থাকে।

মহারাজ-বটী।—

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতং।
বৃদ্ধদারক বঙ্গঞ্চ লৌহ কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ॥
স্বর্ণং তাম্রং কর্পূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষপাদিকং।
শক্রাশনং বরী চৈব শ্বেতসর্জ্জলবঙ্গকং॥
কোকিলাক্ষং বিদারী চ মূষলী শূকশিম্বিকং।
জাতিফলং তথা কোষং বলা নাগবলা তথা॥
মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ।
পিষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জা প্রমাণতঃ॥
মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে।
ধাতুস্থাংশ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ন্তথা॥
বলপুষ্টিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা।

ন চ শুক্রক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ ॥
ঊর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণং।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকং ॥
মহারাজ-বটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্ব্বদা ॥

মহারাজ বটী।

(রস—পারা। কর্ষ—২ তোলা। বৃদ্ধদারক—বিস্তাড়ক। কর্ষপাদিক—এক কর্ষের ¼ অর্থাৎ ॥০ অর্দ্ধতোলা। শক্রাশন—সিদ্ধি। বরী—শতমূলী। শ্বেতসর্জ্জ—শ্বেতধুনা। কোকিলাক্ষ—তালমাখ্না। বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ড। মুষলী—তালমূলী। শূকশিম্বিক—আলকুশী। বলা—বেড়েলা। নাগবলা—গোরক্ষচাকুলে।)

পারা, গন্ধক এবং অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা; বৃদ্ধদারকবীজ, বঙ্গ এবং লৌহ প্রত্যেকে ১ তোলা; সোণা, তামা ও কর্পূর প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা; সিদ্ধি, শতাবরী, শ্বেতধুনা, লবঙ্গ, কোকিলাক্ষ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূক-শিম্বী, জাতিফল, জয়িত্রী, বেড়েলা এবং গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেকে।০ সিকি তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৪ চারি রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবারিত হয়। এবং এই ঔষধ দ্বারা ধাতুগত সর্ব্ববিধ জ্বর, বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, নানাবিধ সান্নিপাতিক-জ্বর, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে শরীরের বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতিদিবস স্ত্রী সহ মৈথুনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কদাপি শুক্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না, ঊর্দ্ধসন্নিপাত এবং শ্লেষ্মজন্য সুদারুণ ব্যাধিসকল, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ সমুদায় বিনষ্ট হয়। ইহার নাম মহারাজ-বটী। এমন কি এই ঔষধ রাজার সেবনযোগ্য।

চন্দনাদি লৌহঃ।—

রক্তচন্দনহ্রীবের পাঠোশীর কণা শিবা।
নাগরোৎপল ধাত্রীভির্স্ত্রিমদেন সমন্বিতম্ ॥
লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্ ॥

চন্দনাদি লৌহ।

(হ্রীবের—বালা। পাঠা—আকান্দীলতা। উশীর—বীরণ (বেণার মূল)। কণা—পিপুল। শিবা—হরীতকী। নাগর—শুণ্ঠী। উৎপল—নীলসুঁদি, অভাবে কুড়। ধাত্রী—আম্‌লা। ত্রিমদ—বিড়ঙ্গ, চিরতা ও মুথা।)

রক্তচন্দন, বালা, আকান্দি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুণ্ঠী, নীলোৎ-পল, আম্‌লা, বিড়ঙ্গ, চিতা ও মুথা; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ ১২ ভাগ একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক জলসহ মর্দ্দন করিয়া ৩।৪ রতি প্রমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে।

অর্দ্ধনারীশ্বরো-রসঃ।—

সমৌ শুদ্ধৌ রসগন্ধৌ বিষং গ্রাহ্যঞ্চ তৎসমং।
তৎসমং জৈপালং গ্রাহ্যং মরিচঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ত্রিফলায়া রসৈর্মর্দ্দ্যং ভাবনা পঞ্চধা তথা।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্নস্যমেকস্মিন্নাসিকাপুটে॥
শরীরার্দ্ধগতং ঘোরং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসঃ শম্ভুপ্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্দ্ধনারীশ্বররস।

পারা ১ একভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ২ দুইভাগ, জয়পাল ২ দুইভাগ এবং মরিচ ৪ চারিভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার রসে মর্দ্দন-পূর্ব্বক ৫ পাঁচবার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ জম্বীরের রসের সহিত এক নাসিকাতে নস্য গ্রহণ করিলে, অর্দ্ধশরীরগত ঘোরতর জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং শম্ভু (মহাদেব) এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

জ্বরারি-অভ্রম্।—

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব সমং সমং।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতং॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জিকা।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ॥
অভ্রং জ্বরারি নামেদং সর্ব্বজ্বর বিনাশনং।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্রমাংসং সশোথকং॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দানলমরোচকং।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

জ্বরারি-অভ্র।

(রস—পারা। গন্ধ—গন্ধক। ধূর্ত্তবীজ—ধুস্তূরবীজ। ব্যোষ—ত্রিকটু)।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ১ এক ভাগ; ধুতুরাবীজ ২ দুইভাগ ও ত্রিকটু ৫ পাঁচভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষানুসারে অনুপান বিশেষে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহার নাম জ্বরারি অভ্র। ইহা সকল প্রকার জ্বর বিনাশ করে; যেমন ইন্দ্র দেবের বজ্র, সমুহ বৃক্ষকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ এই জ্বরারি অভ্র বাতিকজ্বর,

পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, ধাতুগত সকল প্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি ও অরোচক প্রভৃতি রোগসমুহ বিনাশ করিয়া থাকে।

সন্নিপাতান্তকো-রসঃ।—

শুদ্ধসূতঃ সমো গন্ধঃ দরদং শুদ্ধ খর্পরং।
রসস্য দ্বিগুণৌ দেয়ৌ মৃততাম্রাম্লবেতসৌ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং প্রত্যহং ভাবনা পৃথক্।
দাতব্যং তচ্চতুর্গুঞ্জমার্দ্রকস্য রসৈঃ সহ॥
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতান্তকো রসঃ॥

সন্নিপাতান্তকরস।

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও খর্পর; এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং পারদের দ্বিগুণ মারিততাম্র ও অম্লবেতস লইয়া, একত্রিত করণানন্তর, ভৃঙ্গরাজের রসে পৃথক্‌রূপে ৭ সাতদিবস ভাবনা দিবে। এই ঔষধ চারিরতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাতরোগ বিনষ্ট হয়।

সন্নিপাতসূর্য্যঃ।—

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য,
তৎপাদভাগং রবিতার হেম।
ভস্মীকৃতং যোজয়েন্মর্দ্দয়িত্বা,
দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে॥
বিষঞ্চ দত্ত্বার্দ্ধকলাপ্রমাণং,
মৎস্যাদি-পিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ।
বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য দদীত বহ্নি-
কটুত্রয়ার্দ্রদ্রব সংপ্রযুক্তম্॥
তৈলেন চাভ্যঞ্জনমেব কুর্য্যাৎ,
স্নানং জলেনাপি চ শীতলেন।
যাবদ্ভবেদ্দুঃসহশীতমস্য,
মূত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ॥
পথ্যং যদীহা পরিজায়তেঽস্য,
মরিচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ।
স্বল্পং দদীতার্দ্রক মৎস্যশাকং,
দিনান্তরং স্নানবিধিঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

সন্নিপাতসূর্য্য।

(গন্ধ—গন্ধক। রবি—তাম্র। তার—রৌপ্য। হেম—স্বর্ণ। বহ্নিরস—চিতারস্বরস। ঘর্ম্ম—সূর্য্যাতপ। বল্লদ্বয়—৪রতি। পুরীষ—বিষ্ঠা)।

একভাগ পারা ও দুইভাগ গন্ধক একত্রিত করিয়া, উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহার পারা ও গন্ধক; এই উভয়ের চতুর্থাংশ সমভাগে তাম্রভস্ম, রৌপ্য ও সোণা মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে উত্তমপ্রকারে তিন দিবস মর্দ্দিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর ঐ সমস্ত ঔষধের অর্দ্ধপরিমাণে বিষ তৎসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ববৎ মৎস্য আদি পঞ্চ প্রকার জন্তুর পিত্তদ্বারা ভাবনা দিয়া ৪ চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একএক বড়ী চিতার ক্বাথ ও ত্রিকটু চূর্ণ সহযোগে রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে তৈল মর্দ্দন করতঃ শীতল জলে তাহাকে স্নান করাইবে; এবং রোগীর দুঃসহ শীত, মলমূত্র নিঃসরণ ও শরীরে সাতিশয় কম্প উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে শীতল জলে রাখিবে। রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে মরিচ, চিনি, দধি, অন্ন, আদা, মৎস্য ও শাক অল্প পরিমাণে ভোজন করিতে দিবে। এবং এক এক দিন অন্তর রোগীকে স্নান করিতে দিবে।

সিংহনাদ-রসঃ।—

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিঃক্ষিপেৎ।
শুদ্ধসূতং সমং চাভ্রং ভার্গীদ্রাবং তয়োঃ সমং॥
নির্গুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুল্যং তুল্যং প্রদাপয়েৎ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবদ্যাবৎ শুষ্কং দ্রবং দ্বয়ং॥
বিষপাদযুতং সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাত-জ্বরান্তকঃ॥
অনুপানং পিবেদ্ব্যাঘ্রীক্বাথং পুষ্করচূর্ণিতম্॥

সিংহনাদ রস।

গন্ধক লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে গলাইবে; পরে সেই দ্রবীভূত গন্ধকে উহার সমান পরিমাণে পারদ ও অভ্র এবং উহার (সেই গন্ধকের) দ্বিগুণ মাত্রায়, সমভাগ নিসিন্দা পাতার রস ও বামনহাটীর রস নিক্ষেপ করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলীয়ভাগ শুষ্ক না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। তদনন্তর উক্ত পাককৃত ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক, তৎসহ পূর্ব্ব প্রদত্ত গন্ধকের চতুর্থাংশ ¼ পরিমাণে বিষ মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই সিংহনাদ

সহ সেবন করিলে, সত্বর সন্নিপাতরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সন্নিপাতজ-জ্বরের একটী মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

সৌভাগ্য-বটী।—

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণ ব্যোষাভয়াক্ষামলা-
নিশ্চন্দ্রাভ্রক শুদ্ধগন্ধক রসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ।
নির্গুণ্ডীযুগ ভৃঙ্গরাজক বৃষাপামার্গপত্রোদ্ভসং-
প্রত্যেক স্বরসেন সিদ্ধগুড়িকা হন্তি ত্রিদোষোদয়ম্॥
যেষাং শীতমতীবদেহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং
নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুগ্ধং মনঃ।
শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্চ্ছারুচিতৃড়্জ্বরং
তেষাং বৈ পরিহৃত্য মৃত্যুবদনাৎ প্রত্যানয়েজ্জীবনম্॥

সৌভাগ্যবটী।

(সৌভাগ্য—সোহাগা। অমৃত—বিষ। পঞ্চলবণ—সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ ও সচললবণ। ব্যোষ—ত্রিকটু। অভয়া—হরীতকী। অক্ষ—বহেড়া। আমল—আমলকী। চন্দ্র—কর্পূর। বৃষ—বাসক। যুগভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ। বলাস—কফ)।

সোহাগা, বিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কর্পূর, অভ্র, গন্ধক ও পারা; এই দ্রব্য সমুদায় তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক নিসিন্দা, ভৃঙ্গরাজ, কেসুর্য্যা, বাসক ও অপামার্গ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ২ দুইরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। যাহাদের শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত, যাহারা ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত, যাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে এবং যাহাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে; তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শূল, শ্বাস, শ্লেষ্মা, কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি ও জ্বর বিনাশ করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রোগীর জীবন প্রত্যানয়ন করে।

কস্তূরীভৈরবঃ।—

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্কং জাতীকোষফলন্তথা।
মরিচং পিপ্পলীচৈব কস্তূরীচ সমং সমং॥
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে॥

কস্তূরীভৈরব।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জয়িত্রী, জাতিফল, মরিচ, পিপ্পলী ও কস্তূরী; এই দ্রব্য সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক খলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং এই ঔষধ ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়া, রোগীকে সেবন

বৃহৎকস্তূরীভৈরবঃ।—

মৃগমদ শশিসূর্য্যা ধাতকী শূকশিম্বী-
কনক রজত মুক্তা বিদ্রুম লৌহপাঠাঃ।
ক্রিমিরিপু ঘনবিশ্বাতোয়তালাভ্রধাত্রী-
রবিদলরসপিষ্টঃ কস্তূরীভৈরবোঽয়ম্॥
কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বর বিনাশনঃ।
আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ো বিষমজ্বরকৃন্তনঃ॥
দ্বন্দ্বজং ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্।
অভিচারকৃতাংশ্চৈব তথা শুক্রকৃতান্ পুনঃ॥
নিহন্যাত্তৎক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাংশ্চ হি॥

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব।

(মৃগমদ—কস্তুরী। শশী—কর্পূর। সূর্য্য—তাম্র। ধাতকী—ধাইফুল। শূকশিম্বী—আলকুশী। কণক—স্বর্ণ। রজত—রৌপ্য। বিদ্রুম—প্রবাল। পাঠা—আকনাদি। ক্রিমিরিপু—বিড়ঙ্গ। ঘন—মুথা। বিশ্বা—শুণ্ঠী। তোয়—বালা। তাল—হরিতাল। ধাত্রী—আম্‌লা। রবিদল—আকন্দের পাতা)।

মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, শূকশিম্বী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুথা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী; এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আকন্দ পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া, শুষ্ক করতঃ ২।৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বিষমজ্বর, দ্বন্দ্বজজ্বর, ভৌতিকজ্বর, কামাদি সম্ভূতজ্বর, অভিচার জন্য জ্বর, শুক্রস্থজ্বর এবং ডাকিনী প্রভৃতি ভূতযোনির আশ্রয়জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

বেতাল রসঃ।—

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকং।
শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবদযাবজ্জায়েত কজ্জলং॥
গুঞ্জামাত্রং প্রয়োক্তব্যং হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকং।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণং॥
দন্তপংক্তির্দৃঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে।
চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিযোজয়েৎ॥
ম্লানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
সর্ব্বত্রাপি বেতালো যমদূতং নিবারকং॥

বেতালরস।

(আল—হরিতাল। গ্রাম—সমূহ)।

পারা, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল ; এই সকল দ্রব্য তুলা পরিমাণে লইয়া শিলায় মর্দ্দন করিতে করিতে যখন কজ্জলীসদৃশ হইবে ; তখন ঐ ঔষধ ১রতি পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধদ্বারা সাধ্য, অসাধ্য দ্বাদশ প্রকার ঘোরতর সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে রোগীর দন্তসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া (আঁটিয়া যায়, আদৌ খোলা যায়না অর্থাৎ দাঁতকপাটী লাগে) চক্ষুদ্বয় ভ্রান্ত (ঘূর্ণিত হয়) হয়, ইন্দ্রিয়চয় বিকল হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি ম্লান, লিপ্তদেহ ও মোহগ্রস্ত হয়, এমত রোগীকেই এই ঔষধ সেবন করাইলে সমধিক ফল দর্শিত হয়। এমন কি এই বেতালরস যমদূতকে পর্য্যন্ত নিবারণ করিয়া থাকে।

সূচিকাভরণো-রসঃ।—

রসগন্ধক নাগঞ্চ বিষং স্থাবর জঙ্গমং।
মাৎস্য বারাহ মায়ূর ছাগপিত্তৈর্ব্বিভাবয়েৎ ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ সুভাষিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতনিবর্হণঃ ॥

সূচিকাভরণ রস।

(রস—পারা। নাগ—সীসা। স্থাবরবিষ—মিঠাবিষ। জঙ্গমবিষ—কৃষ্ণ-সর্পবিষ। সূচিকা—সূচ)।

পারা, গন্ধক, সীস, স্থাবরবিষ ও জঙ্গমবিষ, এই দ্রব্য সমুদায় সমান-ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ রূপে মৎস্য, বরাহ, ময়ূর ও ছাগল ; এই জন্তু চতুষ্টয়ের পিত্তে ভাবনা দিবে। সূচিকার অগ্রভাগ দিয়া অর্থাৎ অণু পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া, এই ঔষধের নাম সূচিকাভরণ রস। স্বয়ং ভৈরব (মহাদেব) কর্ত্তৃক এই ঔষধ কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল-প্রকার সান্নিপাতিক রোগ বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ ব্যতীত ঘোরতর সন্নিপাতাশ্রিত রোগীর জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য। এই "সূচিকাভরণ" নামক ঔষধটী যে সন্নিপাত ক্ষেত্রীয় রোগীর পক্ষে অব্যর্থ, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বহুবার অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সূচিকাভরণরস প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের অতীব সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ; যেহেতু এই যোগে বিষের ভাগই অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রোগীর প্রতি মাত্রার একটু অর্থাৎ বিন্দুমাত্র বেশী হইলে, রোগীর জীবন নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বৃহদ্বাড়বানলো-রসঃ।—

সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা।
অভ্রকং বৎসনাভঞ্চ দারুজঙ্গমজং বিষং ॥

জৈপালাৎ সার্দ্ধশতকং সর্ব্বং সঞ্চূর্ণ্য মর্দ্দয়েৎ।
মাৎস্য মাহিষ মায়ূর ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
বটিকাং শীততোয়েন কুর্য্যাৎ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বড়বানলো নামায়ং নারিকেল জলেন বৈ॥
ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ত্তো মৃত্যুস্তস্যামুখো ভবেৎ॥

বৃহদ্বাড়বানলরস।

পারা, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ (কাঠবিষ), দারুমুষ ও জঙ্গমবিষ; এই দ্রব্য সমুদায় প্রত্যেকে ২ দুইতোলা এবং জয়বীজ ১৫০ দেড়শত গ্রহণপূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করতঃ মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগ; এই জন্তু চারিটীর পিত্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া, ১ এক রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। সন্নিপাত পীড়িত রোগীকে শীতল জল অথবা নারিকেলের (ডাবের) জল সহযোগে এই ঔষধ সেবন করাইলে, তাহার মৃত্যু পলায়ন করে। ইহাও সন্নিপাত ক্ষেত্রের এক মহৌষধ বলিয়া জানিবে। ঘোরতর অবস্থায় ইহা সেবনীয়।

প্রাণেশ্বরো-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং সূতার্দ্ধং বিষসংযুতং।
সমস্তং মর্দ্দয়েত্তালমূলনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ॥
পূরয়েৎ কূপিকান্তেচ সন্নিরোধ্য বিশোষয়েৎ।
সপ্তভির্মৃত্তিকা বস্ত্রে বেষ্টয়িত্বা তু শোধয়েৎ॥
পুটেৎ কুম্ভীপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গৃহীত্বা কূপিকায়াশ্চ মর্দ্দয়েচ্চ দিনত্রতঃ॥
অজাজী জীরকং হিঙ্গু সর্জ্জিকাটঙ্গণৈর্যুতং।
গুগ্গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা॥
মরিচং পিপ্পলীচৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ।
এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে॥
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরং।
দদ্যান্নবজ্বরে তীব্রে কোষ্ণং বারি পিবেদনু॥
প্রাণেশ্বরো রসোনাম্না সন্নিপাতা প্রকোপজিৎ।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে॥
বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনং।

তাবদেব প্রশমনো নানাতিসারনাশনঃ ॥
ভবেচ্ছ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ ॥

প্রাণেশ্বররস।

(কুপিকা—কাচকুপিকা। অজাজী—কৃষ্ণজীরা। সর্জ্জিকা—সাচিক্ষার (সাজীমাটী)। যবক্ষার—সোরা। নাগবল্লী—পর্ণলতা। স্বাস্থ্য-আরোগ্য)।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ এবং বিষ অর্দ্ধভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে একটী কাচকুপিকার মধ্যে পূরিয়া ঐ কুপী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা ৭ সপ্তবার বেষ্টন করিবে; এবং কুম্ভীপাক-দ্বারা পুটপাক করিয়া নামাইয়া, শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর এই ঔষধ খলে করিয়া মর্দ্দিত করতঃ, পরে এক দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, গুগ্গুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পলী; সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ইহাদের ক্বাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৭ সাতবার রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৫ পাঁচরতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয়। তীব্রতর নবজ্বরে ইহা সেবন করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণ জল পান করিতে হয়। ইহার নাম প্রাণেশ্বর রস। এই প্রাণেশ্বর রস সন্নিপাত প্রকোপ জয় করে। শীতজ্বর, দাহজ্বর, গুল্ম, শূল এবং ত্রিদোষ-বিকারেও এই ঔষধ প্রয়োক্তব্য। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইচ্ছানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে। এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। এই প্রাণেশ্বর রস সেবনে নানাবিধ অতীসার বিনষ্ট হয় এবং রোগী নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো-রসঃ।—

রসগন্ধকয়োর্মাষৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ।
শক্রঞ্চ সুষবীঞ্চৈব ধুস্তূরকেশরাজকং ॥
দেবদানী জয়ন্তীচ তথা মণ্ডূকপর্ণিকা।
এষাং পত্ররসৈঃ শানৈঃ শিলায়াং খল্লয়েৎ পুনঃ ॥
শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা ত্বনেকা রাজিকোপমা।
ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকং ॥
তপ্তেতু নারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
তদা বটী ন কার্য্যা তু, তদা খাদ্যাতু রক্তিকা ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ ॥

ত্রৈলোক্যসুন্দররস।

(শক্র—কুটজ। সুষবী—তালমূলী। দেবদানী—ঘোষাফল। রাজিকা—শ্বেতসর্ষপ। মণ্ডূকপর্ণিকা—থুলকুড়ি)।

।০ সিকিতোলা পারা এবং ।০ সিকিতোলা গন্ধক একত্র কয়প্রহর মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে সেই কজ্জলী কুটজ, তালমূলী, ধুস্তূর, কেসূর্য্যা, ঘোষাফল, জয়ন্তী ও থুলকুড়ি, ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, তদ্দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, রাই সর্ষপপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা প্রবলতর সান্নিপাতিক জ্বর দূরীভূত হয়। রোগীর শরীরে অধিক তাপ থাকিলে, ইহা সেবন করাইয়া, তাহাকে নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। কিন্তু তাপকালীন ঔষধের পরিমাণ সর্ষপ আকার না করিয়া, ১ রতি প্রমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধের নাম ত্রৈলোক্যসুন্দর রস। ইহা সন্নিপাতজ্বর নিবারণ করিয়া থাকে।

জ্বরাঙ্কুশ রসঃ।—

খণ্ডিতং হারিণং শৃঙ্গং জ্বালামুখ্যা রসৈঃ সমম্।
রুদ্ধা ভাণ্ডে পচেচ্চুল্যাং যামযুগ্মন্ততো নয়েৎ॥
অষ্টাংশস্ত্রিকটুন্দদ্যান্নিষ্কমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
নাগবল্লীরসৈঃ সার্দ্ধং বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
অয়ং জ্বরাঙ্কুশো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

জ্বরাঙ্কুশ রস।

(জ্বালামুখী—সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে)। ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ। নিষ্ক—॥০ অর্দ্ধতোলা। নাগবল্লী—তাম্বুললতা)।

খণ্ডিত হরিণ শৃঙ্গ ও জ্বালামুখীর রস সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একটী ভাণ্ড মধ্যে পূরিয়া ২ দুইপ্রহর পর্য্যন্ত অগ্নিসংযোগে জাল দিবে। তদনন্তর উত্তোলন করিয়া, তৎসহ তাহার অষ্টাংশ ($\frac{1}{8}$ ভাগ) ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিলে, বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরারি-রসঃ।—

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্গণ গন্ধকং।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্যা রসৈর্দ্দিনং॥
মর্দ্দয়েল্লেপয়েত্তেন তাম্রপাত্রোদরম্ভিষক্।
অঙ্গুল্যর্দ্ধপ্রমাণেন ততো রুদ্ধা চ তন্মুখং॥
পচেত্তং বালুকাযন্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা ধান্যানি তন্মুখে।
যদা স্ফুটন্তি ধান্যানি তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ততো নয়েৎ স্বাঙ্গশীতং তাম্রপাত্রোদরং ভিষক্।
রসং জ্বরারি নামানং বিচূর্ণ্য মরিচৈঃ সমম্॥

মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্নাশয়েজ্জ্বরান্।
ত্রিদিনৈর্বিষমং তীব্রমেতদ্দ্বিত্রিচতুর্থকং॥

জরারিরস।

(রসক—খর্পর। তাল—হরিতাল। কারবেল্ল্য—করলা। ভিষক—বৈদ্য)।

পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা এবং গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একদিবস করলার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটী তাম্রপাত্রের ভিতরে পুরিবে এবং সেই তাম্রপাত্রটী মৃত্তিকা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুলি স্থূল করিয়া লেপিবে। তদনন্তর ঐ তাম্রপাত্রটীর মুখ রুদ্ধ করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। পাককালে ঐ যন্ত্রের উপরি ধান্যক্ষেপণ করিবে; যখন ঐ ধান্য ফুটিতে লাগিবে, তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে, তাম্রপাত্রের ভিতর হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ সমভাগ মরিচচূর্ণ সহ ১ একমাষা পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবন করিলে, তিন দিবসের মধ্যে ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর প্রভৃতি অতি তীব্রতর বিষম জ্বর সকল নিবারিত হয়।

শীতারি-রসঃ।—

তালকং তুত্থকং তাম্রং রসগন্ধমনঃশিলাঃ।
কর্ষং কর্ষং প্রয়োক্তব্যং মর্দ্দয়েত্ত্রিফলাম্বুভিঃ॥
গোলং ন্যসেৎ সংপুটকে পুটং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ততো নীত্বার্কদুগ্ধেন বজ্রীদুগ্ধেন সপ্তধা॥
ক্বাথেন দন্ত্যাঃ শ্যামায়া ভাবয়েৎ সপ্তধা পুনঃ।
মাষমাত্রং রসং দিব্যং পঞ্চাশন্মরিচৈর্যুতম্॥
গুড়ুঙ্গদ্যানকঞ্চৈব তুলসীদলযুগ্মকম্।
ভক্ষয়েৎ ত্রিদিনং ভক্ত্যা শীতারিং দুর্লভং পরম্॥
পথ্যং দুগ্ধোদনং দেয়ং বিষমং শীতপূর্ব্বকং।
দাহপূর্ব্বং হরত্যাশু তৃতীয়কচতুর্থকৌ॥
দ্ব্যাহিকং সততঞ্চৈব বৈবর্ণ্যঞ্চ নিযচ্ছতি॥

শীতারিরস।

হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, পারা, গন্ধক এবং মনঃশিলা; এই সকল দ্রব প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। এবং শরাবসংপুটে রাখিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। তদনন্তর আকন্দদুগ্ধে ও সিজদুগ্ধে সাতবার এবং দন্তীর ও শ্যামালতার ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিবে। একমাষা পরিমাণে ৫০ পঞ্চাশটী গোলমরিচ, গদ্যানক (৪৮ রতি) পরিমাণে গুড় ও ২ দুইটী তুলসীপত্র সহ ভক্তি সহকারে

তিনদিবস এই শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ শীতারিরস সেবন করিবে। এই ঔষধে দুগ্ধ সহ অন্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শীতপূর্ব্বক ও দাহপূর্ব্বক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়; এতদ্ভিন্ন তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। মাত্রা ইহা অপেক্ষা কম করা উচিত।

লোকনাথ-রসঃ।—

শুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ সূতো ভাগদ্বয়মিতো ভবেৎ।
তথা গন্ধস্য ভাগৌ দ্বৌ কুর্য্যাৎ কজ্জলিকাং দ্বয়োঃ॥
সূতাচ্চতুর্গুণেষেব কপর্দ্দেষু বিনিঃক্ষিপেৎ।
ভাগৈকং টঙ্গণং দত্ত্বা গোক্ষীরেণ বিমর্দ্দয়েৎ॥
তথা শঙ্খস্য খণ্ডানাং ভাগানষ্টৌ প্রকল্পয়েৎ।
ক্ষিপেৎ সর্ব্বং পুটস্যান্তশ্চূর্ণলিপ্তশরাবয়োঃ॥
গর্ত্তে হস্তোন্মিতে ধৃত্বা পচ্যঙ্গজপুটেন চ।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য পিষ্ট্বা তৎসর্ব্বমেকতঃ॥
ষড়্‌গুঞ্জাসংমিতঞ্চূর্ণমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ।
ঘৃতেন বাতজে দদ্যান্নবনীতেন পৈত্তিকে॥
ক্ষৌদ্রেণ কফজে দদ্যাদতীসারে ক্ষয়ে তথা।
অরুচৌ গ্রহণীরোগে কার্শ্যে মন্দানলে তথা॥
কাসশ্বাসেষু গুল্মেষু লোকনাথরসং ভিষক্।
তস্যোপরি ঘৃতান্নঞ্চ ভুঞ্জীতকবলত্রয়ং॥
মঞ্চে ক্ষণৈকমুত্তানঃ শয়ীতানুপধানকে।
অনম্লমন্নং সঘৃতং ভুঞ্জীত মধুরং দধি॥
প্রায়েণ জাঙ্গলং মাংসং প্রদেয়ং ঘৃতপাচিতং।
সদুগ্ধভক্তং দদ্যাচ্চ জাতেঽগ্নৌ সান্ধ্যভোজনং।
সঘৃতান্ মুদ্গাবটকান্ ব্যঞ্জনেষ্ববচারয়েৎ।
তিলামলককল্কেন স্নাপয়েৎ সর্পিষাথবা॥
অভ্যঞ্জয়েৎ সর্পিষা চ স্নানং কোষ্ণজলেন চ।
বার্ত্তাকুং সফরীং চিঞ্চাং ত্যজেদ্ব্যায়ামমৈথুনে॥
ক্বচিত্তৈলং ন গৃহ্নীয়াৎ ন বিল্বং কারবেল্লকং।
মদ্যং সন্ধানকং হিঙ্গু শুণ্ঠী মাষমসূরিকাঃ॥
কুষ্মাণ্ডরাজিকাকোলং কাঞ্জিকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ।

ত্যজেদযুক্তনিদ্রাঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং ॥
ককারাদিযুতং সর্ব্বং ত্যজেৎ শাকফলাদিকং।
গ্রাহ্যোঽয়ং লোকনাথস্তু শুভে নক্ষত্রবাসরে ॥
পূর্ণাতিথৌ সিতেপক্ষে জাতে চন্দ্রবলে তথা।
পূজয়িত্বা লোকনাথং কুমারীং ভোজয়েত্ততঃ ॥
দানং দত্ত্বা দ্বিঘটিকামধ্যে গ্রাহ্যো রসোত্তমঃ।
রসাচ্চ জায়তে তাপস্তদা শর্করয়া যুতম্ ॥
সত্ত্বং গুড়ূচ্যা গৃহ্নীয়াদ্বংশলোচনয়া যুতং।
খর্জুরং দাড়িমং দ্রাক্ষা ইক্ষুখণ্ডাংশ্চ দাপয়েৎ ॥
অরুচৌ নিস্তুষং ধান্যং ঘৃতভৃষ্টং সশর্করং।
দদ্যাৎ তথা জ্বরে ধান্যং গুড়ূচীকাথমাহরেৎ ॥
উশীরং বাসকক্বাথং দদ্যাৎ সমধুশর্করং।
রক্তপিত্তে কফে শ্বাসে কাসে চ স্বরসংক্ষয়ে ॥
অগ্নিভৃষ্টং জয়াচূর্ণং মধুনা নিশি দীয়তে।
নিদ্রানাশেঽতীসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে ॥
সৌবর্চ্চলাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণমুষ্ণোদকৈঃ পিবেৎ।
শূলেঽজীর্ণে তথা কৃষ্ণা মধুযুক্তা জ্বরে হিতা ॥
প্লীহোদরে বাতরক্তে ছর্দ্দ্যাং চৈব গুদাঙ্কুরে।
নাসিকাস্রুতরক্তেষু রসং দাড়িমপুষ্পজম্ ॥
দূর্ব্বায়াঃ স্বরসং নস্যে প্রদদ্যাচ্ছর্করান্বিতম্।
কোলমজ্জাকণাবর্হিপক্ষভস্মসশর্করং ॥
মধুনা লেহয়েচ্ছর্দ্দিহিক্কাকোপপ্রশান্তয়ে।
ইত্যয়ং লোকনাথোক্তরসঃ সর্ব্বরুজাং জয়েৎ ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগ-চিন্তামণৌ

জ্বরাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

লোকনাথরস।

(কপর্দ্দ—কড়িভস্ম। উষণ—পিপুল। নবনীত—ননী, মাখন। ক্ষৌদ্র—মধু। বটক—বড়া। সর্পিঃ—ঘৃত। কোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ। বার্ত্তাকু—বেগুণ। শফরী—পুটিমাছ। কারবেল্লক—করলা। সন্ধানক—কাঁজি। মাষ—মাষ-

কলাই। রাজিকা—শ্বেতসর্ষপ। কোল—কুল। সিত—শুক্ল। লোকনাথ—মহাদেব। কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা। ঘটিকা—ঘণ্টা। দ্রাক্ষা—কিস্‌মিস্‌। খণ্ড—খাঁড়গুড়। উশীর—বীরণমূল। জয়া—সিদ্ধি। পাবক—অগ্নি। সৌবর্চ্চল—সচললবণ। অভয়া—হরীতকী। কৃষ্ণা—পিপুল। কণা—পিপুল। বর্হিপক্ষ—ময়ূরপুচ্ছ)।

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পারদ ও বিশুদ্ধ গন্ধক প্রত্যেকে ২ দুইভাগ গ্রহণপূর্ব্বক খলে মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহাতে পারার চতুর্গুণ কড়িভস্ম এবং ১ ভাগ সোহাগার খৈ মিশ্রণপূর্ব্বক গোদুগ্ধ দ্বারা মর্দ্দিত করিবে। তদনন্তর তৎসহ শঙ্খখণ্ড ৮ আটভাগ মিশাইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি শরাবসংপুটে রাখিয়া, শরাবদ্বয় চূণের দ্বারা লেপন করিয়া ১ হস্ত পরিমিত গর্ত্তে গজপুটে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে সেই ঔষধ সকল শরাব হইতে উত্তোলন করতঃ, একত্র উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া ৬ রয়রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা ২৯ উনত্রিশটী পিপুল ও ঘৃতসহ বাতজ্বরোগে, নবনীত সহ পৈত্তিকরোগে এবং মধুসহ কফজরোগে প্রয়োগ করিবে। অতীসার, ক্ষয়, অরুচি, গ্রহণী, কৃশতা, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস ও গুল্মরোগেও ইহা মধুসহ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ সেবনের পর ৩ তিন গ্রাস ঘৃতান্ন ভোজন করিবে। এবং মাথায় বালিশ না দিয়া ক্ষণকাল চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। ঘৃত সহিত অম্লরহিত অন্ন এবং মধুর সহিত দধি ভোজন করিবে। জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইলে, ঘৃতসহ জাঙ্গলমাংস (মৎস্য, কচ্ছপাদির মাংস) পাক করিয়া এবং দুগ্ধসহ অন্ন সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে। সঘৃত মুগের বড়া ব্যঞ্জনের সহিত দিবে। তিল বা আমলকীর কল্ক অথবা তৈল মাখিয়া উষ্ণজলে স্নান করিবে। তৈল, বিল্ব, করলাউচ্ছে, বেগুন, পুঁটিমাছ ও তেঁতুল কদাচিৎও ভোজন করিবে না। ব্যায়াম, মৈথুনও পরিহার্য্য। মৎস্য, আসব, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, মাষকলায় ও মসূরের দাইল, কুষ্মাণ্ড, রাইসর্ষপ, কুল ও কাঁজি পরিবর্জ্জন করিবে। অযুক্তনিদ্রা, কাংস্যপাত্রে ভোজন ও ককার আদি শাক ও ফল পরিত্যাগ করিবে। শুভ নক্ষত্র ও দিনে, শুক্লপক্ষে ও চন্দ্রের বৃদ্ধি সময়ে, লোকনাথের (মহাদেবের) পূজা করিয়া, কুমারী ভোজন করাইয়া দানাদি করতঃ, ২ দুই ঘটিকার মধ্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকনাথ রস ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবনান্তে শরীরে সন্তাপ উপস্থিত হইলে, শর্করাসহ গুলঞ্চের রস অথবা বংশলোচন সেবন করিবে। এবং খর্জুর, দাড়িম, দ্রাক্ষা ও ইক্ষুখাঁড় ভোজন করিবে। অরুচিতে নিস্তুষ ধনিয়া ঘৃতে ভাজিয়া, চিনির সঙ্গে এবং জ্বরে ধনে ও গুলঞ্চের ক্বাথ সেবন করিবে। রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, কফ ও স্বরক্ষয়রোগে উশীর ও বাসকের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত; নিদ্রানাশ, অতীসার, গ্রহণী ও মন্দাগ্নিতে সিদ্ধি ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া, তাহা মধুর সহিত রাত্রিতে এবং শূল, অজীর্ণ, জ্বর, প্লীহা, উদর, বাতরক্ত, ছর্দ্দি ও অর্শোরোগে সচললবণ, হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ মধু সহযোগে সেবন করিবে। নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে দাড়িম পুষ্পের

রস ও দূর্ব্বার রস চিনির সহ নস্য গ্রহণ করিবে। এবং ইহা কুলের আঁটির শাঁস, পিপুল, ময়ূরপুচ্ছভস্ম, শর্করা ও মধুসহ লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে ছর্দ্দি ও হিক্কা প্রশমিত হয়।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে

জ্বরাধিকার সমাপ্ত।

তৃতীয়-অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার-
স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ।
দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবো-
জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

অনন্তর জ্বরাতিসার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজন্য অতীসার অথবা অতীসার মধ্যে জ্বর হইয়া, দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) এবং দূষ্যের (রস, রক্তাদির) সমান ভাব হয়, তাহা হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্ব নাগরোৎপল ধান্যকৈঃ॥

(সাম্লা—দাড়িমাদির রস সংযুক্তা। পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে বা পীঠানি। বলা—বেড়েলা। বিল্ব—বেলশুঁঠ। নাগর—শুণ্ঠী। উৎপল—নীলোৎপল, অভাবে কুড়। ধান্যক—ধনে)।

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল ও ধনিয়া ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর সেই ক্বাথ দ্বারা সাধিত পেয়া প্রস্তুত করতঃ, তাহাতে দাড়িম, বেদানা প্রভৃতির রস মিশ্রণপূর্ব্বক জ্বরাতিসার রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কিরাতাদিঃ।—

কিরাতাব্দামৃতাবিশ্বচন্দনোদীচ্যবৎসকৈঃ।
শোথাতিসারশমনং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্॥

কিরাতাদি।

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, বালা, ইন্দ্রযব ; এই দ্রব্য সমুদায় সমস্তে মিলিত ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ।/॥০ অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিসংযোগে জ্বালদিয়া পাক করিতে থাকিবে। তৎপরে যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া ।/০ অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা

ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ শোথসংযুক্ত অতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিশেষতঃ ইহা জ্বররোগীর অতীব উপকারী।

কিরাতাদিঃ।—

কিরাতাব্দাম্বতোদীচ্যমুস্তচন্দনধান্যকৈঃ।
শোথাতিসারতৃড়্দাহ শমনো জ্বরনাশনঃ॥

কিরাতাদি।

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, মুথা, রক্তচন্দন ও ধনিয়া ; এই দ্রব্য সমুদায় সমভাগে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহ পাক করিয়া, অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। ইহা সেবনকরিলে শোথ, অতীসার, দাহ, পিপাসা এবং জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদিঃ।—

বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্তং দারুপাঠাকলিঙ্গকং।
মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশনম্॥

বিড়ঙ্গাদি।

(অতিবিষা–আতইচ্। মুস্ত—মুথা। দারু—দেবদারুকাঠ। পাঠা—আকান্দিলতা। কলিঙ্গক–ইন্দ্রযব)।

বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, পাঠা এবং ইন্দ্রযব ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে জল শুষ্ক হইয়া ১০ দুইছটাক মাত্র অবশিষ্ট আছে ; তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং একখানি পরিষ্কার সরু বস্ত্র দিয়া ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ (জলীয়াংশ) গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে, অল্পদিনের মধ্যে শোথসংযুক্ত অতীসার দূরীভূত হয়।

হ্রীবেরাদিঃ।—

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত বিল্বধন্যাক নাগরৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্।
সরক্তং হন্ত্যতিসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

হ্রীবেরাদি।

(হ্রীবের—বালা (পাথরকুচি)। অতিবিষা—আতইস্। বিল্ব—বিল্বপেষিকা (বেলশুঁঠ)।

বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ, ধনিয়া ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া,

ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বদ্ধতা এবং শূলবৎ বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। এবং আম (অপক্কমল) দোষের পরিপাক সিদ্ধ হয়। আর রোগীর জ্বর সংযুক্ত অথবা বিজ্বর অবস্থার অতীসার ও রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।—

গুড়ূচ্যাতিবিষা ধান্য শুণ্ঠীবিল্বাব্দবালকৈঃ।
পাঠা ভূনিম্ব কুটজ চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতিসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহনাশনঃ॥

গুড়ূচ্যাদি।

(গুড়ূচী—গুলঞ্চ। অতিবিষা—আতইস্। ধান্য—ধনিয়া। বিল্ব—বেলশুঁঠ। বালক—বালা। পাঠা—আক্নাদি। ভূনিম্ব—চিরতা। কুটজ—কুর্চি। চন্দন—রক্তচন্দন। উশীর—বীরণ (বেণারমূল)। পদ্মক—পদ্মকাষ্ঠ। কষায়—পাচন। হৃল্লাস—বিবমিষা)।

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুণ্ঠী, বেলশুঁঠ, বালা, মুথা, পাঠা, চিরতা, কুটজ, রক্তচন্দন, বেণারমূল এবং পদ্মকাষ্ঠ; এই দ্রব্য সমুদায় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, জল শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতীসার, বমনেচ্ছা, অরোচক, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয়।

উশীরাদিঃ।—

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপন পাচনম্॥
হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

উশীরাদি।

(উশীর—বীরণমুল। বালক—বালা। বিশ্বভেষজ—শুণ্ঠী। সমঙ্গা—মঞ্জিষ্ঠা কিন্তু এখানে বরাহক্রান্তা। ধাতকী—ধাইফুল। লোধ্র—লোধ। সশোণিত—রক্তসংযুক্ত।)

বেণারমূল, বালা (পাথরকুচি), মুথা, ধনিয়া, শুণ্ঠী, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ এবং বেলশুঁঠ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রণপূর্ব্বক চুলীতে উঠাইয়া, অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে, জল শুষ্ক

হইয়া অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে; এবং একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া, সিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ (ক্বাথ) গ্রহণ করিবে। এই পাচন অগ্নিসন্দীপক ও আমদোষের পরিপাচক। এবং ইহা সেবন করিলে অরুচি, মলের পিচ্ছিলতা, অপক্বতা ও অত্যন্ত বেদনাসংযুক্ত বিবদ্ধতা এবং রোগীর সজ্বর বা বিজ্বর অবস্থায় রক্তসংযুক্ত অতীসার নিবারিত হয়।

পঞ্চমূল্যাদিঃ।—

পঞ্চমূলী বলা বিল্ব গুড়ূচী মুস্তনাগরৈঃ।
পাঠা ভূনিম্ব হ্রীবেরকুটজত্বক্ ফলৈঃ শৃতম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষান্ বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং শূলং কাসং হন্ত্যাশু দুস্তরম্॥
পঞ্চমূলী তু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কনিয়সী।
মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা॥

পঞ্চমূল্যাদি।

(পঞ্চমূলী—স্বল্পমূল অর্থাৎ শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী। বলা—বেড়েলা। বিল্ব—বেলশুঁঠ। পাঠা—আকনাদি। ভূনিম্ব—চিরতা। হ্রীবের—বালা। কুটজত্বক্—কুর্চিরছাল। কুটজফল—ইন্দ্রযব)।

শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী, বেড়েলা, মুথা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, পাঠা, চিরতা, বালা, কুর্চি, ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া নামাইবে। এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া উহার ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে সকলপ্রকার অতীসার, জ্বরদোষ, বমি, অতি প্রবল শূলবৎ বেদনা, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে। শালপানী, চাকুলে আদি স্বল্পমূল পিত্তাধিক্যজ্বরে অতীব উপকারী; আর বেল, শোণা, আদি মহৎ পঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মাতুর রোগীর পক্ষে নিরতিশয় হিতকর বলিয়া জানিবে।

দশমূল্যাদিঃ।—

দশমূলী কষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে॥

দশমূল্যাদি।

দশমূলী অর্থাৎ বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, শালপানী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কন্টকারী এবং গোক্ষুর; এই দ্রব্যগুলি সমান পরিমাণে সমস্তে ২তোলামাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণপূর্ব্বক, সেই ক্বাথ ২ তোলা পরিমাণে শুণ্ঠীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জ্বর, অতীসার ও

শোথ সংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে শুণ্ঠী, মরিচ, পিপুল প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সকল উক্ত (২ তোলা) পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। যেহেতু অধুনা মানবগণের ধাতু, বল, বীর্য্য ও মেধা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা বা বৃত্তি সমুদায় অতীব ক্ষীণ; সুতরাং তীক্ষ্ণবীর্য্য বস্তু সকল এতাদৃশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলে, উপকার না হইয়া, বরঞ্চ অসহ্যতা ও অপাক জন্মাইয়া সমধিক অপকার সাধন করে। অতএব উক্ত মাত্রায় পরিবর্ত্তে বল, বীর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক ॥০ অর্দ্ধতোলা বা তাহারও ন্যূন পরিমাণে ব্যবহার করিবে।

পাঠাদিঃ।—

পাঠেন্দ্রযব ভূনিম্বমুস্তপর্পটকামৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥

পাঠাদি।

পাঠা, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুথা, ক্ষেতপাপ্ড়া, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী; এই সমুদায় বস্তু সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ⁄॥০ অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ লইবে। সেই ক্বাথ।০ সিকিতোলা বা।⁄০ ছয়আনা পরিমিত শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে জ্বরসংযুক্ত আমাতীসার (আমাশয় রোগ) বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদিঃ।—

কলিঙ্গাতিবিষাশুণ্ঠী কিরাতাম্বুযবাসকং।
জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

কলিঙ্গাদি।

(কলিঙ্গ—ইন্দ্রযব। অতিবিষা—আতইচ। কিরাত—চিরাতা। অম্বু—বালা। যবাসক—দুরালভা)।

ইন্দ্রযব, আতইস, শুণ্ঠী, চিরতা, বালা এবং দুরালভা; এই দ্রব্য সকল সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ⁄॥০ অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাক করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে জ্বরাতিসার সংযুক্ত সন্তাপ নিঃসংশয়ে দূরীভূত হয়।

ক্বাথদ্বয়ং।—

বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রাপিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকার্দ্ধেনাভিভাষিতৌ।
জ্বরাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহনাশনৌ॥

ক্বাথদ্বয়।

(বৎসকের ফল—ইন্দ্রযব। দারু—দেবদারুকাষ্ঠ। রোহিণী—কটকী।

শ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর। ধান্য—ধনে। পাঠা—আকান্দিলতা। যমানিকা—যৈন)।

ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী এবং গজপিপুল; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমস্তে সমানাংশে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া, সিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ (ক্বাথ) গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে জ্বরাতিসার নিবারিত হয়; বিশেষতঃ ইহা দাহ বিনাশে অতীব উপযুক্ত।

গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বিল্ব, পাঠা এবং যমানী, এই দ্রব্য সমুদায় তুল্য-পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র লইয়া, অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া, অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথও পূর্ব্ববৎ জ্বরাতিসার ও দাহ বিনাশক।

নাগরাদিঃ।—

নাগরামৃত ভূনিম্ব বিল্ববালক বৎসকৈঃ।
সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতিসার-হৃজ্জলং॥

নাগরাদি।

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঁঠ, বালা, কুরচি, মুথা, আতইচ ও বেণার-মূল; এই সকল দ্রব্য তুল্যভাগে সমস্তে ২ তোলা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধসের জলসহ পাক করতঃ, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া রাখিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ জ্বর ও অতিসার বিনাশক।

মুস্তকাদিঃ।—

মুস্তকবিল্বাতিবিষা পাঠা ভূনিম্ববৎসকৈঃ।
মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতিসারো জয়েদ্ ঘোরৌ॥

মুস্তকাদি।

(ভূনিম্ব—চিরতা। বৎসক—কুটজ। মকরন্দ—মধু)।

মুথা, বেলশুঁঠ, আতইচ, পাঠা, চিরতা, কুরচি; এই দ্রব্য সকল তুল্য-পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ, অবশিষ্ট /৶ দুইছটাক মাত্র থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ লইবে। সেই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা বা তদপেক্ষা ন্যূন বা কিঞ্চিদধিক পরিমাণে মধু মিশ্রণ-পূর্ব্বক সেবন করিলে জ্বর ও অতীসাররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ঘনাদিঃ।—

ঘনজলপাঠাতিবিষা পথ্যোৎপলধান্য রোহিণী বিশ্বৈঃ।
সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমন্তঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি॥

ঘনাদি।

(ঘন—মুথা। জল—বালা। পথ্যা—হরীতকী। উৎপল—নীলসুঁদী, অভাবে কুড়। ধান্য—ধনে)।

মুথা, বালা, আকনাদি, আতইস, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনিয়া, কট্‌কী, ইন্দ্রযব এবং শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় সমস্তে ২ তোলা লইয়া, অর্দ্ধসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে জ্বরযুক্ত অতীসার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিল্বপঞ্চকম্।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলাবিল্বং সদাড়িমং।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ॥
অতীসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকং॥

বিল্বপঞ্চক।

(শালপর্ণী—শালপানী। পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে। বলা—বেড়েলা। বিল্ব—বেলশুঁঠ)।

শালপানী, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ এবং দাড়িমের ছাল। এই পাঁচটিকে বিল্বপঞ্চক বলা যায়। এই বিল্বপঞ্চক সমস্তে সমান পরিমাণে ২ দুই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ৵৷৷৹ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, উহার ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ, জ্বর, অতীসার ও ছর্দ্দিরোগে প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকারী হয়।

পঞ্চমূল্যাদিঃ।—

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবের শৃঙ্গাটকঞ্চটং ঘন।
জম্বুদাড়িম্বপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা॥
পাঠাবিল্ব সমঙ্গা চ কুটজত্বক্ ফলং তথা।
ধান্যকং ধাতকীক্বাথং বিষাজীরক-সংযুতং॥
পিবেৎ জ্বরাতিসারেচ সরক্তে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে॥

পঞ্চমূল্যাদি।

(পঞ্চমূলী—শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী। শৃঙ্গবের—শুণ্ঠী। শৃঙ্গাট—শীঙ্গেড়া, পানীফল। কঞ্চট—কাঁচড়াদাম। ঘন—মুথা। জম্বু—জাম। বলা—বেড়েলা। বাল—বালা। গুড়ূচিকা—গুলঞ্চ। পাঠা—আকনাদী। বিল্ব—বেলশুঁঠ। সমঙ্গা—বরাহক্রান্তা। বিষা—অতিবিষা)।

শালপানী, চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কন্টকারী, শুণ্ঠী, পানীফল, কঞ্চট, মুথা, জম্বুপত্র, দাড়িম্বপত্র, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, পাঠা, বেলশুঁঠ, বরাহক্রান্তা কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল এবং ধনিয়া; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট রাখিয়া নামাইবে। এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথগ্রহণ

করিবে। এই ক্বাথ।০ সিকিতোলা আতইচ ও।০ সিকিতোলা জীরাচূর্ণ সহ সেবন করিলে, শতশতযোগ (ঔষধ) দ্বারাও পরিত্যক্ত সকলপ্রকার অসাধ্য রক্তসংযুক্ত বা রক্তবিহীন জ্বরাতিসার নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে।

নাগরাদিঃ।—

নাগরাতিবিষামুস্ত ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥
ঘৃতক্ষীরতৈলমপ্যনুপয়োগিত্বাদত্র নোক্তং॥

নাগরাদি।

শুণ্ঠী, আতইস, মুথা, চিরতা, গুলঞ্চ এবং কুরচি; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক, অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া জলীয়-ভাগ (ক্বাথ) গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে সকলপ্রকার জ্বর ও সর্ব্ববিধ অতীসার সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঘৃত, ক্ষীর (দুগ্ধ) ও তৈল ঔষধ জ্বরাতিসারে অনুপযোগী হেতু, এস্থলে তদ্বিষয় কিছুমাত্রও উল্লিখিত হইল না।

কলিঙ্গাদি-গুড়িকা।—

কলিঙ্গ বিল্ব নিম্বাম্র কপিত্থং সরসাঞ্জনং।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কটফলং শুকনাসিকাং॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকং।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্॥
ছায়াশুষ্কান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতিসারশান্তয়ে।
রক্তপ্রসাধনা হ্যেতে শূলাতিসারনাশনাঃ॥

কলিঙ্গাদিগুড়িকা।

(কলিঙ্গ—ইন্দ্রযব। বিল্ব—বেলশুঁঠ। কপিত্থ—কয়েৎবেল। হ্রীবের—বালা। কট্‌ফল—কায়ফল। শুকনাসিকা—কেওয়াঠুঁঠী। লোধ্র—লোধ। মোচরস—সিমুল-আঠা। বটশুঙ্গক—বটের ঝুরী। তণ্ডুলতোয়—চালুনী-জল। বটক—বটিকা। অক্ষ—২ তোলা। ক্ষিপ্র—শীঘ্র)।

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, নিম্বপত্র, আম্রপত্র, কয়েতবেল, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শুকনাসিকা, লোধ, মোচরস, শঙ্খ, ধাতকী, বটের ঝুরী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলদ্বারা বাটিয়া, ২ তোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এবং সেই বটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া, সেবন করিলে জ্বরাতীসার, রক্তাতিসার এবং শূলসংযুক্ত অতীসার শীঘ্রই নিবারিত হয়।

নারায়ণচূর্ণম্ ।—

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলন্তথা।
বিড়ঙ্গাতিবিষাঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্ ॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ ॥
গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ভিষজাম্বরঃ।
শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা ॥
জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকং।
মন্দানলং প্রমেহঞ্চ শূলঞ্চাপি ত্রিদোষজম্ ॥
নারায়ণেন কথিতং জনানাং হিতকাম্যয়া ॥

নারায়ণচূর্ণ।

(গুড়ূচী—গুলঞ্চ। বৃদ্ধদার—বিস্তাড়ক। শক্রাশন—সিদ্ধি। নারায়ণ—বিষ্ণু);

গুলঞ্চ, বিস্তাড়ক, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, আতুইস, ভৃঙ্গরাজ, শুণ্ঠী এবং সিদ্ধি; এই দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে সমানাংশে লইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের সমান কুটজের ছাল চূর্ণ করতঃ, উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। চিকিৎসক এই চূর্ণ ঔষধ ইক্ষুগুড় বা মধুসহ রোগীকে লেহন দ্বারা সেবন করাইলে, শোথ, চিরকালোৎপন্ন দুর্জ্জয় রক্তাতিসার, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, মন্দাগ্নি, প্রমেহ এবং সকল প্রকার শূলরোগ নিবারিত হয়। এই যোগটী মনুষ্যদিগের হিতার্থে স্বয়ং নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

উৎপলাদিচূর্ণং।—

উৎপলং দাড়িমং ত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ।
পিবেত্তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতীসারনাশনম্ ॥

উৎপলাদিচূর্ণ।

নীলোৎপল, দাড়িমের ছাল এবং পদ্মকেশর; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুল জলসহ পেষণ করিয়া, সেবন করিলে সকলপ্রকার জ্বরাতিসার নিবারিত হয়।

কুটজপুটপাকঃ।—

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তু দগ্ধ-
মাদায় তৎক্ষণমতীব চ প্রোক্ষয়িত্বা।
জম্বু পলাশ পুটে তণ্ডুল তোয়সিক্তং,
বদ্ধং কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্ ॥

সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা,
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে বিদদ্যাৎ।
কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ,
সর্ব্বাতীসার হরণে স্বয়মেব রাজা॥
স্বরসস্য গুরুত্বেন পুটপাকে পলং পিবেৎ।
পুটপাকস্য পাকোঽয়ং বহিরারক্তবর্ণতা॥

কুটজ পুটপাক।

স্নিগ্ধ অথচ ঘন (স্থূল) কাঁচা এমত কিয়ৎপরিমাণে কুটজেরছাল গ্রহণপূর্ব্বক, তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া, জামপত্রের বা পলাশপত্রের পুটমধ্যে পুরিবে। তদনন্তর কুশ দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধনপূর্ব্বক, সেই ঔষধ বদ্ধ পুটলীর বহির্দ্দেশ কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই স্বিন্ন অর্থাৎ পাককরা ঔষধকে পীড়নপূর্ব্বক তাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া, সেই রস মধুর সহিত অতীসার রোগীকে পান করিতে দিবে। এই যোগটী কৃষ্ণ অত্রিপুত্র কর্ত্তৃক পূজিত অর্থাৎ সাতিশয় যত্নসহকারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অতীসার রোগনাশক রূপে কথিত হইয়াছে। এই ঔষধ সকলপ্রকার অতীসার হরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পুটপাকে স্বরসের গুরুত্বহেতু স্বরস ঔষধ একপল (৮ তোলা) পরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধ বদ্ধ এবং কর্দ্দমাক্ত পুট অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ করিতেং যখন দেখিবে যে, উহার বহির্ভাগটী ঈষৎ রক্তবর্ণ (অল্পলাল) হইয়াছে; তখন পুটপাক সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া, সেই ঔষধবদ্ধ পুটটী অগ্নি হইতে উত্তোলন করিবে। এবং খুলিয়া তাহা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিবে।

কুটজাবলেহঃ।—

কুটজ ত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গাবিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
দাড়িমাতিবিষা লোধ্রং শাল্মলীবেষ্ট সর্জ্জকং।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্।
শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীং।
রক্তসতিং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাং॥

অম্লপিত্তং তথাশূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি।
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ অয়ং দৃষ্টফলঃ সদা॥

কুটজাবলেহ।

দ্রোণ—৩২ সের। পাঠা—আকান্দী। সমঙ্গা—বরাহক্রান্তা। শাল্মলী-বেষ্ট—মোচরস। সর্জ্জক—ধুনা)।

কুরুচিমূলের ছাল।২॥ সাড়ে বারসের ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট।৬ ষোলসের মাত্র রাখিয়া নামাইবে, এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া জলীয়াংশ ক্বাথ গ্রহন করিবে। এবং সেই ক্বাথের সহিত ⁄২॥ আড়াইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন আক্নাদিমূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুথা, দাড়িমফলের ছাল, আতইচ, লোধ, মোচরস, ধুনা, রসাঞ্জন, ধনিয়া, বেণারমূল এবং বালা ; এই দ্রব্য সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুইতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে ২ পল (১৬ তোলা) মধু তৎসহ মিশ্রিত করিয়া, একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। ইহা ১ তোলা মাত্রায় ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শো-রোগ, তৃষ্ণা, অম্লপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধটী অতীসারে ও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করিয়া, অনেক-বার বিশেষরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্।—

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্ব ভূনিম্ব মার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণী পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাং॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতান্ সর্ব্বান্ তত্তুল্যং বৎসকত্বচং।
সর্ব্বমেকত্র সংযুজ্য প্রপিবেত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
সক্ষৌদ্রম্বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজং।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতীসারনাশনম্॥
কামলা গ্রহণী দোষান্ গুল্মপ্লীহানমেবচ।
প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
সর্ব্বচূর্ণসমং কুটজবল্কলমূলচূর্ণং,
মিলি ৲ চূর্ণমনুরূপং চতুর্গুণেন তণ্ডুল জলেন পিবেৎ।
অথবা দ্বিগুণেন মধুনা লিহেৎ॥

ব্যোষাদ্যচূর্ণ।

(ব্যোষ—ত্রিকটু অর্থাৎ শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ। বৎসকবীজ—ইন্দ্রযব। ভূনিম্ব—চিরতা। মার্কব—ভৃঙ্গরাজ। চিত্রক—রক্তচিতারমূল। রোহিণী—

কটুকী। পাঠা—আকনিদ্ধি। দার্ব্বী—দারুহরিদ্রা। অতিবিষা—আতুষ। শ্লক্ষ্ণচূর্ণ—অতিসূক্ষ্ম গুঁড়া। ক্ষৌদ্র—মধু, মৌ।)

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতারমূল, কটকী, আক্‌নিদ্ধিমূল, দারুহরিদ্রা, আতইস; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ ১২ বারতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সুন্দররূপে পেষণ করিবে। এবং এই দ্রব্য সকলের সমান কুরচিমূলের ছাল চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ এক মাষা হইতে ৪ চারিমাষা পর্য্যন্ত চতুর্গুণ তণ্ডুল জল অথবা দ্বিগুণ মধুসহ সেবন করিবে। এই ঔষধ পরিপাচক ও সংগ্রাহী। এবং তৃষ্ণা, অতীসার, অরুচি, জ্বর, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, কামলা এবং শোথ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

মৃতসঞ্জীবনী বটী।—

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং।
মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা॥
মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী।
পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতিসারনাশিনী॥
বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে॥

মৃত সঞ্জীবনীবটী।

(মাগধী—পিপুল। বৎসনাভ—কাঠবিষ। মূলক—মূলা)।

পিপুল ১ একভাগ, বিষ ১ ভাগ এবং হিঙ্গুল ২ দুইভাগ; এই দ্রব্য সমুদায় জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া, মূলকবীজের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শীতল জলসহ সেবন করিলে জ্বরাতিসার, বিসূচিকা এবং সান্নিপাতিক দুস্তর বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ।—

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কণং গন্ধকং সমং।
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামিকদ্বয়ং॥
কাস শ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে॥
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥

আনন্দভৈরবরস।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা, গন্ধক; এই দ্রব্য সকল তুল্যপরিমাণে লইয়া জামীরের রসের সহিত ২ দুইপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে একরত্তি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, অতীসার, গ্রহণী, সান্নিপাতিকরোগ, অপস্মার, বায়ুরোগ, মেহ, অজীর্ণ এবং মন্দাগ্নিতা বিনষ্ট হয়।

অভ্র-বটিকা।—

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈর্ভিষিণা॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ॥
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবং।
দাপয়েদ্রসতুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবং।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগঞ্চ চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটীকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
কলায়পরিমাণান্তু খাদয়েত্তান্তু যত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং।
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধকঃ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ॥
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

অভ্রবটীকা।

পারা, গন্ধক এবং অভ্র; এই দ্রব্য সমুদায় প্রত্যেকে ২দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে। অনন্তর পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলীপ্রস্তুত করিবে। এই কজ্জলীর সহিত অভ্র ও সমভাগ ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে এই মিশ্রিত দ্রব্যের সহিত কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতামুল, গ্রীষ্মসুন্দরক (গিমেশাক), জয়ন্তী, থুলকুড়ী, সিদ্ধি (ভাঙ্), শ্বেত অপরাজিতা, এবং পান; এই সকলের প্রত্যেকের স্বরস ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, এবং সোহাগা ১ এক তোলা একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক শিলাতে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করতঃ কলায় পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া, রোগীর বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনায় পরিমাণ ও অনুপানের কল্পনানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ

সেবন করিলে ক্ষয়কাস, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মরোগ, জ্বর ও অতীসার নিবারিত হইয়া শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়। জ্বরাতিসারে এই ঔষধ হইতে শ্রেষ্ঠতর রসায়ন ঔষধ আর নাই। এই ঔষধ সেবন করিলে ভোজন, শয়ন ও পানাদিবিষয়ে কোনপ্রকার নিয়মবদ্ধ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে দধি ভোজন একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং নাগার্জ্জুন মুনি এই ঔষধটী আবিষ্কার করিয়াছেন।

কনকসুন্দরো-রসঃ।—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং টঙ্গণং পিপ্পলী বিষং।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়া দ্রবৈঃ॥
মৰ্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ॥

কনকসুন্দররস।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, পিপ্পলী, বিষ ও ধুতুরার বীজ: এই সকল বস্তু সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিপত্রের রসে একপ্রহর কাল মৰ্দ্দিত করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

কনকপ্রভা-বটী।—

স্বর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং,
কণা টঙ্গণকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়াদ্রিৰ্দ্দিবসং বিমৰ্দ্দ্য,
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ॥
এষাতিসারগ্রহণীং জ্বরাগ্নি-
মান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভেয়ং।
দধ্যোদনং ভোজ্যমনুষ্ণবারি,
মাংসং ভক্ষেত্তিত্তির লাবকানাং॥

কনকপ্রভাবটী।

(স্বর্ণবীজ—ধুস্তূরবীজ। মরালপাদ—থুলকুড়ি)।

ধুতুরাবীজ, মরিচ, থুলকুড়ি, পিপুল, সোহাগা, বিষ, গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে একদিন মৰ্দ্দিত করিয়া, এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দধিসহ অন্ন ভোজন; লাব, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস পথ্য এবং অনুষ্ণ (ঈষদুষ্ণ) জল পান করিবে।

বৃহৎ কনকসুন্দরো রসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণন্তথা।
স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দ্দিনার্দ্ধকং॥
সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ।
চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকং॥

বৃহৎ কনকসুন্দররস।

পারা, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা ও ধুস্তূরবীজ; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক বামনহাটীর স্বরসে ২ দুইপ্রহর কাল মর্দ্দিত করিবে। তদনন্তর উহার সহিত পারার সমান পরিমাণে অভ্র মিশ্রিত করিয়া ২ দুই-রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতি উগ্রতর পৈত্তিক অতীসার নিবারিত হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।—

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকং।
যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষদ্বন্দ্বকং॥
কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গুপটুকপঞ্চকং।
বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জরসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতং॥
ঘৃষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ।
জ্বরমতীসারঞ্চাপি বিবিধং নাশয়েদ্রোগং॥

প্রাণেশ্বররসঃ।

পারা, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শতপুষ্পক (শলুফা), যমানী এবং জীরা; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং যবক্ষার, হিঙ্, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ দুইতোলা; সমুদায় দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবনে জ্বরাতিসার প্রভৃতি নানাবিধরোগ বিনষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।—

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ।
ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী জীরক বালকং॥
যমানী ধান্যকং বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতং।
কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বালদাড়িমং॥

প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতং॥
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসং।
রুদ্ধ্বা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ং।
দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥
ষট্ প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ধ্রুবং॥

মৃতসঞ্জীবনরস।

(সর্পাক্ষী—রাস্না। বালক—বালা। ধান্যক—ধনে। কপিত্থ—কয়েদ্‌বেল)।

পারা ৪ চারিতোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, বিষ ১ একতোলা এবং অভ্র ৯ নয়তোলা; এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রসে পেষণপূর্ব্বক রাস্নার রসে একপ্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। এই প্রকারে ৭ সাতবার ভাবনা দিবে। তদনন্তর ধাইফুল, আতইস্, মুথা, শুণ্ঠী, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আক্লাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুরচির ছাল, ইন্দ্রযব, কদবেল, দাড়িমছাল এবং বালা; এই সকল বস্তু প্রত্যেকে ২ দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিবে। ঐ জলের চতুর্ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, সেই ক্বাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল তিনদিবস ভাবনা দিয়া, বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। এই ঔষধ ৪ চারিরতি প্রমাণে রোগীর অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপানবিশেষে সেবন করাইলে সাধ্য, অসাধ্য প্রভৃতি সকল প্রকার অতীসার বিনষ্ট হয়।

নাগরাদি-চূর্ণম্।—

নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা।
যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী॥
ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমং।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহং॥
অতীসারং জ্বরং বাপি গ্রহণীং পাণ্ডুদোষঞ্চ।
ক্রিমীংশ্চ রক্তাতিসারং হন্তি চূর্ণমিদং পরং॥

নাগরাদিচূর্ণ।

শুণ্ঠী, আতইচ, মুথা, দেবদারু, পিপ্পলী, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুরচির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আক্লাদি এবং মোচরস; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে অতীসার, জ্বর, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি এবং রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

কারুণ্যসাগরো-রসঃ।—

ভস্মসূতাদ্দ্বিধাগন্ধং যথা দ্বিত্বং মৃতাভ্রকং।
দিনং সার্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ॥
রসৈর্মার্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং বিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ॥
সবিড়ঙ্গৈস্তুল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ।
মাষমাত্রং দদীতাস্য ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে॥
সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে।
নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে॥
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি॥

কারুণ্যসাগররস।

১ একভাগ রসসিন্দুর, ২ দুইভাগ গন্ধক এবং ৪ চারিভাগ অভ্র একত্র করিয়া ১ এক দিবস সরিষার তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর বালুকা-যন্ত্রে অথবা মৃৎপাত্রে এক প্রহরকাল পাক করিয়া, পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ এক প্রহরকাল পাক করিবে। পরে যবক্ষার, সোহাগা, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সামুদ্রলবণ, সচল-লবণ, বিট্‌লবণ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ; এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকে এক এক ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহ মিলিত করিয়া, উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক এক মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিলে অতীসার, জ্বর, শূল, শোথ, গ্রহণী এবং সান্নিপাতিক রোগসমূহ নিবারিত হয়। অনুপান ব্যতিরেকেও এই ঔষধ সম-ধিক ফলোপধায়ক হয়।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ।—

গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্বেদ ভাগমন্যচ্চ ভাগিকং।
সর্জ্জি টঙ্ক য়বক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
বরা ব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নি যমানিকা।
সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা চ চূর্ণিতা॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
মাষৈকং ভক্ষয়েদ্দধ্না নাগবল্লীদলৈর্যুতং॥
উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলদ্বয়ং।
জ্বরাতীসারে বিহিতং কেবলে বা জ্বরেঽপি চ॥
জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে গ্রহণ্যামসৃগাময়ে।
বাতরোগে তথা শূলে চাতীসারে ত্রিদোষজে॥

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর।

(গন্ধ—গন্ধক। ঈশ—পারদ। সর্জ্জি—সাচিক্ষার। যবক্ষার—সোরা। বরা—ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া)। ব্যোষ—ত্রিকটু (শুণ্ঠী, মরিচ, পিপ্পলী)। ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব। দ্বিজীরা—শ্বেতজীরা ও কৃষ্ণজীরা। বীজসার—বিড়ঙ্গ। শতপুষ্পা—শলুফা। নাগবল্লী—তাম্বুললতা)।

গন্ধক চারিভাগ, পারা চারিভাগ, অভ্র চারিভাগ ও সাজিমাটী, সোহাগা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, ঔদ্ভিদলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানী, হিঙ্গুল, বিড়ঙ্গ, এবং শলুফা; এই সমুদায় প্রত্যেকে এক একভাগ; এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং জলসহ বাটিয়া একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বড়ী পানের রস ও দধিসহ সেবন করিলে জ্বর, জ্বরাতিসার, ত্রিদোষজ-জ্বর, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, বাতরোগ, শূল ও ত্রৈদোষিক অতীসার রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দেড়পোয়া উষ্ণজল পান করিতে দিবে। এই ঔষধটী জ্বরাতিসার, অতীসার ও রক্তাতিসারে প্রয়োগ করিয়া অসংখ্যবার উপকার পাওয়া গিয়াছে।

অমৃতার্ণব-রসঃ।—

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্কণং শঠী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগদুগ্ধেন পেষিতং।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসো হয়মমৃতার্ণবঃ॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাত র্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকযূষেণ বিজয়া সালবীজতঃ॥
মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলীমোচকরসৈঃ কঞ্চট দ্রবজেন বা॥
অতীসারং নিহন্ত্যুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
দোষত্রয়-সমুদ্ভূত মুপসর্গ সমন্বিতম্॥
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শো বিকারজিৎ।
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসাঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
জ্বরাতীসারাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অমৃতার্ণবরস।

(ঘুণপ্রিয়া—আতইচ। বিজয়া—ভাঙ্)।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুথা, আক্নাদি, জীরা, আতইস; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণিত বস্তু সমুদায় একত্র করিয়া, ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ একমাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ধনিয়ার যূষ, জীরার যূষ, সিদ্ধি, শালবীজ, মধু, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল-জল, কলামোচাররস অথবা কাঁচড়ার রসের সহিত সেবন করিলে সমস্ত উপ-সর্গের সহিত একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ সকলপ্রকার অতীসার বিনষ্ট হয়। এবং এই ঔষধ শূলঘ্ন, অগ্নিদীপক, গ্রহণী ও অর্শোবিকার নাশক, অম্লপিত্তের শান্তিকারী, কাসাপহারক ও গুল্ম-বিনাশক।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি"
গ্রন্থে জ্বরাতিসার চিকিৎসা সমাপ্ত।
চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতীসারাধিকারঃ।

আমপক্ব ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পক্বামলক্ষণম্॥
অতঃপর অতীসার-চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ অতীসার রোগের আম লক্ষণ ও পক্ব লক্ষণ অবগত হওয়া উচিত। কারণ-যদি আমাতিসারে পক্বাতিসারের ক্রিয়া অর্থাৎ ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা যায়; অথবা পক্বাতিসারে আমাতিসারের ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব অতিসারে সর্ব্বপ্রথমেই আম ও পক্ব লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া, পশ্চাৎ তদনুসারে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যস্যানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনং॥
লঙ্ঘনমেকং নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ।
সমুদীর্ণং দোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়ত্যপি বা॥

অতীসার রোগের আমাবস্থায়, প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপে লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। তদনন্তর লঙ্ঘনান্তে মণ্ড, পেয়া, যবাগূ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট অথচ লঘুপাক দ্রব্যসকল ভোজন করান বিধেয়। অতীসার রোগে যে সকল দ্রব (তরল) পদার্থ ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে। তাহা কেবলমাত্র দুগ্ধাদি অবিহিত অনিষ্টকর দ্রববস্তু সম্বন্ধে নিষেধ জানিবে; অর্থাৎ পেয়া, যবাগূ প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে।

বলবান্ রোগীর পক্ষে লঙ্ঘনের তুল্য শ্রেষ্ঠতর অন্য ঔষধ আর কিছুই নাই। যেহেতু লঙ্ঘন দ্বারা দোষের শান্তি ও পরিপাক হইয়া থাকে।

হ্রীবের-শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত পর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্য শৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে॥

(হ্রীবের—বালা। শৃঙ্গবের—শুঁঠ। পর্পটক—ক্ষেৎপাপড়া। উদীচ্য—বালা।)

বালা ১ একতোলা, শুঁঠ ১ একতোলা কিম্বা মুথা ১ একতোলা, ক্ষেৎপাপড়া ১ একতোলা অথবা মুথা ১ একতোলা ও বালা ১ একতোলা লইয়া, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এবং ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে অতীসার রোগীর পিপাসা নিবারিত হয়।

যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ।
ঔষধ-সিদ্ধ পেয়া-লাজানাং শক্তবোঽপ্যতিসারহিতাঃ॥
বস্ত্র-প্রসুত-মণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষশ্চ॥

(লঘু অন্ন—মণ্ড, পেয়াদি। ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ। লাজ—খৈ।)

নিয়মিতরূপ লঙ্ঘন দ্বারা রোগী ক্ষুধায় কাতর হইলে, তাহাকে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে। এবং ধান্যপঞ্চক বা পঞ্চকোলাদি সিদ্ধ পেয়া, খৈ চূর্ণের শক্তু (ছাতু), বস্ত্র পরিস্রুত মণ্ড, বস্ত্র পরিস্রুত পেয়া ও মসূরযূষ; এই সকল পথ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন॥
শোথ-পাণ্ড্বাময়প্লীহ-কুষ্ঠ-গুল্মোদর জ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মানগ্রহণ্যর্শোগদাংস্তদা॥

আমাতিসার-রোগীকে প্রথমাবস্থায় কোনপ্রকার ধারক ঔষধ (যে ঔষধ দ্বারা মল রোধ হয় অর্থাৎ উপস্থিত মল-ভেদ বন্ধ হইয়া থাকে) প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ধারক ঔষধ দ্বারা দোষসমূহ রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপাদিত হয়।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে।
অভয়া পিপ্পলী কল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিপাচয়েৎ॥

যদ্যপি অতীসার-রোগীর বদ্ধ মল অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, এবং উদরে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা থাকে; তাহা হইলে হরীতকী ও পিপুল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ।
শক্তুনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা॥

খইয়ের গুঁড়া উষ্ণ জলে ভ্রক্ষণ (আলোড়নপূর্ব্বক মর্দ্দন) করিয়া, পিণ্ডাকার করতঃ অতীসার রোগীকে আহার করিতে দিবে। ঐ পিণ্ড যদ্যপি অত্যন্ত কঠিন হয়, তাহা হইলে উহা অত্যধিক গুরুপাক হইয়া থাকে; এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ মৃদু হইলে লঘুপাক হয়। অতএব অবলেহনযোগ্য

পিণ্ডিকা প্রস্তুত করিয়া, অতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কারণ-কোমলতা নিবন্ধন উহা শীঘ্রই পরিপাক হইয়া থাকে।

স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ।—

শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

স্বল্পশালপর্ণ্যাদি।

শালপানী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত সাধিত পেয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পিত্তশ্লেষ্মজনিত অতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদিঃ।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
বলাশ্বদংষ্ট্রা বিল্বানি পাঠা নাগর ধান্যকং॥
এতদাহারসংযোগে হিতঃ সর্ব্বাতিসারিণে॥

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি।

(শালপর্ণী—শালপাণী। পৃশ্নিপর্ণী—চাকুলে। বৃহতী—ব্যাকুড়। বলা—বেড়েলা। শ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর। পাঠা—আক্‌নাদি। নাগর—শুঁঠ। ধান্যক—ধনে।)

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, শুঁঠ ও ধনিয়া; এই সমুদায় বস্তুর সহিত পাক করা মণ্ড, পেয়াদি অতীসার রোগীর পক্ষে অতীব হিতজনক।

যবাগূমুপভুঞ্জানো ন তু ব্যঞ্জনমাচরেৎ।
শাকমাংসফলৈর্যুক্তা যবাগ্বোঽম্লাশ্চ দুর্জ্জরাঃ॥

অতীসার রোগীর পক্ষে একমাত্র যবাগূই সুপথ্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু যবাগূর সহিত কোনপ্রকার ব্যঞ্জনাদি সেবন করা উচিত নহে। কারণ—শাক, মাংস এবং ফলযুক্ত যবাগূ অম্লপাক ও দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক সংসিদ্ধো ধান্যবিশ্বকৃতোঽথবা।
আহারো ভিষজা যোজ্যো বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাং॥
বাতপিত্তে পঞ্চমূল্যা কফে বা পঞ্চকোলকৈঃ॥

বাতশ্লেষ্মাতিসার-পীড়িত ব্যক্তিকে পশ্চাল্লিখিত ধান্যপঞ্চকের সহিত অথবা ধনিয়া ও শুঁঠের সহিত সংসাধিত পেয়া সেবন করিতে দিবে। আর বাতপিত্তাতিসার রোগে স্বল্পপঞ্চমূলী দ্বারা এবং শ্লেষ্মাতিসার রোগে জ্বরাধিকারোক্ত পঞ্চকোলের সহ সাধিত পেয়া অতীব হিতজনক বলিয়া জানিবে।

ধান্যোদীচ্য-শৃতং তোয়ং তৃষ্ণাদাহাতিসারনুৎ।
আভ্যামেব সপাঠাভ্যাং সিদ্ধমাহারমাচরেৎ॥

ধনিয়া এবং বালা ; এই উভয়ের সহিত সিদ্ধ করা জল পিপাসা, দাহ ও অতীসার বিনাশক। জ্বরে কথিত ষড়ঙ্গ পানীয়ের ন্যায় এই জল প্রস্তুত করিতে হয়। অপর ধনিয়া, বালা ও আক্রাদি ; এই ৩ তিনটী বস্তুর সহিত সংসাধিত পেয়াও অতিসার-রোগীর পক্ষে সাতিশয় হিতকর।

দোষাঃ সন্নিচিতা যস্য বিদগ্ধাহারমূর্চ্ছিতাঃ।
অতীসারায় কল্পন্তে ভূয়স্তান্ সংপ্রবর্ত্তয়েৎ॥

যে ব্যক্তির পূর্ব্ব সঞ্চিত দোষত্রয় (বাত, পিত্ত ও কফ), আহারীয় ভুক্ত দ্রব্যের স্নিগ্ধতাপ্রযুক্ত অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অতীসার রোগ উৎপাদন করে, তাহার সেই দোষ স্বয়ং নির্গত হইলেও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহা সত্বর নিঃসারিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পক্কোঽসকৃদতীসারো গ্রহণী-মার্দ্দবাদ্ যদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ॥

গ্রহণীর (অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ীবিশেষের) মৃদুতাবশতঃ পক্কাতিসার রোগে যখন অবিরত পুরীষ (বিষ্ঠা বা মল) নির্গত হইতে থাকিবে। তৎকালে অতি শীঘ্র ধারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সেই মল রোধ করিবে। যেহেতু অধিক পরিমাণে মল নির্গত হইলে, রোগী সাতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্দারা বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বিল্বচূতাস্থি-নির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্র-শর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিং॥

(বিল্ব—বেলশুঁঠ। চূতাস্থি—আম্রের কচি আঁটি। নির্য্যূহ—ক্কাথ। ক্ষৌদ্র—মধু। বৈশ্বানর—অগ্নি। আহুতি—হোমার্থে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি বস্তু।)

একতোলা বেলশুঁঠ এবং একতোলা আম্রকেশী (আঁবের কসী) গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্কাথ ।০ সিকিতোলা মধু ও ।০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি সহ মিশ্রিত করিয়া অতীসার রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেমন অগ্নি হোমকারীর প্রদত্ত আহুতিকে প্রাপ্তিমাত্র উহা গ্রহণপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ক্কাথ সেবনমাত্রেই রোগীর বমিসংযুক্ত অতীসার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পটোলাদিঃ।—

পটোল যবধন্যাক ক্কাথঃ পেয়ঃ সুশীতলঃ।
শর্করা মধুসংযুক্ত শ্ছর্দ্দ্যতিসারনাশনঃ॥

পটোলাদি।

পটোলপত্র (পল্তা), যব ও ধনে ; এই দ্রব্যত্রয় মিলিত ২ তোলা মাত্র

গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া রাখিয়া নামাইবে। এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ ২দুইমাষা মধু ও ২দুইমাষা ইক্ষুচিনি মিশ্রণ করিয়া, সেবন করিলে অতীসার ও বমি নিবারিত হইয়া থাকে।

জাতিফলাদি-লেহঃ।—

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ,
জীরঞ্চ টঙ্কণযুতমৃষিভিঃ প্রণীতং।
এতানি মাক্ষিক সিতাসহিতানি লীঢ়্বা,
আমাতিসারমখিলং গুরুমাশু হন্তি॥

জাতিফলাদি লেহ।

(জাতীফল—জায়ফল। ত্রিদশপুষ্প—লবঙ্গ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা এবং সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুতকরতঃ, প্রবল আমাতিসার-রোগীকে লেহনপূর্ব্বক সেবন করিতে দিলে, সকলপ্রকার আমাতিসার আশু নিবারিত হয়।

অহিফেনযোগঃ।—

গুঞ্জামিতমহিফেনং ছাগদুগ্ধেন যুঞ্জানং।
অতিসারং বহুবেগং নিবারয়ত্যাশু নিশ্চিতং॥
অহিফেনাতিযোগেন নাতিসারো নিবর্ত্ততে।
কিন্তুস্য বহুভির্যোগৈর্না মৃতোঽমৃত এব সঃ॥

অহিফেনযোগ।

১ এক রতি অহিফেন (আফিঙ্) ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বহুবেগ সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়। অহিফেন একবারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, কোনপ্রকার উপকার হয় না; বরঞ্চ তাহাতে অপকার হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু অতি অল্পমাত্রায় পুনঃপুনঃ (বারে বারে) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দাড়িমাদিঃ।—

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িম বৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সশোণিতং সুদারুণং॥

দাড়িমাদি।

কচি দাড়িমফলের ছাল ১ একতোলা এবং কুর্চিমুলেরছাল ১ একতোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মধু ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্বাথ সেবন করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসার সত্বর নিবারিত হয়।

গুড়বিল্বম্ ।—

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনং।
আমশূল-বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগ-নিবারণম্ ॥

গুড়বিল্ব।

কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত কিছু পরিমাণে দগ্ধ বিল্ব (পোড়া বেল) ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার, আমশূল, বিবন্ধ ও কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ ।—

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূলং বিবদ্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্ ॥
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তিকে নাগরং বিনা ॥

ধান্যপঞ্চক।

ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ; এই দ্রব্যসকল সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক /৷৹ অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া, অবশিষ্ট /৵৹ অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইবে, এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথে ॥৹ অর্দ্ধতোলা মাত্র মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, আমজনিত শূল ও বিবদ্ধ আম নষ্ট হইয়া, দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি বৃদ্ধি পায়।

ধান্যচতুষ্ক।

পূর্ব্বোক্ত ধান্যপঞ্চকের মধ্য হইতে শুণ্ঠী বাদ দিয়া, অবশিষ্ট ৪ চারি দ্রব্যের অর্থাৎ ধনে, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠের পূর্ব্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া, রোগীকে সেবন করাইলে পৈত্তিক অতিসার বিনষ্ট হয়।

প্রমথ্যাঃ ।—

পিপ্পলীং নাগরং ধান্যং ভূতিকমভয়াং বচাম্।
হ্রীবের ভদ্রমুস্তাখি বিল্বনাগর ধান্যকৈঃ ॥
পৃশ্নীপর্ণী-স্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্ ॥
কফে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংজ্ঞাঃ প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে দীপনপাচনে ॥

প্রমথ্যা।

(নাগর—শুণ্ঠী। ধান্য—ধনে। ভূতিক—যমানী। অভয়া—হরীতকী।)

১। পিপুল, শুঁঠ, ধনিয়া, যমানী, হরীতকী ও বচ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলামাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, তাহার ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে কফজন্য অতীসার নিবারিত হয়।

২। বালা, মুথা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনিয়া ; সমভাগে সমস্তে ২তোলা-মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া মাত্র শেষ থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে পৈত্তিক অতীসার নিবারিত হয়।

৩। গোক্ষুর, চাকুলে, বরাহক্রান্তা এবং কন্টকারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ বাতিকাতীসার-রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পূর্ব্বোক্ত ৩ তিনটী যোগ প্রমথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই যোগত্রয় দোষের পরিপাচনে ও অগ্ন্যুদ্দীপনে অতীব উপযুক্ত।

নাগরাদিঃ।—

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্য নাগরৈঃ।
তৃষ্ণা শূলাতিসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু ॥

নাগরাদি।

শুণ্ঠী, আতইস ও মুথা অথবা ধনিয়া ও শুণ্ঠী ; সমভাগে সমস্তে ২ দুই-তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ।৷৹ অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট ৴৹ অর্দ্ধপোয়া রাখিয়া নামাইবে। তদনন্তর ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ দোষের পরিপাচক, অগ্নিপ্রদীপক ও লঘু এবং তৃষ্ণা, অতিসার ও শূলবৎ বেদনা বিনাশ কারক।

কঞ্চটকাদিঃ।—

কঞ্চটকজম্বুদাড়িম শৃঙ্গাটকপত্রবিল্বহ্রীবেরম্।
জলধর নাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ ॥

কঞ্চটকাদি।

(কঞ্চটক—কাঁচড়াদাম। জম্বু—জাম। শৃঙ্গাটক—পানীফল। হ্রীবের—বালা। জলধর—মুথা। নাগর—শুণ্ঠী।)

কাঁচড়া, জম্বুত্বক্, দাড়িমের ছাল, শৃঙ্গাটকপত্র, বেলশুঁঠ, বালা, মুথা এবং শুণ্ঠী ; এই সকল বস্তু সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ লইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে অতীব দ্রুতস্রোতোবাহিনী নদীর ন্যায় অতি প্রবল বেগবান্ অতীসারও নিবারিত হয়।

কুটজত্বগাদিঃ।—

কুটজত্বক্ ফলং মুস্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অতীসারং জয়েদাশু শর্করা মধুযোজিতঃ ॥

কুটজত্বগাদি।

কুর্চিছাল, ইন্দ্রযব এবং মুথা ; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট ⁄৵০ অর্দ্ধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মধু ও ।০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে, প্রবল অতীসারও আশু নিবারিত হয়।

কুটজাদিঃ।—

কুটজাতিবিষামুস্তং হরিদ্রা পর্ণিনীদ্বয়ম্।
সক্ষৌদ্রশর্করং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

কুটজাদি।

কুটজছাল, আতইস, মুথা, হরিদ্রা, শালপাণী এবং চাকুলে ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ⁄॥০ অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাককরতঃ, অবশিষ্ট ⁄৵০ দুইছটাক মাত্র রাখিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মধু এবং ।০ সিকিতোলা ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার শীঘ্রই নিবারিত হয়।

কুটজাষ্টকঃ।—

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্।
লোধ্র চন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥
সামে সশূলে রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে।
কুটজাষ্ট ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥

কুটজাষ্টক।

কুর্চিছাল, দাড়িমের ছাল, মুথা, ধাইফুল, কচিবেল, বালা, লোধ, রক্ত-চন্দন এবং আকনাদি ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইবে এবং একখানি পরিষ্কার সরু বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ ।০ চারি আনা মধুসহ পান করিলে, শূল-বেদনা সংযুক্ত আমাতিসার, রক্তাতিসার এবং আমের পিচ্ছিলতা ও স্রাব নিবারিত হয়। ইহাকে কুটজাষ্টক বলা যায়। ইহা সকল প্রকার অতিসার-বিনাশক।

সমঙ্গাদিঃ।—

সমঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিশ্বং হ্রীবের ধাতকী।
কুটজত্বক্ ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥

সমঙ্গাদি।

বরাহক্রান্তা, আতইস, মুথা, শুঠী, বালা, ধাইফুল, কুরচির ছাল, ইন্দ্রযব

এবং বেলশুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক /৮ অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করতঃ /৶০ অর্দ্ধপোয়ামাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে, সকলপ্রকার অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়।

দলোত্থঃ স্বরসঃ পীতো হিজ্জলস্য সমাক্ষিকম্।
জয়ত্যামমতীসারং ক্বাথো বা কুটজত্বচঃ॥

হিজ্জলপত্রের স্বরস অথবা কুর্‌চি ছালের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার আমাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

বটারোহন্তু সংপিষ্য শ্লক্ষ্ণং তণ্ডুল-বারিণা।
তং পিবেৎ তক্রসংযুক্ত মতীসার রুজাপহম্॥

বটের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কুঁড়ি তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া, তক্রসহ মিশ্রণপূর্ব্বক সেবন করিলে, অতিসার এবং তজ্জনিত বেদনা সমূহ নিবারিত হয়।

নাভিপ্রলেপঃ।—

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈ র্ভিষক্।
আর্দ্রকস্য রসেনাশু পূরয়েন্ নাভিমণ্ডলম্॥
নদীবেগসমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ॥

নাভিপ্রলেপ।

অতীসার রোগীর নাভিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে আমলকী বাটিয়া তদ্দ্বারা বৃত্ত-কার আলবাল (আলি) দিবে এবং তাহার মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। ইহাতে নদীবেগসদৃশ অতি প্রবল বেগশীল অতিসারং বারিত হয়।

কুটজাবলেহঃ।—

শতং কুটজ মূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষে হস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ॥
সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিড়সৈন্ধব পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজীচূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্বদরমাত্রন্তু শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
পক্বাপক্ব মতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥

কুটজাবলেহ।

।২॥০ সাড়েবারসের কুর্‌চিমূলের ছাল উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ ৬৪ চৌষট্টি সের জলের সহিত পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া চতুর্থাংশ অর্থাৎ ষোলসের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন চুল্লী হইতে

নামাইয়া, একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া সিটে গুলি বাদ দিয়া, জলীয়-ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর সচললবণ, সোরা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও কৃষ্ণজীরা ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে সমস্তে ১৬পল অর্থাৎ /২ দুইসের মাত্র লইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণিত করিবে। পরে এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি পূর্ব্বপ্রস্তুত ক্বাথের সহিত মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে, যখন দেখিবে হাতা দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে লেহবৎ হইয়া আসিয়াছে তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। ইহাকে কুটজাবলেহ বলে। ইহা বদর (কুল) প্রমাণ মাত্রায় শীতল করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, নানাবিধ বর্ণসংযুক্ত ও দারুণ বেদনা সমন্বিত পক্কাতিসার, আমাতিসার, দুর্ব্বার গ্রহণীরোগ ও প্রবাহিকারোগ নিবারিত হয়।

শল্লকী বদরী জম্বু পিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ।
পীতা দুগ্ধেন মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ রক্ত-বিনাশনাঃ ॥

(শল্লকী—সিমুল। বদরী—কুল।)

সিমূলমূলের ছাল, কুলছাল, জামের ছাল, পিয়াল বৃক্ষের ছাল, আঁবের ছাল, অর্জ্জুনছাল ; ইহাদের যে কোন একটী বাটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, সকলপ্রকার রক্তাতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনাদি-চূর্ণম্।—

রসাঞ্জনং চাতিবিষং কুটজস্য ফলত্বচম্।
ধাতকী শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেত্তণ্ডুলবারিণা ॥
ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রণুদতি রক্তাতিসারমুল্বণম্ ॥

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ।

রসাঞ্জন, আতইস, ইন্দ্রযব, কুরচিমূলের ছাল, ধাইফুল এবং শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবন করিলে, অতি প্রবল রক্তাতিসার শীঘ্রই নিবারিত হয়। হয়।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং বিনশ্যতি ॥

ইক্ষুচিনি, মধু ও রক্তচন্দন বাটা সমভাগে তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, দাহ, তৃষ্ণা ও প্রমেহ সদ্যই নিবারিত হইয়া থাকে।

মধুযুতং নবনীতং লিহেদ্বা সিতয়া সহ।
নাগকেশর-মিলিতং রক্তসংগ্রহণং পরং ।
মধুপাদং সিতার্দ্ধাংশং নবনীতং চতুর্গুণং ॥

মধু।০ সিকিতোলা ও ইক্ষুচিনি।০ সিকিতোলা ২ দুই তোলা নবনীত সহ

অথবা নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ॥• অর্দ্ধতোলা ২ তোলা নবনীতসহ সেবন করিলে, রক্তভেদ নিবারিত হয়।

পথ্যাদি-ক্বাথঃ।—

পথ্যাদারু বচা মুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ।
আমাতিসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ॥

পথ্যাদিক্বাথ।

(পথ্যা—হরীতকী। দারু—দেবদারুকাষ্ঠ। বচা—বচ।)

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, শুণ্ঠী ও আতইচ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে সকল প্রকার আমাতিসার নিবারিত হয়।

পাঠাদি-চূর্ণং।—

পাঠাহিঙ্গ্বজমোদোগ্রা পঞ্চকোলাম্বুজং রজঃ।
উষ্ণাম্বু পীতং সরুজং জয়ত্যামং সসৈন্ধবং॥

পাঠাদিচূর্ণ।

আকনাদি, হিঙ্গু, বনযমানী· বচ এবং পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ, সেই চূর্ণসহ সৈন্ধবলবণ মিশ্রণপূর্ব্বক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বেদনাসংযুক্ত আমাতিসার নিবারিত হয়।

হরীতক্যাদি-কল্কঃ।—

হরীতকী সাতিবিষা হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বচা।
সৈন্ধবঞ্চাপি সংপিষ্য পায়য়েদুষ্ণবারিণা॥
আমাতিসার হরোঽয়ং পাচয়িত্বা চিকিৎসতি।
আমাতিসার-রোগো হি যদ্যোনেন ন শাম্যতি॥
ন তং যোগশতেনাপি চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ॥

হরীতক্যাদি কল্ক।

হরীতকী, আতইস, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, বচ এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে লইয়া, উষ্ণ (গরম) জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার বিনষ্ট হয়। এই যোগ (ঔষধ) দ্বারা যদি রোগীর আমাতিসার রোগ নিবারিত না হয়, তবে শত শত যোগ দ্বারাও চিকিৎসা করিলেও সে রোগীর কিছুমাত্র ফল হইবে না।

বৎসকাদি-ক্বাথঃ।—

বৎসকাতিবিষা বিল্বং মুস্তক বালকং শঠী।
অতীসারং জয়েৎ সামং চিরজং রক্তশূলজিৎ॥

বৎসকাদি ক্বাথ।

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা এবং শঠী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র রাখিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে শূলসংযুক্ত চিরকালোৎপন্ন আমাতিসার ও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

লোধ্রাদি-চূর্ণম্।—

লোধ্রং ধাতকী বিল্বং মুস্তাম্রাস্থিকলিঙ্গকম্।
পিবেৎ মাহিষতক্রেণ পক্বাতিসারনাশনং॥

লোধ্রাদি চূর্ণ।

লোধ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মুথা, আম্রের আঁঠীর শাঁস এবং ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ, মাহিষ তক্র সহ সেবন করিলে পক্বাতিসার বিনষ্ট হয়।

গঙ্গাধর-চূর্ণম্।—

মোচরস মুস্তা নাগর পাঠারলু ধাতকীকুসুমৈঃ।
চূর্ণমথিতসমেতং রুণদ্ধি গঙ্গাপ্রবাহমপি সদ্যঃ॥

গঙ্গাধর চূর্ণ।

মোচরস, মুথা, শুণ্ঠী, আকনাদি, অরলু (শোণাছাল) এবং ধাইফুল; সমভাগে ইহাদের চূর্ণ মথিত (তক্রভেদ অর্থাৎ নির্জ্জল দধি বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে যাহা হয়, তাহা) সহ সেবন করিলে, জলবৎ মলভেদও আশু নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়-গঙ্গাধর-চূর্ণং।—

মুস্তা বৎসকবীজং মোচরসো বিল্ব ধাতকী লোধ্রং।
গুড়মথিত সংপ্রযুক্তং গঙ্গামপি বেগবাহিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

দ্বিতীয় গঙ্গাধর চূর্ণ।

মুথা, ইন্দ্রযব, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও লোধ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে চূর্ণ করতঃ ইক্ষুগুড় ও মথিতের সহিত সেবন করিলে, জলের ন্যায় প্রবহমান মলভেদও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ-গঙ্গাধর-চূর্ণং।—

মুস্তারলুক শুণ্ঠীভি র্ধাতকী লোধ্রবালকৈঃ।
বিল্ব মোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযব বৎসকৈঃ॥
আম্রবীজং সমঙ্গাতিবিষাযুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ।
মধু তণ্ডুল পানীয়ং পীতং হন্তি প্রবাহিকাং॥

হন্তি সর্ব্বানতিসারান্ গ্রহণীং হন্তি বেগতঃ।
বৃদ্ধং গঙ্গাধরং চূর্ণং রুন্ধ্যাৎ গীর্ব্বাণবাহিনীং ॥

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চূর্ণ।

(মুস্ত—মুথা। অরলু—শোণাপাটা। বালক—বালা। বিল্ব—বেলশুঁঠ। সমঙ্গা—বরাহক্রান্তা।)

মুথা, শোণাছাল, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্নাদি, ইন্দ্রযব, কুর্চিছাল, আম্রের আটির শাঁস, বরাক্রান্ত এবং আতইচ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও চাউলের জলের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা, সকলপ্রকার অতীসার, গ্রহণী এবং জলবৎ মলভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

অঙ্কোলমূলকল্ক স্তণ্ডুলপয়সা সমাক্ষিকঃ পীতঃ।
সেতুরিব বারিবেগং ঝটিতি নিরুন্ধ্যাদতীসারং ॥

অঙ্কোল (আঁকড়) বৃক্ষের মূল পেষণ করিয়া, চাউলের জল ও মধুসহ সেবন করিলে, সেতু (বাঁধ) দ্বারা যেমন জলের বেগ নিবারিত হয় ; তদ্রূপ ইহাদ্বারা অতীসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করা পঞ্চভাগিকঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যোঽতীসারনাশনঃ ॥

১ একভাগ কৃষ্ণতিল এবং চারিভাগ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক ছাগ-দুগ্ধের সহিত পান করিলে, সদ্যই রক্তাতিসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণমৃণ্মধুকং লোধ্রং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।
পীতমেকত্র সক্ষৌদ্রং রক্তসংগ্রাহণং পরং ॥

কৃষ্ণমৃত্তিকা, যষ্টিমধু, লোধ ও ইন্দ্রযব ; সমভাগে চাউলের জলসহ বাটিয়া, মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবারিত হয়।

কুটজক্ষীরং।—

নিষ্ক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ,
সম্যক্ পলদ্বিতয়মম্বু চতুঃশরাবে।
তৎ পাদশেষং সলিলে খলু শোষণীয়ং,
ক্ষীরে পলদ্বয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ ॥
প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে।
রক্তাতীসারী তৎ পীত্বা নৈরুজ্যং ক্ষিপ্রমাপ্নুয়াৎ ॥

কুটজক্ষীর।

কুটজের মূলের ছাল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে। তদনন্তর /৪ চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে করিতে যখন দেখিবে চতুর্থাংশ

অর্থাৎ ১ একসের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহার সহিত ছাগদুগ্ধ ২ পল (১৬ তোলা) মিলিত করিয়া, পুনর্ব্বার অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে শীতল হইলে ৮ মাষা মধুমিশ্রিত করিয়া রক্তাতিসার রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।

শতাবরীকল্কো ঘৃতঞ্চ।—

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুক্ জয়েৎ।
রক্তাতিসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং বরং॥

শতাবরীকল্ক ও শতাবরীঘৃত।

শতাবরীর কল্ক দুগ্ধ সহযোগে সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন অথবা শতমূলীর কল্ক ও স্বরস দ্বারা যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

চন্দনকল্কঃ।—

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তাতিসারজিদ্রক্তপিত্তৃড়্দাহমেহনুৎ॥

চন্দনকল্ক।

মধু, চিনি এবং শ্বেতচন্দন সমভাগে পেষণপূর্ব্বক চাউলের জল সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, পিপাসা এবং দাহ নিবারিত হয়।

গুদভ্রংশ চিকিৎসা।—

কোমল পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতং।
পতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদ-নির্গমঃ॥

গুদভ্রংশ-চিকিৎসা।

পদ্মের নূতন কোমলপত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ, ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই গুদভ্রংশ আরোগ্য হয়।

চব্যাদি-ক্বাথঃ।—

চব্যং সাতিবিষা মুস্তং বালবিল্বং সনাগরং।
বৎসক ত্বক্ ফলং পথ্যা ছর্দ্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চব্যাদিক্বাথ।

চই, আতইচ, মুথা, কচিবেল, শুঁঠ, কুড়্চিছাল এবং হরীতকী; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে সমস্তে দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত পাক করিয়া, অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ পান করিলে বমি এবং শ্লেষ্মজন্য অতীসার নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বাদি-চূর্ণং।—

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা।
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণমেষাং শ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ।

হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, আতইস এবং বচ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফাতিসার নিবারিত হয়।

মুস্তাদি-কষায়ঃ।—

মুস্তা চাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজ সমাঃ।
এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

মুস্তাদি কষায়।

মুথা, আতইস, মূর্ব্বা (সুচীমুখী), বচ এবং কুরচিছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তৎপরে শীতল হইলে, সেই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজন্য অতীসার বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিশত্র্বাদিঃ।—

ক্রিমিশত্রুবচাবিল্ব পাঠাধন্যাক কটফলং।
এষাং ক্বাথং ভিষগদদ্যাদতীসারে দ্বিদোষজে॥

ক্রিমিশত্র্বাদি।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আকনাদি, ধনিয়া এবং কটফল; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া সিটেগুলি বাদ দিয়া জলীয়াংশ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে দ্বিদোষজন্য অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক অতীসার নিবারিত হয়।

চিত্রকাদি কষায়ঃ।—

চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বালবিল্বং সনাগরং।
বৎসকত্বক্ ফলং পথ্যা বাতপিত্তাতিসারনুৎ॥

চিত্রকাদিকষায়।

চিতা, আতইস, মুথা, কচিবেল, শুঁঠ, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী; এই সমুদয় বস্তু সমান পরিমাণে লইয়া, অর্দ্ধসের জল সহযোগে পাকপূর্ব্বক অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া মাত্র থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে বাতপৈত্তিক অতীসার বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদি-ক্বাথঃ।—

পুনর্নবেন্দ্রযবঃপাঠা শ্রীফলাতিবিষা-ঘনাঃ।
ক্বথিতা সোষণাঃ পীতাঃ শোথাতিসারনাশনাঃ॥

পুনর্নবাদিক্বাথ।

পুনর্নবা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ, আতইচ এবং মুথা; এই সকল দ্রব্য সমানমাত্রায় সমস্তে ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ, অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে; এবং ছাকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জলীয়ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ।০ চারি আনা মরিচচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে, শোথাতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিল্বাদি-লেহঃ।—

বিল্ব মোচরস লোধ্র ধাতকীপুষ্প চূতফলবীজ সংযুতাং।
ভক্ষয়েদতিবিষাবলেহিকাং সিন্ধুবেগমপি দুর্দ্ধরং ধ্রুবং॥

বিল্বাদিলেহ।

বিল্ব, মোচরস, লোধ, ধাইফুল, আম্রবীজ এবং আতইচ; এই সকল দ্রব্য দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অত্যন্ত দুর্নিবার অতিসারও নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যবিজয়াদি-লৌহঃ।—

ত্রৈলোক্যবিজয়া জাতীফলে তুল্যো কলিঙ্গকে।
গৃহীত্বা দ্বিগুণং শ্রেষ্ঠো লৌহঃ সর্ব্বাতিসারহৃৎ॥

ত্রৈলোক্যবিজয়াদিলৌহ।

সিদ্ধি ও জাতীফলের তুল্য পরিমাণ ইন্দ্রযব গ্রহণ করতঃ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতীসার নিবারিত হয়।

বিল্বাদ্যবলেহঃ।—

বিল্বপেষীগুড়ং লোধ্রং তৈলং মরিচ সংযুক্তং।
লীঢ়্বা প্রবাহিকাক্রান্তঃ সত্বরং সুখমাপ্নুয়াৎ॥

বিল্বাদ্যবলেহ।

বেলশুঁঠ, পুরাতন গুড়, লোধ, তিলতৈল, এবং মরিচ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, পেষণপূর্ব্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

ষড়ঙ্গঘৃতং।—

বৎসকস্য চ বীজানি দার্ব্ব্যাশ্চ ত্বচ উত্তমাঃ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ লাক্ষা কটুক-রোহিণী॥

ষড়ভি রেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্।
অতীসারং জয়েৎ শীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্॥

—ড়ঙ্গঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের। কল্কার্থ ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রার ছাল (ছালের অভাবে কাষ্ঠ), পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা এবং কট্‌কী, এই দ্রব্যগুলি সমস্তে একসের মাত্র লইয়া কুট্টিত করতঃ ঘৃতে প্রদান করিবে এবং ঘৃতের ৪ চারিগুণ অর্থাৎ ১৬ সের জল দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে শেষ পাকের লক্ষণ সকল বিশেষরূপে লক্ষিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পেয়া বা মণ্ডের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত অতীসার পর্য্যন্তও নিবারিত হয়। এই ঘৃত ।০ একসিকি হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা পর্যন্ত মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্ষীরি-ঘৃতং।—

ক্ষীরি-দ্রুমাভীরু রসে বিপক্কং,
তৈজ্জশ্চ কল্কৈঃ পয়সা চ সর্পিঃ।
সিতা পলার্দ্ধং মধু পাদযুক্তং,
রক্তাতিসারং শময়ত্যুদীর্ণম্॥

ক্ষীরিঘৃত।

ঘৃত /৪ চারিসের। বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতস (বা পারীশ); এই ৫ পাঁচটী বৃক্ষের ছাল অথবা এই পাঁচটীর যে কোন একটী বৃক্ষের ছাল /৮ আটসের পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, ৩২ বত্রিশসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অর্থাৎ /৮ আটসের মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; এবং ছাঁকিয়া সিটেগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ক্বাথ (জলীয়াংশ) উক্ত /৪ চারিসের ঘৃত মধ্যে প্রদান করিবে; এবং শতমূলীর রস /৪ চারিসের ও দুগ্ধ /৪ চারিসের তাহাতে দিয়া পাক করিবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ কল্কের নিমিত্ত বটাদির ছাল /১ একসের ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ দিয়া পাক করিতে থাকিবে। পরে উহাতে শতমূলীর রস, তদনন্তর দুগ্ধ দিয়া ক্রমে ক্রমে পাক করিতে থাকিবে। পরে ঘৃত হইতে সিটেগুলি ছাকিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে /২ দুইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে। তদনন্তর স্নেহপাকোক্ত পাকসিদ্ধির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে নামাইয়া, /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত ।০ একসিকি হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অতিপ্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতীসারে বিশেষতঃ।
ছাগন্তত্তুষৈক্তঃ সিদ্ধং পেয়ং বা বারিসাধিতম্॥

বহুকালস্থায়ী পুরাতন অতীসার-রোগে ছাগদুগ্ধ অমৃতের ন্যায় অতীব

উপকারী। বিশেষতঃ অতীসার নাশক ঔষধের সহিত পাক করা, অথবা ৩ তিনগুণ জলসহ সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ অতীসারে মহোপকার সংসাধিত করে।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলে সপ্রবাহিকে॥

কচি পোড়াবেল ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ এক তোলা, পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধ আনা, শুণ্ঠীচূর্ণ দুই আনা এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে তিল তৈল; এই দ্রব্য গুলি সমস্তই একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিবদ্ধবাত এবং শূলবেদনা সমন্বিত প্রবাহিকা (আমাশয় রোগ) নিবারিত হয়।

পয়সা পিপ্পলী-কল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহান্নির্বাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

অর্দ্ধ পোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ তোলা পিপুলের গুঁড়া, অথবা।০ সিকি ভরি মরিচের গুঁড়া দিবসে ২।৩ বার করিয়া তিন দিবস পান করিলে, চিরকালব্যাপিনী প্রবাহিকাও (আমাশয় রোগ) নিবারিত হয়।

কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিল-কল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরাম্লস্নেহাঢ্যঃ সদা হন্যাৎ প্রবাহিকাম্॥

কচি পোড়া বেলের শস্য ১ এক তোলা, তিলবাটা ১ এক তোলা এবং দধির সর ১ এক তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে, প্রবাহিকার শান্তি হইয়া থাকে।

বিল্বোষণং গুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহনে॥

বেলশুঁঠ, মরিচ এবং লোধকাষ্ঠ সমভাগ চূর্ণ করিয়া, উক্ত চূর্ণ।০ এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তিলতৈলের সহিত লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেন,
ভুঞ্জীত নিশ্চারক-পীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্য কথিতেন বাপি,
ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥

(মাক্ষিক—মধু। নিশ্চারক—প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ। কুপ্য—লৌহ। শীত—শীতল।)

প্রবাহিকা দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি মধুর সহিত সারযুক্ত দধিসেবন করিলে, রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। অথবা দুগ্ধমধ্যে সুতপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া, সেই দুগ্ধ শীতল হইলে, উক্ত দুগ্ধের সহিত পূর্ব্বোক্ত বেলশুঁঠ, মরিচ ও মধু প্রভৃতি বস্তু সহযোগে সেবন করিলেও প্রবাহিকা রোগ হইতে মুক্ত

দীপ্তাগ্নির্নিষ্পুরীষো যঃ সার্য্যতে কেবলং শকৃৎ।
স পিবেৎ ফাণিতং শুণ্ঠী-দধি-তৈল পয়োঘৃতম্॥

প্রবাহিকারোগে যে ব্যক্তির অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, অথচ ভালরূপে মল নিঃসৃত হয় না, কিন্তু গুহ্যে বেদনা জন্মাইয়া মল নির্গত হইতে থাকে; তাহার পক্ষে ইক্ষুগুড়, শুণ্ঠীচূর্ণ, সারযুক্ত দধি, তিলতৈল, দুগ্ধ এবং ঘৃত সমান পরিমাণে একত্র আলোড়নপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিলে মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

হরীতক্যাদি-চূর্ণং।—

জঙ্গীচূর্ণং ঘৃতভৃষ্টং সর্জ্জকঞ্চ সিতাযুতম্।
সামে শূলেঽতিসারে চ গ্রহণ্যাং শস্তমৌষধম্॥

হরীতক্যাদি চূর্ণ।

জাঙ্গীহরীতকী এবং সর্জ্জক (ধুনা) ঘৃতে ভর্জ্জনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, ইক্ষু-চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার, বেদনাসংযুক্ত সকল প্রকার অতীসার এবং গ্রহণী-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চাঙ্গেরী-ঘৃতং।—

চাঙ্গেরী কোলদধ্যম্ল-ক্ষার-নাগর-সংযুতং।
ঘৃতং বিপক্কং পাতব্যং গুদভ্রংশ-গদাপহম্॥

চাঙ্গেরী ঘৃত।

চাঙ্গেরী (আমরুল) রস, বদরীর (কুলের) ক্বাথ এবং অম্লদধি (৪ চারি দিবসজাত মধুরতাহীন দধি) ।৬ ষোলসের, যবক্ষার ও শুণ্ঠীর ক্বাথ /৪ চারি সের; এই সকল দ্রব্যসহ /৪ চারিসের গব্যঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া পান করিলে, গুদভ্রংশ-রোগ নিবারিত হয়।

চতুঃসমো মোদকঃ।—

অভয়া নাগরং মুস্তং গুড়েন সহ যোজিতং।
চতুঃসমেয়ং বটী স্যাৎ সর্ব্বাতিসারনাশনং॥
আমাতিসারমানাহং সবিবন্ধং বিসূচিকাং।
ক্রিমীনরোচকং হন্যাদ্দীপয়ত্যাশু চানলং॥

চতুঃসমমোদক।

হরীতকী, শুণ্ঠী, মুথা এবং ইক্ষুগুড়; এই ৪ চারিটী দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক গুটিকা (মোদক) প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ঔষধ সেবন করিলে, সকল প্রকার অতিসার, আমাতিসার, বিবন্ধ, বিসূচিকা, ক্রিমি এবং অরুচি বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা দ্বারা সত্বরই অগ্নি প্রদীপিত হয়।

অস্ফোঠ-বটকঃ।—

পলমস্ফোটমূলস্য পাঠাং দার্ব্বীঞ্চ তৎসমাং।

পিষ্ট্বা তণ্ডুল-তোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥
ছায়াশুষ্কাংশ্চ কুর্য্যাত্তেষ্বেকং তণ্ডুলাম্বুনা।
পেষয়িত্বা প্রদদ্যাত্তং পানায় গদিনে ভিষক্ ॥
বাতপিত্তকফোত্থাংস্তান্ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্।
হন্যাৎ সর্ব্বানতীসারান্ বটকোঽয়ং প্রযোজিতঃ ॥

অঙ্কোঠবটক।

অঙ্কোঠ (আঁকড়) মূল, আকনাদি ও দারুহরিদ্রা; এই তিনটী দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক পল (৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া (বাটিয়া), ২ দুই তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর সেই বটী ছায়াতে শুষ্ক করিয়া, তাহার এক একটী বড়ী প্রতিদিবস চাউলের জলের সহিত বাটিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি সকলপ্রকার অতীসার নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বতৈলং।—

তুলাং সঙ্কুট্য বিল্বস্য পচেৎ পাদাবশেষিতং।
সক্ষীরং সাধয়েত্তৈলং শ্লক্ষ্ণপিষ্টৈ রিমৈঃ সমৈঃ ॥
বিল্বং সধাতকীকুষ্ঠং শুণ্ঠীরাস্না পুনর্নবা।
দেবদারু বচামুস্তং লোধ্র মোচরসান্বিতম্ ॥
এভি র্ম্মৃদ্বগ্নিনা পক্বং গ্রহণ্যর্শোঽতিসারনুৎ।
বিল্বতৈলমিতিখ্যাত মত্রিপুত্রেণ ভাষিতম্ ॥
গ্রহণ্যর্শোঽধিকারে যে স্নেহাঃ সমুপদর্শিতাঃ।
প্রযোজ্যাস্তেঽতিসারেঽপি ত্রয়াণাং তুল্যহেতুনা ॥

বিল্বতৈল।

তিলতৈল /৪চারিসের। বিল্ব, ধাইফুল, কুড়, শুণ্ঠী, রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, বচ, মুথা, লোধ এবং মোচরস; প্রত্যেক সমভাগে মিলিত /১ একসের মাত্র; এই বস্তুগুলি এই তৈলের কল্কার্থে প্রযোজ্য। এবং ক্বাথার্থ বেল।২।।০ সাড়ে বারসের, জল ১।।৪ একমণ চব্বিশ সের, শেষ।৬ ষোলসের। এই তৈল মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া সেবন করিলে, গ্রহণী ও অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু গ্রহণী ও অর্শোরোগ অধিকারে যে সকল স্নেহ প্রদর্শিত হইবেক, তাহাও অতীসার রোগে ব্যবহার করিবে; যেহেতু অতীসার, গ্রহণী এবং অর্শোরোগ; এই তিনটী রোগ পরস্পর সমান-ধর্ম্মী বলিয়া জানিবে।

অহিফেনাদিবটিকা।—

অহিফেনং বচাঞ্চৈব বিষমুষ্টিং সমাংশিকম্।
নির্জ্জলং পরিনিষ্পিষ্য বটিকা চনকোপমা॥
ভিষজা ধিমতা কার্য্যা সামে রক্তে সুদারুণে।
অতিশীঘ্রং রুজং হন্তি ভাস্কর স্তিমিরং যথা॥

অহিফেন-বটিকা।

অহিফেন, বচ, এবং বিষ; এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেক মুষ্টি (এক পল বা ৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া, জল বিনা পেষণপূর্ব্বক চণক (বুট) প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ এই ঔষধ আমাতিসার এবং সুদারুণ রক্তাতিসার রোগে প্রয়োগ করিবেন। এই ঔষধ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় অতিশীঘ্রই আমাতিসার ও রক্তাতিসার বিনাশ করে।

অতীসারবারণো-রসঃ।—

দরদং কৃত কর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুক্তং।
সর্ব্বাতিসারনাশনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্॥

অতীসারবারণ রস।

(দরদ—হিঙ্গুল। খাখসীক্ষীর—আফিঙ্গের নির্য্যাস।)

হিঙ্গুল, মুথা, কর্পূর ও ইন্দ্রযব; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আফিঙ্গের নির্য্যাসে (অভাবে আফিঙ্গের জলে) ভাবনা দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো-রসঃ।—

শুদ্ধকং তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলং।
কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতং॥
জাতীকোষ মুরাপত্রং শঠী তালীশকেশরং।
ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্মিতং॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীং॥
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজং।
রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ॥

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস।

(তালক—হরিতাল। গগন—অভ্র। বটকোন্মিত—১ তোলা। মুরা—মুরামাংসী। পত্র—তেজপত্র। কেশর—নাগকেশর। ব্যোষ—ত্রিকটু। চোচ—দারুচিনি। কণামূল—পিপুলমূল। পিচুসম্মিত—২ দুই তোলা পরিমিত।)

বিশুদ্ধ হরিতাল, লৌহ, অভ্র ; প্রত্যেকে ১ পল (৮ তোলা), কর্পূর পারা ও গন্ধক প্রত্যেক ১ বটক (১ তোলা) এবং জয়িত্রী, জাতিফল, মুরা মাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারু চিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেক পিচু (২ তোলা) পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করতঃ জলসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে, নানাপ্রকার অতীসার, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসায়ন ও বশীকরণ বলিয়া জানিবে।

কণাদ্য-লৌহং।—

কণানাগরপাঠাভি স্ত্রিবর্গত্রিতয়েন চ।
বিল্বচন্দনহ্রীবেরৈঃ সর্ব্বাতিসারজিদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপি হন্তি প্রবাহিকাং।
নালেন সদৃশং লৌহং বিদ্যতে গ্রহণীহরং॥

কণাদ্যলৌহ।

(কণা - পিপ্পলী। নাগর - শুণ্ঠী। পাঠা - আকান্দিলতা। ত্রিবর্গত্রিতয় — শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই ত্রিকটু এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই ত্রিফলা ; আর ইহাদের সহিত ত্রিমদ অর্থাৎ মুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ সংযুক্ত হইলে, ত্রিবর্গত্রিতয় বলা যায়। আর ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ ; এই ৩ তিনটীর প্রত্যেককেও ত্রিবর্গ বলে। চন্দন—রক্তচন্দন। হ্রীবের—বালা।)

পিপুল, শুণ্ঠী, আকনাদী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও বালা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, তাহার সহিত সমস্ত দ্রব্যের সমান পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্ত প্রবাহিকা (আমাশয়) এবং গ্রহণীরোগ সকল নিবারিত হয়।

লোকনাথো-রসঃ।—

ভস্মসূতস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাৎ।
ক্ষিপ্ত্বা বরাটিকাগর্ভে টঙ্কণেন নিরুধ্য চ॥
ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
লোকনাথরসঃ খ্যাতঃ ক্ষৌদ্রৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ং॥
নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু বচান্বিতং।
কষায়মনুপানন্তু সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥

লোকনাথ রস।

(ভস্মসূত—রসসিন্দূর। বরাটিকা—কড়ি। টঙ্কন—সোহাগা। ক্ষৌদ্র—মধু।)

রসসিন্দূর ১ একভাগ এবং বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ চারিভাগ; এই উভয় দ্রব্য একটী কড়ির মধ্যে পূরিয়া, সোহাগা দ্বারা সেই কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। তদনন্তর পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া শীতল হইলে, ঐ ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিবে। এবং এই ঔষধ সেবনান্তে শুণ্ঠী, আতইস, মুথা, দেবদারু ও বচ; ইহাদের ক্বাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার অতীসার রোগ অতি শীঘ্রই নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়াহিফেন-বটিকা।—

অহিফেনং সখর্জ্জুরং ঘৃষ্ট্বা গুঞ্জৈকমাত্রকং।
রক্তস্রাবমতীসার মতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ॥

দ্বিতীয়াহিফেন-বটিকা।

অহিফেন (আফিঙ্) এবং খর্জ্জুর (পিণ্ডখর্জ্জুর) মজ্জা; এই দুইটী দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ১ এক রতিপরিমাণে সেবন করিলে রক্তস্রাব ও প্রবলতর অতীসার রোগ অতিসত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।—

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতং।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা পশ্চাদ্দেয়ং সুচূর্ণিতং॥
জাতীফলং তথাকোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈবচ॥
এষাং কর্ষৈকমাত্রেণ তোয়েনাথ বিমর্দ্দয়েৎ।
গুঞ্জাষট্‌প্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণ-প্রসাধনং।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাং॥
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদ্রক্তার্শো রক্তসম্ভবং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরশ্চায়ং সর্ব্বব্যাধি-নিসূদনঃ॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস।

(অরিষ্টপত্র—নিম্বপত্র। সিন্ধুবারদল—নিসিন্দাপত্র।)

২দুইতোলা পারা এবং ২দুইতোলা গন্ধক উত্তমরূপে শোধন করিয়া, একত্রিত করতঃ খলে করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তদনন্তর জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র এবং ছোটএলাইচ; এই দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত

কজ্জলী সহ মিশ্রিত করিয়া, জল সহ বাটিয়া ৬ ছয় রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী প্রত্যহ মুথার রস আদি অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে, রোগীর জ্বর নিবারিত হয়, জঠরাগ্নি প্রদীপিত হয়, বল ও বর্ণের প্রসন্নতা জন্মে ; এবং দুর্ব্বার গ্রহণী রোগ, অতীসার, প্রবাহিকা, স্ত্রী-দিগের সূতিকারোগ, রক্তাতিসার ও রক্তজ অর্শরোগ নিবারিত হয়। ইহার নাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রস সকল প্রকার ব্যাধি নিবারণ করিয়া থাকে।

মহাগন্ধকং।—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরে রসে যদ্দ্রব্যং কথিতং পূর্ব্বম্।
তাবৎ সর্ব্বং মুক্তাগৃহে রক্ষিত্বা চ সুচূর্ণিতম্॥
পুটপাকেন সংসিদ্ধং নাম্না তৎ মহাগন্ধকং।
এতদ্ধি প্রোক্তমতিসারে বালকানাং মহৌষধং॥
রক্তাতিসারং গ্রহণীং নশ্যতি বালানাং ক্ষিপ্রং॥

ইত্যতিসারাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগ-চিন্তামণাবতী-
সারাধিকারে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

মহাগন্ধক।

পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঝিনুকের মধ্যে পুরিবে। তদনন্তর পুটপাকে পাক করিয়া শীতল হইলে, ১।১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মহাগন্ধক বলে। ইহা বালকদিগের অতীসাররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ এই ঔষধ সেবন করিলে বালকদিগের রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগ অতিশীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

ইতি অতীসার-চিকিৎসা সমাপ্ত।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামনি গ্রন্থে অতীসারা-
ধিকারে পঞ্চম-অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ গ্রাহণ্যধিকারঃ।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ॥

অনন্তর গ্রহণী রোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

গ্রহণীরোগ ও অতীসার রোগের পরস্পর কার্য্য কারণরূপ সম্বন্ধ আছে; এই নিমিত্ত অতীসার চিকিৎসার পরেই গ্রহণীরোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইতেছে। "গ্রহণী" শব্দের অর্থ অগ্ন্যধিষ্ঠান-নাড়ী। ঐ নাড়ীকে আশ্রয়পূর্ব্বক যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই গ্রহণীরোগ বলা যায়। অজীর্ণ দোষে যেমন প্রথমে বমন ও বিরেচন এবং তৎপরে দীপন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়; গ্রহণীরোগেও তদ্রূপ চিকিৎসা করিবে অর্থাৎ প্রথমে বমন ও বিরেচন এবং তদনন্তর দীপন ও পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবং তৎপরে অতীসারোক্ত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক লঙ্ঘন ও লঘু ভোজন প্রদান করিয়া, দোষের পরিপাক করিবে। (লঙ্ঘন ও লঘুভোজন প্রয়োগ প্রণালী জ্বর ও অতীসার রোগে দ্রষ্টব্য।)

বিশেষ কথা—যে ব্যক্তির অতীসার রোগ প্রশমিত হইয়াছে, অথচ অগ্নির বল সম্যক্‌প্রকারে প্রকাশিত হয় নাই; অথবা যাহার কেবল মাত্র অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়াছে, এই উভয়বিধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির অহিতাচরণে অধিকতর অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়া "গ্রহণী" নাম্নী নাড়ীকে সন্দূষিত করে; সুতরাং অতিবর্দ্ধিত বায়ু, পিত্ত ও কফ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অথবা মিলিত ত্রিদোষ, গ্রহণী নাড়ীকে দূষিত করিয়া থাকে। ইহাকেই গ্রহণীরোগ বলে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘন-পাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্॥
দদ্যাৎ পেয়াদি-লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥

শরীর আমরসে ব্যাপ্ত থাকিলে, আমাশয় বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও উক্ত আমরসের পরিপাকার্থ পাচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকারে আমাশয় সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ অর্থাৎ দূষিত আমরস-বিরহিত হইলে, তৎপরে রোগীকে জ্বর চিকিৎসোক্ত পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুলমূল, চই, রক্ত-

চিতার মূল ও শুণ্ঠী; এই পঞ্চ দ্রব্য সংযুক্ত পেয়াদি লঘু অন্ন পথ্য ব্যবস্থা করিয়া, পুনর্ব্বার অগ্নির উদ্দীপক অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কপিত্থ-বিল্বচাঙ্গেরী তক্র-দাড়িম সাধিতা।
পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী॥

(কপিত্থ—করেদ্‌বেল। বিল্ব—বেলশুঁঠ। চাঙ্গেরী—আমরুলশাক। দাড়িম—দাড়িমফল বা দাড়িমফলের ছাল।)

কয়েদ্‌বেল, বেলশুঁঠ, আমরুলশাক এবং দাড়িমফল অথবা দাড়িমফলের খোসা; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক তক্র (ঘোল) সহ-যোগে পেয়া (যবাগূ) প্রস্তুত করিয়া, গ্রহণী-রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই প্রকার যবাগূ বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগেই অতীব হিতকর। আর বাত-প্রধান গ্রহণী-রোগে পঞ্চমূলী (স্বল্পপঞ্চমূল) অর্থাৎ শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই মিলিত পঞ্চ দ্রব্যসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। উক্ত উভয়বিধ যবাগূই আমদোষের পরিপাচক ও মল-সংরোধক।

বিশেষ কথা—উক্ত যবাগূতে এমত পরিমাণে তক্র দিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা যবাগূ উত্তমরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বলেন যে, তক্রের রূক্ষত্ব ও গুরুত্বহেতুক তক্র ও জল এই উভয় সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যবাগূ পাক করা যাইতে পারে।

তক্রস্য গুণ-কথনম্।—

গ্রহণী-দোষিণান্তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্ত-প্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ॥

তক্রের গুণ।

তক্রের অগ্নিদীপক শক্তি, ধারকতা শক্তি ও লঘু পাকিত্ব শক্তি বর্ত্তমান থাকায়, উহা গ্রহণীরোগীকে পথ্যরূপে প্রদান করিবে। উহাতে মধুরপাকিত্ব গুণ থাকায়, পিত্তের প্রকোপ না জন্মিয়া, বরঞ্চ বায়ু, পিত্ত ও কফ; এই তিন দোষেরই শান্তি করিয়া থাকে। এবং কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব (শারীরিক দোষাচ্ছন্ন স্রোতঃ সমূহের বিশোধকত্ব) ও রূক্ষতাহেতু কফপ্রধান গ্রহণী-রোগে হিতকর; আর স্বাদু অম্লরসযুক্ত ও স্নিগ্ধতাহেতু বাতপ্রধান গ্রহণী-রোগেও প্রশস্ত।

বিশেষকথা—সর্ব্বত্র সদ্যোজাত তক্রই আহার করিবে। তক্র পর্য্যুষিত (বাসী) হইলে, অত্যন্ত অম্লরস সংযুক্ত হয়; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু পর্য্যুষিত তক্র অম্ল গুণাধিক্যহেতু পিত্তকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

শুণ্ঠ্যাদি-পাচনম্।—

শুণ্ঠীং সমুস্তাতিবিষাং গুড়ূচীং,
পিবেজ্জলেন ক্বথিতাং সমাংশাম্।
মন্দানলত্বে সততামতায়া-
মামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ॥

শুণ্ঠ্যাদি-পাচন।

শুঁঠ, মুথা, আতইস, গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাক শেষ ৮ তোলা। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, আমপূর্ণকোষ্ঠতা ও আমসংযুক্ত গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়।

ধান্যকাদি-পাচনম্।—

ধান্যকাতিবিষোদীচ্যযমানী মুস্ত নাগরম্।
বলাদ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্দীপন-পাচনম্॥

ধান্যকাদি-পাচন।

ধনিয়া, আতইস, বালা, যমানী, মুথা, শুণ্ঠী, বেড়েলা, শালপাণী, চাকুলে এবং বেলশুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা এবং শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে, গ্রহণী রোগীর আমদোষের পরিপাক ও জঠরাগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

নাগরাদি-কষায়ঃ।—

নাগরঞ্চাতিবিষাচ মুস্তকস্য সমং সমম্।
ক্বাথং কৃত্বাং পিবেন্নরঃ পরং স্যাদামপাচনম্॥

নাগরাদি-কষায়।

শুণ্ঠী, আতইস ও মুথা; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশ তোলা, এবং শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ আম পরিপাকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে।

শালপর্ণ্যাদিঃ।—

শালপর্ণী বলা বিল্ব ধান্য শুণ্ঠী কৃতঃ শৃতঃ।
আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ॥

শালপর্ণ্যাদি।

শালপাণী, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমানাংশে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে আধ্মান ও শূলবৎ বেদনা সমন্বিত বাতজ গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়।

অভয়াদি-ক্বাথঃ।—

অভয়াং পিপ্পলীমূলং বচাং কটুকরোহিণীম্।

পাঠাং বৎসকবীজানি চিত্রকং বিশ্বভেষজম্‌ ॥
পিবেন্নিষ্কাথ্য কষায়ং সুস্থতাভিলাষী নরঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাভিভূতায়াং গ্রহণ্যাং শূলান্বিতায়াম্‌ ॥

অভয়াদি ক্বাথ।

হরীতকী, পিপুলমূল, বচ, কট্‌কী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, রক্তচিতার মূল এবং শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকশেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে রোগীর শূলবৎ বেদনাসমন্বিত পিত্তশ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যলাভ হইতে পারে।

দার্ব্ব্যাদিঃ।—

দারু নাগর নিশা সবাসকা-
কুণ্ডলী মগধজা শটী ঘনম্‌।
রাস্না সভার্গী সরলাহ্বপুষ্করং,
পাচনং ভবতি বাতিকগ্রহে ॥

দার্ব্ব্যাদি।

দেবদারু, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, বাসক, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, শঠী, মূথা, রাস্না, বামনহাটী, সরলকাষ্ঠ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়); এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ।।৷০ অর্দ্ধসের (৩২ তোলা) এবং পাকাবশেষ ৮ তোলা (৵০ অর্দ্ধপোয়া)। এই ক্বাথ পান করিলে বাতজ গ্রহণী রোগীর আম পরিপাক পায়।

নলাদিপঞ্চমূলী-ক্বাথঃ।—

নলবেণুকুশানাঞ্চ কাশেক্ষূণাঞ্চ মূলকম্‌।
নিঃক্বাথ্য পানং হিতং বাস্য পাচনং পৈত্তিকগ্রহে ॥

নলাদি-পঞ্চমূলী-ক্বাথ।

নল, বেণু, কুশ, কাশ ও ইক্ষু; এই পঞ্চদ্রব্যের মূল সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশেষ ৮ তোলা মাত্র। এই ক্বাথ পিত্তজন্য গ্রহণী রোগীর আম পরিপাচক।

ব্যাঘ্র্যাদি-ক্বাথঃ।—

ব্যাঘ্রী গ্রন্থিক চব্যং সরসা শুণ্ঠী দাড়িমম্‌।
রজনী ঘনচিত্রকমেবং হিক্কামথগ্রহণীকফং হন্তি ॥

ব্যাঘ্র্যাদি ক্বাথ।

কণ্টকারী, পিপুলমূল, চই, সুরসা (শ্বেততুলসী), শুণ্ঠী, দাড়িমফলের ছাল, হরিদ্রা, মুথা, রক্তচিতার মূল; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে সমুদায়ে

২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশ তোলা এবং শেষ ৮ আটতোলা। এই ক্বাথ সেবন করিলে শ্লেষ্মজন্য গ্রহণীরোগ ও হিক্কা নিবারিত হয়।

সৈন্ধবাদি-তক্রম্।—

বাতেঽম্লং সৈন্ধবোপেতং পিত্তে স্বাদ্বম্লশর্করম্।
পিবেৎ তক্রং কফে চাপি ক্ষার-ত্রিকটু-সংযুতম্॥

সৈন্ধবাদি তক্র।

বাতাধিক্য গ্রহণীরোগে অম্লরসযুক্ত তক্র সৈন্ধব সহযোগে সেবন করিবে। পিত্তাধিক্যে মধুর রসযুক্ত তক্র চিনির সহিত সেবন করিবে। এবং শ্লেষ্মাধিক্যে যবক্ষার ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) সংযুক্ত তক্র সেবন করিবে।

হিঙ্গ্বাদি-তক্রম্।—

হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেনাবধূলিতম্।
গ্রহণ্যর্শোঽতিসারঘ্নং ভবেদ্বাতহরং পরম্॥
রোচকং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনম্॥

হিঙ্গ্বাদি তক্র।

হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র আলোড়নপূর্ব্বক সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, অতীসার, বায়ু ও বস্তিশূল বিনষ্ট হয়। পরন্তু আহারে রুচি এবং শরীরে পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নাগরাদ্যং ক্ষীরম্।—

নাগরাতিবিষা মুস্ত কল্কেন পাচিতং পয়ঃ।
ছাগং তদ্ধা হণীদোষে প্রশস্তমিদমৌষধম্॥

নাগরাদ্যক্ষীর।

শুণ্ঠী, আতইস ও মুথা; এই দ্রব্যত্রয় সমানাংশে সমুদায়ে ২তোলা, ছাগ-দুগ্ধ /৵০ অর্দ্ধপোয়া, জল /৷৵০ দেড় পোয়া এবং শেষ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই দুগ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ গ্রহণী রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিল্ব কল্কঃ।—

শ্রীফলশলাটুমজ্জা নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ।
গ্রহণীগদমত্যুগ্রং তক্রভুজা শীলিতো জয়তি॥

বিল্বকল্ক।

কাঁচাবেলের শাঁস শুঁঠ চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া, দ্বিগুণ গুড় সহযোগে ভক্ষণ করিবে। এবং আহারার্থে তক্র সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অত্যন্ত প্রবল গ্রহণী-রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্রকাদি-বটিকা।—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং ক্ষারৌ লবণপঞ্চকম্।

ক্ষারাংশং হিঙ্গুজমোদা চ চব্যাঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
বটিকা মাতুলুঙ্গস্য রসৈর্ব্বা দাড়িম্যা চ।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্ ॥

চিত্রকাদি বটিকা।

রক্তচিতার মূল, পিপুলের মূল, যবক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল ও ঔদ্ভিদ এই পঞ্চলবণ), শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্, বনযমানী এবং চই; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রে চূর্ণ করিয়া, ছোলঙ্গলেবুর রস অথবা দাড়িমের রসদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া, সেবন করিলে আম পরিপাক হয়; এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

লাঈ চূর্ণম্।

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধং পারদমুভে কুর্য্যাচ্ছুভাং কজ্জলীম্।
দ্ব্যক্ষং ত্র্যূষণতশ্চ পঞ্চলবণং সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্ ॥
ভৃষ্টং হিঙ্গু চ জীরকদ্বয়যুতং সর্ব্বাঙ্গভঙ্গান্বিতম্।
খাদেৎ টঙ্কমিতং প্রবৃত্তিগদবাংস্তক্রেণ বিল্বেন বা ॥

লাঈচূর্ণ।

২ তোলা গন্ধক এবং ১ তোলা পারা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ তোলা; সৈন্ধব, বিট্, সৌবর্চ্চল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ, এই পঞ্চলবণ চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ তিন তোলা; ভাজা হিঙ্গুচূর্ণ ৩ তোলা এবং জীরাচূর্ণ ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩ তোলা, এবং এই সকল দ্রব্য যত, তাহার অর্দ্ধেক সিদ্ধি (ভাঙ্) চূর্ণ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া তক্র অথবা বেলের সহিত ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মলভেদ নিবারিত হয়।

জাতিফলাদি-চূর্ণম্।—

জাতিফলং লবঙ্গৈলাপত্রত্বগ্ নাগকেশরৈঃ।
কর্পূরচন্দনতিলত্বক্ ক্ষীরীতগরামলৈঃ ॥
তালীশং পিপ্পলী পথ্যা স্থূলজীরকচিত্রকৈঃ।
শুণ্ঠী বিড়ঙ্গমরিচৈঃ সমভাগং বিচূর্ণিতৈঃ ॥
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি দদ্যাদ্ভঙ্গাঞ্চ তাবতীম্।
সর্ব্বচূর্ণং সমং কৃত্বা প্রদেয়া শুভ্রশর্করা ॥
কর্ষমাত্রমিদং খাদেন্ মধুনা প্লাবিতং নরঃ।
নাশয়েদ্ গ্রহণীং শ্বাসং ক্ষয়কাসমরোচকম্ ॥

জাতিফলাদি চূর্ণ।

জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচি, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কর্পূর, রক্তচন্দন, তিলের খোসা, বংশলোচন, তগরপাদুকা, আমলকী, তালীশপত্র,

পিপুল, হরীতকী, স্থূলজীরা, রক্তচিতা, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ ও মরিচ; এই সকল ঔষধ দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে এই চূর্ণ সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যত পরিমাণে হইবে, তত পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, ক্ষয়, কাস ও অরুচি বিনষ্ট হয়।

মুস্তকাদি চূর্ণম্ :—

মুস্তকাতিবিষা বিল্ব কৌটজং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
মধুনা চ সমালীঢ়ং গ্রহণীং সর্ব্বজাং জয়েৎ॥

মুস্তকাদি চূর্ণ।

মুথা, আতইস, বেল ও ইন্দ্রযব; এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, মধুর সহিত লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

সর্জ্জরস-চূর্ণম্।—

শ্বেতো বা যদি বা রক্তঃ সুপক্কো গ্রহণীগদঃ।
গুড়েনাধিকসর্জ্জেণ ভক্ষিতেনাশু নশ্যতি॥

সর্জ্জরসচূর্ণ।

ধুনা চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অতি সত্বর শ্বেত অথবা রক্তবর্ণমল সমন্বিত গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বার্ত্তাকী-গুটিকা।—

চতুঃপলং সুধাকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাক্যাঃ কুড়বঞ্চার্কমূলাদ্বিল্বং তথানলাৎ॥
দগ্ধ্বা দ্রবেণ বার্ত্তাকো গুটিকা ভোজনান্তরে।
ভুক্ত্বা ভুক্তং পচত্যাশু নাশয়েদ্‌গ্রহণীগদম্॥
কাসং শ্বাসং তথার্শাংসি বিসূচীঞ্চ হৃদাময়ম্॥

বার্ত্তাকীগুটিকা।

সিজের কাণ্ড ৪ পল, ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সৌবর্চ্চল) মিলিত ৩ পল, শুষ্ক বেগুন ৪ পল, আকন্দের মূল ৮ পল এবং রক্তচিতার মূল ৮ পল। এই সকল দ্রব্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। তৎপরে বার্ত্তাকুর রস দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী রোগ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিসূচিকা এবং হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চপল্লবম্।—

জম্বুদাড়িম শৃঙ্গাট পাঠা কঞ্চটপল্লবৈঃ।
পক্কং পর্য্যুষিতং বালবিল্বং সগুড় নাগরম্॥
হন্তি সর্ব্বানতিসারান্ গ্রহণীমতি দুস্তরাম্॥

পঞ্চপল্লব।

জাম, দাড়িম, পাণিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া; এই সকলের পত্রদ্বারা একটী কাঁচা বেল উত্তম রূপে বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া, উপযুক্ত পরিমিত জল সহযোগে সিদ্ধ করিবে। পর দিবস ঐ সিদ্ধ করা বেল ২ তোলা মাত্রায় লইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় শুঁঠচূর্ণ ও বেলের সমান ইক্ষুগুড় একত্র মিশ্রিতকরতঃ সেই সিদ্ধ করা জল সহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ অতীসার ও অতি প্রবল গ্রহণীরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিবাদি চূর্ণম্।—

শিবা সৈন্ধব মুস্তঞ্চ যমানী ধান্যকং তথা।
শতপুষ্পা শুষ্কপত্রং ভোজনাদৌ প্রযোজয়েৎ॥
হন্তি ত্রিদোষ-গ্রহণীং সামজাং রক্তজামপি॥

শিবাদিচূর্ণ।

হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, মুথা, যমানী, ধনিয়া, শলুফা এবং শুষ্ক পাটপাতা (নালতে); এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ৷৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভোজন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে সেবন করিলে, ত্রৈদোষিক আম ও রক্ত সংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

মধ্যলায়ীচূর্ণম্।—

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধ পারদমিতং কুর্য্যাচ্ছ ভাং কজ্জলীম্।
নিম্বং ত্র্যূষণমেব পঞ্চলবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্॥
সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনান্মিশ্রিতম্।
খাদেচ্ছাণমিতোঽম্ল-কাঞ্জিকপলং মন্দাগ্নি-সন্দীপনম্॥
স্বেচ্ছ-ভোজনতো রসায়নমিদং ঘূর্ণাদিকোপদ্রবে।
পেয়ঞ্চাঽত্র তু কাঞ্জিকং বদতি স লায়ী মহাযোগিনী॥
হন্যাদ্বাতঞ্চ পিত্তং কফবিকৃতিমতীসাররোগং গ্রহণীম্।
শ্বাসং কাসঞ্চ শূলং জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মাণমুগ্রম্॥
প্লীহানঞ্চামবাতং যড়পি গুদরুজান্ কুষ্ঠরোগান্ সমস্তান্।
বাতাসৃক্ কর্ণরোগানিদমপি কথিতং দীপনং জাঠরাগ্নেঃ॥
পৃথগিতি ত্রিকট্বাদীনাং সম্বধ্যতে। সার্দ্ধাক্ষেতিকর্ষ্মধারয়ঃ।
তেনসার্দ্ধ কর্ষাধিকং দ্বিপলং ত্রিশাণঃ পঞ্চলবণং
প্রত্যেকং ত্র্যূষণং পিচুরিত্যারভ্য ইন্দ্রাশনাদ্দ্বিপলম্।
শাণত্রিতয়াধিকমিষ্যতে ইতি পাঠান্তর সংবাদাৎ॥

মধ্যালায়ীচূর্ণ।

২ তোলা গন্ধক ও ১ তোলা পারদ একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে; তদনন্তর নিম্বপত্র, পঞ্চলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; প্রত্যেকে ৩ তিনতোলা এবং ১৭ সপ্তদশ তোলা সিদ্ধিচূর্ণ করতঃ, উক্ত কজ্জলী সহ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় সেবন-পূর্ব্বক তৎপরে কাঁজি সহযোগে অম্লপথ্য করিবে। এই রসায়ন ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজনাদি করা যায়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ঘূর্ণ (ভ্রমি) আদি উপদ্রব, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক বিকার, অতীসার, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, শূল, জ্বর, উদর বেদনা, রাজযক্ষ্মা, প্লীহা, আমবাত, ৬ প্রকার গুদরোগ, সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত ও ব্রণ রোগ বিনষ্ট হয়; এবং ইহা জঠরাগ্নির প্রদীপক।

মহালায়ীচূর্ণম্।—

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণ পঞ্চকম্॥
গৃহধূমং বচাকুষ্ঠং ঘন মভ্রঞ্চ গন্ধকম্।
ক্ষারদ্বয়ঞ্চাজমোদা পারদং হস্তিপিপ্পলী॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
বিড়ালপদমাত্রন্তু দাপয়েদস্য গুণ্ডকম্॥
অভ্যর্চ্চ্যনায়িকাং প্রাত র্যোগিনীং কালরূপিনীম্।
মন্দাগ্নিকাসদুর্ণাম প্লীহ-পাণ্ডু জ্বরাপহঃ॥
শোথ প্রমেহবিষ্টম্ভ সংগ্রহ-গ্রহণী-হরঃ।
নানাবর্ণমতীসারং সর্ব্বশূলনিসূদনম্॥
আমবাত-গদচ্ছেদী সূতিকা-ভঙ্গনাশনম্।
নৈতস্মিন্ ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতশ্লেষ্ম সমুদ্ভবাঃ॥
তস্মাদাদৌ সদাসেব্যো গুণ্ডকো লায়িকাকৃতঃ।
কাঞ্জিকাম্লং সদাপথ্যং দগ্ধমীনং তথাদধি॥
বীর্য্যন্ত্বক্ষ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং পিশিতভোজনম্।
কাষ্ঠমপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্যাতি জীর্ণতাম্॥

মহালায়ীচূর্ণ।

রক্তচিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শোধিত ভেলার আঁটী, যবানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, সচল-লবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, উদ্ভিদলবণ, গৃহধূম, বচ, কুড়, মুথা, শোধিত অভ্র, শোধিতগন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বনযমানী, শোধিতপারদ এবং গজ-

পিপুল ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ ও এই চূর্ণ সমষ্টির সমান পরিমিত সিদ্ধিচূর্ণ ; এইসমস্ত চূর্ণিত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রাতঃকালে কালরূপিণী যোগিনীকে অভ্যর্চ্চনা-পূর্ব্বক সেবন করিলে মন্দাগ্নি, কাস, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, জ্বর, শোথ, প্রমেহ, বিষ্টম্ভ, সংগ্রহগ্রহণী, নানাবর্ণ অতীসার, সর্ব্ববিধশূল, আমবাত, সূতিকাকৃত মলভেদ এবং বাতশ্লেষ্ম সমুদ্ভূত রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা দ্বারা বীর্য্য ও ব্যবায়শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এমন কি এই ঔষধ সেবন করিলে উদরস্থ কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ হইয়া থাকে। ভোজন করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে এই ঔষধ সেবন করিবে ; এবং সর্ব্বদা দগ্ধমৎস্য, দধি ও মাংস ভোজন ও স্নান করিবে।

মধ্যলবঙ্গাদিচূর্ণম্।—

লবঙ্গাতিবিষা মুস্ত বিল্ব পাঠা চ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযব বালকম্॥
ধান্যং সর্জ্জরসশৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবঞ্চ রসাঞ্জনম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীস্তথা॥
নানাবর্ণ মতীসারং সশোথং পাণ্ডুকামলাম্।
গ্রহণ্যাদিগদান্ সর্ব্বান্ কণ্ডুপাণ্ড্বাদিপীনসান্॥
অগ্নিমান্দ্যেচ প্রশস্তমিদম্॥

মধ্যলবঙ্গাদিচূর্ণ।

লবঙ্গ, আতইস, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদী, শিমুল আঠা, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনিয়া, ধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুণ্ঠী, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন ; এই সকল বস্তু সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া, একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমন্দতা, সংগ্রহ গ্রহণী, নানাবর্ণ সংযুক্ত অতীসার, শোথ, পাণ্ডু কামলা, গ্রহণী আদি সর্ব্বপ্রকার রোগ, কণ্ডু এবং পীনসাদি রোগ সকল নিবারিত হয়। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য রোগেও অতীব প্রশস্ত।

গঙ্গাধরচূর্ণম্।—

বিল্বং শৃঙ্গাটিকা দলং দাড়িমীফলমেবচ।
মুস্তকাতিবিষাচৈব নাগরঞ্চাপি ধাতকী॥
মরিচং পিপ্পলী মিন্দ্রং দার্ব্বী ভূনিম্ব বৎসকৌ।
জম্বুরসাঞ্জনঞ্চাপি কুটজস্য ফলস্তথা॥
পাঠাং সমঙ্গাং হ্রীবেরং শাল্মলী-বেষ্টমেব চ।

শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং চূর্ণং দেয়ং সমং সমম্ ॥
কুটজস্য ত্বচং চূর্ণং সর্ব্বেষাং চূর্ণসঞ্চয়ঃ।
এতদ্গাঙ্গাধরং নাম মহাচূর্ণং মহাফলম্ ॥
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং তৃষ্ণাকাসং নিহন্তি চ ॥
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্যাৎ শোথঞ্চৈবাতি দারুণম্।
অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ ॥
ছাগীদুগ্ধেন মধুনা মণ্ডেন লেহয়েত্তু তৎ ॥

গঙ্গাধরচূর্ণ।

বিল্বশুণ্ঠী, পাণিফলপত্র, দাড়িমফল, মুথা, আতৈস, শুণ্ঠী, ধাইফুল মরিচ, পিপ্পলী, সিদ্ধি, দারুহরিদ্রা, চিরতা, কুরচি, জামপাতা, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি ও ভীমরাজ ; এইসকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে এবং এই চূর্ণ সমষ্টির সমান কুরচিছাল চূর্ণ করিয়া, সমুদায় গুলি একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ছাগীদুগ্ধ, মধু ও মণ্ড সহ সেবন করিলে, নানাবর্ণ চিরকালীন বহুবিধ অতীসার, দুর্ব্বার গ্রহণীরোগ, তৃষ্ণা, কাস, বিবিধপ্রকার জ্বর, দারুণশোথ, অরুচি ও পাণ্ডু রোগ নিঃসংশয়ে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ।—

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা।
মর্কটী ক্ষুরগন্ধাচ বিদারী কন্দজং রজঃ ॥
এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণং কার্য্যং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ ॥
এতদেকীকৃতং বা যত্তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ।
তাবন্মাত্রঃ প্রয়োক্তব্যঃ শতাবর্য্যারসঃ শুভঃ ॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসঃ প্রস্থঃ সিতাপলশতদ্বয়ম্।
গোলয়িত্বা সিতাচৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥
বিপচেৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকার্থং পরং হিতম্।
ত্র্যূষণং ত্রিফলা শৃঙ্গী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শঠী ॥
ধান্যকং বালকং মুস্তং দ্বিজীরং কুন্দুরুর্মুরা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কস্তুরী গোস্তনীত্বগা ॥
জাতীকোষ ফলং মাংসী পত্রং বারেন্দ্র গ্রন্থিকম্।
শতপুষ্পা চবিকা চ দারু রাস্নালবঙ্গকম্ ॥

সরলং শৈলজঞ্চৈব কট্‌ফলং সষষানিকম্‌ ।
কক্কোল কেশরং মেথীমধুকং দেবতাড়কম্‌ ॥
মিষিন্তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরং রসগন্ধকম্‌ ।
তগরং চন্দনং টঙ্কং প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্‌ ॥
ত্রিসুগন্ধে সমালোড্য কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ ।
শিবং সংপূজ্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরম্‌ ॥
কোল-প্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ ।
প্রাতর্ভোজন-কালে চ ভোক্তব্যন্তুং দিনং প্রতি ॥
প্রমদা-শতগামিত্বোন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ।
ন তস্যলিঙ্গশৈথিল্যং নচ সামর্থ্য-হীনতা ॥
তরুণানাঞ্চ বালানাং বৃদ্ধানাঞ্চ প্রশস্যতে ।
মাসৈক মুপযোগেন জ্বরাং হন্তি বিশেষতঃ ॥ .
পরং বাতান্‌ হরং বল্যং শুক্রসঞ্জননং পরম্‌ ।
ক্ষযঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্‌ সুদারুণান্‌ ॥
পৈত্তিকাংশ্চাপি কফজান্‌ সংসৃষ্টান্‌ সান্নিপাতিকান্‌ ।
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতরক্তানি যানিচ ॥
প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তি বিবর্দ্ধনম্‌ ।
সর্ব্বানর্শোগদান্‌ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
গৃধ্রসী মথগুল্মঞ্চ ভগ্নঞ্চাপি ব্রণং তথা ।
ব্যাধীন্‌ কোষ্ঠগতাংশ্চাপি জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্‌ ॥
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্‌ ।
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্‌ ॥
ক্ষীণানামল্পশুক্রানাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্‌ ।
ওজস্তেজকরঞ্চৈব আয়ুঃ পুষ্টিবিবর্দ্ধনম্‌ ॥
বৃহচ্ছতাবরীনাম্না মোদকো জগতাং হিতঃ ।
রোগাপহঃ শিবোদ্দিত্যং বাসুদেবেন নির্ম্মিতঃ ॥
আপূর্ণ রসবীর্য্যানি শক্রাশনদলানিচ ।
পক্ত্বা পয়সি সংশোষ্য চূর্ণয়েৎ পটুবাসতঃ ॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদক ।

শতাবরী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, শালপাণী

ও ভূমিকুষ্মাণ্ড; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং এই চূর্ণ সমষ্টির চারিগুণ সিদ্ধি গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিয়া উক্তচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিবে। এই সকল চূর্ণিত দ্রব্য, উহার অর্দ্ধ পরিমিত মাহিষদুগ্ধ ও শতাবরীর স্বরস, /৪ চারিসের ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস এবং ॥৫ পঁচিশসের চিনি; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী দৃঢ় তাম্রময় পাত্রে করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে, যখন জলীয়ভাগ প্রায় শুষ্ক হইয়াছে দেখিবে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইবে। তৎপরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, সৈন্ধবলবণ, শঠী, ধনে, বালা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুন্দুরুখটী, মুরামাংসী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জাতীফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তেজপত্র, বালা, ইন্দ্রযব, পিপুলমূল, সলুফা, চই, দেবদারু, রাস্না, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, কট্‌ফল, যমানী, কাকলা, মেথী, নাগকেশর, যষ্টিমধু, দেবতাড়ক, মৌরী, তালীশপত্র, পিণ্ডখেজুর, শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন এবং সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা এবং সুগন্ধার্থে আরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও কর্পূরচূর্ণ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভোজন সময়ে প্রমথগণসহ শিব ও ধন্বন্তরি আদি মহাত্মাদিগকে পূজা করিয়া, দুগ্ধ অনুপান সহ প্রতিদিন ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শত স্ত্রীসহ শৃঙ্গারেও বীর্য্যক্ষয়, লিঙ্গের শিথিলতা ও সামর্থের হীনতা জন্মে না। ইহা তরুণবয়স্ক বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে অতীব প্রশস্ত। এই ঔষধ এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে শারীরিক বল, শুক্র, লক্ষ্মী ও কান্তি বর্দ্ধিত হয়; এবং ইন্দ্রের বজ্রকর্ত্তৃক আহত বৃক্ষসমূহ ধ্বংসের ন্যায় জ্বর, বাত, ক্ষয়, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিকাদি পঞ্চবিধ সুদারুণ কাস, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয়; এবং বিষ্ণু কর্ত্তৃক অসুর সমূহ বিনষ্টের ন্যায় প্রমেহ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শঃ, গৃধ্রসী, গুল্ম, ভগ্ন, ব্রণ ও কোষ্ঠগত রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বৃহচ্ছতাবরীমোদক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ এবং স্ত্রী, অপত্যহীন, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অল্পবীর্য্যশালী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ওজঃ, তেজঃ, আয়ুঃ ও পুষ্টিবর্দ্ধক। এই সর্ব্ববিধ ব্যাধিনাশক শতাবরীনামক মোদক জগতের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঔষধে ব্যবহার্য্য সিদ্ধির পত্রগুলি দুগ্ধ দ্বারা পাকপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, চূর্ণকরতঃ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

অষ্টপলং ঘৃতং।—

ত্র্যূষণ ত্রিফলাকল্কে বিল্বমাত্রে গুড়াৎপলে।
সর্পিষোঽষ্টপলং পক্ত্বা মাত্রাং মন্দানলে পিবেৎ॥

অষ্টপলঘৃত।

শুণ্ঠী, মরিচ, পিপুল, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ; এই ছয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং গুড় ৮ তোলা, এই সকল কল্ক দ্রব্য সহ অর্দ্ধপরিমিত জল সমন্বিত /১ একসের (৬৪ তোলা) গব্যঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রোগীর বল ও অগ্নি বিবেচনায় মাত্রা স্থির করিয়া প্রয়োগ করিলে, অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগরাদ্যং ঘৃতম্।—

ঘৃতং নাগর কল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্।
গ্রহণী-পাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহ-কাস জ্বরাপহম্॥

নাগরাদ্যঘৃত।

উপযুক্ত পরিমিত শুণ্ঠীর কল্ক সহ চতুর্গুণ জল সমন্বিত ঘৃত পাক করিবে। পাকের নিয়ম /৪ চারিসের গব্য ঘৃত, কল্কার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী /১ একসের। এই ঘৃত পান করিলে বায়ুর অনুলোমন হয় এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ভূনিম্বাদি চূর্ণম্।—

ভূনিম্ব কটুকাব্যোষ মুস্তকেন্দ্রযবান্ সমান্।
দ্বৌ চিত্রকাদ্ বৎসকত্বগ্ ভাগান্ ষোড়শ চূর্ণয়েৎ॥
গুড়শীতাম্বুনা পীতং গ্রহণীদোষগুল্মনুৎ।
কামলা জ্বরপাণ্ডুত্ব মেহারুচ্যতিসারনুৎ॥
গুড়যোগাদ্ গুড়াম্বু স্যাদ্ গুড়বর্ণরসান্বিতঃ॥

ভূনিম্বাদিচূর্ণ।

চিরতা, কট্‌কী, ত্রিকটু, মুথা, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ, চিতামূল ২ দুইভাগ এবং কুরচিছাল ১৬ ষোল ভাগ; সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তম প্রকারে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ৵০ আনা হইতে।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় শীতল জল উপযুক্ত মাত্রায় গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এমত পরিমাণে গুড় দিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা মধুর রসযুক্ত ও গুড়ের বর্ণ বিশিষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, গুল্ম, কামলা, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, অরুচি ও অতীসার রোগ নষ্ট হয়।

নাগরাদ্য চূর্ণম্।—

নাগরাতিবিষা মুস্তং ধাতকী সরসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং বিল্বং পাঠাং কটুকরোহিণীম্॥
পিবেৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং যশ্চোপবেশ্যতে॥

অর্শাংস্যথ গুদেশূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্।
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥

নাগরাদ্যচূর্ণ।

শুণ্ঠী, আতৈস, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, পাঠা ও কট্কী; এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ।০ মধু সিকিতোলা এবং তণ্ডুলোদক সহযোগে সেবন করিলে, পৈত্তিক গ্রহণী, রক্তাতিসার, অর্শঃ, গুদশূল এবং প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কৃষ্ণাত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক ইহার যথেষ্ট সমাদর প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠাদ্য চূর্ণম্।—

পাঠা বিল্বানল ব্যোষ জম্বুদাড়িম ধাতকী।
কটুকাতিবিষা মুস্ত দার্ব্বী ভূনিম্ব বৎসকৈঃ॥
সর্ব্বৈরেতৈঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।
সক্ষৌদ্রঞ্চ পিবেচ্ছর্দ্দি জ্বরাতিসারশূলবান্॥
তৃড়্ দোষ গ্রহণীদাহারোচকানল সাদজিৎ॥

পাঠাদ্যচূর্ণ।

আকনাদি, বেলশুঠ, রক্তচিতার মূল, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, জামের আঁটি, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্কী, আতইস, মুথা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান কুরচিছাল গ্রহণপূর্ব্বক সমুদায় দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ।০ সিকিতোলা মধু এবং তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে ছর্দ্দি, জ্বর, অতীসার, শূল, তৃষ্ণা, দাহ, গ্রহণী, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

কপিত্থাষ্টক চূর্ণম্।—

যমানী পিপ্পলীমূল চাতুর্জ্জাতক নাগরৈঃ।
মরিচাগ্নি জলাজাজী ধান্য সৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ॥
বৃক্ষাম্ল ধাতকী কৃষ্ণা বিল্বদাড়িম তিন্দুকৈঃ।
ত্রিগুণৈঃ ষড়্গুণসিতৈঃ কপিত্থাষ্টগুণৈঃ কৃতঃ॥
চূর্ণোঽতীসারগ্রহণী ক্ষয়গুল্মগলাময়ান্।
কাসং শ্বাসারুচিং হিক্কাং কপিত্থাষ্টমিদং জয়েৎ॥

কপিত্থাষ্টকচূর্ণ।

যমানী, পিপুলের মূল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, শুণ্ঠী, মরিচ, রক্তচিতার মূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অম্লবেতস, ধাইফুল, পিপুল, বিল্বশুণ্ঠী, দাড়িমফল ও গাব; এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ ছয় ভাগ,

কয়েৎবেল চূর্ণ ৮ ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দাড়িমাষ্টক চূর্ণম্।—

কর্ষোন্মিতা তুগাক্ষীরী চাতুর্জ্জাতং দ্বিকার্ষিকম্।
যমানী ধান্যকাজাজী গ্রন্থিব্যোষং পলাংশিকম্॥
পলানি দাড়িমাদষ্টৌ সিতায়াশ্চৈকতঃ কৃতঃ।
গুণৈঃ কপিত্থাষ্টবচ্চূর্ণোঽয়ং দাড়িমাষ্টকঃ॥

দাড়িমাষ্টকচূর্ণ।

বংশলোচন ২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও নাগকেশর; প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা; যমানী, ধনে, কৃষ্ণজীরা, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা; দাড়িমফল ৬৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণসহ ৬৪ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ দুই আনা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, পূর্ব্বোক্ত কপিত্থাষ্টক চূর্ণের ন্যায় উপকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলাময়, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কারোগ নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় গঙ্গাধর-চূর্ণম্।—

মুস্তসৈন্ধবশুণ্ঠীভি র্ধাতকী লোধ্রবৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযব বালকৈঃ॥
চূতবীজ মতিবিষা লজ্জা চেতি সুচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ॥
এতদ্ গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধনম্॥

দ্বিতীয় গঙ্গাধরচূর্ণ।

মুথা, সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, ধাইফুল, লোধ, কুরচিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রের আঁঠির শাঁস, আতইচ এবং বরাহক্রান্তা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ।।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা, সকল প্রকার অতীসার, সর্ব্ববিধ শূল, সংগ্রহগ্রহণী ও সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়। এমনকি এই ঔষধ দ্বারা নদীর ন্যায় বেগবান্ মলবেগও নিবারিত হয়।

বৃহদ্ গঙ্গাধর-চূর্ণম্ ।—

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
সমঙ্গা নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্ ॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং হি চূর্ণয়েৎ ॥
তক্রেণ সেবয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্ ॥
গ্রহণীং বিবিধঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্ ॥

বৃহদ্গঙ্গাধরচূর্ণ।

বেলশুঁঠ, মোচরস, পাঠা, ধাইফুল, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঠী, মুথা, আতইচ, আফিঙ্, লোধ, দাড়িমফল, কুরচিছাল, পারদ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ৩।৪ রতি পরিমাণে তক্র সহ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর, দুস্তর অতীসার, বিবিধ-প্রকার গ্রহণীরোগ এবং অন্যান্য কোষ্ঠাশ্রিত রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়।

মধ্য লবঙ্গাদি-চূর্ণম্ ।—

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্।
অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্ ॥
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্ব গোক্ষুরম্।
জাতীকোষ ফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা ॥
শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্গণং কৃষ্ণজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা ॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধান্যকঞ্চ।
রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্ ॥
উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্।
শীততোয়ানুপানৈর্ব্বা জ্ঞাত্বা দোষগতিং ভিষক্ ॥
আমাতিসারগ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি।
শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাসং বিশেষতঃ।
লবঙ্গাদ্য মিদং চূর্ণং শর্করা সহিতং পিবেৎ ॥
আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গাদ্যানুপানতঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে ॥

মধ্যালবঙ্গাদিচূর্ণ।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুকা, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, বন-যমানী, যমানী, মুথা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, শলুকা, আকনাদী, চিরতা, গোক্ষুর, জায়ফল, জৈত্রী, দারুহরিদ্রা, বেণারমুল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরী, মেথী, সোহাগার খৈ, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, পুষ্করমুল (অভাবে কুড়কাষ্ঠ), রক্তচিতার মুল, পিপুলমুল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক, এবং লৌহ, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষের অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত যথামাত্রায় প্রয়োগ করিলে মন্দাগ্নি, আমাতীসার, গ্রহণী, শূল, বিষ্টম্ভ, আনাহ, বিসূচী, শোথ, কামলা, হলীমক, পাণ্ডু ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শর্করাসহ সেবন করিলে শীঘ্রই আধ্মান নিবারিত হয়। পুরাকালে লোকদিগের প্রতি অনুগ্রাহী হইয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয়এই ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহল্লবঙ্গাদ্য-চূর্ণম্।—

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা॥
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চ্চলং রসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্র তালীশকেশরম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্ব্বিল্বমেব চ।
ত্বগেলা পিপ্পলীমূল মজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকং শুণ্ঠী দাড়িমং যাবশূকঞ্চ।
নিম্বং সর্জ্জরসং ক্ষারং সামুদ্রং টঙ্গণং তথা॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাম্রং কটুরোহিণীম্।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধগন্ধকপারদম্॥
এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্।
বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সান্নিপাতিকীং॥
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণ সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
জ্বরারোচক মন্দাগ্নিং কাসং শ্বাসং বমিং তথা।

অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্ ॥
পাণ্ডুগদঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহ শোথাতীসার পীনসান্ ॥
আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্ ॥

মহল্লবঙ্গাদ্যচূর্ণ।

লবঙ্গ, আতইচ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, হবুষা, ধনে, কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আক্‌নাদি, তেজপাতা, তালীশপত্র, নাগকেশর, রক্তচিতার মূল, বিট্‌লবণ, তিক্তলাউ, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাচি, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুণ্ঠী, দাড়িমফল, যবক্ষার, নিমছাল, ধুনা, সাচিক্ষার, সামুদ্রলবণ, সোহাগার খৈ, বালা, কুরচিছাল, জম্বুছাল, আম্রছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রভৃতি দুস্তর গ্রহণী, নানাবর্ণ বেদনা সংযুক্ত কৃষ্ণ, অরুণ বা পীতবর্ণ মাংসধৌত জলের ন্যায় পক্ক ও অপক্ক অতীসার, জ্বর, অরুচি, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বাস, বমি, অম্লপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডুরোগ, বিষ্টম্ভ, বিবিধপ্রকার অর্শঃ, প্লীহা, গুল্মোদর, আনাহ, শোথ সংযুক্ত অতীসার, পীনস, আমবাত, অজীর্ণ, সংগ্রহগ্রহণী, উদর ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণীগজেন্দ্র-চূর্ণম্।—

রসগন্ধক লৌহাভ্রং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্।
হরিদ্রে পাক্বলশ্চৈব বচা মুস্ত বিড়ঙ্গকম্ ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্র মজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্ ॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।
মাষদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্ ॥
সর্ব্বাতীসার শমনং তৃষ্ণাজ্বর বিনাশনম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণ সবেদনম্ ॥
আমাতীসারমখিলং বিশেষাৎ শ্বয়থুং জয়েৎ।

অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডুপ্লীহ চিরজ্বরান্ ॥
গ্রহণীগজেন্দ্রচূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকৃৎ ॥

গ্রহণীগজেন্দ্রচূর্ণ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গুল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতার মূল, বনযোয়ান, যোয়ান, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ ও গৃহধূম ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান পরিমাণে সিদ্ধি লইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ ২ মাষা পরিমাণে তণ্ডুলোদক সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, সর্ব্ববিধ মলভেদ, তৃষ্ণা, জ্বর, নানাবর্ণ বেদনা সংযুক্ত পক্ক ও অপক্ক সকল প্রকার অতীসার, বিশেষতঃ আমাতীসার, শোথ, অসাধ্য গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, প্লীহা, চিরজ্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি নষ্ট হইয়া থাকে।

টঙ্গনাদি-চূর্ণম্।—

টঙ্গণং জীরকং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা ॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোমগন্ধক পারদম্ ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ ॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ ॥
টঙ্গণাদ্যেতদ্ধিচূর্ণ মগস্ত্যেন প্রভাষিতম্ ॥

টঙ্গণাদিচূর্ণ।

সোহাগার খৈ, জীরা, মুথা, আকনাদী, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শলুকা, দাড়িমফল, কুরচি, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, পারদ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে ; এবং এই চূর্ণ সমষ্টির তুল্য মাত্রায় জাতীফল গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রত্যহ ।• সিকিতোলা মাত্রায় সেবন করিলে দুস্তর গ্রহণী, নানাবর্ণ অতীসার, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বিশেষতঃ মন্দাগ্নি সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। এই টঙ্গণাদিচূর্ণ অগস্ত্য ঋষিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

হিঙ্গুলাদি-চূর্ণম্ ।—

হিঙ্গুলং গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ টঙ্কণং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্ ॥
এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যাতিবিষা তথা ॥
শিগ্রুজং শাল্মলীঞ্চৈবমহিফেনং পলাংশকম্।
এতানি সমানাংশানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলপুষ্টিং করোত্যপি।
হিঙ্গুলাদি চূর্ণমিদং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্ ॥

হিঙ্গুলাদিচূর্ণ।

শোধিত হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাচির বীজ, রক্তচিতার মূল, মুথা, গজপিপুল, শুণ্ঠী, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইস, সজিনার বীজ, মোচরস এবং অহিফেন ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একপল (৮ তোলা) করিয়া চূর্ণ করতঃ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন ১ একমাষা করিয়া কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে, সংগ্রহগ্রহণী ও মন্দাগ্নি নিবারিত হয়। এবং ইহা দ্বারা, ধাতুবৃদ্ধি, বয়োবৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই হিঙ্গুলাদি চূর্ণ ঔষধ স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

কঞ্চটাবলেহঃ ।—

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চট তালমূল্যোঃ,
সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃতপাদ শেষে।
ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দদ্যাৎ,
চূর্ণানি সুধীর্ব্বিধিবৎ তদেষাম্ ॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকাতিবিষাক্ষার সৌবর্চ্চল রসাঞ্জনম্ ॥
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতেচ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ।
সর্ব্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥

অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্ ।
বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাচ্ছূলমরোচকম্ ॥

কঞ্চটাবলেহ ।

কাঁচড়াদাম /২ দুইসের ও তালমূলী /২ দুইসের ; এই চারিসের দ্রব্য ।৬ ষোলসের জল সহ পাক করিয়া /৪ চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উক্ত ক্বাথ সহ /১ একসের ইক্ষুচিনি পাক করতঃ, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুথা, পিপুল, সিদ্ধিরপাতা, আতইচ, যবক্ষার, সচল-লবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে ; পরে পাক সমাপ্ত হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে উহাতে /।০ একপোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। দোষ, বল, ও কালাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা নির্ণয় করিয়া, এই ঔষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, সর্ব্ববিধ উদররোগ, কোষ্ঠ জাত বিকারসমূহ, শূল এবং অরুচি নিবারিত হয়।

দশমূলীগুড়ঃ ।—

দশমূলী পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্ ॥
আর্দ্রক স্বরসপ্রস্থং দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ ।
লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্ ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্ ।
হিঙ্গু ভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্ ॥
দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ ।
দত্ত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ ।
হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি ॥
আমং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা ।
মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভং গুদজানি চ ॥
জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব ॥

দশমূলীগুড় ।

বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, গোক্ষুর, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ।২।।০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ১।।৪ চৌষট্টিসের এবং পাকাবশেষ ।৬ ষোলসের। এই ক্বাথে

।২॥৹ সাড়েবারসের গুড় ও /৪ চারিসের আদার রস মিশ্রিত করতঃ, একত্র মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে ; পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুণ্ঠী, হিঙ্গু, শোধিত ভেলার আঁঠি, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, রক্তচিতারমূল, চই, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ ও ঔদ্ভিদ্‌লবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া চূর্ণ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক একটী স্নিগ্ধভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিবস ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমজগ্রহণী, সর্ব্ববিধ আমাশয়রোগ, সর্ব্বপ্রকার শূল, শোথ, প্লীহা, উদর, মন্দাগ্নিসম্ভূত রোগ সকল, বিষ্টম্ভ, গুদজরোগ সমূহ এবং বহুকালস্থায়ী জ্বর, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কল্যাণগুড়ঃ।—

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিক জীরচব্য ব্যোষেভকৃষ্ণা হবুষাজমোদৈঃ॥
বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলা যমানী পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ।
দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানিচাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্যথাবৎ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বগ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদ শোথাঃ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরাগ্নের্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোঽয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ।

কল্যাণগুড়।

আমলকীর রস ।২ বারসের এবং পুরাতন গুড় /৬।৹ ছয়সের একপোয়া ; এই দুইটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল মূল, জীরা, চই, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপুল, হবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদী, রক্তচিতার মূল ও ধনে ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ও তিলতৈল ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং এলাচি, দাকচিনি ও তেজপত্রের মিলিত চূর্ণ ৩ তোলা তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ একতোলা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যারোগ বিনষ্ট হয় ; এবং পুরুষগণের পুংস্ত্বশক্তি (বহু শৃঙ্গারে সক্ষমতা) সাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ।—

কুষ্মাণ্ডকানাং রূঢ়ানাং সুস্বিন্নং নিষ্কুলত্বচাম্।
সর্পিঃপ্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানিচ॥
ত্রিফলা চাজমোদাচ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্।
এবৈককস্য পলঞ্চৈব ত্রিবৃদষ্টপলং ভবেৎ॥
তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব তু।
প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ সমেতস্তু রসস্যামলকস্য চ॥
যদা দার্ব্বী প্রলেপস্তু তদৈনমবতারয়েৎ।
যথাশক্তি গুড়ীং কুর্য্যাৎ কর্ষকর্ষার্দ্ধমানতঃ॥
অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তস্তু জয়েদিমান্।
দুর্ব্বারান্ গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠান্যর্শোভগন্দরান্॥
জ্বরদুর্ণাম হৃদ্রোগ গুল্মোদর বিসূচিকাঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্॥
প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দদ্রুচর্ম্মহলীমকান্।
কফপিত্তানিলান্ সর্ব্বান্ প্ররূঢ়াংশ্চ ব্যপোহতি॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়োক্ষীণাঃ স্ত্রীষুক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
গুড়কুষ্মাণ্ডকোনাম বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥

কুষ্মাণ্ডগুড় কল্যাণক।

ত্বগ্বর্জ্জিত সুপক্ক রৌদ্রে শুষ্কীকৃত কুষ্মাণ্ডের শাস।১॥০ সাড়ে বারসের পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক /৪ চারিসের গব্যঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া, একটী তাম্রপাত্রে করিয়া পাক করিবে। অল্প পাক করা হইলে, তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপুল, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ৮ পল, তিলতৈল ৮পল; পুরাতনগুড় ৫০ পঞ্চাশপল এবং আমলকীর রস।২ বারসের মিশ্রিতকরতঃ যথাবিধি পাক করিয়া, ঘন হইয়া আসিলে নামাইবে। এই ঔষধ দোষ, বল ও কালাদি বিবেচনাপূর্ব্বক ২ তোলা বা ১ এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে দুর্ব্বার গ্রহণী, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদর, বিসূচিকা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, প্লীহা, বাতরক্ত, দদ্রু, চর্ম্মরোগ, হলীমক, কফজ, পৈত্তিক ও বাতজ প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ ব্যাধিক্ষীণ, বয়োক্ষীণ ও সর্ব্বদা স্ত্রীসম্ভোগহেতু ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বৃষ্য, বলজনক ও বয়ঃস্থাপক এবং বন্ধ্যানারীগণের গর্ভপ্রদ।

ত্রিফলাদ্য মোদকঃ।—

ত্রিফলা ত্রিকটু চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।

যমান্যৌ দ্বে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা ॥
শতপুষ্পা বরীধান্যং চাতুর্জাতং তথা ত্বগা।
মেথী জাতীফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্ ॥
মধুকং ষট্‌পলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা।
গ্রহণীং হন্ত্যতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ॥
অজীর্ণমামদোষঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
পুষ্টিং দেহস্য জনয়েদ্ বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধিকৃৎ ॥
বলীপলিতদৌর্ব্বল্যং নাশয়েৎ কৃশতামপি ॥

ত্রিফলাদ্যমোদক।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতারমূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পর্ণপত্র, শলুফা, শতমূলী, ধনে, এলাচি, দারুচিনি, নাগকেশর, তেজপাতা, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল; এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা, মধু ৪৮ তোলা এবং এই সকল দ্রব্য সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগ এবং বলি-পলিত, দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা নষ্ট হইয়া, দেহের পুষ্টি, বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমার-মোদকঃ।—

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্‌পত্রং নাগকেশরম্।
জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্‌ফলং পুষ্করং শঠী ॥
এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকম্।
ত্রিকটু বিল্বকং ধান্যং জাতীফল লবঙ্গকম্ ॥
শৈলজং কান্তলোহঞ্চ কর্পূরং বংশলোচনং।
সমঙ্গাতিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ ॥
অস্য চূর্ণ সমা মেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ।
শর্করা মধু সংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
কর্ষমেকং প্রমাণন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন ছাগেন পয়সাথবা ॥
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ।
আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্ ॥
বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যকৃৎ-প্লীহোদরাণি চ।

হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি গ্রহণীদোষনাশনম্ ॥
উদাবর্ত্ত গুল্মোদরাময়-বিনাশনম্ পরম্ ॥

অগ্নিকুমারমোদক।

বেণাবমূল, বালা, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, এলাচিবীজ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠ, ধনে, জাতীফল, লবঙ্গ, শৈলজ, কান্তলৌহ, কর্পূর, বংশলোচন, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, সকল চূর্ণ সমষ্টির তুল্য মেথী চূর্ণ, অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ এবং দ্বিগুণ চিনি লইয়া মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি পাকপূর্ব্বক মধু মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রতিদিন প্রাতঃকালে শীতলজল বা ছাগদুগ্ধ সহযোগে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে দুস্তর গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন ও বিষমজ্বর, বিবন্ধ, আনাহ, শূল, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, গ্রহণীদোষ, উদাবর্ত্ত এবং গুল্ম ও উদরাময় বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদি-মোদকঃ।—

কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ পিপ্পলী।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্‌চ পত্রমেলা চ কেশরম্ ॥
লবঙ্গং শৈলেয়ং শুভা চন্দনং শ্বেতচন্দনম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষ ফলে তথা ॥
যষ্টি মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী।
ধন্যাকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা ॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ।
সজলং নালুকঞ্চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ॥
কর্পূরং বনিতা চৈব কুন্দখোটী সমাংশিকম্।
লৌহমভ্রকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণং সমং দেয়ং কৃষ্ণজীরকচূর্ণকম্ ॥
সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষবলাবলম্।
গব্যং সশর্করঞ্চৈব হ্যনুপানং প্রযোজয়েৎ ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।

সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্ ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্ ॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেবচ ।
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্ ॥
পুষ্পদং পুত্রদঞ্চৈব বলবর্ণকরং পরম্ ।
সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ।
দাহং সর্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ যৎ ॥
অয়ং সর্ব্বরোগচ্ছেদী কুষ্ঠাদিকো হি মোদকঃ ॥

কুষ্ঠাদিমোদক।

কুড়, শুঁঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাতা, নাগকেশর, লবঙ্গ, শৈলজ, বংশলোচন, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জাতীফল জয়িত্রী, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা, সচললবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, কিস্মিস, নখী, শলুফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, বালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোটী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ভাগ; লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ, প্রত্যেকে ২ দুই ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ সমষ্টির সমান জীরাচূর্ণ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি গ্রহণ করিবে। প্রথমে চিনি পাক করিয়া, যথাসময়ে চূর্ণগুলি তাহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নামাইবে। পরে শীতল হইলে ঘৃত ও মধু মিশ্রণ পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা প্রাতঃকালে দোষ ও বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক গব্যদুগ্ধ ও চিনি সহযোগে সেবন করিলে, ৮০প্রকার বাতজরোগ ও ৪০প্রকার পৈত্তিক রোগ সকল ইন্দ্রদেবের বজ্রদ্বারা বৃক্ষ বিনাশের ন্যায় নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা নানাবর্ণ অতীসার, বিশেষত আমাতিসার, অষ্টবিধশূল, চিরোদ্ভূত অর্শরোগ, জীর্ণজ্বর, সততকবিষমজ্বর, অত্যুগ্রসূতিকারোগ, প্রদর, সর্ব্বাঙ্গিক বায়ু ও পিত্তজনিত দাহাদিরোগসমূহ বিনষ্ট হয়। আর এই ঔষধ বন্ধ্যানারীগণের আর্ত্তব ও পুত্রোৎপাদক এবং দুর্ব্বল দেহিদিগের বল ও বর্ণপ্রসাদক। এমন কি এই কুষ্ঠাদিমোদক সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিনাশক।

জীরকাদি মোদকঃ।—

পলাষ্টকমিতং জীরং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্ ।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্ ॥
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ ।

মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষ ফলে তথা ॥
ধান্যকং ত্রিফলাচৈব চাতুর্জ্জাতলবঙ্গকম্ ।
শৈলেয়ং চন্দনং দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা ॥
টঙ্গণং কুন্দুরির্যষ্টি তুগা কঙ্কোলবালকম্ ।
গাঙ্গেরুস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্ ॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্ ।
জীরকং শাল্মলিশ্চৈব কটুকা পদ্মনালকে ॥
এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ।
শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্ ॥
খাদেৎ কর্ষসমং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ ।
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং হরেৎ ॥
আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ ।
রক্তাতিসারেঽতিসারে প্রযোজ্যং বিষমজ্বরে ॥
সশব্দং গম্ভীরং ঘোরং সদ্যো হন্তি ন সংশয়ঃ ।
অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্ ॥
সর্ব্বাতীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা ॥
বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলমরোচকম্ ॥

জীরকাদিমোদক।

৮ পল জীরাচূর্ণ; ভর্জ্জিত বস্ত্রপূত সিদ্ধিচূর্ণ ৪ পল; লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জাতীফল, জৈত্রী, ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নাগকেশর, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেত-চন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, টঙ্গণ, কুন্দুরখটী, যষ্ঠিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুন, শলুফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী ও পদ্মের ডাঁটা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও এই সমস্তের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথমে চিনিপাক করিয়া, তাহাতে উক্তচূর্ণগুলি নিক্ষেপপূর্ব্বক পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে মধু ও ঘৃত দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ২ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ গ্রহণী, আমদোষসংযুক্ত পিত্তাতিসার, সশব্দ রক্তাতীসার, অতীসার, গম্ভীর ঘোর-তর বিষমজ্বর, অম্লপিত্তরোগ, সর্ব্ববিধ উদররোগ, সংগ্রহগ্রহণী, একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রৈদোষিক কোষ্ঠজবিকারসমূহ, শূল ও অরুচিরোগ নিবারিত হয়।

কন্দর্প-মোদকঃ।—

ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠ ধান্যক সৈন্ধবম্।
শঠী তালীশপত্রঞ্চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্॥
অজমোদা যমানীচ যষ্টিমধুকমেবচ।
মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা সূক্ষ্মচূর্ণিতম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধি সমাযুক্তং কর্প্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমৎকন্দর্পমোদকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মবিনাশনম্॥
কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাতবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগহরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ॥
এতস্য সততাভ্যাসাদ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবে জগৎপতৌ॥
এষ কামবিবৃদ্ধ্যর্থং নারদৈঃ প্রতিপাদিতঃ।
তেন লক্ষং বরস্ত্রীণাং রেমে স যদুনন্দনঃ॥

কন্দর্পমোদক।

দুগ্ধসিদ্ধ ও ঘৃতভর্জ্জিত সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা; শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, ধনে, সৈন্ধবলবণ, শটী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্‌ফল, নাগকেশর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা অর্থাৎ সমুদায়ে ২১ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের তুল্যপরিমাণ অর্থাৎ ৪২ তোলা চিনি লইবে। প্রথমে চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় জল মিশ্রিত করিয়া অল্পক্ষণ পাক করিয়া লইবে; তৎপরে তাহাতে উল্লিখিত চূর্ণ পদার্থগুলি নিক্ষেপ করিয়া ঘন হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে। তদনন্তর ঐ লেহবৎ পদার্থে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ও অল্পমাত্রায় কর্পূর এবং ঘৃত ও মধু যথামাত্রায় নিক্ষেপ করতঃ, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এবং ১ তোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই মোদক মাত্রা বিবেচনায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ, কাস, সর্ব্ববিধশূল, আমবাত, সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি সকলপ্রকার

রোগ বিনষ্ট হয়। এমনকি এই ঔষধ বৃদ্ধ ব্যক্তি নিয়ত ব্যবহার করিলে, সত্বর তরুণত্ব লাভ করিতে পারে। নারদাদি মহর্ষিগণ ব্রহ্মার প্রমুখাৎ এই ঔষধের গুণের বিষয় শ্রবণ করিয়া, কাম বৃদ্ধির জন্ত জগৎপতি বাসুদেবের প্রতি এই ঔষধ প্রয়োগ করেন; এই নিমিত্তই যদুনন্দন কৃষ্ণ লক্ষ বরস্ত্রীকে রমণ কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাকামেশ্বর-মোদকঃ।—

সম্যঙ্মারিতমভ্রকং কট্‌ফল কুঠাশ্বগন্ধামৃতা-
মেথী মোচরসো বিদারী মুসলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ।
রম্ভা কন্দশতাবরীত্বজমুদা মাংসী তিলা ধান্যকম্-
শঠী নাগবলা কচুর মদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং-
চাতুর্জাত পুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শঠী বালকম্।
শাল্মাল্যাঙ্ঘ্রি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সর্ব্বং চূর্ণয়েৎ-
চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্॥
কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ-
সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্যকরণং শুভ্রেঽপায়ং কামিনাম্।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ-
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্॥
কাসশ্বাস মহাতীসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো-
দুর্ণামগ্রহণী প্রমেহনিবহ শ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ।
নিত্যানন্দকরো বিশেষকবিতা বাচাং বিনাশোদ্ভবং-
ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতো বালো নিতান্তোৎসবঃ॥
অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ-
সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ।
বৃদ্ধানাং মদনোদয়চয়করঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে-
সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টি প্রত্যয়করো ভূপৈঃ সমাসেব্যতাম্॥

মহাকামেশ্বরমোদক।

সম্যক্‌মারিত অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, রম্ভাকন্দ, শতাবরী, বনযমানী, জটামাংসী, তিল, ধনে, শঠী, গোরক্ষচাকুলে, মদনফল, জাতিফল, সৈন্ধব-লবণ, বামনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঠী, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্ত-চিতা, এলাচি, নাগকেশর, তেজপত্র, দারুচিনি, পুনর্ণবা, গজপিপুল, কিস-

মিস, শঠী, বালা, সিমুলমুল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, এবং আলকুশী-বীজ ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ ; ইহাদের সমান সিদ্ধিচূর্ণ এবং সকলের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রণপূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক রোগানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক ২তোলা বা ১তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা সুবীর্য্যকারী, কামুকদিগের বীর্য্যস্তম্ভনকর, বামাবশ্যকর, অত্যন্তসুখপ্রদ, বহু অঙ্গনাদ্রাবক, ক্ষীণব্যক্তির পুষ্টিজনক, ক্ষত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও অতীসাররোগনাশক, কাম ও অগ্নি উদ্দীপক, অর্শঃ, গ্রহণী, প্রমেহসমূহ ও শেষ্মাধিক্যরোগ বিনাশক, নিত্যানন্দকর, কবিতা-শক্তি ও বিলাস উৎপাদক, বালকগণের স্থিরমতিত্ব প্রদায়ক, বৃদ্ধগণের মদনোদয়কারী এবং সাক্ষাৎ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে সিংহস্বরূপ। অতএব ইহা ভূপ-গণের নিয়ত সেবনীয়। এই পরমহিতৈষী মহা কামেশ্বর মোদক শ্রীনিত্য-নাথ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কামেশ্বর-মোদকঃ।—

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্‌ফল কণাশুণ্ঠী যমানীদ্বয়ং-
যষ্টি জীরকযুগ্মধান্যক শঠী শৃঙ্গী বচাকেশরম্।
তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষমেতিঃ সমং-
চূর্ণীকৃত্য মনাক্ সবীজ সহিতং ভৃষ্টা তু শক্রাশনম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং যত্নাৎ ভিষগ্‌ নিক্ষিপেৎ-
ক্ষৌদ্রঞ্চাপি ঘৃতং প্রশস্তদিবসে কুর্য্যাচ্ছুভান্ মোদকান্।
কর্পূরৈরচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্ ভর্জ্জিতান্-
গোপ্যোয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ।
আধিব্যাধিহরঃ ক্ষয়হরঃ কুলাপহো বৃংহণঃ-
স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ।
কাসশ্বাসবলাশ রোগনিচয় প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং-
প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরোঃ মোদকঃ।
স্ত্রীগণপরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্র প্রবীণঃ-
কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ।
বিগত সকলভীতিগীতবাদ্যাঙ্গনীতি-
র্ভবতি ভুবি সদেবো যেন ভক্তঃ প্রযত্নাৎ।
রজসি যুবতিখেলা সম্পুটাকর্ষহর্ষাদ্-
গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতুহলেন।
যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে-

সুরতরভসমুচ্চৈ র্নষ্টকামং প্রকামম্।
যস্মান্নব্য বৃহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্-
যস্মাদুন্মদ দাক্ষিণাত্য যুবতীসম্ভোগ কৌতুহলী।
যস্মাৎ কাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া-
শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ॥

দ্বিতীয় কামেশ্বরমোদক।

আমলকী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, কট্‌ফল, পিপ্পলী, শুঠী, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাক্‌ড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগকেশর, তালীশপত্র, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাচি ও মরিচ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সমান ও সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু এবং কিঞ্চিৎ কর্পূর ও কৃষ্ণতিলচূর্ণ মিশ্রণপূর্ব্বক প্রশস্তদিবসে মোদক প্রস্তুত করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই ঔষধ পাষণ্ডদিগের সম্মুখ হইতে গোপনে রাখিবেন। এই মোদক আধি (মানসিকরোগ) ও ব্যাধি নাশক, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগ-বিনাশী, বৃংহণ, স্ত্রীদিগের সন্তোষ ও মুখদ্যুতিজনক, শুক্র ও অগ্নি বৃদ্ধিকারক, কাস, শ্বাস ও কফরোগসমূহ নিবারক, এমন কি দক্ষরাজা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, ইহা সর্ব্ববিধ সুখপ্রদায়ী। যে ব্যক্তি ইহা অত্যন্ত ভক্তি ও যত্ন সহকারে ভোজনের পূর্ব্বে বা অন্তে সেবন করে, তাহার দুষ্ট গ্রহ নষ্ট হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণতা জন্মে, বিমল কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়, কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তি হয়, সর্ব্ববিধ ভয় দূর হয়, গীত, বাদ্য ও নীতিবিষয়ে পারগতা জন্মে, নিরতিশয় আনন্দ ও কেলি কৌতূহল সহকারে যুবতীগণসহ সুরতক্রীড়ায় অভিলাষ জন্মে এবং সুরতপ্রসঙ্গে নষ্টকামের উদ্দীপন করে। যখন এই মোদক সেবন দ্বারা নব্য বৃহস্পতির ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতি বীর্য্যবৃদ্ধি, যুবতীসম্ভোগে কৌতূহল, কাব্যকৌতুহল এবং সুকবিতা জন্মে; তখন ইহা প্রতিদিন ক্ষিতিতলে মানবগণের সেবন করা অতীব উপযুক্ত।

স্বল্পচুক্রম্।—

যন্মস্ত্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে॥
দ্বিগুণং গুড়মধ্বারণাল মস্তুক্রমাদিহ।
পীতেনৈতেন নশ্যতি বাতশ্লেষ্মগ্রহণ্যাদীন্॥

স্বল্পচুক্র।

দধির মাত ৮ ভাগ, ইক্ষু গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ এবং ৪ ভাগ কাঁজি; এই দ্রব্য চতুষ্টয় গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া, একটী বিশুদ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া তিন দিন অহোরাত্র ধান্যরাশির মধ্যে সংস্থাপন করিবে। তদনন্তর

তিন দিন পরে তাহা ধান্যরাশি হইতে উঠাইয়া লইবে। এই তরল পদার্থকেই শুক্ত বা চুক্র বলে। ইহা দ্বারা বাতজ, কফজ, গ্রহণী আদি বিবিধরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্চুক্রম্।—

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়তস্তুষজলাৎ প্রস্থত্রয়ং চাম্লতঃ।
প্রস্থার্দ্ধং দধিতোঽম্লমূলক পলান্যষ্টৌ গুড়াম্মানিকে॥
মানৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাৎ দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে।
দ্বে কৃষ্ণোষণয়োর্নিশাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে॥
স্নিগ্ধে ধান্যযবাদিরাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েৎ।
গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষাসু পুষ্পাগমে॥
ষট্‌শীতেঽষ্টদিনান্যতঃ পরমিদং বিস্রাব্য সঞ্চূর্ণয়েৎ।
চাতুর্জ্জাতপলেন সংহিতমিদং শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ॥
হন্যাদ্বাতকফামদোষজনিতান্নানাবিধানাময়ান্।
দুর্নামানিলগুল্মশূলজঠরান্ হত্বানলং দীপয়েৎ॥

বৃহচ্চুক্র।

তণ্ডুলোদক /৪ চারি সের, তুষজল (অভাবে কাঁজি) ।২ বার সের (তুষের সহিত যব জলে ভিজাইয়া, তুষজল প্রস্তুত করিতে হয়), অম্ল দধি /২ দুই সের, অম্লমূলক (কাঁজির নিম্নস্থ বস্তুবিশেষ) /১ এক সের, ইক্ষু গুড় /২ দুই সের, ত্বক্‌বর্জ্জিত আদার খণ্ড /২ দুই সের, সৈন্ধবলবণ ৮ তোলা (/৷৹ অর্দ্ধ পোয়া), কৃষ্ণজীরা /৷৹ অর্দ্ধ পোয়া, পিপুল /৷৹ অর্দ্ধ পোয়া, মরিচ /৷৹ অর্দ্ধ পোয়া ও হরিদ্রা /।৹ এক পোয়া; এই সকল দ্রব্য লইয়া একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক, একটী সুদৃঢ় বিশুদ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। তৎপরে ঐ ভাণ্ড ধান্যরাশি বা যবরাশির মধ্যে গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে তিন দিন, বর্ষাকালে চারি দিন, বসন্তকালে ছয় দিন অথবা শীতকালে রাখিতে হইলে আট দিবস রাখিয়া, পরে ঐ ভাণ্ড ধান্যরাশি বা যবরাশির মধ্য হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া, সিটে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিবে। এই পদার্থকেই বৃহচ্চুক্ত বা বৃহচ্চুক্র বলা যায়। এবং উহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি ও নাগকেসর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা দিয়া পান করিলে বাত, কফ, আমদোষজনিত বিবিধরোগ, অর্শঃ বাতজগুল্ম ও শূলরোগ নষ্ট হইয়া ঔদরিক অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

তক্রারিষ্টম্।—

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥

তক্রকং সাসুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃ ক্রিমিমেহোদরাপহম্॥

তক্রারিষ্ট।

যমানী, আমলকী, হরীতকী, মরিচ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক ৩পল অর্থাৎ ২৪ তোলা করিয়া, পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ ও ঔদ্ভিদলবণ, এই সকল প্রত্যেক ১ পল (৮ তোলা) অর্থাৎ মিলিত ৪০ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক, উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ একটী ভাণ্ডে ।৬ ষোল সের তক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অম্ল না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ভাণ্ডটীর মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপ অম্লরস ভাবাপন্ন হইলে, উক্ত ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া ১ একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া, জলীয় ভাগ গ্রহণ করিবে। এই পদার্থকেই তক্রারিষ্ট বলা যায়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, অগ্নির উদ্দীপন হয়; এবং শোথ, গুল্ম, অর্শঃ, কৃমি, মেহ এবং উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি বিধ্বংসিত হইয়া থাকে।

মরিচাদ্য-ঘৃতম্।—

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যমানীচ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধব চব্যথ।
সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলী রসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নীনাং হিতং সিদ্ধং গ্রহণীদোষনাশনম্।
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যং প্লীহানমপকর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চৈব দুর্নাম সভগন্দরম্।
কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥

মরিচাদ্যঘৃত।

প্রথমতঃ গব্য ঘৃত /৪ সের, দ্বিগুণ অর্থাৎ /৮ আট সের জল এবং মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠী, পিপুল, শোধিতভেলার আঁটী, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজ-পিপুল, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, চই, সামুদ্রলবণ, যবক্ষার, রক্তচিতার মুল এবং বচ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪চারিতোলা করিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, কল্করূপে প্রদানপূর্ব্বক পাক করিবে। পরে অল্প পরিমাণে জল থাকিতে নামাইয়া কল্কগুলি ছাকিয়া, পুনর্ব্বার /৮ আটসের দশমূলীর কাথ সহ পাক করতঃ, শেষ পাকের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইলে, চুল্লী হইতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া ঘৃত লইবে। এই ঘৃত

উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে মন্দাগ্নি, গ্রহণীদোষ, বিষ্টম্ভ, আমদোষ, দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অর্শঃ, ভগন্দর, কফজরোগ, বাতজরোগ, এবং ক্রিমিসম্ভূত ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। অগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ এই নরিচাদ্য-ঘৃত সমস্ত রোগকে ধ্বংস করে।

মহাষট্‌পলকং-ঘৃতম্।—

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষাং বচাং।
অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমোদ্ভিদম্॥
কৃষ্ণাজাজী সভুতীকং কল্কীকৃত্য পলার্দ্ধকম্।
আর্দ্রকস্য রসং চুক্রং ক্ষীরং মস্ত্বম্লকাঞ্জিকম্॥
দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তেন সহ দাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমিপ্লীহোদরাজীর্ণ জ্বরকুষ্ঠপ্রবাহিকাম্।
বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্যাচ্ছূলমরোচকম্॥
পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্ব্বল্যং গ্রহণীগদম্।
মহাষট্‌পলকং নাম বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

মহাষট্‌পলকঘৃত।

প্রথমতঃ গব্যঘৃত /৪ চারিসের; এবং তৎসহ কল্কার্থ সচললবণ ৪ চারি-তোলা, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতারমূল ও শুণ্ঠী) মিলিত ৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৪ তোলা, হবুষা ৪ তোলা, বচ ৪ তোলা, বনযমানী ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ তোলা, হিঙ্গু ৪ তোলা, জীরা ৪ তোলা, ঔদ্ভিদলবণ ৪ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা এবং যমানী ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য ও জল /৮সের মিশ্রিত করিয়া পাককরতঃ, অল্প জল থাকিতে নামাইয়া, কল্কগুলি ছাকিয়া ফেলিবে। তদনন্তর আদাররস /৪ চারিসের, চুক্র /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৪ চারিসের, দধির মাত /৪ চারিসের, অম্লকাঁজি /৪ চারিসের ও দশমূলের ক্কাথ /৪ চারিসের দিয়া পাক করিয়া, শেষ পাকের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, চুল্লী হইতে নামাইবে। এবং ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় অন্নের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত পান করিলে, ক্রিমি, প্লীহা, উদর, অজীর্ণ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রবাহিকা, বাতরোগ, শ্লেষ্মরোগ, শূল, অরুচি, পাণ্ডু-রোগ, ক্ষয়, কাস, দৌর্ব্বল্য এবং গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। এমন কি যেমন ইন্দ্র-দেবের বজ্রদ্বারা বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই মহাষট্‌পলক ঘৃত দ্বারা সমস্ত রোগ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বিল্বাদি-ঘৃতম্।—

বিল্বাগ্নি চব্যার্দ্রক শৃঙ্গবের-
ক্কাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্।

সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোত্থ-
শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্বরিষ্ঠং॥

বিল্বাদিঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ বেলশুঁঠ, চই, আদা, রক্তচিতা ও শৃঙ্গবের (শুষ্ক শুণ্ঠীর ন্যায় বস্তু); এই সকল বস্তু সমুদায়ে /১ একসের; উক্ত বেলশুঁঠ প্রভৃতির ক্বাথ ।২ বারসের এবং ছাগদুগ্ধ /৪ চারিসের। এই সকল দ্রব্যের সহিত যথা নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে গ্রহণীরোগসম্ভূত শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চাঙ্গেরী-ঘৃতম্।—

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
চাঙ্গেরী স্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না চ তদ্ ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

চাঙ্গেরীঘৃত।

গব্য ঘৃত /৪ চারিসের; কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, হস্তিপিপ্পলী (চই), গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ একসের, আমরুলশাকের রস ।৬ ষোলসের এবং দধি ।৬ ষোলসের। এই সকল দ্রব্যের সহিত যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে কফ, বাত, অর্শঃ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ (হালীশ) ও আনাহরোগ নষ্ট হয়।

চিত্রক ঘৃতম্।—

চিত্রকক্বাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ।
গুল্মশোথোদরপ্লীহ শূলার্শোঘ্নং প্রদীপনম্॥

চিত্রকঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের; কল্কার্থ রক্তচিতারমূল /১ একসের এবং রক্তচিতার ক্বাথ ।৬ ষোলসের; এই সকল দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে গুল্ম, শোথ, উদর, প্লীহা, শূল ও অর্শোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বগর্ভ-ঘৃতম্।—

মসূরস্য কষায়েণ বিল্বগর্ভং পচেদ্ ঘৃতম্।
হন্তি কুক্ষ্যাময়ান্ সর্ব্বান্ গ্রহণীপাণ্ডুকামলাঃ॥

বিল্বগর্ভঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, মসূরের ক্বাথ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ বেলশুঁঠ /১ একসের, এই সকল দ্রব্যসহ ঘৃতপাকপূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ সহযোগে পান করিলে, কুক্ষিগত সর্ব্বপ্রকার রোগ, বিশেষতঃ গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মসূরের ক্বাথ প্রস্তুত প্রণালী—মসূর দাইল ১ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা পুটলীরূপে বাঁধিয়া, ঐ পুটলীস্থিত মসূর দাইল সিদ্ধ করতঃ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

শুণ্ঠী-ঘৃতম্—

বিশ্বৌষধস্য গর্ভেণ দশমূলজলে শৃতম্।
ঘৃতং নিহন্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীং সামতায়াম্॥

শুণ্ঠীঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ কুট্টিতশুণ্ঠী /১ একসের, এবং বেল, শোণা, গাম্ভারী, গোক্ষুর, পারুল, গনিয়ারী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও শালপানী; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ।৬ ষোলসের; এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় কিঞ্চিৎ পরিমিত দুগ্ধসহ সেবন করিলে, শোথ এবং গ্রহণী নাড়ীর আশ্রিত আমদোষ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিল্ব-তৈলম্।—

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থ মারণালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ॥
ধাতকী বিল্বশুণ্ঠীঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি হ্যতিসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি চার্শাসামপিনাশনম্॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি চান্ত্রবৃদ্ধিং বিনাশয়েৎ।
কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্।

মক্কল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
মূঢ়গর্ভে চ দাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি তারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতিখ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥

বিল্বতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ বেলশুঁঠ /৬।০ ছয়সের একপোয়া ও দশমূল মিলিত /৬।০ ছয়সের একপোয়া, পাকার্থ জল ১।।৪ একমণ চব্বিশ-সের, শেষ ১৬ ষোলসের, আদাররস /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের ও দুগ্ধ /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঁঠ, শটী, রাস্না, পুনর্ণবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রক্তচিতারমূল, গজপিপুল, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃদ্ধি এবং ঋদ্ধি; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা মৃদু অগ্নিসংযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে মন্দাগ্নি, বিবিধপ্রকার গ্রহণী, অতীসার, অরুচি, সংগ্রহগ্রহণী, অর্শঃ, বিবিধপ্রকার শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কফ-বাতজসম্ভূত শোথ, জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, পাণ্ডু, মক্কল্লশূল, সূতিকারোগ, মূঢ়গর্ভ, মূঢ়বাত, শিরোরোগ ও স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল ব্যবহার দ্বারা নারীগণের দূষিত আর্ত্তব বিশোধিত হয়, পুরুষগণের দূষিত শুক্র সংশোধিত হইয়া শরীরে বলোপচয় হয়, এবং বন্ধ্যা স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হইয়া শূর, পণ্ডিততুল্য পুত্র উৎপন্ন হয়। এই বিল্বতৈল আত্রেয় ঋষি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

দাড়িমাদ্য-তৈলম্।—

দাড়িমত্বগ্‌জলং ধান্যং বৎসকস্যত্বচস্তথা।
প্রত্যেকমাঢ়কং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেদ্ভিষক্॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢ়কসম্মিতম্।
পচেত্তৈলাঢ়কে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত চব্য জীরক সৈন্ধবম্।
চাতুর্জ্জাতং মধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্॥
জাতীকোষফলে ধান্যং যমান্যো বালকং তথা।
কণ্টকারিবিষা ভেকী শৃঙ্গাটং বৃহতীদ্বয়ম্॥
আম্রজম্বুত্বচঃ পর্ণো সমঙ্গেন্দ্রযবৌ বরী।

ধাতকী বিল্বমোচঞ্চ মূসলী বৎসকং বলা॥
শ্বদংষ্ট্রা লোধ্রপাঠাশ্চ কাষ্ঠং খাদিরমেবচ।
অমৃতা শাল্মলীত্বক্‌চ সর্ব্বমর্দ্ধপলোন্মিতম্‌॥
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
গ্রহণীং হন্তি দুর্ব্বারাং প্রমেহানপি বিংশতিম্‌॥
অর্শাংসি ষড়্‌বিধান্যেব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

দাড়িমাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ দাড়িমফলের ছাল /৮ সের, পাকার্থ জল ১॥৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের; বালা /৮ আটসের, পাকনিমিত্ত জল ১।।৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের; ধনে /৮ আটসের, পাকার্থ জল ১।।৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের; কুরচির ছাল /৮ আটসের, পাকনিমিত্ত জল ১।।৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের এবং তক্র/৮আটসের। কল্কার্থ শুঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চই, জীরা, সৈন্ধবলবণ, নাগকেশর, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচি, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, যায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ী, পাণীফল, ব্যাকুড়, কন্টকারী, আম্রের ছাল, জামের ছাল, শালপানী, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, কুরচি, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ এবং সীমূলছাল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ কুটিয়া লইতে হইবে। এই সকল দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া, গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে দুর্ব্বারগ্রহণী, বিংশতি (২০) প্রকার প্রমেহ এবং ষড়্‌বিধ (৬ প্রকার) অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্‌।—

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং মুস্তকঞ্চৈব জল মোচং রসাঞ্জনম্‌॥
বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্‌।
গুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী॥
তগরং জটিলা ভৃঙ্গং কেশরাজং পুনর্ণবা।
আম্র জম্বু কদম্বানাং ত্বচঃ কুটজ-বল্কলম্‌॥
যমানী জীরকঞ্চৈবাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্‌ তক্রেণান্যতমেন বা॥
ছাগীদুগ্ধেন রসেনাথবা ধান্যক-ক্বাথকেন বা।

বুদ্ধ্বা দোষগতিং তদ্বত্তথা স্বৌষধবারিণা ॥
এতদ্রসায়নং তৈলং বলীপলিতনাশনম্ ।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্ ॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্ ।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি ॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুল্বণম্ ।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগ নিবর্হণম্ ॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যয়োগবিপাচিতম্ ।
স্ত্রীষু সায়ং প্রযোক্তব্যং প্রত্যুষে রাজ-সংসদি ॥
বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্ ।
গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্ ॥
গর্ভযোগে প্রযোক্তব্যমেতদ্গর্ভ-বিবর্দ্ধনম্ ।
গ্রহণী-মিহিরং তৈলং নাম্না ভুবনবল্লভম্ ॥

গ্রহণীমিহির তৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের ; কল্কার্থ ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, ইচ, হরীতকী, বীরণমূল, মুথা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, উৎপল, তেজপত্র, নাগকেশর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আম্রছাল, জম্বুছাল, কদম্বছাল, কুরচিছাল, যমানী এবং জীরা , এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ; ক্কাথার্থ কুরচিছাল ।১২॥০ সাড়েবারসের, জল ১॥৪ (৬৪) চৌষট্টিসের, শেষ ।৬ (১৬) ষোলসের , অথবা তক্র ।৬ ষোলসের। কিম্বা দোষানুসারে অন্য কোনপ্রকার গ্রহণীনাশক দ্রব্যের ক্কাথ ।৬ ষোলসের। এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া লইবে। অথবা রোগের প্রকৃতি-অনুসারে কেবল তক্র কিম্বা ধনিয়াদি যে কোন একটীর ক্কাথ সহকারে তৈল পাককরতঃ, শেষপাকের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া, বস্ত্রপূত করিয়া সিটে বাদ দিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল সর্ব্বোত্তম রসায়ন। ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বলিপলিত, সর্ব্ববিধ অতীসার, সকলপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি, হিক্কা, উপদ্রব সংযুক্ত কুষ্ঠরোগ, অর্শঃ, কামলা, মেহ, শোথ, সর্ব্ববিধ কষ্টপ্রদ শূল প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বৃংহণ, বৃষ্য ও বশীকরণ বলিয়া জানিবে। এই তৈল পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ সময়ে পাক করিতে হইবে। এই গ্রহণীমিহিরতৈল সায়ংকালে মর্দ্দন দ্বারা আত্যন্তিক সুখের সহিত স্ত্রীসম্ভোগ, প্রত্যূষে ব্যবহার করিলে রাজ-সভায় সম্ভ্রম, মানসিক অভিলাষাদি পূর্ণ, বিবাহাদিতে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল এবং বিবাদে প্রয়োগ করিলে জয়লাভ হয়। চলিত গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর প্রতি

প্রয়োগ করিলে গর্ভ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়; এবং গর্ভারম্ভকালে গর্ভিণীকে মর্দ্দন করাইলে, গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই গ্রহণীমিহির তৈল ভুবনের সকলপ্রকার মঙ্গলসাধক।

বৃহদ্ গ্রহণীমিহির তৈলম্।—

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহ্যং তক্রং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
কুটজঞ্চৈব ধান্যকং গ্রাহ্যং পলশতং পৃথক্॥
তয়োঃ ক্বাথং পচেদ্দ্রোণে নীরপাদাবশেষিতম্।
একীকৃত্য পচেদ্বৈদ্যঃ কল্কং কর্ষমিতং পৃথক্॥
ধান্যকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
লবঙ্গং বালকঞ্চৈব শৃঙ্গাটক রসাঞ্জনম্॥
নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ূচীন্দ্রযবং তথা।
প্রিয়ঙ্গু কটুকী পদ্মকেশরং তগরং তথা॥
শরমূলং ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজঃ পুনর্ণবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ॥
গ্রহণীং হন্তি তচ্ছীঘ্রং বলিপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদা এব হি॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যযোগেন পাচয়েৎ।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

বৃহদ্ গ্রহণীমিহির তৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের, তক্র।৬ ষোলসের; ক্বাথার্থ কুরচিছাল।২॥০ সাড়েবারসের, পাকজন্য জল ১॥৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের; ধনিয়া।২॥ সাড়েবারসের, পাকনিমিত্ত জল ১॥৪ একমণ চব্বিশসের, শেষ।৬ ষোলসের; এই সকল দ্রব্য এবং নিম্নলিখিত কল্ক দ্রব্যসমূহ সহযোগে তৈল পাক করিয়া, মর্দ্দনাদিতে ব্যবহার করিলে গ্রহণী, বলিপলিত, সর্ব্ববিধ অতীসার, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, ভ্রমি এবং উপদ্রবসংযুক্ত কোষ্ঠগত-বাত-বেদনাসমূহ বিনষ্ট হয়। এই তৈল পুষ্যাযোগে পাক করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই বৃহদ্ গ্রহণীমিহির তৈল ভুবনের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধক বলিয়া জানিবে। কল্কদ্রব্য—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পাণীফল, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভীমরাজ, কেশুরিয়, পুনর্ণবা, আম্রের ছাল, জামের ছাল এবং কদম্বের ছাল—এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা।

কনকসুন্দরো-রসঃ।—

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলীটঙ্কণং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশ বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু বটিকা চণকোপমা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যজ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং যদ্বা তক্রৌদনং ভবেৎ॥
গ্রহণীদোষিনাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্ত-প্রকোপনম্॥

কনকসুন্দররস।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ এবং কনকধুতুরার বীজ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, ১ এক প্রহরকাল সিদ্ধির পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী প্রত্যহ এক একটী অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর এবং তীব্রতর অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দধি বা তক্রের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। গ্রহণী রোগিগণের পক্ষে তক্র লঘুগুণপ্রযুক্ত অগ্নিপ্রদীপক ও মলগ্রাহী এবং মধুরপাকিত্ব হেতু অপথ্য বা পিত্তপ্রকোপক নহে।

গ্রহণী-কবাটঃ।—

রসগন্ধকয়োশ্চৈব জাতীফলবিড়ঙ্গকম্।
প্রত্যেকং শাণমাত্রন্তু শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসৈর্বিল্ব-পত্রজৈশ্চ রসৈস্তথা।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রোত্থৈরসৈঃ প্রত্যেকশঃ শনৈঃ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বিল্বপত্ররসেনৈব ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণী রোগনাশনম্।
পায়ুরোগমতিসারং শোথং দুর্ণামকানি চ॥
গ্রহণীকপাটনামোঽয়ং কবাট-ঘটনাদ্ যথা॥

গ্রহণীকবাট।

শোধিত পারা, শোধিত গন্ধক, জাতীফল ও বিড়ঙ্গ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় প্রত্যেকে ॥৹ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, সূর্য্যাবর্ত্তের (হুড়্হুড়ে) রসে, বেলপাতার রসে ও পাণীফলের পাতার রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া, খরতর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা

প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটী প্রতিদিন এক একটী বেলপাতার রস অনু-পান সহ সেবন করিবে; এবং তৎপরে দধির সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অতীসার, শোথ ও অর্শরোগ নিবারিত হয়। যেমন কবাট (দ্বার) রুদ্ধ করিলে, গৃহাদির ভিতরে প্রবেশ করা যায় না, তদ্রূপ এই গ্রহণী কবাট ঔষধ সেবন দ্বারা অতিবেগবান্, গ্রহণী, অতিসারা-দির মলবেগ সংরুদ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রহণী-গজেন্দ্র-বটিকা।—

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খ টঙ্কণরামঠং।
শঠী তালীশ মুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবাঃ॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমং হরীতকী।
তগরং তেজপত্রঞ্চ জাতীফল লবঙ্গকে॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমং।
ছাগীদুগ্ধেন বটিকাং পিষ্ট্বা বৈদ্যেন কারয়েৎ॥
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
গ্রহণীগজেন্দ্র-বটিকা শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতীসার-নাশিনী।
শূল গুল্মাম্লপিত্তানি কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষী।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদ-ভ্রংশং দ্রুতং জয়েৎ॥
মাষদ্বয়ং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা সেব্যাগ্নি-বর্দ্ধিনী॥

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

পারা, গন্ধক, লৌহ শঙ্খ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু; শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, গৃহধূম, হরীতকী, তগর-পাদুকা, তেজপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচি, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধি; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া, ছাগদুগ্ধ সহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। শ্রীমদ্ গহনানন্দনাথ কর্ত্তৃক এই গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা লোক রক্ষ-ণার্থে রসায়ন বিষয়ে কথিত হইয়াছে। ইহার এক এক বটী ছাগদুগ্ধ অনুপান সহ সেবন করিলে বিবিধপ্রকার গ্রহণী, জ্বর, অতীসার, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা, হলীমক, বাত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও গুদভ্রংশ রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। এবং এই ঔষধ বয়ঃ, অগ্নি ও বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিলে বল, বর্ণ, অগ্নি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অগ্নিকুমারঃ।—

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্কণং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্॥
চিত্রকুত্বক্কষায়েন মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীন্তথা॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতম্॥

অগ্নিকুমার।

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহভস্ম, অজমোদা (বনযমানী) ও অহিফেন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং ইহাদের সকলের সমান মাত্রায় মারিত অভ্র গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণকরতঃ, রক্তচিতার ছালের ক্বাথে এক প্রহরকাল মর্দ্দনপূর্ব্বক, মরিচের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। অনুপান বিবেচনায় ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিবস সেবন করিলে, অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয়।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলী।—

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্য চত্বারোভাগাঃ ষড়্ দীর্ঘনিঃস্বনাৎ॥
বিংশদ্বলের্ব্বরাট্যাশ্চ টঙ্কণো রসপাদিকঃ।
পক্বতিন্দুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মূষামধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্তুং নিরোধয়েৎ।
গর্ত্তে বহ্নিপ্রমাণে তু পুটেদ্দ্বি ত্রিবনোপলৈঃ॥
স্বাঙ্গং শীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরোদ্ধরেৎ।
ততঃ খল্বোদরে মর্দ্দ্যাং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ॥
এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
কৃতমধ্বাজ্য সংযুক্ত মেকোনত্রিংশদূষণৈঃ॥
মন্দাগ্নৌ রোগরাজে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ॥
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ রক্তপিত্তে তথা কফে।
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু যকৃৎ প্লীহোদরেষু চ॥
দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥

হিরণ্যগর্ভ পোট্টলী।

পারা ১ একভাগ, স্বর্ণ ২ দুইভাগ, মুক্তা ৪ চারিভাগ, কাঁসা ৬ ছয়ভাগ গন্ধক ২০ বিংশতিভাগ, কড়িভস্ম ২০ বিংশতিভাগ এবং সোহাগার খৈ পার

দের ।০ সিকিভাগ ; এইসকল দ্রব্য একত্রকরতঃ চূর্ণ করিয়া, পাকাগা'বের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে একটী মুষার মধ্যে ঐ ঔষধগুলি পূরিয়া, সেই মুষার মুখবন্ধ করিবে। এবং অগ্নির প্রমাণ একটী গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তের মধ্যে সেই ঔষধপূর্ণ মুষাটী রাখিয়া ২।৩ খানি বনঘুঁটের দ্বারা পাক করিয়া লইবে। শীতল হইলে মুষার মধ্য হইতে ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত, মধু এবং ২৯টী মরিচ সহ খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৪ চারিরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বড়ী প্রতিদিন সেবন করিলে মন্দাগ্নি, জ্বর, গ্রহণী, বিষমজ্বর, গুদাঙ্কুর, মহাশূল, পীনস, কাস, শ্বাস, অতীসার, রক্তপিত্ত, কফ, অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠ, যকৃৎ, প্লীহা ও উদর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সর্ব্বোত্তম রসায়ন জানিবে।

সংগ্রহগ্রহণী কবাটঃ।—

মুক্তা সুবর্ণং রস গন্ধ টঙ্ক মভ্রং কপর্দ্দী সূত-তুল্যভাগঃ।
সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খক চূর্ণমিষ্টং খল্লে চ ভাব্যোহতিবিলা-দ্রবেণ ॥
গোলঞ্চ কৃত্বাভৃতসংপুটে তু ভাণ্ডে তু সংপাচ্য দিনার্দ্ধকঞ্চ।
সম্বাঙ্গশীতোরস এষ ভাব্যো ধুস্তুরবহ্ন্যো মূষলী দ্রবৈশ্চ ॥
লোহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ সিদ্ধোভবেৎ সংগ্রহণীকবাটঃ।
বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ ॥
কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাম্।
ক্ষয়ে জ্বরে চার্শসি ষট্প্রকারে মান্দ্যাতীসারেপ্যতিপীনসেচ ॥
মেহে চ কৃচ্ছ্রে চ গদধাতু বৃদ্ধে গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চাপি মহানুভাবম্ ॥

সংগ্রহগ্রহণীকবাট।

মুক্তা, স্বর্ণ, রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও অভ্র ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণে শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, আতইচের রসের সহিত খলে করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। তৎপরে পুটপাকে অর্দ্ধদিন পর্য্যন্ত পাক করিয়া লইবে। পরে শীতল হইলে ঔষধগুলি গ্রহণপূর্ব্বক ধুতুরাপাতার রসে, রক্তচিতার রসে ও তালমূলীর রসে ক্রমান্বয়ে লৌহপাত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২।৩ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী বাতাধিকরোগে মরিচচূর্ণ ও ঘৃত সহ, পৈত্তিকরোগে মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ, কফাধিক রোগে সিদ্ধিপাতার রসের সহিত এবং ত্রিকটু চূর্ণ ও ঘৃতসহ গ্রহণীরোগে সেবন করিবে। এবং যথাযোগ্য অনুপান বিবেচনায় প্রয়োগ করিলে ক্ষয়, জ্বর, ৬ প্রকার অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার, অতি পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধাতুরোগ এবং বৃদ্ধিরোগাদি নিবারিত হয়।

স্বর্ণ-পর্প্পটী।—

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলক সংযুতম্।

শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবদ্যাবদেকত্বমাগতম্ ॥
গন্ধকস্য পলৈকৈকময়ঃ-পাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎকজ্জলতাং ভবেৎ ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদি ক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা ॥

স্বর্ণপর্পটী।

বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ২ তোলা; এই দুইটী দ্রব্য শিলায় করিয়া মিশ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মিশ্রিতকরতঃ একটী দৃঢ় লৌহময় খলে উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে পর্পটীর বিধানানুসারে পাক করিবে। ইহা অনুপান বিবেচনায় ১ এক রতি হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বিবিধপ্রকার গ্রহণী, বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগ, অষ্টবিধ শূল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে; এবং ইহা অতীব বলকারক।

পঞ্চামৃত-পর্পটী।—

অষ্টৌ গন্ধক মাষকা রসদল লৌহং তদর্দ্ধং শুভং।
লৌহার্দ্ধং বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রস্য মাষত্রয়ম্ ॥
পাত্রে লৌহময়েচ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতৈকৈকতো-
দার্ব্যা বাদরবহ্নিনা চ মৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে।
রম্ভায়ালঘুঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতপর্পটী ॥
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ।
লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষক্রিয়া লৌহবৎ ॥
গুঞ্জাষ্টাবিমলাধিকং দ্বিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ।
নানাবর্ণ গ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্টদুর্ণামকেঽপি ॥
ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতীসারে জ্বরভবকলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়ে চ।
বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী ॥
তূর্ণদীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপিযুবকং রোগিদেহং করোতি ॥

অত্রগন্ধকমাষকাইতি পাশ্চাত্যাঃ। কিন্তু তাম্র-
মাষত্রয়স্য বৈয়াত্যমেব। রসদলমিত্যত্র রস-
পলমিতি পঠন্তি। যে তু রসপলমিচ্ছন্তো-

গন্ধকস্যাষ্টমাষকত্বমাহুস্তন্মতে চূর্ণবাহুল্যাৎ পর্প্পটোব ন স্যাদিতি তেন গন্ধকস্যাষ্টৌ-মাসকাঃ। দলমর্দ্ধমাষ চতুষ্টয়ং গ্রহণ্যাং তাম্র-কাধান্যান্মাষত্রয়ং বহুলং নিশ্চন্দ্রকম্ ॥

পঞ্চামৃতপর্প্পটী।

বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ মাষা, পারদ ৪ মাষা, লৌহ ৪ মাষা, অভ্র ২ মাষা এবং তাম্র ৩ মাষা; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া চূর্ণকরতঃ, একটী লৌহময় পাত্রে মর্দ্দিত করিবে। পরে কুলকাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিয়া, কদলীপত্রে ঢালিয়া পর্প্পটী প্রস্তুত করিবে। এই পর্প্পটী ২ রতি পরিমাণে, ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প বৃদ্ধিকরতঃ প্রতিদিন সেবন করিবে। ইহা ৮ রতি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করা যায়। এই ঔষধ মর্দ্দনে লৌহের যোগ থাকায় লৌহবৎ ক্রিয়াও প্রকাশ করে। ইহা ৭ দিবস মাত্র সেবন করিলে নানাবর্ণ অতীসার, গ্রহণী, অরুচি, অর্শঃ, ছর্দ্দি, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, নেত্ররোগ এবং বলিপলিত বিনষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য ঔষধের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন। এমন কি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তি এই ঔষধ সেবন করিলে, পুনরায় নব যৌবনপ্রাপ্ত হইতে পারে।

রস-পর্পটী।—

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং ঘর্ম্মে ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা ত্রিবিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণয়িত্বায়সপাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পশ্চাদুদ্ধৃত্য যত্নতঃ ॥
লোহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্।
বদরাঙ্গারবহ্নিস্থে লোহপাত্রে দ্রবীকৃতে ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গম্বা যদি দৃশ্যতে।
তত্রসিদ্ধিং বিজানীয়াৎ সবৈদ্যোনাত্রসংশয়ঃ ॥
শীঘ্রং গোময়-বিন্যস্ত-কদলীপত্রপাতনাৎ।
কুর্য্যাৎপর্পটিকাকারং তথৈবোপরি যন্ত্রিতাম্ ॥
পাকস্য ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
আদ্যয়োর্দৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে ॥
মৃদৌ ন সম্যগ্‌ভঙ্গঃ স্যান্মধ্যেভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ।
খরোলঘু র্ভবেদ্ভঙ্গ রুক্ষসূক্ষ্মারুণচ্ছবিঃ ॥
মৃদুমধ্যৌ তথাখাদ্যৌ খরস্ত্যজ্যোবিষোপমম্।
জরাব্যাধিশতৈর্জীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরাহরঃ ॥

চকার পর্প্পটীমেনাং যথা নারায়ণঃ সুধাঃ।
আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ ॥
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং রক্তিকাদ্বয়সম্মিতাম্।
রক্তিকাদি ক্রমাদ্বৃদ্ধিঃ কার্য্যা নৈব দশোপরি ॥
আরোগ্য দর্শনং যাবৎ কুর্য্যাদ্ধ্রাসং ততঃপরম্।
অজীর্ণে ভোজনঞ্চ ন পথ্যকালব্যতিক্রমঃ ॥
ঘৃত সৈন্ধব ধন্যাক হিঙ্গু জীরক নাগরৈঃ।
শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে বাস্তুক মাক্ষিকম্ ॥
রুক্ষমৎস্যেন মুদ্গেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ।
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌমৎস্যরোহিতমদ্গুরৌ ॥
পটোলস্য ফলং পত্রং রুক্ষবার্ত্তাকু জালিকান্।
সভৃঙ্গবায়সীপাঠ্যা বিম্বীমণ্ডুকপর্ণীকা ॥
সুখিন্নপূগৈস্তাম্বুলৈর্লতেকর্পূরসংযুতৈঃ।
ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ॥
ঝিঁঝিঁশিরঃশূলং বিরেকো বমনজ্বরৌ।
তৃষ্ণায়াঞ্চাধিকে পিত্তে নারীকেলাম্বুনির্ভয়ম্ ॥
নারীকেলপয়ঃপানং নির্ভক্তং বীক্ষ্যমেবচ।
স্বপ্নাদ্বীর্য্যচ্যুতৌ ক্ষীরং চম্পকং কদলীফলম্ ॥
বর্জ্জং নিম্বাদিকং তিক্তং শাকাখ্যং কাঞ্জিকং সুরাম্।
সর্ব্বমিক্ষুবিকারাংশ্চ দধিতৈলঞ্চ সার্ষপম্ ॥
স্নানমাতপমগ্নিঞ্চ ব্যাখ্যানঞ্চাপি চিন্তনম্।
ক্রোধং শোকং দিবাস্বপ্নং ব্যায়ামং জাগরং নিশি ॥
কদলী ফলপত্রাজ্ঝি ত্রিপুষালাবুকর্কটী।
কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ কন্দং দীর্ঘপটোলিকাং ॥
বল্লুরং পিষ্টকং বিম্বী মাষকর্কন্দুকং যবম্।
নপশ্যেৎ নস্পৃশেদ্গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতমিচ্ছতি ॥
যদ্যোষধেঃ স্ত্রিয়ংগচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা সা প্রতিক্রিয়া।
দুর্ব্বারং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্ ॥
আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সমারুতম্।
অগ্নিসাদং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্ ॥

শোথঞ্চকামলাং পাণ্ডুপ্লীহগুল্মজলোদরম্।
পক্তিশূলমম্লপিত্তং রক্তপিত্তং বমিং ক্রিমিম্॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহং বিষমজ্বরম্।
বাতপিত্তকফোত্থাশ্চ জ্বরান্ হন্যাৎ সুদারুণান্॥
জীর্ণেঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষানির্ম্মলঃসুধীঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং শ্রীমান্ বলী-পলিত-বর্জ্জিতঃ
প্রাতঃকরোতি নিয়তং সততং দ্বিগুঞ্জং
সুস্থঃসবিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনসোবপুষঃ স্থিরত্বং
তান বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥

রসপর্প্পটী।

পর্প্পটী প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে পারদের মলদোষ, অগ্নিদোষ ও বিষদোষ সংশোধন করিয়া লইতে হয়। তাহার নিয়ম যথা;—৮তোলা পারদ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিলে পারদের মলদোষ, ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিলে অগ্নিদোষ ও চিতাপাতাররসে মর্দ্দন করিলে বিষদোষ নিবারিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে ঐ পারদ জয়ন্তীপত্র, ভেরেণ্ডাপত্র, আদা ও কাকমাচীপত্রের রসে আপ্লুত করিয়া, মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই পারাই পর্প্পটীতে সুব্যবহার্য্য। এই পারদের সহিতই গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। যে গন্ধক শুকপক্ষীর পুচ্ছ সদৃশ কান্তিশালী, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম গন্ধক বলিয়া জানিবে। এই প্রকার গন্ধক ৮তোলা লইয়া ক্ষুদ্রং করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহ-পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক কুলকাঠের অগ্নিতে গলাইয়া শীঘ্রই ভীমরাজের রসে নিমগ্ন করিবে। নিমজ্জন করামাত্রেই গন্ধক কঠিন হইবে। তখন তাহা তুলিয়া সমান পরিমাণে পারদের সহিত একটী লৌহময় খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ কজ্জলী একটী লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক, উত্তমরূপে প্রজ্বলিত নির্ধূম কুলকাঠের অগ্নিতে গলাইয়া, গোময়রাশির উপরি একখানি কচি কলাপাতা রাখিয়া এবং অন্য আর একখানি কলাপাতার মধ্যে গোময় পুরিয়া পুটলীকরতঃ, সেই দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলী পত্রোপরি ঢালিয়া, পুটলীবদ্ধ কদলীপত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ চাপিবে। ইহাতে পর্প্পটী প্রস্তুত হইবেক। পর্প্পটী ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় হইলে, উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। এই পর্প্পটীর পাক ৩ প্রকার; যথা—মৃদুপাক, মধ্যপাক ও খরপাক। ইহার মধ্যে আদি দুইটী অর্থাৎ মৃদুপাক ও মধ্যপাক ব্যবহার্য্য এবং খরপাক পরিত্যজ্য। যেহেতু পর্প্পটী মৃদুপাকে সম্যক্ প্রকার ভঙ্গ হয় না,

মধ্যপাকে রৌপ্যবৎ ভাঙ্গিয়া থাকে। কিন্তু খরপাকে অত্যন্ত লঘু হয় এবং স্বর্ণ সদৃশ ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্ম অরুণবর্ণ ছবি দেখা যায়; একারণ মৃদু ও মধ্যপাক আহরণীয় ও খরপাক পরিত্যজ্য। পুরাকালে মহাদেব সমস্ত বিশ্বজগতের প্রাণিগণকে জরা ও অসংখ্য ব্যাধি কর্তৃক জীর্ণ দেখিয়া, নারায়ণ যেমন সুধা সৃজন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও এই পর্প্পটীর সৃজন করেন। রোগী প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমতঃ শিবকে অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ) দিগকে প্রণিপাত করতঃ এই পর্প্পটী ২ রতি পরিমাণে সেবন করিবে এবং প্রতিদিন ১ এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করতঃ ১০ দশরতি পর্য্যন্ত বাড়াইবে। পরে আরোগ্য লক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে ২ রতি পরিমাণে হ্রাস করিয়া আনিবে। পর্প্পটী সেবনপূর্ব্বক অজীর্ণ হইতে পারে, এমতভাবে ভোজন করিবে না, এবং পথ্যকালের ব্যতিক্রম করিবে না। রোগীকে সর্ব্বদা ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা, শুণ্ঠী এবং ধনিয়া বাটনা দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুতপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। পিত্তাধিক্যে বাস্তুকশাক ও মাক্ষিক (মিখুঁখীশাক) সহ-যোগে কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, মুদ্গ ও জাঙ্গল মাংসের ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে শশক মাংস ও ছাগমাংস; মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য ও মাগুর মৎস্য; এবং পটোলফল, পলতা, কালবেগুন, ঝিঙ্গে, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, আকনাদী, বিম্বীশাক, ফুলকুড়ি, চূর্ণীকৃত সুপারী এবং কর্পূরসংযুক্ত পান; এই সকল দ্রব্য পর্প্পটীসেবীর পক্ষে সর্ব্বদা সুপথ্য জানিবে। এই ঔষধ সেবনকারীর অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তৎক্ষণাৎ আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ ক্ষুধাকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে, বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, মস্তক ঝিন্ ঝিন্ করে এবং শূলবৎ বেদনা, বিরেচন, বমি ও জ্বর হইবার উপক্রম ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে রোগীর অনিষ্ট করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব কোন মতে ক্ষুধার সময়ে আহার বন্ধ রাখিবে না; কিন্তু অন্যবিধ আহার না দিয়া অধিক পরিমাণে দুগ্ধই পান করিতে দিবে। পিত্তাধিক্যবশতঃ অধিক পরিমাণে তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, নির্ভয়ে নারিকেলের জল পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কীটাদি-ভক্ষিত দ্রব্য কদাচ সেবন করিতে দিবে না। নিদ্রাবস্থায় দুঃস্বপ্ন প্রযুক্ত বীর্য্য স্খলিত হইলে রোগীকে দুগ্ধ ও চাঁপাকলা ভক্ষণ করিতে দিবে। নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, তিক্তশাক, কাঁজি, সুরা, সর্ব্বপ্রকার ইক্ষুবিকারজাতদ্রব্য, দধি, সর্ষপ-তৈল, স্নান, আতপসেবন, অগ্নিসেবন, গ্রন্থাদির ব্যাখ্যাকরণ, চিন্তা, ক্রোধ, শোক, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম (কুস্তিকরা), রাত্রিজাগরণ, কদলীফল, কদলীপত্র, কদলীমূল, কালতেউড়ী, অলাবু, কাঁকুড়, কুমুড়া, করলাউচ্ছে, কচু, মূলাদি কন্দদ্রব্য, দীর্ঘপটোলিকা (ধোঁদোল) ফল, শুষ্কমাংস, পিষ্টক, বিম্বীফল, মাষ-কলাই, কুল ও যব; এই সকল দ্রব্য রোগীকে কদাচ ভক্ষণ করিতে দিবে না। এই ঔষধ সেবনকারী কদাচিতও স্ত্রীসহবাস করিবে না, এমন কি স্ত্রীলোককে দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্তও করিবে না। যদ্যপি ইহা সেবনপূর্ব্বক রোগী কখন স্ত্রীগমন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিবে; নচেৎ রোগীর বিষম

অনর্থ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই পর্প্পটী সেবন দ্বারা দুর্ব্বার, দুঃসাধ্য বহুকালস্থায়ী গ্রহণীরোগ, আমশূল, অতিসার, আমাতিসার, পিত্তাতিসার, মন্দাগ্নি, ৬ ছয় প্রকার অর্শঃ, বেদনাসংযুক্ত যক্ষ্মারোগ, শোথ, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, পরিণামশূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, বমি, ক্রিমিরোগ, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সুদারুণ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। এমন কি ইহা দ্বারা জীর্ণ ব্যক্তির নির্ম্মলশরীর, বুদ্ধিমত্তা, শতবৎসর আয়ুঃ, শ্রী, বলিপলিত নাশ, স্বাস্থ্য, কন্দর্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট শরীর, দীর্ঘায়ুঃ, মনঃ ও শরীরের স্থিরতা এবং অতুল বলাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই রসপর্প্পটী প্রথমতঃ ২ রতি মাত্রার অধিক সেবন অবিধেয় জানিবে।

বিজয়পর্পটী।—

হাটকং রজতং তাম্রং যদত্র পরিদীয়তে।
বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগ-নিসূদনী॥

বিজয়পর্প্পটী।

উল্লিখিত রসপর্প্পটীর পারা ও গন্ধক সহ সোণা, রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রণ পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রস্তুত করিলে, তাহাকে বিজয়পর্প্পটী বলা যায়। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিশ্চয় দূরীভূত হইয়া থাকে।

কণাদি-লৌহম্।—

কণানাগর পাঠাভিস্ত্রিবর্গ দ্বিতয়েন চ।
বিল্ব চন্দন হ্রীবেরৈর্যুক্তাতিসারনুদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপিহন্তি প্রবাহিকাম্।
ন চানেন সমং লৌহং বিদ্যতে গ্রহণীগদে॥

কণাদিলৌহ।

পিপুল, শুণ্ঠী, আকনিদি, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে; এবং এই চূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২।৩ রতি পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকলপ্রকার রক্তাতিসার, উপদ্রব সংযুক্ত প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গাদি-বটী।—

লবঙ্গ জাতীফল জীরক দ্বে ফলত্রিকং ত্র্যূষণ কুষ্ঠধান্যম্।
এলাত্বচং টঙ্কবরাট মুস্তং বচাজমোদাবিড়সৈন্ধবং সমম্॥
তদর্দ্ধকং পারদ গন্ধকাভ্রং লৌহং পৃথক্ তুল্যাবিমর্দ্দ্য সর্ব্বম্।
তন্নাগবল্লী দলতোয় পিষ্টা ত্রিবল্লমানবটিকা বিধেয়া॥

প্রাতর্ব্বিদধ্যান্নিশি চোষ্ণতোয়ৈরিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারম্।
আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং জ্বরং যথা শ্লেষ্মভবং সশূলম্॥
কুষ্ঠাম্লপিত্তং প্রবলং সমীরং ক্ষুদ্বোধনং কোষ্ঠগতঞ্চবাতম্।
বটীলবঙ্গাদ্যবসুপ্রণীতা তথামবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রং॥

লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গ, জায়ফল, জীরক, কৃষ্ণজীরা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, কুড়, ধনিয়া, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম, মুথা, বচ, বনযমানী, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে যত হইবেক, তাহার অর্দ্ধেক তুল্যভাগে মিলিত পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ উত্তমরূপে পেষণ করিবে; তৎপরে পানের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৬ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটীকা প্রাতঃকালে অথবা রাত্রিতে উষ্ণজল সহ সেবন করিলে গ্রহণীবিকার, আমানুবন্ধ বেদনাসংযুক্ত প্রবাহিকা, শূলযুক্ত শ্লৈষ্মিক জ্বর, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, প্রবল বায়ুরোগ, আমবাত এবং কোষ্ঠগত সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা শরীরের গ্লানি নষ্ট হইয়া, বিশেষরূপে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই লবঙ্গাদ্যবটী বসুদেব কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

জাতিফলাদি বটী।—

জাতিফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ, ধূস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্।
ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেণকস্য, গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া, যত্নাদ্বিদধ্যাদ্ গ্রহণীগদেষু।
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু, পক্কেষপক্কেষু গুদাময়েষু॥
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদান্, মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু।
পথ্যং সদধ্যোদনমত্রহেয়ং, রসোত্তমোহয়ং গ্রহণীকবাটঃ॥

জাতীফলাদি বটী।

জায়ফল, সোহাগার খৈ, অভ্র ও ধুতুরার বীজ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ এবং অহিফেণ ২ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধভাদালিয়ার পাতার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে আমসংযুক্ত, রক্তসংযুক্ত, শূলসংযুক্ত পক্ক অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। এবং ইহা মধুসহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। এই জাতীফলাদি বটী ঔষধ সেবনপূর্ব্বক দধিসহ অন্ন পথ্য করিবে।

গ্রহণীকবাটো-রসঃ।—

টঙ্গণক্ষারগন্ধাশ্ম রসং জাতীফলন্তথা।
বিল্বং খদিরসারঞ্চ জীরকঞ্চ মধুলিকা॥

কপিত্থস্তকবীজঞ্চ তথা চোরকপুষ্পকম্ ।
এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ ॥
বিল্বপত্রঞ্চ কার্পাসফলং শালিঞ্চ তুম্বিকা ।
শালিঞ্চমূলং কুটজং তথা কঞ্চটপত্রকম্ ॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্দিবসত্রয়ম্ ॥
দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্র প্রমাণতঃ ।
অপিযোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ ॥
আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসঞ্চৈব প্রবাহিকাম্ ।
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ ॥
কৃষ্ণবার্ত্তাকু মৎস্যঞ্চ দধিতক্রঞ্চ শস্যতে ।
জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারিপ্রদাপয়েৎ ॥

গ্রহণীকবাটরস।

সোহাগার খৈ, গন্ধক, মনঃশিলা, পারদ, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খদিরসার, জীরা, সূচীমুখীমূল, আলকুশীরবীজ এবং চোরপুষ্পী ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। তদনন্তর বেলপাতা, কার্পাসফল, শালিঞ্চ (শান্তিশাক), ক্ষীকই, শালিঞ্চের মূল, কুরচি ও কাঁচড়া-দাম ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটা বটী তিন দিবস পর্য্যন্ত সেবন করিবে ; এবং দধির মাত ৮ তোলা অনুপান করিবে। শত ঔষধেও আরোগ্য হয় নাই, এমত দুঃসাধ্য গ্রহণীরোগও ইহা দ্বারা প্রশমিত হয় ; এবং আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কদাচ রক্তস্রাবকর কার্য্য করিবে না। কালবেগুন, কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, দধি ও তক্র ; এই সকল ইহাতে সুপথ্য জানিবে। ইহা সেবন দ্বারা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, রোগীকে তৈল ও জল ব্যবহার করিতে দিবে।

পূর্ণকলা-বটী।—

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিল্বকম্ ।
বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠা জীরক ধান্যকম্ ॥
রসাঞ্জনং টঙ্কণঞ্চ শিলাজতু ফলস্তথা ।
অভ্রাংশঞ্চফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্ ॥
ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলা কঞ্চটদাড়িমম্ ।
শৃঙ্গাটং কেশরং জম্বু দধিমস্তু জয়ন্তিকা ॥

কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।
দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিষেবিতা॥
ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী।
শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী॥
ভ্রমিচ্ছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥

পূর্ণকলাবটী।

পারা, গন্ধক, মুথা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগার খৈ, শিলাজতু, জাতীফল ও অভ্র; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুই তোলা; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ৩ তোলা এবং আলকুশী, থানকুনী, চাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী, কাঁচড়াদাম, দাড়িমফল, পানীফল, কেশুরিয়া, জামের ছাল, জয়ন্তী, নাগকেশর ও ভৃঙ্গরাজ; এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া দধির মাৎসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটি বটীকা তক্র অনুপানসহ সেবন করিলে গ্রহণী, শূল, দাহ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, ভ্রম, ছর্দ্দি ও সংগ্রহগ্রহণী রোগ নষ্ট হয়।

বজ্রকপাটো-রসঃ।—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব অহিফেণং সমোচকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলঞ্চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ॥
ভঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ॥
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ॥

বজ্রকপাটরস।

পারা, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। তদনন্তর সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ককরতঃ, ২ দুই রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতিদিন মধুসহ সেবন করিলে, অসাধ্য গ্রহণীরোগও আরোগ্য হয়।

জাতীফলো-রসঃ।—

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণং॥
ব্যোষং মুস্তাভয়াচৈব চতবীতং তথৈব চ।

বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলম্ ॥
এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়া স্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতং ॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণান্তু বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্।
এষাং কুটজমূলত্বক্-কষায়েণ প্রয়োজয়েৎ ॥
আমাতিসারং হরতে কুরুতে বহ্নিদীপনং।
মধুনা বিল্বশুণ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ ॥
শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ।
জাতীফলরসোহ্যেষ গ্রহণীগদনাশনঃ ॥

জাতীফল রস।

পারা, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহাগার খৈ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আঁবের আঁঠির শাঁস, বেলশুঁঠ, সর্জ্জবীজ ও দাড়িম ফলের ছাল; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক খল মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ সিদ্ধির স্বরসে মর্দ্দিত করিয়া, ১ এক রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ কুরচিমূলের ছালের ক্বাথসহ সেবন করিলে আমাতিসার নষ্ট হয়; এবং অগ্নির উদ্দীপন হয়; মধু ও বেলশুঁঠ সহ সেবন করিলে রক্তসংযুক্ত গ্রহণীরোগ এবং শুণ্ঠী ও ধনের ক্বাথ অনুপানসহ সেবন করিলে অতীসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

পীযূষবল্লী-রসঃ।—

সূতমভ্রং গন্ধকঞ্চ তারং লৌহং সটঙ্গণম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্ ॥
জাতীফলং বিশ্ববিল্বং কনকং দাড়িমীচ্ছদং।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতং ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বং সমং গুড়ৈঃ।
হন্তি সর্ব্বানতিসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি ॥
আমসংপাচনঃ সম্যগ্বহ্নিবৃদ্ধিকরস্তথা।
পীযূষবল্লীনামায়ং গ্রহণীরোগনাশনঃ ॥

পীযূষবল্লীরস।

পারা, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, টঙ্কণ, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুণ্ঠী, বেলশুঁঠ, ধুতুরাবীজ, দাড়িম ফলের ছাল, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল ও কুড়; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ॥০ অর্দ্ধতোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ৭ সাতবার কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া, ছাগদুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী প্রতিদিন এক একটী করিয়া সমান গুড়সহিত পোড়াবেল অনুপান সহযোগে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ অতিসার ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। অধিকন্তু ইহা আম-পরিপাচক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

গ্রহণীশার্দ্দূলো-রসঃ।—

রসগন্ধকয়োশ্চাপি কর্ষমেকং সুশোধিতং।
দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা হাটকং ষোড়শাংশতঃ॥
লবঙ্গং নিম্বপত্রঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
এতেষাং কর্ষচূর্ণেন সূক্ষ্মৈলাং সহ মেলয়েৎ॥
মুক্তাগৃহেন সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ।
গুঞ্জাপঞ্চপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
সূতিকাং গ্রহণীরোগং হরত্যেষ সুনিশ্চিতং।
অর্শোঘ্নো দীপনশ্চৈব বলপুষ্টিপ্রসাদনঃ॥
কাসশ্বাসাতীসারঘ্নো বলবীর্য্যকরঃ পরঃ।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগঞ্চামশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
সংসারলোকরক্ষার্থং পুরা রুদ্রেণ ভাষিতঃ॥

গ্রহণীশার্দ্দূলরস।

পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ১ একতোলা, স্বর্ণভস্ম ৵০ দুই আনা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিমপাতা ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা ও ছোট এলাচি ২ তোলা; এইসকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া, একটী ঝিনুকের মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুটপাকে পাক করিয়া লইবে। এবং ৫ পাঁচরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রত্যহ সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, অতীসার ও আমশূল নিবারিত হয়। এবং ইহা অগ্নি, বল, পুষ্টি ও বীর্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সাংসারিক লোক রক্ষার্থে পূর্ব্বকালে মহাদেব কর্ত্তৃক এই গ্রহণীশার্দ্দূলরস ঔষধটী কথিত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ-বটী।—

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ।

চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ ॥
খল্লয়েত্তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণকৈঃ।
নির্গুণ্ডী মধুকশ্বেতা কুঠের গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ ॥
ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ তথাচেন্দ্রাশনোৎকটৈঃ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে ॥
সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যেচ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ।
বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ ॥
অম্ল তক্রাদি সেব্যঞ্চ কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু।
শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা ॥
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যোয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু ॥

বৈদ্যনাথবটী।

অর্দ্ধতোলা পারা লইয়া কাঁজি, রক্তচিতার রস ও ত্রিফলার রসে শোধন করিয়া লইবে। এবং ।০ সিকিতোলা শুদ্ধগন্ধক লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ পারা ও গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তদনন্তর উহা নিসিন্দা, মধুকপুষ্প, আতইস, তুলসী, গ্রীষ্মসুন্দর (ক্ষুদেহনী), ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, সিদ্ধি ও তেজপত্রের রসে ক্রমান্বয়ে মূর্চ্ছিত করিয়া সর্ষপপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী প্রতিদিন এক একটী সেবন করিলে গ্রহণী, আমবাত অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা, উদর, বাতশ্লেষ্ম-বিকার ও কফজরোগ সকল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া রোগী ইচ্ছানুসারে অম্ল, তক্রাদি সেবন করিতে পারে। শ্রীমদ্বৈদ্যনাথ কর্ত্তৃক লোকানুগ্রহ হেতু ব্রাহ্মণের স্বপ্নান্তে এই ঔষধ কথিত হইয়াছে।

অগ্নিকুমারো-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিকটু পটুপঞ্চকম্।
দশকং তুল্যতুল্যঞ্চ বিজয়া সর্ব্বসম্মিতা ॥
ভাবয়েচ্চিত্রভৃঙ্গোত্থৈ স্ত্রিধাচ বিজয়াদ্রবৈঃ।
দীপ্তাগ্নিনা তু যামৈকং বালুকাযন্ত্রগে পচেৎ ॥
সঞ্চূর্ণ্য চাদ্র্র্ কদ্রবৈর্ভাবয়িত্বা চ ভক্ষয়েৎ।
মধুনা শাণমানস্তু রসোঽগ্নিকুমারকঃ ॥
[illegible] ॥

অগ্নিকুমাররস।

শোধিত পারদ, গন্ধক, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ ও ঔদ্ভিদলবণ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান পরিমাণে কড়ি গ্রহণপূর্ব্বক ভস্মরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। তদনন্তর চিতা, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া, প্রজ্বলিত অগ্নিসংযোগে বালুকাযন্ত্রে পাককরতঃ চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতিদিবস মধুসহ সেবন করিলে আমসংযুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়; এবং অগ্নির দীপ্তি প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গ্রহণীকপাটো-রসঃ।—

গিরিজাভববীজ কজ্জলী পরিমৃদ্যাদ্র্ রসেন শোধিতা।
কুটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমৃদ্য মিশ্রিতা॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্য মস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ং।
অজাক্ষীরেণ দাতব্যং ক্বাথেন কুটজস্য বা॥
যূষং দেয়ং মসূরস্য বারিভক্তঞ্চ শীতলং।
দধ্না সহ পুনর্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ং॥
বর্দ্ধয়েদ্দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা।
. নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাৎ কুক্ষিমার্দ্দবং

গ্রহণীকপাটরস।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে উহার সহিত কুটজের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া আদার রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি পরিমাণে ছাগদুগ্ধ অনুপান সহ অথবা কুরচির ক্বাথের সহিত সেবন করিবে। এবং মসূরের যূষ সহ অন্ন ও শীতল জল পথ্য করিবে। এই ঔষধ আহারকালে জলের প্রথমে দধি সহ ২ রতি করিয়া সেবন করিবে এবং ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া পরে হ্রাস করিয়া আনিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা কুক্ষির মৃদুতা জন্মে।

বিজয়া-বটিকা।—

হাটকং রজতং তাম্রং যদত্র পরিদীয়তে।
বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগনিসূদনী॥

বিজয়াবটীকা।

.পূর্ব্বোক্ত গ্রহণীকপাটরসে কথিত রস ও গন্ধক সহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাকে বিজয়াবটীকা বলা যায়। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

বড়বামুখো-রসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রটঙ্গণং।
সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জিসৈন্ধবনাগরং॥
অপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাদম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ॥
হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পুটেল্লঘু।
মাষমাত্র প্রদাতব্যো রসোহয়ং বড়বামুখঃ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণীং জ্বরং॥

বড়বামুখরস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, টঙ্গণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সর্জ্জিকক্ষার, সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, অপামার্গের ক্ষার, পলাশক্ষার ও বরুণছালের ক্ষার; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজি ও হাতিশুঁড়ের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে পুটপাকে পাক করিয়া লইবে। এবং ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রতিদিন এক একটী সেবন করিলে বিবিধপ্রকার গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী ও জ্বর আরোগ্য হয়।

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী।—

কপর্দ্দতুল্যং রসকন্তু গন্ধকং,
লৌহং মৃতং টঙ্গণকঞ্চ তুল্যং।
জয়ারসেনৈকদিনং বিমর্দ্দ্য,
চূর্ণেন সংবেষ্ট্য পুটেচ্চ ভাণ্ডে॥
দদীত তৎ পোট্টলিকাভিধানং,
বাতপ্রধানাং গ্রহণীং নিবৃত্তে॥

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী।

কড়িভস্ম, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগা; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া, একটী ভাণ্ডমধ্যে পুরিবে, তৎপরে সেই ভাণ্ডটী চূর্ণ দ্বারা লেপনকরতঃ পুটপাকে পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতপ্রধান গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

হংসপোট্টলী।—

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্গণং বিষং।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈদ্র্বৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাদ্রং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতং॥

হংসপোট্টলী।

কড়িভস্ম, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, টঙ্কণ, বিষ, গন্ধক ও পারদ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীরের রসে মর্দ্দনকরতঃ, পুটপাকদ্বারা পাক করিয়া, ১ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মরিচচূর্ণ ও আদার রস সহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকারি-ব্যক্তিকে তক্র সহ অন্ন পথ্য দিবে।

শম্বুকাদি বটী।—

দগ্ধশম্বুকসিন্ধূত্থঃ তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
নিষ্কৈকেন নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদং॥

শম্বুকাদিবটী।

শামুকভস্ম এবং সৈন্ধবলবণ সমানপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মধু সহ মর্দ্দিত করিয়া ৷৷০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজগ্রহণী-রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গ্রহণীকবাটঃ।—

রসাভ্রগন্ধান্ ক্রমবৃদ্ধিযুক্তান্,
জঙ্ঘারসেন ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য।
জয়ন্তিকা ভৃঙ্গ কলম্বীনীরৈ-
র্দিনং যবক্ষারং সটঙ্কণঞ্চ॥
ক্ষিপ্ত্বা তু গন্ধস্য চ তুল্যভাগং,
বাতারিতৈলেন যুতং পুটিত্বা।
গুড়ূচিকা-শাল্মলিকা-রসেন,
জয়ারসেনাপি বিমর্দ্দ্য শাণং॥
মরিচসার্দ্ধং মধুনা সমেতং,
দদীত পথ্যং দধিভক্তকঞ্চ॥

গ্রহণীকবাট।

পারদ ১ একভাগ, অভ্র ২ ভাগ এবং গন্ধক ৩ তিনভাগ গ্রহণপূর্ব্বক কাক-জঙ্ঘার রসে ৩ তিন দিবস এবং জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও কলমীরসে ১ একদিন মর্দ্দন করিয়া, গন্ধকের সমান যবক্ষার ও সোহাগা তাহাতে ক্ষেপণকরতঃ, এরণ্ডতৈলসহ মিশ্রিত করিয়া, পুটপাক দ্বারা পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর গুলঞ্চ, সিমুল ও সিদ্ধি ; এই সমস্তের রসে মর্দ্দিত করিয়া ৷৷০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটী প্রত্যহ মরিচ চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকারি-ব্যক্তিকে তক্র ও দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে।

গ্রহণীবজ্রকবাটঃ।—

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যগ্রাভ্রটঙ্গণং।
জয়ন্তী ভৃঙ্গ জম্বীরদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দিনত্রয়ং॥
যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ।
শীতে জয়া রসসমং শাল্মলী বিজয়াদ্রবৈঃ॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা বজ্রকবাটঃ স্যাদ্রসোত্তমঃ।
মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাসৌ মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ॥

গ্রহণীবজ্রকবাট।

পারা, গন্ধক, যবক্ষার, জয়ন্তীপত্র, অভ্র ও সোহাগা; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ৩ তিনদিবস ক্রমান্বয়ে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জম্বীরের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া অর্দ্ধপ্রহর পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিদ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। তৎপরে শীতল হইলে, পারদের সমান সিদ্ধিচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া সিমুল ও সিদ্ধির রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ২ মাষা বা ৩ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতি দিবস মধু সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

রসাভ্র-বটী।—

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং কর্ষৈকং গন্ধকস্য চ।
দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা তুল্যং ব্যোম প্রদাপয়েৎ॥
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ।
গ্রীষ্মসুন্দরমণ্ডূকী জয়ন্তীন্দ্রাশনস্য চ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবং।
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চ মরিচোদ্ভবং॥
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং।
সংমর্দ্দ্য বটিকাং কুর্য্যাৎ কলায়সদৃশীং বুধঃ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্॥
চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠো গ্রহণ্যাতঙ্কনাশনঃ।
দধি চাবশ্যকং দেয়ং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং অভ্র ৪ চারিতোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা এবং সোহাগার খৈ ১ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর ক্রমান্বয়ে ২তোলা

কেশুরিয়ার রস, ২ তোলা ভীমরাজের রস, ২ তোলা নিসিন্দাপাতার রস, ২ তোলা রক্তচিতার মূলের রস, ২ তোলা শুমার রস, ২ তোলা থানকুনীর রস, ২ তোলা জয়ন্তীপত্রের রস, ২ তোলা সিদ্ধিপাতার রস, ২ তোলা শ্বেত অপরাজিতার রস এবং ২ তোলা পানের রস দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী প্রতিদিন এক একটী করিয়া সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মরোগ, জ্বর, অতীসার, চাতুর্থক জ্বর এবং গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে দধি ও দাইলের যূষ পথ্য দিবে। পুরাকালে নাগার্জ্জুন মুনি এই রসাভ্র-বটী ঔষধটী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নৃপবল্লভঃ।—

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্গরামঠং।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবাঃ ॥
লৌহমভ্রং রসোগন্ধ স্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলং।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষাং বটিকা কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ ॥
সূর্য্যাবত্তেজসা চায়ং রসোহি নৃপবল্লভঃ।
অষ্টাদশ বটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্ব মামদোষং বিসূচিকাং।
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎ পাণ্ডুত্ব কামলাং ॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা।
বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে ॥
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ।
বদরাস্থিপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥

নৃপবল্লভ।

জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচি, সোহাগার খৈ, হিঙ, জীরা, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, রস, গন্ধক এবং তাম্র; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মরিচচূর্ণ ১৬ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ অথবা আমলকীর রসে পেষণ করিয়া কুলপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। শ্রীমান্ গহননাথ কর্ত্তৃক বহুচিন্তায় এই ঔষধটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নৃপবল্লভরস [illegible]

বটী করিয়া, ইহার ১৮টী বটী সেবন করিলে দেহ পবিত্র এবং সূর্য্যসদৃশ কান্তি জন্মে। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি, সর্ব্ববিধ আমদোষ, বিসূচী (কলেরা, ওলাউঠা), প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা এবং অন্যান্য সকলপ্রকার ব্যাধি, সূর্য্য কর্ত্তৃক পাপ বিনাশের ন্যায়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এবং ইহা বল ও বর্ণজনক, হৃদ্য, আয়ুষ্য, বীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রেষ্ঠরসায়ন, পটুদ এবং মন্ত্রসিদ্ধিজনক; এমন কি ইহার প্রসাদে অরোগী দীর্ঘজীবী হয়, রোগী নিশ্চয় রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তি অতীব বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ।—

রসগন্ধকলৌহাভ্রং নাগং চিত্রং ত্রিবৃৎ সমং।
টঙ্কং জাতীফলং হিঙ্গু ত্বগেলাব্দ লবঙ্গকং॥
তেজপত্রমজাজীচ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং।
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং মরিচ তারয়োস্তথা॥
নিরুত্থকং মৃতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকং।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসেন চ॥
ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেদযথেপ্সিতং॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ দুর্ণামং গ্রহণীং জয়েৎ।
আমাজীর্ণ-প্রশমনঃ সর্ব্বরোগ-নিসূদনঃ॥
নাশয়েদুদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥

বৃহন্নৃপবল্লভ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসক, রক্তচিতার মূল, তেউড়ী, সোহাগার খৈ, জাতীফল, হিঙ্গু, দারুচিনি, এলাচি, মুথা, লবঙ্গ, তেজপাতা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, মরিচ ও রৌপ্য; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১২ দ্বাদশরতি; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক আদার রসে ও আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, দুর্ণাম (অর্শঃ), গ্রহণী, আমাজীর্ণ এবং অন্যান্য সকল ব্যাধি, বিষ্ণুর চক্রদ্বারা অসুর বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভঃ।—

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্করামঠং।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং॥
লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধকমেবচ।

ধাত্রীরসে বটীং কুর্য্যাৎ দ্বিগুঞ্জাফলমাণতঃ।
হন্তি শূলং তথা গুল্মমামবাতং সুদারুণং॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকং।
শিরঃশূলং কটীশূল মানাহমষ্টশূলকং॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরং।
উপদংশ মতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রবাহিকাং॥
নৃপবল্লভরাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

রাজবল্লভ।

যাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচি, সোহাগা, হিঙ্, জীরা, তেজপাতা, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ীমূল ও রূপা; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৬ ষোল তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক আমলকীর রসে মর্দ্দনকরতঃ, ৩ তিনরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটী বটী সেবন করিলে শূল, গুল্ম, সুদারুণ আমবাত, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, চক্ষুঃশূল, হলীমক, শিরঃশূল, কটীশূল, আনাহ, অষ্টবিধ শূলরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, দদ্রু, বাতরক্ত, ভগন্দর, উপদংশ, অতীসার, গ্রহণী, অর্শঃ ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। এই রাজবল্লভ বটী স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মহারাজ-নৃপবল্লভঃ।—

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গং রজতহাটকং।
গ্রন্থি-যমানিকা-চোচং তাম্রং নাগরটঙ্গণং॥
সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসং।
শৃঙ্গী কর্পূরকঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতং॥
মাষদ্বয়ং রামঠং স্যাম্মরিচানাং চতুষ্টয়ং।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতং॥
নাভিশঙ্খং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষং।
কর্ষষট্কং সত্রিমাষং সূক্ষ্মৈলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ॥
বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্ব্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জামিতং খাদেৎ সানাহগ্রহণীং জয়েৎ॥
শম্ভুনা নির্ম্মিতো হ্যেষ পূর্ব্ববদ্ গুণকারকঃ।
নাম্না মহারাজপূর্ব্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে॥

মহারাজ-নৃপবল্লভ।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, টঙ্গণ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি,

তাম্র, শুণ্ঠী, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুথা, ধনিয়া, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ১ এক মাষা ; হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচ ৪ চারিমাষা, জাতীফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, শঙ্খনাভি ॥০ অর্দ্ধতোলা, বিড়ঙ্গ ॥০ অর্দ্ধতোলা, বিষ ২ মাষা, ছোটএলাচি ১২ বারতোলা ৬ ছয়আনা এবং বিট্‌লবণ ৪ চারি-তোলা ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধসহ বাটিয়া ৪ চারিরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিলে, সত্বর আনাহসংযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণকারক ঔষধ "মহারাজ নৃপবল্লভ" রস পূর্ব্বকালে স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও কথিত হইয়াছে।

মহারাজ নৃপতিবল্লভো রসঃ।—

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকং।
মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ॥
মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গণং শৃঙ্গমেব চ।
বসিরং দন্তীমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকং॥
যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকং।
সিন্ধূদ্ভবং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষং॥
পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ।
তোলদ্বয়ং ত্রিবৃচ্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণং॥
জাতীকোষফলঞ্চৈব বরাঙ্গকন্তু তৎসমং।
সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগস্তু বিড়কং তত্র মিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্‌যৎ ত্রুটিচূর্ণঞ্চ তৎ সমং।
ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা॥
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ সপ্তবারকং।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্দশরক্তিকাং॥

মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধা মামানুবন্ধীং ক্রিমিপাণ্ডুরোগং।
ছর্দ্দাম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ, গুল্মোদরপ্লীহভগন্দরঞ্চ॥
অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্, সোমং সশূলাষ্টকমেব হন্তি।
সাজীর্ণবিষ্টম্ভবিসর্পদাহং, বিলম্বিকাঞ্চাপ্যলসং প্রমেহং॥
কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাস-শোষং, হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রং।
মতান্তরে সর্ব্বতোভদ্রো নাম, মহেশ্বরেণৈব বিভাষিতোঽয়ং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গ্রন্থে গ্রহণ্যধিকারঃ সমাপ্তঃ।

মহারাজ-নৃপতিবল্লভ।

কান্তলৌহ ৬ ছয়তোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, তাম্র ২ দুইতোলা, মুক্তা ২ দুইতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ দুইতোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ১ তোলা, গজপিপুল ১ তোলা, দন্তীমূল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, যমানী ১ তোলা, বালা ১ তোলা, মুথা ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, ধনিয়া ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, রক্তচিতারমূল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ দুইতোলা, লবঙ্গ ৪ চারিতোলা, জাতীফল ৪ চারিতোলা, জৈত্রী ৪ চারিতোলা ও দারুচিনি ৪ চারিতোলা, এই সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক বিটলবণ এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান পরিমাণে ছোটএলাচি; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া পেষণপূর্ব্বক ৭ সাতবার ছাগদুগ্ধে এবং ৭ সাতবার ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ককরতঃ, ১০ দশ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমানুবন্ধ গ্রহণীরোগ, ক্রিমিরোগ, পাণ্ডুরোগ, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, সোমরোগ, শূলরোগ, বিষ্টম্ভ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, বিসর্প, দাহ, বিলম্বিকা, অলসক, প্রমেহ, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, কাস, শোষ, শোথযুক্ত জ্বর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। এই "মহারাজ নৃপতিবল্লভ" রসকে মতান্তরে "সর্ব্বতোভদ্র" বলিয়া থাকে। স্বয়ং মহেশ্বর কর্ত্তৃক এই ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতি প্রয়োগচিন্তামণি গ্রন্থে গ্রহণী-অধিকার সমাপ্ত।

ইতি ষষ্ঠ-অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

অথার্শোঽধিকারঃ।

দুর্ণাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষার শস্ত্রাগ্নিসাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে॥

অতঃপর অর্শোরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

ঔষধ, ক্ষারকর্ম্ম, অস্ত্রপ্রয়োগ এবং অগ্নিকর্ম্ম, এই চারিপ্রকারে অর্শোরোগের চিকিৎসা বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে সুখসাধ্য হেতু ঔষধ-চিকিৎসা প্রথমে কথিত হইতেছে।

যদ্বায়োরনুলোমায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অনুপানৌষধদ্রব্যং তৎসর্ব্বং নিত্যমর্শসৈঃ॥

যে সকল ঔষধ, অনুপান ও আহারীয় দ্রব্য সেবন করিলে, বায়ু প্রশমিত হইয়া অধোদিকে গমন করে; এবং অগ্নি ও বল বর্দ্ধিত হয়; অর্শোরোগীর তাহাই নিত্য ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদিক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥

শুষ্ক অর্শঃ প্রশমনার্থে প্রলেপাদি তীক্ষ্ণক্রিয়া করিবে। এবং যে অর্শোরোগে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসা করিবে।

স্নুক্ ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্।
কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপাতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥

মনসাসিজের আঠার সহিত কিয়ৎপরিমাণে হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অর্শের বলির মুখে বিন্দুমাত্র প্রদান করিলে; অথবা ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে উহা নিশ্চয় পতিত হয়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জোবস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥

আকন্দের আঠা, মনসাসিজের আঠা, তিতলাউয়ের পাতা এবং ডহর করঞ্জের ছাল সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক, তদ্দ্বারা অর্শের বলির উপরি প্রলেপ

অর্শোঘ্নী চ গুদাবর্ত্তিগু ড়ঘোষাফলোদ্ভবা ॥

পুরাতনগুড় জলে গুলিয়া ঘোষাফলের চূর্ণ প্রদানপূর্ব্বক পাককরতঃ বর্ত্তি (বাতি) প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি গুহ্যে প্রবেশ করাইলে অর্শের বলি পতিত হয়।

তিলভল্লাতকং পথ্যা-গুড়ে চেতি সমাংশকম্ ।
দুর্ণামশ্বাসকাসঘ্নং প্লীহপাণ্ডুজ্বরাপহম্ ॥

তিল, ভেলার আঠি, হরীতকী ও পুরাতন গুড় সমভাগে বাটিয়া সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

অঙ্গুরীগঠনম্ ।—

তুত্থচূর্ণং ভবেত্তোলং জম্বীরদ্রবসংযুতম্ ।
দ্রবপ্রমাণমুদ্দিষ্টং তস্মাদষ্টগুণং হি তম্ ॥
লৌহপাত্রে ক্ষিপেত্তত্তু ভাবয়েচ্চ বিশেষতঃ ।
অনেন গঠিতাঙ্গুর্য্যাচার্শোঘ্নং মহদুল্বনম্ ॥
ধৌতং জলঞ্চরেত্তাবদ্ যাবদর্শঃ ক্ষয়োভবেৎ ।
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সদ্ভিরুক্তং ভিষগ্বরৈঃ ॥
অঙ্গুরীগঠনে কালে তাম্রং ন প্লবতে যদি ।
তদা পাদতলং চর্ম্ম ক্ষিপেত্তত্র বিচক্ষণঃ ॥

অঙ্গুরীগঠন।

একতোলা তুঁতেচূর্ণ ৮ গুণ জলসহযোগে একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া সূর্য্যাতপে ভাবনা দিয়া, অল্প গাঢ় থাকিতে তদ্দ্বারা অঙ্গুরী গঠন করিবে। তৎপরে ঐ অঙ্গুরী অর্শের বাহ্য বলিতে লাগাইয়া দিবে। এবং অর্শাঙ্কুর ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তদুপরি জলসেচন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অর্শঃ বিনষ্ট হয়। যদ্যপি অঙ্গুরি গঠনকালে তুঁতের জলে তাম্র প্লাবিত না হয়, তবে তাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রায় পাদতলের চর্ম্ম প্রদান করিবে।

কুটজাদ্যং ঘৃতম্ ।--

কুটজফলবল্কলকেশরনীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলে রক্তার্শসাং ভিষজা ॥

কুটজাদ্য ঘৃত।

কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুল; এই সকল কল্কদ্রব্য সমানভাগে কুট্টিত /১ একসের, গব্যঘৃত /৪ চারিসের এবং জল /৪ চারিসের। এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক সেবন করিলে শূল ও রক্তার্শঃ নিবা-

ষট্পলকং ঘৃতম্।—

সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ পলিকৈস্ত্রিগুণোদকৈঃ।
সমং ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং জ্বরার্শঃ প্লীহকাসনুৎ॥

ষট্পলক ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের; যবক্ষার, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা ও শুণ্ঠী; এই সকল কল্কদ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ।২ বারসের এবং দুগ্ধ /৪ চারিসের। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বর, অর্শঃ, প্লীহা ও কাস নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।—

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি।
সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যসংশয়ম্॥

ব্যোষাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ চারিসের; কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমানভাগে চূর্ণিত /১ একসের এবং পলাশবৃক্ষের ছাল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যথাবিধি নিয়মানুসারে প্রস্তুত ক্ষারজল ।২ বারসের। এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শের বলি নিশ্চয়ই পতিত হয়।

সমশর্কর-চূর্ণম্।—

শুণ্ঠী কণা মরিচ নাগদল ত্বগেলং,
চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্যে,
কাসারুচি শ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু॥

সমশর্কর চূর্ণ।

শুণ্ঠীচূর্ণ ৭ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৬ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৫ ভাগ, নাগকেশর চূর্ণ ৪ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ এবং এলাচি ১ ভাগ; আর ইহাদের সর্ব্ব সমষ্টির সমান মাত্রায় শর্করা লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য কাস, অরুচি, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রাণদাগুড়িকা।—

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বেপলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥

গুড়াৎপলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি চ সা স্মৃতা।
পূর্ব্বং ভক্ষেত্তু পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্ ॥
মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেত্তথা।
হন্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজাসহজান্যপি ॥
বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে ॥
বিষমজ্বরে মন্দাগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈবচ।
ক্রিমি-হৃদ্রোগিনাঞ্চৈব গুল্ম-শূলার্ত্তিনাং তথা ॥
শ্বাসকাস পরীতাপে চৈষাস্যাদমৃতোপমা।
শুণ্ঠ্যাঃ স্থানে হভয়াদেয়া বিড়্গ্রহে পিত্তপায়ুজে ॥
প্রাণদেয়ং সিতাং দত্ত্বা চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা।
অম্লপিত্তাগ্নিমন্দাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ শ্লেষ্মভবে পলম্।
পলদ্বয়ন্তু নিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্ ॥

প্রাণদা-গুড়িকা।

শুণ্ঠী ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ১৬ তোলা, চই ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগকেশর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট-এলাচি ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বেণারমূল ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ৩০ পল গুড় একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম প্রাণদাগুড়িকা। এই ঔষধ ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পশ্চাৎ সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনান্তে বাত-কফজ অর্শোরোগী মদ্য, বাতজার্শো-রোগী মাংসরস, পিত্তজ অর্শোরোগী দুগ্ধ, কফজ অর্শোরোগী মুগের যূষ এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শোরোগী উষ্ণজল পান করিবে। ইহা দ্বারা সহজ বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ এবং পানাত্যয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতরোগ, গলরোগ, কৃমি, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়। এই গুড়িকা শ্বাস ও কাসরোগীর পক্ষে অমৃত তুল্য। অর্শরোগীর মলবদ্ধতা থাকিলে শুঠীর স্থানে হরীতকী প্রদান করিবে। পিত্তজনিত অর্শো-রোগে সমুদায় চূর্ণের চতুর্গুণ শর্করা মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অর্শরোগীর অম্লপিত্ত ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে, এই গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অর্শঃ প্রভৃতি রোগ শ্লৈষ্মিক হইলে মদ্য, মাংস রসাদি অনুপান দ্রব্য ৮ তোলা মাত্রায়, বাতজ হইলে ১৬ তোলা মাত্রায় এবং পিত্তজ হইলে ২৪ তোলা পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহচ্ছূরণমোদকঃ।—

ষোড়শঃ শূরণভাগাবহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধো ভাগযুক্তির্মরিচস্য ততোঽপি চার্দ্ধেন॥
ত্রিফলা কণাসমূল তালীশারুষ্কর ক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধ সমা দহনাংশা তালমূলী চ॥
ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভৃঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র কারয়েচ্চূর্ণম্॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকপ্রকামঘনৈঃ।
গুরুবৃষ্য ভোজ্যরহিতেঽহিতরেষূপদ্রবং কুর্য্যাৎ॥
ভস্মকমলেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য যোগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন মহাশনৌ জাতৌ॥
অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতুর্ন কেবলং শূরণোমহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনাপ্যর্শসামেষঃ॥
শ্বয়থুশ্লীপদজিদ্ গ্রহণীঞ্চ কফানিলোদ্ভূতাম্।
নাশয়ন্তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষ্যত্বঞ্চ॥
হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্ম প্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানঞ্চাপ্যথোগ্রং হন্তি চ রসায়নং পুংসাং॥

বৃহচ্ছূরণ মোদক।

শূরণ (ওল) ১৬ ভাগ, বহ্নি (রক্তচিতার মূল) ৮ ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, অরুষ্কর (ভেলা) এবং ক্রিমিঘ্ন (বিড়ঙ্গ)—এই সকল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বৃদ্ধদারক (বিস্তাড়ক) ১৬ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ এবং এলাচি ২ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ এবং ইহাদের সর্ব্ব-সমষ্টির দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপর্যুক্ত মাত্রায় সেবনপূর্ব্বক গুরু ও বলকারক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। কারণ—এই ঔষধ অতীব অগ্নিবর্দ্ধক হেতু গুরু ও বলকারক দ্রব্য সেবন না করিলে রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এবং তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে। বিশেষতঃ উপযুক্ত আহার অভাবে উৎকট উৎকট ব্যাধি জন্মিয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে। অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক কথিত এই রোগরাজ "বৃহচ্ছূরণ মোদক" সেবন দ্বারা আহারীয় ভুক্ত দ্রব্য অনায়াসে অল্পকালের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি এই ঔষধ সেবন করিয়া পূর্ব্বকালে ভীমের ও হনুমানের জঠরাগ্নি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; অর্থাৎ অত্যন্ত আহারশক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বৃহচ্ছূরণ মোদক সেবন করিলে যে, কেবলমাত্র

অগ্নির বল বর্দ্ধিত হয় এমত নহে, ইহা দ্বারা বল ও বুদ্ধি পর্য্যন্তও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শস্ত্র ও ক্ষার চিকিৎসা ব্যতিরেকে অর্শোরোগে এমন মহৌষধি অতি দুর্লভ। এই মোদক সেবন দ্বারা শোথ, শ্লীপদ, বাত্তিক ও পৈত্তিক গ্রহণী, হিক্কা, শ্বাস, কাস, রাজযক্ষ্মা, প্লীহা ও প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া, রোগীর মেধা ও বল বৃদ্ধি পায়। ইহা অতীব শ্রেষ্ঠ রসায়ন ঔষধ।

নাগার্জ্জুনপ্রয়োগঃ।—

ত্রিফলা পঞ্চলবণং কুষ্ঠকটুকরোহিণী।
দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দ্দফলানি চ॥
বলা চাতিবলাচৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চ্চলা।
এতৎসম্ভৃত-সম্ভারং করঞ্জত্বগ্রসেন তু॥
পিষ্ট্বা তু গুড়িকাং কৃত্বা বদরাস্থিসমাং বুধঃ।
একৈকাং তাং সমুদ্ধৃত্য রোগে রোগে পৃথক্ পৃথক্॥
উষ্ণেণ বারিণা পীতা শান্তমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।
অর্শাংসি হন্তি তক্রেণ গুল্মমম্লেন নির্হরেৎ॥
জন্তুদষ্টঞ্চ তোয়েন ত্বগ্দোষং খদিরাম্বুনা।
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ তোয়েন হৃদ্রোগং তৈলসংযুতা॥
ইন্দ্রস্বরস-সংযুক্তা সর্ব্বজ্বর-বিনাশিনী।
মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যশূলহরী স্মৃতা॥
কপিত্থ-তিন্দুকানান্তু রসেন সহ মিশ্রিতা।
বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি পানাশন-প্রয়োগতঃ॥
গোশকৃদ্রসসংযুক্তা হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বশঃ।
শ্যামাকষায় সহিতা জলোদর-বিনাশিনী॥
ভক্তচ্ছন্দং জনয়তি ভুক্তস্যোপরিভক্ষিতা।
অক্ষিরোগেষু সর্ব্বেষু মধুনাঘৃষ্য চাঞ্জয়েৎ॥
লেহমাত্রেণ নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী।
ব্যবহারে তথা দ্যূতে সংগ্রামে মৃগয়াদিষু॥
সমালভ্য নরোঽপ্যেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ॥

নাগার্জ্জুনপ্রয়োগ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, ঔদ্ভিদ-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিমফল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক করঞ্জের রস দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া, কুলের আঁটির

সমান বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন রোগে সেবন করিবে। যথা ;—উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি সন্দীপিত হয় ; তক্রসহ সেবনে অর্শোরোগ, কাঁজির সহিত সেবনে গুল্মরোগ, তোয় (জল) সহ সেবনে বৃশ্চিকাদি দংশনজনিত বিষদোষ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথসহ সেবনে চর্ম্মরোগ, জলের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, তিলতৈল সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ, বৃষ্টির জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ছোলঙ্গলেবুর রসসহ সেবনে শূলরোগ, কয়েতবেলের রস অথবা গাবের রসের সহিত সেবন করিলে বিষদোষ, গোময়রস সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, শ্যামালতার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে জলোদর, ভোজনের অব্যবহিত কালপরেই সেবনে অরুচি, এবং মধুসহ মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুরোগ ও মধুসহ লেহনপূর্ব্বক পান করিলে নারীদিগের প্রদররোগ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা জলসহ পেষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে দ্যূতক্রীড়া, সংগ্রাম ও মৃগয়াদিতে জয়লাভ হইয়া থাকে

নিত্যোদিতোরসঃ।—

মৃতসূতাভ্র লোহার্ক বিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাংশ ভল্লাতফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
দ্রবৈঃ শূরণকন্দোত্থৈঃ খল্বে মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যৈ রসৈর্হ্যর্শাংসি নাশয়েৎ ॥
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকৃৎ ॥

নিত্যোদিত রস।

রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, বিষ ও গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগে এবং উহাদের সর্ব্বসমষ্টির সমান মাত্রায় শোধিত ভেলাবীজ গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ, একত্র মিশ্রিত করিয়া খলমধ্যে শূরণকচুর (ওলের) রসে ক্রমাগত তিনদিবস পর্য্যন্ত মর্দ্দিত করিয়া, লেহবৎ করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া, ঘৃতসহযোগে সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ এবং বিবিধ গুহ্যজ রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভা-গুড়িকা।—

ক্রিমিরিপু দহন ব্যোষং ত্রিফলাঽমরদারুচব্যভূনিম্বম্।
মাগধীমূলং মুস্তং সশঠী বচা ধাতুমাক্ষিককৈব ॥
লবণক্ষার নিশাযুগ কুস্তুম্বুরু গজকণাতিবিষা চ।
কার্ষাংশিকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকঞ্চাশ্মজতোর্বিদদ্যাৎ ॥
নিষ্পত্রশুদ্ধসা পুরসা ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব।
সিতাচতুষ্কং পলমাত্রবাংশ্যা নিকুম্ভকুম্ভ ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্ ॥
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা চার্শাংসি নির্নাশয়তে ষড়েব।

ভগন্দরং পাণ্ডু হলীমকঞ্চ বিনষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্ ॥
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধি-রাজযক্ষ্ম-মেহে ভগ্নাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা ॥
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ।
ভক্তস্য পূর্ব্বং সততং প্রযোজ্যং তক্রানুপানন্ত্বথ মস্তুপানম্ ॥
আজোরসো জাঙ্গলজো রসো বা পয়োঽথবা শীতজলানুপানম্।
বলেন নাগস্তুরগোঽজবেণ দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ।

• কান্ত্যা রতীশো ধীষণশ্চ বুদ্ধ্যা ॥
বলীপলিত নির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ বলীপলিতনাশনং ॥
ন চানুপানে পরিহার্য্যমস্তি ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু।
শম্ভুং সমভ্যর্চ্য কৃতপ্রসাদাৎ প্রাপ্তা গুটী চন্দ্রমসপ্রযত্নাৎ ॥
ভক্ষং বুদ্ধ্যা যথাযুক্তি যাবম্মাষচতুষ্টয়ং।
ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিজাতানাং কর্ষমাণং পৃথক্ পৃথক্ ॥
বৃদ্ধ-বৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকং।
•কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসং ॥
অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্বরঃ।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপু (বিড়ঙ্গ), দহন (রক্তচিতা), ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অমরদারু (দেবদারু), চই, চিরতা, মাগধী (পিপুল) মূল, মুথা, শঠী, বচ, ধাতুমাক্ষিক (স্বর্ণমাক্ষিক), সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনিয়া, গজপিপুল ও আতইচ প্রত্যেকে ২তোলা, অশ্মজতু (শিলাজতু) ৮ পল, নিষ্পাত্র বিশুদ্ধ গুগ্‌গুল ১৬ তোলা, লৌহচূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, বাংশী (বংশলোচন) ৮ তোলা এবং দন্তী, তেউড়ী, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেকে ১ পল; এইসকল দ্রব্য চূর্ণকরতঃ পেষণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ভোজনের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে উপযুক্ত মাত্রায় তক্র, মস্তু, ছাগমাংসের রস, কচ্ছপাদি জাঙ্গল মাংসের রস, দুগ্ধ অথবা শীতল জল অনুপান সহ সেবন করিলে ৬ প্রকার অর্শঃ, ভগন্দর, পাণ্ডু, হলীমক, অগ্নিমান্দ্য, পৈত্তিকরোগ, কফজরোগ, বাতজরোগ, নাড়ীব্রণ, মর্ম্মগতব্রণ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, বিদ্রধি, রাজযক্ষ্মা, মেহ, ভগ্ন, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্র-

ন্যায় বল, অশ্বের ন্যায় গতি, কুক্কুরের ন্যায় দর্শনশক্তি, বরাহের ন্যায় শ্রবণ-শক্তি, কন্দর্পের সদৃশ বিমলকান্তি এবং ধীষণের (বৃহস্পতির) ন্যায় বুদ্ধিশক্তি জন্মিয়া থাকে। এবং ইহাদ্বারা বলীপলিত নষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণতা লাভ করিয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে কদাচ অনুপান পরিত্যাগ করিবে না। এবং শীতল বায়ু, আতপ ও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। এই "চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা" ঔষধ মহাদেবকে পূজা করিয়া, তাঁহার প্রসাদে চন্দ্রের প্রযত্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশমতে ইহাতে পারা ও গন্ধক উভয়ে প্রত্যেকে অর্দ্ধপল অথবা কেবলমাত্র পারাই ১ পল প্রদাতব্য। কেহ কেহ উহাতে ১ পল মাত্রায় অভ্র দিবার উপদেশও দিয়া থাকেন। এবং তেউড়ী, দন্তী, দারুচিনি, ছোটএলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেকে ২তোলা মাত্রায় দাতব্য। এই ঔষধ মধু ও ঘৃতসহ মর্দ্দিত করিয়া ৪ রত্তি পরিমাণ হইতে ৪ মাষা মাত্রা পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে।

তীক্ষ্ণমুখোরসঃ।—

মৃতসূতার্ক হৈমাভ্র তীক্ষ্ণং মুস্তঞ্চ গন্ধকং।
মণ্ডুরঞ্চ সমং তালং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দ্দিনম্॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাৎ ত্রিদিনন্তু তুষাগ্নিনা।
চূর্ণিতং সসিতাক্ষৌদ্রং খাদেৎ পৈত্তিককীলহা॥
রসো তীক্ষ্ণোমুখো নাম অসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥

তীক্ষ্ণমুখরস।

রসসিন্দূর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, মুথা, গন্ধক, মণ্ডুর এবং হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দিত করিয়া, একটী অন্ধমুষার মধ্যে পূরিয়া, দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া তুষাগ্নিতে তিনদিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। তৎপরে চূর্ণিত করিয়া যথামাত্রায় শর্করা ও মধুসহ সেবন করিলে, পৈত্তিকরোগ ও গুদকীল (অর্শঃ) রোগ নিবারিত হয়। এই তীক্ষ্ণমুখরস ঔষধ দ্বারা অসাধ্য রোগও সাধ্য হইয়া থাকে।

পঞ্চাননোরসঃ।—

মৃতসূতাভ্র লোহানি সুতার্ক গন্ধকৈঃ সহ।
সর্ব্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্॥
পলমেকং সমাদায় দ্রবৈঃ শূরণকন্দজৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ মাষমাত্রং পিবেদ্ঘৃতৈঃ॥
ভক্ষণাদ্ধন্তি সর্ব্বাণি অর্শাংসি চ নসংশয়ঃ।
অসাধ্যস্যাপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা॥

অতৈব বিষযোগাদ্ গুদজান্তকসঙ্গতোদাবিষার্ক ইত্যাদি পাঠঃ ॥

পঞ্চাননরস।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, পারদ, তাম্র ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমা পরিমাণে এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত ভেলাবীজ গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণকরত একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১ তোলা ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রা বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতে এই ঔষধের একএকটী বটীকা ঘৃতস সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ স্বয়ং মহাদে কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা অসাধ্য রোগও আরোগ্য হয়। এমন f ইহার দ্বারা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ ও মুমূর্ষুদিগের মৃত্যুরোগ পর্য্যন্তও নিবারিত হয়।

জাতিফলাদি-বটিকা।—

জাতীফলং টঙ্কণসিন্ধু শুণ্ঠ ধুস্তুরবীজং দরদং লবঙ্গম্।
কণামৃতং জম্বীরমর্দ্দিতং স্যাদর্শোঽগ্নিমান্দ্যজ্বরমেহহারী ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গ্রন্থে ঽর্শোঽধিকারঃ।
ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

জাতিফলাদি বটী।

জাতীফল, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, জৈত্রী, শুণ্ঠী, ধুতুরার বীজ, দর (হিঙ্গুল), লবঙ্গ, পিপুল ও বিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণকরতঃ জম্বী রের রসে মর্দ্দন করিয়া ২।৩ রত্তি পরিমাণে বটীক প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিব ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও মেহরো নিবারিত হয়।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগচিন্তামণি" গ্রন্থে অর্শাধিকারে সপ্তম-অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥

অনন্তর অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসায় অগ্নির সমতা রক্ষা, বিষম অগ্নিতে বায়ুর প্রশমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তের প্রতীকার এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মার বিশোধন করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে।

ষড়ূষণ-যোগঃ।—

বিশ্বাভয়া গুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দাগ্নৌ ত্বক্‌পত্র-সুরভীকৃতম্ ॥
পঞ্চকোলং মরিচঞ্চ ষড়ূষণমুদাহৃতম্ ॥

ষড়ূষণযোগ।

শুণ্ঠী, হরীতকী ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্যত্রয় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সহযোগে ষড়ূষণ, দারুচিনি ও তেজপত্রচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, শ্লেষ্মজনিত মন্দাগ্নি প্রশমিত হইয়া থাকে। পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, চই, চিতা এবং মরিচ; এই ৬টী দ্রব্য একত্রিত হইলে ষড়ূষণ বলা যায়।

হরীতকীচূর্ণং।—

হরীতকী ভক্ষমানা নাগরেণ গুড়েন বা।
সৈন্ধবেন হিতা বাপি সাতত্যেনাগ্নিদীপনী ॥

হরীতকীচূর্ণ।

উপযুক্ত মাত্রায় হরীতকীচূর্ণ শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত, ইক্ষুগুড় সহ অথবা সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে।

ভাস্করলবণম্।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধন্যাকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্ ॥

এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজী শুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলে চার্দ্ধভাগে চ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বেপলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
জগতস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
বাতগুল্মানি হন্ত্যাশু বাতশূলানি যানি চ॥
তক্রমস্তু সুরাসীধু শুক্তকাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ॥
মন্দাগ্নেরশ্নতঃ শক্তোভবদাশ্বেব পাবকঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষ কুষ্ঠাময়ং ভগন্দরান্॥
হৃদ্রোগমামরোগাংশ্চ বিবন্ধাড়ুদরে স্থিতান্।
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদর ক্রিমীন্॥
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্নাশয়ত্যাশু নিশ্চিতম্॥

ভাস্করলবণ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপাতা, তালীশপত্র ও নাগকেশর; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২পল, সৌবর্চ্চললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা ও শুণ্ঠী এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে ১ এক ১ এক পল, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচি অর্দ্ধপল, সামুদ্রলবণ ২ কুড়ব অর্থাৎ ⁄১ একসের, দাড়িম ফলের ছাল ⁄।৹ অর্দ্ধসের এবং অম্লবেতস (থৈকল) ২ দুইপল; এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া উত্তমপ্রকারে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই সুগন্ধি অমৃতোপম "ভাস্করলবণ" চূর্ণ স্বয়ং ভাস্কর (সূর্য্য) দেব কর্ত্তৃক জগতের হিতের নিমিত্ত বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ, বাতজগুল্ম এবং বাতিক শূল রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ তক্র (ঘোল), মস্তু (দধিরমাত্), সুরা (মদ্য), সীধু, শুক্ত, কাঞ্জিক এবং বিবিধ প্রকার জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি ব্যক্তির অতিসত্বর অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এবং অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠরোগ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, আমরোগ, বিবন্ধ, ঔদরিক রোগ সকল, প্লীহা, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি, শর্করাদি প্রমেহজাতীয় বিবিধরোগ এবং সর্ব্ববিধ পাণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পথ্যাত্রয়ম্।—

পথ্যাপিপ্পলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলম্পিবেৎ।
মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধ্বা দোষগতিং ভিষক্॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমথারুচিম্।
আধ্মান বাতশূলঞ্চ গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

পথ্যাত্রয়।

হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চললবণ; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দধির মাত অথবা উষ্ণোদক সহযোগে সেবন করিলে, চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ (আমাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও রস-শেষাজীর্ণ; এই চারি প্রকার অজীর্ণ) রোগ, মন্দাগ্নি, অরুচি, আধ্মান, বাত-শূল এবং গুল্মরোগ আশু নিবারিত হয়।

চতুঃসমম্।—

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যানাগরঞ্চচতুঃসমম্।
নানাবিধমজীর্ণঞ্চ ক্রিমিকুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ॥

চতুঃসম।

যমানী, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুণ্ঠী; এই ৪ চারিটী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অজীর্ণ-রোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্।—

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে-
সমধরণধৃতানামষ্টমোহিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষাচূর্ণমেতৎ
জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি॥

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা (কালজীরা) এবং হিঙ্গু; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ধরণ অর্থাৎ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে শ্লক্ষ্ণচূর্ণ করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।০ সিকি-তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পরিমিত গব্যঘৃত সহযোগে সেবন করিলে, অগ্নি-মন্দতা নিবারিত হইয়া জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এবং সমুদায় বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিঘৃতম্।—

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
হিঙ্গু চব্যাজমোদাচ পঞ্চৈব লবণানি চ॥

দ্বৌক্ষারৌ হবুষাচৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্ ।
দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ ॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নিনাং প্রশস্যতে ॥
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুল্মোদরাপহম্ ।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীকাস কফমেদোঽষ্ঠীলামপি ॥
নাশয়েদ্‌গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্ ।
যে চ বস্তিগতারোগা যে চ কুক্ষিসমাশ্রিতাঃ ॥
সর্ব্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তমোহরোদিতঃ ॥

অগ্নিঘৃত।

পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতার মূল, গজপিপুল, হিঙ্, চই, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, ঔদ্ভিদলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা ; এই সকল কল্ক দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা, দধি /৪ চারিসের, কাঁজি /৪ চারিসের, শুক্ত /৪ চারিসের, আদার স্বরস /৪ চারিসের এবং উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি, অর্শঃ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, কফরোগ, মেদোরোগ, অষ্ঠীলা, গ্রহণী, শোথ, ভগন্দর, বস্তিরোগ এবং কুক্ষিরোগসকল, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায়, সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাদিকং চূর্ণম্ ।—

পথ্যাভয়াহিঙ্গু:কলিঙ্গগুঞ্জসৌবর্চ্চলৈঃ সাতিবিষৈশ্চ চূর্ণম্ ।
সুখাম্বুপীতং বিনিহন্তি জীর্ণং শূলং বিসূচীমরুচিঞ্চ সদ্যঃ ॥

পথ্যাদিকচূর্ণ।

হরীতকী, কুড়, হিঙ্গু, ইন্দ্রযব, গুঞ্জা, সৌবর্চ্চলবণ এবং আতইস ; এই সকল দ্রব্য সমাংশে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে শ্লক্ষ্ণচূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই পথ্যাদিক চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে সুখাম্বু (উষ্ণজল) সহযোগে সেবন করিলে সদ্যই অজীর্ণ, শূল, বিসূচী ও অরুচি নষ্ট হয়।

বৃহদ্বড়বানলচূর্ণম্ ।—

ত্রিকটু ত্রিফলাচিত্র চবিকাসুরদারু-
পিপ্পলীমূলৈঃ পিষ্টৈশ্চিরবিল্বরসপ্লুতৈর্বহুশঃ ॥
বড়বানলচূর্ণমেতদ্দধিমধুকোষ্ণসলিলাজ্যৈশ্চ ।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥

বৃহদ্বড়বানলচূর্ণ।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতার মূল, চই,

দেবদারু ও পিপুলমূল ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম-রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্রব্যগুলি উপযুক্ত মাত্রায় চিরবিল্ব (করঞ্জ) রস সহ মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পুনঃ পুনঃ এবম্প্রকারে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক দধি (দই), মধু, ঈষদুষ্ণজল অথবা ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে, শূলরোগ ও মন্দাগ্নি নিবারিত হইয়া, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

রাজবল্লভোরসঃ —

রসনিষ্কং গন্ধকৈকং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনঃ।
সার্দ্ধং পলং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণাত্ততঃ॥
খল্লে রসমর্দ্দয়েত্তত্র সূক্ষ্মবস্ত্রেণ গালয়েৎ।
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং ভুক্তমাংসাদি-জারকঃ॥
অজীর্ণেষু ত্রিদোষেষু দেয়োঽয়ং রাজবল্লভঃ॥

রাজবল্লভরস।

পারা ॥০ অর্দ্ধতোলা, গন্ধক ॥০ অর্দ্ধতোলা, প্রদীপন (বিষ) ॥০ অর্দ্ধ-তোলা এবং চুল্লিকালবণ ১২ তোলা ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক খলে করিয়া মর্দ্দিত করতঃ, সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা গালিত করিয়া লইবে। তদনন্তর জল সহ বাটিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটীকা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে ভুক্তমাংসাদি জীর্ণ হয়। এবং এই রাজ-বল্লব বটীকা সেবন দ্বারা ত্রৈদোষিক অজীর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্বাড়বানলঃ।—

স্বর্জিক্ষারং যবক্ষারং পারদং গন্ধকন্তথা।
সৈন্ধবং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু ত্র্যূষণং বিষমেব চ॥
রজতং লৌহচূর্ণঞ্চ শঙ্খচূর্ণ চতুর্গুণাঃ।
এতদেকীকৃতং সর্ব্বং ভাবয়েন্নিম্বুনীরতঃ॥
একবিংশতিবারেণ জম্বীরৈর্ব্বটিকাং কৃতাম্।
খাদয়েদ্ভোজনাদগ্রে জলমুষ্ণং পিবেদনু॥
বহ্নিমান্দ্যং নিহন্তি চ কেশরী করিণং যথা।
অজীর্ণং নাশয়েদাশু তীক্ষ্ণোঽগ্নিশ্চ প্রজায়তে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অর্শাংসি পরিনাশয়েৎ॥

বৃহদ্বাড়বানল।

সাচিক্ষার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিষ, রৌপ্য ও লৌহ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ এক ১ এক ভাগ এবং শঙ্খচূর্ণ উহাদের সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ মাত্রায় গ্রহণ

পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে জম্বীরলেবুর রস দ্বারা ২১ একবিংশতিবার ভাবনা দিয়া ৩।৪ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজল অনুপান সহ ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিবিধপ্রকার গ্রহণীরোগ এবং অর্শোরোগ সমুদয় বিনষ্ট হয়; এবং ইহাদ্বারা অতীব তীক্ষ্ণাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

অজীর্ণকণ্টকঃ।—

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েৎ সর্ব্বানেকবিংশতিবারকম্।
বটীগুঞ্জাত্রয়ং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাং॥

অজীর্ণকণ্টক।

পারা, বিষ, গন্ধক; এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং সকলের সমান মরিচ গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, কণ্টকারীফলের রসে মর্দ্দিত করিয়া ২১ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন দ্বারা সর্ব্ববিধ অজীর্ণ ও বিসূচিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপরাজীর্ণকণ্টকঃ।—

ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহ কিট্টানামপি কার্ষিকম্।
কর্ষার্দ্ধং জয়পালস্য বীজং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পিষ্ট্বা চৈব পুনঃ পুনঃ।
শুষ্কীকৃত্বার্দ্রকস্যাথ স্বরসৈ গোলকীকৃতম্॥
গুঞ্জাদ্বয় প্রমাণেন ভক্ষ্যমানং রুজাঙ্গলী।
নানাজীর্ণ-প্রশমনং গুল্ম প্লীহোদরক্ষয়েৎ॥
জয়েদর্শাংসি পাণ্ডুত্বশোথং জীর্ণজ্বরঞ্জয়েৎ।
অজীর্ণকণ্টকোনাম সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ॥

অপরাজীর্ণকণ্টক।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও লৌহ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুইতোলা এবং শুদ্ধ জয়পালবীজ ১ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমতঃ গুলঞ্চরস দ্বারা পুনঃ পুনঃ পেষণপূর্ব্বক সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর আদার স্বরস দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে নানাবিধ অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অর্শঃ, পাণ্ডু, শোথ এবং জীর্ণ জ্বর নিবারিত হয়। এই অজীর্ণকণ্টক ঔষধ সর্ব্বব্যাধি বিনাশক বলিয়া বিখ্যাত।

ক্রব্যাদরসঃ।—

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাচ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপল প্রমাণে।
সঞ্চূর্ণ্য সর্ব্বং ক্রতমগ্নিযোগাদেরগুপত্রে বিনিবেশনীয়ম্‌॥
পিষ্ট্বাথ তাং পর্পটিকাং বিধায় লৌহেষু পাত্রেষ্বিব পূতমস্মিন্‌।
জম্বীরজং কন্দূরসং পলানি শতং তলেঽস্যাগ্নিমথাল্পমল্পম্‌॥
জীর্ণেরসে ভাবিতমেতদেতৈঃ সুপঞ্চ কোলোদ্গাববারিপূরৈঃ।
সবেতসাম্লৈঃ শতমত্রযোজ্যং সমংরজ ষ্টঙ্গণজং সুভৃষ্টম্‌॥
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ তৎসপ্তবারং চণকাম্লবারা।
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো রসস্তু মন্থানক ভৈরবোক্তঃ॥
মাষদ্বয়ং সৈন্ধব তক্রপীত মেতস্য ধান্যৈঃ রসভোজমান্তে।
গুরুণি মাংসানি পয়াংসি মিষ্টকৃতানি সেব্যানি ফলানি যোগাৎ॥
মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ।
কার্শ্যস্থৌল্যনিবর্হণং গরহরসামার্ত্তি নির্ন্নাশনং।
গুল্মপ্লীহনিসূদনং গ্রহণিকা বিস্রংসনং স্রংসনম্‌॥
বাতশ্লেষ্মনিবর্হণং শ্রমহরং শূলার্ত্তি মূলাপহম্‌।
বাতব্যাধি মহোদরাপহরণং ক্রব্যাদনামারসঃ॥

অত্র পলপ্রমাণইতি কেচিৎ। পাঠান্তরে জম্বীর-রসস্যপাত্রমাহুঃ। রামরাজে তু শতং এতচ্চ ন্যূন-পরিমাণ নিরাসার্থমিত্যাহুঃ। পঞ্চকোলেনাম্লবেত-সেন চ প্রত্যেকে পঞ্চাশদ্ভাবনা। ভাবনা তত্র দাতব্যা পঞ্চাশতপ্রমিতাপৃথক্‌ ইতি পাঠান্তর-সম্বাদাৎ। সমং টঙ্কণচূর্ণং পরিমিত লৌহাদি তুল্যাং চতুঃপলমিত্যর্থঃ। ভাবনা ভাগবৃদ্ধৌ চ ভাব্যং পূর্ব্বমিতং মতম্‌। অন্যথা ভাবনা দ্রব্যগ্রহণমপি ভাবনাধিক পরিমিতদ্রব্যাপেক্ষকং স্যাৎ। ভাব-নাত্র শিলাজতু বিধানেনৈব তদর্দ্ধমিতি টঙ্কণার্দ্ধং মরিচ সমমিতি পাঠান্তরে। সর্ব্বতুল্যমিতি সর্ব্ব-শব্দস্য সঙ্কোচবৃত্ত্যা অনুপদনিগদিত টঙ্কণলবণ-সমমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্ত ভেষজমানস্য ব্যবহিত-ত্বাৎ সমপ্রদায় ব্যবহারস্ত্বেবম্‌॥

ক্রব্যাদরস।

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র অর্দ্ধপল এবং লৌহ অর্দ্ধপল ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিয়া গলাইবে। এবং ভেরেণ্ডার পত্রোপরি ঢালিবে। তৎপরে চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে ১০০ শতপল জামীরের রসসহযোগে মৃদু অগ্নিসন্তাপে জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। তদনন্তর পঞ্চ-কোল, ছোলঙ্গলেবু ও অম্লবেতসের রস দ্বারা ১০০ শতবার ভাবনা দিয়া, তৎ-সহ সোহাগার খৈ ১একপল (৮ তোলা), বিট্‌লবণ অর্দ্ধতোলা এবং মরিচচূর্ণ অর্দ্ধপল (৪ তোলা) মিশ্রিত করিয়া; চণকের (বুটের) কাঁজি দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। এবং ২ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সৈন্ধবলবণ ও কাঁজির সহিত সেবন করিয়া, গুরু দ্রব্য, মাংস, দুগ্ধ ও মিষ্টকৃত দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করিলেও দুই প্রহর মধ্যেই তৎসমস্ত জীর্ণ হইয়া যায়। এবং এই ঔষধ সেবন দ্বারা কার্শ্য, স্থৌল্য, গরদোষ, আমদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্মা, শ্রান্তি, শূল, বাতব্যাধি এবং উদরাদি বিবিধ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়।

শঙ্খবটী।—

সার্দ্ধং কর্ষং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ।
বিষং কর্ষত্রয়ন্দদ্যাৎ সর্ব্বতুল্যং মরিচকম্॥
দগ্ধশঙ্খঞ্চ তত্তুল্যং পঞ্চকর্ষাণি নাগরম্।
স্বর্জিকা রামঠ কণা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
সামুদ্র মৌদ্ভিদঞ্চেতি প্রত্যেকং নিম্বুকদ্রবৈঃ।
বটী গ্রহণ্যাম্লপিত্ত শূলঘ্নী বহ্নিদীপনী॥
বহ্নিমান্দ্য কৃতান্রোগান্ সামদোষঞ্চ নাশয়েৎ॥

শঙ্খবটী।

পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, দগ্ধ-শঙ্খচূর্ণ ২৪ তোলা, শুণ্ঠী, ১০ তোলা এবং সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ ও ঔদ্ভিদলবণ প্রত্যেকে ১০ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া নিম্বুকের (নেবুর) রসে মর্দ্দন করিয়া ১মাষা মাত্রার বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্যজনিত রোগ সমূহ এবং আমদোষ বিনষ্ট হয়। এবং ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে।

মহাশঙ্খবটী।—

চিঞ্চাক্ষারং নিখিল লবণং নিম্বুতোয়েন
ঘৃষ্ট্বা তপ্তং শঙ্খং নিক্ষিপেৎ সপ্তবারাম্।
তস্মিন্ শঙ্খো ভবতি গলিতো মর্দ্দয়েত্তেন

সার্দ্ধং হিঙ্গু ব্যোষং পাদমানেন দদ্যাৎ ॥
তুর্য্যাংশরসবলিবিষং মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নাৎ
গোলং কৃত্বা বাদরাস্থি প্রমাণম্।
বহ্নৌ মন্দ্যেঽপ্যরুচিসহিতে পক্তিশূলেচ
গুল্মে খাদেদেকামম্লযোগেন নিত্যম্ ॥

মর্দ্দয়িত্বাত্রতোয়ৈরিতি কেচিৎ। পাঠান্তরে হিঙ্গু-ব্যোষপলমিতি বচনাদত্র পাদমানেনেতি। হিঙ্গু-ব্যোষাণাং প্রত্যেকং চতুর্ণাং পাদিকত্বম্ ॥ চিঞ্চা-ক্ষার পটুব্রজপলং নিম্বুরসৈঃ কল্কিতং তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমশকৃত নির্বাপ্যশীর্ণাবধি। হিঙ্গু-ব্যোষপলং রসামৃতবলীন্ নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকা-বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকারুক্পক্তি শূলাদিষু ॥

মহাশঙ্খবটী।

তেঁতুলের বল্কলভস্ম, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ ও শঙ্খভস্মচূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, হিঙ্গু ১৷৹ দেড়ভাগ, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৷৹ সিকিভাগ, পারদ, গন্ধক এবং বিষ প্রত্যেকে উহাদের ৷৹ সিকি-ভাগ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া কাগুজীলেবুর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া, জলসহ মর্দ্দিতকরতঃ কুলপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটিকা প্রতিদিন কাঁজির সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পক্তিশূল ও গুল্মরোগ আরোগ্য হয়।

অগ্নিকুমারকঃ।—

রসেন্দ্র গন্ধৌ সহটঙ্কণেন সমবিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ শঙ্খাবিহনেত্রভাগো মরিচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্ ॥
সুপক্ক জম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ।
বিসূচিকা জীর্ণসমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্দ্বিবল্লং গ্রহণীগদেষু ॥

অগ্নিকুমারক।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, কড়িভস্ম এবং শঙ্খভস্ম; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুপক্ক জম্বীর-লেবুর রসে মর্দ্দনকরতঃ ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে বিসূচিকা, জীর্ণজ্বর, বায়ুরোগ ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদগ্নিকুমারঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিক্ষারং পটুপঞ্চকম্।

তুল্যং দশক তুল্যাংশা ভর্জিতা বিজয়াপি চ ॥
দশানাং তুল্যভাগানামর্দ্ধশিগ্রুকমূলজম্ ।
তৎসর্ব্বং বিজয়াদ্রাবৈঃ শিগ্রুচিত্রার্দ্র ভৃঙ্গকৈঃ ॥
দ্রাবৈর্দিনদ্বয়ং মর্দ্দ্যং রুদ্ধ্বা ভাণ্ডে পুটে লঘু ।
ক্রমাগ্নিনাগ্নুযামৈকং শুষ্কং পাচ্যং সমুদ্ধরেৎ ॥
সপ্তধাচার্দ্রক দ্রাবৈ শ্চিত্রকৈর্ভাবয়েদথ ।
দীপকোগ্নিকুমারোয়ং নিষ্কৈকং মধুনা লিহেৎ ॥
গুড়শুণ্ঠ্যনুপানেন রসঃ স্যাদগ্নিদীপনঃ ॥

বৃহদগ্নিকুমার ।

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদ্‌লবণ ও ভৃষ্টসিদ্ধি ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ১ এক ভাগ এবং সজিনামূল সমুদায়ের অর্দ্ধেক ; সমুদায় দ্রব্যগুলি গ্রহণ-পূর্ব্বক ২ দুই দিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সিদ্ধি, সজিনা, রক্তচিতা, আদা ও ভৃঙ্গ-রাজের রসে মর্দ্দিত করিয়া, ঔষধগুলি একটী ভাণ্ডের মধ্যে বদ্ধকরতঃ পুট-পাকে দৃঢ় অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। তদনন্তর উক্ত পুটপাককৃত ঔষধ-গুলি ৭ সাতবার আদা ও চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ।।০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী মধু, গুড় অথবা শুণ্ঠীচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে মন্দাগ্নি দূরীভূত হয়, এবং ইহাদ্বারা অতি সত্বর জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ভক্তপাকবটী ।—

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা ।
ত্রিবৃদ্দন্তীবারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্ ॥
পিপ্পলীমরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্ ।
রামঠ কটুকাব্দানি সৈন্ধবং গজকেশরম্ ॥
জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনাপি জ্যোতিষ্মত্যারসেন চ ।
আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ কুর্য্যাদ্‌গুঞ্জানিভাং বটীম্ ॥
ভক্ষয়েত্তাং বটীং প্রাজ্ঞো লবঙ্গেনচ যোজিতাম্ ।
ভক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনে চ আমানুবন্ধে চিরবহ্নিমান্দ্যে ।
বিড়্‌বিগ্রহে বাতকফানুবন্ধে শোথোদরানাহগদেঽপ্যজীর্ণে ॥

শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে প্রশস্তা বটী ভুক্তবিপাকসংজ্ঞা।
অন্নং বিপচত্যাশু নরস্য কোষ্ঠং মুহুর্মুহুর্ব্বাঞ্ছতি ভোজনানি॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ-
বহ্নিমান্দ্যাধিকারঃ।

ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

ভক্তপাকবটী।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, বারিবাহ (মুথা), রক্তচিতার মূল, মহৌষধ (শুণ্ঠী), পিপুল, মরিচ, পথ্যা (হরীতকী), যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কট্‌কী, অব্দ (মুথা), সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, নাগকেশর, জায়ফল, জৈত্রী, যবক্ষার ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া, ক্রমান্বয়ে আদা, নিসিন্দা, সূর্য্যাবর্ত্ত ও জ্যোতিষ্মতী (লতাকট্‌কী) ; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ভাবনা দিয়া, সূর্য্যাতপে বিশুষ্ক করিয়া ১ এক রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী লবঙ্গচূর্ণসহ সেবন করিলে আমানুবন্ধ অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, বাতজ ও কফজশোথ, উদর, আনাহ, অজীর্ণ, ত্রৈদোষিক শূল, প্রবলজ্বর প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবন দ্বারা ভুক্তান্ন শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে অগ্নি-
মান্দ্য-অধিকার।

ইতি অষ্টম-অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ক্রিম্যধিকারঃ।

গুড়-যমানী।—

পারাসীয়-যমানিকা পীতা পর্য্যুষিতা বারিণাপ্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু॥

অতঃপর ক্রিমিরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

গুড়-যমানী।

পারসিক যমানী ২ তোলা কুট্টিত করিয়া, রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবস প্রাতঃকালে উহা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া, উক্ত বাসী শীত কষায় গুড় সহযোগে পান করিলে, কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায়।

পারিভদ্রকপত্র-স্বরসঃ।—

পারিভদ্রক-পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।

পারিভদ্রপত্র-স্বরস।

পালিদামাদারের পাতার রস মধু সহযোগে সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ-চূর্ণম্।—

লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্॥

বিড়ঙ্গচূর্ণ।

বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে, ক্রিমি সকল নষ্ট হয়।

পলাশ-যোগ।—

পলাশবীজ স্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্র-সংযুতম্।
পিবেত্তদ্বীজচূর্ণম্বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

পলাশযোগ।

পলাশবীজের স্বরস মধুসহযোগে অথবা পলাশবীজচূর্ণ তক্রের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠজাত ক্রিমিসমূহ অতিসত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গঘৃতম্।—

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ঃপ্রস্থাবিড়ঙ্গপ্রস্থএব চ।
দ্বিপলং দশমূলঞ্চ লাভতঃ সমুপাচরেৎ ॥
পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ।
প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎপরং ক্রিমিনাশনম্ ॥
বিড়ঙ্গঘৃতমেতচ্চ লিহ্যাৎ শর্করয়া সহ।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্ ॥

বিড়ঙ্গঘৃত।

হরীতকী /২ দুইসের, আমলকী /২ দুইসের, বহেড়া /২ দুইসের, বিড়ঙ্গ /২ দুইসের এবং বেল, শোণা, গাম্ভীর, পারুল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, কন্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে ; এই ১০ দশটী দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ যোলতোলা ; সমুদায় দ্রব্যগুলি কুট্টিত করিয়া ৬৪ চৌষট্টিসের জল সহযোগে পাক করিয়া, চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৬ যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথসহ /৪ চারিসের গব্যঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া /২ দুইসের সৈন্ধবলবণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহার নাম বিড়ঙ্গঘৃত। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়। ইহা শর্করা সহযোগে পান করিলে, ইন্দ্র দেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা অসুর সমূহ বিনষ্টের ন্যায়, সকল প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলাঘৃতম্।—

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কাম্পিল্লকং তথা।
সিদ্ধমেতি গবাং মূত্রে সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্ ॥

ত্রিফলাঘৃত।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, দন্তী, বচ, কমলাগুঁড়ি ; এই সকল কল্কদ্রব্য সমভাগে সমস্তে /২ দুইসের, গোমূত্র ।৬ যোলসের এবং গব্যঘৃত /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া, প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ক্রিমি সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গতৈলম্।—

বিড়ঙ্গগন্ধকশিলাসিদ্ধং সুরভীজলেন কটুতৈলং।
আজন্ম নয়তি নাশং লিখ্যাসহিতাস্তু যূকাস্তু ॥

বিড়ঙ্গতৈল।

বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা ; এই দ্রব্যত্রয় কল্কস্বরূপ কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে /১ একসের, সুরভীজল (গোমূত্র) ।৬ যোলসের, কটুতৈল (সর্ষপতৈল) /৪ চারিসের ; যথানিয়মে এই তৈল পাককরতঃ, মস্তকে মর্দ্দন

করিলে, যূক (উকন) ও লিখ্যা (ডেঙ্গর) ক্রিমি সকল মৃত হইয়া পতিত হইয়া যায়।

ধূস্তুরতৈলম্‌ ।—

ধূস্তুরপত্রকল্কেন তদ্রসেনচ সাধিতং।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকাং নাশয়তি ধ্রুবম্‌॥

ধূস্তূরতৈল।

উত্তমরূপে কুট্টিত ধুতুরার পাতা কল্কস্বরূপ /১ একসের, ধুতুরাপাতার রস /১ একসের এবং কটুতৈল /৪ চারিসের; যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া, মর্দ্দন করিলে মস্তকের যূক ক্রিমি সকল অতি সত্বর মৃত হইয়া পতিত হইয়া যায়।

ক্রিমিমুদ্গারঃ ।—

ক্রমেণ বৃদ্ধিং রসগন্ধকাজমোদাবিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢম্‌॥
পিবেৎকষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং রসোঽয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গারাখ্যঃ।
ক্রিমীন্নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্‌ সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥

ক্রিমিমুদ্গার।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, বিষমুষ্টিকা (বিষদোড়ী বা কুচিলা) ৫ ভাগ এবং পলাশবীজ ৬ ভাগ; এই ৬টী দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকারে চূর্ণিত করিয়া, জল সহযোগে মর্দ্দিত করিয়া ৪ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা মধুসহ সেবন করিবে; এবং তৎপরেই মুথার ক্বাথ পান করিবে। ইহা দ্বারা ৩ রাত্রি মধ্যেই ক্রিমি সকল ও ক্রিমিজ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়; এবং ইহাদ্বারা অত্যন্ত অগ্নি সন্দীপিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিরিপুরসঃ ।—

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধঞ্চ দেবদান্যা দ্রবৈর্দ্দিনং॥
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদ্গপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্‌॥

ক্রিমিরিপুরস।

পারদ, গন্ধক, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা ও পলাশবীজ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণিত করিয়া, দেবদানী (হস্তিঘোষার) রস দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার একটী করিয়া বড়ী চিনিসংযুক্ত মুগানীর রস সহযোগে সেবন করিলে, কোষ্ঠজ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

কীটমর্দ্দোরসঃ।—

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধ মজমোদা বিড়ঙ্গকং।
বিষমুষ্টি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রম গুণোত্তরম্॥
চূর্ণয়েন্ মধুনা মিশ্রং নিষ্ককং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তাক্বাথং পিবেদনু॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
ক্রিম্যধিকারঃ।

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

কীটমর্দ্দরস।

শোধিত পারদ ১ একভাগ, শোধিতগন্ধক ২ দুইভাগ, বনযমানী ৩ তিন ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ চারিভাগ, বিষমুষ্টি (কুচিলা) ৫ পাঁচভাগ এবং বামনহাটি ৬ ছয়ভাগ; এই সকল দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ জলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক নিষ্ক অর্থাৎ ॥০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা মধুসহ সেবন করিবে। এবং পশ্চাৎ মুথাক্বাথ পান করিবে। ইহাতে কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল নষ্ট হইয়া যায়।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন চিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
ক্রিমি-অধিকারে নবম-অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পাণ্ডু-কামলা-হলীমকাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।—

সাধ্যন্তু পাণ্ডাময়িনং সমীক্ষ্য স্নিগ্ধং ঘৃতেনোৰ্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ র্হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ॥

অতঃপর পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

সুসাধ্য পাণ্ডুরোগীকে, চিকিৎসার মধ্যে প্রথমতঃ পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত সেবন, বমন ও বিরেচন করাইয়া তৎপরে ঘৃত ও মধুসহযোগে হরীতকীচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

দোষভেদেন-চিকিৎসা-বিধিঃ।—

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোত্থে তিক্তঃ শীতস্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥

বাতাদি দোষভেদে পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া, পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে তিক্ত অথচ শীতল ক্রিয়া, শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং বাতপিত্তাদি মিশ্রিত দ্বন্দ্বজ বা সন্নিপাতিকাদি পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়া অর্থাৎ বাতপিত্তাদি উভয়ের বা ত্রিদোষের মিশ্রিত ক্রিয়া করিবে।

ঘৃত প্রয়োগঃ।—

পিবেদ্ঘৃতম্বা রজনী বিপক্কং যত্ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতং পিবেদ্বা যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

পাণ্ডুরোগে ঘৃত-প্রয়োগ।

পাণ্ডুরোগীকে হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্ক সহযোগে সিদ্ধঘৃত, ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কসিদ্ধঘৃত, বিরেচক দ্রব্য সহ পক্কঘৃত, বাতরোগাধিকারোক্ত তৈল্বক-ঘৃত অথবা ঘৃতযোগে বিরেচক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিক-পাণ্ডুরোগস্য-চিকিৎসা।—

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।

২ ভাগ ইক্ষু চিনি ও ১ ভাগ তেউড়ীচূর্ণ ; এই উভয় দ্রব্য মিলিত ॥ তোলা মাত্রায় পৈত্তিক পাণ্ডুরোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক-পাণ্ডুরোগস্য-চিকিৎসা।—

কফপাণ্ডুস্তু গোমূত্রযুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্ ॥
নাগরং লৌহচূর্ণম্বা কৃষ্ণাপথ্যা মথাশ্মজম্।
গুগ্গুলং বাথ মূত্রেণ কফপাণ্ড্বাময়ী পিবেৎ ॥

শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।

কফজ পাণ্ডুরোগীকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী প্রতিদিন ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। অথবা শুণ্ঠীচূর্ণ, লৌহচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, শিলাজতুচূর্ণ বা গুগ্গুলুচূর্ণ ; এই কয়েকটী দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্র সহযোগে কফজপাণ্ডুরোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মণ্ডুর-প্রয়োগঃ।—

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রৈ র্ভাবিতম্বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগ-প্রশান্ত্যর্থং পয়সাথ পিবেন্নরঃ ॥

মণ্ডুর-প্রয়োগ।

লৌহ মণ্ডুর ৭ সাতরাত্রি পর্য্যন্ত গোমূত্র দ্বারা ভাবনা দিয়া, চূর্ণকরতঃ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদি-কাথঃ।—

ফলত্রিকামৃতাবাসাতিক্তা ভূনিম্ব নিম্বজঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥

ত্রিফলাদিক্বাথ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাকস, কট্কী, চিরতা ও নিমছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থজল ৩২ তোলা এবং শাকাবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলারোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতকী-প্রয়োগঃ।—

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী ॥

হরীতকীপ্রয়োগ।

গুড় সহযোগে হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

মণ্ডুর-যোগ।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্র শোধিতং।

মণ্ডূরযোগ।

অয়োমল (মণ্ডূর) তপ্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ (অর্থাৎ ৭ সাত-বার) গোমূত্রে মগ্ন করিয়া লইবে। পরে তাহা চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত সহ-যোগে অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অত্যন্ত অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কামলা-চিকিৎসা।—

রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা॥

কামলারোগ-চিকিৎসা।

কামলা রোগীকে অগ্রে স্নেহ পান করাইয়া বিরেচন ঔষধ দিবে; এবং তৎপরে প্রশমন ক্রিয়া করিবে।

ত্রিফলাদীনাং স্বরসাঃ।—

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্ম্মাক্ষিক সংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥

ত্রিফলাদির স্বরসসমূহ।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা অথবা নিমছালের রস মধুসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, কামলারোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ত্রিভণ্ডাদি-চূর্ণং।—

সশর্করাং কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী॥

ত্রিভণ্ড্যাদি চূর্ণ।

ত্রিভণ্ডী (তেউড়ী) মূলচূর্ণ অথবা গবাক্ষী (গোরক্ষচাকুলে) চূর্ণ ইক্ষু-চিনির সহিত কিম্বা শুণ্ঠীচূর্ণ গুড় সহযোগে সেবন করিলে, কামলারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মণ্ডূর-প্রয়োগঃ।—

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সন্তু, গোমূত্র নির্ব্বাপিত মষ্টবারান্।
বিচূর্ণলীঢ়ং মধুনা চিরেণ, কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

মণ্ডূর প্রয়োগ।

বহেড়কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা মণ্ডূর দগ্ধ করিয়া, ক্রমান্বয়ে ৮ আটবার গোমূত্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া, উহার চূর্ণ মধু সহযোগে সেবন করিলে, কুম্ভকামলা সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অঞ্জন-প্রয়োগঃ।—

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ।
নিশা গৈরিক ধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রলেপয়েৎ ॥

অঞ্জন-প্রয়োগ।

দ্রোণপুষ্পীর রস অথবা হরিদ্রা, গেরীমাটী ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, পাণ্ডুরোগীর চক্ষুর বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

নস্যপ্রয়োগঃ।—

নস্যং কর্কোটমূলস্য ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলং ॥

নস্য-প্রয়োগ।

কাঁকরোল মূলের রস অথবা ঘোষাফলের নস্য প্রদান করিলে, পাণ্ডু, এবং কামলা ও হলীমকরোগও শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে।

হলীমক-চিকিৎসা।—

পাণ্ডুরোগ-ক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যা দৃষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ ॥

হলীমক-চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগে ও কামলারোগে যে সকল ঔষধাদি হিতকর বিবেচনায় প্রয়োগ করিবার বিধান করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধই হলীমকরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

অয়স্তিলাদি-মোদকঃ।—

অয়স্তিল ত্র্যূষণকোলভাগৈঃ সর্ব্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্।
তৈর্ম্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽন্নতক্রং পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তম্ ॥

অয়স্তিলাদি মোদক।

লৌহ, তিল, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ১০ তোলা লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক তক্রসংযুক্ত অন্ন সহ সেবন করিলে, বহুকালের পাণ্ডুরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নবায়সচূর্ণম্।—

ত্র্যূষণ ত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়ো রজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা ॥
ভক্ষয়েৎপাণ্ডুহৃদ্রোগ কুষ্ঠার্শঃ কামলাপহঃ ॥

নবায়সচূর্ণ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান মাত্রায় এবং উহাদের সর্ব্ব-

সমষ্টির তুল্য লৌহচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, জল সহ পেষণপূর্ব্বক ৩।৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা ।০ সিকি তোলা মধু ও ।০ সিকিতোলা ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কামলা রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুনর্ণবামণ্ডূরম্।—

পুনর্ণবাত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলীমরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণন্ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
পাণ্ডুশোথোদরানাহ শূলার্শঃ ক্রিমিশূলনুৎ॥

পুনর্ণবামণ্ডূর।

৪০ তোলা মণ্ডূর /৫পাঁচসের গোমূত্র সহ পাক করিয়া,পাক সমাপ্তিকালে পুনর্ণবা, তেউড়ী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতা, পুষ্করমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, চই, ইন্দ্রযব, কটুকী, পিপুলমূল এবং মুথা; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে তৎসহ মিশ্রিত করিয়া, আলোড়ন করতঃ একটী স্নিগ্ধভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই পুনর্ণবা মণ্ডূর প্রতিদিন ১ মাষা হইতে ৪ চারিমাষা মাত্রায় সেবন করিলে পাণ্ডু, শোথ, উদর, আনাহ, শূল, অর্শঃ ও ক্রিমিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

মণ্ডূরবজ্রবটকঃ।—

পঞ্চকোলং মরিচঞ্চ দেবদারু ফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গং মুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপল সম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণন্ততঃ।
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ॥
ততোঽক্ষমাত্রান্ গুড়িকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি চ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥
মণ্ডূরবজ্রনামায়ং রোগানীক বিনাশনঃ॥

মণ্ডূরবজ্রবটক।

৬ পল মণ্ডূর /৬ছয়সের গোমূত্রে পাক করিয়া, পাক সমাপ্তিকালে পিপুল, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, চই, রক্তচিতা, মরিচ, দেবদারু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ এবং মুথা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রতিদিন ইহা ২ তোলা মাত্রায় তক্র অনুপান সহ সেবন করিবে। এবং তক্রসহ অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডুরোগ, মন্দাগ্নি, অরোচক, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, উরুস্তম্ভ, ক্রিমিরোগ, প্লীহা, উদর এবং গলরোগ বিনষ্ট হয়। এই মণ্ডূর বজ্রবটক অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

পাণ্ডুসূদনোরসঃ।—

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্গুলুম্।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েন্মিতাম্॥
একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথোপনুত্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥

পাণ্ডুসূদনরস।

পারা, গন্ধক, তাম্র, জয়পালবীজ এবং গুগ্গুলু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথরোগ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া আদৌ শীতল জল বা অম্ল সেবন করিবে না।

হিরণ্যগর্ভলৌহঃ।—

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈব ক্ষৌদ্রস্যাপি পলং তথা॥
তোলকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়ং সুভাবিতম্।
ততঃ পাত্রে নিধাতব্যং রৌদ্রেঽথ শিশিরেঽথবা॥
ভাবিতং মধুসর্পির্ভ্যাং লৌহে বা মৃণ্ময়ে তথা।
ভোজনাগ্রে তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধ্বা দোষানুরূপকম্।
কামলাপাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্॥

হিরণ্যগর্ভকং লৌহং কৃষ্ণাত্রেয়-বিনির্ম্মিতম্।
মর্ত্ত্যানাং কায়সিদ্ধার্থমুক্তঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
পাণ্ডুকামলাহলীমকরোগাধিকারঃ।

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

হিরণ্যগর্ভলৌহ।

লৌহমল, গব্যঘৃত, চিনি ও মধু প্রত্যেকে ৮ তোলা, কান্তলৌহ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক একটী লৌহপাত্রে বা মৃন্ময়পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক মধু ও ঘৃতদ্বারা রৌদ্রে বা শিশিরে রাখিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন দোষানুরূপ অনুপান বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, পরে বা ভোজনের মধ্যকালে পান করিলে কামলা, পাণ্ডুরোগ ও সুদারুণ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে। এই হিরণ্যগর্ভ লৌহ কৃষ্ণাত্রেয় ঋষি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সেবন দ্বারা মানবগণের অতিশয় উজ্জ্বল কান্তি হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগাধিকারে দশম-অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ।

বাসৌষধম্।—

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি॥

বাসৌষধ।

এই পৃথিবীতে বাসক বিদ্যমান থাকাসত্ত্বে রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয় (যক্ষ্মা বা শোষ) রোগী এবং কাসরোগীর রোগ হইতে মুক্ত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাসরোগের পক্ষে বাসক এমত উপকারী যে, অন্যবিধ ঔষধ সেবন না করিয়া, কেবলমাত্র উহার (বাসকের) পত্র, মূল ও ত্বক্; উহাদের যে কোন একটীর স্বরস বা ক্কাথাদি সেবন করিলেই প্রোক্ত রক্তপিত্তাদি রোগত্রয় বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফল্গুফলোদ্ভব রসঃ।—

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি।

ফল্গুফলোদ্ভব রসঃ।

যজ্ঞডুমুর ফলের রস মধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

মদংযন্ত্যাঙ্ঘ্রিজ-ক্কাথঃ।—

মদয়ন্ত্যাঙ্ঘ্রিজঃ ক্কাথ স্তদ্বৎসমধুশর্করঃ॥

মদংযন্ত্যাঙ্ঘ্রিজ-ক্কাথ।

মল্লিকা বৃক্ষের মূল ২ তোলা, পাকার্থ জল ।॥০ অর্দ্ধসের, পাকাবশিষ্ট ক্কাথ ।৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্কাথ উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও শর্করা সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

নীলোৎপলাদি-চূর্ণম্।—

নীলোৎপল সিতা ক্ষৌদ্রং তুল্যাংশং পদ্মকেশরম্।
[illegible]মানেন রক্তপিত্তহরং পরম্॥

নীলোৎপলাদিচূর্ণ।

নীলোৎপল চূর্ণ, মধু, শর্করা ও পদ্মকেশর; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে, রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

উড়ুম্বরাদি চূর্ণানি।—

পক্বোড়ুম্বরকাশ্মর্য্য-পথ্যা-খর্জ্জুরগোস্তনা।
মধুনা হন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্॥

উড়ুম্বরাদি চূর্ণানি।

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ডখেজুর ও গোস্তনী (দ্রাক্ষা) ইহাদের যে কোন একটীর চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাসাখণ্ডকুষ্মাণ্ডঃ।—

পঞ্চাশচ্চপলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাক্বাথাঢ়কে পচেৎ॥
মুস্তধাত্রীশুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ঐলেয়বিশ্বধন্যাকং মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ॥
পিপ্পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানী প্রদাপয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্॥
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি॥

বাসাখণ্ড কুষ্মাণ্ড।

পঞ্চাশপল কুষ্মাণ্ড /৪ চারিসের ঘৃতে ভাজিয়া মধুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে তৎসহ, বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের থাকিতে নামাইয়া, এই ক্বাথ এবং ।২।।০ সাড়েবারসের চিনি মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। পাকসমাপ্তিকালে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং ঐলেয় (এলবালুকা), শুণ্ঠী, ধনে ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা আর পিপুলচূর্ণ ৪ পল তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইবে। পরে শীতল হইলে তাহাতে /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ বিনষ্ট হয়।

সমশর্করং লৌহম্।—

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যদ্বিগুণ মুত্তমম্।
চূর্ণপাদন্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে॥
তাম্রপাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে।

মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্র মম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্ ॥
প্রকৃষ্টকান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্ ॥

সমশর্করলৌহ।

লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা এবং চিনি ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একটী তাম্রপাত্রে পাক করিয়া, পাক সমাপনকালে ১ তোলা বিড়ঙ্গচূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; এবং শীতল হইলে ৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতাক্ত ভাজনে (পাত্রে) রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ মাষাদি পরিমাণে ক্রমান্বয়ে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেবন করিবে; এবং নারিকেলের জলাদি অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা তীব্রতর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় রোগ আরোগ্য হয়। অপিচ ইহা প্রকৃষ্ট কান্তিজনক এবং বল ও বীর্য্যাদি-সংবর্দ্ধক।

মূর্দ্ধ-প্রলেপঃ।—

নাসাপ্রবৃত্তং রুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি প্রলেপেন ॥

মূর্দ্ধ-প্রলেপ।

ঘৃতসহ ভর্জ্জিত আমলকী পেষণপূর্ব্বক রক্তপিত্ত রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিলে, সেতু কর্ত্তৃক রুদ্ধ জলবেগের ন্যায় নাসিকা দিয়া পরিস্রুত রক্ত নিবারিত হয়।

আমলাদ্যং লৌহং।—

আমলাপিপ্পলীমূলং তুল্যয়া সিতয়া সহ।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্র মম্লপিত্তক্ষতক্ষয়ম্ ॥
রক্তপিত্তহরো লৌহো যোগরাড়িতিবিশ্রুতঃ।
বৃষ্যোঽগ্নিদীপনো বল্যো মহাম্লপিত্তনাশনঃ ॥
পিত্তোত্থান্ বাতপিত্তোত্থান্নিহন্তি বিবিধান্ গদান্ ॥

আমলাদ্যলৌহ।

লৌহ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা, পিপুলমূলচূর্ণ ১ তোলা এবং চিনি ৩ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতিতীব্রতর রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত এবং ক্ষতক্ষয় রোগ নিবারিত হয়। এই রক্তপিত্তনাশক আমলাদ্যলৌহ যোগরাট্ বলিয়া বিখ্যাত আছে। ইহা বৃষ্য, অগ্নিদীপক, বলকর, প্রবল অম্লপিত্তনাশক এবং পৈত্তিক, বাতপৈত্তিকাদি বিবিধ রোগ বিনাশ করে।

অর্কেশ্বরোরসঃ।—

মৃতং তালং মৃতং বঙ্গং মৃতাভ্রঞ্চ সমাক্ষিকম্।
অমৃতাম্বরসে ভাব্যং ত্রিসপ্তকপুটৈর্ভিষক্॥
বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চন্যোপদ্রব-সংযুতম্॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
রক্তপিত্তাধিকারঃ।

ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অর্কেশ্বর রস।

হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করতঃ ২১ বার গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া, মৃদু অগ্নিসন্তাপে পুট-পাকে পাক করিয়া লইবে। ৪ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া, প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা বাসকপাতার রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত সেবন করিলে, বিবিধ উপদ্রব সংযুক্ত রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
রক্তপিত্তাধিকারে একাদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রাজযক্ষ্মাধিকারঃ।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।—

তুলামাদায়বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডস্য চ শতং ন্যসেৎ॥
শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটু স্ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্‌ফলং মুস্তমেবচ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরকঞ্চ বিশেষতঃ।
ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী॥
শিবা তালীশধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেত্তত্র শীতে মধুপলাষ্টকম্॥
অস্য মাত্রান্ততো লীঢ়াং তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
সর্ব্বকাসবিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ॥
রাজযক্ষ্মণি বাতাঢ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা।
আনাহে চাগ্নিমান্দ্যেচ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে॥
মূত্রকৃচ্ছে্র চ দাহে চ শস্তোঽয়ং লেহ উত্তমঃ॥

অনন্তর রাজযক্ষ্মারোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

বৃহদ্বাসাবলেহ।

বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪'সের, শেষ ১৬ ষোলসের, এই ক্বাথ এবং ১২॥০ সাড়েবারসের চিনি একত্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে। যখন পাক সমাপ্তপ্রায় হইবে, তখন উহাতে শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, কট্‌ফল, মুথা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চই, কটুকী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়নপূর্ব্বক নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহাতে /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিবস ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণজল অনুপান সহ সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কাস, স্বরভঙ্গ, বাতশ্লেষ্মা, আঢ্যবাত (উরুস্তম্ভ), বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, আনাহ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ, ক্ষতক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও দাহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহচ্চন্দনাদ্যতৈলম্।—

চন্দনাগুরুতালীশ নখমঞ্জিষ্ঠপদ্মকাঃ।
মুস্তকঙ্ক শঠী লাক্ষা হরিদ্রে রক্তচন্দনম্॥
এষাং প্রতি পলৈঃ কল্কৈ স্তৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ।
ভার্গী বাসাকণ্টকারীবাট্যালকগুড়ূচিকাঃ॥
এষাং পলশত ক্বাথে সমভাগে জড়ীকৃতে।
পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং যক্ষ্মকাসনিবারণম্॥
কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম্॥

বৃহচ্চনাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৮ সের; ক্বাথার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরুকাষ্ঠ, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নখী, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, সটী, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা; ক্বাথার্থ বামনহাটী, বাসকছাল, কন্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ; সমভাগে সমস্তে ।।২।।• সাড়ে বারসের, ক্বাথার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, পাকাবশিষ্ট ।৬ ষোলসের; এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈলপাক করিয়া, শেষপাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে যক্ষ্মা, কাস, গরদোষ, পাপ, অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গাদ্যচূর্ণম্।—

লবঙ্গ কক্কোলমুশীর চন্দনং নতং সনীলোৎপলজীরকং সমম্।
ত্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং কণাসবিশ্বানলদং সহাম্বুদম্॥
অহীন্দ্রজাতীফলবংশলোচনাসিতাষ্টভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ॥
উরোবিবন্ধ তমকং গলগ্রহং সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসারভগন্দরার্ব্বুদং প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সত্বরম্॥

লবঙ্গাদ্যচূর্ণ।

লবঙ্গ, কাঁকলা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, নত (তগরপাদুকা), নীলোৎপল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ এবং ত্রুটি (ছোট এলাচি), কৃষ্ণাগুরু, ভৃঙ্গ (দারুচিনি), নাগকেশর, পিপুল, শুণ্ঠী, জটামাংসী, মুথা, অনন্তমূল, জায়ফল, বংশলোচন ও চিনি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহা রুচিকর, তর্পণ, অগ্নিদীপক, বলপ্রদ, বৃষ্যতম ও ত্রিদোষ-

নাশক। পরন্তু ইহা দ্বারা উরোবিবন্ধ, তমক শ্বাস, গলগ্রহ, কাস, হিক্কা, অরুচি, যক্ষ্মা, পীনস, গ্রহণী, অতীসার, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, প্রমেহ ও গুল্মরোগ সত্বর নিবারিত হয়।

তালীশাদ্যোমোদকঃ।—

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলীশুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতাশর্করা।
শ্বাসকাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডু গ্রহণীরোগ প্লীহশোষজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসাররোগঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্ গুড়িকাঞ্চৈব চূর্ণং পক্ত্বাসিতোপলাম্।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা॥
পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভয়া বংশলোচনাম্।
বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা॥

তালীশাদ্যমোদক।

তালীশপত্র চূর্ণ ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৩ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ।০ অর্দ্ধতোলা, এলাচি চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং চিনি ⁄॥০ অর্দ্ধসের। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিবে। পাক-প্রণালী—চিনি, চিনির সমান জল এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায়ের চূর্ণ সকল যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা অর্থাৎ মোদক অগ্নিসংযোগ হেতু চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হয় জানিবে। ইহা সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, শোষ, জ্বর, ছর্দ্দি ও অতীসার বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা মূঢ়বায়ুর অনুলোমন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ মূলের "পিপ্পলীশুভা" এই স্থানে বলেন যে, পৈত্তিক কাসে শুভাশব্দে "বংশলোচন" বুঝিতে হইবেক; কিন্তু অন্যত্র ঐ "শুভা" শব্দ "পিপ্পলী" শব্দের বিশেষণস্বরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

মহামৃগাঙ্কো-রসঃ।—

নিরুত্থং ভস্মসৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্।
ত্রিগুণং ভস্মমুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্॥
মৃতত্তাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং তারভস্ম চতুর্গুণম্।
সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্কণম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং লুঙ্গবারিণা।

ভং ততো গোলবৎকৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে।
ক্ষীরিদণ্ডেন লবণৈঃ পঞ্চভিঃ পরিপূর্ণকৈঃ॥
আকণ্ঠ ঘটমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ।
তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধা পচেদ্যাম-চতুষ্টয়ম্॥
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্ব্বভাগিকং।
বজ্রঞ্চ তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎসমাংশকং॥
মহামৃগাঙ্কঃ খলু এষ সিদ্ধঃ শ্রীনন্দনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্।
বল্লেন তুল্যোমরিচাজ্যমিশ্রঃ সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ॥
তত্রোপচারঃ কর্ত্তব্যাঃ সহক্ষয়গদোদিতাঃ।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যজেৎশূরবিরোধিবৎ॥
যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং।
মন্দাগ্নিং স্বরভঙ্গকাসমরুচিং বান্তীশ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমিম্॥
অষ্টাবেব মহাগদান্ গদাদান্ পাণ্ডাময়ান্ কামলাম্।
পিত্তার্থান্ সকলগ্রহান্ বহুবিধাননান্যাং স্তথা নাশয়েৎ॥

মহামৃগাঙ্করস।

স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ ভাগ, শুকপুচ্ছ (গন্ধক) ৪ ভাগ; স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্য ৪ ভাগ, প্রবাল ভস্ম ৭ ভাগ এবং সোহাগার খৈ ২ ভাগ; এই সকল বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করতঃ ৩ দিবস পর্য্যন্ত টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। তৎপরে ঐ গোলক ১ প্রহর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া মুষা মধ্যে ৪ প্রহর কাল লবণ যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। তদনন্তর শীতল হইলে, ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত ৯ ভাগ হীরক অথবা হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে জল সহ পেষণপূর্ব্বক ১ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী করিয়া বটীকা মরিচচূর্ণ অথবা পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত ঘৃত সহ-যোগে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনপূর্ব্বক ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা ও ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা কর্ত্তব্য। এবং শূরবিরোধী কার্য্য সকল অর্থাৎ ব্যায়াম, মৈথুনাদি পরিত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বহুবিধ যক্ষ্মা, জ্বর, গুল্ম, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বরভঙ্গ, কাস, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রমি, অষ্ট-প্রকার মহাব্যাধি অর্থাৎ উন্মাদ, কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদর ও অশ্মরী—এই অষ্টবিধ, পাণ্ডু, কামলা, পিত্তরোগ, মলবদ্ধতা এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই মহামৃগাঙ্করস নামক ঔষধটী পুরাকালে শ্রীনন্দ-নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যোষাদিলৌহম্।—

ব্যোষং শতাবরীধাত্রী ত্রিফলা দ্বে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ॥
এতদক্ষদ্বয়ং হন্তি কণ্ঠজাং বিবিধরুজাম্।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাতস্তম্ভমথার্দ্দিতম্॥

ব্যোষাদি-লৌহ।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শতাবরী, বহেড়া, হরীতকী, বেড়েলা ও গোরক্ষ-চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে, আমলকী ২ ভাগ, এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান লৌহ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, জল সহ বাটিয়া ৪ তোলা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিলে, বহুবিধ কুষ্ঠরোগ, রাজযক্ষা, বাতস্তম্ভ ও অর্দ্দিত রোগ আরোগ্য হয়। এমন কি এই ব্যোষাদি-লৌহ সকলপ্রকার রোগনাশক বলিয়া জানিবে।

ক্ষয়কেশরী।—

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতিফল লবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতং তুল্যং লৌহং পারদ-সিন্দুরম্॥
মধুনা ক্ষয়রোগানাং হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ক্ষয়কেশরী।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট এলাচি, জাতি-ফল এবং লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ ও রসসিন্দূর প্রত্যেকে ৯ভাগ; সমস্তদ্রব্য গুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলসহ পেষণপূর্ব্বক ৩।৪ রতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষয়কেশরী বটীকা ক্ষয়রোগের (যক্ষ্মার) পক্ষে মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

বৃহৎকনকসুন্দরঃ।—

রসভস্মচতুর্থাংশং হেমভস্ম প্রকল্পয়েৎ।
তালকং রসকং তুত্থং মাক্ষিকং গন্ধকং শিলা॥
রসসমানি যুঞ্জীত বিষপারদটঙ্গণম্।
দিনৈকং ক্রমেণৈব তু তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্॥
অর্কক্ষীরং জয়ন্তী চ ভৃঙ্গবাসা চ লাঙ্গলী।
অগস্তিচিত্রকং পাঠা মর্দ্দ্যমেষাং দ্রবৈঃ পৃথক্॥
সুদৃঢ়ং গোলকং কৃত্বা স্বেদয়েচ্চ মৃগাঙ্কবৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাতীব্রং রসঃ কণকসুন্দরঃ॥

সন্নিপাতেঽপ্যয়ং দেয়াদ্রকস্য রসৈস্তথা।
বাতগুল্মে চ শূলে চ ঘৃতবিল্বেন যোজিতঃ॥
চন্দনং মধুকং ক্ষীর পীতং রুধির-বান্তিজিৎ।
ভৃঙ্গরাজস্য পত্রন্তু চূর্ণিতং মধুনা সহ॥
গোলকং ধারয়েদ্বক্ত্রে কাসারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
পিবেদ্বান্তি প্রশান্ত্যর্থং ক্ষৌদ্রচ্ছিন্নরুহারসম্॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
রাজযক্ষ্মাধিকারঃ।

ইতি দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

বৃহৎ কনকসুন্দর।

স্বর্ণভস্ম।০ সিকিভাগ, হরিতাল, খর্পর, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, মনঃশিলা, বিষ, পারদ ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ১ একভাগ; সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, এক দিন ক্রমান্বয়ে আকন্দের আঠা, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, বিষলাঙ্গলিয়া, বকফুলের পাতা, রক্তচিতা ও আকনাদি ইহাদের রসদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক গোলক করিয়া, অন্ধমূষামধ্যে রাখিয়া মৃগাঙ্করসের ন্যায় অগ্নিসংযোগে পুটপাক দিবে। তৎপরে শীতল হইলে, ঔষধ গ্রহণ করিয়া পেষণপূর্ব্বক ৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা আদার রসের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিকরোগ, ঘৃত ও বেলশুঁঠসহ সেবনে বাতগুল্ম ও শূলরোগ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও দুগ্ধ অনুপান সহ সেবন করিলে রক্তবমন, ভৃঙ্গরাজের পত্রচূর্ণ ও মধুসহ মিশ্রিত করতঃ গোলক করিয়া মুখে ধারণ করিলে কাসরোগ এবং মধু ও গুলঞ্চের রস সহ সেবন করিলে বমিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
রাজযক্ষ্মাধিকারে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কাসাধিকারঃ।

দশমূলী-কষায়।—

কাসশ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বহৃচ্ছূলনাশনঃ।
দশমূলীকষায়স্তু পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ॥

অনন্তর কাসরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

দশমূলী-কষায়।

দশমূলী অর্থাৎ, বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, গোক্ষুর, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও শালপানি; এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ /৶০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ।০ সিকিতোলা পুষ্করমূল চূর্ণ অথবা অভাবে কুড়চূর্ণ সহ পান করিলে কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল এবং হৃচ্ছূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাসাবলেহঃ।—

বাসকস্য রসপ্রস্থে মানিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলঞ্চৈব দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ রক্তপিত্তজ্বরন্তথা॥

বাসাবলেহ।

বাসকছাল /২ দুইসের, পাকার্থজল ।৬ ষোলসের এবং অবশিষ্ট ক্বাথ /৪ চারিসের। এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া, তাহার সহিত মানিকা অর্থাৎ /১ একসের চিনি মিশ্রিত করিয়া, মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে লেহবৎ গাঢ় হইয়াছে, তখন উহাতে ২ পল পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রণপূর্ব্বক নামাইবে। তদনন্তর শীতল হইলে, উহাতে /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই বাসাবলেহ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন

সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল, রক্তপিত্ত ও জ্বর আরোগ্য হয়।

চন্দনাদ্যতৈলম্।—

চন্দনাম্বুনখং বাপ্যং যষ্টিশৈলেয়পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠাসরলং দারু শট্যেলাপূতিকেশরম্॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্॥
ত্বগ্রেণুনলিকাভিস্তু তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদকৃত্যালক্ষ্মীবিনাশনম্।
আয়ুঃ পুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

চন্দনাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের, লাক্ষারস /৪ চারিসের, দধিরমাত ।৬ ষোল-সের; কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, বাপ্য (কুড়), যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্ম-কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারুকাষ্ঠ, সটী, পূতি (গন্ধভাদালিয়া), নাগ-কেশর, তেজপত্র, তৈল (শিলারস), মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁকলা, বলিতা (প্রিয়ঙ্গু), মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কটকী, লবঙ্গ, অগুরুকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা; সমভাগে সমস্তে /১ এক-সের। এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিবে। এই চন্দনাদ্যতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে গ্রহদোষ, অপস্মার রোগ, জ্বর ও উন্মাদাদি রোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বল, বর্ণ, আয়ুঃ ও পুষ্টি বর্দ্ধক এবং উত্তম বশীকরণ ঔষধ।

মরিচাদ্যচূর্ণম্।—

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথোপলং পলদ্বয়মথার্দ্ধকর্ষঞ্চ।
মরিচস্যাপিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাং॥
সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিনির্মুক্তাঃ।
অপিপূয়ং ছর্দ্দয়তামপি তেষামিদমৌষধং পথ্যম্॥

মরিচাদ্যচূর্ণ।

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমফলের খোসা চূর্ণ ৮ তোলা, গুড় ৪ চারিতোলা এবং যবক্ষার চূর্ণ ১ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অন্যবিধ ঔষধ সমূহে বিনষ্ট হয় নাই, এমত অসাধ্য কাসরোগ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। পরন্তু ইহাদ্বারা রক্তবমন অতিসত্বরই নিবারিত হইয়া থাকে।

সমশর্করচূর্ণম্ ।—

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্ ।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য ॥
সিতা সমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য রোগানিমানাশু বলান্নিহন্যাৎ ।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্ ॥

সমশর্করচূর্ণ ।

লবঙ্গ, জাতীফল, পিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ চারিতোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৩২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান চিনি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করতঃ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরোচক, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

এলাদিচূর্ণম্ ।—

এলাত্বচোনাগপুষ্পং মরিচং টঙ্গণস্কণা ।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা চূর্ণস্তু সিতয়াসমম্ ॥
গ্রহণার্শোযক্ষ্মগুল্ম রক্তপিত্তকফাপহম্ ।
কণ্ঠরোগারুচিহরং প্লীহরোগহরং পরম্ ॥

এলাদিচূর্ণ ।

ছোটএলাচি চূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগকেশর ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ, ৪ চারিতোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপলচূর্ণ ৬ তোলা এবং চিনি ২১ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই এলাদিচূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, যক্ষ্মা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ঠরোগ, অরুচি ও প্লীহারোগ আরোগ্য হয়।

রাজমৃগাঙ্কঃ ।—

রসভস্মত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্ ।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলাজতুগন্ধকতালম্ ॥
প্রতিভাগদ্বয়ং সিদ্ধমেকীকৃত্যবিচূর্ণয়েৎ ।
বরাটীংপূরয়েত্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্ ॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধ্বা মৃদ্ভাণ্ডোপরি রোধয়েৎ ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥
রসোরাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ ।
দশভিঃ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈর্মরিচৈকোনবিংশত্যা ॥
সঘৃতৈর্দ্দাপয়েদ্বাত-পীত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে ॥

রাজমৃগাঙ্ক।

রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, শিলাজতু, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেকে ২ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে; পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি গুলির মুখ রুদ্ধকরতঃ, একটী মৃণ্ময় শরা দ্বারা সেই ভাণ্ডের মুখটী রুদ্ধকরিয়া লেপদিবে। লেপ শুষ্ক হইলে পশ্চাৎ গজপুট দ্বারা পাকপূর্ব্বক শীতল হইলে, ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ চারি রতি পরিমাণে প্রতি-দিবস ঘৃত, মধু, পিপুলচূর্ণ বা মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ঘৃত সংযুক্ত পিপুল চূর্ণ সহ সেবন করিলে বাতজ ক্ষয়রোগ, ঘৃত সংযুক্ত মধু সহ সেবন করিলে পৈত্তিক ক্ষয়রোগ এবং ঘৃত সংযুক্ত মরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বরাটিকা-প্রভেদঃ।—

পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা।
সার্দ্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভবা চ মধ্যমা॥
পাদোননিষ্কভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা।
মানানুক্তৌবিশুদ্ধঃ স্যাৎগ্রাহ্যাঃ স্যুঃ পুরাণোচিতাঃ॥

বরাটিকা (কড়ি) প্রভেদ।

যে বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি পীতবর্ণ, গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘবৃত্ত-শালী; তাহা পরিমাণে ৬ মাষা হইলে, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বড় বলিয়া জানিবে; পরিমাণে ৪ মাষা হইলে মধ্যম এবং ৩ মাষা হইলে কনিষ্ঠ অর্থাৎ হীন বলিয়া জানিবে। যে স্থলে বরাটিকার গ্রহণ বিধি আছে, অথচ তাহার পরিমাণ লিখিত নাই, সে স্থলে শ্রেষ্ঠ বরাটিকাই গ্রহণ করিবে।

শাম্ভরীবটী।—

কিতবানসয়োর্ব্বীজং নাগবঙ্গঞ্চ হরীতকী।
আর্দ্রকরসেনৈব গুটিকা কার্য্যা কলায়বৎ॥
আর্দ্রকস্বরসৈর্ভুক্ত্বা পীত্বা চ শীতলং পয়ঃ।
কাসং শ্বাসং কফং হন্তি তথৈব সান্নিপাতিকম্॥
অঙ্গানাং বর্দ্ধনং হৃদ্যং বালানাঞ্চ সুখাবহম্।
গুড়িকা শাম্ভরী নাম শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতা॥

শাম্ভরীবটী।

ধুতুরার বীজ, জীরকবীজ, সীসা, বঙ্গ ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণকরতঃ, আদার রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী আদার

রসের সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতলজল অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, কফ ও সান্নিপাতিক রোগ সকল বিনষ্ট হয়। পরন্তু এই ঔষধ বালকদিগকে সেবন করাইলে, তাহাদের অঙ্গ বর্দ্ধিত (দেহ পুষ্ট) হইয়া থাকে। এই শাম্ভবীবটিকা পুরাকালে স্বয়ং শম্ভু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

পুরন্দরবটী।—

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধং একধা কজ্জলীকৃতম্।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতম্॥
অজাক্ষীরে সমে ভাব্যং বটিকাংকরয়েত্ত্রিযক্।
আর্দ্রকেন সমং ভাব্যং শীতং তোয়ং পিবেদনু॥
কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধনী।
ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদা স্যাদ্যোগসাধনী॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে॥

পুরন্দরবটী।

পারা ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্রকরতঃ মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে তৎসহ শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের ১ একভাগ করিয়া মিশ্রিত করতঃ, ৭ সাতবার ছাগদুগ্ধে ও ৭ সাতবার আদাররসে ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটী প্রতিদিন আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ শীতলজল অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই পুরন্দরবটী নিয়ত সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণ, অতীব দৃঢ় শরীরবিশিষ্ট ও শত শত স্ত্রীসহ সঙ্গমে সক্ষম হইয়া থাকে।

কাসসংহারভৈরবঃ।—

রসগন্ধকতাম্রাণি শঙ্খটঙ্গণলৌহকম্।
মরিচং কুষ্ঠতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্॥
কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডযন্ত্রে বিভাবনা।
ভেকপর্ণী কেশরাজ নির্গুণ্ডী কাকমাচিকা॥
দ্রোণপুষ্পী চ শালিঞ্চী গ্রীষ্মসুন্দর এব চ।
ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈঃ রসৈঃ॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জা-প্রমাণকম্।
পিত্তজং বাতজং কাসং শ্লেষ্মজং চিরকালজম্॥
শ্রীমদ্গাহনাথেন কাসসংহারভৈরবঃ।
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে॥

বাসা শুণ্ঠীকণ্টকারীক্বাথেন পায়য়েদ্বুধঃ।
কাসনাশনবজ্রোঽয়ং রসঃ স শ্বাসপাণ্ডুজিৎ॥

কাসসংহার ভৈরব।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, টঙ্গণ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া থানকুণী, কেসুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, হলকসা, শালিঞ্চী, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাকস, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণে পত্রের রস দ্বারা এক এক বার ভাবনা দিয়া ৫ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া বটীকা বাসক, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী; এই ৩ টীর যে কোন একটীর ক্বাথ সহ সেবন করিলে, পৈত্তিকাদি সর্ব্ববিধ বহু কালজাত কাসরোগ সত্বর আরোগ্য হয়। শ্রীমন্মোহনানন্দনাথ কর্তৃক পুরাকালে এই "কাসসংহার ভৈরব রস" যোগটী জগতের হিতের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের পক্ষেও বজ্রস্বরূপ জানিবে।

শৃঙ্গারাভ্রং।—

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ।
কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণাতেজপত্রং লবঙ্গং॥
মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকীচেতি তুল্যং।
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরপি পৃথক্ চার্দ্ধশাণং দ্বিশাণং॥
এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধস্যকোলং।
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং সর্ব্বমেকত্র মিশ্রম্॥
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ।
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্র স্তদনুকিল কিয়ৎ শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥
পানীয়ং পীতমন্তে ধ্রুবমপনয়তি ক্ষিপ্রমেতান্ বিকারান্।
কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ॥
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্।
ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং হতরুচিসুমহদ্দাল্মজালং বিশালং॥
পাণ্ডুত্বং কফপিত্তং গরলভবগদং পীনসং প্লীহরোগং।
হন্যাদাশয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পাণ্ডুরোগানবিশেষান্॥
বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগস্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তং।
পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈ র্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ॥
ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং সুখায়।
শৃঙ্গারাভ্রেণ কামীযুবতিজনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ॥

বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ।
কান্ত্যায়ুঃকামমূর্ত্তিঃ হতবলিপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
কাসাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শৃঙ্গারাভ্র।

অভ্রভস্ম ২ পল (১৬ তোলা), কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, চোচ (দারুচিনি), গজকুসুম (নাগেশ্বর), গদ (কুড়) এবং ধাইফুল প্রত্যেকে ৷৹ অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ প্রত্যেকে ।৹ সিকিতোলা, এলাচি ও জাতীফল ॥৹ অর্দ্ধতোলা, শোধিতগন্ধক ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ পারদ ॥৹ অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, জলসহ মর্দ্দনকরতঃ চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী আদার রস ও পানের রসের সহিত সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, জ্বর, উদররোগ, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শোথ, চক্ষুরোগ, মেহ, মেদোরোগ, ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, গুল্ম, পাণ্ডু, কফ, পিত্ত, গরলজনিত রোগ, পীনস, প্লীহা, কফজ ও বাতজ আমাশয় রোগ এবং পৈত্তিক ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বলকর, বৃষ্য, তারুণ্যবিধায়ক ও অন্যান্য সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। ইহা সেবনকারি-রোগীকে ঘৃতসংযুক্ত মাংসাদির রস, মুদ্গাদির যূষ এবং গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনপূর্ব্বক রোগী ইচ্ছানুযায়ী পান, ভোজন ও স্ত্রীসহ সম্ভোগ করিতে পারে। তবে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত শাক, অম্ল ও অন্যবিধ দ্রব্য ভোজনে বিরত থাকিবে। এমন কি এই ঔষধ সেবন করিয়া শত যুবতীর সহ সঙ্গম করিলেও শরীরের অপচয় সংঘটিত হয় না। যে ব্যক্তি এই "শৃঙ্গারাভ্র" নামক মহৌষধি সেবন করে, সে অতিসত্বর নিশ্চয়ই সুকান্তি, আয়ুঃ, কাম (শুক্র) ও সুন্দর মূর্ত্তিবিশিষ্ট এবং জরাজনিত বলিপলিত হইতে নির্মুক্ত থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
কাসরোগাধিকারে ত্রয়োদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

শিখিপুচ্ছাদিঃ।

হিক্কাং হরতিপ্রবলাং শ্বাসমতিপ্রভূতং নিবারয়তি।
শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্॥

অতঃপর হিক্কা ও শ্বাসরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

শিখিপুচ্ছাদি।

ময়ূরপুচ্ছভস্ম ও পিপুলচূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে, অতীব প্রবল হিক্কা ও সুদারুণ শ্বাসরোগ নিবারিত হয়।

কলিফলচূর্ণম্।

কর্ষং কলিফলচূর্ণং লীঢ়ং চাত্যন্তমিশ্রিতং মধুনা।
অচিরাদ্ধরতিশ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধহিক্কাঞ্চৈব॥

কলিফলচূর্ণ।

দ্বিগুণ মধুসহ ইন্দ্রযবচূর্ণ মিশ্রণপূর্ব্বক সেবন করিলে, অচিরাৎ শ্বাস ও প্রবল উর্দ্ধগত হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মুখেধারণম্।

নারিকেলস্য পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ।
হিক্কাঞ্চ প্রবলাং হন্তি ধারণাত্তু ন সংশয়ঃ॥

মুখেধারণ।

জলসহ শ্বেতচন্দন ঘসিয়া, তৎসহ নারিকেলের পুষ্প চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অতিপ্রবল হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলাদি-প্রলেপঃ।

সতিলং শ্বেতধূপঞ্চ শতপুষ্পং পয়ঃসরঃ।
বল্মীক বাসা যষ্ট্যংঘ্রি পয়সা পরিপেষিতঃ॥
তালুমূলপ্রলেপেন হিক্কাশ্বাসনিবারণম্॥

তিলাদি প্রলেপ।

তিল, শ্বেতধুনা, শলুকা, দুগ্ধের সর, বল্মীক (উঁয়ের মাটী), বাসক ও যষ্টি-মধুর মূল; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক জল সহ পেষণ করিয়া, মস্তকের তালুদেশে প্রলেপ দিলে, হিক্কা ও শ্বাসরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্বাসকুঠারঃ।—

টঙ্গণং পারদং গন্ধং ত্রিকটু গরলং শিলা।
নিষ্পিষ্য বটিকাঃ কার্য্যা বাণগুঞ্জা প্রমাণতঃ॥
উষ্ণোদকং পিবেচ্চানু ক্ষুদ্রা-ক্বাথমথাপি বা।
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি শ্বাসং শ্লেষ্মভবন্তথা॥
শিরোরোগং নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্বাসকুঠার।

সোহাগার খৈ, পারদ, গন্ধক, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিষ ও মনঃশিলা; এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণকরতঃ জলসহ পেষণপূর্ব্বক ৫ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিবে; এবং পশ্চাৎ উষ্ণ জল অথবা কন্টকারীর ক্বাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, শ্লেষ্মজরোগ ও শিরোরোগ সমুহ বিনষ্ট হয়।

ইতি শ্রীরামমানিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
হিক্কা ও শ্বাসাধিকারে চতুর্দ্দশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কফ-আহবাধিকারঃ।

সৌরেশ্বরং ঘৃতম্।—

পুন্নাগং চিত্রকং মাংসী মুরা সৈন্ধবদীপ্যকম্।
বৃহত্যৌ জীরকে দ্বে চ বৃক্ষাম্লং সরলস্তথা॥
জাতীকোষং বলা গুঞ্জা ত্রিবৃতা পারিভদ্রকম্।
সোমরাজী জয়ন্ত্যব্দ তালীশস্তম্বুরুস্তথা॥
পাটলা পিপ্পলীমূলং পাঠা চ স্নুহীমূলকম্।
সিদ্ধার্থং শঙ্খপুষ্পী চ দন্তী রাস্নাসমন্বিতা॥
দশমূলীশতঞ্চৈব শূরাস্য শতস্তথা।
প্রস্থৌ দ্বৌ দধিমণ্ডস্য কাঞ্জিকস্যাপি তৎসমৌ॥
ঘৃতপ্রস্থো বিপক্তব্যো কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং শ্বাসং রক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ॥
মেদঃ-শ্রিতঞ্চ শুক্রস্থঞ্চ চিরোত্থমপি দারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি তথৈব সান্নিপাতিকম্॥
অপচী গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং গুদক্রমীন্।
অর্ব্বুদং গ্রহণীরোগং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্॥
পরমগ্নিকরং হৃদ্যং বাতরক্তবিনাশনম্।
হস্তপাদাশ্রিতং রক্তং রক্তপিত্তহলীমকম্॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং কোষবৃদ্ধিং জ্বরস্তথা।
গুল্মপ্লীহোদরানাহভগন্দরাক্ষিকর্ণরোগান্॥
প্রমেহান্ কামলাং পাণ্ডুং নাড়ীদুষ্টব্রণার্শসাম্।
হিতং সৌরেশ্বরং নাম ঘৃতমেতন্মহৎস্মৃতম্॥
শ্লীপদে গলগণ্ডে চ কুরুতে হি বিশেষতঃ॥

অনন্তর কফ-আহব-চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

সৌরেশ্বর ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৮ আটসের, দধির মাত /৮ আটসের, কাঞ্জিক /৮ আটসের ; দশমূলী অর্থাৎ বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, শালপাণী, চাকুলে ও গাম্ভারী ; সমভাগে সমস্তে ।২॥॰ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের শেষ /৮ আটসের ; গুল ।২॥॰ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং অবশিষ্ট ক্বাথ /৮ আটসের। কল্কার্থ পুন্নাগপুষ্প, রক্তচিতার মুল, জটামাংসী, মুরামাংসী, সৈন্ধবলবণ, যমানী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, সরলকাষ্ঠ, জাতী-ফল, বেড়েলা, গুঞ্জাফল, তেউড়ীমুল, পালিদামাদার, সোমরাজী, জয়ন্তী, মুথা, তালীশপত্র, ধনিয়া, পারলী, পিপুলমূল, আকনাদী, মনসাসিজেরমূল, শ্বেতসর্ষপ, শঙ্খপুষ্পী, দন্তীমূল ও রাস্না ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা ; এই সকল দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাকপূর্ব্বক শেষপাকের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লৈষ্মিক শ্লীপদ, রক্তসংযুক্ত, মেদোযুক্ত, শুক্রস্থ, বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিকাদি সর্ব্ববিধ বহুকালীয় শ্বাসরোগ, অপচী, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি, গুহ্যরোগ, ক্রিমিরোগ, অর্ব্বুদ, গ্রহণী, শোথ, বিষমজ্বর, বাতরক্ত, হস্ত-পদাশ্রিত রক্তদোষ, রক্তপিত্ত, হলীমক, পঞ্চবিধ কাস, কোষবৃদ্ধি, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ, ভগন্দর, অক্ষিরোগ, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ শ্লীপদ ও গলগণ্ডরোগে এই সৌরেশ্বর ঘৃত অতীব প্রশস্ত। পরন্তু ইহা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকর ও হৃদয়ের তৃপ্তিজনক।

মহাসৌরেশ্বরং ঘৃতম্।—

সুরসানাং পলশতং পঞ্চমূলীদ্বয়স্য চ।
শতং সংগ্রাহ্য সংক্ষুধ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ধান্যযূষঞ্চ মস্তুঞ্চ দধ্নঃ প্রস্থচতুষ্টয়ম্॥
কল্কান্যেতানি দেয়ানি ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
নির্গুণ্ডীচিত্রকশ্চৈব দেবদারু সযষ্টিকম্॥
পঞ্চৈব লবণান্যত্র যবক্ষারঞ্চ পিপ্পলী।
চবিকা হবুষাদার্ব্বীগুগ্‌গুলুর্বৃদ্ধদারকম্॥
শঠীবচাবিড়ঙ্গানি পাঠাভল্লাতকস্তথা।
পিচুভাগং প্রদাতব্যং পক্তব্যং সুসমাহিতৈঃ॥

বস্ত্রেণ গালিতং কুর্য্যাদ্বিড়ালপদকদ্বয়ম্।
ইদং হি বিবিধান্ রোগান্ কফবাতাশ্রিতানপি॥
শ্লীপদান্ বিবিধান্ ঘোরান্ নেত্রকর্ণোদ্ভবানপি।
ব্রধ্নবৃদ্ধিগদাংশ্চৈব মেদোমাংসাশ্রিতানপি॥
রক্তাশ্রিতান্ গদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
নাড়ীব্রণান্ সশোথাংশ্চ গণ্ডমালাঞ্চ দারুণাম্॥
বিদ্রধিঞ্চার্ব্বুদঞ্চৈব বিবিধানুদরস্থিতান্।
নাতঃপরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে শ্লীপদে গদে॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরজদ্বন্দ্বজন্তথা।
প্রোক্তং হারীতমুনিনা মহাসৌরেশ্বরং ঘৃতম্॥

মহাসৌরেশ্বর ঘৃত।

গব্যঘৃত /৮ সের, ।২।।০ সাড়ে বারসের তুলসী এবং বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, গাম্ভারী, শালপাণী, চাকুলে ও ব্যাকুড় সমান ভাগে সমস্তে ।২।।০ সাড়ে বারসের গ্রহণপূর্ব্বক একদ্রোণ অর্থাৎ ৮২ বত্রিশ-সের জলসহ পাকপূর্ব্বক ¼ অর্থাৎ /৮ আটসের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই /৮ আটসের ক্বাথ, ধনিয়ার ক্বাথ /৮ আটসের, দধির মাত /৮ আটসের এবং শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিসিন্দা, রক্তচিতার মূল, দেবদারু, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদ-লবণ, সামুদ্রলবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল, চই, হবুষা, দারুহরিদ্রা, গুগ্‌-গুল, বৃদ্ধদারক, সটী, বচ, বিড়ঙ্গ, আকনাদী ও ভেলার আঁটী: এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্রিত করিয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এবং বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত প্রতিদিবস ।।০ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে কফ ও বাতাশ্রিত বিবিধ-রোগ, এবং মেদোগত, মাংসগত ও রক্তাশ্রিত নানাবিধ রোগ, ইন্দ্রদেবের বজ্র কর্ত্তৃক বৃক্ষ বিনাশের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা শ্লীপদ, নেত্র-রোগ, কর্ণরোগ, ব্রধ্নরোগ, বৃদ্ধিরোগ, নাড়ীব্রণ, ব্রণশোথ, শোথ, গণ্ডমালা, বিদ্রধি, অর্ব্বুদ ও উদরাদি রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ শ্লীপদরোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে। এই মহাসৌরেশ্বর ঘৃত পুরাকালে মহানুভব হারীতমুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যবিজয়তৈলম্।—

প্রস্থং সর্ষপতৈলস্য ভৃঙ্গীরসবিপাচিতম্।
তত্তৈলাভ্যঞ্জনাদেব মহাস্বেদঃ প্রশাম্যতি॥

সন্নিপাতহরঞ্চৈব সত্যং প্রত্যয়কারকম্।
অস্য মাহাত্ম্যমতুলং কো ভিষগ্‌জ্ঞাতুমর্হতি॥

ত্রৈলোক্যবিজয় তৈল।

।৬ ষোলসের ভৃঙ্গরাজের রস সহ /৪ চারিসের সর্ষপ তৈল পাক করিয়া, গাত্রাদিতে মর্দন করিলে, অতিসত্বর কফস্রাব নিবারিত হয়। এবং ইহা দ্বারা সান্নিপাতিক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ত্রৈলোক্যবিজয় তৈল এতাদৃশ গুণশালী যে, কোন্ বিজ্ঞ ভিষক্ ইহার গুণ অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন? অর্থাৎ চিকিৎসক মাত্রই ইহার সর্ব্ব রোগনাশক সুমহৎ গুণ অবগত আছেন।

যোগরাজঃ।

শক্রাম্বুতাভণ্ডিবিশুষ্কপত্রং নির্গুণ্ডিকাবাসকমূলযুক্তম্।
এষাং সমাংশং যবচূর্ণং যুক্তং নিম্বস্য তাবন্মিলিতং সুগন্ধি॥
কর্ষার্দ্ধমেতৎ সততপ্রযোজ্যাৎ প্রাতঃ সুখোষ্ণং সলিলঞ্চ পেয়ম্।
শীতোদকম্বাপি সুখৈঃ প্রপেয়ং যথেষ্টমাহারমিহানুকুলম্॥
করোতি বহ্নিং বিনিহন্তি বাতমামং সদুর্নাম সকোষ্ঠরোগম্।
বিমূত্রসঙ্গং গলিতঞ্চ কুষ্ঠং পিত্তং কফং হন্তি বিচর্চ্চিকণ্ডূম্॥
নিহন্তি যক্ষ্মাণমতিপ্রবৃদ্ধং করোতি বৃদ্ধং নবযৌবনস্থম্।
যে বাতপিত্তক্ষয়জাগদাস্তু নিহন্তি তানেব চিরাধিরূঢ়ান্॥
সিদ্ধেন ধন্বন্তরিণা কিলায়ং প্রকীর্ত্তিতঃ সর্ব্বহিতায় যোগঃ।
করোতি তেজঃ শুভকাঞ্চনাভং গতিং তুরঙ্গস্য বলং গজানাম্॥
দৃষ্টিং দ্বিজেন্দ্রস্যমতিপ্রবৃদ্ধাং জয়েদশেষেণ কফবাতরোগান্॥

যোগরাজ।

সিদ্ধি, গুলঞ্চ ও মঞ্জিষ্ঠার শুষ্কপত্র চূর্ণ, নিসিন্দার পত্রচূর্ণ, বাসকমূল চূর্ণ ও যবচূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, এবং সর্ব্বসমষ্টির তুল্য নিম্বপত্রচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। এবং তৎসহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিবে। এবং পশ্চাৎ অবস্থানুসারে উষ্ণজল বা শীতলজল পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুযায়ী আহার বিহার করা যায়। ইহা দ্বারা বায়ু, আমদোষ, অর্শঃ, কোষ্ঠরোগ, মলরোধ, মূত্ররোধ, গলিতকুষ্ঠ, পিত্ত, কফ, বিচর্চ্চী, কণ্ডূ, যক্ষ্মা, বাতজন্য রোগ, পৈত্তিক রোগ এবং ধাতুক্ষয়জনিত রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে স্বয়ং ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগটী কথিত হইয়াছে। পরন্তু ইহা দ্বারা কাঞ্চনসদৃশ

শরীরের তেজ ও বর্ণ, ঘোটকের সদৃশ গতি, হস্তীর ন্যায় বলবত্তা এবং পক্ষিরাজের ন্যায় অতীব তীক্ষ্ণ দর্শনশক্তি জন্মিয়া থাকে।

বীরভদ্ররসঃ।—

ত্র্যূষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পা দ্বিজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং সমাংশেন চূর্ণমেষাং পলত্রয়ম্॥
শুদ্ধসূতং মৃতঞ্চাভ্রং গন্ধকস্য পলং পলম্।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ খল্বে দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
বীরভদ্ররসঃ খ্যাতো মাষৈকং সন্নিপাতজিৎ।
চিত্রকার্দ্রকসিন্ধূত্থমনুপানং জলেন তু॥
পথ্যং ক্ষীরোদনং দেয়ং দ্বিবারঞ্চ রসে হিতম্॥

বীরভদ্র রস।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, সামুদ্রলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, শলুফা, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার ও সাচিক্ষার; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান মাত্রায় সমস্তে ৩ পল; পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ পল। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া, খলমধ্যে করিয়া ১ একদিন আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। এবং ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। রক্তচিতার রস, আদার রস অথবা সৈন্ধবলবণ সমন্বিত জল অনুপানসহ প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে, সন্নিপাত রোগসকল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রত্যহ ২ দুইবার করিয়া সেবন করিবে; এবং দুগ্ধ সহযোগে অন্ন পথ্য করিবে।

রামবাণঃ।—

বিশুদ্ধং গগনং গ্রাহ্যং তৎসমং গরলন্তথা।
দ্বয়োস্তুল্যঞ্চ ষোড়শগুণং বীজন্তু কনকাহ্বয়ম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে হেমপত্ররসেন বা।
গুড়িকাঙ্কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জৈকা তু প্রমাণতঃ॥
অসাধ্যে শ্লৈষ্মিকে রোগে আমবাতে সুদারুণে।
শিরোরোগে সন্নিপাতে আহবে পীনসেঽরুচৌ॥
এতান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রশনির্যথা॥

রামবাণ।

অভ্র ৮ তোলা, বিষ ৮ তোলা এবং ধুতূরার বীজ ১৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, ধুতূরা পাতার রস দিয়া শিলাময় খলে মর্দ্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান বিবেচনায় প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে অসাধ্য শ্লৈষ্মিকরোগ,

সুদারুণ আমবাত, শিরোরোগ, সন্নিপাতরোগ, পীনসরোগ ও অরুচি প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মকালানলোরসঃ।—

হিঙ্গুলসম্ভবস্সূতং গন্ধকাম্বতাম্রকম্।
তুথং মনোহ্বা তালঞ্চ কট্‌ফলং ধূর্ত্তবীজকম্॥
হিঙ্গুলং মাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্দন্তীকটুত্রিকম্।
ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্গণং সমভাগকম্॥
স্নুহীক্ষীরেণ বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বিজ্ঞায় দেশং কালঞ্চ দাপয়েদ্রক্তিকাক্রমাৎ॥
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেহগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণেহপি চ।
স্তব্ধাঙ্গে কটীশূলে চ দেয়ং স্থৌল্যাপকর্ষণম্॥
প্লীহোদরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে।
বলাশপ্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতৃ বাতোথতাং নরঃ॥
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ॥

শ্লেষ্মকালানল রস।

হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধূতুরাবীজ, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সোঁদালফল, বঙ্গ ও সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, মনসাসীজের আঠা দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ রতি মাত্র গুলি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ দেশ, কাল ও রোগের অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক যথোপযুক্ত অনুপান বিবেচনায় রোগীকে সেবন করাইলে বাতশ্লেষ্মা, মন্দাগ্নি, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণরোগ, স্তব্ধাঙ্গতা, কটীশূল, স্থৌল্য, প্লীহা, উদর, শোথ, সান্নিপাতিক জ্বর ও কফাধিক রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই শ্লেষ্মকালানল রস ঔষধ শ্লেষ্মাকে নষ্ট করিয়া বায়ু বর্দ্ধন করে; এবং ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।—

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধে রসগন্ধকে।
তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্তু জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজমুন্মত্তকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীকন্দমেব চ॥
নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি হৈজ্জলং বীজমেব চ॥

এতেষাং কার্ষিকঞ্চূর্ণং গ্রহীত্বা বারিণা পুনঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমাণতঃ॥
বটিকাং প্রাতরেবৈকাং খাদন্নিত্যং যথাবলম্।
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়োদধি॥
বারিভক্তং সুরাসীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্।
নির্হন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্॥
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফোত্থান্ সান্নিপাতিকান্।
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিন্তথা॥
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলসম্ভবম্॥
গলগণ্ডমন্ত্রবৃদ্ধি মতীসারং সুদারুণম্।
কাস পীনস যক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যমেব চ॥
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
উদরং কর্ণনাসাক্ষি মুখবৈজাড্যমেব চ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ॥
নচ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং নচ সামর্থ্যহীনতা।
নিত্যং শতং স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্মত্তবারণবিক্রমঃ॥
দ্বিলক্ষযোজনীদৃষ্টি র্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ।
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং বাসুদেবো জগৎপতি।
অস্য প্রয়োগাদ্ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
কফ-আহবাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

লক্ষ্মীবিলাস রসন

ভস্মাভ্র ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নারায়ণী (শতমূলী), গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেকে ২ তোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া জলসহ পেষণপূর্ব্বক ৩ রত্তি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে।

প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিবে। এবং পশ্চাৎ রোগ বিবেচনায় মাংসরস, পিষ্টক, দুগ্ধ, দধি, জল, অম্ল, সুরা ও সীধু আদি অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা ঘোরতর সন্নিপাতরোগ, বাতজরোগ, পিত্তরোগ, শ্লৈষ্মিকরোগ, ১৮ প্রকার কুষ্ঠরোগ, ২০ প্রকার প্রমেহরোগ, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, গুহ্যরোগ, ভগন্দর, কফবাতোদ্ভূত অথবা কুলক্রমাগত চিরকালীন শ্লীপদরোগ, গলগণ্ড, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতীসার, কাস, পীনস, যক্ষ্মা, অর্শঃ, স্থৌল্য, দৌর্গন্ধ্য, সর্ব্ববিধ আমবাত, জিহ্বাস্তম্ভ, গলগ্রহ, উদররোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, মুখের জড়তা, সর্ব্ববিধ শূল, শিরঃশূল ও স্ত্রীরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা সেবন দ্বারা কাম ও রূপ বর্দ্ধিত হয়; বৃদ্ধ ব্যক্তি যৌবনপ্রাপ্ত হয়; বহু স্ত্রী সঙ্গমেও শুক্রক্ষয়, লিঙ্গের শৈথিল্য ও সামর্থ্যহীনতা হয় না; নিত্য শত শত স্ত্রীসহবাসে সক্ষমতা জন্মে, মত্তহস্তীর ন্যায় বিক্রম হয়; দ্বিলক্ষযোজনদর্শিনী দৃষ্টিশক্তি জন্মে এবং শরীরের সমধিক পুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। পুরাকালে মহাত্মা নারদ মহর্ষি কর্ত্তৃক এই যোগরাজ কথিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীবিলাস ঔষধের প্রসাদে জগৎপতি বাসুদেব ষোড়শলক্ষ নারীর বল্লভ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
কফ-আহবাধিকারে পঞ্চদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

কলিতরুফলাদিঃ।—

কলিতরুফলসিন্ধুকণাচূর্ণং তক্রেণ লীঢ়মপহরতি।
স্বরভেদং গোপয়সা পীতম্বামলকচূর্ণঞ্চ॥

অনন্তর স্বরভেদ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

কলিতরুফলাদি।

বহেড়া ফলের শাঁশ, সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তক্রসহ অথবা আমলকীচূর্ণ গোদুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে, স্বরভেদ রোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বদরীপত্রকল্কম্।—

বদরীপত্রকল্কম্বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেতৎ প্রয়োজয়েৎ॥

বদরীপত্রকল্ক।

কুলপাতা বাটিয়া সমান পরিমাণ সৈন্ধবলবণ চূর্ণসহ গব্যঘৃতে ভর্জ্জনপূর্ব্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, স্বরোপঘাত ও কাসরোগ আরোগ্য হয়।

মধুর-দুগ্ধম্।—

শর্করা মধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্ব্বদতোঽপিহতঃ স্বরঃ॥

মধুর-দুগ্ধ।

মৃগালী, মাষাণী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে ২তোলা, পাকার্থ জল ।৶৹ দেড়পোয়া ও দুগ্ধ ।৶৹ অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া ক্কাথ গ্রহণ করিবে। এই দুগ্ধক্কাথ ।৹ সিকিতোলা শর্করা ও ।৹ সিকিতোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথনজনিত স্বরভেদও নিবারিত হয়।

সারস্বতং ঘৃতম্।—

ক্রিমিশত্রুবচাপাঠা শিগ্রুসৈন্ধবচিত্রকৈঃ।

পথ্যা পর্ণী সহা ব্যোষ ব্রহ্মীভার্গী বৃষৈঃ সমৈঃ॥
সর্পিঃ সিদ্ধমজাক্ষীরৈর্জড়গদ্গাদনাশনম্।
অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ॥
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়্বা স্বরভেদং ব্যপোহতি॥

সারস্বত-ঘৃত।

বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ।৬ ষোলসের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, বচ, আকনাদী, সজিনাছাল, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, হরীতকী, পর্ণী (ইন্দুরকাণী), সহা (ঘৃতকুমারী), শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ব্রাহ্মীশাক, বামনহাটী ও বাসকছাল; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে সমান ভাগে সমস্তে ⁄১ একসের। এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া, আসন্ন পাককালে বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও রক্তচিতার মূল চূর্ণ সমস্তে ৮ তোলা মাত্র প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া, বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ মিশ্রণপূর্ব্বক লেহন করিয়া সেবন করিলে, অতি সত্বর স্বরভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কল্যাণাবলেহঃ।—

সহরিদ্র বচাকুষ্ঠং পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্যং প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভির্নির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ॥
জড়গদ্গাদমূকত্বং লেহকল্যাণকো জয়েৎ॥

কল্যাণাবলেহ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুণ্ঠী, মরিচ, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতসহ আলোড়নপূর্ব্বক প্রত্যহ সেবন করিলে ২১ একবিংশতি রাত্রির মধ্যে মনুষ্য শ্রুতিধর, মেঘদুন্দুভি নির্ঘোষ সদৃশ স্বরবিশিষ্ট ও মত্তকোকিলের ন্যায় সুমধুর স্বর সংযুক্ত হয়। এই কল্যাণাবলেহ কথার জড়তা, গদ্গাদতা ও মূকত্ব নিবারক বলিয়া জানিবে।

যোগবাহকো রসঃ।—

তাম্রাৎ পঞ্চগুণং সূতং মর্দ্দয়েত্ত্রিদিনং ভিষক্।
বস্ত্রে রুদ্ধা হণ্ডিকায়াং তুল্যগন্ধেন পাচয়েৎ॥

এরণ্ড ষড়্‌গুণং কার্য্যং গন্ধকং তৎ সমুদ্ধরেৎ।
পাষাণভেদী মৎস্যাক্ষী দ্রবৈঃ পিষ্টন্তু মর্দ্দয়েৎ॥
তদ্গোলং লেপয়েদ্বাহ্যে কল্কৈঃ পাষাণভেদজৈঃ।
মৎস্যাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যাং লেপ্যাং দত্ত্বা পাতালযন্ত্রকে॥
স্বেদয়েদ্‌যামমাত্রন্তু রসোঽয়ং যোগবাহকঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং প্রদাতব্যং হিক্কা বৈস্বর্য্যকাসজিৎ॥
দশমূলৈঃ পিবেচ্চানু কুলত্থৈশ্চ কষায়কৈঃ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
স্বরভেদাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যোগবাহক রস।

১ ভাগ তাম্র, ৫ ভাগ পারদ এবং ৬ ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত মর্দ্দনপূর্ব্বক, তৎসহ ৬ গুণ এরণ্ডতৈল মিশ্রণপূর্ব্বক একটী হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে, ঐ ঔষধ পাষাণভেদীর রস ও মৎস্যাক্ষীর (ব্রাহ্মীশাকের) রস সহ মর্দ্দিত করিয়া, একটী মূষা মধ্যে পূরিবে। পরে ঐ মূষাটী পাষাণভেদীর কল্ক সহ ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা লেপনপূর্ব্বক পাতাল যন্ত্রে ১ এক প্রহরকাল অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া, ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ব্রাহ্মীশাকের রস সহ ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিবে, এবং পশ্চাৎ দশমূলের ক্বাথ বা কুল্‌থি-কলাইয়ের ক্বাথ সেবন করিবে; ইহা দ্বারা হিক্কা, বিস্বরতা ও কাসরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
স্বরভেদাধিকারে ষোড়শ-অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথারোচকাধিকারঃ।

অম্লিকাদিঃ।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবলধারণম্॥

অনন্তর অরোচক (অরুচি) রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

অম্লিকাদি।

অম্লিকার (আমরুলের রস), ইক্ষুগুড়, দারুচিনি চূর্ণ, ছোটএলাচি চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা কবলধারণ (কুলি) করিলে অরুচিরোগ নিবারিত হয়।

কারব্যাদিঃ।

কারব্যাজাজীমরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চল গুড়ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্॥

কারব্যাদি।

কারবী (মৌরী), অজাজী (কৃষ্ণজীরা), মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল (আমরুল) রস, দাড়িমরস, সৌবর্চ্চললবণ, ইক্ষুগুড় ও মধু; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অরোচক রোগ নষ্ট হয়।

বিট্চূর্ণাদিঃ।

বিট্চূর্ণসমধুযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যমপি সংহন্যাদরুচিং বক্তু-বারিতঃ॥

বিট্চূর্ণাদি।

বিট্লবণ চূর্ণ মধু ও দাড়িমের রস সহ সেবন করিলে, অসাধ্য অরুচিরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া থাকে।

অমৃতসুন্দরোরসঃ।—

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্কাথেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরস্বরসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন বা॥

পশ্চাদ্বিশোষ্য সর্ব্বাংশং টঙ্কণঞ্চাবতারয়েৎ।
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং তথা মদম্॥
মাষমাত্রঞ্চ তৎসেব্যং নাগরেণ গুড়েন বা।
সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তিমামবাতবিনাশনম্॥
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণম্।
রসো নিবারয়ত্যাশু কেশরীকরিণং যথা॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তা-
মণাবরোচকাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অমৃতসুন্দররস।

পারদ ও গন্ধক সমান ২ ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক দন্তমূলীর ক্বাথ, জম্বীরনেবুর স্বরস ও আদার স্বরস দিয়া ক্রমান্বয়ে এক একবার ভাবনা দিয়া লইবে। পরে তৎসহ ২ ভাগ সোহাগার খৈ, ৫ ভাগ লবঙ্গচূর্ণ ও সিকিভাগ কস্তুরী মিশ্রণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া, ১ মাষা পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটীকা শুণ্ঠীচূর্ণ অথবা ইক্ষুগুড় সহযোগে সেবন করিবে। এই অমৃতসুন্দর রস সর্ব্ববিধ অরোচক, শূলবেদনা, আমবাত, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, ভক্তারুচি, কেশরী (সিংহ) হস্তীকে যে প্রকার বিনাশ করে, তদ্রূপ সত্বর বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে অরোচক রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ইতি সপ্তদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

পর্পটকাথঃ।—

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রঃ ছর্দ্দিনাশনঃ।

অনন্তর ছর্দ্দি (বমি) রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পর্পট ক্বাথ।

ক্ষেতপাপ্‌ড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥• অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵• দুইছটাক। এই ক্বাথ।• সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, অতিসত্বর ছর্দ্দি (বমন) রোগ নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।—

গুড়ূচী ত্রিফলারিষ্টপটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্‌॥

গুড়ূচ্যাদি।

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পলতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অচিরাৎ পিত্ত ও অম্লদোষ জনিত ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হয়।

জাতীধাত্রী।—

জাতীরসং কপিত্থস্য পিপ্পলী-মরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েৎ লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাং॥

জাতীধাত্রী।

আমলকীর রস, কয়েদবেল, পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ এবং মধু; এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া লেহবৎ করতঃ সেবন করিলে, অত্যন্ত প্রবল ছর্দ্দি (বমি) রোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

এলাদিচূর্ণম্‌।—

এলালবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ-
লাজাপ্রিয়ঙ্গু ঘনচন্দন পিপ্পলীনাং।

চূর্ণানি মাক্ষিক-সিতাসহিতানি লীঢ়া-
ছর্দ্দির্নিহন্তি কফ-মারুত-পিত্তজাস্তু॥

এলাদিচূর্ণ।

এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, নাগকেশর, কুলের আঁঠির শাঁস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ-পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, তৎসহ চিনি ও মধু মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন-পূর্ব্বক সেবন করিলে কফজ, পিত্তজ ও বাতজ ত্রিবিধ ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বত্থবল্কল-ক্ষারঃ।—

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে।
তত্তোয়ঃপানমাত্রেণ ছর্দ্দিং জয়তি দুস্তরাং॥

অশ্বত্থবল্কলক্ষার।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল শুষ্ক করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, পরে ঐ দগ্ধ অঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ অসাধ্য ছর্দ্দিরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পদ্মকাদ্যঘৃতম্।—

পদ্মকামৃতনিম্বানাং ধান্যচন্দনয়োঃপচেৎ।
কল্কে ক্বাথে চ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দ্দিনিবারণম্।
তৃষ্ণারুচি-প্রশমনং দাহজ্বরহরং পরং॥

পদ্মকাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের; কল্কার্থ পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে ও রক্তচন্দন সমান পরিমাণে সমস্তে কুট্টিত /১ একসের এবং ক্বাথার্থ পূর্ব্বোক্ত পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে ১৬ ষোলসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং শেষ ।৬ ষোলসের; এই ক্বাথ ও কল্ক সহ যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, দাহ এবং জ্বর ধ্বংসিত হইয়া থাকে।

ছর্দ্দিহরচূর্ণম্।—

অজাজীধান্য পথ্যাভিঃ সক্ষুদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ সেব্যো বান্তিপ্রশান্তয়ে॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তা-
মণৌ ছর্দ্দ্যধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ছর্দ্দিহরচূর্ণ।

কৃষ্ণজীরা, ধনে, হরীতকী, কণ্টকারী, শুঠী, পিপুল ও মরিচ; প্রত্যেকে ১ এক এক তোলা এবং রসসিন্দূর ৩॥০ সাড়ে তিনতোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় পটোলের রস, দুর্ব্বার রস প্রভৃতি অনুপান সহ সেবন করিলে, নিশ্চয়ই ছর্দ্দিরোগ আরোগ্য হয়।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
ছর্দ্দি-অধিকার সমাপ্ত।

ইতি অষ্টাদশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তৃষ্ণাধিকারঃ।

বাতিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব চ॥

অনন্তর তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

বাতিকতৃষ্ণার চিকিৎসা।

সমভাগ গুড় সহ দধি, মাংসরস, মুগ দাইলের যূষ অথবা গুলঞ্চের রস পান করিলে, বাতজনিত তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকতৃষ্ণায়াশ্চিকিৎসা।

পিত্তজায়াঞ্চ তৃষ্ণায়াং পক্কোড়ুম্বরজো রসঃ।
তৎক্কাথো বা হিমস্তদ্বৎ সারিবাদিগণাম্বুনা॥

শ্লৈষ্মিকতৃষ্ণার চিকিৎসা।

পাকা যজ্ঞডুমুরের রস, ক্কাথ এবং শীতকষায় অথবা বাগ্‌ভটোক্ত সারিবাদিগণ অর্থাৎ গোজিয়াশাক, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, পদ্ম এবং খর্জ্জুর ;— ইহাদের শীত কষায় পান করিলে পিত্তজন্য তৃষ্ণারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

লাজোদকাদিঃ।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতং।
কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতোনরঃ॥

লাজোদকাদি।

খৈ চূর্ণের শীত কষায় প্রস্তুত করিয়া, মধু, গুড়, গাম্ভারীফল চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্ব প্রকার তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গোস্তনাদিঃ।

গোস্তনেক্ষুরস ক্ষীর যষ্টিমধুমধূৎপলৈঃ।
নিয়তং নস্ততঃ পীতৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥

গোস্তনাদি।

দ্রাক্ষা, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধু, মধু ও উৎপল ; ইহাদের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে, ত্বরায় সুদারুণ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

ক্ষীরেক্ষুরসাদিঃ।

ক্ষীরেক্ষুরস মাধ্বীক ক্ষৌদ্রসীধুগুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষনিবারণঃ ॥

ক্ষীরেক্ষুরসাদি।

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, মধু, সীধু, (মদ্যবিশেষ), গুড়, উদক ও বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ; এই সকল দ্রব্যের গণ্ডূষ করিলে তালুশোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

আম্রাদিকষায়ঃ।

আম্রজম্বুকষায়ম্বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি ॥

আম্রাদিকষায়।

আম্রপল্লব অথবা জামপল্লব ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা ও ছর্দ্দিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বটশুঙ্গাদিঃ।

বটশুঙ্গ সিতালোধ্র দাড়িমং মধুকং মধু।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণা নিবারণং ॥

বটশুঙ্গাদি।

বটের ঝুরি, শর্করা, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে, ছর্দ্দি ও তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কবলগ্রহণম্।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতং।
ক্ষণমাত্রেণ দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ ॥

কবল।

ছোলঙ্গলেবুর কেশর মধু ও দাড়িমের রস সহ মিশ্রিত করিয়া কবল (কুলি) করিলে, ক্ষণমাত্রেই দুর্ব্বার তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

গণ্ডূষধারণং।

দাহতৃষ্ণা প্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণং ॥

গণ্ডূষধারণ।

মধু দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিলে, দাহ ও তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

বারিমধু।

বারিশীত মতিহিতমাকণ্ঠমধুসংযুতম্।
পায়য়েদ্বাময়েচ্চাপি তৃষ্ণা প্রশাম্যতি শীঘ্রম্॥

বারিমধু।

মধু সংযুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে, শীঘ্রই তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আম্রাদিকষায়ঃ।

সক্ষৌদ্র মাম্রজম্বূত্থং পিবেৎ ক্বাথং রসান্বিতং।
সতৃষ্ণা মধুনা কুর্য্যাৎ গণ্ডূষান্ শীতলেস্থিতাঃ॥

আম্রাদিকষায়।

আম্রছাল অথবা জামছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ৮ তোলা; এই ক্বাথের সহিত রস (রসসিন্দূর) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়া, শীতল শয্যায় শয়ন উপবেশনাদি করিয়া থাকিলে; অথবা মধুর গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে সত্বর তৃষ্ণারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রস শব্দস্য ব্যবহারঃ।

যত্রৈব কেবলো রস স্তত্র ভস্মসূতো বোধ্যঃ॥

রস শব্দের ব্যবহার।

যে যোগের (ঔষধের) মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই, অথচ রস শব্দের উল্লেখ আছে, সে স্থলে রস শব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবেক।

শীতল জলং।

মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি তৃষাদাহস্ত্রীমদ্য ভৃশকর্ষিতাঃ।
পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্ত মদাত্যয়ে॥

শীতল জল।

মূর্চ্ছা, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, দাহ, স্ত্রীসঙ্গম ও মদ্য; এই সকল দ্বারা অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে, শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। এবং রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগেও শীতল জল পান বিধেয় বলিয়া জানিবে।

জল-প্রয়োজনং॥

মূর্চ্ছাময়াতুরঃ সন্ দীনস্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং যাচন্।
লভতে ন চেত্তদায়ং মরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘবেগং বা॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারি বার্য্যতে।
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরং।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈ র্বিমুচ্যতে॥

জল প্রয়োজন।

যে মুর্চ্ছারোগী তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করে, তৎকালে তাহাকে জল না দিলে তাহার মুর্চ্ছা দীর্ঘকাল স্থায়িনী হয়, অথবা তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

অত্যন্ত তৃষ্ণা হইলে মূর্চ্ছা জন্মিতে পারে এবং যখন সেই মূর্চ্ছাতেই মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে [illegible] অবস্থাতেই জল নিষেধ রাখা উচিত নহে। [illegible] জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার সময়ে জল না পাইলে ক্ষণকালের মধ্যেই মৃত্যু হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা।

অতি জলপানস্য দোষঃ।

অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা
নিরম্বুপানাচ্চ তএব দোষাঃ।
তস্মাদ্‌বুধঃ প্রাণ-বিবর্দ্ধনার্থং।
মুহুর্মুহুর্ব্বারি পিবেদভূরি॥

অতি জলপানের দোষ।

জলাভাবে মৃত্যু হয় বলিয়া, অধিক জল পান করাও উচিত নহে, কারণ অতিরিক্ত জল পান করিলে নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। আবার তৃষ্ণার অনুপযুক্ত অল্প পরিমাণে জল পান করিলেও বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে জল পান করাই ব্যবস্থেয়।

মহোদধিরসঃ।—

তাম্রঞ্চৈব বঙ্গঞ্চৈব সূতং তালং সতুত্থকং।
বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাঘ্নদ্বল্লমাত্রতঃ॥

মহোদধিরস।

তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল এবং তুঁতে; এই পঞ্চ দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। তদনন্তর বটের ঝুরির রসে ১ এক দিবস ভাবনা দিয়া ৩ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুমুদেশ্বরোরসঃ।—

মৃততাম্রস্য ভাগৌদ্বৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকং।
যষ্টিমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভং॥
সৈব্যাঞ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্।
চন্দনং সারিবামুস্তং ক্ষুদ্রৈলা নাগকেশরং।
সর্ব্বতুল্যা তথালাজা পচেৎ ষোড়শিকৈ র্জলৈঃ॥

অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্রযুতস্তু তৎ।
ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং কুমুদেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগ-
চিন্তামণৌ তৃষ্ণাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি উনবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

কুমুদেশ্বর রস।

তাম্র ২ ভাগ এবং বঙ্গভস্ম ১ ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া যষ্টিমধুর ক্বাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধমাষা (৩ রতি) পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিবে, এবং পশ্চাৎ রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোটএলাচি ও নাগকেশর; এই পঞ্চ দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, অবশিষ্ট ১৬ ষোলতোলা। একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিয়া এই ক্বাথ গ্রহণ করিবে, তদুপরে তাহাতে শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। এই কুমুদেশ্বর রস নিশ্চয়ই ছর্দ্দি ও তৃষ্ণা রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
তৃষ্ণাধিকার সমাপ্ত।

ইতি উনবিংশ-অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ।

মূর্চ্ছায়াঃ সাধারণ-চিকিৎসা।—

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ মহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি॥

অনন্তর মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে;

মূর্চ্ছার সাধারণ চিকিৎসা।

শীতল জলাভিষেক, অবগাহন (পুষ্করিণী, তড়াগাদি জলাশয়ের জল-মধ্যে মগ্ন হইয়া স্নানকরণ), পদ্মরাগাদি মণিগ্রথিত হার ধারণ, বেণারমূল, চন্দনাদি ঘর্ষণপূর্ব্বক গাত্রে লেপন, তালবৃন্তাদি ব্যজন (পাখা) দ্বারা বায়ু-সেবন এবং কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত পানীয় পান; এই সকল সর্ব্ববিধ মূর্চ্ছারোগীর পক্ষে অতীব উপকারী বলিয়া জানিবে।

রক্তজ-মদ্যজ-বিষজ-মূর্চ্ছানাং চিকিৎসা।—

রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ।
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেৎ যথাসুখং।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ॥

রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজমূর্চ্ছার চিকিৎসা।

রক্তদর্শন জন্য মূর্চ্ছারোগে শীতল ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে মদ্যপান হেতু মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, ঔষধ দ্বারা রোগীর উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া, রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে। এবং বিষপান জন্য মূর্চ্ছা জন্মিলে, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে।

কোলমজ্জাদিঃ।—

কোলমজ্জোষণোশীরকেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাম্বা মধুসংযুতাং॥

কোলমজ্জাদি।

কুলের আঁঠির শাঁস, পিপুল, বেণার মূল এবং নাগকেশর; এই সকল দ্রব্য শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া লেহনপূর্ব্বক সেবন কারিলে মূর্চ্ছারোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দুরালভাক্কাথাদিঃ।—

পিবেদ্দুরালভাক্কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগো পয়সোঽপি বা।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥

দুরালভাক্কাথাদি।

২ দুই তোলা দুরালভা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্কাথ ছাকিয়া ।।০ অর্দ্ধতোলা মধুসহ সেবন করিলে; ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে এবং দুগ্ধ পান অথবা কৌম্ভ (১০০ একশত বৎসরের পুরাতন) ঘৃত গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে, ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অঞ্জনাদিঃ।—

অঞ্জনান্যবপীড়শ্চ ধূমঃপ্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দ্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্যাববোধনে॥

অঞ্জনাদি।

অপস্মার রোগে কথিত অঞ্জন সকল প্রয়োগ, রসুন, আদা প্রভৃতির রস দ্বারা নস্য প্রদান, ধূমপ্রয়োগ, প্রধমন (মরিচ, পিপুল-আদির চূর্ণ দ্বারা নস্য প্রদান), সূচীদ্বারা অঙ্গাদি বেধন, উষ্ণ (সন্তপ্ত) লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে পীড়ন, কেশ লোমাদি আকর্ষণ, দন্তদ্বারা গাত্রাদি দংশন এবং গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ; এই সকল ক্রিয়া করিলে সংন্যাসাদি রোগে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে।

অশ্বগন্ধারিষ্টঃ।—

তুলার্দ্ধং চাশ্বগন্ধায়া মুশল্যাঃ পলবিংশতিঃ।
মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্ম্মধুকস্য চ।
রাস্না বিদারী পার্থানাং মুস্তকত্রিবৃতোরপি।
ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদনন্তাশ্যামযোস্তথা।
চন্দনদ্বিতয়স্যাপি বচায়াশ্চিত্রকস্য চ।
ভাগানষ্টপলান্ ক্ষুণ্ণানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।

ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ং।
বোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতক চতুঃপলং।
চতুঃপলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরং।
মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং পলার্দ্ধং পরিমাণতঃ।
মূর্চ্ছায়াপস্মৃতী শোষমুন্মাদমপিদারুণং।
কার্শ্যমর্শাংসি মন্দত্বমগ্নের্ব্বাতভবান্ গদান্।
অশ্বগন্ধারিষ্টোহয়ং পীতো হন্যাদসংশয়ং॥

অশ্বগন্ধারিষ্ট।

অশ্বগন্ধা ৫০ পঞ্চাশপল, তালমূলী ২০ কুড়িপল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মূথা ও তেউড়ী মূল; প্রত্যেকে ১০দশপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিতার মূল; প্রত্যেকে ৮ আটপল; এই সকল দ্রব্য অল্প কুট্টিত করিয়া, ৫১২ পাঁচশত বারসের জলে পাক করিয়া ৬৪ চৌষট্টিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া জলীয় ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর ধাইফুল চূর্ণ ১৬ যোল পল, মধু ৩৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিপল, মরিচচূর্ণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল, নাগকেসর চূর্ণ ২পল; এই সকল চূর্ণ উক্ত ক্বাথে নিক্ষেপ করতঃ একটী বৃহৎ মৃত্তিকার পাত্র মধ্যে পুরিয়া, সেই পাত্রের মুখরুদ্ধ করিয়া ১ এক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে ১ এক মাস অন্তে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ অরিষ্ট গ্রহণ করিবে। ইহা বৃদ্ধি ক্রমানুসারে ১ এক তোলা হইতে ৪ চারিতোলা মাত্রায় পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করিলে, মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কার্শ্য, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য এবং বাতজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন দ্বারা মূর্চ্ছা, অপস্মার প্রভৃতি ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সুধানিধিরসঃ।

কণা মধু যুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ।
শীতসেকাবগাহাদি সর্ব্বং বা শীতলং ভজেৎ।
সুধানিধিরসো নাম মদমূর্চ্ছা বিনাশনঃ॥৭

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগ-চিন্তামণৌ মূর্চ্ছাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সুধানিধিরস।

পিপুলচূর্ণ ও রসসিন্দূর সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে এবং গাত্রাদিতে শীতলজল সেচন, শীতল জলে অবগাহন (স্নান) ও শীতল দ্রব্য পথ্য করিবে। এই সুধানিধিরস ঔষধ সেবন দ্বারা মূর্চ্ছা ও মদ (মদাত্যয়) রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
মূর্চ্ছাধিকার সমাপ্ত।

ইতি বিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পানাত্যয়াধিকারঃ।

বন্যকরীষাদি।—

বন্যকরীষঘ্রাণাজ্জলপানাল্লবণভক্ষণাদ্বাপি।
শাম্যতি পূগমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ॥

অতঃপর পানাত্যয়রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

বন্যকরীষাদি।

বন্যকরীষ (শুষ্ক গোময় অর্থাৎ ঘুঁটে) আঘ্রাণ করিলে, জলপান করিলে অথবা লবণ ভক্ষণ করিলে, সুপারী ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হইয়া থাকে। এবং চিনির কবল করিলে চূর্ণ (চূর্ণ) ভক্ষণ নিমিত্তক মদাত্যয় পীড়ার শান্তি হয়।

শঙ্খচূর্ণম্।—

শঙ্খ চূর্ণরজোঘ্রাণং স্বল্পং মদমপোহতি॥

শঙ্খচূর্ণ।

নাসিকা দ্বারা শঙ্খচূর্ণ আঘ্রাণ করিলে অল্প মত্ততা নিবারিত হয়।

কুষ্মাণ্ডরসঃ।—

কুষ্মাণ্ডরসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাশু মদনকোদ্রবজম্॥

কুষ্মাণ্ডরস।

কুষ্মাণ্ডের রস গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মদনফল ও কোদ্রব (কোদোধান্য) ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

শর্করাদুগ্ধম্।—

ধূস্তুরজং দুগ্ধং সশর্করং পানযোগেন॥

শর্করাদুগ্ধ।

ইক্ষুচিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে, ধুতুরা ভক্ষণ হেতুক মত্ততা নিরাকৃত হইয়া থাকে।

রসামৃতম্।—

মাতুলুঙ্গদ্রবৈঃ সূতঃ ভাবিতো বাসরাবধি।

গন্ধকস্য পলান্যষ্টৌ নাগং তৎপাদ সংযুতং।
একীকৃত্যাথ সংভাব্যং হস্তিশুণ্ডী রসৈস্ত্রিধা।
ধুমসবৈস্ত্র্যহং ভাব্যং রামঠেন ত্র্যহং ত্র্যহম্।
শুষ্কং কাচঘটে ন্যস্য যামানষ্টৌ প্রদীপয়েৎ।
সিকতাখ্যেন যন্ত্রেণ বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ।
রক্তিকাদ্বিতয়ং যোজ্যং মদাত্যয়নিবৃত্তয়ে।
মধুনামলকৈর্নিত্যং রাজার্হস্তু রসামৃতম্॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগচিন্তামণৌ
পানাত্যয়াধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

রসামৃত।

একদিবস মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) লেবুর রসে ভাবিত ৮ পল পারদ, শোধিত গন্ধক ৮ পল এবং শোধিত বঙ্গ ২ পল; এই দ্রব্যত্রয় একত্রিত করতঃ ক্রমাণ্বয়ে হাতিশুঁড়া গাছের পাতার রসে, ধুমসবের (মুথার) রসে ও রামঠের (ধলা আঁকড়ার) রসে ৩ তিনদিবস করিয়া ভাবনা দিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, পরে উহা একটী কাচকুপীর মধ্যে রাখিয়া, বালুকাযন্ত্রে ৮ প্রহর পাক করিয়া লইবে। বিদ্যাবিশারদ বৈদ্য এই ঔষধ ২ রত্তি পরিমাণে মধু ও আমলকীচূর্ণ অনুপান সহ মদাত্যয়রোগীকে সেবন করিতে দিবেন। এই "রসামৃত" ঔষধ রাজার ব্যবহার্য্য বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে পানাত্যয়াধিকারে একবিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দাহাধিকারঃ।

দাহস্য সাধারণ চিকিৎসা।

ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চসুশীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ।
অন্তর্দ্দাহং শময়েদেতৈশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ॥

অনন্তর দাহরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

দাহরোগের সাধারণ চিকিৎসা।

রক্তচন্দন সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ অথবা বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথ এবং অন্যান্য শীতল দ্রব্য দ্বারা অন্তর্দ্দাহ নিবারিত হয়। ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵০ অর্দ্ধপোয়া জানিবে।

ধন্যাকজলম্।—

বুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাং।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূরপ্ররূঢ়মপি॥

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিতে প্রয়োগ-
চিন্তামণৌ দাহাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ধন্যাকজল।

রাত্রিতে ২ তোলা ধনিয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ ৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে বস্ত্র দ্বারা সেই জল ছাঁকিয়া, ।০ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বহুকালস্থায়ী অন্তর্দ্দাহও নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে দাহা-
ধিকারে দ্বাবিংশতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথোন্মাদাধিকারঃ।

শ্বেতোন্মত্ত পায়সঃ।—

শ্বেতোন্মত্তোত্তরদিঙ্ মূলসিদ্ধস্তু পায়সঃ।
গুড়াজ্যসহিতোহন্তি সর্ব্বোন্মাদাংশ্চ সর্ব্বজান্॥

অনন্তর উন্মাদরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

শ্বেতোন্মত্তপায়সঃ।

শ্বেতধুতুরা বৃক্ষের উত্তরদিগের মূল ১ পল, তণ্ডুল ৪ পল এবং দুগ্ধ /৪ চারিসের; ইহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক পায়স প্রস্তুত করিবে। এই পায়স ঘৃত ও গুড় সহ ভক্ষণ করিলে উন্মাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা—ধুতুরামূলের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত পরিমাণে এক্ষণে ব্যবহার হইতে পারে না; সুতরাং অতি সাবধান হইয়া এই সকলের মাত্রা স্থির করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। যেহেতু, অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, উহা দ্বারা বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। অধিক কি উহাদ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে, কারণ ধুতুরা এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য জানিবে।

তালশাখজরসঃ।—

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ॥

তালশাখজরস।

তালশাখার রস মধুর সহিত অথবা কেবল তালশাখার রস সেবন করিলে উন্মাদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নস্যাভ্যঞ্জন।—

রসো নস্যোঽভ্যঞ্জনে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে॥

নস্য ও অভ্যঞ্জন।

সর্ষপ তৈল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অথবা সর্ষপ তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলেও উন্মাদরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

চটকীমাংসক্ষীরং।—

অপক্কচটকীক্ষীর পিষ্টোন্মাদবিনাশিনী।
বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানস্থাতপে ন্যসেৎ॥

চটকীমাংসক্ষীর।

উন্মাদ রোগীকে শিশু চটকীর (চড়াই পক্ষীর শাবকের) মাংস পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পান করাইয়া, রোগীকে সর্ব্বাঙ্গে সরিষার তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) শায়িত করতঃ আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। উহাতে নিশ্চয়ই উন্মাদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পানীয়কল্যাণ ক্ষীরকল্যাণৌ।—

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকং।
স্থিরা নতং রজন্যৌ দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকাঃ॥
নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠা দন্তীদাড়িমকেশরং।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবং॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষ সমন্বিতৈঃ।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলেক্ষয়ে।
বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়ক চাতুর্থকে।
ছর্দ্দ্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পোপহতেষু চ।
কণ্ডূ পাণ্ড্বাময়োন্মাদে বিষমেহগরেষু চ।
দোষোপহত চিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাং।
শতং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানামায়ুর্বর্ণ বলপ্রদং।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহবিনাশনং।
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ।
অনুক্ত লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ।
দ্বিজলং সচতুঃ ক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ত্বিদং॥

পানীয় কল্যাণ ঘৃত।

রাখালশশার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৌন্তী (রেণুকা), দেবদারু, এলবালুকা, স্থিরা (শালপাণী), নত (তগরপাদুকা), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, তালীশপত্র, ব্যাকুড়, নূতন মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; এই ২৮ অষ্টাবিংশতি দ্রব্য কল্কার্থ

উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ ষোলসের জলসহ এবং /৪ চারিসের উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, বাতরক্ত, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বমি, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, কণ্ডূ, পাণ্ডু, উন্মাদ, বিষদোষ, প্রমেহ ও গরদোষ রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত পান করিলে ভূতোপহতচিত্ত ব্যক্তির চিত্ত প্রসাদন ও যাহার বাক্য অপরিস্ফুট, তাহার বাক্যের জড়তা বিনষ্ট করে; এবং ইহা দুর্ব্বল ব্যক্তি ও বন্ধ্যানারীগণের পক্ষে অতীব উপকারী। বিশেষতঃ ইহা আয়ুঃ, বর্ণ ও বলবর্দ্ধক; অলক্ষী, পাপরক্ষঃ ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহ বিনাশক। এই পানীয় কল্যাণক ঘৃত পুংসবন অর্থাৎ পুত্রাদি সন্তানোৎপাদক হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া জানিবে।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত।

রাখালশশা বা মামালাড়ু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী (ছালানী), তপরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িম, নাগকেশর, তালীশপত্র, ব্যাকুড়, নবমালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে (পীঠানী), কুড়, রক্তচন্দন, ও পদ্মকাষ্ঠ; এই আটাইশটী দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র গ্রহণকরতঃ কুট্টিত করিয়া কল্কার্থ গ্রহণ করিবে; এবং /৮ আটসের জল ও ।৬ ষোলসের গোদুগ্ধ সহ /৪ চারিসের গব্য ঘৃত পাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃত পূর্ব্বোক্ত পানীয় কল্যাণক ঘৃতের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ এই ক্ষীরকল্যাণক ঘৃত দ্বারাও অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়, বাতরক্ত, প্রতিশ্যায়, তৃতীয়ক জ্বর, চাতুর্থকজ্বর, বমি, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কণ্ডূ, পাণ্ডু, উন্মাদ, বিষদোষ, প্রমেহ ও গরদোষ বিনষ্ট হয় এবং ইহা ভূতোপহতচিত্ত ব্যক্তি, গদ্গদভাষী, অল্পচেতঃশীল ব্যক্তি এবং বন্ধ্যাস্ত্রীগণের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ উহাদিগের আয়ুঃ, বর্ণ ও বল বর্দ্ধিত করে; অলক্ষ্মী, পাপ-রক্ষঃ ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহনাশক এবং পুংসবনে (সন্তানোৎপাদনে) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

চৈতসং ঘৃতম্।—

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যো রাস্নৈরণ্ডত্রিবৃদ্বলা।
মূর্ব্বা শতাবরী চেতি ক্বাথ্যৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈ।
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্।
ঘৃতপ্রস্থোঽত্রপক্তব্যঃ ক্বাথো দ্রোণাম্ভসা ঘৃতাৎ।
চতুর্গুণোঽত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকেরিতঃ॥

চৈতসঘৃত।

বেলছাল, সোণাছাল, গণিয়ারীছাল, পারুলছাল, শালপাণী (ছালানী), চাকুলে (পীঠানি), কণ্টকারী, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ী-মূল, বেড়েলা, মূর্ব্বা (সুচমুখী) ও শতাবরী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ চৌষট্টি সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোল-সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া জলীয়ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ১৬ ষোলসের ক্বাথ, এবং কল্কার্থ পানীয় কল্যাণক ঘৃতোক্ত দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ রাখালশশা বা মামালাড়ুর মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমফলের ছাল, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী (ব্যাকুড়), মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে (পীঠানী), কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের পরিমাণে লইয়া, তৎসহ /৪ চারিসের গব্য ঘৃত যথানিয়মে পাক করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে সকল প্রকার চিত্তবিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিবাঘৃতম্।—

শিবায়াস্তু সুপূতায়াঃ পলাৎ পঞ্চশতং পলং।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলযুগাৎ পৃথক্।
কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টি শরাবৈরম্ভসাং পচেৎ।
পক্ত্বা পাদাবশিষ্টেন তেন ক্বাথোদকেন চ।
ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবানাঞ্চতুষ্টয়ং।
মধুযষ্টিক মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ চন্দনপদ্মকৈঃ।
বিভীতক শিবা ধাত্রী বৃহতী তগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গং দাড়িমং দন্তী দেবদারু হরেণুভিঃ।
তালীশং কেশরং শ্যামা বিশালাশালপর্ণীভিঃ।
প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলী যুগলোৎপলৈঃ।
হরিদ্রা যুগলানন্তা মেদৈলাহরিবালুকং।
সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষ সমন্বিতৈঃ।
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যত্তু তন্মে নিগদিতং শৃণু।
দেবাসুর গ্রহগ্রস্তে র্মানুষৈরাক্ষসৈস্তথা।
গন্ধর্ব্বাকর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে।
ভূতৈরপ্যভিভূতেচ পিশাচৈঃ পরিপ্লুতে।

ভুজঙ্গমগৃহীতেন তথাজাঙ্গলভক্ষিতে।
যক্ষৈরপি পরিক্ষিতে ভয়ৈরপ্যর্দ্দিতে ভৃশং।
শস্যতে সর্ব্ববাতেষু সর্ব্বাপস্মার এবচ।
শোষে শোথে ক্ষয়েকাসে পীনসেচ মদাত্যয়ে।
মেহে.মূত্রগদে চৈব জ্বরে চৈব প্রশস্যতে।
প্রমেহে শূলরোগে চ যুজ্যতে বিষমজ্বরে।
বৃষ্যং বর্ণকরং হৃদ্যং বন্ধ্যানামপি পুত্রদং।
আয়ুর্ব্বেদার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ সিদ্ধিদং সমুদীরিতং।
শিবাঘৃত মিদং নাম্না শিবয়োন্মাদিনাং সদা॥

শিবাঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /৮ আটসের; ক্বাথার্থ শৃগালের মাংস ৫০ পঞ্চাশ পল; পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের ও বেল, শোণা, গণিয়ারী, পারুল, গাম্ভারী, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর প্রত্যেকে ৫ পাঁচ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমফলের ছাল, দন্তীমূল, দেবদারু, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্যামালতা, রাখালশশার মূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, ছোটএলাচি, এলবালুকা ও চাকুলে এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া প্রতি দিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে; দেব, অসুর, গ্রহ, দুষ্ট মনুষ্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগ্রহ, ভূত, পিশাচ, ভুজঙ্গম, জাঙ্গল জন্তু ও যক্ষ প্রভৃতি কর্ত্তৃক গৃহীত বা উহাদের ভয়ে সমাচ্ছন্ন অপস্মার রোগী নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে। এই ঘৃত সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, সকলপ্রকার অপস্মার রোগ, শোষ, শোথ, ক্ষয়, কাস, পীনস, মদাত্যয়, প্রমেহ, বহুমূত্র, জ্বর, শূলরোগ ও বিষম জ্বরে অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। অধিকন্তু ইহা বৃষ্য, বর্ণকর, হৃদ্য ও বন্ধ্যা নারীগণের পুত্রদ। আয়ুর্ব্বেদার্থজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, এই শিবাঘৃত সর্ব্ববিধ সিদ্ধিপ্রদ এবং উন্মাদরোগীর নিঃসন্দেহ মঙ্গলজনক অর্থাৎ ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই উন্মাদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহানারায়ণং তৈলম্।—

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতীশ্বদংষ্ট্রা শ্যোণাক বাট্যালক পারিভদ্রং।
ক্ষুদ্রাকটুঙ্গাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানী চৈষাং শরণীযুতানাং।

মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং সপাদপ্রস্থ বিধিনোদ্ধৃতানাং।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন।
তৈলাঢকাভ্যাং সমমেবদুগ্ধমাজং বিদদ্যাদথবাপি গব্যং।
একত্র সম্যক্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দদ্যাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাং।
তৈলেন তুল্যং পুনরেব পত্র রাস্নাশ্বগন্ধামিবিদারু কুষ্ঠং।
পর্ণী চতুষ্কাগুরুকেশরাণি সিন্ধূত্থ মাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ।
শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাতুযষ্টি তগরাব্দপত্রং।
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বুবচা পলাশং শুণ্ঠী চ স্থৌণেয়ক চোরকাখ্যং।
এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈ রালোড্য সর্ব্বং বিধিনাবিপক্বং।
নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং কর্পূরকাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং।
দত্বা সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ প্রয়োগ-দৌর্গন্ধ-নিবারণায়।
চূর্ণীকৃতানাং দ্বিপলপ্রমাণং সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্ব্বিধিবৎ প্রযোজ্যং।
আশ্বেব পুংসাং পবনার্দ্দিতানাং মেকাঙ্গ শুষ্কার্দ্দিত বেপনানাং।
যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিনশ্চ বাধির্য্যশুক্রক্ষয় পীড়িতাশ্চ।
মন্যাহনুস্তম্ভ শিরোগদার্ত্তা মুঞ্চাময়াস্তে বলবর্ণ যুক্তাঃ।
সংসেব্য তৈলং সহসাভবন্তি বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রং।
বীরোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ।
নাতঃপরং তৈলবরংসদাস্তে বায়ুঃপ্রকর্ষং প্রমদাপ্রিয়ত্বং।
প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং বিজয়ঞ্চ নিত্যং রক্ষাংসি পাপানি নিহন্তি নূনং
জিহ্বানিলে দন্তগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনার্দ্দিতানাং।
শাখাগতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বাতাপহং তৈলমিদং বদন্তি।
বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনানাং তৈলোপযোগেন নরোদৃঢাঙ্গঃ।
বাতাময়ে বৈদ্যবরেণ যুক্ত মুন্মাদ কৌব্জাদি বিকর্ব্বিতে চ॥

মহানারায়ণ তৈল।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল ।৬ সের, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের, শতাবরীর রস ।৬ ষোলসের; ক্বাথার্থ বেলমূলের ছাল, অশ্বগন্ধার মূল, বৃহতী, গোক্ষুর, শ্যোণাছাল, বেড়েলা, পালিথামাদারের ছাল, কন্টকারী, শোণাল, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাদালিয়া ও পারুল; এই সকল প্রত্যেকে /২॥ আড়াইশের, পাকার্থ জল ৮ আটদ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ এবং কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপানী, চাকুলে, মুগাণী, মাষাণী, অগুরুকাষ্ঠ, নাগকেশর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলেয়, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল, এলাচি, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, দারু-

চিনি, অষ্টবর্গ (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলীও ক্ষীরকাকোলী), বালা, বচ, পলাশবৃক্ষেরছাল, শুণ্ঠী, স্থৌণেয়ক, (গেঁঠেলা) ও চোরক নামক গন্ধদ্রব্য ; এই সকল বস্তু কুট্টিত প্রত্যেকে ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই নারায়ণ তৈল অতি মহৎ বলিয়া জানিবে। কেহ২ ইহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া সুগন্ধি করিবার নিমিত্ত কর্পূর, কাশ্মীর (কুঙ্কুম) ও মৃগাণ্ডজ (কস্তুরী) প্রত্যেকে ২ পল মাত্রায় দিতে বলিয়া থাকেন। এই তৈল অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে বায়ুরোগ পীড়িত, পক্ষাঘাতাক্রান্ত, কম্পিত, পঙ্গু, বধিরতা, শুক্রক্ষয়, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও শিরোরোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সহসাই বল ও সুন্দর বর্ণপ্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা বন্ধ্যানারী বীরোপম, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সুমেধাযুক্ত, শ্রী ও বিনয়ান্বিত পুত্র লাভ করিতে পারে। এই নারায়ণ তৈল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৈল অতি দুর্লভ। ইহা দ্বারা শরীরের বর্ণ, স্ত্রীসঙ্গমে সক্ষমতা, লক্ষ্মী ও বিজয় নিত্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহাদ্বারা রক্ষঃ ও পাপ দূরীভূত হয়। বায়ুরোগীর বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া জিহ্বা, দন্ত, শাখা, (হস্ত পদাদি) ও কোষ্ঠ প্রভৃতি আশ্রয় করিলে, তদবস্থায় এই তৈল দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই তৈল ব্যবহার দ্বারা নবযুবার ন্যায় রূপ ও শরীর সাতিশয় দৃঢ়তর হইয়া থাকে। সুবিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক এই তৈল বাতকর্ত্তৃক উন্মাদ ও কৌব্জ প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভূতভৈরবো রস।—

মৃতসূতার্কলৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা।
স্রোতোঽঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
তত্তুল্যাদ্দ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদপস্মারহরং ঘৃতৈঃ।
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষং নরমূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোঽয়ং ভূতভৈরবঃ॥

ভূতভৈরব রস।

মৃতসূত (রসসিন্দূর), অর্ক (তাম্র), লৌহ, শিলা (মনঃশিলা), গন্ধক, তাল (হরিতাল) এবং স্রোতাঞ্জন ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণিত করতঃ নরমূত্র (মনুষ্যের মূত্র) সহ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং উহা দ্বিগুণ গন্ধক সহযোগে লৌহময় পাত্রে রাখিয়া অগ্নি সংযোগে কিছুকাল পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে, জলসহ পেষণ করিয়া ৫ পাঁচরতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতি দিবস ইহার এক একটী বটীকা সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল (সচল) লবণ,

শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমান মাত্রায় লইয়া নরমুত্র ও গব্যঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক ২ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। এই "ভূতভৈরব রস" ঔষধ সেবন দ্বারা নিশ্চয়ই অপস্মার রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

উন্মাদাঙ্কুশোরসঃ।—

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাষ্ট্রীদ্রাবৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিজলৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যাথ চটিকাং।
কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।
তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষং।
মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥

ইতি উন্মাদাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

উন্মাদাঙ্কুশরস।

১ একতোলা পারদ ধুতুরার রসে ৩ তিনদিবস, মহারাষ্ট্রীর (জলপিপুলের) রসে ৩ দিন এবং বিষমুষ্টির (কুচিলার) রসে ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া, সেই পারদসহ সমানভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক মিশ্রিত করতঃ যথানিয়মে পাক করিয়া বন্ধন করিবে। তদনন্তর তৎসহ ধুতুরাবীজ, অভ্র, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ১ এক ১ এক তোলা মিশ্রিত করতঃ ৩ তিনদিবস মর্দ্দিত করিয়া ৩ তিনরতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার এক একটী বটী অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে বাতপিত্তাদি দোষজ উন্মাদ এবং ভূতাদিগ্রহ জন্য উন্মাদরোগ অতি সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি উন্মাদরোগাধিকার সমাপ্ত।

অথাপস্মারাধিকারঃ।

নকুলোলূক মার্জ্জার গৃধ্রকীটাহি কাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ভিষক্।
পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্ন মঞ্জনং।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং মতং।
রবের্দ্দলং সমাপেষ্য নাসারন্ধ্রং প্রপূরয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ পরিসন্তপ্য কীটঃ পততি দুঃসহঃ॥

নকুল (বেজী), উলূক (হুতুমপেঁচা), মার্জ্জার (বিড়াল), গৃধ্র (হাড়গিলা পক্ষী), কীট, অহি (সর্প) এবং কাকপক্ষী; এই সকল জন্তুর মস্তক, (মুণ্ড),

পক্ষদেশ অথবা বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রয়োগ করিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয়। কুকুরের পিত্ত পুষ্যানক্ষত্রে গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন অথবা ঘৃতসহ ধূপ প্রয়োগ করিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আকন্দের পাতা পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নাসিকার ছিদ্রদ্বয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ নাসিকা হইতে কীট পতিত হইয়া কীট জন্য অপস্মাররোগ (যাহাকে সাধারণে মৃগীরোগ বলিয়া থাকে) বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকঘৃতং।—

কুষ্মাণ্ডক রসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ।
যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপান মপস্মার বিনাশনং॥

কুষ্মাণ্ডকঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের; কুষ্মাণ্ডের (কুমুড়ার) রস ঘৃতের ১৮ অষ্টাদশ গুণ অর্থাৎ ১৮২ একমণ বত্রিশসের এবং কল্কার্থ কুট্টিত যষ্টিমধু /১ একসের। এই সকল দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিলে নিশ্চয়ই অপস্মাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পলঙ্কষাদ্যং তৈলং।—

পলঙ্কষা বচা পথ্যা বৃশ্চীকাল্যর্ক সর্ষপৈঃ।
জটিলাপূতনাকেশী লাঙ্গলী হিঙ্গু চোরকৈঃ।
লসুনাতিরসাচিত্রা কুষ্ঠৈর্ব্বিড়্ভিশ্চ পক্ষিণাং।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈল মপস্মার বিনাশনং॥

পলঙ্কষাদ্য তৈল।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের; পলঙ্কষা (গুগ্‌গুলু), বচ, হরীতকী, বৃশ্চীকালী (বিছাতী), আকন্দমূল, শ্বেতসর্ষপ, জটিলা (জটামাংসী), পূতনাকেশী (ভূকেশী), লাঙ্গলী (ঈশলাঙ্গলিয়া), হিঙ্গু, চোরপুষ্পী, লসুন, অতিরসা (যষ্টিমধু), চিত্রা (দন্তীমূল), কুড় এবং মাংসাশীপক্ষীর বিট্ (বিষ্ঠা); এই সকল দ্রব্য কুট্টিত কল্কার্থ সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের এবং ছাগমুত্র ।৬ ষোলসের। এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল-পাকের বিধি অনুসারে তৈল পাক করিবে। এই তৈল প্রত্যহ গাত্রাদিতে অভ্যঞ্জন (মর্দ্দন) করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগ নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রব্রহ্মীবটী।—

মৃত সূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তারং তাপ্যং বিষং সমং।

পদ্মকেশরসংযুক্তং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দ্রবৈঃ।
স্নুহ্যগ্নিবিজয়ৈরণ্ড বচা নিষ্পাব শূরণৈঃ।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং তদ্গোলং পাচয়েৎ পুনঃ।
কঙ্গুলীসর্ষপোত্থেন তৈলেন গন্ধসংযুতং।
ততঃ পক্ত্বা সমুদ্ধৃত্য চণমাত্রা বটী কৃতা।
ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু।
অপস্মারং জয়ত্যাশু যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥

ইতি অপস্মারাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী।

মৃতসূত (রসসিন্দূর), অভ্র, তীক্ষ্ণ (লৌহ), তার (রূপা), তাপ্য (স্বর্ণমাক্ষিক), বিষ এবং পদ্মকেশর; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া স্নুহী (মনসাসীজ), অগ্নি (রক্তচিতা), বিজয়া (ভাঙ্), এরণ্ড (ভেরেণ্ডা), বচ, নিষ্পাব (সীম), শূরণ (ওল) ও নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা); ইহাদের প্রত্যেকের রসে একদিবস করিয়া ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া, পুটপাক দ্বারা পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে পুনর্ব্বার তৎসহ সমান পরিমিত গন্ধক মিশ্রিত করতঃ কঙ্গুলী (কাওন) তৈল ও সর্ষপতৈল সহ পাক করিয়া চণক প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ইন্দ্রব্রহ্মী বটী বলে।

ইতি অপস্মারাধিকার সমাপ্ত।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

বাতরোগস্য চিকিৎসা-সূত্রম্।—

স্বাদ্বম্ললবণ স্নিগ্ধৈ রাহারৈর্ব্বাতরোগিনঃ।
অভ্যঙ্গস্নেহ বস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥

অনন্তর বাতব্যাধির চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

বাতরোগের চিকিৎসা সূত্র।

স্বাদু (মধুর), অম্ল ও লবণ রসান্বিত স্নিগ্ধ আহার, অঙ্গ প্রভৃতিতে তৈলাদি মর্দ্দন, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য সেবন এবং বস্তিশোধন ইত্যাদি ক্রিয়াদ্বারা বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

বাতরোগস্য চিকিৎসা।—

সর্পি স্তৈল বসা মজ্জা পানাভ্যঞ্জন বস্তয়ঃ।
স্বেদাঃ স্নিগ্ধা নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ।
বৃংহণং যচ্চ তৎসর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিনাং॥

বাতরোগের চিকিৎসা।

ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা প্রভৃতি পান, অভ্যঞ্জন (অঙ্গাদিতে মর্দ্দন) ও বস্তিরূপে প্রয়োগ এবং স্নিগ্ধস্বেদ; এই সকল দ্বারা বাতরোগীকে চিকিৎসা করিবে এবং নির্ব্বাত স্থানে (যেখানে আদৌ বায়ুর সঞ্চালন নাই এমত স্থানে) বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। আর যে সকল বৃংহণ (যাহাদ্বারা বল, বীর্য্য, তেজঃ, ওজঃ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে) ঔষধ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ও পশ্চাৎ কথিত হইবে, তাহাও বাতরোগীর পক্ষে অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

নিরাম বাতস্য চিকিৎসা।

নিরামং কেবলং বাত মাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
যবৈর্গ্রাম্যাম্বুজানূপৈ রসৈর্ব্বা স্নেহসংস্কৃতৈঃ।
কৃশরা পায়সাশ্চান্নৈঃ সুস্বিন্নৈঃ স্বেদয়েত্ততঃ।

স্বিন্নস্য চ প্রশাম্যন্তি রুজাস্তম্ভ গ্রহাদয়ঃ।
স্নেহঃ পুষ্ণাতি সংশুষ্কান্ ধাতূন্ পুষ্টিবলপ্রদঃ।
অতঃ পুনঃপুনঃ স্নেহৈঃ স্বেদৈশ্চাপ্যুপপাদয়েৎ।
অতোঽপ্যশান্তৌ মৃদুভিঃ সস্নেহৈস্তং বিরেচয়েৎ॥

নিরাম বায়ুর চিকিৎসা।

প্রথমতঃ কেবলমাত্র স্নেহ প্রয়োগ দ্বারাই নিরাম বায়ুর চিকিৎসা করিবে। তৎপরে গ্রাম্য (ছাগাদি) জন্তু, অম্বুজ (কচ্ছপাদি) জন্তু এবং আনূপ (বরাহাদি) জন্তু; এই সকল জন্তুর স্নেহ সংস্কৃত মাংসরস, কৃশরা (খিচুড়ী), পায়স ও রক্তশালি প্রভৃতি তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন দ্বারা পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকার-স্বেদ-প্রদত্তনিরাম-বায়ুরোগ-যুক্ত ব্যক্তির স্তম্ভ ও বেদনা সমন্বিত নিরাম বায়ুরোগ নিবারিত হয় এবং স্নেহ ঈদৃশ রোগীর সংশুষ্ক ধাতুর পোষণ করে ও শরীরের উপচয় ও বলপ্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে রোগীকে পুনঃ পুনঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। যদ্যপি ইহাতেও রোগের (নিরাম বায়ুর) উপশম না হয়, তবে রোগীকে স্নেহ বস্তু দ্বারা মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

বিরেচক দ্রব্যম্॥—

পত্রমেরণ্ড তৈল মাপায়য়েদ্দোষশোধনং॥

বিরেচক দ্রব্য।

এরণ্ডপত্র এরণ্ড তৈলসহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে বাতরোগীর দাস্ত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

যূষাঃ।—

পটোলফলকৈ র্যূষো বৃষো বাতহরো লঘুঃ।
বাট্যালক কৃতো যূষো পরং বাতবিকারনুৎ।
অভয়াত্রৈব যূষার্থং কুলত্থান্ বাপি চ ক্ষিপেৎ।
মুদ্গোন বাট্যালক যূষস্তু মাষচণকাদ্যঃ প্রচরতি।
ঘৃতেন বিভৃজ্জ্য সৈন্ধবমনুরূপং দেয়ং।
সহমাষরদ্ধিকেন যূষঃ প্রচরতি।
ঘৃতেন বিভৃজ্জ্য সৈন্ধব মনুরূপং দেয়ং।
এবমন্যত্রাপি যূষরসাদৌ॥

যূষপ্রয়োগ।

হরীতকী বা কুলত্থকলাই সহ পটোলফলের বা বেড়েলার যূষ অথবা মুগ, মাষকলায় বা বুটের দাইলের সহিত বেড়েলার যূষ প্রস্তুত পূর্ব্বক ঘৃতে সম্বরণ করিয়া, তাহাতে যথোপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান

করিলে সর্ব্ববিধ বাতবিকার নিবারিত হয়। পরন্তু এই যূষ বৃষ্য বলিয়া জানিবে। সর্ব্ববিধ যূষ, রসাদি ঘৃত দ্বারা সন্তলন (ভর্জ্জন) করিয়া, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা বিধেয় বলিয়া জানিবে।

মাংসরসাঃ।—

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।
অজাশীর্ষাম্বুজানুপ ক্রব্যাদ পিশিতৈঃ পৃথক্।
সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যম্ল ব্যোষ সংযুতান্।
ভোজয়েদ্বাতরোগার্ত্তং তৈর্ব্যক্তলক্ষণৈর্নরং।
অম্বুজাঃ কূর্ম্মাদয়ঃ আনুপা বরাহাদয়ঃ।
ক্রব্যাদা ব্যাঘ্রশ্যেনগৃধ্রাদয়ঃ॥

রস প্রয়োগ।

বেড়েলা, পঞ্চমূলী ও দশমূলী (বেল, শ্যোণা, গাম্ভারী ইত্যাদি), ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে ছাগমস্তক, কচ্ছপাদি জলজজন্তুর মাংস, মহিষ, বরাহ, হংস প্রভৃতি আনূপদেশবাসী পশুপক্ষীর মাংস অথবা ব্যাঘ্র, শ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পশু বা পক্ষীর মাংস পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধ করিয়া মাংসরস প্রস্তুত করিবে। দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত মাংসরসসমূহের যেকোন একটী মাংসরস স্নেহ (তৈলাদি), অম্লদধি এবং ব্যোষ (শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ) সহ সংস্কৃত করিয়া, ব্যক্তলক্ষণ সংযুক্ত বাতরোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মাষাদিপয়ঃ।—

মাষাত্মগুপ্তৈকেরণ্ড বাট্যালক শৃতং পয়ঃ।
হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণং॥

মাষাদি পয়ঃ।

মাষকলায়, শুকশিম্বী, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, দুগ্ধ /৶০ দুইছটাক এবং জল /।৶, দেড়পোয়া; দুগ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই দুগ্ধ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিলে পক্ষাঘাত বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মাষবলাদিঃ।—

মাষবলা শুকশিম্বী কত্তৃণ রাস্নাশ্বগন্ধোরুবুকানাং।
ক্বাথো নস্যনিপীতো রামঠ লবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ।
অপহরতি পক্ষবাত মন্যাস্তম্ভ সকর্ণরুজং।
দুর্জ্জয় মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যং॥

মাষবলাদি পাচন।

মাষকলায়, বেড়েলা, শুক্‌শিম্বী, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও এরণ্ডমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৷৷৷৹ অর্দ্ধসের এবং শেষ ৷৵৹ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায় নাসিকা দ্বারা সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোজনান্তে সায়ংকালে পান করিলে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, কর্ণনাদ, কর্ণবেদনা এবং দুর্জ্জয় অর্দ্দিতরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশমূলী ক্বাথঃ।—

দশমূলস্য নির্য্যূহো হিঙ্গু পৌষ্কর সংযুতঃ।
শময়েৎ পরিপীতস্তু বাতং ঝিঞ্ঝিনি সংজ্ঞকং॥

দশমূলীক্বাথ।

বেলছাল, শ্যোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, গাম্ভীরছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৷৷৷৹ অর্দ্ধসের, শেষ ৷৵৹ দুইছটাক। এই ক্বাথ হিঙ্গু ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঝিন্‌ঝিনি নামক বায়ুরোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ।—

পলমর্দ্ধপলমপি রসোনস্য সুকুট্টিতং।
হিঙ্গু জীরক সিন্ধূত্থৈঃ সৌবর্চ্চল কটুত্রিকৈঃ।
চূর্ণিতৈর্ম্মাষকোন্মানৈ রবচূর্ণ্য বিলোড়িতং।
যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতঃ রুবুক্কাথানুপানতঃ।
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাষ মেকং নিরন্তরং।
বাতরোগান্নিহন্ত্যাশু চার্দ্দিতং সাপতন্ত্রকং।
একাঙ্গরোগিনে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিনে।
ঊরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ।
কটীপৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
বাগ্ভটেন সার্দ্ধপলমিত্যর্থঃ॥

স্বল্পরসোনপিণ্ড।

শুষ্ক কুট্টিত রসুন ১২ তোলা এবং হিঙ্গু, জীরক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১ এক মাষা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া উত্তম প্রকারে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অগ্নি, বলাদি বিবেচনা করিয়া প্রতিদিন ৮ মাষা বা দশমাষা মাত্রায় এরণ্ডের ক্বাথ অনুপান সহ সেবন করিবে। এইরূপে ১ একমাস

অশ্বগন্ধাঘৃতং।—

অশ্বগন্ধা কষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতুর্গুণং।
পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং ঘৃতং মাংস বিবর্দ্ধনং॥

অশ্বগন্ধাঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, অশ্বগন্ধার কাথ।৬ ষোলসের, কল্কার্থ কুট্টিত অশ্বগন্ধা /১ একসের এবং গব্যদুগ্ধ।৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রতি দিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই অশ্বগন্ধা ঘৃত সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি নাশক, বৃষ্য এবং শরীরের মাংস বর্দ্ধক অর্থাৎ অত্যন্ত পুষ্টিকর বলিয়া জানিবে।

মহাছাগলাদ্য ঘৃতং।—

ছাগমাংসং তুলা গ্রাহ্যং দশমূল্যাঃ শতন্তুথা।
অশ্বগন্ধা পলশতং বাট্যালক শতন্তুথা।
ঘৃতাঢ়কং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ।
ক্ষীরং স্নেহসমং দত্ত্বা শতাবর্য্যা রসন্তুথা।
তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অস্য সম্যগ্ বিশুদ্ধস্য কল্কং শুক্তি সমন্বিতং।
জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলং
মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে।
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শঠী।
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ।
এলা পত্রং বরাঙ্গং নাগং জাতী কুসুম ধান্যকং।
মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকশ্চৈলবালুকং।
বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করা প্রস্থসম্মিতং।
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধপাত্রে আদ্রে বা ভাজনে শুভে।
অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্য মতঃপরং।
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য চ দ্বিজান্...
তস্য পাণিতলং গ্রাহ্যং পিবেৎ ক্ষীরানুপানতঃ।

সোন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠবিগ্রহে।
কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে সাপতন্ত্রকে।
ক্রোষ্টুশীর্ষে তথাখঞ্জে কুব্জে চ গৃধ্রসীগদে।
অপতানে মিম্মিনে চ রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে।
আনাহেহর্শোবিকারেচ চাতুর্থকজ্বরেষু চ।
হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে।
দণ্ডাপতানকে ভঙ্গে দাহে চাক্ষেপকে তথা।
জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেফস্তম্ভে জড়ে ভ্রমে।
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা।
অর্দ্ধাঙ্গভেদকে চৈব তিমিরে বাক্যসঙ্গকে।
নক্তান্ধেঽশ্রুনিপাতে চ তথাক্ষিস্পন্দনেঽপি চ।
স্ত্রীণাংবাতহতে রক্তে প্রদরে সর্ব্বসম্ভবে।
যোনিমধ্যগতে বাতে যোনিশূলে চ শস্যতে।
ক্ষণগর্ভে নষ্টশুক্রে মূঢ়গর্ভে বিশেষতঃ।
একাঙ্গস্পন্দনে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে।
নগাদিপতিতে চৈব স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে।
আভিচারিকদোষেষু ধনসন্তাপসম্ভবে।
যে বাতসম্ভবা রোগা যে চান্যে পিত্তসম্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বে চ সংস্থিতাঃ।
মাতৃগ্রহাভিভূতাশ্চ শিশুর্য্যঃ পরিশুষ্যতি।
স্তনাং শুষ্যতি যস্যাশ্চ যস্যাস্তনাং ন বিন্দতি।
ঘৃতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুষ্টি রিবাঙ্কুরান্।

রসায়নো বহ্নিবলপ্রদশ্চ বপুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি রূপং।
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সাতিবেগং ন যাতি তৃপ্তিং সবলঃ সমাংসঃ।
গজেন মত্তেন সমানতেজাঃ চিরায়ুষং পুত্রশতং করোতি।
গতাব্যবৎসা মৃতপুত্রিকা চ অপুত্রিণী পুত্রশতঙ্করোতি।
মহত্তুতং নাম হি ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ।
শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনির্ব্বিশিষ্টঃ॥

মহাছাগলাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ।৬ ষোলসের; ক্কাথার্থ ছাগমাংস ।২॥৹ সাড়েবারসের,

জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের ; দশমূল সমভাগে সমস্তে ।২।।॰ সাড়ে বার-সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের ; অশ্বগন্ধা ।২।।॰ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের ; বেড়েলা ।২।।॰ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ১।।৪ এক মণ চব্বিশসের, শেষ ।৬ ষোলসের। গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের এবং শতাবরীর স্বরস ।৬ ষোলসের। এবং কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাচি, তেজপত্র, শতাবরী, নাগকেশর, জাতীফুল, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম ফলের ছাল, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ এবং জীরক এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেক ৪ চারিতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক এই ঘৃতসহ দৃঢ় তাম্রপাত্রে রাখিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। এবং বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া শীতল হইলে, তাহাতে /২ দুইসের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করতঃ একটী স্নিগ্ধ বা আর্দ্রভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহাদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ অনুপান সহ সেবন করিলে উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠবেদনা, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী, উদ্গার, অম্লপিত্ত, পার্শ্বশূল, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, পাদকণ্টক, হৃদ্রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পঙ্গু, ক্রোষ্টুশীর্ষ, খঞ্জ, কুব্জ, অপতানক, মিন্মিন, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, আনাহ, অর্শ, চাতুর্থক জ্বর, হনূগ্রহ, শোষ, ক্ষীণ, অববাহুক, দণ্ডাপতানক, ভঙ্গ, আক্ষেপক, জীর্ণজ্বর, বিষ, কুষ্ঠ, শেফস্তম্ভ, (ধ্বজভঙ্গ), জড়, ভ্রম, ক্ষীণেন্দ্রিয়তা, শুক্রক্ষয়, শুক্রনিঃসরণ, অর্দ্ধাঙ্গভেদক, তিমির, বাক্‌রোধ, রাত্র্যন্ধতা, অশ্রুনিপাত (চক্ষু দিয়া জল পড়া) ও অক্ষিস্পন্দন রোগ বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু ইহা স্ত্রীলোকে সেবন করিলে তাহাদিগের বায়ু কর্তৃক রক্তবন্ধ, সর্ব্ববিধ প্রদররোগ, যোনি মধ্যগত বায়ুরোগ, যোনিশূল, ক্ষণগর্ভতা, নষ্ট শুক্রতা, গূঢ়গর্ভ, একাঙ্গস্পন্দন, সর্ব্বাঙ্গস্পন্দন এবং পর্ব্বতাদি হইতে পতন, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, আভিচারিক দোষ ও ধনাদি অপহরণ জনিত বাতজ ও পিত্তজ রোগ সকল, শিরোমধ্যগত রোগ এবং জত্রু ও পার্শ্বগত রোগ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে শিশু মাতৃগ্রহাভিভূত ও প্রসূতির স্তন্য শুষ্ক হওয়ায় স্তন দুগ্ধ পান করিতে না পাইয়া অতীব শুষ্ক অর্থাৎ কৃশ হইতে থাকে, তাহাকে ও প্রসূতিকে এই ঘৃত পান করাইলে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার ও বালকের কৃশতা দূরীভূত হয়। এই ঘৃত শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং অগ্নি ও বলপ্রদ। ইহা দ্বারা শরীরের প্রকর্ষ ও উজ্জ্বল রূপ হইয়া থাকে। এবং শরীর এতাদৃশ সবল ও সমাঙ্গ হয় যে, শতস্ত্রীসম্ভোগ করিলেও বীর্য্যক্ষয় হেতু কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটে না। পরন্তু ইহা সেবনে মত্ত হস্তীর সমান তেজঃসম্পন্ন হইয়া শত পুত্র উৎপাদনে সক্ষমতা জন্মে এবং ইহা দ্বারা মৃতবৎসা ও অপুত্রিণী নারীরও শত পুত্র উৎপন্ন

হইয়া থাকে। এই বাতব্যাধি বিনাশক, মঙ্গলজনক, সর্ব্ববিঘ্নরোগ ভয়াপহারক "মহাছাগলাদ্য ঘৃত" মহামতি হারীত মুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

হংসাদি ঘৃতং।—

হংসমেকং সমাদায় পচেত্তোয়াঢ়কে ভিষক্।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু ঘৃতস্য পলমষ্টকং।
ঘৃততুল্যং বিদধ্যাত্তু তৈলমেরণ্ডসম্ভবং।
অত্রৈব দশমূলস্য প্রত্যেকং কর্ষমষ্টকং।
জলে চাষ্টগুণে পাচ্যং তৃতীয়াংশাবশেষিতং।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং পিপ্পলীমূল পদ্মকং।
বর্দ্ধমানস্য মূলং স্যাদপি চ পরিকীর্ত্তিতং।
শুক্ষমূলং কদম্বক শূকশিম্বী পুনর্নবা।
তালমূলী বিদারীচ দার্ব্বী সিন্ধূত্থনাগরং।
প্রত্যেকং কর্ষভাগং স্যাদ্ভাগঞ্চাপি ত্রিকার্ষিকং।
নিশারসোন চিত্রাণাং কল্কং দত্ত্বা পচেৎ সুধীঃ।
পাদশেষং পরিস্রাব্য কর্ষার্দ্ধমাত্রকং ক্ষিপেৎ।
যথাগ্নি ভক্ষণং কার্য্যং সর্ব্ববাতবিকারিণাং।
জড়ে মূকে তথা খঞ্জে পাঙ্গুল্যে চাববাহুকে।
কাসে শ্বাসে তথা শোষে ক্ষয়ে চ বিষমানলে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে তথা সর্ব্বাঙ্গকম্পনে।
গৃধ্রস্যাং কুব্জকে নিত্যং জ্বরে জীর্ণে বিশেষতঃ॥

হংসাদি ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /২ দুইসের। এরণ্ড তৈল /২ সের। ক্বাথার্থ একটী হংস পক্ষীর মাংস, জল।৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের; বেল, সোণা, গাম্ভীর, পারুল, গনিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ১২তোলা, পাকার্থ জল উহাদের সর্ব্বসমষ্টির ৮গুণ, শেষ তৃতীয়াংশ (কেহ২ চতুর্থাংশ বলিয়া থাকেন) এবং কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুলমূল, পদ্মের মূল, এরণ্ডমূল, শুক্ষমূলা, কদম্বমূল, শূকশিম্বী, পুনর্নবা, তালমূলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠী, প্রত্যেকে ২ তোলা এবং হরিদ্রা, রসোন ও রক্তচিতারমূল প্রত্যেকে ৬ ছয় তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া, অগ্নির বলানুসারে যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে

সর্ব্ববিধ বায়ুবিকার, জড়তা, মূকতা, খঞ্জতা, পাঙ্গুল্য, অববাহুক, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শোষ, বিষমাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, সর্ব্বাঙ্গকম্প, গৃধ্রসী, কুব্জতা, নিত্যজ্বর, বিশেষতঃ জীর্ণজ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাষতৈলং।—

মাংসপ্রস্থং সমারোপ্য পচেৎ সম্যক্ জলাঢ়কে।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতং।
জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবাং।
রাস্নাত্মগুপ্তা মধুকং বলাব্যোষ ত্রিকণ্টকং।
পক্ষাঘাতার্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে।
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বচ্যা মববাহুকে।
শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জন বস্তিষু।
মাষতৈল মিদং শ্রেষ্ঠ মূর্দ্ধজত্রুগদাপহং।

মাষ তৈল।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। ক্কাথার্থ ছাগমাংস /২ দুইসের, পাক নিমিত্ত জল ।৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের, দুগ্ধ ।৬ ষোলসের। এবং কল্কার্থ ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋষভক, জীবক, শলুফা, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, শূকশিম্বী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও গোক্ষুর। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া পান ও অভ্যঞ্জন প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিতবাত, দারুণ কর্ণশূল, অল্পশ্রবণ, বধিরতা, ত্রৈদোষিক তিমির রোগ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বিশ্বচী, অববাহুক, কলায়-খঞ্জ এবং জত্রুর ঊর্দ্ধগত ব্যাধি সমূহ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধা তৈলং।—

শতং পক্ত্বাশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণেঽংশশেষিতং।
বিস্রাব্য বিপচেত্তৈলং ক্ষীরং দত্ত্বাচতুর্গুণং।
কল্কৈর্ম্মৃণাল শালুক বিসকিঞ্জল্ক মালতী।
পুষ্পোদ্রীবের মধুকৈঃ শারিবা পদ্মকেশরৈঃ।
মেদা পুনর্নবা দ্রাক্ষা বৃহতীদ্বয়মেবচ।
এলৈলবালু ত্রিফলা মুস্তচন্দন পদ্মকৈঃ।
পক্কং রক্তাশ্রিতং বাতং রক্তপিত্তমসৃগ্দরং।

হন্যাৎ পুষ্টীবলঙ্কুর্য্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনং।
রেতোযোনিবিকারঘ্নং ব্রণদোষাপকর্ষণং।
ষণ্ডানপিবৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুসেবনাৎ॥

অশ্বগন্ধা তৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা।২।।॰ সাড়েবারসের, জল ৬৪ সের এবং শেষ।৬ ষোলসের, দুগ্ধ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ স্থূলমৃণাল, শালুক, ক্ষুদ্রমৃণাল, পদ্মবীজ, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু অনন্তমূল, পদ্ম-কেশর, মেদ, পুনর্নবা, কিসমিস, ব্যাকুড়, কন্টকারী এলাচি, এলবালুক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল চুর্ণিতদ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের গ্রহণ পূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথা-নিয়মে পাক সমাপ্ত করিয়া লইবে। এই অশ্বগন্ধা তৈল যথানিয়মে পান, অভ্যঙ্গ ও অনুসেবন করিলে রক্তাশ্রিত বাতব্যাধি, রক্তপিত্ত, প্রদর রেতঃ ও যোনিবিকার এবং ব্রণদোষ নিবারিত হয়। ইহা অতীব পুষ্টি ও বলপ্রদ এবং কৃশ ব্যক্তির মাংস বর্দ্ধক। এমন কি এই অশ্বগন্ধা তৈল ব্যবহার দ্বারা ষণ্ড (নপুংসক) দিগেরও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুতৈলং।—

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলাচ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পুতিকস্য চ।
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষান্তু পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আজম্বা যদি বা গব্যং ক্ষীরন্দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্য মতঃপরং।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ দেহিনাং।
আয়ুষ্মাংশ্চনরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ।
হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবার্দ্ধাঙ্গভেদকে।
কামলা পাণ্ডুরোগে চ শর্করাশ্বরিজেষু চ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জরিতা কৃতাঃ।
যেষাঞ্চাপি ক্ষয়োব্যাধি রন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতমেবচ।
স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রযোজয়েৎ।
গর্ভমশ্বতরীবিন্দ্যাৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা।
এতদঙ্গবরং তৈলং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং

বিষ্ণু তৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, বহুপুত্রিকা (শতমূলী), এরণ্ডমূল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, পূতিকরঞ্জমূল, গবেধুক (গোরক্ষ চাকুলে) এবং সহচর (ঝিন্টী); এই দ্রব্য সকল কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতভগ্ন, অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের রোগ দূরীভূত হইয়া নিশ্চয়ই উহাদের শরীর দৃঢ় হয়। এবং ইহাদ্বারা হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাঙ্গভেদক, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শর্করা, ক্ষীণেন্দ্রিয়তা, জ্বর, ক্ষয়রোগ, দারুণ অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্দ্দিত বাতরোগ, গলগণ্ড ও বাতরক্তরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এবং ইহাদ্বারা অপ্রসূতা নারীদিগেরও সন্তান উৎপন্ন হয়। অধিক কি মানুষীর কথা দূরে থাক্, ইহা দ্বারা অশ্বতরী পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া থাকে। এই তৈল স্বয়ং বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া ইহার নাম "বিষ্ণুতৈল" হইয়াছে।

কুব্জপ্রসারণী তৈলং।

প্রসারণী শতং ক্ষুণ্ণং পচেত্তোয়ার্ম্মণে শুভে।
পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাৎ সকাঞ্জিকং।
দ্বিগুণঞ্চ পয়োদত্ত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকান্ ক্ষিপেৎ।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বচাং।
শতপুষ্পাং দেবদারুং রাস্নাং বারণপিপ্পলীং।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ।
অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যপোহতি।
কুব্জস্তিমিত পঙ্গুত্বং গৃধ্রসী খুড়কার্দ্দিতং।
হৃৎপৃষ্ঠ শিরোগ্রীবাস্তম্ভঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

কুব্জপ্রসারিণী তৈল।

তিল তৈল ।৬ ষোলসের। কাথার্থ গন্ধভাদালিয়া ।২॥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। দধি ।৬ ষোলসের, কাঁজি ।৬ সের এবং গব্যদুগ্ধ ৸২ বত্রিশসের। কল্কার্থ রক্তচিতার মূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, বচ, শলুফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, গাঁধাইলের মূল, জটামাংসী এবং শোধিত ভেলাবীজ প্রত্যেকে ১৬ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে। এই কুব্জপ্রসারিণী তৈল যথানিয়মে অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে বাতিকরোগ, শ্লৈষ্মিকরোগ, অশীতি-

প্রকার বাতব্যাধি, কুব্জতা, তিমিরতা, পঙ্গুত্ব, গৃধ্রসী, খুড়করোগ, অর্দ্দিত, বাতব্যাধি, হনুস্তম্ভ, পৃষ্ঠস্তম্ভ, শিরস্তম্ভ ও গ্রীবাস্তম্ভরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধার্থ তৈলং।—

শতাবরী রসপ্রস্থদ্বয়মেব সমাহরেৎ।
তৈলস্য চ পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
ততস্তু তৎ পচেদ্ধিমান্ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা দৃঢ়ং।
অষ্টধা চ ততোভাগং দাপয়েৎ কর্ষমাত্রকং।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসীশৈলেয়কং ত্বচং।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠং এলাচাংশুমতীনিশাঃ।
রাস্নাতুরগগন্ধা চ সমঙ্গা মরিচানি চ।
পৃশ্নিপর্ণী বলা চৈব তথা গন্ধর্ব্ব হস্তিনী।
সৈন্ধবং রসমাধার্য্যাং বিশ্বভেষজ মুস্তকং।
এভি স্তৈলং বিপক্তব্যং দত্বা দ্রব্যানি চৈকতঃ।
কুব্জা·াং বামনানাঞ্চ পঙ্গুনাঞ্চ জড়াত্মনাং।
মহাবাতেন ভগ্নানাং পীড়কানাং তথৈবচ।
সঙ্কোচে চ গলগ্রীবাবাতভগ্না চ দারুণাঃ।
জ্বরেষু সন্নিপাতেষু শ্লেষ্মগ্রন্থিষু দাপয়েৎ।
বাতগুল্মানি ভগ্নানি কুব্জানাং দারুণেষু চ।
কুক্ষিশূলেষু সামঞ্চ কর্ণশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
হনুস্তম্ভেষু বাতেষু সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি।
একাঙ্গং শোষ্যতে যেষাং বিহ্বলা চৈব যে নরা।
ক্ষিণেন্দ্রিয়াশ্চ যে মর্ত্ত্যাঃ জরয়াজর্জ্জরীকৃতাঃ।
ভুক্তং নজীর্য্যতে যস্য চান্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
যা চ বন্ধ্যা ভবেন্নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।
ভগ্নযোনিশ্চ যা কেচিৎ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতশোণিতমেব চ।
কুষ্ঠং বিচর্চ্চিকা রোগং দদ্রুপামা বিলম্বিকাঃ।
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ তথাহি সান্নিপাতিকান্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি॥

সিদ্ধার্থ তৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের; শতাবরীর রস /৮ আটসের এবং গব্যদুগ্ধ ।৬ যোলসের। কল্কার্থ শলুফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, দারুচিনি, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণী, হরিদ্রা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, চাকুলে, বেড়েলা, এরগুমূল, হস্তিনী নামক গন্ধদ্রব্য, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, শুণ্ঠী এবং মুথা; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল উপযুক্ত নিয়মে অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে কুব্জতা, বামনতা, পঙ্গুতা, জাড্য, বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন, পীড়কা, সঙ্কোচ, গল ও গ্রীবার ভগ্নতা, সর্ব্ববিধ সান্নিপাতিকজ্বর, শ্লেষ্মরোগ, গ্রন্থিবেদনা, বাতজগুল্ম, আমজনিত কুক্ষিশূল, কর্ণশূল, হনুস্তম্ভ, একাঙ্গশুষ্কতা, বিহ্বলতা, ক্ষীণেন্দ্রিয়তা, জরা, অজীর্ণ, দারুণ অন্ত্রবৃদ্ধি, বন্ধ্যাত্ব, কাকবন্ধ্যাত্ব (যে স্ত্রীর একটী মাত্র সন্তান হইয়া আর হয় না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা নারী বলা যায়), গর্ভহীনতা, অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, পামা, দক্রু, বিলম্বিকা, সান্নিপাতিক রোগ সকল এবং অষ্টবিধ জ্বররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ সিদ্ধার্থ তৈলং।—

প্রসারণ্যাশ্চ কল্কানি কল্কানি শতকস্য চ।
তাভ্যাং সিদ্ধন্তু যত্তৈলং বৃহত্তৎ পরিকীর্ত্তিতং।

বৃহৎ সিদ্ধার্থ তৈল।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধার্থ তৈলে কল্করূপে প্রসারণী (গাঁদাইল) ও শলুফা প্রদান করিলে "বৃহৎ সিদ্ধার্থ তৈল" বলা যায়।

বৃহচ্ছতপুষ্পাদি তৈলং।—

দ্বিভাগং শতপুষ্পাস্য বচাসৈন্ধবয়োস্তথা।
ভাগৈকং চিত্রকস্যৈব পিপ্পলীমূল মেবচ।
রুবুমূলং দেবদারু রাস্নাং মধুককুষ্ঠকং।
প্রসারণ্যস্থি মাংসী চ ভল্লাতং করিপিপ্পলী।
এষাং কল্কং সমাদায় পচেৎ তৈলং ভিষগ্বরঃ।
জলং চতুর্গুণং দত্বা বাতরোগ নিবর্হণং।
অসাধ্যে কাহুমূলে চ তথা চার্দ্ধাঙ্গভেদকে।
অভ্যঙ্গ বস্তি বিধিনা সদ্যো নাশয়তি ধ্রুবং॥

বৃহচ্ছতপুষ্পাদি তৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ যোলসের এবং কল্কার্থ শলুফা, বচ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে ২ ভাগ; রক্তচিতার মুল, পিপুলমুল, এরণ্ডমুল, দেব-

দারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাদালিয়ার মূল, জটামাংসী, শোধিত ভল্লাতকবীজ ও গজপিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ; এই সকল মোট /১ একসের মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তৈলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথানিয়মে তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ করিলে বাহুমূলগত অর্দ্ধাঙ্গভেদক বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

মহাবিষ্ণু তৈলং।—

শতাবরীচাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটীবলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পুতিকস্য চ।
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পুনর্নবা বচাদারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু।
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠ মেলামাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বগন্ধা সৈন্ধবঞ্চ পলার্দ্ধানি প্রপেষয়েৎ।
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রযোজয়েৎ।
শতাবরী রসপ্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অস্য তৈলস্য পক্বস্য শৃণুবীর্য্য মতঃপরং।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা।
তৈল মেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাত বিকারিণং।
আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়োভবেৎ।
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাঙ্গভেদকং।
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহং।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অপতানকাপস্মারৌ নাশয়েত্তৎ ক্ষণাদপি।
মহাবিষ্ণু মদং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং॥

মহাবিষ্ণুতৈল।

বিশুদ্ধ তিল তৈল /৪ চারিসের, শতমূলীর রস /৪ চারিসের, গব্যদুগ্ধ /৮ আটসের এবং ছাগদুগ্ধ /৮ আটসের। ক্বাথার্থ শতাবরী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, ব্যাকুড়, কন্টকারী, ডহর করঞ্জের মূলের ছাল, রাখাল শশার মূল ও ঝিন্টী; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ পল (৮০ তোলা), পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শলুফা, রক্তচন্দন, শৈলজ, তগরপাদুকা,

অগুরুকাষ্ঠ, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শালপানী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে অর্দ্ধপল অর্থাৎ চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। এই তৈল যথাবিধানে অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যের বাতকর্ত্তৃক ভগ্নতা ও সর্ব্ববিধ বাতবিকার বিনষ্ট হয়। মনুষ্য ইহা পান করিলে দীর্ঘায়ুঃ এবং দৃঢ় শরীরবিশিষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, এই তৈল্ল ব্যবহার দ্বারা অশ্বতরী পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণে সক্ষমা হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাঙ্গভেদক, অপচী, গণ্ডমালা, বাত-রক্ত, হনুগ্রহ, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী, অপতানক ও অপস্মাররোগ অতি সত্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। এই মহাবিষ্ণুতৈল স্বয়ং বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যনারায়ণ তৈলং।—

বিল্বাগ্নিমন্থৌ শ্যোণাকঃ পাটলা পারিভদ্রকঃ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা।
বলাচাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈল পাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠ মেলাপর্ণী চতুষ্টয়ং।
রাস্না তুরগগন্ধাচ সৈন্ধবং সপুনর্নবং।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।
আজম্বা যদিবাগব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণং।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজনে চৈব শস্যতে।
অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি পীড়িতঃ।
পঙ্গুলঃ পীঠসর্পীচ তৈলেনানেন সিধ্যতি।
অধোভাগে চ যে যাতা শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
দন্তশূলে হনুস্তম্ভে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে।
তস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্য্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরা।
বধিরা লল্লজিহ্বা চ মন্দমেধস এব চ।

মন্দপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষা মন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
এতত্তৈলবরং তেষাং মধ্যনারায়ণং স্মৃতং।
তগরং নতমাত্রস্যাদভাবে শীয়লীছোপড়ঃ॥

মধ্যনারায়ণ তৈল।

তিল তৈল ১৬ ষোলসের; শতাবরীর রস ১৬ ষোলসের, গবাদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের। ক্বাথার্থ বেলমূলের ছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, পাকলছাল, পালিধামাদারের ছাল, গন্ধভাদালিয়া, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর এবং পুনর্নবা; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১০ পল (৮০ তোলা), পাক নিমিত্ত জল ৪ চারিদ্রোণ অর্থাৎ ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শলুফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও পুনর্নবা; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল পান, বস্তিপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ ও আহারীয় বস্তুর সহিত সেবন করিলে বাতাক্রান্ত অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। পঙ্গু ও কুব্জ ব্যক্তি এই তৈল মর্দ্দন করিয়া রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। শরীরের অধোভাগসংস্থিত ও শিরোগত বাতরোগ এবং মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তশূল, গলগ্রহ এবং যাহার একাঙ্গ অথবা সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে কিম্বা যে সকল ব্যক্তি ভগ্নগতি, বিকলেন্দ্রিয়, নষ্টশুক্র, হীনবল, জ্বরক্ষীণ, বধির, লোলজিহ্ব, অল্পমেধাবী অথবা যে নারী একটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে কিম্বা যে নারীর আদৌ গর্ভসঞ্চার হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও অতীব হিতজনক বলিয়া জানিবে। বিশেষতঃ বাতার্ত্তবৃষণ ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই মধ্যনারায়ণ তৈল অত্যন্ত উপকারী।

বিশেষ কথা,—নত শব্দে তগরপাদুকা বলিয়া জানিবে, এই তগর পাদুকার অভাবে শিয়লীছোপড় ব্যবহার হইয়া থাকে।

মহামাষ তৈলং।—

মাষস্যার্দ্ধাঢকং দত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
পূতে শীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবতারিতে।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্বা চতুর্গুণং।
আত্মগুপ্তোরুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ং।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রক কট্ফলং।

সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুক সৈন্ধবং।
দেবদার্ব্বমৃতাকুষ্ঠং বাজীগন্ধা বচা শঠী।
এতৈরক্ষসমৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েৎ মৃদুনাগ্নিনা।
পক্ষাঘাতার্দ্দিতে বাতে ছর্দ্দিতে হনুসংগ্রহে।
কর্ণ মন্যা শিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
পাণিপাদ শিরোগ্রীবা ভ্রমণে মন্দচংক্রমে।
কলায়খঞ্জ পাঙ্গুল্য গৃধ্রস্যা মববাহুকে।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্য কর্ণাক্ষিপূরণে।
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাত রুজাপহং॥

মহামাষ তৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের; গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ মাষকলায় /৪ চারিসের; বেল, শোণা, পারুল, গণিয়ারী, ব্যাকুড়, কন্টকারী, গোক্ষুর, গাম্ভারী, শালপাণী ও চাকুলে এই দশমূল সমভাগে সমস্তে ৵৬।০ সোয়া ছয়সের এবং ছাগমাংস ৩০ ত্রিশপল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোল-সের। কল্কার্থ শূকশিম্বী, এরগুমূল, শলুকা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মঞ্জিষ্ঠা, চই, রক্তচিতার মূল, কট্‌ফল, শুণ্ঠী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, রাস্না, যষ্টি-মধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, ও শটী; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে তৈল পাক সমাপ্ত করিবে। এই তৈল পান, বস্তিপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, নস্য, কর্ণপূরণ ও অক্ষিপূরণ রূপে প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিতবাত, বমি, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, মন্যাশূল, শিরঃশূল, ত্রৈদোষিক তিমির-রোগ, হস্তকম্পন, পাদকম্প, শিরঃকম্প, গ্রীবাকম্প, মন্দগতি, কলায়খঞ্জ, পাঙ্গুল্য, গৃধ্রসী ও অববাহুকরোগ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই মহামাষ তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হিমসাগর তৈলং।—

শতাবরী বিদারী চ কুষ্মাণ্ডং শাল্মলীরসঃ।
ধাত্রী গোক্ষুরক রুবুকদলী মূলকং শঠী।
কেতকীমূলমেতেষাং প্রত্যেকস্য রসাঢ়কে।
তৈলাঢ়কং পচেদ্ধীমান্ নারীকেল জলাঢ়কে।
লবঙ্গাগুরু কক্কোল চন্দনং তগরং মুরা।
মাংসী শৈলেয়কং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা শরলা বলা।

পূতিকা পত্রযষ্ট্যাহ্বা দেবদারু নিশাদ্বয়ং।
পীতিকাকুন্দুরু লোধ্রং নীলিকা হিমবালুকা।
রোচনা জাতিকোষঞ্চ মুস্তং মধুরিকা শঠী।
জাতীফলং পদ্মকাষ্ঠ শ্বেতচন্দনশিল্বকং।
গ্রন্থিপর্ণং নখং রাস্না কুঙ্কুমং নাগকেশরং।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈলতুল্যেন মস্তুনা।
আজেন পয়সা বাপি গব্যেনৈব বিধানতঃ।
সুসিদ্ধস্যাস্যতৈলস্য শৃণু বীর্য্য মতঃপরং।
উচ্চৈর্নিপততাং নৃণাং গতো বা বাজিনস্তথা।
একাঙ্গ রোগিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গ রোগিনাং।
পক্ষাঘাতার্দ্দিতাক্ষেপ হনুস্তম্ভ প্রকম্পিনাং।
দুঃসাধ্য বাতরোগেন পীড়িতানাঞ্চ শূলিনাং।
ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রানা মত্যন্ত দুর্ব্বলাত্মনাং।
মহারোগ বিকারাণাং গুল্মার্শো দাহমেহিনাং।
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং হিমসাগর সংজ্ঞিতং।
মানবানাং হিতার্থায় দত্তাত্রয়েণ ভাষিতং।
অস্য সম্যগ্‌গুণান্ বক্তুং কঃ সমর্থো ধরাতলে।
যে বাতপ্রভাবারোগা যে চ পিত্ত সমুদ্ভবাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ॥

হিমসাগর তৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল ।৬ সের। দধিরমাৎ ।৬ সের, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, শিমূলমূল, আমলকী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কদলীমূল, শটী ও কেতকীমূল ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ।৬ ষোলসের এবং নারিকেল জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ লবঙ্গ, অগুরুকাষ্ঠ, কাকলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, মুরামাংসী, জটামাংসী শৈলজ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বেড়েলা, পুতিকরঞ্জ, তেজপত্র, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সরল-কাষ্ঠ, পীতশাল, কুন্দুরুখোটী, লোধ, নীলবুহ্না, হিমবালুকা (কর্পূর), রোচনা, (গোরোচনা), জাতিফল, জৈত্রী, মুথা, মৌরী, শঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শ্বেত-চন্দন, শিলারস, গেঠেলা, নখী, রাস্না, কুঙ্কুম এবং নাগকেশর; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তৈল পাক করিবে। এই তৈল অঙ্গাদিতে মর্দ্দনাদি করিলে উচ্চস্থান অথবা হস্তী প্রভৃতি হইতে পতনজনিত ভগ্নতা, একাঙ্গরোগ, সর্ব্বাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, আক্ষেপ,

হনূস্তম্ভ, কম্প, সর্ব্ববিধ দুঃসাধ্য বাতরোগ, শূল, ক্ষত, ক্ষীণশুক্রতা, দৌর্ব্বল্য মহারোগ (উন্মাদ, কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর ও উদর এই অষ্টবিধ রোগকে মহারোগ বা মহাব্যাধি বলে), গুল্ম, অর্শঃ, দাহ ও মেহরোগ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "হিমসাগর" নামক তৈল মানবগণের হিতের নিমিত্ত দত্তাত্রেয় ঋষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই হিমসাগর তৈল এতাদৃশ গুণশালী যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতিক ও পৈত্তিক রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরীতক্যাদি চূর্ণং।—

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং সাম্লবেতসং।
ঘৃতমাত্র সমাযুক্ত মপতন্ত্রক নাশনং॥

হরীতক্যাদি চূর্ণ।

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও অম্লবেতস; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে অপতন্ত্রক বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিভীতক্যাদি চূর্ণং।—

বিভীতাতিবিষামুস্তং শুণ্ঠী ভার্গী চ পিপ্পলী।
কৃত্বা চূর্ণানি বৈদ্যেন পীতান্যুষ্ণোদকেন বা।
নাশয়তি নৃণাং শীঘ্রং কাসশ্বাসাপতন্ত্রকং।

বিভীতক্যাদি চূর্ণ।

বিভীত (বহেড়া), আতইস, মুথা, শুণ্ঠী, বামনহাটী ও পিপুল এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণজল সহ সেবন করিলে অতি সত্বর কাস, শ্বাস ও অপতন্ত্রক বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

রাস্নাগুগ্‌গুলুঃ।—

রাস্নায়াস্তু পলস্যৈকং কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্‌গুলোঃ।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ধন্তি চ গৃধ্রসীং॥

রাস্না গুগ্‌গুলু।

রাস্না ৮ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুল ৫ তোলা লইয়া ঘৃত সহ পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতি দিবস ইহার একটী করিয়া বটী সেবন করিলে গৃধ্রসী বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুঃ।—

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারকং।
শতাহ্বা স শঠী যমানী স নাগরা চেতি সমৈশ্চচূর্ণং।
তুল্যং ভবেৎ কৌশিক মত্রমধ্যে দেয়ং তথাসর্পি রথার্দ্ধভাগং।

অর্দ্ধাক্ষমাত্রং ত্বথতৎ প্রয়োগাৎ কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ।
মদ্যেনবা কোষ্ণজলেন বাপি ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি।
কটীগ্রহে গৃধ্রসী বাহুপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনিপাদযুগ্মে।
সন্ধিস্থিতে বাস্থিগতে চ বাতে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে।
রোগাঞ্জয়েদ্বাতকফানুবন্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্।
ভগ্নাস্থি বিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি বৃদ্ধাঃ॥

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু।

আভ (বণিক্ দ্রব্য বিশেষ), অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতাবরী, গোক্ষুর, বিস্তাড়ক, শলুফা, শটী, যমানী ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলুর অর্দ্ধেক ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষ বিবেচনায় সুরা, মুদ্গাদির যূষ, মদ্য, উষ্ণজল, দুগ্ধ অথবা মাংস রস সহ সেবন করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী, বাহু, পৃষ্ঠ ও হনুগ্রহ, জানু, পাদ, সন্ধি, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুগত বাতরোগ, কুষ্ঠ, কফানুবন্ধরোগ সকল, হৃদ্‌গ্রহ, যোনিদোষ, ভগ্ন, অস্থিবিদ্ধতা ও খঞ্জবাতরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাতারিরসঃ।—

ক্রমোত্তরগুণং শুদ্ধং রসগন্ধং ফলত্রিকং।
চিত্রকং গুগ্‌গুলুং পঞ্চমর্দ্দ্যমেরণ্ডতৈলকৈঃ।
পুন্নাগবৃহতী যুগ্মদেবদারু চ চূর্ণিতং।
এতৎ পুরৌষধি সমং মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকং।
কর্ষং খাদেৎ পিবেৎ ক্কাথং নাগরৈরণ্ড মূলকৈঃ।
মর্দ্দনৈরণ্ড তৈলেন পৃষ্ঠে স্বেদঞ্চ কারয়েৎ।
বিরেচনং ভবেত্তেন স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজনং।
রসোবাতবিনাশোঽয়ং সর্ব্ববাতহরঃ পরঃ।
পঞ্চেতি সংখ্যাকরণা ত্রিফলা ত্রিকভাগতঃ॥

বাতারি রস।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, রক্ত-চিতার মূল ৪ ভাগ এবং গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ, পুন্নাগপুষ্প ৫ ভাগ, ব্যাকুড় ৫ ভাগ, কন্টকারী ৫ ভাগ এবং দেবদারু কাষ্ঠ ৫ ভাগ; প্রথমে পারা ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে অন্যান্য দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া তাহা কজ্জলী সহ একপ্রহর কাল মর্দ্দিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় বটীকা

প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে শুণ্ঠী ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ পান এবং তাহার পৃষ্ঠদেশ এরণ্ড তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ইহাতে রোগীর বিরেচন হইয়া থাকে। এই বাতারি রস ঔষধ সেবন কারি রোগীকে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। এই বাতারি রস সর্ব্বপ্রকার বাতনাশক বলিয়া জানিবে।

বিশেষ কথা—মূলে "পঞ্চ" এই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকায় ত্রিফলা মিলিত ৩ তিন ভাগ অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ এক এক ভাগ বলিয়া জানিতে হইবেক।

বাতগজাঙ্কুশঃ।—

মৃতাভ্র তীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ সূততালক গন্ধকং।
ভার্গীশুণ্ঠী বলাধান্যং কট্‌ফলঞ্চাভয়াবিষং।
মর্দ্দ্যঞ্চ চপলা দ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীং।
বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ রসো বাতগজাঙ্কুশঃ॥

বাতগজাঙ্কুশ।

অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামনহাটী, শুণ্ঠী, বেড়েলা, ধনিয়া, কট্‌ফল, হরীতকী ও মিঠাবিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া পিপ্পলী ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৪ চারিরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনু-পান বিবেচনা পূর্ব্বক প্রতিদিন ইহার এক একটী বটী সেবন করিবে। এই বাতগজাঙ্কুশ ঔষধ বাতশ্লেষ্মনাশক বলিয়া জানিবে।

বৃহদ্ বাতগজাঙ্কুশঃ।—

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং গন্ধং তালক মাক্ষিকে।
পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোষ মগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্কনং।
তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডী নির্গুণ্ডিকা দ্রবৈঃ।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খদেৎ সর্ব্ববাত প্রশান্তয়ে।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ॥

বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ।

রসসিন্দুর, লৌহ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, হরীতকী, কাঁক্‌ড়া-শৃঙ্গী, বিষ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, গনিয়ারী ও সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মুণ্ডিরীর রসে ও নিসিন্দাপাতার রসে ১ এক দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুই রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান বিবেচনায় প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে সাধ্য, অসাধ্য সকল প্রকার বাতরোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(অস্পর্শবাতে)—তালকেশ্বরো রসঃ।—

রাস্নামৃতা দেবদারু শুণ্ঠীবাতারিজং শৃতং।
সগুগ্‌গুলুং পিবেৎ ক্বাথ মনুপানং সুখাবহং।
একভাগো রসস্যাতঃ শুদ্ধ তালৈক ভাগতঃ।
অষ্টৌস্যু র্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকাঙ্গুড়তশ্চরেৎ।
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ ছায়ায়া মুপবেশয়েৎ।
তালকেশ্বরো নামোঽয়ং যোগোঽস্পর্শ বিনাশনঃ॥

অস্পর্শবাতরোগে—তালকেশ্বর রস।

রস সিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ এবং গুড় ১০ ভাগ, প্রথমতঃ রসসিন্দুর, হরিতাল ও সিদ্ধি চূর্ণ করতঃ তৎপরে গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইহার একটী করিয়া বটীকা সেবন করিবে এবং রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুণ্ঠী, এরণ্ড মূল ও গুগ্‌গুলু ইহাদের ক্বাথ পান করিবে এবং রৌদ্রবিহীন স্থানে অর্থাৎ ছায়ায় উপবেশন করিবে। এই তালকেশ্বর রস সেবন করিলে অস্পর্শ-বাত রোগ অর্থাৎ অঙ্গের স্পর্শহীনতা নিবারিত হইয়া থাকে।

(সূচীবাতে)—তালভৈরবী।—

তালগন্ধ রসাহীন্দ্র টঙ্কব্যোষং সহিঙ্গুলং।
পিষ্ট্বাদ্র স্বরসৈঃ কুর্য্যাদ্বটিকাং মুদ্গমানতঃ।
সাসেবতাং নিহন্ত্যাশু বাতশ্লেষ্মভবান্ গদান্।
গ্রহণী বহ্নিমান্দ্যার্শঃ সূচীবাতং সশৈত্যকং।

সূচীবাতে—তালভৈরবী।

হরিতাল, গন্ধক, অহিফেন, সোহাগার খৈ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও হিঙ্গুল; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মুগপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জনিত রোগ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, সূচীবাত (যে বায়ু দ্বারা রোগীর অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়, সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলেও রোগীর সাড় হয় না, তাহাকে সূচীবাত বলে) এবং শৈত্য (শরীর বা অঙ্গাদি হিম হওয়া) নিবারিত হয়।

(বাতশ্লেষ্মণি)—আনন্দভৈরবঃ।—

পারদং গন্ধকং লৌহ মভ্রকং বিষমেবচ।
সমাংশং মরিচঞ্চাষ্টৌ টঙ্কণঞ্চ চতুর্গুণং।
ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডৈঃ খাদেৎ সোঽয়ং নিহন্ত্যমূন্।

বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং রোগং মন্দাগ্নিং গ্রহণী জ্বরান্।
অরুচীং পাণ্ডুতাঞ্চৈব মেদোজং নাশয়েদ্ ধ্রুবং॥

বাতশ্লেষ্ম রোগে—আনন্দ ভৈরব।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একএক ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ এবং সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করিয়া ৭ বার ভৃঙ্গরাজের রসে এবং ৭ সাতবার অম্ল দাড়িমের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটী পানের রসের সহিত সেবন করিলে পঞ্চবিধ বাত, বাতশ্লেষ্মোদ্ভব রোগ সকল, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, অরুচি, পাণ্ডুরোগ এবং মেদোজরোগ সমুদায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(শীতে)—শীতারিরসঃ।—

রসেনগন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবা বহ্নিরসৈর্ব্বিভাব্যং।
পক্কার্ক পত্রস্য রসেন যত্নাদ্ বিপাচয়েদষ্টগুণেন পশ্চাৎ।
রসার্দ্ধভাগেন বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদ্বহ্নিজলে ক্ষণন্ততঃ।
শীতারিসংজ্ঞো হি রসায়ণশ্চ বল্বতস্তদর্দ্ধং মরিচার্দ্রকেন।
মরিচচূর্ণেন ঘৃতেন বাপি সেবেত মাংসং সঘৃতঞ্চ পথ্যং॥

শীতবাতে—শীতারিরস।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ লইয়া পুনর্নবা ও রক্তচিতার মূলের রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া, পক্ক আকন্দ পাতার ৮ গুণ রসে পাক করিয়া, তৎসহ পারদের অর্দ্ধাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা রক্তচিতার মূলের রসে কিছুকাল পাক করিয়া ৩ রতি প্রমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধের নাম "শীতারিরস", ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ণ ঔষধ বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ মরিচ চূর্ণ ও আদার রস অথবা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত অনুপান সহ সেবন করিয়া ঘৃতসংযুক্ত মাংসরস পথ্য করিবে।

শীতবাতস্য লক্ষণং।—

হিময়ন্তি চ গাত্রাণি রোমাঞ্চস্ফুরিতানি চ।
শীরোঽক্ষি বেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বাতরোগাধিকারঃ।

শীতবাতের লক্ষণ।

সর্ব্বাঙ্গ হিম, রোমাঞ্চ, অঙ্গস্ফুরণ এবং আলস্য ; এই সকল শীতবাতের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
বাতব্যাধির চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ।

বৎসাদনী ক্বাথঃ।—

বৎসাদন্যাদ্ভবঃ ক্বাথঃ পীতো গুগ্‌গুলুসংযুতঃ।
সমীরণ সমাযুক্তং শোণিতং সংপ্রসাধয়েৎ॥

অতঃপর বাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

বৎসাদনী ক্বাথ।

গুলঞ্চ ২ তোলা, পাকার্থ জল ⁄॥• অর্দ্ধসের এবং শেষ ⁄৶• অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত রোগের প্রশমন হইয়া থাকে।

বাসাদি ক্বাথঃ।—

বাসাগুড়ূচী চতুরঙ্গুলানামেরণ্ড তৈলেন পিবেৎ কষায়ং।
ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্বাতভবং বিকারং॥

বাসাদি ক্বাথ।

বাসক, গুলঞ্চ ও সোঁদালু ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত জনিত বিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মুণ্ডিতিকাচূর্ণং।—

লীঢ়্বা মুণ্ডিতিকা চূর্ণং মধুসর্পিঃ সমন্বিতং।
ছিন্নাক্বাথং পিবন্ হন্তি বাতরক্তং সুদুস্তরং॥

মুণ্ডিতিকা চূর্ণ।

মুণ্ডিরী চূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ লেহন করিয়া, পশ্চাৎ গুলঞ্চ ক্বাথ পান করিলে সুদুস্তর বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

গুড়হরীতকী।—

তিস্রোঽথবা পঞ্চ গুড়েন পথ্যা জগ্ধ্বা পিবেচ্ছিন্নরুহাকষায়ং।
তদ্বাতরক্তং শময়ত্যুদীর্ণ মধোজানুসম্ভবমপি হ্যবশ্যং॥

গুড়হরীতকী।

তিনটী অথবা পাঁচটী হরীতকী পেষণপূর্ব্বক সমভাগ গুড়ের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে আজানুস্ফুটিত অত্যুগ্র বাতরক্ত রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথঃ।—

ঘৃতেন বাতং সগুড়ং বিবদ্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
বাতাস্রমুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রং শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্‌গুড়ূচীঃ॥

গুড়ূচীকাথ।

গুলঞ্চের ক্বাথ ঘৃতসহ পান করিলে বাতরোগ, গুড়সহ সেবন করিলে বিবন্ধ, চিনির সহিত সেবন করিলে পৈত্তিক রোগ, মধুর সহিত সেবন করিলে কফ, এরণ্ড তৈলসহ পান করিলে বাতরক্ত এবং শুণ্ঠীচূর্ণ সহ পান করিলে আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসাদয়ঃ।—

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণম্বা ক্বাথমেব বা।
প্রভূত কালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥

গুলঞ্চের স্বরসাদি।

গুলঞ্চের স্বরস, কল্ক, চূর্ণ অথবা ক্বাথ ইহার যে কোন একটী অনেক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে নিশ্চয়ই বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পটোলাদিঃ।—

পটোলকটুকী ভীরু ত্রিফলামৃত সাধিতং।
ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতং॥

পটোলাদি।

পল্‌তা, কটকী, শতমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দাহ ও বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লেপসেকৌ।—

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধো রুবুবীজ কল্কঃ।
লেপে বিধেয়ং শতধৌত সর্পিঃ সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তং॥

লেপ ও সেক।

গোধূমচূর্ণ ও ছাগ দুগ্ধ, অথবা ছাগঘৃত বা ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ড বীজের কল্ক অথবা শতধৌত ঘৃত. ইহাদের দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা ছাগ দুগ্ধ দ্বারা সেচন করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রলেপঃ।—

লেপঃ পিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ভৃষ্টাঃ পয়সিনির্ধৃতাঃ॥

প্রলেপ।

দুগ্ধসহ তিল পেষণ করিয়া তাহা ভর্জ্জন করিবে, পুনরায় তৎসহ দুগ্ধ মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবারিত হয়।

কটুকাদি কল্কঃ।—

কটুকামৃত যষ্ট্যাহ্ব শুণ্ঠী কল্কং সমাক্ষিকং।
গোমূত্র পীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতং॥

কটুকাদি কল্ক।

কট্‌কী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুণ্ঠী ; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণ-পূর্ব্বক গোমুত্র সহ পেষণ করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফসংযুক্ত বাতরক্ত রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

গুড়ূচীঘৃতং।—

গুড়ূচী ক্বাথ কল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং।
হন্তি বাতং তথারক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরং॥

গুড়ূচী ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারি সের ; ক্বাথার্থ কুট্টিত গুলঞ্চ /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ।৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ কুট্টিত গুলঞ্চ /১ সের এবং গব্যদুগ্ধ /৪ চারি সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত ও দুস্তর কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদ্যং ঘৃতং।—

অমৃতা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা।
বাসারগ্বধবৃশ্চীর দেবদারু ত্রিকণ্টকাঃ।
কটুকা সবরীকৃষ্ণাকাশ্মর্য্যস্য ফলানি চ।
রাস্না গোক্ষুর গন্ধর্ব্ব বৃদ্ধদার ঘনোৎপলৈঃ।
কল্কৈরেভিঃ সমৈঃ হৃত্বা সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ধাত্রীরসং সমং দত্ত্বা বারি ত্রিগুণ সংযুতং।
সম্যক্ সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় ভোজ্যে পানে চ শস্যতে।
বহুদোষান্বিতং বাতং রক্তেন সহ মূর্চ্ছিতং।
উত্তানঞ্চাপি গম্ভীরং ত্রিকজঙ্ঘোরুজানুকং।
ক্রোষ্টুশীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে।
বাতরোগোপসৃষ্টস্য বেদনা মপি দুস্তরাং।
মূত্রকৃচ্ছ্র মুদাবর্ত্তং প্রমেহং বিষমজ্বরং।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্ত কফোত্থিতান্।
সর্ব্বকালোপযোগেন বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতন্মহোত্তমং॥

অমৃতাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, জল।৬ ষোল সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, বেড়েলা, রাস্না, সোণালু ফল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতা-

বরী, পিপুল, গাম্ভারী ফল, এরণ্ডমূল, বিস্তাড়ক বীজ, মুথা ও নীলোৎপল; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানীয় ও ভোজ্যবস্তুর সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই অমৃতাদ্য ঘৃত দ্বারা বলদোষ সমন্বিত উত্তান, গম্ভীর, ত্রিকদেশ, জঙ্ঘা, উরু ও জানুসংশ্রিত বাতরক্ত, ক্রোষ্টু শীর্ষ, মহাশূল, সুদারুণ আমবাত, বাতরোগোপসৃষ্ট দারুণ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদাবর্ত্ত, প্রমেহ, বিষম জ্বর এবং বাত, পিত্ত ও কফজনিত রোগ সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত নিত্য সেবন করিলে শরীরের বল, বর্ণ এবং আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দশপাক বলাতৈলং।—

বলা কষায় কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীর চতুর্গুণং।
দশপাকং ভবেদেতদ্বাতাসৃগ্বাতপিত্তজিৎ।
ধন্যং পুংসাং বলঞ্চৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনং।
রক্তযোনি বিকারঘ্ন মেতদ্বাতবিকারণুৎ॥

দশপাকবলাতৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ বেড়েলা /৮ সের, পাক নিমিত্তক জল ৬৪ সের এবং শেষ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ বেড়েলা কুট্টিত /১ এক সের এবং গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া লইবে। পাক সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ঐ তৈলে ।৬ সের দুগ্ধ এবং ।৬ সের বেড়েলার ক্বাথ প্রদান করিয়া দ্বিতীয়বার পাক করিবে। এই প্রকার ১০ দশবার পাক করিয়া, ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, বাতিকরোগ ও পৈত্তিকরোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহা পুরুষদিগের বলজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং স্ত্রীদিগের রক্ত ও যোনিবিকার নাশক ও সর্ব্ববিধ বাতবিকার বিনাশক বলিয়া জানিবে। এই বলাতৈল দশবার পাক করিয়া লইতে হয় বলিয়া ইহাকে "দশপাক বলাতৈল" বলে।

পিণ্ডতৈলং।—

সমধুচ্ছিষ্ট মঞ্জিষ্ঠং সসর্জ্জরস শারিবং।
পিণ্ডতৈলং তদভ্যঙ্গাদ্বাতরক্তরুজাপহং॥

পিণ্ডতৈল।

তিল তৈল /৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ মধুচ্ছিষ্ট (মোম), ধুনা ও মঞ্জিষ্ঠা এবং অনন্তমূল সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে নিশ্চয়ই বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়ূচীতৈলং।—

গুড়ূচী ক্বাথ কল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবং।
গুড়ূচী কল্ক সংযুক্তং তস্য বীর্য্যং শৃণু পৃথক্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
গদমূর্চ্ছাং জয়ত্যেষ গুড়ূচী তৈল সংজ্ঞকঃ।
অসাধ্য বাতরক্তে চ তথা দুষ্টব্রণেষু চ।
আমবাতেষু গৃধ্রস্যাং ত্বগ্দোষে চাববাহুকে।
বাতরক্ত গদানাশু হন্ত্যাদেব ন সংশয়ঃ।
এষ তৈলবরঃ শ্রেষ্ঠো বাতরক্ত নিসূদনঃ॥

গুড়ূচীতৈল।

মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ গুলঞ্চ /৮ সের, পাক নিমিত্ত জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ গুলঞ্চ কুট্টিত /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিবে। এই গুড়ূচী তৈল গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে বাতিকরোগ, পৈত্তিকরোগ, শ্লৈষ্মিকরোগ, সান্নিপাতিকরোগ, মূর্চ্ছারোগ, অসাধ্য বাতরক্ত, দুষ্টব্রণ, আমবাত, গৃধ্রসী, ত্বগ্দোষ ও অববাহুক বাতব্যাধি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

মহাপিণ্ডতৈলং শারিবাদ্যতৈলম্বা।—

শারিবারিষ্ট কুষ্মাণ্ড পোতকী ভস্মকা ঘনা।
গুড়ূচী ক্বাথ দুগ্ধাভ্যাং কর্ম্মরঙ্গরসেন চ।
পচেত্তৈলঞ্চ তিলজং দত্ত্বৈতানি ভিষগ্বরঃ।
কাকোল্যৌ জীরকেমেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ।
জিঙ্গীসিক্থামৃতানন্তা সর্জ্জ সৈন্ধব চন্দনৈঃ।
হন্যাদ্বাতাসৃজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতন্তথা।
চর্ম্মদলঞ্চ পামাদীন্ ত্বগ্দোষঞ্চ বিপাদিকং।
কুষ্ঠান্যর্শাংসি সর্ব্বাণি ব্রণশোথ ভগন্দরং।
নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈর্যোঽভিবর্দ্ধিতঃ।
যন্ন হন্যাৎ প্রসহ্যেত পিণ্ডতৈলং মহৎ স্মৃতং।
মহাপিণ্ডতৈলমেতৎ কেচিদাহুঃ শারিবাদ্যং॥

মহাপিণ্ডতৈল বা শারিবাদ্য তৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল /৪ চারিসের; গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের ও কামরাঙ্গার-রস ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ অনন্তমূল, নিমছাল, কুষ্মাণ্ড, পোতকী (পুঁই-শাক), ভস্মকা (বিড়ঙ্গ), ঘনা (মাষাণী) এবং গুলঞ্চ; এই সকল কুট্টিত

দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ✓৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদ, মহা-মেদ, শলুকা, ক্ষিরিণী (ছুদ্‌লেগাছ), জিঙ্গী (মঞ্জিষ্ঠা), সিকথ (মোম), অনন্তমূল, ধুনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য সমস্তে ✓১ সের গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে তৈল পাক করিবে। এই তৈল উপযুক্ত নিয়মে গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে স্ফুটিত গলিত-দোষ বাতরক্ত, চর্ম্মদল, পামা, ত্বগ্দোষ, বিপাদিকা, কুষ্ঠ, সর্ব্ববিধ অর্শ, ব্রণদোষ, ভগন্দর এবং নাসিকা ও বাতরক্ত জনিত চক্ষুর বিকার সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই মহাপিণ্ডতৈল বা শারিবাদ্য তৈল অতীব উৎকৃষ্ট ও সমধিক উপকারী বলিয়া জানিবে।

বাতরক্তান্তকোরসঃ।—

বরমহিষ লোচনোদর সন্নিভবদনস্য
গুগ্গুলোঃ প্রস্থং প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ
ত্রিফলাঞ্চ যথোক্ত পরিমাণং।
দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নেন।
বিপচেত্তদপ্রমত্তোদর্ব্ব্যাসংঘট্টয়ন্মুহুর্ম্মুহুঃ।
অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়জাতং জ্বলনস্য সম্পাকাৎ।
অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সম্পাদয়েৎ পাত্রে।
সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্যহিমোপলপ্রখ্যে।
ত্রিফলা চূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটুচূর্ণং ষড়ক্ষমানং।
ক্রিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ।
পলমেকং গুড়ূচ্যা বা দত্ত্বা সংমূর্চ্ছ্য যত্নেন।
উপযুজ্যচানুপানং যূষং তোয়ং সুগন্ধিসলিলঞ্চ।
ইচ্ছাহার বিহারীভৈষজ্য মুপযুজ্যসর্ব্বকালমিদং।
তনুবেধিবাতশোণিত মেকজমথ দ্বন্দ্বজঞ্চিরোত্থিতঞ্চ।
জয়তিস্রুতং পরিশুষ্কং স্ফুটিতঞ্চাজানুজঞ্চাপি।
ব্রণকাস কুষ্ঠং গুল্মশ্বয়থূদরপাণ্ডুমেহাংশ্চ।
মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহ পীড়কাংশ্চ নাশয়ত্যাশু।
সততন্নিত্য সেব্যমানঃ কলাবসাধ্যং নিহন্ত্যয়ং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বাতরক্তাধিকারঃ।

বাতরক্তান্তক রস।

প্রথমতঃ মহিষের চক্ষুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট গুগ্ গুল্ /২ দুইসের, ত্রিফলা সমভাগে সমস্তে /২ দুইসের এবং গুলঞ্চ /৪ চারিসের পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ পাক করিয়া ঘন হইলে পশ্চাৎ নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। চূর্ণিত দ্রব্য— ত্রিফলা চূর্ণ সমভাগে সমস্তে ৪ চারি তোলা, শুঠী চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ চারি তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমুল চূর্ণ ২ তোলা এবং গুড়ূচী চূর্ণ ৮ তোলা (কেহ কেহ "গুড়ূচী চূর্ণ" না দিলেও হয় বলিয়া থাকেন)। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক সুগন্ধি শীতল জল অনুপান করিবে। পরন্তু এই ঔষধ সেবন করিয়া ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করা যায়। ইহা দ্বারা স্রাবযুক্ত পরিশুষ্ক জানুপর্য্যন্ত স্ফুটিত একজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরকালোত্থিত বাতরক্ত, ব্রণ, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, শোথ, উদর, পাণ্ডু, মেহ, মন্দাগ্নি, বিবন্ধ, প্রমেহ পীড়কা এবং কলিকালে যে সমস্ত রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত তাহাও নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

উরুস্তম্ভস্য সাধারণ চিকিৎসা।—

উরুস্তম্ভে বিধির্যোন বাতকোপীকফাপহঃ।
যুক্ত্যাজিত্বা কফং রক্ষৈঃ পশ্চাদ্বাতং জয়েদ্ভিষক্॥

অতঃপর উরুস্তম্ভ রোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

উরুস্তম্ভের সাধারণ চিকিৎসা।

যে প্রকার চিকিৎসা করিলে বায়ু কুপিত না হয় অথচ শ্লেষ্মার নিবারণ হয়, উরুস্তম্ভ রোগে সেই প্রকার চিকিৎসাই করিবে। অর্থাৎ বুদ্ধি সহকারে অতি সাবধানে প্রথমে কফকে নিবারণ করিয়া, পশ্চাৎ বায়ু নিবারণের চেষ্টা করিবে।

উরুস্তম্ভে সুপথ্যানি।—

পুরাণশালিশ্যামাক যবকোদ্রব ভোজনং।
অস্নেহৈর্জ্জাঙ্গলৈ রসৈঃ শাকৈশ্চ লবণৈর্হিতং।
বাস্তূকং বায়সীনিম্ব বেত্রাগ্র কুলকাদিভিঃ॥

উরুস্তম্ভরোগের সুপথ্য দ্রব্য।

পুরাতন শালি বা শ্যামাক ধান্যের অন্ন, যব, কোদ্রব (কোদোধান্য), ঘৃত বিহীন জাঙ্গল মাংসের রস, শাক, লবণ, বাস্তূক (বেতো) শাক, বায়সী (কাকমাচী) শাক, নিম্বপত্র, বেত্রাগ্র (বেতাঙ্) ও কুলক (পটোলফল); এই সকল উরুস্তম্ভরোগে সুপথ্য বলিয়া জানিবে।

উরুস্তম্ভে কফান্তকক্রিয়া।—

শুষ্কমূল কষায়েন পটোলস্য রসেন বা।
কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামঃষ্ঠীবনং শক্যেষু যোজয়েৎ।
স্থানান্যাক্রাময়েৎ প্রাতঃ প্রতিস্রোতোনদীস্তরেৎ॥

উরুস্তম্ভে কফ নাশক ক্রিয়া।

উরুস্তম্ভ রোগীর কফ নাশার্থ রোগীকে শুষ্ক মূলার ক্বাথ বা পটোলের রস দ্বারা ষ্ঠীবন, ব্যায়াম, প্রাতঃকালে উচ্চস্থানাক্রমণ অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে লঙ্ঘন এবং স্রোতোবাহিনী নদীর প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে দিবে।

শিলাজতুনাং প্রয়োগঃ।—

শিলাজতুং গুগ্‌গুলুম্বা পিপ্পলীম্বাথ নাগরং।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দ্দশমূলীরসেন বা॥

শিলাজতু প্রভৃতির প্রয়োগ।

শিলাজিতু, গুগ্‌গুলু, পিপুল অথবা শুণ্ঠী; ইহাদের যে কোন একটীর চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গোমূত্র সহ অথবা দশমূলের রসের (অভাবে ক্বাথসহ) সহিত উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ভল্লাতকাদিঃ।—

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠী দারুপথ্যা পুনর্নবা।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভ নিবর্হণাঃ॥

ভল্লাতকাদি।

শোধিত ভেলার আঠি, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা এবং দশমূল (বেল, সোণা, পারুল, গাম্ভারী, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদিঃ।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল ভল্লাতক্বাথ এব বা।
কল্কো বা সমধুর্দ্দেয় উরুস্তম্ভ বিনাশনঃ॥

পিপ্পল্যাদি।

পিপুল, পিপুল মূল এবং শোধিত ভেলার আঁঠি সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ মধুসহ পান করিলে; অথবা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ত্রয়ের সমভাগ কল্ক পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভরোগ বিনষ্ট হয়।

যোগত্রয়ম্।—

দারুচব্যাঙ্ঘ্রি পথ্যানাং কল্কঞ্চ মধুনা লিহেৎ।
ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ।
উরুস্তম্ভ বিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥

যোগত্রয়।

দেবদারু, চইয়ের মূল ও হরীতকী অথবা হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, কট্‌কী ও পিপুল মূল জলসহ পেষণ পূর্ব্বক মধুসহ লেহন করিয়া সেবন করিলে; কিম্বা শোধিত গুগ্‌গুলু গোমূত্র সহ সেবন করিলে উরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হয়।

চব্যাদিকল্কঃ।—

চব্যাভয়াগ্নি দারূণাং সমধুঃ স্যাদুরুগ্রহে॥

চব্যাদি কল্ক।

চই, হরীতকী, রক্তচিতার মূল এবং দেবদারু ইহাদের সমভাগ-কল্ক মধুসহ সেবন করিলে উরুগ্রহ নিবারিত হয়।

প্রলেপঃ।—

কল্কোদিহেচ্চ মূত্রাদ্যৈঃ করঞ্জফল সর্ষপৈঃ।
ক্ষৌদ্র সর্ষপবল্মীক মৃত্তিকা সংযুতং ভিষক্।
গাত্রোৎসাদনং কুর্য্যাদূরুস্তম্ভে প্রলেপনং॥

প্রলেপ।

ডহর করঞ্জফল ও সর্ষপ গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে; অথবা সর্ষপ ও বল্মীক মৃত্তিকা (উয়ের মাটি) বাটিয়া মধুসহ মিশ্রিত করতঃ গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিলে বা পুরু করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভরোগ নিবারিত হয়।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলং।—

কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদীচ্য শরলং দারু কেশরং।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলস্তৈঃ সার্ষপং পচেৎ।
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্মাদূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥

কুষ্ঠাদ্য তৈল।

সার্ষপ তৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ কুড়, শ্রীবেষ্টক (লোবান অর্থাৎ নবনীত খোটী), বালা, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগ সমস্তে /১ একসের তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথারীতি তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ পান করিলে উরুস্তম্ভরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলাদি।—

সৈন্ধবাদ্যং হিতং তৈলং সর্বাভয়ৃতগুগ্গুলুঃ ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণাবূরুস্তম্ভাধিকারঃ।

সৈন্ধবাদ্য তৈলাদি।

সার্ষপ তৈল /৪ চারিসের, কাঁজি ৮২ বত্রিশসের। কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ ২ দুইপল, শুণ্ঠী ৫ পাঁচপল, পিপুল মূল ও রক্তচিতার মূল প্রত্যেকে ২ দুইপল এবং শোধিত ভেলার আঠি ২০ বিংশতি সংখ্যক। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। ইহাকেই সৈন্ধবাদ্য তৈল বলা যায়। উরুস্তম্ভ রোগী এই সৈন্ধবাদ্য তৈল, পুনর্নবা গুগ্গুলু ও অমৃতাগুগ্গুলু সেবন করিলে নিশ্চয়ই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। উক্ত সৈন্ধবাদ্য তৈল বাতব্যাধি রোগে এবং পুনর্নবাগুগ্গুলু ও অমৃতাগুগ্গুলু বাতরক্তাধিকারে উক্ত আছে জানিবে।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
উরুস্তম্ভাধিকার সমাপ্ত।

অথামবাতাধিকারঃ

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনং কটুকানি চ।
রেচনং স্নেহপানঞ্চ বস্তয়শ্চামমারুতে।
সৈন্ধবাদ্যেনানুবাস্য ক্ষারবস্তিঃ প্রশস্যতে ॥

অনন্তর আমবাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

আমবাতরোগের চিকিৎসা।

লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক ও কটু দ্রব্য, বিরেচন, স্নেহপান ও বস্তিশোধন এবং সৈন্ধবাদি তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ; এই সমস্ত দ্বারা আমবাত রোগীর চিকিৎসা করিবে।

পঞ্চকোলাদিঃ।—

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধঃ পানান্নমিষ্যতে।
রূক্ষস্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা ॥

পঞ্চকোলাদি।

আমবাতরোগে পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতারমূল ও শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্যসহ পাক করা জল বা অন্ন এবং বালুকার পুটলী দ্বারা রূক্ষস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

রাস্নাদশমূলং।—

দশমূলাম্বুতৈরণ্ড রাস্না নাগরদারুভিঃ।
ক্বাথো রুবূকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুং॥

রাস্না দশমূল।

দশমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, পাকল, গনিয়ারী, গাম্ভারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুণ্ঠী ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রাস্নাপঞ্চকং।—

রাস্না গুড়ূচী মেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধং।
পিবেৎ সর্ব্বাঙ্গকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥

রাস্নাপঞ্চক।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ, সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাগত আমবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগরং ঘৃতং।—

নাগরক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনোদকেন বা।
বাতশ্লেষ্ম প্রশমনমগ্নিসন্দীপনং পরং।
নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কট্যামশূল নাশনং॥

নাগর ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী /১একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। অথবা /৪ চারিসের ঘৃত, ।৬ ষোলসের জল ও /১ একসের কুট্টিত শুণ্ঠী সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই নাগর ঘৃত প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম ও কটীদেশের আমশূল বিনষ্ট হয়, এবং ইহা অগ্নির উদ্দীপক বলিয়া জানিবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈলং।—

সৈন্ধবং শ্রেয়সীং রাস্নাং শতপুষ্পাং যমানিকাং।
সর্জ্জিকাং মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠীং সৌবর্চ্চলং বিড়ং।
বচাজমোদা লবণং পৌষ্করং মধুকং কণা।
এতানর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি দাপয়েৎ।
প্রস্থংমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বুশতপুষ্পজং।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা মস্তু চ দ্বিগুণন্তথা।
এতৎ সম্ভৃতসম্ভারং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধ মেতৎ প্রয়োক্তব্য মামবাতহরং পরং।
পানাভ্যঞ্জন বস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশং।
বাতার্ত্ত-বঙ্ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে।
শূলে হৃৎপার্শ্বজেকৃচ্ছ্রে হন্ত্যশ্মরি নিপীড়িতে।
বাহ্যায়ামেঽর্দ্দিতে মেহে হন্ত্রবৃদ্ধি নিপীড়িতে।
অন্যাংশ্চানিলজান্রোগান্নাশয়েদাশু দেহিনাং॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল।

মূর্চ্ছিত এরণ্ড তৈল /৪ চারিসের; কাঁজি /৮ আটসের, দধিরমাৎ /৮ আটসের। ক্বাথার্থ কুট্টিত শলুফা /৪ চারিসের, পাকার্থ জল ।৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের। কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, রাস্না, শলুফা, যমানী, সর্জ্জিকাক্ষার, মরিচ, কুড়, শুণ্ঠী, সৌবর্চ্চললবণ, বিট লবণ, বচ, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), যষ্টিমধু ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ যথাবিধানে মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিবে। এই বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল শ্রেষ্ঠ আমবাত নাশক। ইহা পান, অভ্যঞ্জন ও বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে রোগীর অগ্নির বল বৃদ্ধিত হয় এবং বঙ্ক্ষণ, কটী, জানু, উরু, সন্ধি, হৃদয় ও পার্শ্বদেশের বাতজনিত শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বাহ্যায়াম, অর্দ্দিত, মেহ, অন্ত্রবৃদ্ধি এবং অন্যান্য বাতজরোগ সকল আশু নিবারিত হয়।

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণং।—

অলম্বুষাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীং বৃদ্ধদারকং।
পিপ্পলীন্ত্রিবৃতাং মুস্তং বরুণং সপুনর্নবং।
ত্রিফলানাগরঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
মস্ত্বারনাল তক্রেণ পয়োমাংস রসেন বা।
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতং॥

অলম্বুষাদ্য তৈল।

অলম্বুষা (মুণ্ডিরী), গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বিভাড়ক, পিপুল, তেউড়ীমূল, মুথা, বরুণবৃক্ষের ছাল, পুনর্নবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শুঠী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম প্রকার চূর্ণ করিয়া লইবে। এই অলম্বুষাদ্য চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপুর্ব্বক মস্তু (দধিরমাৎ), আরনাল (কাঁজি), তক্র (ঘোল), পয়ঃ (দুগ্ধ) ও মাংসরস (মাংসের যূষ) ইহাদের যে কোন একটীর সহিত সেবন করিলে আমবাত এবং সন্ধিস্থানগত শোথ, নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ।—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানীং কাবরীন্তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ জীরকং সুরদারু চ।
চব্যোলাং সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না গোক্ষুর ধান্যকং।
ত্রিফলাং মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজং।
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুং।
সংমর্দ্দ্য সর্পিষাগাঢ়ং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ততোমাত্রং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
আমবাতাঢ্য বাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্ট ব্রণানপি।
প্লীহগুল্মোদরানাহ দুর্ণামানি চ নাশয়েৎ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলন্তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জাগতানপি॥

যোগরাজ গুগ্‌গুলুঃ।

রক্তচিতার মূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরক, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনিয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঠী, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র ; এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এবং এই সকল চূর্ণের সমান পরিমাণে গুগ্‌গুলু উহাতে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ গাঢ় হওয়া পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই যোগরাজ গুগ্‌গুলু অমৃতোপম ঔষধ বলিয়া জানিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আমবাত, আঢ্যবাত, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, আনাহ, অর্শঃ এবং

সন্ধিগত ও মজ্জাগত বাতরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা অগ্নি, তেজঃ ও বলবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে।

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ।—

পলদ্বয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতং।
সৌগন্ধিক পলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলন্তথা।
কুড়বঞ্চিত্র তৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ।
পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে।
হন্তিবাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাং।
শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।
কুষ্ঠানি বাতরক্তানি গুল্মশূলোদরানি চ।
আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যৈ বিবর্জ্জিতং।
এতদভ্যাস যোগেন জরাপলিতনাশনং।
সর্পি স্তৈল রসোপেত মশ্নীয়াচ্ছালি ষষ্টিকং।
সিংহনাদ মিতি খ্যাতো রোগবারণ দর্পহা।
বহ্নের্ব্বৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা।
অত্রাহ ত্রিফলা ক্বাথং পৃথক্ত্রিপলসম্মিতং।
কিঞ্চিত্রির্ধ্যাতি চৈরণ্ড স্নেহপাকোঽধিকঃ খরঃ॥

সিংহনাদ গুগ্গুলু।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের ক্বাথ প্রত্যেকে ২ পল, সৌগন্ধিক (শোধিত গন্ধক) ১ পল, শোধিত গুগ্গুলু ১ পল এবং চিত্রতৈল (এরণ্ডতৈল) /১ একসের। এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া পাকবিদ্বৈদ্য অতি সাবধানে সুদৃঢ় লৌহপাত্রে পাক করিবে। এই সিংহনাদ গুগ্গুলু ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, খঞ্জ, পঙ্গুতা, দুর্জ্জয়শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর ও আমবাতরোগ আরোগ্য হয়। ইহা নিত্য সেবন করিলে জ্বর ও পলিত বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকারী রোগী ঘৃত, তৈল ও মাংসরস সহ শালি ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন। এই ঔষধ রোগরূপ হস্তীর দর্পনাশক বলিয়া সিংহনাদ গুগ্গুলু নামে খ্যাত এবং দণ্ডপাণি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা অতীব অগ্নিবৃদ্ধি কারক।

রামবাণঃ।—

পারদামৃতলবঙ্গ গন্ধকং ভাগ যুগ্ম মরিচেন সংমিশ্রিতং।
অত্র জাতীফলমথার্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ী ফল রসেন মর্দ্দিতং।

মাষমাত্র মনুপান যোগঃ সদ্য এব জঠরাগ্নি দীপনঃ।
সেবতামখিল রোগ নিবারণং রামবাণ বটিকা রসায়নং।
সংগ্রহগ্রহণীপাণ্ডু রোগকং সামবাত স্বরদূষণং জয়েৎ।
বহ্নিমান্দ্য দশবক্ত্র নাশনো বাতরোগ সমুদ্ভবং।
কুষ্ঠবিদ্রধি ভগন্দরার্ব্বুদং মাংস মজ্জাগত মপ্যসৃগ্দরং।
বাতরক্ত মুপদংশ দারুণং প্লীহ গুল্মমপচীং গুদাঙ্কুরং।
শীর্ষ কর্ণ মুখ নেত্র নাসিকা রোগ মাশু বিনিহন্তি হেলয়া।
অনুপানং যুক্ত্যাদেয়ং দ্রব্যমধিপান মিতলবঙ্গ মনুপেয়ং।
নাগপত্র মরিচেন ভক্ষিতং সদ্য এব জঠরাগ্নি দীপনং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণাবামবাতাধিকারঃ।

রামবাণ।

শোধিত পারদ ২ ভাগ, শোধিত বিষ ২ ভাগ, লবঙ্গ ২ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ ও মরিচ ২ ভাগ এবং জাতীফল।০ অর্দ্ধভাগ, সমুদায় দ্রব্যগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক তেঁতুলের রসে মর্দ্দিত করতঃ ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই রামবাণ বটীকা প্রতিদিন একটী করিয়া অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে সদ্যই জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং সর্ব্ববিধ রোগ নিবারিত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা সংগ্রহগ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, আমবাত, স্বরদোষ, অগ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, কুষ্ঠ, বিদ্রধি, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, মাংস ও মজ্জাগতরোগ, প্রদর, রক্ত-পিত্ত, দারুণ উপদংশ (গরমি), প্লীহা, গুল্ম, অপচী, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণ-রোগ, মুখরোগ ও চক্ষুরোগ অতি সত্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। এই রামবাণ রস ঔষধ সেবনান্তে, লবঙ্গের ক্বাথে সমভাগ নাগকেশর, তেজপত্র ও মরিচ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
আমবাতরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শূলাধিকারঃ।

শূলরোগস্য চিকিৎসা।—

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ প্রশস্তং শূলশান্তয়ে॥
পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদ এব সুখাবহঃ॥

অতঃপর শূলরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

শূলরোগের চিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন ঔষধ, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ঔষধ এবং গুড়িকা ঔষধ, এই সকল প্রয়োগ দ্বারা শূলরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহার মধ্যে শূলরোগাক্রান্ত পুরুষের পক্ষেই কেবল মাত্র স্বেদই বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

মাতুলুঙ্গরস শিগ্রুক্কাথৌ।—

মাতুলুঙ্গ রসোবাপি শিগ্রুক্কাথ স্তথাপরঃ।
সক্ষারো মধুনাপীতঃ পার্শ্বহৃদ্বস্তি শূলনুৎ॥

মাতুলুঙ্গ রস ও শিগ্রুক্কাথ।

মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) নেবুর রসে অথবা সজিনা মূলের ক্কাথে যবক্ষার ও মধু উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তি দেশের শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

আমশূলস্য চিকিৎসা।—

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সেব্যামামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনং॥

আমশূলের চিকিৎসা।

কফশূল নাশকক্রিয়া এবং যে সকল আমনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক, সেই সমস্তই আমশূল চিকিৎসায় প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চকোলাদিঃ।—

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠং।
সুখোষ্ণেনাম্বুনাপীতং কফশূলবিনাশনং॥

পঞ্চকোলাদি।

সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট্ লবণ, চই, রক্তচিতার মূল, পিপুল, শুণ্ঠী, পিপুলমূল ও হিঙ্গু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে কফশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবর্য্যাদিক্কাথঃ।—

শতাবরী সযষ্ট্যাহ্ব বাট্যালক কুশগোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করং॥
পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং সদ্যোদাহ জ্বরাপহং॥

শতাবর্য্যাদি ক্কাথ।

শতাবরী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশ তোলা এবং শেষ ক্কাথ ৮ আট তোলা। এই ক্কাথ গুড়, মধু ও শর্করা সহ পান করিলে সদ্যই রক্তপিত্ত, দাহ, শূল এবং দাহ সংযুক্ত জ্বররোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাদিক্কাথঃ।—

ত্রিফলা নিম্বযষ্ট্যাহ্ব কটুকারগ্বধৈঃ শৃতং।
পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলনিবারণং॥

ত্রিফলাদি ক্কাথ।

ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নিমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। এই ক্কাথে ।৹ অর্দ্ধ তোলা সোণালুর আঠা ও ।৹ সিকি তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূলরোগ নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে।

মধুকক্কাথঃ।—

তৈলমেরণ্ডজঞ্চাপি মধুকক্কাথসংযুতং।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্যাদ্‌ গুল্মং পৈত্তিকমেবচ॥

মধুকক্কাথ।

কুট্টিত যষ্টিমধু ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। এই ক্কাথে উপযুক্ত মাত্রায় এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক শূল এবং পৈত্তিকগুল্ম রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

বলাদিক্কাথঃ।—

বলাপুনর্ন বৈরণ্ড বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যোবাতরুজাপহং॥

বলাদি ক্কাথ।

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড মূল, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। এই ক্কাথে উপযুক্ত মাত্রায় হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত জনিত ঔদরিক বেদনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণম্।—

শূলীবিবদ্ধকোষ্ঠোঽগ্নি রুক্ষাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ।
হিঙ্গু প্রতিবিষা ব্যোষ বচা সৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ।

হিঙ্গু, আতইচ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চ্চল, বচ ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শূল, বিবদ্ধতা ও কোষ্ঠদোষ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।—

সহিঙ্গুস্তুম্বুরুব্যোষ যমানী চিত্রকাভয়াঃ।
সক্ষারং লবণঞ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা॥
বিণ্মূত্রানিলশূলঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনং॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিঙ্গু, ধনিয়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, রক্তচিতার মুল, হরীতকী, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পুর্ব্বক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বিষ্ঠা, মূত্র ও বাতজনিত শূল আরোগ্য হয়। এবং ইহা পরিপাচক ও অগ্নিদীপক বলিয়া জানিবে।

কফপৈত্তিকশূলস্য চিকিৎসা।—

কফজে পিত্তজেবাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্।
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে॥

কফপৈত্তিক শূলের চিকিৎসা।

কফজশূলে এবং পিত্তজশূলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে; সে সমস্ত ক্রিয়া একত্রিত করিয়া যুগপৎ প্রয়োগ করিলে কফ-পৈত্তিক দ্বন্দ্বজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পটোলাদি ক্বাথঃ —

পটোল ত্রিফলারিষ্ট ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বর ছর্দ্দি দাহশ্চানিলশান্তয়ে॥

পটোলাদি ক্বাথ।

পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ আট তোলা। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও বায়ু নিবারিত হইয়া থাকে।

রসোনকল্কঃ।—

রসোনং মদ্যসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্যাদ্বহ্নিদীপনং॥

রসোন কল্ক।

কিছু পরিমাণে রসুন পেষণ পূর্ব্বক মদ্যসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে—বাতশ্লেষ্মজনিত শূলরোগ প্রশমিত হয়। পরন্তু ইহা অতীব অগ্নিদীপক।

বাতপিত্তজশূলস্য চিকিৎসা —

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে।
ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাৎ শূলে পিত্তানিলাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক শূলের চিকিৎসা।

বাতপৈত্তিক শূলরোগে জ্বরাধিকারোক্ত বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে, অথবা বাতিক শূল ও পৈত্তিক শূলে প্রযোজ্য উভয় ক্রিয়া মিশ্রিত করতঃ প্রয়োগ করিলে বাতপৈত্তিক শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

এরণ্ডদ্বাদশকং।—

এরণ্ডফলমূলানি বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং।
পর্ণিন্যঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছীক্ষুরালিকা॥
তুল্যৈরেভিঃ শৃতং তোয়ং যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
পৃথগ্‌দোষোদ্ভবং শূলং হন্যাৎ সর্ব্বভবন্তথা॥

এরণ্ড দ্বাদশক।

এরণ্ড ফল, এরণ্ড মূল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগানী, মাষানী, শালপানী, চাকুলে, সহদেবা (দণ্ডোৎপল বিঃ), সিংহপুচ্ছী (চাকুলে বিঃ) এবং ইক্ষুরালিকা (খাগড়া); এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ দুই তোলা, পাক নিমিত্তক জল ৩২ বত্রিশ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ আট তোলা। এই ক্বাথে ।০ সিকি তোলা যবক্ষার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক, পৈত্তিকাদি সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলীঘৃতং।—

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজং॥

পিপ্পলী ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের; দুগ্ধ ।৬ ষোলসের, জল ।৬ ষোলসের কল্কার্থ গুড় এবং কুট্টিত পিপ্পলী সমভাগে দুই দ্রব্যে /১ একসের। যথা বিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিবস প্রাতঃকালে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ এবং পরিণামজ শূলরোগ প্রশমিত হয়।

বীজপূরক ঘৃতং।—

বীজপূরকমেরণ্ড রাস্নাগোক্ষুরকং বলা।
পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থ সমাযুতান্॥
বারিদ্রোণেন সাধ্যং স্যাদযাবৎ পাদাবশেষিতং।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কমক্ষসমন্বিতং॥
তুম্বুরুণ্যভয়াব্যোষা সহিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বিড়ং।
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ স্বর্জ্জিকা চাম্লবেতসং॥
কুষ্ঠং সদাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ং।
মস্তু প্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বাশনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
পানমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্যাত্রিদোষজং।
বাতশূলং পৃষ্ঠশূলং গুল্মপ্লীহহরং পরং॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ পক্তিশূলঞ্চ সংহরেৎ।
বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরং॥
জতুকর্ণেন মুনিনা ভাবিতং তদ্বিমর্দ্দনং॥

বীজপূরক ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের; দধির মাৎ /৮ আটসের। ক্বাথার্থ ছোলঙ্গ নেবু, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর ও বেড়েলা প্রত্যেকে ৫ পাঁচ পল এবং যব, /২ দুইসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ ধনিয়া, হরীতকী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, বিট্‌-লবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, স্বর্জ্জিকাক্ষার, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম ফলের ছাল, মহাদা, জীরক ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া /১ একসের মাত্রায় তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন পান করিলে ত্রিদোষজশূল, বাতশূল, পৃষ্ঠশূল, গুল্ম, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও পক্তিশূল বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বলজনক, বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রসাধক, এবং অগ্নি সন্দীপক। এই বীজপূরক ঘৃত জতুকর্ণ নামক ঋষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

শূলগজেন্দ্রতৈলং।—

এরণ্ডদশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকং।
জলেচাষ্টগুণে পক্ত্বা তৈলপ্রস্থ দ্বয়ং পচেৎ॥
বিশ্বং জীরং যমানীচ পিপ্পলীচ বচাতথা।
সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ং॥

যবক্কাথ জলঞ্চৈব তৈলাদ্দেয়ং গুণত্রয়ং।
তৈলমেতন্মহাতেজো নাম্না শূলগজেন্দ্রকং ॥
নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলং উপসর্গ সমন্বিতং।
অগ্নিপ্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচিজ্বরং ॥
জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহগুল্মবিনাশনং।
শ্রীমদ্গাহণনাথেন রচিতং বিশ্বসম্পদি ॥

শূলগজেন্দ্র তৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল /৮ আটসের, জল।৬ ষোলসের এবং যবের ক্বাথ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ এরণ্ড মূল, বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ বেলশুঁঠ, জীরক, যমানী, পিপুল, চই, সৈন্ধবলবণ, বদরী (শুষ্ক কুল) ও তেজপত্র; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথা বিধানে তৈল পাক করিবে। এই শূলগজেন্দ্র তৈল যথানিয়মে গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে উপসর্গ সমন্বিত অষ্টবিধ শূল, বমি, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, রক্তপিত্ত, প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শূলগজেন্দ্র তৈল বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শ্রীমদ্গহন নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

বৃহন্নারীকেলখণ্ডঃ।—

নারীকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থমেবচ।
তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃ পঞ্চপলানিচ ॥
শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেবচ।
সর্ব্বমেকীকৃত্য পাত্রে শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
ত্বগা ত্রিকটুকং মুস্তং চতুর্জাতং সধান্যকং।
দ্বিকণা কর্ষযুগ্মঞ্চ জীরকে তু পৃথক্ পৃথক্ ॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারসেবিনঃ ॥
সর্ব্বদোষভবং শূলমামবাতঞ্চ নাশয়েৎ।
পরিণামভবং শূলমাঢ্যবাতঞ্চ নাশয়েৎ ॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বাজীকরণমুত্তমং।
রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনং।

অগ্নিসন্দীপনকরং সর্ব্বরোগনিসূদনং।
ধন্বন্তরিকৃতং হ্যেতৎ নারীকেলমিদং মহৎ ॥

বৃহন্নারীকেল খণ্ড।

সুপক্ক নারিকেলের শস্য ৮ পল, ইক্ষু চিনি /২ দুইসের, নারিকেলের জল /৮ আটসের, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ৫ পাঁচ পল, শুণ্ঠী চূর্ণ /।০ অর্দ্ধসের এবং গব্য দুগ্ধ /২ দুইসের। সমস্ত দ্রব্য গুলি একত্রিত করিয়া একটী দৃঢ় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি সংযোগে যথাবিধানে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে প্রায় আসন্ন পাকের সময় উপস্থিত, তখন উহার মধ্যে তুগা (বংশলোচন), শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেসর, ছোট এলাচি, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল, জীরক এবং কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পাক সমাপন করিয়া লইবে। তৎপরে উহা একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই বৃহন্নারিকেল খণ্ড ঔষধ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শূল, আমবাত, পরিনাম শূল, আঢ্যবাত (উরুস্তম্ভ), রক্তপিত্ত, বমি ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরন্তু ইহা বলপ্রদ, পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ ও অগ্নি সন্দীপন। এই বৃহন্নারিকেল-খণ্ড ঔষধ স্বয়ং ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

নারীকেলামৃতং।—

নারীকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ঘৃতভর্জ্জিতং।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠ্যাশ্চূর্ণং সমাশ্রিতং ॥
দ্বিপাত্রং নারীকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলা ভিষক্ ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা তথা।
স্বাঙ্গশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোধিতং ॥
ত্রিকটোস্তু চতুর্জ্জাতং প্রত্যেকন্তু পলোন্মিতং।
ধাত্রীজীরকযুগ্মন্তু ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকং ॥
তুগা পয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপলানি মধুনা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
শিবং সম্পূজ্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরং।
কর্ষপ্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরং যূষং পিবেদনু ॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু শূলঞ্চৈব সুদারুণং।
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশনং ॥

উপদ্রবভবং শূলং হৃচ্ছূলঞ্চ সুদারুণং।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং যক্ষ্মাণঞ্চ নিযচ্ছতি ॥
পরং বাজীকরং শ্রেষ্ঠং বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনং।
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং মহৎ ॥
মূত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতরোগেষু শস্যতে।
গুদজানি চ সর্ব্বাণি নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ ॥
সর্ব্বরোগবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতুনা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারীকেলামৃতং মতং ॥

নারীকেলামৃত।

ঘৃত ভর্জ্জিত নারীকেল ফলের শাঁস /২ দুইসের, শুণ্ঠীচূর্ণ /২ দুইসের, নারীকেলের জল ।৬ যোলসের, ক্ষীর (দুগ্ধ) ।৬ যোলসের, আমলকীর স্বরস /৪ চারিসের এবং ইক্ষুচিনি ।২॥০ সাড়ে বারসের ; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া যথাবিধানে মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত প্রায় হইয়াছে, তখন নামাইবে। এবং শীতল হইলে, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, দারুচিনি, ছোটএলাচি ও তেজপত্র ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা ; আমলকী, জীরক, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, পিপুলমূল, বংশলোচন ও মুথা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা এবং মধু ৩২ তোলা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া, দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রমথগণসহ শিব, ধন্বন্তরি এবং অন্যান্য দেবতা ও মহাদেবকে পূজা করিয়া, এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধ ও মুগাদির যূষ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, সুদারুণ শূল, পরিণামশূল, পৃষ্ঠশূল, উপদ্রবোদ্ভূত শূল, হৃদয়শূল, পীনস, প্রতিশ্যায় ও যক্ষ্মারোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ বাজীকর, বলজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, অগ্নিসন্দীপক, রসায়ন, সর্ব্ববিধ মূত্ররোগ এবং গুদজরোগ সমূহ বিনাশক। এই নারীকেলামৃত ঔষধ সর্ব্ব রোগ বিনাশের নিমিত্ত লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শূলসংহারকচূর্ণং।—

সুপুরাতন মণ্ডুরং পলাষ্টক সমন্বিতং।
মারীষ দাড়িমত্বক্চ কচী কুটজবল্কলং।
মুচুকুন্দঞ্চ কঙ্কোল মপামার্গঞ্চ চিত্রকং।
পৃথগ্দ্বিকার্ষিকৈশ্চৈষাং গুড়ূচীঞ্চ দ্বিকার্ষিকং।
আঢ়কেন চ মূত্রেণ তাবজ্জ্বালং সমাচরেৎ।

যাবৎ পিত্তলিকা মূর্দ্ধ বহ্নিস্তত্র প্রজায়তে।
ক্ষারভূতং সমাপেষ্য রসগন্ধৌ চ হিঙ্গুলং।
লবঙ্গতেজপত্রঞ্চ শুভা জাতীফলন্তথা।
শঙ্খনাভি দদ্রুহারি প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকং।
পূর্ব্ববৎ পরিপেষ্য চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
প্রস্থগোমূত্রদুগ্ধেন পুনঃ সর্ব্বং তথাপচেৎ।
তোলৈকমুষ্ণদুগ্ধেন পায়য়েৎ কুশলোভিষক্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজ মথাপি বা।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং সমুদ্ভবং।
শূলসংহারকং নাম চূর্ণমেতৎ সুদুর্ল্লভং।
অত্র কচ্বীতি মানস্থ বল্কলং। কঙ্কোলমিতি কাকরোলং। শুভেতি বংশলোচনা। দদ্রুহারীতি কেত্রাঙ্গা যস্থ প্রসিদ্ধা॥

শূলসংহারক চূর্ণ।

শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ৮ পল অর্থাৎ /১একসের এবং মারীষ (চাঁপানটে শাক), দাড়িমফলের ছাল, কচ্বী (মান কচুর ছাল), কুটজ ছাল, মুচুকুন্দ ফুল, কাকরোল, অপামার্গ, রক্তচিতার মূল এবং গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক ।৬ ষোলসের গোমূত্র সহ পিত্তলের পাত্রে করিয়া পাক করিবে। যখন দেখিবে যে, সমস্ত গোমূত্র শুষ্ক হইয়াছে এবং পাত্রের মধ্যস্থিত দ্রব্য সমূহে অগ্নিবৎ তেজস্বিতা জন্মিয়াছে; তখন তাহা চুল্লী হইতে নামাইয়া উত্তম রূপে পেষণ করিয়া লইবে। এবং উহার সহিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, শুভা (বংশলোচন), জাতিফল, শঙ্খনাভি এবং চক্রমর্দ্দ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারি তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রিত করতঃ উত্তম রূপে পেষণ করিয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি /৪ চারিসের গোমূত্র এবং /৪ চারিসের গব্যদুগ্ধ সহ পূর্ব্ববৎ পাঁক করিয়া, দ্রব্যগুলি বিশেষ রূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই "শূল-সংহারক চূর্ণ" নামক ঔষধ উক্ত দুগ্ধ সহ ১ একতোলা পরিমাণে প্রতিদিবস সেবন করিলে একজ (বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক), দ্বন্দ্বজ (বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক) আমশূল এবং ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) শূল এই অষ্টবিধ সাধ্যাসাধ্য শূলরোগে নিশ্চয়ই সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিদ্যাধরাভ্রং।—

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলা গুড়ূচী দন্তীত্রিবৃদ্বহ্নি কটুত্রয়ঞ্চ।

প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং চত্বার্যয়সামলস্থচূর্ণং।
গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সস্তানি শিবাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধাৎ নিশ্চন্দ্রকাৎ শ্লক্ষ্মতীবসূতাৎ।
পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্বে শিলাতলে মন্যুমুনের্দলস্য।
সংমর্দ্দ্য পশ্চাদতিশুদ্ধগন্ধং পাষাণচূর্ণেন পিচন্মিতেন।
যুক্ত্যাততঃপূর্ব্ব রজাংসিদত্বা সর্পির্মধুভ্যামবমৃদ্যযত্নাৎ।
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে ততঃ প্রযুজ্যাস্য রসায়নস্য।
প্রাঙ্মাষকোপ্যথবা দ্বিতীয়োবা গব্যং পয়োবা শিশিরং জলম্বা।
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভুতঃ কালপ্রনষ্টানলদীপকেষু।
রোগেষু হন্যাৎ পরিণামশূলং শূলন্তথান্নদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ।
যক্ষ্মাম্লপিত্ত গ্রহণীবিকারান্ জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তকুষ্ঠে।
নসন্তিতেযান্ন নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

বিদ্যাধরাভ্র।

বিড়ঙ্গ, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চ, দন্তী মূল, তেউড়ী মূল, রক্তচিতার মূল, শুঠী, পিপুল, ও মরিচ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা, আয়োমল (মণ্ডূর) চূর্ণ ৪ পল, লৌহ বা লৌহপত্রিকা চূর্ণ ৪ পল এবং কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ১ পল। প্রথমে মন্যুমুনির (থানকুনীর) রসে ১।০ দেড় তোলা শোধিত পারদ এবং ২ দুই তোলা শোধিত গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে; তৎপরে বিড়ঙ্গ হইতে কৃষ্ণাভ্র পর্য্যন্ত সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যগুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া, একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ মাষা বা ২ মাষা মাত্রায় সেবন করিয়া, গব্য দুগ্ধ বা শীতল জল অনুপান করিবে। এই বিদ্যাধরাভ্র ঔষধ সেবন দ্বারা জঠরাগ্নি অতীব প্রদীপ্ত হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল, অন্নদ্রব শূল, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত, গ্রহণী, জীর্ণ জ্বর, রক্তপিত্ত এবং কুষ্ঠ রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, এমন কোন রোগ নাই; যাহা এই ঔষধ নিয়মিত রূপে সেবন করিলে আরোগ্য না হয়।

শূলবজ্রিনী বটী।—

রসগন্ধক লৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতং।
টঙ্কণং রামঠং শুণ্ঠী ত্রিকটু ত্রিফলা শঠী।
ত্বগেলা পত্রতালীশ জাতীফল লবঙ্গকং।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভং।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা ছাগীদুগ্ধে প্রপেষিতা।

গণেশজননী শম্ভু হরিস্সূর্য্যান্ প্রপূজ্যচ।
শীততোয়ানুপানেন ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিনী।
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরং জ্বরং।
অষ্ঠীলানাহ মেহাংশ্চ মূত্ররোগ হলীমকৌ।
অম্লপিত্তামবাতঞ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকং।
শোথং গলগ্রহং বৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ ভগন্দরং।
কাসং শ্বাসং ব্রণং কুষ্ঠং ক্রিমিহিক্কামরোচকং।
অর্শাংসি গ্রহণীদুষ্টাং সর্ব্বাতীসারনাশনং।
বিসূচীং কণ্ডূ মন্দাগ্নিং পিপাসাং পীনসং গদং।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চাপি দোষত্রয় সমুদ্ভবং।
বৃষ্যা বলবতীচৈষা মন্দাগ্নি পরিদীপনী।
কান্তিবৃদ্ধিপ্রদা নিত্যং সেবিতা চ চিরায়ুষী।
ভাবিতং চন্দ্রনাথেন বটীচৈষা প্রকীর্ত্তিতা।
সংসার লোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতং।
কালব্যাধি বয়োবহ্নি তৃষ্ণাচ ত্রুটিবর্দ্ধনং।
গদানুমানকং বৈদ্যেরনুপানং প্রযুজ্যতে॥

শূলবজ্রিণী বটী।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, শুল্ব (তাম্র), শুণ্ঠী, পিপ্পুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠী, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, তালীশপত্র, জাতিফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনিয়া প্রত্যেকে ১ একতোলা; সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করতঃ উত্তম রূপ মিশ্রিত করিয়া ছাগ দুগ্ধ সহ পেষণ পুর্ব্বক ১ এক মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা শীতল জল বা ছাগ দুগ্ধ অনুপান সহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপিত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্ত শ্লৈষ্মিক, আমজ ও ত্রৈদোষিক এই অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুল্ম, উদর, জ্বর, অষ্ঠীলা, আনাহ, বিংশতিপ্রকার মেহ, মূত্ররোগ, হলীমক, অম্লপিত্ত, আমবাত, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, গলগ্রহ, বৃদ্ধি (অণ্ডকোষ ফোলা), শ্লীপদ (গোদ), ভগন্দর, কাস, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, হিক্কা, অরুচি, অর্শঃ, গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার, বিসূচী (ওলাউঠা বা কলেরা), কণ্ডূ (চুলকণা), মন্দাগ্নি, পিপাসা ও পীনস এই সমস্ত রোগ একজ (বাতিকাদি), দ্বন্দ্বজ (বাত পৈত্তিকাদি) ও ত্রৈদোষিক যে প্রকার হউক, নিশ্চয়ই আরোগ্য

হয়। পরন্তু ইহা বৃষ্য, বল জনক, অগ্নিপ্রদীপক, কান্তিবর্দ্ধক ও দীর্ঘায়ুস্থাপক বলিয়া জানিবে। এই শূলবজ্রিণী বটী ঔষধ সাংসারিক লোকরক্ষার্থ স্বয়ং চন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ বৈদ্য এই ঔষধ কাল, ব্যাধি, বয়স, অগ্নি, তৃষ্ণা এবং ব্যাধির বেগের ন্যূনাধিক্য দর্শন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুপান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবেন।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
শূলরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ পরিণামশূলাধিকারঃ।

পরিণামশূল চিকিৎসা।

বমনং তিক্ত মধুরা বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণাম সমুদ্ভবে॥

অতঃপর পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

পরিণাম শূলের চিকিৎসা সূত্র।

তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন ও বিরেচন, লঙ্ঘন এবং বস্তিপ্রয়োগ; এই সকল ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

শতাবরী মণ্ডূরং।—

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরস্য পলাষ্টকং।
শতাবরী রসস্যাষ্টৌ দধ্নস্তু পয়সস্তথা।
পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ।
বিপচেৎ সর্ব্বমেকত্র যাবৎ পিণ্ডত্বমেতি তৎ।
সিদ্ধন্তু ভক্ষয়েৎ মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোপিবা।
বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজং।
নিহন্ত্যেব হি যোগোঽয়ং মণ্ডূরস্য ন সংশয়ঃ॥

শতাবরী মণ্ডূর।

শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ ৮ পল অর্থাৎ /১ একসের, শত মূলীর রস /১ একসের, দধি /১ একসের, দুগ্ধ /১ একসের এবং উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত ✓॥০ অর্দ্ধসের। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে থাকিবে। যখন উহা পিণ্ডাকৃতি হইয়াছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই শতাবরী মণ্ডূর ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় ভোজনের মধ্যে বা অগ্রে সেবন করিলে বাতিক শূল, পৈত্তিক শূল ও পরিণাম শূল নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণং।—

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারো রুচকং রোমকং বিড়ং।
দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমং।
দধি গোমূত্র পয়সা মন্দপাবক পাচিতং।
তদ্যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতং।
নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃৎ গুল্মকৃতঞ্চ যৎ।
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাত কৃতন্তথা।
শূলানামেব সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎসমং।
পরিণাম সমুত্থস্য বিশেষেণান্ত কৃন্মতং॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

সামুদ্র (করকচ) লবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার (সোরা), রুচক (সৌবর্চ্চল) লবণ, রোমক লবণ (অভাবে সাম্ভরী লবণ), বিট্ লবণ, দন্তীমুল, লৌহ, মণ্ডুর, তেউড়ী মুল এবং শূরণ (ওল); এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্তম রূপ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া দধি ও গোমূত্র সহ মৃদু অগ্নি সন্তাপে তপ্ত করতঃ চূর্ণবৎ করিয়া লইবে। এই ঔষধ রোগীর বল, অগ্নি আদি বিবেচনা পূর্ব্বক উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে অথবা জীর্ণ না হইতেই রোগীকে ঘৃতপক্ক-মাংস-রস পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা নাভিশূল, প্লীহশূল, যকৃচ্ছূল, গুল্মশূল, বাত ও কফ জনিত বিদ্রধি ও অষ্ঠীলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শূল অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তপিত্তজ প্রভৃতি যতপ্রকার শূলরোগ আছে, তৎসমুদায় নিবারণার্থ এরূপ দ্বিতীয় ঔষধ আর প্রায় দেখাযায় না। বিশেষতঃ ইহা পরিণাম শূলের অন্তক স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

নারীকেলৌষধিঃ —

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতং।
বিপক্ক মগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজ শূলনুৎ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং।
সর্ব্ববিধং শূলং হন্তি পরিণামজং দারুণং॥

নারিকেলৌষধি।

একটী সুপক্ক জলপূর্ণ নারিকেলের মুখ ছাড়াইয়া, তন্মধ্যে উপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধব লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মুখটী বন্ধ করিবে। পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া পুটপাকের ন্যায় অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। অগ্নি দ্বারা উত্তম রূপ পক্ক হইলে, নারীকেলের উপরিস্থিত মৃত্তিকার লেপ পরিত্যাগ করিয়া,

উহার মধ্যস্থ শাঁস গ্রহণ করিবে। এই নারিকেল ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে পাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরিণাম শূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

সপ্তামৃত-লৌহঃ।—

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণ ময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পির্যুতং সম্যক্ গব্যক্ষীরং পিবেদনু।
ছর্দ্দিং সতিমিরাং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্রমং।
আনাহ মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি সঃ॥

সপ্তামৃত লৌহ।

যষ্টি মধু ও ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মাত্রায় লৌহ চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়ে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া মধু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ লেহনপূর্ব্বক সেবন করিবে এবং দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা বমি, তিমির, শূল, অম্লপিত্ত, জ্বর, ভ্রম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তারামণ্ডুর গুড়ঃ।—

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানিচ।
নবভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টং সমানিচ।
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্বা মূত্রার্দ্ধিক গুড়ান্বিতং।
শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতা কৃতং।
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাঙ্মধ্যান্ত ক্রমেনৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ।
যোগোহয়ং শময়ত্যাশু পঙ্ক্তিশূলং সুদারুণং।
কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতানিচ।
পংক্তিশূলান্তকোহ্যেষ গুড়ো মণ্ডুরসংজ্ঞিতঃ।
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতো স্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ॥

তারামণ্ডুর গুড়।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ১ এক ভাগ এবং শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৯ নয় ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিগুণ গোমূত্র এবং গোমূত্রের অর্দ্ধেক পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। যখন দেখিবে পিণ্ডাকৃতি হইয়াছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ২ তোলা মাত্রায় অনুপান বিবেচনা পূর্ব্বক ভোজনের

পূর্ব্বে, মধ্যে বা অন্তে সেবন করিলে আশু সুদারুণ পক্তিশূল, কামলা, পাণ্ডু-রোগ, শোথ ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয়। পক্তিশূলের অন্তক স্বরূপ এই তারা মণ্ডুর-গুড় শূল প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশার্থে স্বয়ং তারা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শূলস্যাপথ্যানি।—

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটুবৈদলং।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্নরঃ॥
ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শূলপরিণামশূলাধিকারঃ।

শূলরোগীর পরিত্যাজ্য বিষয় সকল।

ব্যায়াম (কুস্তিকরা), মৈথুন (স্ত্রী সম্ভোগ), মদ্যপান, লবণ, কটু এবং বৈদল (বুট, মটর আদি দাইল), মল, মূত্রাদির বেগ ধারণ, শোক এবং ক্রোধ; শূলরোগী এই সমস্ত অবশ্যং পরিত্যাগ করিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
শূল পরিণাম শূলরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ

অতঃপর উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

সৌবর্চ্চলাদ্যা মদিরা।—

সৌবর্চ্চলাঢ্যাং মদিরাং মূত্রেত্বভিহতে পিবেৎ॥

সৌবর্চ্চলাদ্যা মদিরা।

২পল মদ্যের সহিত ৪ চারি মাষা সৌবর্চ্চল লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রাভিঘাত জন্য উদাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি বর্ত্তিঃ।—

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পক্ত্বা বর্ত্তিং সুবর্ত্তিতাং।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে দদ্যাদুদাবর্ত্তবিনাশিনী॥

হিঙ্গ্বাদি বর্ত্তি।

হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধবলবণ, এই দ্রব্যত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে পাক করিয়া, ঘৃত মিশ্রিত করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যমধ্যে প্রয়োগ করিলে উদাবর্ত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তিঃ।—

বর্ত্তিস্ত্রিকটুক সৈন্ধবসর্ষপ গৃহধূম সকুষ্ঠ মদনফলকৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্ত্বা বিদধীতাঙ্গুষ্ঠসমাবর্ত্তিরিয়ং।

দৃষ্টফলা শনৈঃ শনৈঃ প্রণিহিতা ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহোদাবর্ত্তপ্রশমনী জঠরগুল্মবিনাশিনী॥

ফলবর্ত্তি।

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), সৈন্ধব লবণ, সর্ষপ, গৃহধুম (ঝুল), কুড় ও মদন ফল (ময়না ফল); এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২তোলা এবং মধু ৮তোলা ও গুড় ২তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করতঃ যথানিয়মে পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া গুহ্য মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদররোগ ও গুল্মরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই বর্ত্তি দৃষ্টফল বলিয়া জানিবে।

শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতং।—

মূলকং শুষ্কমাদ্রর্কঞ্চ বর্ষাভূ পঞ্চমূলকং।
আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেৎ ঘৃতং।
তৎ পীতমাত্রং শময়েদুদাবর্ত্তং বিশেষতঃ॥

শুষ্কমুলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত /৪ চারিসের, জল ।৬ যোলসের; কল্কার্থ শুষ্কমূলা, আদা, বর্ষাভূ (পুনর্নবা), পঞ্চমুল (বেলছাল, পাকলছাল, গনিয়ারীছাল, গাম্ভারীছাল ও সোণাছাল); এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই শুষ্ক-মূলাদ্য ঘৃত যথানিয়মে সেবন করিবামাত্রই উদাবর্ত্তরোগ বিশেষরূপে প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।—

দ্বিরুত্তরাহিঙ্গু বচা সকুষ্ঠা সুবর্চ্চিকা চেতি বিড়ঙ্গচূর্ণং।
সুখাম্বুনানাহ বিসূচিকার্ত্তিং হৃদ্রোগ গুল্মোর্দ্ধসমীরণঘ্নং॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।

হিঙ্গু ১ একভাগ, বচ ২ দুইভাগ, কুড় ৪ চারিভাগ, সাচিক্ষার ৮ আটভাগ এবং বিড়ঙ্গ ১৬ যোলভাগ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে আনাহ, বিসূচী (ওলাউঠা বা কলেরারোগ), হৃদ্রোগ, গুল্ম ও ঊর্দ্ধ বায়ুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নারাচচূর্ণং।—

খণ্ডপলং ত্রিবৃতাসমমুপকুল্যা কর্ষং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতং।
প্রাগ্‌ভোজনেন সহমধু বিড়ালপদকং লিহেৎ প্রাতঃ।

এতদ্গাঢ়পুরীষে পিত্তে কফে চ বিনিযোজ্যং।
স্বাদুর্নৃপযোগ্যোঽয়ং চূর্ণোনারাচকো নাম্না॥

ইত্যুদাবর্ত্তানাহ চিকিৎসা।

নারাচ চূর্ণ।

খণ্ড (খাঁড় গুড় অভাবে চিনি) ৮ আট তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং পিপুল চূর্ণ ২ দুই তোলা; সমস্ত দ্রব্য চূর্ণকরতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই নারাচ চূর্ণ ঔষধ ২ দুই তোলা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধু সহ ভোজনের প্রাক্কালে সেবন করিলে মলবদ্ধতা এবং কফ ও পিত্তজনিত উদাবর্ত্তরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

বিশেষ কথা—এই নারাচ চূর্ণ ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবার বিধি আছে, কিন্তু আধুনিক হীনবীর্য্য লোকদিগের পক্ষে এতাদৃশ পরিমাণ উপযুক্ত নহে। অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা নির্ণয় করিয়া, ঔষধের মাত্রা স্থির করিয়া দিবেন। যেহেতু ঔষধ অযথামাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ব্যাধির উপশম হওয়া দূরে থাক্, বরং তদ্দ্বারা অন্যান্য বিবিধ উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য ঔষধেও এবম্বিধ অনুপযুক্ত মাত্রা দৃষ্ট হইলে, চিকিৎসকগণ অতি সতর্কে তৎসম্বন্ধে সমুচিত পরিমাণ নির্ণয় করতঃ রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিবেন।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গুল্মাধিকারঃ।

অনন্তর গুল্মরোগের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

গুল্মরোগস্য সাধারণ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনং।
বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাং॥

গুল্মরোগের সাধারণ চিকিৎসা।

লঘু অন্ন, অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য, স্নিগ্ধ দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, বায়ুর অনুলোমকারক দ্রব্য এবং বৃংহণ দ্রব্য (যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা শরীর সমধিক বলাধান ও ধাতু সমূহ অতীব পরিপুষ্ট হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে বৃংহণ দ্রব্য বলা যায়; যথা মাংস, ঘৃত প্রভৃতি); এই সকল সর্ব্ববিধ গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

কফগুল্মে—পঞ্চমূলী ক্বাথাদয়ঃ।—

পঞ্চমূলী শৃতং তোয়ং পুরাণ বারুণীরসং।
কফগুল্মে পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেবচ॥

কফগুল্মের চিকিৎসা।—পঞ্চমূলী ক্বাথাদি।

বৃহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল ছাল, সোণা ছাল, পাকল ছাল, গনিয়ারী-ছাল ও গাম্ভারী ছাল ; এই পঞ্চ দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ ক্বাথ ৮ আট তোলা। এই ক্বাথ পুরাতন বারুণী মদ্য (তাল ও খেজুর রসের দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে বারুণী মদ্য বলে) এবং মাধ্বীক মদ্য (মধু দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাধ্বীক মদ্য বলা যায়) যথা সময়ে পান করিলে কফজনিত গুল্মরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তগুল্মস্য চিকিৎসা।

কাকোল্যাদি মহাতিক্তং বাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনং॥

পিত্তগুল্মের চিকিৎসা।

কাকোল্যাদিগণের ক্বাথ ও কল্কসহ সিদ্ধ ঘৃত অথবা মহাতিক্ত ঘৃত কিম্বা বাসাদি ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে পিত্তজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিরেচনপ্রয়োগঃ।—

রেচনার্থী রসম্বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ॥

পৈত্তিক গুল্মরোগে বিরেচন প্রয়োগ।

পৈত্তিক গুল্মরোগীকে বিরেচনার্থে কিস্‌মিসের রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ।৷০ অর্দ্ধ তোলা গুড় মিশ্রিত করতঃ পান করিতে দিবে।

পক্বগুল্মস্য লক্ষণানি।—

দাহশূলানিল ক্ষোভ স্বপ্ননাশারতিজ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমুপনাহয়েৎ॥

পক্ক গুল্মের লক্ষণ।

দাহ, শূল, বায়ু কর্ত্তৃক স্তব্ধতা, নিদ্রানাশ, গ্লানি ও জ্বর ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে গুল্ম পাকিবে বলিয়া জানিবে। তখন ঐ গুল্ম শীঘ্র পাকার্থ ব্রণ শোথোক্ত পাচন দ্রব্য উষ্ণ করিয়া গুল্ম স্থানে প্রলেপ দিবে।

বাতগুল্মস্য চিকিৎসা।—

মাতুলুঙ্গ রসোহিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবং।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহং॥

বাতগুল্মের চিকিৎসা।

মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গ) নেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িম ফলের রস, বিট্‌লবণ

এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সুরা মণ্ডের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

তিলাদিঃ।—

তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন পায়য়েৎ।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

তিলাদি।

তিল ১পল এবং গুড় ১পল লইয়া উষ্ণ দুগ্ধ সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত এবং যোনিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

যমানীচূর্ণম্।—

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতং।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্রবর্চ্চোঽধোনয়নং॥

যমানী চূর্ণ।

যমানী চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় তক্র ও বিট্‌লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া লবণাক্ত করতঃ সেবন করিলে গুল্মরোগীর মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং বায়ু, মূত্র ও মল অধোনীত হইয়া থাকে।

স্বেদপ্রয়োগঃ।—

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণং।
ভিত্ত্বা বিবদ্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মং ব্যপোহতি॥

গুল্মরোগে স্বেদ প্রয়োগ।

চিকিৎসক গুল্মরোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ স্বেদ প্রয়োগ করিবেন। যেহেতু স্বেদ স্নিগ্ধ রোগীর স্রোতঃ সমূহের মৃদুতা সম্পাদন করে; এবং বর্দ্ধিত বায়ু নিবারণ ও বাতাদিজনিত বিবদ্ধতা ভেদ করিয়া গুল্মরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অন্যস্তু।—

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকা স্বেদান্ কারয়েৎ কুশলোভিষক্।
উপানাহাঃ প্রকর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বনাদয়ঃ॥

অন্য প্রকার স্বেদ।

গুল্মরোগে সুচিকিৎসক বাতনাশক উষ্ণ ক্বাথাদি পূর্ণ কুম্ভ, অগ্নিসংযোগে সিদ্ধ বস্ত্রবদ্ধ মাষকলায়াদির পিণ্ড অথবা অগ্নিতে সন্তপ্ত ইষ্টক (ইট) বাত নাশক দশমূলাদির ক্বাথে সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবেন, এবং শাল্বনাদি ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ প্রয়োগ করিবেন। শাল্বনাদি বাতব্যাধি অধিকারে উক্ত হইয়াছে জানিবে।

গুল্মস্য-হিতকরী ক্রিয়া।—

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ।
স্বেদোঽনুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাং॥

গুল্মরোগে হিতকর ক্রিয়া।

গুল্মস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ, উদরের যে পার্শ্বে গুল্ম সেই পার্শ্বের বাহুসন্ধির অধোদেশে ক্ষুদ্র শিরাবেধন, স্বেদ এবং বায়ুর অনুলোমন ক্রিয়া সর্ব্বপ্রকার স্থির গুল্মরোগের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

কফগুল্মে-ঘৃতম্।—

লঙ্ঘনোল্লেখন স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সম্প্রধুক্ষিতে।
ঘৃতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনা॥

কফগুল্মে ঘৃত প্রয়োগ।

লঙ্ঘন, বমন ও স্বেদাদি দ্বারা কফগুল্মরোগীর অগ্নি সন্ধুক্ষিত হইলে, রোগীকে যবক্ষার ও ত্রিকটুর (শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচের) কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বমনার্হ-গুল্মী।—

মন্দাগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশা সারুচির্যস্য সগুল্মী বমনোপগঃ॥

বমনযোগ্য গুল্মরোগী।

যে গুল্মরোগীর অগ্নিমান্দ্য, অল্পবেদনা, গুরুতা, স্তিমিত কোষ্ঠ, উৎক্লেশ ও অরুচি; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইবে তাহাকে বমন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাতাদি দোষভেদেন চিকিৎসা।—

মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ং।
গুড়িকাচূর্ণ নির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাং।
ক্ষারারিষ্ট গণাশ্চাপি দাহশোষে বিধীয়তে।
পিত্তোত্তরে রেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্যমোক্ষণং।
বাতগুল্মে কফেরুদ্ধে বাস্তি শচূর্ণাদিচেষ্যতে সদা॥

বাতাদি দোষভেদে গুল্মরোগের চিকিৎসা।

কফগুল্মে মন্দাগ্নি ও মূঢ়বাত লক্ষিত হইলে রোগীকে স্নেহ পান করাইয়া চূর্ণ, ক্বাথ ও গুড়িকা এবং দাহ ও শোষযুক্ত হইলে ঘণ্টাপারল্যাদির ক্ষার এবং গ্রহণী ও অর্শোরোগোক্ত অরিষ্টগণ বিহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু এই সকল ঔষধ দ্বারা কোন উপকার না হইলে, পশ্চাৎ সন্তপ্ত লৌহ শলাকাদি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

পৈত্তিকগুল্মে এরণ্ড তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। রক্তজ গুল্মে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বাতিক গুল্মরোগে কফ প্রবল হইলে, বমনকারক চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অন্যবিধান্নাহ।—

তিলৈরণ্ডাতসীবীজ সর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ।
শ্লেষ্মগুল্মাময়ঃ পাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ভিষক্।
স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতং।
রুক্ষোষ্ণে পিত্তসম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরং॥

বাতাদি দোষভেদে অন্য প্রকার ক্রিয়া।

কফজ গুল্মরোগে তিল, এরণ্ডবীজ, তিসী এবং সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জল সহ পেষণ করিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

স্নিগ্ধ ও উষ্ণ পিত্তজনিত গুল্মরোগে স্রংসন (বিরেচন) প্রয়োগ করিবে। আর রুক্ষ ও উষ্ণ সম্ভূত পিত্তজ গুল্মরোগে পাক করা ঘৃত প্রয়োগ বিধেয় বলিয়া জানিবে।

অন্যক্রিয়া।—

স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্যোজয়েৎ বস্তিকর্ম্মণা।
স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ॥

অন্য ক্রিয়া।

পৈত্তিক গুল্মরোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বস্তি প্রয়োগ দ্বারা বিরেচন করাইবে। আর স্নিগ্ধোষ্ণ পৈত্তিক গুল্মরোগীকে বিরেচনার্থ মধুর সহিত কম্পিল্লক (কমলাগুড়ী বা গুণ্ডারোচনী) মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে।

পক্বগুল্মস্য ক্রিয়া।—

পক্বে তু ব্রণবৎ কার্য্যং ব্যাধিশোধন রোপণং।
স্বয়মূর্দ্ধমধোবাপি সচেদ্দোষঃ প্রপদ্যতে।
দ্বাদশাহ মুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুদ্রবান্।
পরন্তু শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে মধু সতিক্তকং॥

পক্ব গুল্মের ক্রিয়া।

গুল্ম পক্ব হইলে যাহাতে গুল্মস্থান হইতে পূয ও রক্তাদি নির্গত হয়, এবম্বিধ ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ ছেদন, শোধন, রোপণ আদি ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। পরে ক্ষত প্রতীকারের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদ্যপি গুল্ম পক্ব হইয়া স্বয়ংই ঊর্দ্ধদেশ (মুখদিয়া) কিম্বা অধোদেশ (গুহ্যদ্বার) দিয়া পূযাদি

বহির্গত হইতে থাকে, তবে ১২ দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ছেদন, শোধনাদি ক্রিয়া করিবে না। কেবল যাহাতে জরাদি অন্যান্য উপসর্গ সকল নিবৃত্ত হয়, এই প্রকার চিকিৎসা করিবে। পরে ১২ দ্বাদশ দিবস অন্তে ক্ষতশোধনার্থ রোগীকে শোধন দ্রব্য সহ ঘৃত পান করিতে দিবে। তদনন্তর শুদ্ধ হইলে রোগীকে রোপণার্থ তিক্ত দ্রব্য সংযুক্ত মধু ও ঘৃত পান করিতে দিবে।

মস্তুষট্‌পলকং ঘৃতং।—

পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ ঘৃতং মস্তু চতুর্গুণং।
সক্ষারৈঃ সিদ্ধমল্পাগ্নিং কফগুল্মঞ্চ নাশয়েৎ॥

মস্তুষট্‌পলক ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের, মস্তু অর্থাৎ দধির মাত্ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুল মূল, চই, রক্তচিতার মূল, শুণ্ঠী এবং যবক্ষার; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও কফজগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

রসোনাদ্যং ঘৃতং।—

রসোন স্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূল রসান্বিতং।
সুরারনাল দধ্যম্ল মূলক স্বরসৈঃ সহঃ।
ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্ল যমানীচব্য সৈন্ধবৈঃ।
হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী দীপ্যকৈশ্চ পলাংশিকৈঃ।
সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ শ্বাসোন্মাদ ক্ষয়জ্বরান্।
কাসাপস্মারমন্দাগ্নি প্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ॥

রসোনাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারি সের; রসুনের স্বরস /৪ চারি সের, মহৎ-পঞ্চমূলের ক্বাথ /৪ চারি সের, সুরা /৪ চারি সের, আরণাল (কাঁজি) /৪ চারি সের, দধি /৪ চারি সের এবং অম্লমূলক (কাঁজির নিম্নস্থ পদার্থবিশেষ) /৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দাড়িম ফলের ছাল, বৃক্ষাম্ল (মহাদা), যমানী, চই, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, অম্লবেতস (থৈকল), অজাজী (জীরা) এবং দীপ্যক (ক্ষেত্র যমানী); এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একপল অর্থাৎ ৮ আট তোলা। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূলরোগ ও বায়ুরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকাল ব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং॥

রক্তগুল্মের চিকিৎসা।

স্ত্রীলোকের রক্তজ গুল্মরোগে গর্ভকাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দশমাস অতীত হইলে, প্রথমতঃ রোগিণীকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া (স্বেদ দিয়া) তৎপরে এরণ্ডতৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

শতাহ্বা চিরবিল্বত্বক্ দারুভার্গী কণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতো হরেৎ গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজং॥

শলুকা, চিরবিল্বত্বক্ (ডহরকরঞ্জের ছাল), দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক তিলের ক্বাথের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের রক্তজ গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

তিলক্বাথো গুড়ব্যোষ হিঙ্গু ভার্গীযুতো ভবেৎ।
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পে চ যোষিতাং॥

কুট্টিত তিল সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধ সের এবং শেষ ক্বাথ /৴০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ সহ গুড়, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামনহাটী; প্রত্যেকে সমভাগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে নারীদিগের রক্তসম্ভূত গুল্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে; এবং নষ্টপুষ্পতা দূরীভূত হয় অর্থাৎ স্ত্রীরজঃ অদৃশ্য হইলে, তাহার পুনঃসঞ্চার হইয়া থাকে।

সক্ষার ত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী।
পলাশক্ষারতোয়েন স্নিগ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা॥

যবক্ষার, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মদ্যসহ পান করিলে অথবা পলাশক্ষারজলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, তাহা যথা-বিধানে সেবন করিলে নারীদিগের রক্তজ গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েদ্ভিন্নে বিধির্ব্বাসৃগ্দরেরিতঃ।
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্যোনিবিশোধনং।
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ।
রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া॥

উষ্ণবীর্য্য ঔষধ (মদ্য প্রভৃতি) দ্বারা নারীদিগের গুল্ম ভিন্ন (ফাটিয়া যাওয়া) হইলে, তখন অসৃগ্দর (প্রদররোগ) বিহিত চিকিৎসার বিধান করিবে। কিন্তু গুল্ম ভিন্ন না হইলে যোনিবিশোধন ক্রিয়া করিবে। এবং তিলচূর্ণ ও পলাশক্ষার দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অথবা তিলচূর্ণ ও মনসাসীজের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। আর যদি অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, তবে তাহাতে রক্তপিত্তনিবারক চিকিৎসার বিধান করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে।

ভল্লাতক ঘৃতং।—

ভল্লাতকাৎ কল্ক কষায় পক্বং সর্পিঃ পিবেৎ শর্করয়া বিমিশ্রং।
তদ্রক্তপিত্তং বিনিহন্তি পীতং বলাসগুল্মং মধুনা সমেতং॥

ভল্লাতক ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ভল্লাতকের ক্বাথ ।৬ ষোলসের, জল ।৬ ষোলসের, কল্কার্থ শোধিত কুট্টিত ভল্লাতক /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় শর্করা (ইক্ষুচিনি) সহ সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হয়। এবং মধুসহ সেবন করিলে শ্লেষ্মজ গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচাদি চূর্ণং।—

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং সাম্লবেতসং।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহং।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্ব্বৃদ্ধিং করোতি চ॥

বচাদিচূর্ণ।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান পরিমাণে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে বেদনাসংযুক্ত শূল ও গুল্মরোগ সপ্ত রাত্রির মধ্যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। পরন্তু ইহা দ্বারা অত্যন্ত জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি।—

হিঙ্গূগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী হরীতকী পুষ্করমূল কুষ্ঠং।
ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদ্ধি কুষ্ঠগুল্মোদরাজীর্ণ বিসূচীকাসু॥

হিঙ্গ্বাদি।

হিং ১ একভাগ, উগ্রগন্ধা (বচ) ২ দুইভাগ, বিট্‌লবণ ৩ তিনভাগ, শুণ্ঠী ৪ চারিভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ সাতভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, উদর, অজীর্ণ (অগ্নিমান্দ্য) এবং বিসূচিকারোগ (ওলাউঠা) নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণং।—

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শঠীং।
অজমোদাজগন্ধাচ তিন্তিড়ী চাম্লবেতসৌ।
দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজী চিত্রকং বচাং।

দ্বৌক্ষারৌ লবণদ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্য মন্নপানেষ্বনত্যয়ং।
প্রাগ্‌ভুক্ত মথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছে চ গুদযোনিগদেষু চ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারেচ প্লীহ্নিপাণ্ডাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং কাসে শ্বাসে গলগ্রহে।
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্থ চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কর্ম্মকাঃ স্যুস্ততোঽধিকং॥

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ।

হিঙ্গু, শুণ্ঠী, পিপ্পুল, মরিচ, পাঠা (আক্‌নাদী), হবুষা (বণিক্‌ দ্রব্য-বিশেষ), অভয়া (হরীতকী), শঠী, অজমোদা (বনযমানী), অজগন্ধা (ক্ষেত্রযমানী), তিন্তিড়ী (তেঁতুল), অম্লবেতস, দাড়িমফলের ছাল, পুষ্কর-মূল (অভাবে কুড়), ধান্য (ধনিয়া), অজাজী (কৃষ্ণজীরক), চিত্রক (রক্ত-চিতার মূল), বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ এবং চই; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় অন্ন পানীয়ের সহিত অথবা মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত ভোজনের আদিতে সেবন করিলে পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল, বস্তিশূল, বাতজগুল্ম, কফজগুল্ম, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহ্যরোগ, যোনিরোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, অরুচি, উরোবিবন্ধ, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও গলগ্রহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ ছোলঙ্গ-নেবুর রসে ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া তাহা রোগানুসারে অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে, হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর গুণদায়ক হয় জানিবে।

প্রাণবল্লভোরসঃ।—

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রিকং।
স্নুহীক্ষীরং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কণং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধে প্রপেষিতং।
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেৎ বারিণা মধুনাপি বা।
প্রাণবল্লভনামোঽয়ং গহনানন্দভাষিতঃ।
দোষং রোগঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনং।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডু মানাহং শ্লীপদার্ব্বুদং।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানিচ হলীমকং।
শোথং শূলমুদাবর্ত্তং সংগ্রহগ্রহণীং তৃষাং।
ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং ভ্রমং দাহং হিক্কাং শ্বাসং গলগ্রহং।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকং।
বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ডূ বিস্ফোটকাপচীঃ।
দদ্রুবিচর্চ্চিকাষ্ঠীলা গুল্মপ্লীহোদরাণি চ।
ভগন্দরোপদংশঞ্চ বিংশতি শ্লৈষ্মিকান্ গদান্।
জলদোষোদ্ভবং রোগং মহদুগ্রং জলোদরং।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলাত্রিতয়েষ্বপি॥

প্রাণবল্লভ রস।

জারিত লৌহ, জারিত তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতেভস্ম, হিঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, স্নুহী (মনসাসীজ) বৃক্ষের মূলের ক্ষীর, যবক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ এবং তেউড়ীমূল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ একতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ সহ পেষণ করতঃ ৪ চারি রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। শ্রীমদ্ গহনানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রাণবল্লভ রস" নামক এই বটী রোগের অবস্থা ও দোষানুসারে যথাবিধানে প্রতিদিন একটী করিয়া জল অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডুরোগ, আনাহ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গণ্ড-মালা, ব্রণ, হলীমক, শোথ, শূল, উদাবর্ত্ত, সংগ্রহগ্রহণী, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধ্য সন্নিপাত, জীর্ণজ্বর, আরোচক, বাত-রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিস্ফোট, অপচী, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, অষ্ঠীলা, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ভগন্দর, উপদংশ (গরমি), ২০ বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগ, জল-দোষজনিত রোগ এবং অতি কঠিন জলোদর রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ত্রিবিধ কামলা রোগের পক্ষে এই প্রাণবল্লভ রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ আর দেখা যায় না।

গুল্মকালানলোরসঃ।—

পারদং গন্ধকং তাম্রং তালকং টঙ্কণং সমং।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমং।
মুস্তকং মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্প্পটী বারণং শুণ্ঠী মপামার্গ পটোলকৈঃ।
তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মবিনাশনং।

গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেৎ হরীতক্যনুপানতঃ।
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষজং।
দ্বন্দ্বজঞ্চ নিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ।
শ্রীমন্মোহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদি॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ গুল্মাধিকারঃ।

গুল্মকালানলরস।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে ২ দুইতোলা, যবক্ষার ১০ দশতোলা এবং মুথা, মরিচ, শুণ্ঠী, পিপুল, গজপিপুল, হরীতকী, বচ ও কুড়; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেতপাপড়া, বারণ (হাতিশুঁড়া), অপামার্গ ও পটোলের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া, পুনরায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। এই গুল্মকালানলরস ঔষধ প্রতিদিন ৪ চারি রতি মাত্রায় অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ বাতগুল্মের পক্ষে ইহা মহৌষধ বলিয়া জানিবে। এই গুল্মকালানলরস জগতের হিতার্থে শ্রীমন্মোহননাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে জানিবে।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
গুল্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

দশমূলী কষায়স্তু লবণক্ষারযোজিতঃ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

বেলছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে; এই ১০ দশটী দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক অল্প কুট্টিত করিয়া ।৷৷০ অর্দ্ধসের জলের সহিত মৃৎপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে জ্বাল দিতে থাকিবে; যখন দেখিবে যে জল শুষ্ক হইয়া ।৴০ অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন উহা চুল্লী হইতে নামাইবে। এবং ১ একখানি পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া সিটে বাদ দিয়া জলীয়াংশ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা সৈন্ধবলবণ চূর্ণ ও ।০ সিকিতোলা যবক্ষার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিলে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বলাদ্যং ঘৃতং।—

ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনাম্বু সিদ্ধং সযষ্টিমধুকল্কপাদং।
হৃদ্রোগশূল ক্ষতরক্তপিত্ত কাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণং॥

বলাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল সমভাগে তিন দ্রব্য মোট ।৬ ষোলসের, জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের। এবং কল্কার্থ কুট্টিত যষ্টিমধু /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গুঞ্জাভদ্রোরসঃ।—

নিষ্কদ্বয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্ক দ্বাদশগন্ধকং।
গুঞ্জাবীজঞ্চ ষণ্নিষ্কং নিম্ববীজং জয়ান্তথা।
প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রন্তু সমং জৈপালবীজকং।
জয়া জম্বীর ধূস্তুর কাকমাচী দ্রবৈর্দ্দিনং।
মর্দ্দ্যং সর্ব্বরসং কুর্য্যাৎ ঘৃতৈর্গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
গুঞ্জাভদ্ররসো নাম হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতং।
শময়ত্যেবনোচিত্রমূরুস্তম্ভাদি দুঃসহঃ॥

গুঞ্জভদ্ররস।

শোধিত পারদ ৪ চারিতোলা, শোধিত গন্ধক ২৪ চব্বিশতোলা, গুঞ্জাবীজ (কুঁচ) ১২ তোলা, নিম্ববীজ ২ তোলা, জয়ন্তীবীজ ২ তোলা এবং শোধিত জয়পালবীজ ৪৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, জয়ন্তীপত্র, জম্বীরনেবু, কাকমাচী ও ধুতুরাপাতা; ইহাদের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ দুইরতি মাত্রায় ঘৃতসহ অথবা হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে সেবন করিলে দুঃসহ উরুস্তম্ভাদি রোগসকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হৃদয়ার্ণবোরসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতং তাম্রং দ্বয়োঃ সমং।
মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাদ্রাবৈঃ কাকমাচী দ্রবের্দ্দিনং।
চণমাত্রাং বটীং খাদেদ্রেগোহয়ং হৃদয়ার্ণবঃ।
কাকমাচীফলং শুষ্কং ত্রিফলফলসংযুতং।
দ্বাত্রিংশত্তোলকং তোয়ং ক্বাথমষ্টাবশেষিতং।
অনুপানং পিবেচ্চাস্তে হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে॥

হৃদয়ার্ণব রস।

শোধিত পারদ ১ একভাগ, শোধিত গন্ধক ১ একভাগ এবং জারিত তাম্র ২ দুইভাগ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে ১ একদিবস এবং কাকমাচীর রসে ১ একদিবস মর্দ্দন করিয়া বুটপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন একটী করিয়া সেবন করিবে এবং পশ্চাৎ শুষ্ক কাকমাচীফল ও ত্রিফলা সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা এবং শেষ ৪ চারিতোলা; এই ক্বাথ পান করিবে। ইহা দ্বারা কফোত্থিত হৃদ্রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পঞ্চসারোরসঃ।—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ধাত্রীফলদ্রবৈর্দ্দিনং।
যষ্টিখর্জ্জুরদ্রাক্ষাণাং ক্বাথেন মর্দ্দয়েদ্দিনং।
পঞ্চসাররসো নাম ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকং।
ধাত্রীচূর্ণং সিতা চানু পিত্তহৃদ্রোগজিৎ ভবেৎ॥

পঞ্চসার রস।

শোধিত পারদ এবং শোধিত গন্ধক সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। এই কজ্জলী ১ একদিন আমলকীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ যষ্টিমধু, খর্জ্জুর ও কিসমিসের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা আমলকীচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে পৈত্তিক হৃদ্রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগিণং স্নেহয়িত্বা বাময়েদ্রেচয়েত্তথা।
অচিরোত্থং লঙ্ঘয়েত্তু হৃদ্রোগং বাতিকং বিনা॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

হৃদ্রোগীকে প্রথমতঃ স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বমন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এবং বাতিক হৃদ্রোগ ব্যতীত অচিরোত্থ (নূতন) হৃদ্রোগীকে লঙ্ঘন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে
হৃদ্রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

কফজে স্বেদনং বান্তি র্নিরুহস্তক্রসেবনং।
যবান্নক্ষারতীক্ষ্ণোষ্ণ তৈলঞ্চ তিক্তকৈঃ শৃতং॥

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীকে স্বেদ, বমন, নিরুহবস্তি, তক্র, যবান্ন, ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ এবং তিক্তদ্রব্যের সহিত পক্ব তৈল প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারোষ্ণ তীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরুহাঃ।
তক্রং সতিক্তোষণ সিদ্ধতৈলাদ্যভ্যঙ্গপানং কফ মূত্রকৃচ্ছে॥

ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণগুণযুক্ত ঔষধ ও অন্নপানীয়, স্বেদ, যবান্ন, নিরূহ বস্তি, তক্রপান এবং তিক্তদ্রব্য ও ত্রিকটু সহযোগে পক্ব তৈলের অভ্যঙ্গ ও পান; এই সকল কফজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলী স্বরসেন বা।
কফমূত্রবিনাশায় শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ত্রুটিং পিবেৎ॥

ছোট এলাচি উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া গোমূত্র, সুরা অথবা কদলী-মূলের স্বরস সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে কফজাত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তক্রেণযুক্তং শিতিমারকস্যবীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিঘাতহেতোঃ।
পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছে।
শ্বদংষ্ট্রা বিল্বতোয়ম্বা কফকৃচ্ছ্রবিনাশনং॥

শিতিমারকের (শালিঞ্চ শাকের) বীজ উপযুক্ত মাত্রায় তক্রসহ সেবন করিলে কিম্বা তণ্ডুলধৌতজলের সহিত প্রবাল চূর্ণ সেবন করিলে কিম্বা গোক্ষুর ও বেলশুঁঠ প্রত্যেকে ১ একতোলা করিয়া মোট ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা এবং শেষ ৮ আটতোলা; এই ক্বাথ পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শতাবরী কাসকুশশ্বদংষ্ট্রা বিদারিকা শালীক্ষু কশেরুকানাং।
ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং কৃচ্ছে সদাহে সরুজে বিবদ্ধে॥

শতাবরী, কাসমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমি কুষ্মাণ্ড, শালীধান্যের মূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, বেদনা ও মলবদ্ধতা সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং প্রিয়ং।
পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণং॥

উপযুক্ত মাত্রায় আমলকী গুড়ের সহিত সেবন করিলে, শরীরের বল

বর্দ্ধিত হয় এবং পরিশ্রম জনিত ক্লেশ, রক্তপিত্তরোগ, দাহ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা অতীব তৃপ্তিকর বলিয়া জানিবে।

কুশঃ কাশঃ শরোদর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবং।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলঞ্চ বস্তিশোধনং।
এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতং॥

কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু; এই পঞ্চদ্রব্যের মূল সমভাগে সমস্তে ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ ক্বাথ ৮ আটতোলা। এই ক্বাথ পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং বস্তি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত কুশাদি পঞ্চ মূল মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ।/৴ দেড়-পোয়া ও দুগ্ধ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া, শেষ দুগ্ধ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া। এই পক্ক দুগ্ধ পান করিলে মেঢ্র (পুরুষ লিঙ্গ) গত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

অভ্যঞ্জনস্নেহ নিরুহবস্তি স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্ব্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যান্মাংসাশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

অভ্যঞ্জন, স্নেহ, নিরুহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ, উত্তর বস্তি, সেক এবং শালপর্ণ্যাদি সহ সিদ্ধ মাংস রস; এই সকল বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

অমৃতানাগরধাত্রী বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকান্।
প্রপিবেদ্বাতরোগার্ত্তঃ সশূলো মূত্রকৃচ্ছ্রবান্॥

গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আমলকী, অশ্বগন্ধা, ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশতোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে শূলসংযুক্ত বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং।—

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরু কর্কারুকেক্ষু স্বরসেষু সিদ্ধং।
সর্পিগুড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীং মূত্রবিঘাতহেতোঃ॥

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৪ চারিসের; গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, দর্ভমূল, ইক্ষুমূল, শতাবরী, কর্কারু (কুষ্মাণ্ড বিশেষ, উৎকল দেশে প্রসিদ্ধ) এবং উলুমূল; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস অথবা ক্বাথ ।৪ চারিসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে চতুর্থাংশ গুড় সহ সেবন করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয়।

সুকুমারকুমারকং ঘৃতম্।

পুনর্নবামূল তুলা দশমূলং শতাবরী।

বলাতুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকং।
বিদারীগন্ধানাগাখ্যং গুড়ূচ্যতিবলা তথা।
পৃথক্ দশপলান্ ভাগানপাং দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলী।
দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্দদ্যাদ্যমান্যাঃ কুড়বস্তথা।
ত্রিংশৎ গুড়পলান্যত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ।
প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যঙ্ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ভোজনমনিন্দিতং।
রাজারাজসমানাঞ্চ বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীস্তম্ভে তথাগাঢ় পুরীষিণাং।
মেঢ্র বঙ্ক্ষণশূলেচ যোনিশূলেচ শস্যতে।
যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতিকাশ্চ যে।
বল্যং রসায়নং শীতং সুকুমার কুমারকং।
পুনর্নবা শতদ্রোণো দেয়োঽন্যেষু তথাপরঃ॥

সুকুমার কুমারক ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৮ আটসের ; ক্বাথার্থ পুনর্নবা মূল ।২॥• সাড়ে বারসের এবং দশমূল (বেলমূল, শোণা, পারুল, গনিয়ারী, গোক্ষুর, গাম্ভীর, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড় ও কন্টকারী), শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল (কাস, কুশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু, ইহাদের মূল), গোক্ষুর, শালপাণী, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেতবেড়েলা, প্রত্যেকে ১০ দশপল ; পাকার্থ জল ২ দুইদ্রোণ, শেষ ক্বাথ ৮২ বত্রিশসের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, কিসমিস্, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল প্রত্যেকে ২ দুইপল, যমানী ।৷• অর্দ্ধসের এবং এরণ্ড তৈল ।৪ চারিসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া, আসন্ন পাককালে উহাতে ৩০ ত্রিশপল গুড় মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই সুকুমার কুমারক ঘৃত ধনিপুত্র, রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তি এবং বহুপত্নিক ব্যক্তিগণের আহারের আদিতে সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঘৃত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ, কটীস্তম্ভ, বিষ্ঠার গাঢ়তা, মেঢ্রশূল, বঙ্ক্ষণশূল, গুল্ম ও বাতরক্তরোগে প্রশস্ত। এবং ইহা বলকর, রসায়ন ও শীতগুণ যুক্ত বলিয়া জানিবে। ক্বাথার্থ ২ দুইদ্রোণ জল লইতে বলিবার কারণ এই যে, প্রথম পুনর্ণবা একশত পলে ১ একদ্রোণ জল এবং অন্যান্য দ্রব্য সমূহে ১ একদ্রোণ জল, মোট এই ২ দুইদ্রোণ জলে ক্বাথ করিতে হইবে।

লেহ্যং শুক্রবিবদ্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকং।
অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপীষ্টং মধুনা সহ যোজিতং।
মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যেতৎ ত্রিভির্লেহো ন সংশয়ঃ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

শোধিত শিলাজতু উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ; জারিত লৌহচূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া তাহা অথবা শোধিত শিলাজতু, জারিত লৌহচূর্ণ এবং মধু এই তিন দ্রব্য সহযোগে লেহ প্রস্তুত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ বিধানানুসারে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীরাম মাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ চিন্তামণি গ্রন্থে
মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতং যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং॥

অনন্তর মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

মূত্রাঘাতরোগীকে দোষের বলাবলানুসারে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে; এবং যথাসময়ে রোগীকে বস্তি, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন প্রদান করিবে।

কল্কমের্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সৈন্ধবং।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে॥

এর্ব্বারুকের (গ্রীষ্মকালীয় কাঁকুড়ের) বীজ ২ তোলা মাত্রায় সৈন্ধবলবণ সহ পেষণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরং।
মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রপীতং তদর্থকৃৎ॥

১। খদিরীবীজ (অশোকের বীজ) জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়।

২। রুদ্রজটার (শিবজটার) মূল তক্রসহ পেষণ করিয়া রোগীর বলাবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলেও মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ।
শৃতশীতং পয়োঽন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠং উষ্ণবাতে সশোণিতে।
কুষ্মাণ্ডক রসশ্চাপি পীতঃ সক্ষারশর্করঃ॥

১। কর্পূর চূর্ণ করতঃ লিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

২। শোণিত স্রাব ও উষ্ণবায়ু প্রধান মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীকে পক্ক দুগ্ধ শীতল করিয়া অন্নের সহিত ভোজন করিতে দিবে। এবং তৎপরে তণ্ডুলোদকের সহিত শ্বেত চন্দনের কল্ক ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

৩। উপযুক্ত মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের রস যবক্ষার চূর্ণ ও ইক্ষু চিনি সহ সেবন করিলেও মূত্রাঘাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য সিচ্যতে।
মৈথুনোপরমশ্চাস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ॥

যে ব্যক্তির অধিক স্ত্রীসম্ভোগহেতু লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব হয়, সেই ব্যক্তি কিছুকাল রতিক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া বলকারক ঔষধ সেবন করিবে।

পিবেচ্ছিলাজতু ক্বাথে গণে বীরতরাদিকে।
রসং দুরালভায়া বা কষায়ং বাসকস্য চ॥

বীরতরাদিগণের ক্বাথে, কিম্বা দুরালভার ক্বাথে অথবা বাসকের ক্বাথে শোধিত শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। গুলঞ্চ, কাস, কুশ, পাষাণভেদী, ইক্ষুমূল, শোণা, হাতিশুঁড়া, শুইল্‌তা (মতান্তরে গজপিপুল), আকন্দ, গনিয়ারী, শর, নীলঝিন্টী, পীতঝিন্টী, উলু, পরগাছা, নলিকা, শতমূলী, গোক্ষুর ও কড়ুইবৃক্ষ, এই সকল মিলিত ঔষধকে বীরতরাদিগণ বলা যায়।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ড শতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ।
গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্তমেতৎ॥

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী অথবা তৃণ পঞ্চমূল (কুশ, কাশ, ইক্ষু, দর্ভ ও শর, এই পঞ্চ দ্রব্যের মূল) সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ২৪ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ৮ তোলা, শেষ দুগ্ধ মাত্র ৮ তোলা। এই দুগ্ধে গুড় বা ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদিরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥

স্বগুপ্তাফল মৃদ্বীকা কৃষ্ণেক্ষুরসিতারজঃ।
সমাং সমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্র ঘৃতানি চ।

সর্ব্বং সম্যগ্বিমথ্যাক্ষমাত্রং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ।
হন্তি শুক্রাশয়োত্থান্ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদং॥

শূকশিম্বীবীজ, কিসমিস, পিপ্পলী, তালমাখনাবীজ ও শর্করা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং ঘৃত, মধু ও দুগ্ধ প্রত্যেকে উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রমিশ্রিত করতঃ লেহবৎ করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ২ দুই তোলা মাত্রায় লেহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা শুক্রাশয় গত দোষসমূহ বিনষ্ট হয় এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র জন্মে।

বিশেষ কথা—ইহাতে ২ দুই তোলা মাত্রায় ঔষধ সেবন করিবার বিধি করা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ পরিমাণে রোগীর প্রতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু আধুনিক মানবগণের ধাত্বাদি অতীব ক্ষীণ হওয়ায়, এবম্বিধ অধিক পরিমিতি ঔষধ পরিপাক না হইয়া, বরঞ্চ তদ্দ্বারা সাতিশয় অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে।

বরুণাদ্যং গুড়ং।—

নোজগ্ধং ক্রিমিভির্ঘনং সুতরুণং স্নিগ্ধং শুচিস্থানজং।
শ্লক্ষ্ণং পরীক্ষ্য তেন বরুণস্য ত্বচং তুলাং গ্রাহয়েৎ।
সংগ্রাহ্যাম্ব চতুর্গুণেষু বিপচেত্তু তৎ পাদশেষং জলং।
তুল্যেনৈব গুড়েন বৈ দৃঢ়তরে ভাণ্ডেন বেতৎ পুনঃ।
জ্ঞাত্বৈবং ঘনতাং গুড়ে পরিণতে প্রত্যেকমেষাং পলং।
শুণ্ঠীবারণবীজ গোক্ষুরকণা পাষাণভিচ্ছীতলী।
কুষ্মাণ্ড ত্রিপুষাক্ষবীজ কুনটী বাস্তুক শোভাঞ্জনং।
তার্ক্ষ্যৈলাগিরিজাভয়া ক্রিমিহৃতাং চূর্ণান্যমূনি ক্ষিপেৎ।
পথ্যোশীরপ্রতিবিষাক্কাথং গুড়মদ্যয়ো রক্ষ প্রমাণং পিবেৎ।
খাদেত্তস্য সমস্তদোষজনিতাশ্মর্য্যঃ পতন্তি দ্রুতং॥

বরুণাদ্য গুড়।

কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত নয়, ঘন, সুতরুণ, স্নিগ্ধ, শুচি স্থানজাত ও শ্লক্ষ্ণ, এমন বরুণ বৃক্ষের ছাল ।২॥০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ১।০ একমণ দশ সের, অবশিষ্ট ক্বাথ ।২॥০ সাড়ে বার সের। একখানি পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া এই ক্বাথ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত তুল্য পরিমাণে অর্থাৎ ।২॥০ সাড়ে বার সের গুড় মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নি সংযোগে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে; যখন দেখিবে পাক সমাপ্ত প্রায় হইয়াছে, তখন শুণ্ঠী, হাতিশুঁড়ারবীজ, গোক্ষুরবীজ, পিপ্পলী, পাষাণভেদী, শীতলী (সিউলীছোপ), কুষ্মাণ্ডবীজ, কাঁকুড়বীজ, বহেড়ারবীজ কুনটী (মনঃশিলা), বাস্তুকশাক, শোভাঞ্জন, রসাঞ্জন, ছোট এলাচি, কুটজ, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ; এই সকল

দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮তোলা পরিমাণে লইয়া উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই বরুণাদ্যগুড় ২ দুই তোলা মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিয়া পশ্চাৎ হরীতকী, বেণারমূল ও আতইস, ইহাদের ক্বাথ, গুড় ও মদ্য অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার দোষজনিত অশ্মরী রোগ অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতং।—

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা।
দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যস্তথা চিত্রফলা ভবেৎ।
তথৈব মধুকং দদ্যাৎ দদ্যাদামলকানিচ।
ঘৃতাঢ়কং পচেদেতৈঃ কল্কৈ রক্ষসমন্বিতৈঃ।
ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎ সিদ্ধমবতারয়েৎ।
শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করা প্রস্থসংযুতং।
তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ মতিমান্ তৎসর্ব্বং প্রতিমিশ্রয়েৎ।
ততোমিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলং।
বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মরেতাশ্চ যো ভবেৎ।
রক্তরেতাঃ গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগিতাং।
জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্ মহাগুণং।
প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবং।
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানং স্ত্রীগর্ভং লভতে চিরাৎ।
অসৃগ্দোষাঞ্জয়েচ্চাপি যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্।
মূত্রদোষেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত।৬ যোলসের; দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের। কল্কার্থ—রক্তচিতারমূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, কালানুশারিবা (তগরপাদুকা), দ্রাক্ষা (কিসমিস), বিশালা (মামালাড়ু বা রাখালশশারমূল), পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষকর্কটীবিশেষ), যষ্টিমধু এবং আমলকী; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ দুই তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। পরে শীতল হইলে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইয়া, উহাতে /২ দুইসের শর্করা এবং বংশলোচন /২ দুইসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদ্যঘৃত ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় বয়স, কাল, দোষ ও বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করিলে বাতরেতাঃ, পিত্তরেতাঃ, শ্লেষ্মরেতাঃ, রক্তরেতাঃ এবং গ্রন্থিরেতাঃ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। পরন্তু এই

মহাফলপ্রদ ঘৃত আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, পুত্রপ্রদ, ধনপ্রদ, সর্ব্বব্যাধিনিবারক ও মঙ্গলজনক। ইহা স্ত্রীগণ সেবন করিলে গর্ভবতী হয়, এবং উহাদের রক্ত-দোষ ও যোনিদোষ বিনষ্ট হয়। সর্ব্ববিধ মূত্রদোষ বিনাশার্থে এই ঘৃত অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগচিন্তামণিগ্রন্থে
মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ অশ্মর্য্যধিকারঃ।

উষকাদিগণঃ।

উষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয় গুগ্‌গুলু।
শিলাজতু তুথকঞ্চ উষকাদি রুদাহৃতঃ।
উষকাদি কফং হন্তি গণো মেদোবিশোধনং।
অশ্মরী শর্করা মূত্রশূলঘ্নঃ কফগুল্মনুৎ॥

উষক (ক্ষারমৃত্তিকা), সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, কাশীশ দ্বয় অর্থাৎ পুষ্পকাশীশ ও ধাতুকাশীশ, গুগগুলু, শিলাজতু ও তুঁতে; এইকয়েটী মিলিত দ্রব্যকে উষকাদিগণ বলে। এই উষকাদিগণ কফনাশক, মেদোবিশোধক এবং ইহা অশ্মরী, শর্করা, মূত্ররোগ, শূল ও কফজ গুল্মরোগ বিনাশ করে।

বরুণাদ্য ঘৃতং।—

গণে বরুণকাদ্যে তু গুগ্‌গুল্বেলাহরেনুভিঃ।
কুষ্ঠ মুস্তাখ্য মরিচ চিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ।
এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরুষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ।
ক্ষারান্ যবাগূং পেয়াংশ্চ কষায়াণি পয়াংসিচ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥

বরুণাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট ছাগঘৃত /৪ চারিসের; ক্কাথার্থ বরুণাদিগণ সমভাগে সমে আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং পাকাবশিষ্ট ক্কাথ ।৬ যো সের। কল্কার্থ—গুগ্‌গুলু, এলাচি, বেণুকা, কুড়, মুথা, মরিচ, রক্তচিতামূ এবং দেবদারু; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে /১ এব সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় সেব করিলে কফজন্য অশ্মরীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে। উক্ত কষ

নাশকগণের (বরুণাদিগণের) সহিত পানীয়, ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ এবং অন্যান্য আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বরুণাদিগণঃ।—

বরুণার্ত্তগলঃ শিগ্রু তর্কারীমধুশিগ্রুকাঃ।
মেষশৃঙ্গী করঞ্জৌ চ বিম্ব্যগ্নিমন্থমোরটাঃ।
শৈরীয়ৌবশিরোদর্ভোবরীবসুক চিত্রকৈঃ।
বিল্বৈশ্চৈবাজশৃঙ্গীচ বৃহতীদ্বয়মেবচ।
বরুণাদিগণোহ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূলং গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥

বরুণাদিগণ।

বরুণ, আর্ত্তগল (হোগল), শিগ্রু (সজিনা), তর্কারী (জয়ন্তীমূল), মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন), মেষশৃঙ্গী (মেড়াশৃঙ্গী), দুইপ্রকার করঞ্জ (ডহর করঞ্জ ও লাটাকরঞ্জ), বিম্বী (তেলাকুচা), অগ্নিমন্থ (গনিয়ারী), মোরটা (ইক্ষুমূল), শৈরীয়দ্বয় (নীলপুষ্পঝিণ্টী ও পীতপুষ্পঝিণ্টী), বশির (গজপিপুল), দর্ভ (উলুমূল), বরী (শতাবরী), বসুক (বকপুষ্প), রক্তচিতারমূল, বেলমূলের ছাল, অজশৃঙ্গী, বৃহতী এবং কণ্টকারী ; এই সকল দ্রব্যকে বরুণাদিগণ বলা যায়। এই বরুণাদিগণ—কফ, মেদোদোষ, শিরঃশূল, গুল্ম ও অন্তর্ব্বিদ্রধিরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে।৬৭

বীরতরাদিগণঃ।—

বীরতরঃ সহচরৌ দর্ভোবৃক্ষাদনীনলী।
গুন্দ্রাকাসকুশাবশ্মভেদমোরটটুণ্টুকাঃ।
কুরুণ্টিকা চ বশিরোবসুকশ্চাগ্নিমন্থকঃ।
ইন্দ্রবরীশ্বদংষ্ট্রাচ তথা কপোতবঙ্কুকঃ।
বীরতরাদিরিত্যেব গণো পিত্তানিলাপহঃ।
অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্রানাহ বিকারনুৎ॥

বীরতরাদিগণ।

বীরতর (শর), সহচরদ্বয় (নীলপুষ্পঝিণ্টী এবং পীতপুষ্পঝিণ্টী), দর্ভ (উলুমূল), বৃক্ষাদনী (পরগাছা), নলিকা, গুন্দ্রা (গুলঞ্চ), কাশ, কুশ, পাষাণভেদী, মোরটা (ইক্ষুমূল), টুণ্টুক (শোণাছাল), কুরুণ্টিকা (স্ত্রীহস্তিনী অর্থাৎ হাতিশুঁড়া), বশির (শুইলতা), বসুক (বসুহট্ট), অগ্নিমন্থক (গণিয়ারী), ইন্দ্রবরী (শতমূলী), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর) এবং কপোতবঙ্কুক (কড়ুই বৃক্ষ, ইহা শিরীষবৃক্ষের সদৃশ ক্ষুদ্র পত্র ও ক্ষুদ্র শাখা বিশিষ্ট

বৃক্ষবিশেষ)। এই সকলকে বীরতর্বাদিগণ বলা যায়। এই বীরতর্বাদিগণ পিত্ত, বায়ু, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও আনাহরোগবিনাশক বলিয়া জানিবে।

জাতীফলাদ্যবর্গঃ।—

জাতীফলং বরীভস্ম শর্করাঃ তথৈবচ।
এলাচৈব লবঙ্গানি সর্পিষা সগুড়ত্বচং।
সমভাগানি সর্ব্বাণি কারয়েচ্চৈব যত্নতঃ।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাত স্তথৈবচ।
শ্রোতোরোধেষু সর্ব্বেষু প্রমেহনিখিলেষুচ॥

জাতীফলাদ্যবর্গ।

জাতীফল, শতমূলী, বিড়ঙ্গ, শর্করা, ছোটএলাচি, লবঙ্গ, ঘৃত এবং দারু-চিনি; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গৃহীত হইয়া একত্রিত হইলে জাতী-ফলাদ্যবর্গ বলা যায়। ইহা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মুত্রাঘাত, সর্ব্ববিধ শ্রোতো-রোধ এবং সকলপ্রকার প্রমেহরোগে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থপাষাণ শিগ্রু বরুণগোক্ষুরৈঃ।
অভয়ারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
রামঠ ক্ষারলবণং চূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং দীপনং পাচনং পরং।
হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরু গুদমেঢ্রগং॥

শুণ্ঠী, অগ্নিমন্থ (গনিয়ারীছাল), পাষাণভেদী, সজিনাছাল, বরুণ-বৃক্ষেরছাল, গোক্ষুর, হরীতকী এবং সোণালুফল; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে ৵০ দুই আনা হিঙ্গু, ৵০ দুই আনা যবক্ষার এবং ৵০ দুই আনা মাত্রায় সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগ এবং কোষ্ঠ, কটী, উরু, গুহ্য ও মেঢ্রগত বায়ুদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা অতীব অগ্নিদীপক ও দোষের পরিপাচক।

এলাদিক্বাথঃ।—

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদ কৌন্তী শ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ।
ক্বাথং পিবেদশ্মজতুগাঢ়ং সশর্করাচাশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রে॥

এলাদি ক্বাথ।

এলাচি, উপকুল্যা (পিপুল), যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, কৌন্তী (রেণুকা), শ্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুর), বৃষক (বাসক), এবং এরণ্ডমূল; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত তুল্য পরিমাণে সমস্তে /২ দুইতোলা, পাকার্থ জল [illegible]

পানীয় ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে ৩।৪ মাষা শোধিত শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুলত্থাদ্যং ঘৃতং।—

কুলত্থসিন্ধূত্থবিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলীযাবশূকং।
বীজানি কুষ্মাণ্ডক গোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেদ্বারুণকস্য তোয়ে।
দুঃসাধ্য সর্ব্বাশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবদ্ধং।
এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং প্ররূঢ় বৃক্ষানিব বজ্রপাতঃ॥

কুলত্থাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের; বরুণ বৃক্ষের ছালের ক্বাথ ।৬ যোলসের, জল ।৬ এবং কল্কার্থ কুলত্থকলায়, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গসার, শর্করা, শিহলী ছোপড়, যাবশূক (যবক্ষার), কুষ্মাণ্ডবীজ এবং গোক্ষুরবীজ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পরিলে দুঃসাধ্য সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ, মূত্রাঘাত এবং বদ্ধমূত্রতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণাদ্যং তৈলং।—

ত্বক্‌পত্রমূলপুষ্পস্য বরুণাৎ সত্রিকণ্টকাৎ।
কষায়েন পচেত্তৈলং বস্তিনাস্থাপনমেবচ।
শর্করাশ্মরীশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনং॥

বরুণাদ্য তৈল।

উৎকৃষ্ট তিল তৈল /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ বরুণবৃক্ষের ছাল, পত্র, মূল এবং পুষ্প সমান পরিমাণে সমস্তে /৪ চারিসের এবং গোক্ষুর /৪ চারিসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ।৬ যোলসের; এবং জল ।৬ যোলসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিবে। এই বরুণাদ্য তৈল দ্বারা বস্তি কর্ম্ম ও আস্থাপন প্রয়োগ করিলে শর্করা, অশ্মরী, শূল এবং মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধুনা চ যবক্ষারং লীঢ়ং স্যাদশ্মরীং হরেৎ॥

উপযুক্ত মাত্রায় যবক্ষার (সোরা) গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে অশ্মরীরোগ নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রবারুণিকামূলং সবচং ক্ষীরপাচিতং।
পপ্প টীরসসংযুক্তং সপ্তাহাদশ্মরীং জয়েৎ॥

রাখালশশার মূল ও বচ সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল /।৵০ দেড় পোয়া এবং গব্য দুগ্ধ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। দুগ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া তাহাতে

ক্ষেতপাপড়ার রস ২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ৭ সাত দিবসের মধ্যেই অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবিক্রমোরসঃ।—

তাম্রং সূতং গন্ধকঞ্চ নির্গুণ্ডীরসমর্দ্দিতং।
তদ্গোলং বালুকাযন্ত্রে পচেদ্বল্লং প্রযোজয়েৎ।
মাতুলুঙ্গস্যমূলানি সজলঞ্চানুপায়য়েৎ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম্না শর্করাশ্মরীরোগজিৎ॥

অত্র বাভটাদৌ। মৃততাম্রমজাক্ষীরে স্তুল্যৈঃ পাচ্যং দ্রবেগতে। ইতি তাম্রসংস্করণমধিকং। দীপিকাবল্লর্য্যাদৌ তন্নাস্তি। অনুপানং মাতুলুঙ্গ জলাবিতি দীপিকাদি সম্বাদাৎ। বল্লর্য্যান্তু মাতুলুঙ্গ রসৈরিতি জলং তস্যৈবমূলঞ্চ বাভটাদি সম্মত ইতি।

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ অশ্মর্য্যধিকারঃ।

ত্রিবিক্রম রস।

তাম্রভস্ম, শোধিত পারদ এবং শোধিত গন্ধক; এই দ্রব্য ত্রয় সমান পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকৃতি করিয়া, তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রতিদিন ৩ তিন রতি পরিমাণে ছোলঙ্গনেবুর মূল ও জল সহ সেবন করিলে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা—বাভটাদি গ্রন্থে সমান পরিমাণে দুগ্ধ সহ তাম্র পাক করিয়া দ্রবভাগ নিঃশেষিত করতঃ তাম্র শোধিত করিয়া লইবে। দীপিকা এবং বল্লরী আদি গ্রন্থেও এরূপ্রকারে অগ্রে শোধনপ্রণালী কথিত আছে। দীপিকা গ্রন্থে এই ত্রিবিক্রম রস ঔষধ সেবনার্থে অনুপানে মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ ছোলঙ্গ নেবুর মূল ও জল প্রযোজ্য। কিন্তু বল্লরী গ্রন্থে কেবল মাত্র ছোলঙ্গ নেবুর রসই অনুপানার্থে গ্রাহ্য বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়াছে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত "প্রয়োগ-চিন্তামণি" গ্রন্থে অশ্মরীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রমেহাধিকারঃ।

লোধ্রাভয়াকট্ফলমুস্তকানাং বিড়ঙ্গপাঠার্জ্জুন ধন্বনানাং।
কদম্বশালার্জ্জুন দীপ্যকানাং বিড়ঙ্গদার্ব্বীধব শল্যকানাং।
চত্বার এতে মধুনা কষায়াঃ কফপ্রমেহেষু নিবেশনীয়াঃ॥

১। লোধ, হরীতকী, কট্ফল ও মুথা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। ।০ সিকিতোলা মধু সংযুক্ত এই ক্বাথ কফপ্রমেহনাশক।

২। বিড়ঙ্গ, আকনাদী, অর্জ্জুন বৃক্ষেরছাল এবং ধন্বন (ধাম্‌নি গাছ) ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে কফজ প্রমেহ নাশক বলিয়া জানিবে।

৩। কদম্ব বৃক্ষেরছাল, শাল বৃক্ষেরছাল, অর্জ্জুন বৃক্ষেরছাল এবং দীপ্যক (যমানী) ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে ২ দুইতোলা পাকার্থ জল /॥০ অর্থাৎ ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট ক্বাথ /৴০ অর্থাৎ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে কফজ প্রমেহরোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

৪। বিড়ঙ্গ, দার্ব্বী (দারুহরিদ্রা), ধবে, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল এবং শল্যক (খদির) কাষ্ঠ ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপিত এই ক্বাথ কফজন্য প্রমেহরোগ বিনাশক।

লোধ্রার্জ্জুনোশীরচন্দনানামরিষ্ট সেব্যামলকাভয়ানাং।
ধাত্র্যর্জ্জুনারিস্টক বৎসকানাং নীলোৎপলানাং তিনিশার্জ্জুনানা
চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহেষু মধুপ্রযুক্তাঃ॥

১। লোধ, অর্জ্জুনছাল, উশীর (বেণারমূল) এবং অরিষ্ট (নিম্ব) ছাল ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, পাকাবশেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ।০ সিকিতোলা মধু সহ পান করিলে পৈত্তিক প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

২। নিম্বছাল, সেব্য (বেণারমূল), আমলকী এবং হরীতকী ; এই দ্রব্য চতুষ্টয় কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ তোলা, পাক নিমিত্তক জল /॥০ অর্দ্ধসের (৩২ তোলা) এবং শেষ ক্বাথ /৴০ অর্দ্ধপোয়া (৮ তোলা)। এই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ প্রমেহ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৩। ধাত্রী (আমলকী), অর্জ্জুনছাল, অরিষ্টক (নিম্ব) ছাল এবং বৎসক (কুড়চি) ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ দুইতোলা,

পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। নীলোৎপল (নীলশুঁদি), এলাচি, তিনিশ এবং অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ পৈত্তিক প্রমেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্যামক কোদ্রবোদ্দাল গোধূম চণকাঢ়কী।
কুলত্থাশ্চ হিতা ভোজ্যাঃ পুরাণমেহিনাং সদা।
জাঙ্গলং তিক্তশাকানি যবান্নঞ্চ তথা মধু॥

পুরাণ শ্যামক (শ্যামা) ধান্য, কোদ্রব (কোদো) ধান্য এবং উদ্দাল (বন্যকোদো ধান্য), গোধুম, চণক (বুট), আঢ়কী (অড়হর) এবং কুলত্থি কলাই, এই সকল দাইলের যূষ, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস, তিক্তশাক, যবান্ন (যবের ছাতু প্রভৃতি) এবং মধু; এই সকল দ্রব্য সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগীর পক্ষে সুপথ্য বলিয়া জানিবে।

পারিজাতজয়ানিম্ব বহ্নিগায়ত্রিণাং পৃথক্।
পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাদ্বয়স্য শারদস্যচ।
জলেক্ষু মদ্যসিকতা শনৈর্লবণপিষ্টকান্।
সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ঘ্নন্তি অষ্টৌ ক্বাথাঃ সমাক্ষিকাঃ॥

১। পালিদামাদারের মূলের ছাল ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জল (উদক) মেহ বিনষ্ট হয়।

২। জয়ন্তীপত্র ২ তোলা. পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ইক্ষুমেহ বিনষ্ট হয়।

৩। নিম্বছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ মদ্য (সুরা) মেহ বিনাশক।

৪। বহ্নির (রক্তচিতার) মূল ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ /৵০ দুইছটাক। এই ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে সিকতামেহ নাশক।

৫। গায়ত্রী (খদির) কাষ্ঠ ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵০ দুইছটাক। এই ক্বাথ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপে শনৈর্ম্মেহ বিনাশক।

৬। পাঠা (আকনাদী) এবং অগুরুকাষ্ঠ সমভাগে দুই দ্রব্য ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে লবণমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৭। পীতাদ্বয় অর্থাৎ হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা, এই দুই দ্রব্য সমানভাগে ২ দুইতোলা, পাক নিমিত্ত জল /॥০ অর্দ্ধসের এবং শেষ ক্বাথ ৮ তোলা

(/৶০ অর্দ্ধপোয়া)। এই ক্বাথ।০ সিকিতোলা মধু সহ পান করিলে পিষ্টক-মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৮। শারদ (ছাতিম) ছাল ২ তোলা, পাকনিমিত্তক জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সান্দ্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাকশেরু পূতিক কুম্ভীকপ্লবশৈবলং।
জলেন ক্বথিতং পীতং শুক্রমেহহরং পরং॥

দূর্ব্বা, কেশুর, করঞ্জ, পানা, কৈবর্ত্তমুথা ও শেওলা, সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ শুক্রমেহনাশক।

ত্রিফলারগ্বধ দ্রাক্ষা কষায়ো মধুসংযুতঃ।
পীতো নিহন্তি ফেণাখ্যং প্রমেহং নিয়তং নৃণাং॥

ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), আরগ্বধ (সোঁদালফল) এবং কিস্‌মিস্; এই দ্রব্য সকল কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ।০ সিকিতোলা মধু সহ পান করিলে ফেণমেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বত্থাচ্চতুরঙ্গুলান্ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রিকাৎ।
সজিঙ্গীরক্তসারাচ্চ ক্বাথা পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ।
নীলহারিদ্রশুক্তাখ্য ক্ষারমঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্।
মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে জানতা বৈদ্যেন সহ॥

১। অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ নীলমেহ বিনাশক বলিয়া জানিবে।

২। চতুরঙ্গুল (সোণালু) ফল ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে হারিদ্রমেহ বিনষ্ট হয়।

৩। ন্যগ্রোধাদিগণ অর্থাৎ ন্যগ্রোধ (বট), উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর), অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়), মধুক (মৌলপুষ্প), কপীতন (শিরীষবৃক্ষ), ককুভ (অর্জ্জুন), আম্র, কোষাম্র (কেওড়া), চোরকপত্র (পিড়িংশাক), জম্বুদ্বয় (বড়জাম ও ক্ষুদ্রজাম), পিয়াল, যষ্টিমধু, রোহিণী (কট্‌কী), বঞ্জুল (তিনিশবৃক্ষ), বদরী (কুল), তিন্দুক (গাব), শল্লকী (সীমুল), লোধ, সাবরলোধ, ভল্লাতক (ভেলা), পলাশ এবং নন্দীবৃক্ষ (গর্দ্ধমুণ্ড); এই সকলের যথোক্ত মূলাদির ছাল প্রভৃতি সমান পরিমাণে সমুদায়ে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের এবং শেষক্বাথ /৶০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্তমেহ (অম্লমেহ) নিবারিত হয়।

৪। ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই তিন দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের শেষ ক্বাথ

৮ তোলা (✓৶০ অর্দ্ধপোয়া)। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষারমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। জিঙ্গী (মঞ্জিষ্ঠা) এবং রক্তসার (রক্তচন্দন) সমানভাগে দুই দ্রব্য মোট ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ✓॥০ অর্দ্ধসের এবং শেষ ক্বাথ ✓৶০ অর্দ্ধ-পোয়া। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কদরখদিরপূগক্বাথ ক্ষৌদ্রাহ্বয়ে পিবেৎ।
অগ্নিমন্থকষায়ন্তু বসামেহে প্রযোজয়েৎ।
পাঠাশিরীষ দুস্পর্শ মূর্ব্বাকিংশুক তিন্দুকাঃ।
কপিত্থানাং ভিষক্ ক্বাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ॥

১। কদর (বিটখদির), খদির এবং পূগ; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে ক্ষৌদ্রমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

২। অগ্নিমন্থের (গণিয়ারীর) ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবন করিলে বসামেহ নিবারিত হয়।

৩। আকনাদী, শিরীষছাল, দুরালভা, স্থচীমুখী, পলাশ, গাব ও কয়েদবেল, ইহাদের ক্বাথ হস্তিমেহ নাশক।

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যারসঃ ক্ষৌদ্র নিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলা দারু মুস্তকৈরথবাকৃতঃ॥

১। আমলকীর রসে উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, দেবদারু এবং মুথা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় মধু এবং হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং দারুনিশাবিশালা মুস্তঞ্চ নিক্বাথ্য নিশাংশ কল্কং।
পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুত্থিতেষু॥

ফলত্রিক (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), দারুনিশা (দারুহরিদ্রা), বিশালার (রাখালশশার) মূল এবং মুথা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে।০ সিকিতোলা হরিদ্রাচূর্ণ এবং।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

কটঙ্কটেরী মধুক ত্রিফলা চিত্রকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহানাং বিনাশনঃ॥

কটঙ্কটেরী (দারুহরিদ্রা), মধুক (যষ্টিমধু), ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) এবং রক্তচিতার মূল ; এই কয়েকটী দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে ২ দুইতোলা, পাকনিমিত্তক জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ /৵০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে সর্ব্ববিধ প্রমেহরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দাড়িমাদ্যং ঘৃতং।—

দাড়িমস্য চ বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ।
রজনী চবিকাজাজী নাগরং ত্রিফলা কণা।
ত্রিকণ্টকস্য চ ফলং যমানী ধান্যকং তথা।
বৃক্ষাম্ল চপলাকোল সিন্ধুদ্ভব সমাযুতৈঃ।
কল্কৈরক্ষসমৈরেতৈ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভোজ্যে পানে প্রদাতব্যং সর্ব্বর্ত্তুষু চ মাত্রয়া।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতং তথাশ্মরীং।
হৃচ্ছূলং দারুণঞ্চৈব হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
বিবদ্ধানাহশূলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনং।
দাড়িমাদ্য ঘৃতং নাম্না অশ্বিভ্যাং পরিনির্ম্মিতং॥

দাড়িমাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের ; জল ।৬ ষোলসের, কল্কার্থ দাড়িমফলের বীজ, বিড়ঙ্গের চাউল, হরিদ্রা, চই, জীরক, শুণ্ঠী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, বৃক্ষাম্ল (মহাদা), চপলা (সিদ্ধি), কোল (কুল) এবং সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ভোজ্য ও পানীয়ের সহিত সেবন করিলে ২০ বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, দারুণ হৃদয়শূল, বিবদ্ধাজীর্ণ, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই দাড়িমাদ্যঘৃত অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

বৃহদ্দাড়িমাদ্যং ঘৃতং।—

অম্লবেতস দ্রাক্ষাচ যষ্টিমধুকপুলকৈঃ।
দার্ব্বীত্বক্ শিলাধাতু নীলোৎপল রসাঞ্জনৈঃ।
দ্রব্যৈরক্ষসমৈর্দ্দেয়ং তদাজ্যেয়ং বৃহদ্ঘৃতং॥

বৃহদ্দাড়িমাদ্যঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৮ আটসের ; জল ৩২ বত্রিশসের ; কল্কার্থ অম্লবেতস, দ্রাক্ষা (কিসমিস) ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং দারুহরিদ্রার ছাল,

শিলাধাতু (খড়ী), নীলোৎপল এবং রসাঞ্জন; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। এই বৃহদ্দাড়িমাদ্য-ঘৃত সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে।

ত্রিকণ্টকাদ্যং তৈলং ঘৃতং যমকঞ্চ।—

ত্রিকণ্টকাশ্মন্তক'সোমবল্কৈঃ ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ।
বচাপটোলার্জ্জুন বিশ্বমুস্তৈর্হরিদ্রয়াদীপ্যকপদ্মকৈশ্চ।
মঞ্জিষ্ঠয়া চাগুরুচন্দনৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ঘৃতন্তু পিত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু॥

ত্রিকণ্টকাদ্য তৈল।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের; কল্কার্থ গোক্ষুর, অশ্মন্তক (পাষাণ ভেদী), সোমবল্ক (শ্বেতখদির), ভেলা, আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জ্জুন বৃক্ষেরছাল, বেলশুঁঠ, মুথা, হরিদ্রা, দীপ্যক (যমানী), পদ্মক (পদ্মকাষ্ঠ), মঞ্জিষ্ঠা এবং অগুরু চন্দন, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল পাক পূর্ব্বক অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিলে কফজ ও বাতজ মেহ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ গোক্ষুর, পাষাণভেদী, শ্বেতখদির, ভেলা, আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জ্জুনবৃক্ষের-ছাল, বেলশুঁঠ, মুথা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা এবং অগুরুচন্দন; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে পিত্তজ প্রমেহ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্য যমক।

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /২ দুইসের এবং উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /২ দুইসের। জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ কুট্টিত গোক্ষুর, পাষাণভেদী, শ্বেতখদির, ভেলা, আতইস, লোধ, বচ, পটোল, অর্জ্জুনবৃক্ষেরছাল, বেলশুঁঠ, মুথা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা এবং অগুরুচন্দন; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথাবিধানে এই যমক (সমভাগে তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ পাক করিয়া লইলে, তাহাকে যমক বলা যায়) পাক করিয়া অভ্যঙ্গ ও সেবনাদিতে ব্যবহার করিলে ত্রৈদোষিক প্রমেহরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ন্যগ্রোধাদ্যঞ্চূর্ণং।—

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ শ্যোণাকারগ্বধাসনং।
আম্রজম্বুকপিত্থঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবং।

মধুকোমধূকং লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকং।
পটোলং মেষশৃঙ্গীচ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী।
করঞ্জত্রিফলাশক্র ভল্লাতকফলানিচ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ।
ফলত্রয় রসঞ্চানু পিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি।
এতেন বিংশতির্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রানি যানিচ।
প্রশমং যান্তি বেগেন পিড়কা নচ যান্ত্যন্তে।
ন্যগ্রোধাদ্যমিদঞ্চূর্ণ মাত্রেজম্বন্থি গৃহ্যতে॥

ন্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ।

বটেরছাল, যজ্ঞডুমুরেরছাল, অশ্বথবৃক্ষেরছাল, শোণাছাল, শোণালু, অসন (পীতশাল), আম্রের আঁঠি, জামের আঁঠি, কয়েদবেল, পিয়াল, ককুভ (অর্জ্জুন) ছাল, ধববৃক্ষেরছাল, যষ্টিমধু, মৌলপুষ্প, লোধ, বরুণছাল, পালিদামাদারেরছাল, পটোল, মেষশৃঙ্গী, দন্তীমূল, রক্তচিতারমূল, আঢ়কী (অড়হর), ডহরকরঞ্জেরছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গিদ্ধি এবং ভেলার আঁঠি; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ন্যগ্রোধাদ্য চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিবস উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিয়া, পশ্চাৎ ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্র বিশুদ্ধ হয়। পরন্তু ইহা ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ পীড়কা নাশক।

বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহং।—

বিড়ঙ্গং ত্রিফলামুস্তং কণানাগর এব চ।
জীবকাভ্যাং যুতোহন্তি প্রমেহানতিদারুণান্।
লৌহমূত্রস্য বিকৃতিঃ সর্ব্বানেব ন সংশয়ঃ॥

বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ।

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুণ্ঠী, জীবক এবং ঋষভক; এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্ব সমষ্টির সমান লৌহ চূর্ণ একত্রিত করিয়া লইবে। ইহা প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ এবং মূত্র বিকৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

মেহমুদ্গারো রসঃ।—

রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ বিল্বং গোক্ষুর দাড়িমং।
ভূনিম্বং পিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণঞ্চ তৎসমং।

পলৈকং গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা মেহমুদ্গারসংজ্ঞিতা।
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলন্তথা।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকং।
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকং।
ষড়র্শাংসি ব্রণং কুষ্ঠং ভগন্দরমসূরিকাং।
অনিলেম্বিতি কর্ত্তব্যা ত্রিসুগন্ধি সমন্বিতা॥

মেহমুদ্গার রস।

রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর, দাড়িমফলেরছাল, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু অর্থাৎ শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ, ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া এবং ড়েউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক ১ এক তোলা, সর্ব্ব সমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ এবং ৮ তোলা গুগ্‌গুলু, সমস্ত দ্রব্য-গুলি একত্রিত করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করতঃ ১ এক মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন ছাগদুগ্ধ বা জল অনু-পান সহ সেবন করিলে ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী, কামলা, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত, অরোচক, ৬ ছয়প্রকার অর্শোরোগ ব্রণ, কুষ্ঠ, ভগন্দর ও মসূরিকা (বসন্তরোগ) নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিশেষ কথা—এই মেহমুদ্গার রস ঔষধ দ্বারা সর্ব্ববিধ বায়ুরোগ বিনাশ করিতে হইলে, উহার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিসুগন্ধি অর্থাৎ দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাচি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গেশ্বরঃ।—

বঙ্গভস্মদ্বিবল্লঞ্চ লেহয়েৎ মধুনা সহ।
ততো গুড়সমং গন্ধং ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রকং।
গুড়ূচীসত্ত্বমথবা শর্করা সহিতং তথা।
সর্ব্বমেহাদ্বিনির্ম্মুক্তো মণ্ডলাজ্জায়তে নরঃ॥

বঙ্গেশ্বর।

বঙ্গভস্ম ৬ ছয়রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিয়া সমান ভাগ গুড় ও গন্ধক; অথবা গুলঞ্চের রস শর্করা সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার প্রমেহরোগ ও প্রমেহ জনিত মণ্ডলাকৃতি নিবারিত হয়।

চন্দ্রপ্রভা বটী।—

মৃতসূতঞ্চ কাশীশ মেলা জাতীফলত্বচং।
মধুকং মধুযষ্টীচ ধাত্রীদাড়িমশর্করা।
কর্পূরং খদিরসারং শতাহ্বা কণ্টকারিকা।

অম্লবেতস তুল্যাংশং দিনৈকং লাঙ্গলীদ্রবৈঃ।
ভাবয়েৎ মেষীদুগ্ধৈশ্চ নাগবল্ল্যা দিনং দিনং।
বটিকা বদরকোম্মানং নাম্না চন্দ্রপ্রভা বটী।
ভক্ষয়েত্তীব্রমেহার্ত্তো মেহান্ হন্তি চ দুস্তরং।
ধাত্রীপটোলপত্রাণাং কষায়ম্বা ঘৃতান্বিতং।
সক্ষৌদ্রং পায়য়েচ্চানু সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে॥

চন্দ্রপ্রভাবটী।

রসসিন্দুর, হিরাকস, এলাচি, জাতিফল, দারুচিনি, মৌলপুষ্প, যষ্টিমধু, আমলকী, দাড়িমফলেরছাল, চিনি, কর্পূর, খদিরসার, শল্লুকী, কণ্টকারী এবং অম্লবেতস; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম রূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একদিবস বিষলাঙ্গলিয়ার রসে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি পরিমাণে বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা মেষীর দুগ্ধ অথবা পানের রসের সহিত সেবন করিয়া, পশ্চাৎ আমলকী, ও পটোলে পত্রের কাথে ঘৃত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

যোগীশ্বরো রসঃ

মৃতসূতাভ্রনাগানাং তুল্যভাগং প্রকল্পয়েৎ।
মহানিম্বস্য বীজোত্থং চূর্ণং যোজ্যং ত্রিভিঃ সমং।
মধুনা লেহয়েন্মাষং নানামেহ প্রশান্তয়ে।
সক্ষৌদ্র রজনীচাথ লেহ্যং নিষ্কত্রয়ং সদা।
অসাধ্যং নাশয়েন্মেহং বিদ্যাদ্যোগীশ্বরোরসঃ॥

যোগীশ্বর রস।

রসসিন্দুর, অভ্র এবং রঙ্গভস্ম প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং মহানিম্বের বীজচূর্ণ ৩ভাগ, সমস্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন এক মাষা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ ৬ তোলা হরিদ্রাচূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোগেশ্বরো রসঃ।—

সূতকং গন্ধকং লৌহং নাগরঞ্চ বরাটকং।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকং।
সূক্ষ্মৈলাপত্রমুস্তঞ্চ বিড়ঙ্গং নাগকেশরং।
রেণুকামলকঞ্চাপি পিপ্পলীমূলমেবচ।
এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।

ভাবনা তত্র দাতব্যা ধাত্রীরস বিমর্দ্দিতা।
মাত্রা চণকমাত্রা চ গুটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব অশ্মরীঞ্চ চতুর্ব্বিধাং।
ব্রণং হন্তি তথা কৃচ্ছ্রমর্শাংসিচ ভগন্দরং।
যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগেন নরো ভবেৎ॥

যোগেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শুণ্ঠী, কড়িভস্ম, তাম্র, বঙ্গভস্ম এবং অভ্র; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং ছোট এলাচি, তেজপাত, মুথা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, আমলকী এবং পিপুলচূর্ণ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুইভাগ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩।৪ রতি প্রমাণ বটীয়া প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রতিদিন একটী করিয়া অনুপান বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিলে ২০ বিংশতি প্রকার প্রমেহ, ৪ চারি প্রকার অশ্মরী, ব্রণ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অর্শঃ এবং ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া রোগী ইচ্ছানুসারে আহার বিহার করিতে পারে।

তালকেশ্বরঃ।—

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গং মৃতং লৌহাভ্রকং সমং।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাত্র রসোঽয়ং তালকেশ্বরঃ।
মাষমেকং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্র প্রমেহনুৎ।
উডুম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রতঃ।
লেহঞ্চ মধুনাচার্দ্ধমনুপানং সুখাবহং॥

তালকেশ্বর রস।

রসসিন্দুর, বঙ্গভস্ম, লৌহ এবং অভ্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন মধু অথবা পক্ক যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বহুমূত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোষং তাপাঙ্গ কার্শ্যঞ্চ বহুমূত্রং তৃষাভ্রমঃ।
অসাধ্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু মেহোঽয়ং বহুমূত্রজঃ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ প্রমেহাধিকারঃ।

অসাধ্যবহুমূত্ররোগের লক্ষণ।

শোষ, সন্তাপ, কৃশতা, বহুপরিমাণে প্রস্রাব হওয়া, তৃষ্ণা ও ভ্রম; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে বহুমূত্রজ প্রমেহরোগ বলিয়া জানিবে। ইহা সকল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অথ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যাধিকারঃ।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্ব রৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাক ভোজনঃ॥

অত্যন্ত পরিশ্রম, অধিক চিন্তা, সমধিক স্ত্রী প্রসঙ্গ, পথপর্য্যটন, রৌদ্র-সেবন এবং অধিক রাত্রি জাগরণ, এই সমস্ত দ্বারা স্থৌল্যরোগ সত্বর নিবারিত হয়। এবং যব ও শ্যামাক (ধান্য বিশেষ) ভোজন দ্বারাও অবিলম্বে স্থূলতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতিপ্রবৃদ্ধয়েৎ॥

যে ব্যক্তি স্থূলতা নিবারণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইবে, তাহার অনিদ্রা (সর্ব্বদা জাগরণ), ব্যবায় (মৈথুন), ব্যায়াম (কুস্তিকরা) ও চিন্তা নিরন্তর বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

প্রাতর্মধুযুতং বারি সেব্য তৎ স্থৌল্যনাশনং।
উষ্ণমন্নস্য মণ্ডম্বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥

প্রাতঃকালে মধু মিশ্রিত জলপান করিলে স্থৌল্যরোগ নিবারিত হয়। এবং উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলেও অতিস্থূল ব্যক্তি অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে।

সচব্যজীরকব্যোষ হিঙ্গু সৌবর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ॥

চই, জীরা, ব্যোষ, অর্থাৎ শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ ও রক্তচিতারমূল; ইহাদের চূর্ণ এবং এই চূর্ণ সমষ্টির ষোড়শ ভাগ যবের শক্তু; এই সকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করতঃ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শরীরগত মেদঃ নষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্য শক্তুপ্রয়োগঃ।—

ব্যোষং বিড়ঙ্গ শিগ্রুণী ত্রিফলাং কটুরোহিণীং।
বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাং।
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্যচিত্রকং।
সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।
চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্রভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তুনাং ষোড়শোগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ।
প্রয়োগাত্তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ।
প্রমেহামূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসিকামলাঃ।

প্লীহপাণ্ড্বাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মাচ কাসশ্বাসৌ গলগ্রহঃ।
ক্রিময়োগ্রহণীদোষঃ শ্বৈত্রং স্থৌল্যমতীব চ।
নরাণাংদীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ জায়তে॥

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগ

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলেরছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আক্‌নাদী, আতইচ, শালপাণী, হিঙ্গু কেবুক (কেঁউনাড়া) মূল, যমানী, ধনিয়া, রক্তচিতারমূল, সৌবর্চ্চল লবণ, অজাজী (কৃষ্ণ জীরা) ও হবুষা; এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান তৈল, ঘৃত ও মধু এবং চূর্ণ সমষ্টির ষোড়শগুণ যবের শক্তু একত্র মিশ্রিত করতঃ সন্তর্পণ রূপে (জলে আলোড়িত করিয়া তরল ছাতুর ন্যায় করতঃ) পান করিবে। এই ঔষধ পান করিলে সন্তর্পণোত্থিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এবং ইহা দ্বারা বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূঢবাত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরোচক, হৃদ্রোগ, রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, গলরোগ, ক্রিমি, গ্রহণী, শ্বিত্র (ধবলকুষ্ঠ অর্থাৎ পাখর) এবং স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি প্রবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে।

লৌহরসায়নং।—

গুগ্‌গুল্বস্তালমূলীচ ত্রিফলা খদিরং বৃষং।
ত্রিবৃতালম্বুষাত্বক্‌চ নির্গুণ্ডীচিত্রকং তথা।
এষাং শতপলান্ ভাগান্ তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ।
পাদশেষে ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ।
পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহং সুচূর্ণিতং।
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলোন্মিতং।
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ং।
এলাত্বক্‌চ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রয়ং।
মরিচং চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতং।
পলদ্বয়ন্তু কাশীশং সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকং।
অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসং তথা।

বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহোদরাপহং ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থু সভগন্দরং ।
মূর্চ্ছামোহবিষোন্মাদ গরাণি বিবিধানি চ ।
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠমুদরে পরমৌষধং ।
কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভং ।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমং ।
শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনং ।
নাশ্নীয়াৎ কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকং ।
করীরং কারবেল্লঞ্চ ষট্ককারাণি বর্জ্জয়েৎ ॥

লৌহ রসায়ন ।

গুগ্‌গুলু, তালমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদিরকাষ্ঠ, বাসক, তেউড়ীমূল, অলম্বুষা (মুণ্ডিরী), দারুচিনি, নিসিন্দা ও রক্তচিতারমূল ; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ১০০ শত পল অর্থাৎ ।২॥০ সাড়ে বারসের, পাক নিমিত্ত জল ৫ পাঁচ আঢ়ক এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ক্বাথসহ ১২ পল তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ, পুরাতন ঘৃত /৪ চারিসের এবং ইক্ষুচিনি /১ একসের মিশ্রিত করতঃ তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু /২ দুইসের, শিলাজতু ২ পল, এলাচি ও দারুচিনি মিলিত ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ, রসাঞ্জন, ও পিপুল প্রত্যেকে ২ দুই পল, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) প্রত্যেকে ২ পল এবং হিরাকসচূর্ণ ২ পল ; এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে প্রদান করিবে। তদনন্তর উক্ত প্রকারে আলোড়ন পূর্ব্বক ঘৃতাদি স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিয়া দিবে। রোগীকে বমন, বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধিত করতঃ এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংস রস অনুপান সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মরোগ, কুষ্ঠ, মেহ, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, মোহ, বিষদোষ, উন্মাদ, বিবিধ গরবিষ ও স্থূলতা নাশক বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা দেহ এমন কর্ষিত হয় যে, নাভি পাতালসদৃশ হইয়া যায়। পরন্তু ইহা বলকর, রসায়ন, মেধাজনক, উত্তম বাজীকরণ, শ্রীজনক, পুত্রোৎপাদক ও বলীপলিত বিনাশক। এই ঔষধ সেবনকারী কদলী, কন্দ (ওল), কাঞ্জিক, করমর্দ্দক (করমোচা), করীর (বাঁশের কোঁড়) এবং করলা উচ্ছে, এই ছয়প্রকার ককারাদিনামক দ্রব্য কদাচ ভোজন করিবে না।

ত্রিফলাদ্যং তৈলং ।—

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ ।
নিম্বারগ্বধ ষড়্‌গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ ।

গুড়ূচীন্দ্রযবাকৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপনাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমং পক্বং সুরসাদি রসাপ্লুতং।
পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ নস্যবস্তিষু যোজিতং।
স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

ত্রিফলাদ্য তৈল।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আতইস, সূচমুখী, তৈউড়ীমূল, রক্ত-চিতারমূল, বাসক, নিম্বছাল সোঁদাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রসুরা (রাখালশশার মূল অথবা নিসিন্দা), পিপুল, কুড়, সর্ষপ, ও শুঠী; এই সকল কল্কদ্রব্য এবং সুরসাদিগণের ক্বাথসহ যথাবিধানে ৪ সের তৈল পাক করিবে। এই তৈল পান, অভ্যঞ্জন, নস্য ও বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে স্থূলতা, আলস্য, কণ্ডূ ও কফকৃত রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুরসাদিগণ—সুরস (এক প্রকার পলাশ বৃক্ষ, কেহ কেহ রক্ততুলসী বলিয়া থাকেন), কয়েৎবেল, দেবদারু, গন্ধতৃণ, কট ফল, কাসমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, ক্ষবক (হুধিয়া), অলম্বুষা (হাড়মুচা), কাকজঙ্ঘা, দন্তী, নিসিন্দা, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বামনহাটী ও লজ্জালু।

অমৃতাদ্যোগুগ্গুলুঃ।—

অমৃতাত্রুটিবেল্ল বৎসকং কলিঙ্গং পথ্যামলকানি গুগ্গুলুঃ।
ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পীড়কাস্থৌল্যভগন্দরঞ্জয়েৎ॥

অমৃতাদ্যগুগ্গুলু।

গুলঞ্চ ১ভাগ, ছোট্ এলাচি ২ভাগ, বেল্ল (বিড়ঙ্গ) ৩ভাগ, কুটজছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্গুলু ৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোল্লিখিত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পীড়কা, স্থৌল্য ও ভগন্দররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

নবকোগুগ্গুলুঃ।—

ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গ গুগ্গুলুং সমং।
খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ব্যাধীন্ মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্॥

নবকগুগ্গুলু।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং ইহাদের সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্গুলু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা মেদঃ, শ্লেষ্মা, আম ও বাতজনিতরোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গনাগরক্ষার কাললোহরজোমধু।
যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥
ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যাধিকারঃ।

বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার, যব ও আমলকী; ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ব্ব-সমষ্টির সমান কাললৌহচূর্ণ (বজ্রাদি লৌহ) গ্রহণপূর্ব্বক মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সর্ব্বোদরাধিকারঃ।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোঽনলঃ।
তস্মাদ্ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনিচ।
রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
পয়োমূত্রাসবারিষ্টান্ মধুশীধু তথা পিবেৎ॥

উদররোগে কুক্ষিদেশে দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের) সঞ্চয় হইলে জঠরাগ্নি নিস্তেজ হয়; একারণ উদররোগীকে সর্ব্বদা অগ্নি-উদ্দীপক অথচ লঘুপাকী দ্রব্য সকল ভোজন করিতে দিবে। রক্তশালি (ধান্যবিশেষ), যব, মুগ, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংসের যূষ, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব (মদ্যবিশেষ), অরিষ্ট, মধু ও সীধু (মদ্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য উদররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনং।
বাতোদরং বলবতঃ পূর্ব্বং স্নেহৈরুপাচরেৎ।
কৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরং।
তথাস্যানবকাশত্বাদ্বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥

বাতোদররোগে বলবান্ ব্যক্তিকে প্রথমতঃ স্নেহ সেবন করিতে দিবে; তদনন্তর উক্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তিকে স্বেদ দিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন (তৈলাদি) প্রয়োগ করিবে। এবম্প্রকারে সুবিবেচনা দ্বারা উদরের দোষ সকল নির্গত হইলে অর্থাৎ উদর উত্তমরূপ কোমল হইলে, বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া রাখিবে। যেহেতু বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টিত থাকায় অনবকাশ হেতু বায়ু পুনরায় উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্থাৎ এমন প্রকারে উদর বেষ্টন করিতে হইবে যে, যাহাতে বায়ু স্থান পাইয়া পুনর্ব্বার উদরাধ্মান জন্মাইতে না পারে।

দোষাতিমাত্রোপচয়েৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ।
সম্ভবত্যুদরং যস্মান্নিত্যমেবং বিরেচনং॥

উদরে দোষের অত্যধিক সঞ্চয় হেতু স্রোতোবহা নাড়ী সমূহের মুখরোধ হওয়ায় উদররোগ উৎপন্ন হয়; একারণ উদররোগীকে সর্ব্বদা যথাসম্ভব বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী।
পিবেন্মধুযুতং তক্রং ব্যক্তাম্লং নাতিপেলবং॥

কফোদররোগীকে যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও অনতিগাঢ় ঈষদম্ল তক্র (ঘোল) মিশ্রিত করতঃ পান করিতে দিবে।

বিরিক্তে চ তথা দোষহরৈঃ পেয়াশ্চ তা হিতাঃ॥

উদররোগীর উত্তমরূপে বিরেচন হইলে, দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) বলাবল বিবেচনা করতঃ তত্তদ্দোষনাশক দশমূলাদি দ্বারা পেয়া প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে পান করিতে দিবে।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলী লবণান্বিতং।
শর্করা মরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ।
মধু তৈল বচা শুণ্ঠী শতাহ্বা কুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরীজাতং সব্যোষন্তুদকোদরী।
বদ্ধোদরী তু হবুষা দীপ্যকাজাজী সৈন্ধবৈঃ।
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতং।
ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী।
সন্নিপাতোদরে সর্ব্বাং যথোক্তাঙ্কারয়েৎ ক্রিয়াং।
প্লীহোদরে প্লীহহরং কর্ম্মোদরহরং তথা।
গৌরবারোচকার্ত্তানাং সমন্দাগ্ন্যতিসারিণাং।
তক্রংবাতকফার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

বাতজনিত উদররোগে পিপুল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে যথোপযুক্ত মাত্রায় তক্র পান করিতে দিবে। পিত্তজনিত উদররোগে শর্করা ও মরিচ চূর্ণ সহ সুস্বাদু তক্র পান করা কর্ত্তব্য। প্লীহোদররোগী মধু, তৈল, বচ, শুণ্ঠী, শুলুফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র পান করিবে। দকোদর (উদকোদর অর্থাৎ জলোদর) রোগে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সহযোগে তক্র সেবন বিধেয় বলিয়া জানিবে। বদ্ধোদররোগে হবুষা, দীপ্যক (যমানী), অজাজী (জীরা) ও সৈন্ধবলবণ সহ তক্র সেবন করা কর্ত্তব্য। ছিদ্রোদরী রোগে পিপুল চূর্ণ ও মধু

সহ তক্র পান করিবে। সন্নিপাতোদররোগে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ সহিত তক্র এবং পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ ও কফজ উদরে কথিত ক্রিয়া সকলও প্রয়োগ করিবে। প্লীহোদররোগে প্লীহানাশক ও প্লীহোদরনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। গুরুতা, অরুচি ও মন্দাগ্নি পীড়িত, অতিসারী ও বাত ও কফ পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তক্র অমৃত সদৃশ উপকারী বলিয়া জানিবে।

দেবদারু পলাশার্ক হস্তিপিপ্পলী শিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং শনৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ প্রলেপয়েদিত্যর্থঃ।
মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ।
স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োঽশনঃ।
সহস্রঞ্চ প্রযুঞ্জীত শক্তিতো জঠরাময়ী॥

দেবদারু, পলাশবৃক্ষের বীজ, আকন্দমূলের ছাল, গজপিপুল, সজিনামূলের ছাল ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক উদরে প্রলেপ দিলে (ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলে) উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

উদররোগে ৮ আট প্রকার মূত্র (মেষ, ছাগ, গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গর্দ্দভ, এই ৮ প্রকার জন্তুর মূত্র) সেক ও পানার্থে প্রয়োগ করিবে। উদররোগী কেবল মাত্র দুগ্ধান্নভোজী হইয়া মনসাসীজের ক্ষীরে ৭ বার (মতান্তরে ২১ বার) ভাবনা দিয়া পিপুল সেবন করিবে। রোগী স্বীয় শক্তি বিবেচনায় প্রতিদিবস ১ একটী, ২ দুইটী অথবা ৩ তিনটী করিয়া সহস্র পিপ্পলী পর্য্যন্ত সেবন করিতে পারে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগ্‌গুলুস্ত্রৈফলস্য চ।
স্নুহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ং॥

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলাগুগগুলু ও মনসাসীজের ক্ষীর; এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্নুক্‌পয়সা পরিভাবিত তণ্ডুলচূর্ণৈর্ব্বিনির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারংহিংস্যাদেবাগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ॥

মনসাসীজের ক্ষীরে তণ্ডুল (চাউল) ভাবনা দিয়া, সেই তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক (পিটা) প্রস্তুত করিবে। সেই পিষ্টক উপযুক্ত পরিমাণে ৭ সাতদিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে উদররোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিন্দুঘৃতং।—

অর্কক্ষীরং পলে দ্বে চ স্নুহীক্ষীরং পলানি ষট্।

পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা সম্পাকং গিরিকর্ণিকা।
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকস্তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ র্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অথাস্য মলিনেকোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবদস্য পিবেদ্বিন্দূন্ তাবদ্বারান্ বিরিচ্যতে॥
জলং চতুর্গুণং।

বিন্দুঘৃত।

উৎকৃত গব্যঘৃত /৪ চারিসের জল ।৬ ষোলসের, আকন্দের ক্ষীর ২ পল, মনসাসীজের ক্ষীর ৬ পল এবং কল্কার্থ হরীতকী, কমলাগুড়ী, শ্যামামূল তেউড়ী, সোণালুফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবুহ্না, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শঙ্খপুষ্পী এবং রক্তচিতামূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান ভাগে সমুদায়ে /১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। উদররোগীর কোষ্ঠে অধিক মল সঞ্চিত থাকিলে, এই বিন্দুঘৃত এক বিন্দু মাত্র রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত যতবিন্দু রোগীকে সেবন করান যায়, ততবার দাস্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম বিন্দুঘৃত। ইহা দ্বারা ৮ প্রকার উদররোগ এবং কুষ্ঠাদি বিবিধরোগ নিবারিত হইয়া থকে।

নারায়ণচূর্ণং।—

যমানীহবুষাধান্য ত্রিফলাসোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শঠী বচা।
শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকং।
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে শাতলাস্যাচ্চতুর্গুণং।
এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।
নৈনং প্রাপ্যাভিবর্দ্ধন্তে রোগবিষ্ণুমিবাসুরাঃ।
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ং গুল্মিভির্ব্বাদরাম্বুনা।
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া।
দধিমণ্ডেন বিট্‌সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসে।
পরিকর্ত্তেচ বৃক্ষাম্লৈরুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে।
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীরোগে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে।

দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে চ ত্রিদোষজে।
তথাহং স্নেহকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনং।
অজমোদা ক্ষেত্রযমানী উপকুঞ্চী কাকারাট্টা কৃষ্ণকণ জীরকদ্বয়ং।
দন্ত্যা ভাগদ্বয়ং প্রথম ভাগাপেক্ষাহাঃ॥

নারায়ণ চূর্ণ।

যমানী, হবুষা ধনিয়া, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, উপকুঞ্চিকা (কৃষ্ণ জীরা), কারবী (ঈষৎকৃষ্ণ ক্ষুদ্র জীরক), পিপুলমূল (ক্ষেত্রযমানী, শটী, বচ, শলুফ, জীর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, স্বর্ণক্ষীরী রক্তচিতার মূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল (অভাবে কুড) কুড, পঞ্চ লবণ (সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ ও সাম্ভরীলবণ) ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, দন্তী-মূল ৩ ভাগ, তেউড়ীমূল ৩ ভাগ ও রাখালশশার মূল ৬ ভাগ এবং শাতলা (চর্ম্মকষা) ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই নারায়ণ চূর্ণ ঔষধ সর্ব্বপ্রকারবোগ নাশক। এই নারায়ণ চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে উদরবোগে তক্রের সহিত, গুল্ম-রোগে বদরীর (কুলের) ক্বাথের সহিত, আনাহবাতরোগে সুরার সহিত বাতরোগে প্রসন্না (মদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ) সহ, মলরোধে দধির মাতের সহিত অর্শোরোগে দাড়িমছালের ক্বাথের সহিত, পরিকর্ত্তিকারোগে বৃক্ষাম্লের সহিত এবং অজীর্ণরোগে উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ভগন্দর, পাণ্ডু-রোগ, শ্বাস, কাস, গলগ্রহ হৃদ্রোগ, গ্রহণীরোগ, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি জ্বর, দংষ্ট্রা-বিষ, মূলবিষ, গরবিষ এবং ত্রিদোষজ বিষরোগে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় স্নিগ্ধ কোষ্ঠরোগী বিরেচনার্থে সেবন করিবে।

উদরারি রসঃ।—

রসেন তাম্রায়সভস্ম গন্ধং শিলাহরিদ্রা জয়পালতুল্যং।
শিলাজতুং টঙ্কণকঞ্চ সর্ব্বং বিমর্দ্দ্য সম্যক্ পরিভাবয়েত্তু।
নির্গুণ্ডিকা ত্র্যূষণ ভৃঙ্গরাজ চিত্রার্দ্রতোয়েন প্রমাণং।
ক্বাথেন নিম্বস্য দিনপ্রমাণং সিদ্ধোরসঃ স্যাদুদরারি সংজ্ঞঃ।
যথাশনির্ভূধরপক্ষপাতে তু তথারসোহয়ং উদরং নিহন্তি॥

উদরারি রস।

তাম্রভস্ম, লৌহ, রস, গন্ধক, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল, শিলাজতু ও সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান কজ্জলী গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে উহা নিসিন্দা, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ ও রক্তচিতা, ইহাদের রসদ্বারা এবং নিম্ব-ছালের ক্বাথে এক এক দিবস ভাবনা দিয়া ৩।৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই উদরারি রস ঔষধ উদররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

বড়বাগ্নিমুখোরসঃ।—

ত্রিহিঙ্গু ত্রিকটু ত্রিফলা দেবদারু নিশাদ্বয়ং।
ভল্লাতকং শিগ্রুফলং কটুকী বিল্বকং বচা।
শুণ্ঠীতুল্যং পঞ্চপটুং তুল্য দধ্না বিপেষয়েৎ।
অন্তর্ধূমগতং দগ্ধং ক্ষারোঽয়ং বড়বানলঃ।
ত্রিদিনং মাদিরাযুক্তং পিবেদ্বা কাঞ্জিকৈঃ সহঃ।
মদ্যোত্থে বাথবা পেয়মুদরং গুল্মশূলনুৎ॥

বড়বাগ্নিমুখ রস।

হিঙ্গু ৩ ভাগ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শোধিত-ভেলাবীজ, সজিনাববীজ, কট্‌কী, বেলশুঁঠের ছাল, বচ ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণে পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ তুল্য পরিমাণে দধির সহিত পেষণপূর্ব্বক অন্ত-র্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মদিরা অথবা কাঞ্জিক সহ সেবন করিলে মদ্যজনিতরোগ, উদর, গুল্মরোগ ও শূল-ব্যাধি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবটী।—

বিড়ঙ্গং দাড়িমং কুষ্ঠং নিম্বত্বক্‌ দহনং বচা।
ত্র্যূষণপাঠা দেবদারু নিশাব্যাঘ্রনখাভয়া।
রেণুকং রোহিণীচৈলা ত্রিবৃৎ প্রত্যেক কার্ষিকং।
জৈপালবীজচূর্ণঞ্চ দন্তীমূলং পলং পলং।
ব্রহ্মদণ্ডী রসপ্রস্থং প্রস্থকন্দ পুরাতনং।
পূর্ব্বকন্দযুতং পাচ্যং মৃদ্বগ্নিনাসুপাচিতং।
ভক্ষয়েদুদরহরাং নিত্যং ব্রহ্মবটীং শুভাং॥

ব্রহ্মবটী।

...ঙ্গ, দাড়িমফলের ছাল, কুড়, নিমছাল, রক্তচিতা, বচ, ত্রিকটু, আক-...দবদারু, হরিদ্রা, ব্যাঘ্রনখ, হরীতকী, রেণুকা, কট্‌কী, এলাচি ও ...ৎলি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, জয়পাল বীজ ও ...চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, ব্রহ্মযষ্টির রস /৪ চারিসের এবং পুরাতন ওলচূর্ণ /২ দুইসের; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া গাঢ় হইলে যথোপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটী বটীকা সেবন করিলে নিশ্চয়ই উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলীমূল পিণ্ডাভ্র ত্রিকত্রয়েন্দু সৈন্ধবৈঃ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং হন্তি সর্ব্বোদরাময়ং।
পিষ্ট্বাতো গন্ধরসঃ॥

ইন্দুঃকর্পূরঃ।

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ সর্ব্বোদরাধিকারঃ।

পিপুলমূল, পিণ্ডাভ্র, ত্রিকত্রয় অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, বিড়ঙ্গ ও দারুচিনি, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে সর্ব্ববিধ উদররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্লীহযকৃদধিকারঃ।

গুড়পিপ্পলী।—

তুলৈকন্তুগুমাদায় পিপ্পলীঞ্চ তথৈবচ।
হিঙ্গু ত্রিকটু সমানং সৈন্ধবানাং দ্বিকার্ষিকং।
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব দ্বৌ ক্ষারৌ শিখরীস্তথা।
তালপুষ্প কোকিলাক্ষ চিঞ্চাক্ষারং সফেণকং।
স্নুহীক্ষীর সমাযুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনং॥

গুড় ।২৷৷০ সের, পিপুলচূর্ণ ।২৷৷০ সের এবং হিঙ্গু, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, রক্ত-চিতা, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, আপাংবীজের ক্ষার, নূতন তালের জটার ক্ষার, কোকিলাক্ষমূলের ক্ষার, তিন্তীড়ীক্ষার, সমুদ্রফেণ ও মনসাসীজের ক্ষীর প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা। যথাবিধানে ইহা পাক করিয়া লইবে। ইহা প্লীহা ও জ্বর-বিনাশক।

বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী।—

বিড়ঙ্গং ত্র্যুষণং হিঙ্গু কুষ্ঠং লবণপঞ্চকং।
দ্বিক্ষারং ফেণকং চব্যং শ্রেয়সী কৃষ্ণজীরকং।
তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গোদ্ভব ক্ষারং চূর্ণানি চিত্রকস্য চ।

এতস্মান্মিলিতাচ্চূর্ণাৎ পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
গুড়তুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চৈব কণোদ্ভবং।
খাদেদগ্ন্যুদয়ে নিত্যং প্লীহানং হন্তি দুস্তরং।
প্রমেহান্ পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরন্তথা।
কামলাং ত্রিদোষোত্থঞ্চ বহ্নিমান্দ্যহরং পরং।
সর্ব্বেষাং বাতরোগাণাং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈতৎ সুরমগুড়পিপ্পলী॥

বৃহদ্গুড়পিপ্পলী।

বিডঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, কুড, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, শাম্ভরীলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেণ, চই, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, তালপুষ্পের ক্ষার, গেঁটেদূর্ব্বার ক্ষার, কুষ্মাণ্ডের ক্ষার, অপামার্গের ক্ষার ও রক্তচিতারমূলের ক্ষার, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ, এই দ্রব্যসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, এবং গুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ। সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রিত করতঃ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে দুস্তর প্লীহা প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, শোথ, জীর্ণজ্বর, কামলা, ত্রিদোষজ অগ্নিমান্দ্য এবং সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই ঔষধ বালকদিগের অতীব উপকারী বলিয়া জানিবে। এই বৃহদ্ গুড়পিপ্পলী অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

মহারোহিতকং ঘৃতং।—

রোহিতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্বদরাঢকং।
সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতং।
ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণং।
তস্মিন্দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসম্মিতান্।
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ং।
অজাজীং কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।
পুনর্নবাং বিশালাঞ্চ যবক্ষারং সপৌষ্করং।
বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষাং চবিকাং বচাং।
এতৈর্ঘৃতং বিপক্বন্তু স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে।
পায়য়েত্ত্রিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমপেক্ষ্য চ।
রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ।
উপযুক্তে ঘৃতে তস্মিন ব্যাধীন হন্যাদিমান্ বহূন্।

যকৃৎ প্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং যকৃত্তথা।
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকং।
বিবদ্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলং।
ছর্দ্দ্যতীসারশমনং তন্দ্রীজ্বরবিমোক্ষণং।
মহারোহিতকং নাম প্লীহঘ্নন্তু বিশেষতঃ॥

মহারোহিতকঘৃত।

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের, ছাগদুগ্ধ ।৬ ষোলসের; ক্বাথার্থ রোহিতক (রোড়া বা রয়না ফল) ।।॥০ সাড়ে বারসের ও বদর (কুল) এক আঢ়ক, পাকার্থ জল একদ্রোণ, পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ।৬ ষোলসের; কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, তিৎলাউ, বিটলবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমফলের ছাল, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশশারমূল, যবক্ষার, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বিড়ঙ্গ, রক্তচিতারমূল, হবুষা, চই ও বচ, প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক একটী উৎকৃষ্ট পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই রোহিতক ঘৃত প্রতিদিন রোগীর ও ব্যাধির বলাবলানুসারে ৩ পল মাত্রা পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ মাংসরস, মৃগাদির যূষ অথবা দুগ্ধসহ সেবিতব্য। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহোদর, প্লীহশূল, যকৃচ্ছূল, কুক্ষিশূল, হৃদয়শূল, অরোচক, বিবদ্ধশূল, পাণ্ডুরোগ, কামলা, ছর্দ্দি, অতীসার, জ্বর ও তন্দ্রারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা প্লীহারোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

মানাদ্য গুড়িকা।—

মানমার্গামৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধব চিত্রকং।
নাগরং তালগুঞ্চ প্রত্যেকন্তু ত্রিকার্ষিকং।
বিড় সৌবর্চ্চলক্ষার পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ।
সান্দ্রীভূতে গুড়ী কুর্য্যাৎ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকং।
যকৃৎ প্লীহোদরহরো গুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ।
যোগঃ পরিকরো নাম্না চাগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥

মানাদ্য গুড়িকা।

মান (স্বনাম খ্যাত বড় কচু), অপামার্গ, গুলঞ্চ, বাসক, শালপানী, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতারমূল, শুঠী ও তালের নূতন জটা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ ছয় তোলা, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার (সোরা) এবং পিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া এক আঢ়ক গোমুত্র সহ পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে উহা গাঢ়

হইয়া আসিয়াছে, তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া উহার সহিত ৩ তিনপল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ তাহার এক একটী সেবন করিবে। এই মানাদ্যগুড়িকা ঔষধ যকৃৎ ও প্লীহোদর, গুল্ম, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নিবারক, অগ্নিসন্দীপক ও বিরেচক বলিয়া জানিবে।

তালপুষ্পোদ্ভবক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
ভল্লাতকাভয়াজাজী গুড়েন সহ মোদকঃ।
সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যেষ প্লীহানমপি দারুণং।
পিপ্পলীং নাগরং দন্তীং সমাংশং দ্বিগুণাভয়াং।
চূর্ণং পীতং বিড়ার্দ্ধাংশং প্লীহঘ্নমুষ্ণবারিণা॥

১। তালপুষ্পের ক্ষার গুড় সহ সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

২। শোধিত ভল্লাতক বীজ, হরীতকী ও জীরা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া গুড় সহ মিশ্রিত করতঃ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতি দারুণ প্লীহাও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৩। পিপুল, শুণ্ঠী ও দন্তীমূল চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ হরীতকী চূর্ণ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধাংশ বিট্‌লবণ একত্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্কলবণং।—

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেত্ততঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহোদরাপহং॥

অর্ক লবণ।

আকন্দের পাতা সমভাগ সৈন্ধবলবণ সহ মৃত্তিকাপাত্রে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। এই ক্ষার প্রতিদিবস উপযুক্ত পরিমাণে জল সহ সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখং লবণং।—

দন্তীচন্দন চিত্রাণাং ত্রিবৃতং ত্রিফলা তথা।
সমভাগেন তচ্চূর্ণং তৎসমং সৈন্ধবং তথা।
স্নুহীক্ষীরেণ সংমর্দ্দ্য স্থাল্যামেব চ সম্পচেৎ।
ষট্‌রক্তিকা প্রমাণেন ভক্ষয়েদ্বয়সঃ ক্রমঃ।
যকৃৎ প্লীহানমুদরং গুল্মরোগং বিসূচিকাং।
শ্বিত্রকং কুষ্ঠরোগঞ্চ গৃধ্রসীমামদোষজং।
মেদোবৃদ্ধিং বৃহৎকুষ্ঠং গলরোগসমন্বিতং।

শময়েদাশু রোগাংস্তু তুলামগ্নির্যথোত্থিতঃ।
লবণাগ্নিমুখো নাম বিশেষাদ্ যকৃদুদরে॥

অগ্নিমুখলবণ।

দন্তীমূল, রক্তচন্দন, রক্তচিতারমূল, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একএকভাগ এবং সৈন্ধবলবণচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মনসাসীজের ক্ষীরে মর্দ্দিত করতঃ স্থালীতে করিয়া অগ্নিসংযোগে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৬ রতি হইতে বয়ঃক্রমানুসারে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, বিসূচিকা, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, গৃধ্রসী, আমজনিত মেদোরোগ, বৃদ্ধিরোগ, মহাকুষ্ঠ সকল ও গলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই অগ্নিমুখলবণ ঔষধ যকৃৎ কৃত উদররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

শিবাবটী।—

অভয়ামরিচং কুষ্ঠং টঙ্কণঞ্চ সমাংশকং।
সর্ব্বেষামপি তুল্যঞ্চ দদ্যাজ্জৈপালজং রজঃ।
স্নুহীক্ষীরৈর্ব্বটী কার্য্যা যথা স্বিন্নকলায়কং।
বটীত্রয়ং শিবামেকাং ভক্ষয়েদুষ্ণবারিণা।
যকৃৎ প্লীহোদরহরী সামবাতং মহারুজং।
অষ্ঠীলাং গলগণ্ডঞ্চ গণ্ডমালাং সুদারুণং।
আমজ্বরং ব্রণং ঘোরং শোথং পাণ্ডু হলীমকং।
হন্যাচ্ছিবাবটী নাম শিবেন ভাষিতং পুরা॥

শিবাবটী।

হরীতকী, মরিচ, কুড় ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত জয়পাল চূর্ণ একত্রিত করিয়া মনসাসীজের ক্ষীর সহ পেষণপূর্ব্বক কলায়প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ৩টী বটী ১ একটী হরীতকী সহ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আমবাত, অষ্ঠীলা, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, আমজ্বর, ব্রণ, শোথ, পাণ্ডু ও হলীমকরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এই শিবাবটী ঔষধ শিব কর্ত্তৃক কথিত জানিবে।

বহ্নিকুমারো রসঃ।—

বহ্নিরামঠ টঙ্কণ সৈন্ধবং ধান্যজীরকৈঃ।
যমানী মরিচং শুণ্ঠী লবঙ্গৈলা বিড়ঙ্গকং।
প্রত্যেকং তোলকচূর্ণং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমং।
রসস্য গন্ধকস্যাপি পলৈকা কজ্জলী শুভা।
ঘৃতেন মধুনাখাদ্যং রসো বহ্নিকুমারকঃ।

যকৃৎ প্লীহোদরানাহং হন্তি গুল্মং হলীমকং।
বলবর্ণাগ্নিজননঃ কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
মাষমেকং প্রকর্ত্তব্যং যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনং।
শ্রীমদ্গাহণনাথেন রচিতো বিশ্বসম্পদি ॥

বহ্নিকুমার রস।

রক্তচিতার মূল, হিঙ্গু, টঙ্গন, সৈন্ধবলবণ, ধনিয়া, জীরা, যমানী, মরিচ, শুণ্ঠী, লবঙ্গ, ছোটএলাচি ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান এবং কজ্জলী ১৬ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত-মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঘৃত বা মধুসহ সেব্য। ইহা যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম ও হলীমক রোগ নাশক; বল, বর্ণ ও অগ্নিজনক এবং কান্তি ও পুষ্টিবর্দ্ধক। ইহা একমাস পর্য্যন্ত মাত্রার বৃদ্ধি অনুক্রমে সেবিতব্য। এই বহ্নিকুমার রস ঔষধ বিশ্বের মঙ্গলজন্য শ্রীমদ্গহন নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া জানিবে।

রোহীতকাদ্যং লৌহং।—

রোহীতক সমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতন্ত্বয়ঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

রোহিতকাদ্যলৌহ।

রোহিতক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, দারুচিনি ও লৌহ; প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাস ও যকৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বঙ্গেশ্বরো রসঃ।—

সূতভস্ম বঙ্গভস্ম পলৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
গন্ধকং ত্রিফলা তাম্রং প্রত্যেকঞ্চ চতুঃপলং।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং সর্ব্বত্রমেকত্রীকৃতং।
বদ্ধ্বাথভূবেপাচ্যং পুটৈকেন সমুদ্ধরেৎ।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব পশ্চাদ্দেয়ং বিচক্ষণঃ।
এষ বঙ্গেশ্বরোনাম প্লীহগুল্মোদরঞ্জয়েৎ।
ঘৃতে গুঞ্জাদ্বয়ং লেহ্যং নিষ্কং শ্বেতপুনর্নবাং।
গবাং মূত্রৈঃ পিবেচ্চানু রজনীং বা গবাং জলৈঃ ॥

বঙ্গেশ্বর রস।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, বঙ্গভস্ম ৮ তোলা, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তাম্রভস্ম প্রত্যেকে ৩২ তোলা, সমস্ত দ্রব্যগুলি একদিন আকন্দ

এক দিবস আকন্দের আঠা দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক মৃত্তিকার গর্ত্তমধ্যে পুটপাক করিয়া লইবে। তৎপরে উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে কজ্জলী মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঘৃত বা গোমূত্রসহ সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ২ তোলা শ্বেতপুনর্নবার রস অথবা গোমূত্র সহ হরিদ্রা-চূর্ণ সেবন করিবে। এই বঙ্গেশ্বর রস ঔষধ প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

লোকনাথ রসঃ।—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব দাপয়েৎ।
রসাদ্দ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকং।
বরাটিকা চ ভস্মাথ রসতস্ত্রিগুণঙ্কুরু।
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদযত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্গজপুটেনৈব স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
খাদেদ্বল্লদ্বয়ং তস্মাত্তক্রঞ্চানু পিবেৎ সুধীঃ।
মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়ম্বা হরীতকীং॥

লোকনাথ রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মৃতাভ্র ২ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্রভস্ম ২ ভাগ ও কড়িভস্ম ৩ ভাগ; সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিয়া পশ্চাৎ তক্র, মধুমিশ্রিত পিপুলচূর্ণ অথবা গুড়মিশ্রিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে।

বৃহল্লোকনাথো রসঃ।—

শুদ্ধসূতং তথাগন্ধং খল্লে কৃত্বাথ কজ্জলীং;
সূততুল্যং জারিতাভ্রং সংমর্দ্দ্য কন্যকাদ্রবৈঃ।
গোলং কৃত্বা ততো লৌহং তাম্রঞ্চ দ্বিগুণীকৃতং।
কাকমাচীরসৈঃ পিষ্ট্বা গোলং তাভ্যান্তু কারয়েৎ।
সূতান্নবগুণং দদ্যাদ্বরাটিভস্মজং রজঃ।
পিষ্ট্বা জম্বীরনীরেণ মূষাযুগ্মং প্রকল্পয়েৎ।
তন্মধ্যে গোলকং ন্যস্য যত্নেনাচ্ছাদয়েদ্ভিষক্।
শরাবসংপুটে কৃত্বা মৃদ্ভস্মলবণাম্বুভিঃ।
শরাবসন্ধিমালিপ্য আতপে শোষয়েৎ ক্ষণং।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।

পিষ্ট্বা তু সর্ব্বমেকধাং স্থাপয়েদ্ভাজনে শুভে।
শিবং সংপূজ্য সগণং দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
শূলঞ্চাষ্টবিধঞ্চৈব উদরং সর্ব্বরূপিণং।
কাংস্যক্রোড়মগ্রমাংসং শূলঞ্চৈব ভগন্দরং।
বহ্নিমন্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ।
হন্তি কুষ্ঠং তথা মেহং পাণ্ডুরোগাম্লপিত্তকং।
উদরারিরয়ঞ্চৈব দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥

বৃহল্লোকনাথ রস।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও জারিতাভ্র ১ ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃত-কুমারীর রসে মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে উহার সহিত পারার দ্বিগুণ তাম্রভস্ম ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পেষণ করিয়া লইবে। তদনন্তর পারার ৯ নয়গুণ কড়িভস্ম মিশ্রিত করতঃ জম্বীর-নেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া মূষামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শরাব-সংপুটে রাখিবে। পরে সেই শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটী, লবণ ও জল দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া সূর্য্যাতপে শুকাইয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। প্রমথগণসহ শিবকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে পরিতুষ্ট করতঃ অনুপান বিবেচনায় এই ঔষধ সেবন করিবে। অষ্টবিধ শূল, সর্ব্ববিধ উদর, কাংস্যক্রোড় (যাহাকে ভাষায় "কড়া" বলা যায়), অগ্রমাংস (অগ্রমাস), ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ ও অম্লপিত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এই বৃহল্লোকনাথ রস ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ ও উদররোগের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

প্লীহগজকেশরী তাম্রং।—

জারিতং তাম্রচূর্ণন্তু গগণং মাক্ষিকং তথা।
পলার্দ্ধং পুটিতং গ্রাহ্যমগ্নিমন্থদলোদ্ভবৈঃ।
রসৈর্ভৃঙ্গদলোত্থৈশ্চ লৌহপাত্রবিশারদৈঃ।
তৎপ্রক্ষেপচূর্ণন্তু দদ্যাৎ স মরিচাগতঃ।
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বরু বিড়ং।
অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় ঘৃতেন মধুনা সহ।
যকৃৎ প্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং ক্রমং তথা।
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকং।
বিবদ্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলং।

অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভং।
সর্ব্বরোগহরো হ্যেষ শিবো বাণাসুরং যথা॥

প্লীহগজকেশরী তাম্র।

জরিত তাম্র, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক গণিয়ারী ও ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দিত করিয়া লৌহপাত্রে পুটপাক দিবে। তৎপরে উহার সহিত মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, হিঙ্গু, যমানী, তিৎলাউ, বিট্‌-লবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, ত্রিফলা, দাড়িমফলের ছাল ও দেবদারু, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, প্লীহশূল, কুক্ষিশূল, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, অরোচক, বিবদ্ধশূল, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

তাম্রকল্পঃ

সৌবর্চ্চলং রসং গন্ধং কর্ষদ্বয়মিতন্ততঃ।
সর্ব্বৈঃ সমং ভবেত্তাম্রং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসৈঃ পশ্চাৎ কর্ণমোচরসেন চ।
যোজয়েত্তীব্রঘর্ম্মেষু যাবৎ সর্ব্ব সুজীবতী।
জম্বীরস্য রসৈর্ভূয়ো বংশদণ্ডেন চালয়েৎ।
দৃঢ়ে শিলাময়ে পাত্রে চূর্ণয়েদতিশোভনং।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজ্যং মাসদ্বয়াবধি।
জীর্ণে ভুঞ্জীত শাল্যন্নং ঘৃতক্ষীরসমন্বিতং।
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং গ্রহণীং বিষমজ্বরং।
চিরজ্বরং প্লীহগদং যকৃদ্রোগং সুদুর্জ্জয়ং।
অগ্রমাংসং তথা শোথং কাংস্যক্রোড়সমুদ্ভবং।
কমঠঞ্চ তথা শূলমুদরং সর্ব্বরূপিণং।
ধাতুবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং বলবর্ণকরং শুভং।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমং।
সদ্যোবহ্নিকরঞ্চৈব সর্ব্বরোগহরং পরং।
হ্রাসয়েচ্চ তথৈবৈতৎ ক্রমেণৈব প্রবোধিতৈঃ।
মুখশুদ্ধির্ব্বিধাতব্যা পর্ণৈঃ পূগসমন্বিতৈঃ।
তাম্রকল্পমিদং নাম্না সর্ব্বরোগপ্রশান্তয়ে॥

তাম্রকল্প।

সৌবর্চ্চল লবণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে এবং তাম্রভস্ম সর্ব্বসমষ্টির সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক এক দিবস জম্বীররসে, এক দিবস সূর্য্যাবর্ত্তরসে এবং একদিন কর্ণমোচ রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তীব্রতর সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে পুনর্ব্বার শিলাময় পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক জম্বীররসে আপ্লুত করতঃ বংশদণ্ডদ্বারা চালিত (মর্দ্দিত) করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ অনুপান বিবেচনায় একরতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ক্রমশঃ মাত্রায় কমাইবে। এই ঔষধ সেবনপূর্ব্বক জীর্ণ হইলে রোগীকে ঘৃত ও দুগ্ধ সহযোগে পুরাতন শালি-ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, গ্রহণী, বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, কাংস্যক্রোড় (কড়া), কমঠরোগ, শূল ও সর্ব্ববিধ উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা ধাতুবৃদ্ধিকর, বৃষ্য, বল ও বর্ণ-জনক, শ্রেষ্ঠরসায়ন, উত্তম বাজীকরণ, সদাই অগ্নিদীপ্তিকর এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনাশক বলিয়া জানিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সুপারী সহ পান খাইবে।

দরভস্ম।—

দরং সৈন্ধবগন্ধঞ্চ ভস্মীকৃত্য প্রযোজয়েৎ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ প্লীহযকৃদধিকারঃ।

দরভস্ম।

দর (শঙ্খ), সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা ভস্ম করিয়া লইবে। এই ভস্ম উপযুক্তমাত্রায় অনুপান বিবেচনা করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
প্লীহা ও যকৃৎরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

উরোগ্রহনিদানং।

অভিষ্যন্দি গুর্ব্বন্নানি শুষ্কমূলাশনানিচ।
সাগ্রমাংসং যকৃৎ প্লীহ্নোঃ সদ্যোবৃদ্ধিং সমাগতৌ
উরোগ্রহং তদা কুক্ষৌ কুপিতৌ কফমারুতৌ।
সমস্তং শঙ্করং ঘোরং রুক্ষং স্পর্শাসহং গুরু।

আধ্মানং কুক্ষিহৃচ্ছোথো বাতবিন্মূত্ররোধিতা।
তন্দ্রারোচক শূলানি তান্যলিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ॥ ৫

ইতি উরোগ্রহনিদান।

অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গুরু অন্ন এবং শুষ্কমূলা ভোজন দ্বারা কফ ও বায়ু প্রকুপিত হইয়া কুক্ষিদেশে গমনপূর্ব্বক অগ্রমাংস, প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত করতঃ উরোগ্রহরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে শরীরের রুক্ষতা, স্পর্শাসহতা, গুরুতা, আধ্মান, কুক্ষিশোথ, হৃদয়শোথ, বাত, বিষ্ঠা ও মূত্রের রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, শূল এবং অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব (লক্ষণ) জন্মিয়া থাকে।

ইতি উরোগ্রহনিদান।

অথ ছূড়ীচিকিৎসা।

ছূড়ীতি যস্য খ্যাতির্ব্ব্যাধেশ্চিকিৎসামাহ।
তত্র স্বেদনং যুক্ত্যা দহনং রক্তমোক্ষণং।
তীক্ষ্ণৈর্বিরেচনৈরেকং লঙ্ঘনঞ্চ প্রযোজয়েৎ।
পুত্রঞ্জীবক শিগ্রুত্বক্ সূর্য্যাবর্ত্তদলোদ্ভবাঃ।
রসা একৈকশঃ কোষ্ণাদ্বিশো বা রামঠান্বিতা।
সপঞ্চলবণাঃ পেয়াস্ত্রিবৃদ্গুড়সুকল্পিতা।
হৃদ্রোগং ভেদজং তীক্ষ্ণং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ॥

ইতি ছূড়ীচিকিৎসা।

ছূড়ী (হৃদ্রোগবিশেষ) রোগে স্বেদ, দহন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণবিরেচন ও লঙ্ঘন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুত্রঞ্জীবক (জিয়াপুঁতি), সজিনার ছাল এবং সূর্য্যাবর্ত্তের পাতা ইহাদের রস, হিঙ্গু, সৈন্ধবাদি পঞ্চবিধ লবণ ও গুড় এই সকল দ্রব্য সহযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় দিবসে একবার অথবা দুইবার পান করিলে তীক্ষ্ণভেদজনিত হৃদ্রোগ (ছূড়ী) নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

ইতি ছূড়ীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শোথাধিকারঃ।

কফে তু কৃষ্ণা সিকতা পুরাণ পিণ্যাক শিগ্রুত্বগুমা প্রলেপঃ।
কুলত্থশুণ্ঠী জলমূত্র সেকশ্চণ্ডাগুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ।

পুনর্নবা বিশ্বত্রিবৃদ্‌গুড়ূচী সম্পাক পথ্যামরদারু কল্কং।
শোথে কফোত্থে মহিষাক্ষযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বা সলিলন্তথৈষাং।
পৃশ্নিপর্ণী ঘনোদীচ্য শুণ্ঠী সিদ্ধন্তু পৈত্তিকে।
দশমূলং সদাশস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ।
বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিগ্রহে পয়সা পিবেৎ॥

১। শ্লৈষ্মিক শোথে পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খৈল, সজিনার ছাল ও অতসীমূল, এই সকল দ্রব্য জলসহ বাটিয়া তদ্দ্বারা ফুলাস্থানে প্রলেপ দিবে।

২। কুল্‌থি কলাই ও শুণ্ঠীর ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা গোমূত্র সহ সিদ্ধ উহাদের ক্কাথ দ্বারা শোথরোগীর শরীর ধৌত করিয়া, চোরপুষ্পী ও অগুরুচন্দন জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

৩। পুনর্নবা, শুণ্ঠী, তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, হরীতকী ও দেবদারু; ইহাদের কল্ক অথবা ক্কাথ মহিষাক্ষ, গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র সহ সেবন করিলে কফজনিত শোথরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

৪। চাকুলে, মুথা, বালা ও শুণ্ঠী সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্কাথ সেবন করিলে পৈত্তিক শোথ নষ্ট হয়।

৫। দশমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, গাম্ভীর, পারুল, গনিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান ভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্কাথ অথবা দুগ্ধ সহ এরণ্ড তৈল সেবন করিলে বাতজনিত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

অভয়া দারু মধুকং তিক্তা দন্তী সপিপ্পলী।
পটোলং চন্দনং দার্ব্বী ত্রায়মাণেন্দ্রবারুণী।
এষাং ক্কাথঃ সসর্পিষ্কঃ শ্বয়থু জ্বরদাহহা।
বিসর্প তৃষ্ণা সন্তাপ সন্নিপাত বিষাপহঃ।
শীতবীর্য্যৈর্হিমজলৈ রভ্যঙ্গাদীংশ্চ কারয়েৎ।
বিল্বপত্ররসং পাতু শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্ণাম্নি বিদদ্যাৎ কামলাস্বপি।
দশমূলরসে বাপি গুগ্‌গুলুঃ শোথনাশনঃ॥

হরীতকী, দেবদারু, যষ্টিমধু, কট্‌কী, দন্তীমূল, পিপ্পলী, পল্‌তা, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, বলাডুমুর ও রাখালশসা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট ক্কাথ ৮ তোলা।

এই ক্বাথে গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোথ, জ্বর, দাহ, বিসর্প, তৃষ্ণা, সন্তাপ, সন্নিপাত ও বিষদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোথরোগীকে শীতবীর্য্য দ্রব্য ও হিম জলের দ্বারা অভ্যঙ্গাদি প্রয়োগ করিবে। ত্রৈদোষিক শোথ, অর্শঃ ও কামলারোগীকে মলরোধ অবস্থায় দাস্ত করাইবার জন্য বেলপাতার রস পান করিতে দিবে।

বিল্বাদি দশমূল সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পুনর্নবা ঘৃতং।—

পুনর্নবা ক্বাথ কল্ক সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতং॥

পুনর্নবা ঘৃত।

গব্যঘৃত ⁄৪ চারিসের; ক্বাথার্থ পুনর্নবা ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ পুনর্নবা ⁄১ একসের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। ইহা শোথ নাশক।

পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতং।—

রসেঽপি পাচয়েৎ সর্পিঃ পঞ্চকোল কুলত্থয়োঃ।
পুনর্নবায়াঃ কল্কেন ঘৃতং শোথবিনাশনং॥

পঞ্চকোলাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত ⁄২ সের; ক্বাথার্থ পঞ্চকোল এবং কুলত্থ কলায় ⁄৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ যোলসের। কল্কার্থ পুনর্নবা ⁄১ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। ইহা শোথনাশক।

বর্ষাভূ শৃঙ্গবেরাভ্যাং কল্কো বা সর্ব্বশোথজিৎ।
সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকং।
পিত্তশোথং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং বমিং ভ্রমিং॥

পুনর্নবা ও আদা সমভাগে লইয়া জলসহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে ।০ সিকিতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক শোথ, শ্বাস, কাস, বমি ও ভ্রমিরোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবা লেহঃ।—

পুনর্নবামৃতাদারু দশমূলাঢকে পচেৎ।
আর্দ্রক স্বরসপ্রস্থে গুড়স্যতু তুলাং পচেৎ।
তৎসিদ্ধং ব্যোষ চব্যেলা ত্বক্‌পত্রৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্।

চূর্ণীকৃতো ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনা কুড়বং লিহেৎ।
লেহঃ পৌনর্নবোনাম শোথশূলনিসূদনঃ।
শ্বাস কাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

পুনর্নবালেহ।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল ; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমস্তে /২ সের, জল ।৬ ষোলসের, শেষ /৪ সের। এই ক্বাথ /৪ এবং /৪ আদার রস সহ ।২॥০ সের গুড় পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে ত্রিকটু, চই, ছোলএলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক নামাইবে। পরে শীতল হইলে /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই পুনর্নবালেহ শোথ, শূল, শ্বাস, কাস ও অরুচিনাশক এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক।

কংস হরীতকী।—

দ্বিপঞ্চদশমূলস্য পিবেৎ কষায়ে কংসেঽভয়ানাঞ্চ শতং গুড়াচ্চ।
লেহে সুসিদ্ধেচ বিনীয়চূর্ণং ব্যোষ ত্রিসৌগন্ধ্য মুষাস্থিতেচ।
প্রস্থার্দ্ধমাত্রং মধুনঃ সুশীতে কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাচ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্মান্ প্লীহত্রিদোষোদর পাণ্ডুরোগান্।
কার্শ্যামবাতাবসৃগম্লপিত্তং বৈবর্ণ মূত্রানিল শুক্রদোষান্॥

কংসহরীতকী।

দশমূল /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। এই ক্বাথসহ ১০০ একশত হরীতকী ও ॥২॥০ সের গুড় পাক করিয়া গাঢ় হইলে, উহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাচি চূর্ণ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে তাহাতে /২ সের মধু ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রতিদিন ১ একটী হরীতকী ও ৪০তোলা মাত্রায় এই লেহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা শোথ, কাস, জ্বর, অরুচি, গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, কার্শ্য, আমবাত, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বৈবর্ণ এবং মূত্র, বায়ু ও শুক্রের দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতং।—

পুনর্নবা চিত্রক দেবদারু পঞ্চোষণ ক্ষার হরীতকীনাং।
কল্কেন পক্বং দশমূলতোয়ে ঘৃতোত্তমং শোথনিসূদনঞ্চ॥

পুনর্নবাদ্য ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪সের ; ক্বাথার্থ দশমূল /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের,

শেষ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ কুট্টিত পুনর্নবা, রক্তচিতা, দেবদারু, মরিচ, শুণ্ঠী, পিপুল, রক্তচিতা, পিপুলমূল, যবক্ষার ও হরীতকী সমভাগে সমস্তে /১সের। যথানিয়মে এই ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নষ্ট হয়।

মাণক ঘৃতং।—

মাণকষায় কল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥

মাণক ঘৃত।

গব্যঘৃত /৪ সের, ক্কাথার্থ মাণকচু /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ মাণকচু /১সের। এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ নষ্ট হয়।

ক্ষীরং শোথহরং দারুবর্ষাভূ নাগরৈঃ শৃতং।
পেয়াং বা চিত্রক ব্যোষ ত্রিবৃদ্দারু প্রসাধিতাং॥

দেবদারু, পুনর্নবা ও শুণ্ঠী অথবা রক্তচিতা, ত্রিকটু, তেউড়ী ও দেবদারু, সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ২৪ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ৮ তোলা। এই দুগ্ধাবশিষ্ট ক্কাথ পান করিলে শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলং।—

শুষ্কমূলক বর্ষাভূ দারু রাস্না মহৌষধৈঃ।
পক্কমভ্যঞ্জনাত্তৈলং সশূলং শ্বয়থুঞ্জয়েৎ॥

শুষ্ক মূলাদ্যতৈল।

তিলতৈল /৪ চারিসের; কল্কার্থ শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুণ্ঠী সমভাগে সমুদায়ে /১ সের এবং জল।৬ ষোলসের। এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে বেদনাযুক্ত শোথ আরোগ্য হয়।

সমুদ্রশোষ তৈলং।—

নির্গুণ্ডী দশমূলীচ ধুস্তূরক করঞ্জকৌ।
শুষ্কমূল জয়াবিশ্ব রাস্না দারু পুনর্নবা।
এষাঞ্চ প্রকৃতে ক্কাথে ক্কাথে শাখোটজে তথা।
কটুতৈলং পচেৎ প্রস্থং সৈন্ধবং কল্কপাদিকং।
সন্নিপাতোদ্ভবা শোথা যে চান্যে শ্লেষ্মপিত্তজাঃ।
শিরঃকর্ণগতা যে চ শ্লীপদানি তথৈবচ।
গলগণ্ডং ব্রধ্নবৃদ্ধিং শোথং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবং।
কর্ণশোথং দন্তশোথং হনুমূলাক্ষিসম্ভবং।

এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাড়বাগ্নিরিবাম্বুধিং।
সমুদ্রশোষণন্নাম তৈলং কেনাপিকীর্ত্তিতং॥

সমুদ্রশোষ তৈল।

সর্ষপতৈল /৪সের ; ক্বাথার্থ নিসিন্দা, দশমূল, ধুতুরাবীজ, ডহরকরঞ্জা ও লাটাকরঞ্জছাল, শুষ্কমূলা, জয়ন্তীপত্র, শুণ্ঠী, রাস্না, দেবদারু, এবং পুনর্নবা, সমভাগে সমস্তে /৮সের, জল ৬৪সের, শেষ ।৬ ষোলসের এবং শেওড়া (শাঁড়া) /৮ সের, জল ৬৪ সের শেষ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, ব্রধ্ন, বৃদ্ধিরোগ এবং কর্ণ, দন্তমূল, শিরঃ, হনু, চক্ষু প্রভৃতি সর্ব্বদেহের শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথশার্দ্দূল তৈলং।—

দশমূলং করঞ্জঞ্চ সিন্ধুবার ত্বচোজয়া।
কৃষ্ণধুস্তূরপূতীকং ক্ষুণ্ণমাঢ়কমাহরেৎ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্থাংশাবশেষিতং।
ক্বাথং গৃহীত্বা পক্তব্যং প্রস্থং তৈলঞ্চ সার্ষপং।
কল্কৈর্মূলক বর্ষাভু দারু দার্ব্বী সনাগরৈঃ।
রাস্না জাতীকুলত্থৈশ্চ কট্‌ফলৈঃ সাধিতং জয়েৎ।
সন্নিপাতং জ্বরং ঘোরং কাসশ্বাসঞ্চ দারুণং।
শোথং সর্ব্বাঙ্গজং হন্যাৎ একাঙ্গস্থং বিশেষতঃ।
শ্লীপদং ব্রধ্নকর্ণাক্ষি শিরোজঙ্ঘারুজং জয়েৎ।
শোথশার্দ্দূলকং নাম তৈলং হারীতনির্ম্মিতং॥

শোথশার্দ্দূল তৈল।

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের ; ক্বাথার্থ দশমূল, ডহরকরঞ্জছাল, নিসিন্দাছাল, জয়ন্তীপত্র, কৃষ্ণধুতুরা, লাটাকরঞ্জ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে ...ল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, ...রুহরিদ্রা, শুণ্ঠী, রাস্না, জাতীফল, কুলথিকলাই ও কট্‌ফল, ...মস্তে /১ একসের, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রা... করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, শোথপ্রভৃতি বিবিধ রোগ ...য়। বিশেষতঃ ইহা একাঙ্গিশোথের মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

বৃহচ্ছোথশার্দ্দূলং তৈলং।—

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা।
প্রত্যেকং প্রস্থমাদায় জলেচাষ্টগুণে পচেৎ।

তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
দাপয়েত্তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলোভিষক্।
মূলকঞ্চ মৃতাশুণ্ঠী পটোলঞ্চ পুনর্নবা।
পাঠায়াশ্চ বলামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুকা।
হরীতকী কণাশুণ্ঠী বচা পুষ্করমূলকং।
নির্গুণ্ডীন্দ্রযবাশ্যামা করঞ্জং বাসকং তথা।
রাস্নাবিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ হরিদ্রে দ্বে চ ধান্যকং।
ত্রিক্ষারং ফেণকং পত্রং দেবদারু সচিত্রকং।
শকরকণবিল্বঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ।
প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মানং পেষয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
অভ্যঙ্গেনতু তৈলস্য শোথং হন্তিমনুত্তমং।
নানাশোথাংশ্চ নশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।
মাংসশ্রয়াশ্চ যে কেচিদ্বিশেষোপজলাশ্রয়াঃ।
অবশ্যং নির্জ্জলাদেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
বিপরীতং মহাশোথং হন্তি সত্যং ন সংশয়ঃ॥

বৃহচ্ছোথশার্দ্দূল তৈল।

সর্ষপতৈল /৮ সের; ক্কাথার্থ—শুষ্কমূলা, দশমূল, পিপুল ও পুনর্নবা এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে /২ সের, জল ৮গুণ, শেষ চতুর্থাংশ কল্কার্থ—শুষ্কমূলক, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, পটোলপত্র, আকনাদি, বেড়েলারমূল বালা, বেণামূল, সজিনাছাল, হরীতকী, পিপুল, শুণ্ঠী, বচ, পুষ্করমূল নিসিন্দা, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, করঞ্জ, বাসক, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেণ, তেজপত্র রক্তচিতা, তিনিশছাল, শুণ্ঠী, বেলমূলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধ শোথ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুড়পিপ্পলীশুণ্ঠীনাং চূর্ণং শ্বয়থুনাশনং।
আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনং।
পুরং মূত্রেণ সংসেব্যং পিপ্পলী বা পয়োঽন্বিতা।
গুড়েন ভাবয়াতুল্যং বিশ্বং বা শোথরোগিণাং;
ভূনিম্ববিশ্বকল্কং জগ্ধ্বাপেয়ঃ পুনর্নবা ক্কাথঃ।
অপহরতিনিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গিনং নৃণাং।

অজাজিপাঠা ঘনপঞ্চকোল ব্যাঘ্রীরজন্যঃ সুখতোয়পীতাঃ।
শোথং চিরোত্থং চিরজং প্রবৃদ্ধং নিঘ্নন্তি ভূনিম্ব মহৌষধে চ॥

গুড়, পিপুল ও শুণ্ঠী সমভাগে পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে শোথ, আমাজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয় এবং বস্তি শোধিত হইয়া থাকে।

গোমূত্রসহ শোধিত গুগ্‌গুলু, অথবা দুগ্ধসহ পিপুল; কিম্বা গুড় সহযোগে শুণ্ঠী বা চিরতা ও শুণ্ঠীর কল্কসহ পুনর্ণবার ক্বাথ সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জীরা, আকনাদী, মুথা, পঞ্চকোল, কন্টকারী, হরিদ্রা, চিরতা ও শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করতঃ যথামাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিলে বহুকালজাত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষারগুড়িকা :—

ক্ষারদ্বয়ং স্যাল্লবণানি চত্বার্য্যয়োরজোব্যোষ ফলত্রিকে চ।
সপিপ্পলীমূল বিড়ঙ্গসার মুস্তাজমোদামরদারু বিল্বং।
কলিঙ্গকশ্চিত্রকমূল পাঠৈর্য্যষ্ট্যাহ্বয়ং সাতিবিষং পলাশং।
সহিঙ্গুকর্ষন্তু থশুষ্কচূর্ণং দ্রোণন্তথা মূলকশুণ্ঠ্যকানাং।
স্যাদ্ভস্মনস্তৎসলিলেনসাধ্য মালোড্য যাবদ্ঘনমপ্যদগ্ধং।
স্ত্যানং ততঃ কোলসমানমাত্রং কৃত্বাসুশুষ্কাং বিধিনা প্রযুঞ্জ্যাৎ।
প্লীহোদরাং শ্চাত্রহলীমকার্শঃ পাণ্ড্বাময়ারোচকশোষশোথান।
বিসূচিকাগুল্মগরাশ্মরীশ্চ স শ্বাসকাসান্ প্রনুদেৎ স কুষ্ঠান্।
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সচতুর্লবণমত্র স্যাজ্জলমষ্টগুণন্তবেৎ॥

ক্ষারগুড়িকা।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, করকচ্‌লবণ, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গসার, মুথা, বনযমানী, দেবদারু, বেলমূলেরছালে, ইন্দ্রযব, রক্তচিতারমূল, পাঠা, যষ্টিমধু, আতইচ, পলাশছাল ও হিঙ্গু; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। শুষ্কমূলা ৩২ সের গ্রহণপূর্ব্বক ৮ গুণ জলে ক্ষার জল প্রস্তুত করতঃ তৎসহ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণগুলি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহোদর, হলীমক, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরোচক, শোথ, শোষ, বিসূচিকা, গুল্ম, গরদোষ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শোথশার্দ্দূলোরসঃ —

কটুকং ত্র্যূষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং তথা।

চিত্রকং দেবদারুঞ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী।
চূর্ণানিতানিতুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ছাগীক্ষীরেণ সংপেষ্য বটিকাং শোথনাশিনীং

শোথশার্দ্দুলরস।

কট্‌কী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, দেবদারু, তেউড়ীমূল ও গজপিপুল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ পরিমাণে লৌহ গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ ৪।৫ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শোথ-নাশক।

শোথোদরারিরসঃ।—

পুনর্ণবামৃতাবহ্নি গবাক্ষীমাণসীধবঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে।
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা।
পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণঞ্চ নিক্ষিপেৎ।
কঙ্গুষ্ঠ বহ্নিকন্দানাং গবাক্ষী খণ্ডকর্ণকং।
পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলিকা।
ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিবৃদ্দন্তীভবন্তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষ্যোশ্চ বর্ষাভুবজ্রবল্লিকাং।
এষাং লৌহসমং মাত্রং স্নিগ্ধেভাণ্ডে সুগোপিতে।
সংস্থাপ্য ভক্ষয়েন্মাত্রা মনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ।
যে চ শোথাসুদুর্ব্বারা শ্চিরকালানুবন্ধিনঃ।
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি নাত্রকার্য্যা বিচরণা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ শোথোদরবিনাশনং।
অত্রগবাক্ষ্যাভাগদ্বয়ং কেচিৎ
শরাক্ষীবাপাঠঃ শরাক্ষী অপরাজিতা॥

শোথোদরারিরস।

পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, রাখালশসা, মানকচু, সূর্য্যাবর্ত্ত (শূণ্টা) ও আকন্দ, ইহাদের মূল প্রত্যেকে ৮ পল মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলসহ পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তৎপরে শোধিত গুগ্-গুলু ২ পল, গন্ধক ১ পল, পারদ, কাঙ্গুষ্ঠ (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ), রক্ত-চিতারমূল, মানকচু, রাখালশসারমূল, খণ্ডকর্ণক (শকরকন্দ আলু), পলাশবীজ, কঞ্চুকী (ঔষধিবিশেষ), অপরাজিতা, তালমূলী, ত্রিফলা,

বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমুল, দন্তীমুল, সূর্য্যাবর্ত্ত, পুনর্নবা ও বজ্রবল্লিকা (হাড়যোড়া), ইহাদের চূর্ণ সমভাগে সমস্তে ৮পল এবং লৌহ ৮পল গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ক্বাথসহ মিশ্রিত করতঃ যথানিয়মে পাক করিয়া একটী স্নিগ্ধ পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধে অপরাজিতার পরিবর্ত্তে ২ ভাগ রাখালশসা লইলেও হইতে পারে।

শোথেষু চ প্রয়োক্তব্যঃ পাণ্ডুরোগহরো রসঃ।
লৌহং নবায়সঞ্চাত্র প্রযোক্তব্যং সদৈবহি।
শোথেবিষনিমিত্তে তু বিষোক্ত সম্মতা ক্রিয়া।
রক্তাতীসারীশোথার্ত্তো ন শক্যস্তক্কিকিৎসিতুং॥

সর্ব্ববিধ শোথরোগে পাণ্ডুরোগ নাশক রস (পারদাদি ধাতু সংযুক্ত বটী ঔষধ) এবং নবায়স লৌহ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে। বিষজনিত শোথরোগে বিষরোগে কথিত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে। রক্তাতিসাররোগী এব শোথপীড়িত ব্যক্তি অতীব দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

গ্রাম্যাব্জানূপপিশিত লবণং শুষ্কশাকং নবান্নং।
গৌড়ং পিষ্টান্নং দধিকৃশরং নির্জ্জলং মদ্যমম্লং।
ধানাবল্লুর সমমসমমথো গুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি।
স্বপ্নঞ্চারাত্রৌ শ্বয়থুগদবান্ বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শোথাধিকারঃ।

গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ পশুপক্ষীর মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গুড়-বিকৃত দ্রব্য, পিষ্টক, দধি, কৃশরা (খিচুড়ী), নির্জ্জলমদ্য, অম্ল, অঙ্কুরিত ভৃষ্টযব, বল্লূর (শুষ্কমাংস), একত্র পথ্যাপথ্য ভোজন, গুরুদ্রব্য ভোজন, অস্বাভাবিক ভোজন, বিদাহিদ্রব্য ভোজন, দিবা নিদ্রা এবং মৈথুন এই সকল শোথরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
শোথরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বৃদ্ধিব্রধাধিকার

সুরসাদিগণঃ।—

শ্লৈষ্মবৃদ্ধিং উষ্ণবীর্য্যৈর্মূত্রাপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ
পীতদারু কষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতং।
স্বিন্নং মেদঃ সমুত্থন্তু লেপয়েৎ সুরসাদিনা।

শিরোবিরেকদ্রব্যৈর্ব্বা সুখোষ্ণৈর্মূত্র সংযুতে।
সংস্বেদ্যমূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
সীবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাৎ বিধ্যেদ্ব্রীহি মুখেন বা।
নির্গুণ্ডী তুলসী ব্রহ্মী বৃহতী কণ্টকারিকা।
পুনর্ণবা চ মুনিভিঃ সুরসাঃ ষট্‌প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শ্লেষ্মজনিত বৃদ্ধিরোগে উষ্ণবীর্য্য (সুশ্রুতোক্ত অজগন্ধাদি) দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক অণ্ডকোষে প্রলেপ দিবে।

দেবদারু ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ গোমূত্র সহ পান করিলে শ্লেষ্মজনিত বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মেদোজনিত বৃদ্ধিরোগে গোময় পিণ্ডদ্বারা কোরণ্ডে স্বেদ দিয়া, সুরসাদি-গণ অথবা শিরোবিরেচক ঔষধ সকল গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিবে।

মূত্রজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ডে স্বেদ প্রদানপূর্ব্বক অণ্ডকোষ বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে। (কারণ ইহাতে মুষ্কেরচর্ম্ম কোমল হওয়ায় অস্ত্রচালন কালে অধিক বেদনা অনুভূত হয় না)। তৎপরে ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা সীবনীর (শিশ্নের অগ্রভাগ হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত যে একটী সেলাই করার ন্যায় দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সীবনী বলিয়া জানিবে) পার্শ্বে অধোভাগ বিদ্ধ করিয়া দিবে।

নিসিন্দা, তুলসী, ব্রহ্মীশাক, বৃহতী, কণ্টকারী এবং পুনর্ণবা, এই মিলিত ছয়টী দ্রব্যকে "সুরসাদিগণ" বলা গিয়া থাকে।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলং।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাদ্দাহশোথরুজাপহঃ।
পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনং।
সর্ব্বং পিত্তহরং কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষণং।
গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলম্বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীং।
সক্ষীরম্বা পিবেত্তৈলং মাংসমেরণ্ডসম্ভবং।
পুনর্ণবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণন্তথা।
লেপেবস্তৌ রুবুস্তৈলং পেয়ং বা কদলাম্বুনা।
শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা সীবনিমাদরাৎ।
ব্যত্যাসোদ্বাসিরাং বিধ্যেদন্ত্রবৃদ্ধি নিবর্ত্তয়ে॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মমুল, বেণারমুল এবং নীলসুঁদি ইহাদের কল্ক

দুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে, বৃদ্ধি জনিত দাহ, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস এই পঞ্চবৃক্ষের বল্কল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বাটিয়া ঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে পিত্ত-জনিত সর্ব্ববিধ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিবে।

শোধিত গুগ্‌গুলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল গোমূত্র সহ পান করিলে বহু-কালজাত বাতজনিত বৃদ্ধিরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

এরণ্ডতৈল দুগ্ধসহ মিলিত করিয়া একমাস পর্য্যন্ত পান করিলে অথবা পুনর্ণবা তৈল বা নারায়ণ তৈল পানে, প্রলেপে ও বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে কিম্বা দশমূলের ক্বাথ সহ এরণ্ডতৈল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাত-জনিত বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শঙ্খের (ললাটাস্থির) উপরিস্থিত অথবা কর্ণের সমীপস্থ শিরাবেধ করিলে কোষান্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাক্বাথ গোমূত্র পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।
কফবাতোদ্ভবং হন্তি শ্বয়থুং বৃষণোত্থিতং।
বচা সর্ষপকল্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনঃ।
গব্যঘৃতং সৈন্ধব সংপ্রযুক্তং শম্বূকভাণ্ডে নিহিতং প্রযত্নাৎ।
সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্বং নিহন্তি কুরণ্ডমতি প্রবৃদ্ধং।
মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে শস্ত্রে তু হি প্রবেশয়েৎ।
ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজো ভবেৎ।
গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং সৈন্ধবচূর্ণযুক্তাং।
খাদেন্নরঃ কোষ্ণজলানুপানান্নিহন্তি বৃদ্ধিঞ্চ রুজাং প্রবৃদ্ধাং।
রুদ্রজটামূললিপ্তা করটব্যঙ্কচর্ম্মণা।
বদ্ধা বৃদ্ধিশমং যাতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ।
লজ্জা গৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ।
অবিক্ষীরেণ গোধূমকল্কং কুন্দুরুকস্য চ।
প্রলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ব্রধ্নশূলং হরং পরং।
ঘৃতং সৌরেশ্বরং যোজ্যং ব্রধ্নবৃদ্ধি নিবর্ত্তয়ে॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা, এই ক্বাথ প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ পান করিয়া অনিদ্রিত থাকিলে কফ বা তদুদ্ভূত অণ্ডকোষের শোথ নিবারিত হয়।

বচ এবং সর্ষপ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

ঘৃত ২ তোলা ও সিকিতোলা সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী শামুকের ভিতর পুরিয়া ৭ দিবস সূর্য্যাতপে পাক করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

একটী সদ্যোমৃত কাকপক্ষীর ক্রোড়দেশস্থ মাংস মধ্যে ব্রধ্ন পুরিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বেদনা দূরীভূত হয়।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া এরণ্ডতৈলে ভর্জ্জনপূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ সহযোগে ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণজল পান করিলে অতি প্রবল বৃদ্ধিরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

রুদ্রজটার (শিবজটার) মূল জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অণ্ডকোষ প্রলিপ্ত করতঃ করটবী (কটা অর্থাৎ কাঁকলাস) জন্তুর ক্রোড়স্থ চর্ম্ম দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে শীঘ্রই বৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বরাহক্রান্তা এবং গৃধ্র পক্ষীর মল (বিষ্ঠা) একত্র করিয়া তদ্দ্বারা বৃষণে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

গোধুম এবং কুন্দুরুখোটী ছাগীদুগ্ধ সহ পেষণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে; অথবা "সৌরেশ্বর ঘৃত" নামক ঔষধ সেবন করিলেও ব্রধ্ন (বৃদ্ধিরোগ) নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলং।—

সৈন্ধবং নিচুলং কুষ্ঠং শতহ্বা নিচুলং বচাং।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গী দেবদারু সনাগরং।
কট্ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শঠীং।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামা রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাং।
বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তী রাস্না প্রপিষ্য চ।
সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং পিত্ত বা কফবাতনুৎ।
ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃ প্লীহমেদাঢ্য মারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাদাশ্বনুবাসনাৎ॥

এরণ্ডতৈল /৪ সের, কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ, হিজল, কুড়, শলুফা বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুণ্ঠী, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, মেদ, চই, রক্তচিতা, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামালতা, রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপানী, বেলমূলের ছাল, যমানী, পিপুল, দন্তীমূল এবং রাস্না এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের এবং জল ।৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া অনুবাসনে প্রয়োগ করিলে পিত্ত, বাত, কফ, ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, মেদ, আঢ্যবাত, আনাহ এবং অশ্মরীরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

নিত্যানন্দো রসঃ।—

মূলং বিল্বকপিত্থয়োরবল্লকস্যাগ্রং বৃহত্যোর্দ্বয়োঃ।
শ্যামাপূতিকরঞ্জ শিগ্রুকতবোর্ব্বিশ্বৌষধারুষ্করং।
কৃষ্ণাগ্রন্থিক চব্যঞ্চ লবণং ক্ষারাজমোদান্বিতাং।
পীতং কাঞ্জিকতোয়কোষ্ণতোয় মথিতৈশ্চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ॥

বেলমূলের ছাল, কয়েদবেলের মূল, সোঁদালের কচি পল্লব, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, লাটাকরঞ্জ ছাল, সজিনামূলের ছাল, শুণ্ঠী, শোধিতভেলা, পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার এবং বনযমানী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কাঁজি, উষ্ণজল অথবা নির্জ্জল ঘোল সহযোগে সেবন করিলে ব্রধ্নরোগ নিবারিত হয়।

শ্লীপদাধিকারে অন্ত্রবৃদ্ধ্যোঃ শ্লীপদোক্তং সর্ব্বং
কার্য্যং ভিষগ্জিতং॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ।

শ্লীপদরোগাধিকারে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইবে, তৎসমস্তই অন্ত্রবৃদ্ধি ও কোষবৃদ্ধিরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন বিরচিত প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
বৃদ্ধিব্রধ্নরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

যবমুদ্গপটোলানি কটুরূক্ষঞ্চ ভোজনং।
ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ।
তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি।
সর্ষপং শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসী যবান্।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ।
গণ্ডানি গ্রন্থয়শ্চৈব গলগণ্ডাঃ সুদারুণাঃ।
প্রলেপাত্তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাৎ।
জীর্ণকর্কারুকরসং বিড়সৈন্ধবসংযুতং।
নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ।
জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্বং গোমূত্রগালিতং।
পিবেৎ কোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে

সূর্য্যাবর্ত্ত রসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে।
স্ফোটাঃ স্রাবৈঃ শমাং যাতি গলগণ্ডো ন সংশয়ঃ।
তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলং।
মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যানুসেবিনঃ।
কটুফলচূর্ণান্নগলঘর্ষো গলগণ্ডমপোহরতি।
ঘৃতমিশ্রং পীতমিব শ্বেতগিরিকর্ণিকামূলং।
মহীষীমূত্র বিমিশ্রং লৌহমল সংস্থিতং ঘটেমাসং।
অন্তর্ধূমবিদগ্ধং লিহ্যান্মধুনাথ গলগণ্ডে।
জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোঽধস্তাচ্ছিরা দ্বাদশকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং স্থূলশিরে বিদ্ধে অধঃ ছিন্ন্যাচ্ছনৈঃশনৈঃ।
বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্।
সুতরক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড়মার্দ্রকং।
ভোজনঞ্চানভিষ্যন্দি যূষঃ কৌলথ ইষ্যতে।
কর্ণযুগ্ম বহিঃসন্ধি মধ্যাভ্যাসে স্থিতঞ্চ যৎ।
উপর্য্যুপরি তংছিন্দ্যাৎ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ং॥

যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন; এবং বমন ও বিরেচন; এই সকল গলগণ্ডরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

হস্তিকর্ণপলাশের মূল তণ্ডুলোদকসহ পেষণপূর্ব্বক গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব এবং মুলারবীজ; এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অম্লতক্রসহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা, গ্রন্থি ও গলগণ্ডরোগ শীঘ্রই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরিপক্ক তিতলাউর রসে সমভাগ বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

জলকুম্ভীক (পানা শেওলা) ভস্ম পানীয়ক্ষার বিধি অনুসারে গোমূত্র সহ পাক করিয়া বস্ত্রপূত করতঃ পানীয়াংশ গ্রহণ করিবে। কোদ্রবান্ন ভোজী উক্ত ক্ষার জলপান করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যাবর্ত্ত এবং রসোন সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া উষ্ণ করতঃ গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ড স্ফুটিত হয়, তৎপরে স্রাবিত হইয়া গলগণ্ডরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

পক্কতিতলাউর মধ্যে জল অথবা মদ্য পুরিয়া ৭ সাতদিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে সুপথ্যসেবী হইয়া উপযুক্ত পরিমাণে উক্তজল বা মদ্য-

কট্‌ফল চূর্ণ গলার মধ্যে ঘর্ষণ করিলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হয়।

মণ্ডূর মহিষীর মূত্রের সহিত একটী ঘটে করিয়া একমাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে; পরে উক্ত মণ্ডূর অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

জিহ্বার পার্শ্বে এবং অধোদেশে ১২ দ্বাদশটী শিরা আছে; তন্মধ্যে দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ যে দুইটী শিরা অবস্থান করে, তাহা বড়িশ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ (আস্তে আস্তে) আকর্ষণ করতঃ তাহার অধোভাগ "কুশপত্র" নামক অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া দিবে। পরে ঐ রক্তস্রুত ব্রণে গুড ও আর্দ্রক মিশ্রিত করতঃ প্রদান করিবে এবং রোগীকে কুলত্থ কলায়ের যূষপান এবং রোগবৃদ্ধি না হয় এরূপ আহার করিতে দিবে। অথবা কর্ণদ্বয়ের বহিঃ সন্ধির সন্নিকট যে দুইটী শিরা অবস্থিতি করে, তাহা উপর্য্যুপরি বেধ করিলে গলগণ্ডরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

তুম্বীতৈলং।—

বিড়ঙ্গং সারসিন্ধূগ্রা রাস্নাগ্নি ব্যোষদারুভিঃ।
কটুতুম্বীফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং নিবারয়েৎ॥

সর্ষপ তৈল /৪ সের, কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বচ, রাস্না, রক্তচিত্রমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও দেবদারু কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের; এবং পাকাতিতলাউর রস ।৬ ষোলসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক ইহাদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বহুকালজাত গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অমৃতাদ্যং তৈলং।—

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লি নিম্ব হিংস্রাহ্বয়া বৃক্ষক পিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারুঃ হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী॥

তিলতৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের; কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চি, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা ও দেবদারু এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমান মাত্রায় সমুদায়ে /১ সের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে গলগণ্ডরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।
গণ্ডমালাং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীং।
পিষ্ট্বা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পেয়াঃ কাঞ্চনালত্বচঃ শুভাঃ।
বিশ্বভেষজ সংযুক্তা গণ্ডমালাপহা পরাঃ।

আরগ্বধ শিফা ক্ষিপ্রং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
সম্যঙ্ নস্য প্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্ধরেৎ।
গণ্ডমালাময়ার্ত্তানাং নস্য কর্ম্মণি যোজয়েৎ।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ শিফাং সম্যগ্বারিণা পরিপেষিতাং॥

বরুণমূলের ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ৮ তোলা এই ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বহুকালজাত গণ্ডমালাও নিবারিত হইয়া থাকে। কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে গণ্ডমালারোগ নিবারিত হয়।

সোঁদালেরমূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য ও প্রলেপ দিলে গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। নিসিন্দারমূল জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ বিনষ্ট হয়।

কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্যং তুম্ব্যাস্তু বা পিপ্পলীসংযুতেন।
তৈলেন বারিষ্টভবেন কুর্য্যাদ্বচোপকুল্যে সহ মাক্ষিকেন॥

ঘোষাফলের শাঁস পিপুলচূর্ণ সহ অথবা তিতলাউর রস পিপ্পলীচূর্ণ সহ কিম্বা নিম্বতৈল বা বচ ও পিপুল একত্র পেষণপূর্ব্বক মধু মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা নস্য প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ।
গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোত্থিতা মপি।
অলম্বুষাদলোদ্ভূতাৎ স্বরসাৎ দ্বে পলে পিবেৎ।
অপচ্যাগণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চনাশনং।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কুরণ্ডাংশ্চ বিনাশয়েৎ।
পিষ্টং জ্যেষ্ঠাম্বুনামূলং লেপেদ্ব্রাহ্মণযষ্টিজং॥

রাখালশসারমূল অথবা শ্বেত অপরাজিতারমূল গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে চিরকালজাত গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হয়।

মুণ্ডিকার স্বরস ২ পল মাত্রায় পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বামনহাটীরমূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে গলগণ্ড গণ্ডমালা ও কুরণ্ডরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ছুছুন্দরীতৈলং।—

অভ্যঙ্গান্নাশয়েন্নৃণাং গণ্ডমালাং সুদারুণাং।
ছুছুন্দর্য্যা বিপক্বস্তু ক্ষণাত্তৈলবরং ধ্রুবং॥

তৈল /৪ সের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ ছুছুন্দরীর (ছুঁছুঁয়ার) মাংস /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হয়।

শাখোটকাদ্যং তৈলং।—

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা॥

তৈল /৪ সের, জল ।৬ যোলসের শেওড়াবৃক্ষের কল্ক /১ সের এবং উহার স্বরস /৪ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য প্রদান করিলে গণ্ডমালারোগ নষ্ট হয়।

বিম্বাদ্যং তৈলং।—

বিম্ব্যশ্বমারনির্গুণ্ডী সাধিতং ক্ষাপিনাশনং॥

তৈল /৪ সের ; জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ তেলাকুচা, করবীর ও নিসিন্দ-পত্র সমভাগে সমুদায়ে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নির্গুণ্ডীতৈলং।—

নির্গুণ্ডীস্বরসেনাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতং।
তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাং॥

তৈল /৪ চারিসের, নিসিন্দাপাতার স্বরস /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোল-সের এবং কল্কার্থ বিষলাঙ্গলিয়ার মূল /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য প্রদান করিলে সুদারুণ গণ্ডমালারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহযোজিতং।
পক্কা পূপিষ্টকাং খাদেদপচী নাশনায় তু।
শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন চ পেষিতং।
কোষ্ণং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরাং।
সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধা ভল্লাতকৈঃ সহ।
ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনং।
অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং যবাং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ।
বরাহমজ্জসংযুক্তং ভস্মহন্ত্যপচীব্রণান্॥

বনকার্পাসের মূল ও তণ্ডুল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনাবীজ ও দেবদারু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করতঃ ঈষদুষ্ণ

শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র ও ভেলারবীজ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ছাগমূত্র সহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অপচীরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থকাষ্ঠ, হিজলবীজ এবং গোদন্ত সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া, ঐ ভস্ম শূকরের চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী ও ব্রণ বিনষ্ট হয়।

পার্ষ্ণিং প্রতি দ্বাদশ চাঙ্গুলানি বিদ্ধেৎ বস্তিং পরিবর্জ্জ্য সম্যক্।
বিদার্য্য মৎস্যাণ্ডনিভানি বৈদ্যো নিকৃষ্য জালান্যনলং বিদধ্যাৎ।
মণিবন্ধোপরিষ্টাদ্বা কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্।
অঙ্গুল্যন্তরিতং সম্যগপচীনাং প্রশান্তয়ে।
দণ্ডোৎপলভবং মূলং বদ্ধং পুষ্যেঽপচীঞ্জয়েৎ।
অপামার্গস্য বা ছিন্দ্যা জিহ্বাতলগতে শিরে॥

অপচীরোগীর পায়ের গুল্‌ফের অধোদেশ হইতে ১২ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান (২ অঙ্গুলি পরিমিত ইন্দ্রবস্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, মৎস্যডিম্বের ন্যায় যে একপ্রকার মেদোজাল দৃষ্ট হইবে তাহা আকর্ষণপূর্ব্বক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। ইহাতে অপচীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

মণিবন্ধের (হস্তবাহুসন্ধির) উপরিভাগে ১ এক অঙ্গুলি বা ২ দুই অঙ্গুলি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা এক এক অঙ্গুলি অন্তর ৩ তিনটী রেখাবৎ ছেদন করিলে কক্ষা কুর্পর সন্ধিগত অপচীরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

দন্তোৎপল অথবা অপামার্গের মূল পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া গলদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, কিম্বা জিহ্বার নিম্নস্থ দুইটী শিরা ছেদন করিয়া দিলে অপচীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্যং তৈলং।—

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেতৎ শৃতং নস্যাৎ কৃচ্ছ্রামপ্যপচীঞ্জয়েৎ॥

তৈল ৴৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু সমভাগে সমুদায়ে কুট্টিত ৴১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে অতি কষ্টসাধ্য অপচীরোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাতৈলং।—

গুঞ্জাহয়ারিশ্যামার্ক সর্ষপৈর্মূত্রসাধিতং।
তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎ কণালবণপঞ্চকৈঃ।
মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতাঞ্জয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদপচীমুগ্রাং বল্মীকার্শোর্ব্বুদব্রণান্॥

তৈল /৪সের ; গোমূত্র ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ গুঞ্জাফল (কুঁচ), হয়ারি (করবী), শ্যামা (বৃদ্ধদারক), আকন্দমূল এবং সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল দশবার পাক করিয়া তৎসহ পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, শাম্ভরীলবণ, করকচলবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অপচী, বল্মীক, অর্শঃ, অর্ব্বুদ ও ব্রণরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থিষ্বামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াং।
পক্কান্ পাট্য সংশোধ্য রোপয়েৎ ব্রণভেষজৈঃ।
মধূকজম্ব্বর্জ্জুনবেতসানাং ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ।
কৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুত্থিতেষু।
জলায়ুকাঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিসেচনঞ্চ।
কাকোলীবর্গস্য তু শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি।
দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাং।
হিংস্রাসরোহিণ্যমৃতাচ ভার্গী শ্যামাক বিল্বাগুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ।
গোপিত্তপিষ্টাঃ সহতানিপত্র্যা গ্রন্থৌ বিধে যোনিজে প্রলেপঃ॥

চিকিৎসক অপক্ক গ্রন্থিরোগে শোথের ন্যায় ক্রিয়া করিবেন। এবং পরিপক্ক গ্রন্থি ছেদনপূর্ব্বক তাহা ব্রণশোথোক্ত সংশোধন ঔষধ দ্বারা সংশোধিত করিয়া পশ্চাৎ ব্রণাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা পূরণ করিবেন।

মধুকপুষ্প, জাম, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও বেতসবৃক্ষ ইহাদের বল্কল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে ক্রমানুসারে রোগীকে স্নেহ ও স্বেদাদি ক্রিয়া করাইয়া, বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা দোষ নিঃসারিত করতঃ গ্রন্থিতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে ; ইহাদ্বারা গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রন্থিরোগীর গ্রন্থিতে জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করতঃ তদুপরি দুগ্ধ মিশ্রিত জল সেচন করিবে এবং কাকোলীবর্গের কাথ পান করিতে দিবে।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক (অভাবে বংশলোচন), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), মুগাণী, মাষাণী, মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদা (অভাবে শ্যামালতা), গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি (অভাবে বেড়েলা), বৃদ্ধি (অভাবে বালা), কিস্‌মিস্, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও যষ্টিমধু ; এই সকলকে কাকোলীবর্গ বা কাকোল্যাদিগণ বলা যায়। কাথার্থ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমানমাত্রায় সমস্তে ২ দুইতোলা পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং পাকাবশিষ্ট কাথ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষা রসে অথবা ইক্ষুরসে উপযুক্ত পরিমাণে হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ [ক]রিয়া পান করিলে গ্রন্থিরোগ প্রশান্ত হয়।

হিংস্রা (কালিয়া কোঁড়া), কট্‌কী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শ্যামালতা, [ব]লমূল, অগুরুকাষ্ঠ, সজিনা, গোপিত্ত ও তালমূলী এই সকল দ্রব্য সমান-[মা]ত্রায় পেষণ করিয়া গ্রন্থিতে প্রলেপ দিলে গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হইয়া [থা]কে।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিজিল্লেপো মাতৃবাহক কীটজঃ।
স্বর্জ্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ।
প্রলেপো বিহিতস্তীক্ষ্ণো হন্তিগ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্‌।
উপোদিকা রসাভ্যক্তাস্তৎপত্র পরিবেষ্টিতাঃ।
প্রানস্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পীড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ।
উপোদিকা কাঞ্জিক তক্রপিষ্টাতয়োপনাহো লবণেন মিশ্রঃ।
দুষ্টার্ব্বুদানাং প্রশমায়কৈশ্চিদ্দিনে দিনে রাত্রিষু মর্ম্মজানাং।
লেপোর্ব্বুদজিদ্রম্ভামোচক ভস্মতুষ শঙ্খচূর্ণকৃতঃ।
শরটরুধিরাদ্রগন্ধক যবজবিড়ঙ্গনাগরৈবাথ।
স্নুহাগণ্ডীরিকা স্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানিচ॥

[ই]তি প্রয়োগচিন্তামণৌ গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

মাতৃবাহক কীট (পাদগুঁড়া পোকা) ভস্ম, সর্জ্জিকাক্ষার, মূলারক্ষার [এ]বং শঙ্খচূর্ণ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া [থা]কে।

বনপূতিকার রস দ্বারা গ্রন্থি সিক্ত করিয়া এবং উহার পত্রদ্বারা বেষ্টন [ক]রিয়া রাখিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পীড়কা ও অর্ব্বুদাদিরোগ প্রশান্ত [হ]য়।

বন্যপূতিকার পাতা কাঞ্জিক ও তক্রসহ পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ লবণ [মি]শ্রিত করতঃ প্রতিদিন রাত্রিতে প্রলেপ দিলে মর্ম্মস্থান জাত দুষ্ট অর্ব্বুদ-[রো]গের শান্তি হইয়া থাকে।

কলারমোচা ভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র [পে]ষণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুণ্ঠী [এ]ই সকল দ্রব্য শরটের রুধিরে (কাকলাসের রক্তে) আর্দ্র করিয়া প্রলেপ [দি]লে অর্ব্বুদরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মনসাসীজের কাণ্ড খণ্ড খণ্ড করতঃ অগ্নিসন্তাপে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা [স্বে]দ দিলে অর্ব্বুদাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শ্লীপদাধিকারঃ।

লঙ্ঘনা লেপনং স্বেদং রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ।
ধুস্তুরৈরণ্ডবর্ষাভু নির্গুণ্ডী শিগ্রু সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণং।
নিষ্পিষ্যমারণালেন রূপিকামূলবল্কলং।
প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ং।
হিতশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থ শিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণ মূত্রপেষিতঃ॥

লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং শ্লেষ্মনাশক অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যদ্বারা শ্লীপদ (গোদ) রোগের চিকিৎসা করিবে।

ধুতুরাবীজ, এরণ্ডপত্র, পুনর্নবা, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রুপিকা (আকন্দ) মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে অতি দৃঢ়মূল সুদারুণ শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তচিতারমূল কিম্বা দেবদারু অথবা শ্বেতসর্ষপ ও সজিনা গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ।
শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে।
মধুযুক্তানি চাভীক্ষ্নং কষায়াণি পিবেন্নরঃ।
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদ বিসর্পবৎ।
গুল্‌ফস্যাধঃশিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে।
কৃত্বা গুল্‌ফোপরি শিরাং বিধ্যেত্তু চতুরঙ্গুলে।
স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্॥

হরিদ্রা এবং ইক্ষুগুড় গোমূত্র সহযোগে সেবন করিলে এক বৎসরজাত শ্লীপদরোগ বিশেষতঃ দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদরোগে মর্ম্মস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রোগীর পদের অঙ্গুষ্ঠের সমীপস্থ শিরা বেধ করিয়া দিবে এবং রোগীকে পুনঃ পুনঃ কফনাশক দ্রব্যের কষায় মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে, পৈত্তিক অর্ব্বুদরোগে এবং পিত্তজবিসর্পরোগে ত পিত্তনাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে এবং রোগীর গুল্ফদেশের স্থিত শিরা বেধ করিয়া দিবে।

বাতজন্য শ্লীপদরোগে রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ, স্বেদ ও উপনাহ (প্রলেপ) য়াগ করিয়া পশ্চাৎ রোগীর গুল্‌ফদেশের উপরিস্থ চারি অঙ্গুলি স্থানের ধ্য শিরা বেধ করিয়া দিবে।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্ণবাং॥
পিষ্ট্বারনালৈর্লেপোঽয়ং পিত্ত শ্লীপদশান্তয়ে।
পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবর্ত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলং।
অনেনৈব বিধানেন পুত্রঞ্জীবকজং রসং।
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্ব্বা বৃদ্ধদারজং॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কালিয়া কোঁড়া ও পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে পিত্তজন্য শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাটা করঞ্জের রস অথবা জিয়াপুঁতার রস সর্ষপতৈলসহ কিম্বা বৃদ্ধদারকের বীজচূর্ণ কাঁজির সহিত বা গোমূত্রসহ সেবন করিলে শ্লেষ্মজন্য শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণ্ডরীন্নরঃ।
জয়েৎ শ্লীপদকোপোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ।
গন্ধর্ব্বতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবেৎ।
শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ।
ঘৃতং সৌরেশ্বরং শ্লীপদেযুক্তং॥

গোয়ালিয়া লতার মূল সহযোগে মাষেণ্ডরী (মাষকলার দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ) সেবন করিলে শ্লীপদরোগজন্য জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

হরীতকী এরণ্ডতৈলে ভর্জ্জনপূর্ব্বক গোমূত্রসহ সেবন করিলে এবং "সৌরেশ্বর" ঘৃত পান করিলে নিশ্চয়ই সপ্তরাত্রির মধ্যে শ্লীপদরোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

বিড়ঙ্গাদ্যং তৈলং।—

বিড়ঙ্গ মরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যেষু সর্ব্বেষু লবণেষু চ।
তৈলং পক্কং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥

তিলতৈল /৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, অর্কমূল, শুণ্ঠী, রক্তচিতার মূল, দেবদারু ও রেণুকা সমভাগে সমুদায়ে কুট্টিত /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে শ্লীপদরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণকতৈলং।—

কণকার্ক বলা দূর্ব্বা বাসক বৈজয়ান্তিকা।
নির্গুণ্ডী পূতিকা ভার্গী নিকোচক পুনর্ণবা।
বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতীস্তথা।
চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমগ্নিমন্থো বাড়ম্বকঃ।
বৃহদ্দুণ্ডী গোশঠী চ পত্রমারগ্বধস্য চ।
প্রত্যেকং দ্বিপলং চৈষাং গৃহ্নীয়াত্তৎক্ষণাদপি।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতং।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পচেত্তেনৈব বারিণা।
পূর্ব্বোক্তং ভেষজং কল্কং দেয়ঞ্চাষ্টপলান্বিতং।
চক্ষুশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজং।
আমবাতং দন্তশূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকং।
শ্লেষ্মাণাং নাশকোহপ্যেষো চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
দূর্ব্বায়াং পতিতে বিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ
সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে তৈলমেতজ্জ্বরচ্ছিদং।
কণকং নামতস্তৈলং সন্নিপাতহরং পরং।
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি জীর্ণজ্বরবিনাশনং॥

তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ ধুতুরা, আকন্দ, দূর্ব্বা, বাসক, জয়ন্তীপত্র, নিসিন্দা, বনপূতিকা, বামনহাটী, ধলাআঁকড়া, পুনর্ণবা, বদরী, সিদ্ধিপত্র, বেলমূল, বৃহতী, রক্তচিতা, সীজেরমূল, গণিয়ারী, বাড়ম্বক (এরণ্ড) মূল, বৃহদ্দুণ্ডী (মঞ্জিষ্ঠা), গো (ঋষভক অভাবে বংশলোচন), শটী ও সোণালুরপাতা; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১৬ ষোলতোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের, এবং কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত ধুতুরা হইতে সোণালুরপাতা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, শ্লীপদ, আমবাত, বৃদ্ধিরোগ ও সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

মহাকণকতৈলং।—

শ্লেষ্মপ্রকোপে পুরুষে সদা শ্রবণনাসিকে।

ষঃ কফা বৎসরশতং নস্যাত পুরুষাধমঃ।
এভিরভ্যঞ্জনে গাঢ়ং ভবেন্মারুতবিক্রমঃ।
সন্নিপাতেগতে দূরে ইন্দ্রিয়াণাং বিশুদ্ধয়ে।
বলাধানার্থ মপ্যেতদ্দীয়তে ভিষগাম্বরৈঃ।
অর্কক্ষীরং সমরিচং হরিণাখ্য বিষস্তথা।
যদ্যেতদ্দীয়তে তৈল মহাকণকমুচ্যতে॥

পূর্ব্বোক্ত কণকতৈলের কল্কদ্রব্যের মধ্যে অধিকন্তু আকন্দের ক্ষীর, মরিচ ও হরিণাখ্য বিষ প্রদান পূর্ব্বক তৈল পাক করিলে তাহাকে মহাকণকতৈল বলা যায়। এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গাদি করিলে কফাধিক্য সন্নিপাত জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের বিশুদ্ধি এবং শরীর বলাধান হইয়া থাকে।

বৃহৎ কণকতৈলং।—

কণকং চার্কবাট্যালং দূর্ব্বামূলং সবাসকং।
জয়ন্তী গণিকারীচ পূতিকং ব্রহ্মযষ্টিকা।
কুঠারকা চ বর্ষাভূ বদরীপত্রমেবচ।
ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং শ্রীফলস্য চ বল্কলং।
বৃহতী চিত্রকং সীজমূল নির্গুণ্ডীপত্রকং।
এরণ্ডমূলং ভণ্ডীশ্চ বরী বার্ত্তাকুমূলকং।
শ্যোনাকপত্রমেতেষাং দ্বিপলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
গৃহীত্বা পাচয়েদ্দ্রোণে জলে তৎপাদশেষিতে।
তিলতৈলঞ্চ তেনৈবমেতেষাং কল্কপাদিকং।
পক্ত্বা চৈতদ্বিধানেন সিদ্ধঞ্চৈব প্রকীর্ত্তিতং।
যাবন্তোপি শিরোরোগাঃ স্যন্দনাদি চ সম্ভবা।
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তৈলস্যাস্য নিষেবনাৎ।
শোথং শূলং তথানাহ জীর্ণজ্বরমরোচকং।
গাত্রবেদনমালস্যং নাশমায়ান্তি সেবনাৎ।
কণকং নামতৈলঞ্চ শিরোরোগং কফানুগং।
হন্যাৎ শ্লেষ্মবিকারাণাং ত্রেক্ষণাচ্চ ন সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ৴৪ চারিসের; কাথার্থ ধুতুরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দূর্ব্বামূল, বাসক, জয়ন্তী, গণিয়ারী, লাটাকরঞ্জ, বামনহাটী, কুঠারকা (কোদালে কুড়ুলে লতা), পুনর্ণবা, কুলপাতা, সিদ্ধিপাতা, বেলছাল, বৃহতী, রক্ত-

চিতার মূল, সীজের মূল, নিসিন্দার পাতা, এরণ্ডমূল, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, বার্ত্তাকুর মূল এবং শোণারপাতা; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ১৬ ষোল-তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের এবং পূর্ব্বোক্ত ধুস্তূরা হইতে সোণার পাতা পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে বিবিধ শিরোরোগ, শোথ ও শ্লীপদাদি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকং।
চিত্রকং দন্তীবীজঞ্চ পিপ্পলী হবুষা বচা।
সৈন্ধবঞ্চৈব জৈপালং চূর্ণয়েৎ সমভাগতঃ।
হরীতকীজলেনৈব বটিকাঙ্কারয়েদ্ভিষক্।
দ্বিগুঞ্জা পরিমাণেন শ্লীপদং হন্তি নান্যথা।
আনাহঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ প্লীহানমগ্নিমান্দ্যতাং।
শ্রীমদ্গাহননাথেন রসসূদন ভৈরবঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ভোজনে বিশ্বতিক্তকং॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, রক্তচিতার মূল, দন্তীবীজ, পিপ্পলী, হবুষা, বচ, সৈন্ধবলবণ ও জয়পাল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক দুইরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটীকা শুণ্ঠী চূর্ণ ও তিতলাউ অনুপান সহ সেবন করিলে শ্লীপদ, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লীপদ গজকেশরীরসঃ।—

ব্যোষাগ্নিতং যমানি চ সূতাগ্নি গন্ধকং শিলা।
সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
ভৃঙ্গ গোক্ষুর জম্বীরার্দ্রক তোয়ৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানং হন্তি সেবিতঃ॥

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, যমানী, পারদ, রক্তচিতার মূল, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ এবং জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে উহা ভৃঙ্গরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া ২ দুইরতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া বটীকা উষ্ণজল অনুপান সহ সেবন করিলে শ্লীপদ ও প্লীহাদি-রোগ নষ্ট হয়।

নিত্যানন্দ রসঃ।—

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকং।
কাংসাং বঙ্গং হরিতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটকং।
ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকং।
চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা।
শঠী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকং।
এতানি সমভাগানি সঞ্চূর্ণ্য বটিকাং কুরু।
হরীতকীরসং দত্ত্বা পঞ্চগুঞ্জামিতাং শুভাং।
একৈকাং ভক্ষয়েদ্রোগী শীতঞ্চানুজলং পিবেৎ।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং হন্তি সর্ব্বান্ন সংশয়ঃ।
গলগণ্ড গণ্ডমালামন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীং।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব গুদরোগং ক্রিমিন্তথা।
অগ্নিবৃদ্ধিংকরত্যেষ বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাং।
শ্রীমদ্গাহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদি।
নিত্যানন্দ রসোনাম বৃদ্ধি শ্লীপদঘাতকঃ।
রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদনু।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে শ্লীপদে গদে।
প্রাণবল্লভো রসঃ গুল্মাধিকারেনোক্তঃ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ শ্লীপদাধিকারঃ।

পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, কাংসভস্ম, বঙ্গভস্ম, হরিতাল, তুঁতেভস্ম, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, শাম্ভরীলবণ, করকচলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শটী, আকনাদি দেবদারু, এলাচি এবং বিদ্ধা-রকবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ হরীতকীর ক্বাথসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ৫ পাঁচরতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ইহার একটী করিয়া বটী শীতল জলসহ সেবন করিলে শ্লীপদ, গলগণ্ড, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্মরোগাধিকারে কথিত "প্রাণবল্লভরস" ঔষধ দ্বারাও শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয় জানিবে।

ইতি শ্লীপদরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিদ্রধ্যধিকারঃ।

জলৌকঃ পাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোত্তরং বিনা।
ইষ্টকা সিকতা লৌহ গোসকৃত্তুষপাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিং।
দশমূলী কষায়েন সস্নেহেন রসেন বা।
শোথং ব্রণং বা কোষ্ণেন সশূলং পরিষেচয়েৎ।
ত্রিফলা শিগ্রু বরুণ দশমূলাম্ভসা পিবেৎ।
গুগ্গুলুং মূত্রযুক্তং বা বিদ্রধৌ কফসম্ভবে॥

সকল প্রকার বিদ্রধিরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদুবিরেচন, লঘুপথ্য এবং (পৈত্তিক বিদ্রধি ব্যতীত) স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিরোগে ইষ্টক, বালুকা, লৌহ, গোময়, তুষ অথবা ধূলা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

বেল, শোণা, পাকল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, গোক্ষুর, বৃহতী, কন্টকারী, শালপাণী ও চাকুলে সমান পরিমাণে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা এবং অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ অথবা মাংসরসের সহিত তৈল বা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করতঃ শূলবৎ বেদনা সংযুক্ত শোথ ও ব্রণস্থানে সেচন করিবে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনাছাল, বরুণছাল এবং দশমূল; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় শোধিত গুগ্গুলু অথবা গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজন্য বিদ্রধিরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পৈত্তিকে শর্করা লাজা মধুকৈঃ শারিবা যুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্ব্বা পয়স্যোশীর চন্দনৈঃ।
পিবেদ্বা ত্রিফলা ক্বাথং ত্রিবৃৎ কল্কাক্ষসংযুতং।
পঞ্চবল্কল কল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনং।
যষ্ট্যাহ্ব শারিবা দূর্ব্বা নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিশান্তয়ে॥

পিত্তজন্য বিদ্রধিরোগে শর্করা, খৈ, যষ্টিমধু ও শ্যামালতা; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধসহ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। অথবা

ক্ষীরকাকোলী, বেণারমূল ও রক্তচন্দন সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে উপযুক্ত পরিমাণে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ বিদ্রধিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বকুল, এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল পেষণ-করতঃ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্ববিধ বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু, শ্যামলতা, দূর্ব্বা, রক্তচিতারমূল এবং রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্তজন্য বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

> বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতাপ্লুতৈঃ।
> সুখোষ্ণো বহুলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ।
> স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।
> যবগোধূমমুদ্গৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
> বিলীয়তে ক্ষণেনৈব অপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ।
> পুনর্নবা দারু বিশ্ব দশমূলাভয়াম্ভসা।
> গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলম্বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥

বাতজন্য বিদ্রধিরোগে বাতঘ্ন দশমূলের কল্ক উপযুক্ত পরিমাণে বসা, তৈল ও ঘৃতাপ্লুত করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা স্থূল (পুরু) প্রলেপ দিবে।

সজিনারমূল সহযোগে বেশবারাদি দ্বারা স্বেদ ও উপনাহ প্রদান করিলে অথবা যব, গোধূম ও মুগ; এই দ্রব্যত্রয় অল্প সিদ্ধ করিয়া পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অপক্কবিদ্রধি তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়।

পুনর্নবা, দেবদারু, শুণ্ঠী ও দশমূল; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান মাত্রা, সমস্তে ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ উপযুক্ত পরিমাণে শোধিত গুগ্‌গুলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজন্য বিদ্রধিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

> পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াঞ্চ নিরবশেষিতঃ।
> বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তু নিমিত্তয়োঃ।
> শোভাঞ্জনক নির্য্যূহো হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ।
> অচিরাদ্বিদ্রধীন্ হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ।
> শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ।
> তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং নরঃ।

শ্বেতবর্ষাভুবোমূলং মূলম্বা বরুণস্যচ।
জলেন ক্বথিতং পীতমপক্বং বিদ্রধিং জয়েৎ।
শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতং।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুন্নতমাশ্বেব মনুজস্য।
অপক্বে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া।
সুতৈঃপূর্ধ্বমধশ্চৈব মৈরেয়াম্ল সুরাসবৈঃ।
পেয়ো বরুণকাদিস্তু মধু শিগ্রু রসোঽথবা।
প্রিয়ঙ্গু ধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্বচং।
এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরং॥

চিকিৎসা কুশল বৈদ্য রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিরোগে, পৈত্তিক বিদ্রধিরোগে কথিত ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবেন।

সজিনার ছাল ২ তোলা, পাকনিমিত্ত জল ৩২ তোলা, পাকাবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিদ্রধিরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সজিনামূলের ছাল জলদ্বারা ধৌত করিয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা তাহা ছাঁকিয়া লইবে। এই রস মধুসহ পান করিলে অন্তর্ব্বিদ্রধিরোগ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্বেত পুনর্ণবার মূল ২ তোলা অথবা বরুণবৃক্ষের মূলের ছাল ২ তোলা, পাকার্থ জল /॥০ অর্দ্ধসের, শেষ /৶০ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে।

আকনাদিরমূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতি প্রবল অন্তর্ভূত বিদ্রধি অতি সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপক্ক বিদ্রধিরোগে পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে; কিন্তু অন্তর্গত বিদ্রধি পক্ক হইলে তাহাতে ব্রণবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আর যখন বিদ্রধির ঊর্দ্ধ বা অধোদেশ দিয়া পূয় রক্তাদি স্রাবিত হইবে, তখন উহাতে পৌষ্টিক সুরা, কাঞ্জিক, অথবা আসব সহযোগে বরুণাদিগণের ক্বাথ বা রক্তসজিনার ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। এবং বিদ্রধির ক্ষত পূরণার্থে প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্ফল ও তিনিশের ছাল সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া তাহা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে।

পারদস্য ত্রয়োভাগাস্তাম্রকস্যৈক বিংশতিঃ।
নবভির্গন্ধকস্যাংশৈঃ শৃঙ্গবেরেণ মর্দ্দয়েৎ।
সপ্তাহমাতপে তীব্রে ভাবিতঃ শস্ত্রবল্লিখেৎ।

গন্ধেশাহিফেণং তুল্যং ত্র্যহং ক্ষীরমর্দ্দিতং।
কুমার্য্যা নরমূত্রেণ চিত্রকেন চ সিন্ধুনা।
গোবর্দ্ধনেন চ পৃথক্ যুক্তাচ বিধিবৎ ক্রমাৎ।

কাশীশ সৈন্ধব শিলাজতু হিঙ্গুচূর্ণৈ
র্মিশ্রীকৃতো বরুণবল্কলজঃ কষায়ঃ।
অভ্যন্তরোত্থিত মপক্কমতি প্রমাণ
ব্রণাময়ং জয়তি বিদ্রধিশোফাঃ॥

ইতি প্রয়োগচিন্তামণৌ বিদ্রধ্যধিকারঃ।

পারদ ৩ ভাগ, তাম্র ১১ ভাগ এবং গন্ধক ৯ ভাগ একত্র মিশ্রিত করতঃ দাদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তীব্র সূর্য্যাতপে ৭ সাতদিবস ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিলে বিদ্রধির ব্রণস্থলে শস্ত্রের ন্যায় লেখন (আঁচড়ান) করিবে এবং গন্ধক, পারদ ও অহিফেণ প্রত্যেকে সমান মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষীরলেদ্র, ঘৃতকুমারী, নরমূত্র, রক্তচিতার ক্বাথ, সৈন্ধবলবণের জল ও সচললবণের জল ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ দিন করিয়া পৃথক্‌রূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা লেপ দিবে; এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষতের উপরি উপযুক্ত পরিমাণে কাশীশ (হিরাকস্) সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু ও হিঙ্গুচূর্ণ প্রক্ষেপিত বরুণবৃক্ষের ছালের ক্বাথ পরিসেচন করিবে। ইহাতে অভ্যন্তরগত অতি বৃহৎ অপক্ক বিদ্রধি জন্য ব্রণ ও শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি বিদ্রধিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শারীরব্রণসদ্যোব্রণাধিকারঃ।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাৎ দ্বিতীয়মবসেচনং।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটন ক্রিয়াং।
পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রিয়া ব্রণস্যোক্তা সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ॥

ব্রণশোথরোগে প্রথমতঃ বিম্লাপন (শোথাদি বিনাশার্থে প্রলেপ, পরিষেক ও অভ্যঙ্গাদি প্রয়োগ), দ্বিতীয়ে অবসেচন (বিরেচন, বমন ও রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া প্রয়োগ), তৃতীয়ে উপনাহ (স্বেদ, প্রলেপাদি প্রয়োগ), চতুর্থে পাটনক্রিয়া (অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন করা), পঞ্চমে শোধন (স্রাবিত পূয়, রক্তাদি দূরীভূত করিয়া পরিষ্কার রাখা) এবং ষষ্ঠে লেপনক্রিয়া (যাহাতে ব্রণ সত্বর পূরিয়া উঠে) প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ।
একৈশীকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা।
দূর্ব্বাচ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনন্তথা।
শীতলাশ্চগণাঃ সর্ব্বে প্রলেপং পিত্তশোথহা।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সর্পির্ম্মিশ্রৈঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোথ নির্ব্বাপনঃ স্মৃতঃ।
আগন্তৌ শোণিতোত্থে চ এষ এব বিধীয়তে॥

বনযমানী, অশ্বগন্ধা, কালা (কুলেখাড়া), সরলকাষ্ঠ, একেশিকা (তেউড়ীমূল) ও অজশৃঙ্গী (মেষশৃঙ্গী) এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে শ্লেষ্মজনিত ব্রণশোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ, উৎপলাদিগণ ও ন্যগ্রোধাদিগণ প্রভৃতি শীতল গণ সমূহের প্রলেপ দিলে পিত্তজন্য ব্রণশোথ নিবারিত হইয়া থাকে। কাকোল্যাদিগণ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, মুগানী, মাষাণী, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও যষ্টিমধু। উৎপলাদিগণ— উৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক (কহ্লার), কুবলয় ও পুণ্ডরীক। ন্যগ্রোধাদিগণ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌলপুষ্প, আমড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কেওড়া, চোরক, তেজপত্র, জম্বু, বন্যজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কট্‌কী, বকুল, কদম্ব, বদরী, গাব, শালবৃক্ষ, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, ও বেতস; এই পঞ্চবৃক্ষের ছাল পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

আগন্তুক এবং রক্তজন্য ব্রণশোথরোগে পৈত্তিক ব্রণশোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহোষধং।
অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা।
কল্কঃ কাঞ্জিক সংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণৈব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ।
পুনর্ণবা শিগ্রু দারু দশমূল মহৌষধৈঃ।
কফবাতকৃতে শোথে লেপঃ কোষ্ণো বিধীয়তে॥

ছালঙ্গলেবুর মূল, গণিয়ারী, দেবদারু, শুণ্ঠী, কালিয়াওকড়া এবং রাস্না; এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বাতজন্য ব্রণশোথ দূরীভূত হইয়া থাকে।

শেওড়ারছাল কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট সর্পের ন্যায় বাতজন্য ব্রণশোথ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পুনর্নবা, সজিনাছাল, দেবদারু, দশমূল এবং শুণ্ঠী উষ্ণ করিয়া ইহাদের প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য ব্রণশোথ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্দত্তঞ্চ পতিতন্তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং ত্বুষ্যমানত্ত্বেবাবধারয়েৎ।
রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ।
শোথে মহতিসংবদ্ধে বেদনাবতিচব্রণে।
যো নযাতিশমং লেপ স্বেদসেকাপতর্পণৈঃ।
সোপিনাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিতমোক্ষণঃ।
বালবৃদ্ধকৃশক্ষীণ ভীরুণাং যোষিতামপি ঃ
মর্ম্মোপরি তু যাতে চ পক্কে শোথে সুদারুণে।
গবাং দন্তং জলেঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রাং প্রলেপয়েৎ।
অত্যন্ত কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনং।
কটুতৈলান্বিতৈ লেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ।
চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতং॥

রাত্রিকালে কদাচ প্রলেপ দিবেনা এবং প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলে তদ্দ্বারা পুনরায় প্রলেপ দিবে না। আর প্রলেপ দ্রব্য পর্য্যুষিত (বাসী) বা শুষ্ক হইলে তাহা প্রলেপার্থে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

যে ব্রণ অত্যন্ত শোথ ও বেদনা সংযুক্ত; বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহাতে প্রথমেই রক্তমোক্ষণ কার্য্য করিবেন।

যে ব্রণশোথ প্রলেপ, স্বেদ, সেক ও অপতর্পণ (লঙ্ঘন) প্রভৃতি দ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহা রক্তমোক্ষণ দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, ক্ষীণ, ভীরু ও স্ত্রীলোক ইহাদের মর্ম্মস্থানের উপরিস্থ অত্যন্ত শোথ সংযুক্ত ব্রণ পক্ক হইলে তাহা এবং অত্যন্ত কঠিন ব্রণশোথ কদাচ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে না। (উহা ঔষধাদি দ্বারা ছেদন করাই কর্ত্তব্য) উহাতে গোদন্ত জলসহ ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলেই উহা পাকিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সর্ষপ তৈল সহ-মিশ্রণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ বর্দ্ধিত হইতে পারে না এবং স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) পূয়রক্তাদি দোষ সকল অতি সত্বর বহির্গত হইয়া থাকে।

তিলাষ্টকঃ।—

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হরিদ্রে ত্রিবৃদ্ঘৃতং।
মধুকং নিম্বপত্রাণি লেপঃ স্যাদ্ব্রণশোধনঃ॥

তিলকল্ক (তিলের খৈল), সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, যষ্টিমধু ও নিমপাতা; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণশোধিত হইয়া থাকে।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধব মাক্ষিকং।
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী।
একস্মা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণ বিশোধনং।
নিম্বপত্রতিলৈঃ কল্কো মধুনা ক্ষতশোধনঃ।
রোপণঃ সর্পিষাযুক্তো যবকল্কেঽপ্যয়ং বিধিঃ।
নিম্বপত্র ঘৃতক্ষৌদ্র দার্ব্বী মধুকসংযুতা।
বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপযেদ্ব্রণং।
নিম্বপত্রং ঘৃতং যুক্তং প্রলেপাৎ ক্ষতনাশনং।
করঞ্জারিস্ট নির্গুণ্ডী রসোহন্যাদ্ব্রণ ক্রিমীন্।
লশুনেনাথ বা দদ্যাল্লেপনং ক্রিমিনাশনং॥

নিম্বপত্র, তিল, দন্তীমুল, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও মধু; এই সকল দ্রব্য একত্র অথবা কেবল মাত্র অনন্তমূল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ বিশোধিত হইয়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিমপাতা ও তিল একত্র অথবা কেবলমাত্র যব মধুসহ পেষণপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ক্ষত বিশোধিত হয় এবং ঘৃতসহ প্রয়োগ করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে।

নিমপাতা, ঘৃত, মধু, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অথবা কেবলমাত্র তিলের খৈল পেষণ করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ব্রণ শোধিত হয় এবং পূরিয়া উঠে।

কেবলমাত্র নিমপাতা ঘৃত সহযোগে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাটাকরঞ্জ, নিমপাতা ও নিসিন্দাপাতা, ইহাদের রস অথবা রশুনের রস প্রয়োগ করিলে ব্রণগত ক্রিমি (পোকা) সকল বিনষ্ট হইয়া যায়।

ত্রিফলা গুগ্গুলুঃ।—

যে ক্লেদপাক স্রুতিগন্ধবন্তো ব্রণা মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ।
প্রযান্তি তে গুগ্গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন॥

ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, অবশিষ্ট ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্লেদ, পাক, পূয়াদিস্রাব, দুর্গন্ধ ও অত্যন্ত বেদনাসংযুক্ত অতি বৃহৎ ব্রণশোথ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

বটিকা গুগ্গুলুঃ।—

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষ চূর্ণং গুগ্গুলুনাশনং।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচী মেহ কুষ্ঠ নাড়ীব্রণাপহঃ॥

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমানভাগে এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গুগ্গুলু লইয়া পেষণপূর্ব্বক ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। সুপথ্যভোজী হইয়া এই বটীকা সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণ (যাহাকে নালী ঘা বলা যায়) রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতং।—

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ।
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টয়োস্তথা।
দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিবৃৎ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণং প্রশমনং তথা নাড়ীবিশোধনং।
সদ্যচ্ছিন্ন ব্রণানাস্তু করঞ্জাদ্যমিদং ঘৃতং॥

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /৪ সের, জল ।৬ সের এবং ক্বাথার্থ ডহরকরঞ্জের কোমলপত্র ও ফল, জাতীপত্র, পল্তা, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কট্কী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণারমূল, নীলোৎপল, অনন্ত-মূল, শ্যামালতা এবং তেউড়ীমূল এই সকল কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে দুষ্টব্রণ প্রশমিত এবং নাড়ী-ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এই "করঞ্জাদ্যঘৃত" সদ্যচ্ছিন্ন ব্রণেও অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

জাতিকাদ্যং ঘৃতং।—

জাতীনিম্ব পটোলপত্র কটুকা দার্ব্বী নিশা শারিবা।
মঞ্জিষ্ঠাভয় সিক্থতুল্য মধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ।

সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতা স্রাবিণা।
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুধ্যন্তি রোহন্তি চ॥

ঘৃত /৪ চারিসের, কল্কার্থ জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পল্‌তা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণারমূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও করঞ্জবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্মমুখ মর্ম্মস্থানগত স্রাবসংযুক্ত গভীর ও বেদনান্বিত নাড়ীব্রণ সকল বিশুদ্ধ ও রূঢ় হইয়া থাকে।

গৌরাদ্যং ঘৃতং।—

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেবচ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনং।
জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈবচ।
পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরো মহাবীর্য্যোঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ।
আগন্তু সহজশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপি নাড়ীন্তু শোধয়েচ্ছীঘ্র মেবচ।
গৌরাদ্যং জীরকাদ্যঞ্চ তৈলমেতৎ প্রসাধ্যতে।
তৈলং সূক্ষ্মাননে দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এবচ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, অথবা উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতস ইহাদের ছাল সমভাগে সমস্তে /৮ সের, জল ৬৪ সের এবং অবশিষ্ট ক্বাথ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মৌলপুষ্প, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, বালা, মুথা, রক্তচন্দন, জাতীফল, নিম্বপত্র, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জের ছাল, কট্‌কী, মোম, যষ্টিমধু এবং মহামেদা (অভাবে শ্যামালতা) এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত বা তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে আগন্তুক, সহজ, চিরকালোত্থ, সূক্ষ্মমুখ, দুষ্ট, গম্ভীর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ও নাড়ীব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্যং যমকং।—

চন্দনং বটশুঙ্গঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা মধুকন্তথা।
প্রপৌণ্ডরীকং দূর্ব্বাচ পত্তঙ্গং ধাতকী তথা।

এভিস্তৈলং বিপক্কব্যং সর্পিঃ ক্ষীরসমন্বিতং।
অগ্নিদগ্ধ ব্রণশ্রেষ্ঠম্রক্ষণাদ্রোপণং পরং ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /২ দুইসের, উৎকৃষ্ট তিলতৈল /২ দুইসের ; জল।৪ ষোলসের ; এবং কল্কার্থ চন্দন, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ দূর্ব্বা, পত্তঙ্গ (রক্তচন্দন) ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের এবং দুগ্ধ।৬ ষোলসের। যথানিয়মে এই চন্দনাদ্য যমক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে (ম্রক্ষণ করিলে) অগ্নিদগ্ধ-জনিত ব্রণ সকল রূঢ় হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।—

দূর্ব্বা স্বরসসিদ্ধম্বা তৈলং কম্পিল্লকেন বা।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণং।
যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
রক্তপিত্তোত্তরং জ্ঞাত্বা সর্পিরেবাবচারয়েৎ ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের অথবা তিলতৈল /৪ চারিসের ; দূর্ব্বার স্বরস।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ কমলাগুড়ী /॥০ অর্দ্ধসের ও দারুহরিদ্রার ছাল /॥০ অর্দ্ধসের। যথাবিধানে এই তৈল ও ঘৃত পাক করিবে। এই দূর্ব্বাদ্য তৈল সর্ব্ববিধ ব্রণরোপক এবং এই দূর্ব্বাদ্য ঘৃত রক্তপিত্ত জন্য ব্রণ-রোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

কুঠারাদ্যং তৈলং।—

কুঠারকাৎ পলশতং ক্বাথয়েন্নল্বনেঽম্ভসি।
ততঃ পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কল্কৈঃ কুঠারাপামার্গ প্রোষ্ঠিকা মাক্ষিকাসু চ
এতৎ কুঠারকং তৈলং ব্রণশোধন রোপণং।
নাড়ীসু পরমোঽভ্যঙ্গো নিজাস্বাগন্তুকীষু চ ॥

উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের ; ক্বাথার্থ কুরালিয়া (কোদালে কুড়ুলে) লতা।২॥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের এবং পাকাবশিষ্ট ক্বাথ।৬ ষোলসের ও কল্কার্থ কুরালিয়া, অপামার্গ, প্রোষ্ঠিকা (পুঁটিমাছ) এবং মক্ষিকা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ নাড়ীব্রণ আগন্তুকব্রণ ও শারীরব্রণ বিশুদ্ধ ও প্ররূঢ় হইয়া থাকে।

বিপরীত মল্লতৈলং।—

সিন্দূরকুষ্ঠ বিষহিঙ্গু রসোনচিত্র
বাণাঙ্ঘ্রি লাঙ্গলিক কল্ক বিপক্ক তৈলং

প্রাসাদমন্ত্রযুতকং কৃতত্বহফেণঃ
ক্লিন্নব্রণপ্রশমনো বিপরীতমল্লঃ।
খড়্গাভিঘাত গুরুগণ্ড মহোপদংশং
নাড়ীব্রণ ব্রণবিচর্চ্চিকা কুষ্ঠপামা।
এতান্নিহন্তি বিপরীতকমল্ল নাম
তৈলং যথেষ্ট শয়নাশন ভোজনস্য।
চিত্রকো রক্তচিত্রকঃ বাণাঙ্ঘ্রি শরপুঙ্খিয়া
মূলং জলঞ্চ চতুর্গুণং তৈলঞ্চ সার্ষপং
প্রাসাদামন্ত্রো মাহেশ্বরমন্ত্রঃ॥
ওঁ হঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হেঁ হৌঁ শিবায় স্বাহা।
ইতি পঠিত্বা ফুৎকারেণ ফেণমালোঢ্যং॥

উৎকৃষ্ট সর্ষপতৈল /৪ চারিসের; জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ সিন্দুর, কুড়, বিষ, হিঙ্গু, রসোন, রক্তচিতারমূল, শরপুঙ্খারমূল ও বিষলাঙ্গলিয়া; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক "ওঁ হঁ হ্রী ক্রীঁ হেঁ হৌঁ শিবায় স্বাহা" এই মাহেশ্বর মন্ত্রপাঠ করিয়া ফুৎকার দিয়া ফেণ আলোড়নপূর্ব্বক তৈল সিদ্ধ করিয়া লইবে। যথেষ্ট শয়ন আসন ও ভোজনকারী ব্যক্তি এই বিপরীত মল্লতৈল ব্যবহার করিলে খড়্গাভিঘাত-জনিত ক্ষত, গুরুতর শোথ, উপদংশ, নাড়ীব্রণ, ব্রণ, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ ও পামা প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুণবতী বর্ত্তিঃ।—

তুল্যং সর্জ্জরসং লোধ্রং সিন্দূরাতিবিষে নিশা।
অক্ষকং পিল্লশ্রীবাসো গুগ্‌গুলু ঘৃততৈলকৈঃ।
তুল্যাংশং পেষয়েৎ পিণ্ডং তত্তুল্যং সিক্‌থকং ভবেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ পাত্রে মিশ্রিতং তংসমুদ্ধরেৎ।
বর্ত্তির্গুণবতী নাম যুক্তা শীতজলান্বিতা।
দুঃসাধ্য ব্রণগণ্ডেষু তিহা নাড়ীব্রণেষু চ।
শোধনে রোপণে চৈব স্বাস্থ্যমুৎপাদয়ত্যলং॥

ধূনা, লোধ, সিন্দুর, আতৈষ, হরিদ্রা, তিনিশবৃক্ষেরছাল, বোলনামক গন্ধদ্রব্য, শিলারস, গুগ্‌গুলু, ঘৃত এবং তৈল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমানভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মোম লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসংযোগে পাকপূর্ব্বক শীতলজলসহ বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য, ব্রণশোথ ও নাড়ীব্রণরোগ বিশুদ্ধ ও রূঢ় হইয়া থাকে।

অমৃতগুড়িকা গুগ্‌গুলুঃ।—

অমৃতা পটোলমূল ত্রিফলা ত্রিকটু ক্রিমিঘ্নানাং।
সমভাগানাং চূর্ণং সর্ব্বসমো গুগ্‌গুলোর্ভাগঃ।
প্রতিবাসরমেকৈকাং গুড়িকাং খাদেদক্ষ পরিমাণঞ্চ।
জেতুং ব্রণবাতাসৃগ্‌গুল্মোদরঃ শ্বয়থু পাণ্ডুরোগান্॥

গুলঞ্চ, পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত গুগ্‌গুলু গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম প্রকার চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিবস ইহার একটী করিয়া গুড়িকা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ব্রণ, বাতরক্ত, গুল্ম, উদর, পাণ্ডু এবং শোথ প্রভৃতি বিবিধ-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদিবটিকা গুগ্‌গুলুঃ।—

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সহ।
সর্পিষা বটিকাং খাদেজ্জাত্বা চ হিতভোজনং।
দুষ্টব্রণাঽপচী মেহ দুষ্টনাড়ী বিশোধনঃ॥

বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে এক ভাগ এবং গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান মাত্রায় লইয়া চূর্ণ করতঃ ঘৃতসহ বটিকা প্রস্তুত করিবে। সুপথ্য সেবী হইয়া এই বটিকা সেবন করিলে দুষ্ট-ব্রণ, অপচী ও মেহ বিনষ্ট হয় এবং দুষ্ট নাড়ীব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অমৃতা গুগ্‌গুলুঃ।—

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলপলন্তুথা।
পাঠা মূর্ব্বা বলে দ্বে চ দার্ব্বী গন্ধর্ব্বহস্তীনী।
পৃথক্ দশপলান্ ভাগান্ শতঞ্চাপি হরীতকী।
বিভীতকী শতে দ্বে চ চত্বার্য্যামলকানি চ।
গুগ্‌গুলুপ্রস্থ সংযুক্তো দ্রোণেঽপামুষিতং নিশি।
পূর্ব্বাহ্নে ক্বাথয়েদ্ধীমান্ চতুর্ভাগাবশেষিতং।
উদ্ধৃত্য স্বাতুবিপচেদ্‌যাবল্লেহ ক্রমাগনং।
শীতৈতে্ত তানি মধুনঃ প্রক্ষিপেৎ পলিকানি চ।
ত্রিফলা ত্রিবৃতা ব্যোষ দন্তী ছিন্নাশ্বগন্ধকাৎ।
ক্রিমিশক্রদলং চোচং সূক্ষ্মৈলা নাগকেশরং।
স্বচ্ছন্দা হাবচেষ্টাস্য শীতাম্ভো বৃষ্যভোজনং।

অমৃতাগুগ্গুলুর্নাম সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ।
দুষ্টকুষ্ঠ বিসর্পাশ্চ হিক্কামোহগরোদরং।
প্লীহানং যক্ষ্মহৃদ্রোগং মুখশুদ্ধিকরং পরং॥

গুলঞ্চ।২॥০ সের, দশমূল।২॥০ সের, আকনাদী, সূচমুখী, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল, প্রত্যেকে দশপল, হরীতকী ১০০ একশত, বহেড়া ২০০ দুইশত; আমলকী ৪০০ চারিশত এবং শোধিত গুগ্গুলু /২ দুই সের; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে ৬৪ চৌষট্টি-সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পাকপূর্ব্বক।৬ ষোলসের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া জলীয় ভাগ ক্বাথ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইবে; এবং শীতল হইলে উহাতে /১ একসের মধু এবং হরীতকী, বহেড়া, আমলা, তৈউড়ীমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাচি ও নাগকেশর ইহাদের মিলিতচূর্ণ /১ এক-সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। যথেচ্ছ আহার বিহার, শীতল জল ও বলকর দ্রব্য সেবী হইয়া এই অমৃতা গুগ্গুলু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ব্রণ বিশোধিত হয় এবং কুষ্ঠ ও বীসর্পাদি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্রণরোগঃ।—

পারদস্য ত্রয়োভাগাস্তাম্রকস্যৈক বিংশতিঃ।
জম্বীরাম্লেন তৎপিষ্টং মাণিমন্থস্য সপ্তভিঃ।
নবভির্গন্ধস্যাংশৈঃ শৃঙ্গবেরেণ মর্দ্দয়েৎ।
সপ্তাহমাতপে তীব্রে ভাবিতঃ শস্ত্রবল্লিখেৎ।
গন্ধেশাহিফেনং তুল্যং ত্র্যহং জম্বীরমর্দ্দিতং।
কুমার্য্যা নরমূত্রেণ চিত্রকেন চ সিন্ধুনা।
সৌবর্চ্চলেন চ পৃথক্ যুক্ত্যাচ বিধিবৎ ক্রমাৎ।
ব্রণরোগেষু সর্ব্বেষু সদ্যোজাত ব্রণেষু চ।
তথাহি ভগন্দরে গণ্ডমালাশ্চ নিযোজয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণ বা যথাযোগং ত্রিবল্লং পুরসেবিতং॥

পারদ ৩ ভাগ ও তাম্র ২১ভাগ জম্বীর রসে পেষণ করিবে; এবং সৈন্ধবলবণ ৭ ভাগ ও গন্ধক ৯ ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া ৭ সাতদিন তীব্র সূর্য্যাতপে ভাবিত করতঃ তদ্দ্বারা ব্রণ শস্ত্রের লেখন এবং গন্ধক, পারদ ও অহিফেন প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীরনেবুর রস, ঘৃতকুমারীর রস, নরমূত্র, রক্তচিতার ক্বাথ, সৈন্ধবলবণের

জল ও সৌবর্চ্চল লবণের জল এই সকল দ্বারা ৩ দিন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগ, ভগন্দর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন শোধিত গুগ্গুলু ৩ রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিলেও ব্রণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যশ্চ চন্দ্রপ্রভালৌহশ্চিরোত্থে মর্ম্মগে ব্রণে।
ব্রণে গলতি গম্ভীরে কুষ্ঠোক্তোদয়ভাস্করঃ।
গলৎকুষ্ঠহরশ্চৈব যোগঃ কার্য্যো বিজানতা॥

"চন্দ্রপ্রভা লৌহ" এবং কুষ্ঠ অধিকারে কথিত "উদয় ভাস্কর" ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে চিরকালজাত, মর্ম্মগত পূয়াদি স্রাবসংযুক্ত গম্ভীর ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং এই ঔষধ গলৎকুষ্ঠরোগের পক্ষে মহৌষধ বলিয়া জানিবে।

ইতি ব্রণশোথ চিকিৎসা।

লবণাম্ল কটূষ্ণানি বিদাহীনি গুরূণিচ।
বর্জ্জয়েদন্নপানানি ব্রণীমৈথুনমেবচ।
নবং ধান্যং মাষতিল গুড়কুলত্থমুদ্গাকৃসরাঃ।
কলায়ানিষ্পাবা হরীতকী জলানূপপিশিতং।
হিমাম্লৌ বল্লূরং লবণকটুকং পিষ্টবিকৃতির্দধি
ক্ষীরং তক্রং ব্রণেষু সকলং দোষজনকং॥

ইতি শারীরব্রণসদ্যোব্রণাধ্যায়ঃ।

লবণ রসাত্মক, অম্লরসযুক্ত, কটু, উষ্ণ, বিদাহি ও গুরুদ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত অন্নপান এবং মৈথুন এই সকল ব্রণরোগী অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। নূতন ধান্য, মাষকলায়, তিল, গুড়, কুলত্থকলায় ও মুগ সহযোগে প্রস্তুত কৃসরা (খিচুড়ী), কলায়, রাজমাষ, হরীতকী, আনূপজল, আনূপ-মাংস, শীতলদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, বল্লূর (শুষ্কমাংস), লবণ রসাত্মকদ্রব্য, কটুদ্রব্য, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ ও তক্র এই সকল ব্রণরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

ইতি শরীরব্রণ ও সদ্যোব্রণ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণোৎপাট্যকর্ম্মবিৎ।
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকং।
শ্লৈষ্মিকি তিলযষ্ট্যাহ্ব নিকুম্ভারিষ্টসৈন্ধবৈঃ।

শল্যজাং তিলমধ্বাজ্যৈর্লেপয়েচ্ছিন্ন শোধিতাং।
পৈত্তিকীন্তিলমঞ্জিষ্ঠা নাগদন্তী নিশাযুগৈঃ।
নাড়ীং বাতকৃতাং সাধুপাটিতাং লেপয়েদ্ভিষক্।
প্রত্যক্পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পুরাতনগুড়ৈস্তুল্যং টঙ্কণং সূক্ষ্মপেষিতং।
তদ্বর্ত্ত্যাপূরয়েন্নাড়ীব্রণং শীঘ্রতরং ব্রজেৎ।
আরগ্বধো নিশাকালা চূর্ণাজ্য ক্ষৌদ্রসংযুতা।
মূত্রবর্ত্তি ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী॥

নাড়ীব্রণ (ক্ষতশোষ বা নালী ঘা) হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক নালীর গতি অনুসন্ধানপূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন (বিদারণ) করিয়া দিবেন এবং তৎপরে ব্রণরোগের চিকিৎসার প্রণালী অনুসারে শোধন ও রোপণাদি চিকিৎসার বিধান করিবেন।

শ্লৈষ্মিক নাড়ীব্রণে তিল, যষ্টিমধু, নিকুম্ভ (দন্তীমূল), নিমপাতা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শল্যজন্য নাড়ীব্রণরোগে প্রথমতঃ ব্রণ বিদীর্ণ করিয়া তৎপরে তিল, মধু ও ঘৃত এই তিনদ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজন্য নাড়ীব্রণে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, নাগদন্তী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

বাতাত্মক নাড়ীব্রণে প্রথমতঃ ব্রণ অস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। পুরাতন গুড় এবং সোহাগার খৈ একত্র পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ক্ষত পূরণ করিলে নাড়ীব্রণ শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া থাকে।

সোণালুর পাতা, হরিদ্রা ও কালাকড়া এই তিনদ্রব্য চূর্ন করিয়া গোমূত্র সহ পাকপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ব্রণমধ্যে প্রয়োগ করিলে ব্রণমধ্যগত দূষিত পূয়রক্তাদি নির্গত হইয়া ব্রণ বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং পুনরায় নাড়ী (শোষ) আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

বর্ত্তিকৃতং মাক্ষিকসংযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা।
দুষ্টব্রণে যদ্বিহিতন্তু তৈলং তৎসেব্যমানং গতিমাশু হন্তি॥

সৈন্ধবলবণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ ক্ষতমধ্যে প্রয়োগ করিলেও নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দুষ্ট ব্রণরোগে যে সকল তৈল কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তৈল প্রয়োগ করিলেও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হইতে থাকে, কদাচ বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতাচযা।
ক্ষারসূত্রেণতাং ছিন্দ্যান্নশস্ত্রেণ কদাচন।
এষণ্যাগতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীং।
সূচীং নিদধ্যাদ্‌গত্যন্তে চোন্নম্যাশু চ নির্হরেৎ।
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধনমাচরেৎ।
ততঃ ক্ষীণবলংবীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ।
ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্নছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা।
অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভির্যববক্রাভি র্বাচিতং বা সমন্ততঃ।
মূলে সূত্রেণ বধ্নীয়াচ্ছিন্নে চোপাচরেদ্‌ব্রণং॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তিদিগের নাড়ীব্রণ এবং যে সকল নাড়ীব্রণ মর্ম্মস্থানজাত, তাহা কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা বিদীর্ণ না করিয়া, ক্ষারসূত্র বন্ধন দ্বারাই ছেদন করিবে। ক্ষারসূত্র প্রয়োগ প্রণালী—প্রথমতঃ এষণী-নামক শলাকা দ্বারা নালীর গতি অনুসন্ধানপূর্ব্বক ক্ষারসূত্রানুবর্ত্তি সূচী নালীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নালীর অপর প্রান্ত বিদ্ধ করিয়া সূচী বাহির করিয়া লইবে এবং পশ্চাৎ নালীর মধ্যে প্রবিষ্ট সেই সূত্রের প্রান্তদ্বয় ধরিয়া একত্র দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। কিন্তু ঐ সূত্র ক্ষীণবল হইলে (পচিয়া শক্ত না থাকিলে) পুনর্ব্বার অন্য ক্ষারসূত্র সূচীদ্বারা নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া, পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বন্ধন করিয়া রাখিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত নালী ছিন্ন না হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নাড়ী এবম্প্রকার সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে এবং সূত্র ক্ষীণবল হইলে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। বিচক্ষণ চিকিৎসক ভগ-ন্দর রোগের ব্রণও এইরূপে ক্ষারসূত্রদ্বারা ছেদন করিবেন। আর সূক্ষ্ম-মূল অর্ব্বুদাদিরোগে অর্ব্বুদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া মূলদেশে সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন; কিন্তু অর্ব্বুদস্থূল মূল হইলে যববৎ মধ্য স্থূল অথচ সূক্ষ্মমুখ হয় এমন সূচীদ্বারা চতুর্দ্দিক বিদ্ধ করতঃ মূলদেশে ক্ষারসূত্র বন্ধন করিয়া ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত সূত্রবন্ধন করিয়া রাখিবে; এবং ছিন্ন হইলে ব্রণ চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা বিধান প্রয়োগ করিবেন।

স্বর্জ্জিকাদ্য তৈলং।—

স্বর্জ্জিকা সিন্ধুদন্ত্যগ্নি রূপিকামলনীলিকা।

খরমঞ্জরিবীজেষু তৈলং গোমূত্রপাচিতং।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহং॥

তৈল /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ স্বর্জ্জিকাক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমুল, রক্তচিতারমূল, শ্বেত আকন্দেরমুল, নল, নীলিকা ও খরমঞ্জরীর (অপামার্গের) বীজ এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের এবং গোমূত্র ।৬ ষোলসের ৷ যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে দুষ্ট ব্রণ এবং কফজ নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কার্পাস তৈলং।—

কার্পাসমূল রজনীকল্কং দত্বা জলে শৃতং তৈলং।
পূরণ মাত্রাচ্চিরজা নাড়ীব্রণমাশু বিনাশয়তি॥

তৈল /৪ চারিসের, জল চৌষট্টিসের এবং কল্কার্থ কার্পাসমূল /।০ অর্দ্ধসের ও হরিদ্রা /।০ অর্দ্ধসের। যথাবিধানানুসারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা ক্ষতপূরণ করিলে অতিসত্বর নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভল্লাতকাদ্যং তৈলং।—

ভল্লাতকার্ক মরিচৈর্লবণোত্তমেন
সিদ্ধং বিড়ঙ্গ রজনীদ্বয় চিত্রকৈশ্চ।
স্যান্মার্কবস্যচ রসেন নিহন্তি তৈলং
নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ॥

তৈল /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ।৬ ষোলসের; কল্কার্থ ভেলাবীজ, আকন্দেরমূল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং রক্তচিতারমূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমান পরিমাণে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে কফবাতজ নাড়ীব্রণ, অপচী ও ব্রণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুম্ভীকর্দ্যং তৈলং।—

কুম্ভীক খর্জ্জুর কপিত্থ বিল্ব বনস্পতীনান্তু শলাটুবর্গে।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈলং প্রবাপ্যমুস্তা সরলা প্রিয়ঙ্গু।
সৌগন্ধিকা মোচরসাহিপুষ্প লোধ্রানি দত্বা খলু ধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্য প্রভবাহি নাড়ীরোহেদ্ব্রণোবৈ সুখমাপ্নুয়াচ্চ॥

তৈল /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ কুমারিয়ালতা, খর্জ্জুর, কয়েদবেল, বেলমূলেরছাল, এবং বট, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি পুষ্পহীনবৃক্ষের অপক্ব (কাঁচা) ফল সমভাগে সমস্তে /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের; এবং কল্কার্থ মুথা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, লোধ ও ধাইফুল এই সকল কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথাবিধানে

এই তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে শল্যজনিত নাড়ীব্রণ অতি শীঘ্রই প্ররূঢ় হয় এবং রোগী সুস্থতা লাভ করিয়া থাকে।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।—

গুগ্‌গুলুস্ত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতৈঃ।
নাড়ীদুষ্টব্রণং শূলং ভগন্দরবিনাশনং।
সর্ব্বসমো গুগ্‌গুলুঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাড়ীব্রণগজাঙ্কুশঃ।—

দরদঃ পার্ব্বতীপুষ্প কুনটী পুরুষোরসঃ।
শোণিতং গন্ধকোদৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী।
শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গাশ্চ যমানী গজপিপ্পলী।
মরিচার্কঞ্চ বরুণাস্চূর্ণকঞ্চ হরীতকী।
মর্দ্দিতং কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদিহঃ।
নাড়ীব্রণপ্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চ্চিকাং।
চিরং ব্রণ দদ্রুকুষ্ঠ পূতিকর্ণ শিরোগদং।
পাদস্ফোটং তথা কুষ্ঠং বিচর্চ্চিং বহুকীটজং।
দরদো হিঙ্গুল পার্ব্বতি গৈরিকং পুষ্প রসাঞ্জনং।
কুনটী মনঃশিলা পুরুষো গুগ্‌গুলুঃ।
শোণিতং দৈত্যঃ লৌহং অন্যন্তু ব্যক্তং॥

ইতি নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

দরদ (হিঙ্গুল), পার্ব্বতী (গৈরিক), পুষ্প (রসাঞ্জন), কুনটী (মনঃশিলা), পুরুষ (গুগ্‌গুলু), রস (পারদ), শোণিত (কুঙ্কুম), গন্ধক, দৈত্য (লৌহ), সৈন্ধবলবণ, আতইস, চই, শরমূল, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপুল, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণবৃক্ষেরছাল এবং হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সর্ষপতৈলসহ মিশ্রিত করতঃ যত্রামাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা অনুপান বিবেচনায় প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ (ব্রণ শোষ বা নালী ঘা) গণ্ডমালা, বিচর্চ্চিকা, চিরব্রণ, দদ্রু, কুষ্ঠ, পূতিকর্ণ (কাণ দিয়া রক্তপূয়াদি পতিত হওয়া), শিরোরোগ ও পাদস্ফোটক, প্রভৃতি বিবিধব্যাধি বিনষ্ট হয়।

ইতি নাড়ীব্রণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ভগন্দরাধিকারঃ।

লঙ্ঘনস্বেদনালেপ বিস্রাপনবিরেচনৈঃ।
রক্তমোক্ষাদিভিঃ শীঘ্রং গুদস্য শ্বয়থুঞ্জয়েৎ।
গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোষ্য শোধয়েত্ততঃ।
রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথাপাকং নগচ্ছতি॥

গুহ্যদেশে শোথ লক্ষিত হইলে, তাহা লঙ্ঘন, স্বেদ, প্রলেপ, বিস্রাপন ও বিরেচন প্রয়োগদ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ রক্তমোক্ষণ করিবে; যেন ঐ শোথ কোন প্রকারে পাকিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

বটপত্রেষ্টকা শুণ্ঠী গুড়ূচ্যঃ সপুনর্ণবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কারম্ভে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে।
পিড়কা নাম পক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকং।
কর্ম্ম কুর্য্যাদ্বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়া॥

বটপত্র, জলের নীচের ইট, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পীড়কাবস্থায় প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ প্রশমিত হয়। ভগন্দররোগে অপক্ক পীড়কাবস্থায় রোগীকে অপতর্পণ (লঙ্ঘন) হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশ প্রকার চিকিৎসা করিবে এবং পীড়কা বিদীর্ণ হইলে যে প্রকারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

এষণী পাটনক্ষার বহ্নিদাহাদিকং ক্রমং।
বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং তথাদোষং।
ত্রিবৃত্তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা।
তৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধব ক্ষৌদ্রসংযুতং।
রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী লেপো হন্তি ভগন্দরং।
কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলা দন্তী মাগধঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণবিশোধনং।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্নসংশয়ঃ॥

ভগন্দররোগে প্রথমতঃ এষণীনামক শলাকাদ্বারা ছেদন, ক্ষার প্রয়োগ, অগ্নিদ্বারা দগ্ধকরণ প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধানে চিকিৎসা করিয়া পশ্চাৎ ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।

ভগন্দররোগে শোধনার্থে তেউড়ী, তিল, নাগদন্তী, সৈন্ধবলবণ ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল উপযুক্ত মাত্রায় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ী, তেজোবতী (চই অথবা জ্যোতিষ্মতীলতা) ও দন্তী এই সকল সমভাগে লইয়া পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তীমূল, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, মধু, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তুঁতে এই সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশোধিত হয়।

মনসাসীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর ও দারুহরিদ্রা এই দ্রব্যত্রয় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ভগন্দরের নালী অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে এই বর্ত্তি প্রবিষ্ট করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা শরীরস্থ অন্যান্য নাড়ীব্রণও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থি প্রলেপনং।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরং।
লেপঞ্চ কুর্য্যাদ্বিষতিন্দুবীজং বলিঞ্চ ধুস্তূররসেন পিষ্ট্বা।
নরাস্থি তৈলেন বিপাচয়েচ্চ সর্ব্বে ব্রণা যান্তি বিনাশমাশু।
পলাশবীজস্য রসেন গন্ধং ঘৃতেন যুক্তং পরিপাচয়েত্তু।
তল্লেপনাদ্বাথ পলাশবীজ তৈলাস্তু লেপাৎ ব্রণনাশনং স্যাৎ।
পঞ্চতিক্তঘৃতং শস্তং পঞ্চতিক্তশ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
ন্যগ্রোধাদিগণো যস্তু হিতঃ শোধনরোপণঃ।
তৈলং ঘৃতম্বা তৎপক্কং ভগন্দরবিনাশনং॥

বিড়ালের অস্থি (হাড়) চূর্ণ ত্রিফলার রসসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্ট ব্রণসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

মাকড়াগাবেরবীজ এবং গন্ধক ধুতূরার রসে পেষণপূর্ব্বক মনুষ্যের হাড়ের তৈলে পাক করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ ব্রণরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গন্ধক পলাশবীজের রসে পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ পাক করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা পলাশবীজ ঘৃতসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"পঞ্চতিক্তঘৃত", "পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুলু" এবং "ন্যগ্রোধাদিগণ" ভগন্দর ও অন্যান্য ব্রণরোগের শোধন ও রোপণ (পূরণ) কার্য্যে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

উক্ত ন্যগ্রোধাদিগণের সহিত পাক করা ঘৃত ও তৈল ভগন্দররোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে।

বিষ্যন্দনং তৈলং।—

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎ পাঠে মলপূ হয়মারকৌ।
সুধাং বচাং লাঙ্গলিকাং হরিতালং সুবর্চ্চিকাং।
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ভগন্দরে।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরমুত্তমং॥

তিলতৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ রক্তচিতারমূল, আকন্দেরমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদী, মলপূ (কাকডুমুর), হয়মারক (করবীর), মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, সুবর্চ্চিকা (স্বর্জ্জিকাক্ষার) ও জ্যোতিষ্মতীলতা এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের। এই বিষ্যন্দননামক তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয় এবং ইহা ব্রণশোধক, রোপক ও সবর্ণকারক।

করবীরাদ্যং তৈলং।—

করবীর নিশাদন্তী লাঙ্গলী লবণাগ্নিভিঃ।
মাতুলুঙ্গার্কবৎসাহ্বৈঃ পচেৎ তৈলং ভগন্দরে॥

তৈল /৪ সের, জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ করবীর, হরিদ্রা, দন্তীমূল, বিষলাঙ্গলিয়া, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, ছোলঙ্গলেবুর মূল, আকন্দের মূল ও কুড়চিছাল; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিশাদ্যং তৈলং।—

নিশার্কক্ষীরসিন্ধ্বগ্নি পুরাশ্বহন বৎসকৈঃ।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনং॥

তৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ হরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতার মূল, অশ্বহন (করবীর) ও কুড়চিছাল সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়।

নবকার্ষিকো গুগ্গুলুঃ।—

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা শোথগুল্মার্শো ভগন্দরবতাং হিতা॥

হরীতকী, ১ ভাগ, বহেড়া ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, শোধিত গুগ্গুলু ৫ ভাগ এবং পিপুল ১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায়

গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ ও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ।—

ত্রিকটু ত্রিফলামুস্তং বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকং।
শট্যেলা পিপ্পলীমূল হবুষা সুরদারু চ।
তুম্বুরুং পুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ং।
বিড়ং সৌবর্চ্চলং ক্ষারো সৈন্ধবং গজপিপ্পলী
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণ গুগ্‌গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ।
কাসং শ্বাসং তথাশোথমর্শাংসি চ ভগন্দরং।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি শিরোরুজং।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়াণাং হতচেতসাং।
আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণিচ।
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদন্তথা।
সপ্তবিংশতিকোহ্যেষ সর্ব্বরোগনিসূদনং॥

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, রক্তচিতারমূল, শটী, এলাচি, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, তিংলাউ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চই, রাখালশসারমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্-লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপুল ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ গুগগুলু লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকাররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রাবিতাণ্ডবঃ।—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতং।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা হণ্ডিকান্তর্নিরোধয়েৎ।
দ্বয়োঃ সমং তাম্রপাত্রং সংশুদ্ধে সন্ধিলেপিতে।
তৎভাণ্ড ভস্মনাপূর্য্য চুল্ল্যাং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ।
দ্বিযামান্তে তদুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলং।
জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধ্বা সপ্তপুটে পচেৎ।

গুড়ৈকং মধুনাজ্যেন লিহেদ্ধন্তি ভগন্দরং।
মূষলী লবণঞ্চানু আরনালযুতং পিবেৎ॥

পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক উভয়ের তুল্য তাম্র মিশ্রিত করিবে এবং একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া অন্তঃ-সারাবে বদ্ধ করতঃ ও ভস্মদ্বারা ঊর্দ্ধদেশ পূর্ণ করিয়া তীব্র অগ্নি সন্তাপে ২ প্রহর কাল পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া জম্বীর নেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭ সাতবার পুটপাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে মধু সহযোগে লেহন করিয়া তালমুলী, লবণ ও কাঁজি অনুপান করিবে।

রবিতাণ্ডবঃ।—

সমভাগং রসং নাগং সংযোজ্যৈক বিমর্দ্দয়েৎ।
গন্ধকেনশ্চ সংযোজ্য দদ্যাদ্রস সমাং কণাং।
সর্ব্বমেকত্র মৃদ্‌দীয়াৎ ত্রিদিনং জম্বীররসৈঃ।
কুমার্য্যা চ তথা জাত্যা ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্।
সিদ্ধে শর্করয়া দদ্যাত্রিসপ্তাহন্ত্রিবল্লকং।
শীতঞ্চ চুল্লকাদম্ভো গোমূত্রং নচ ভোজয়েৎ।
ভগন্দরার্ব্বুদান্ কোষ্ঠি ব্রণ বিষব্রণানপি।
সর্ব্বদীপকরসোহরত্যয়ং সূর্য্যদাসকৃতি বিনির্ম্মিতাঃ॥

পারদ এবং তাম্র একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎসহ গন্ধক ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ জম্বীর নেবু, ঘৃতকুমারী ও জাতীপত্র ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪।৫ রতি মাত্রায় ইক্ষু-চিনি সহ সেবন করিলে ২১ একবিংশতি দিবসের মধ্যে ভগন্দর, অর্ব্বুদ, ব্রণাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কদাচ শীতলজল, মাষকলাই ভিজান জল ও গোমুত্র পান করিবে না।

জম্বুকমাংসং ভক্ষয়েৎ প্রকারৈর্ব্ব্যঞ্জনাদিভিঃ।
অজীর্ণবত্রিমাসেন মুচ্যতে তু ভগন্দরাৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সম্বৎসরং পরিহরেৎ উপরুঢ় ব্রণো নরঃ॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ।

শৃগালের মাংসে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণবৎ তিন মাসের মধ্যেই ভগন্দররোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ভগন্দর রোগীর ব্রণ প্ররূঢ় হইলে (পুরিয়া উঠিলে) এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, যুদ্ধ, হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন ও গুরুদ্রব্য সেবনাদি পরিত্যাগ করিবে।

ইতি ভগন্দররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ উপদংশাধিকারঃ।

পটোলনিম্ব ত্রিফলা গুড়ূচীক্বাথং পিবেদ্বা খদিরাশনাভ্যাং।
সগুগ্‌গুলুং বা ত্রিফলযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রদেহঃ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশ প্রশান্তয়ে।
জায়াজাত্যশ্বমারাক শম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্।
কৃতং প্রক্ষালনে ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ।
দহেৎ কটাহে ত্রিফলা সারগী মধুসংযুতা।
উপদংশে প্রলেপোহয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণং॥

পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ অথবা খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্বাথ গুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ উপদংশ রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলার ক্বাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, অথবা জয়ন্তীপত্র, জাতীপত্র, করবীপত্র ও আকন্দপত্র ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে ব্রণ ও ক্ষত প্রক্ষালন করিলে উপদংশরোগ নিবারিত হইয়া থাকে এবং ত্রিফলা লৌহকটাহে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তাহা চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশের ব্রণ প্ররূঢ় হয়।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়াবা সমন্বিতং।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপেন সর্ব্বলিঙ্গ গদাপহং।
কুমারীরস সংপিষ্ট জীরকং লেপয়েদ্ভিষক্।
তেন দাহশ্চ পাকশ্চ শময়াপ্নোতি নিশ্চয়ং।
মহাশঙ্খং জলৈর্ঘৃষ্টং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
খদিরৈস্ত্রিফলৈর্ব্বাপি তোয়ঃ প্রক্ষালনং হিতং।
ত্রিফলৈর্ব্বা জলৈঃ সারং খদিরং লেপয়েত্তথা।
সগন্ধক ঘৃতৈর্লেপঃ পক্বলিঙ্গে সুখাবহঃ॥

রসাঞ্জন ও শিরীষবৃক্ষের ছাল অথবা রসাঞ্জন ও হরীতকী একত্র চূর্ণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে উপদংশাদি সর্ব্ববিধ লিঙ্গরোগ আরোগ্য হয়।

জীরক ঘৃতকুমারীররসে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপদিলে উপদংশ জন্য দাহ ও পাক নিবারিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের কপালাস্থি জলে ঘর্ষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা খদিরের ক্বাথ ও ত্রিফলার ক্বাথে প্রক্ষালন করিলে কিম্বা খদিরসার ত্রিফলার জলসহ বা গব্যঘৃতসহ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশ জনিত লিঙ্গপাক আরোগ্য হইয়া থাকে।

গন্ধকং দরদং তুত্থং খদিরং যাবশূকজং।
সমভাগানি চৈতানি কারয়েৎ কুশলোভিষক্।
তেষাঞ্চতুর্গুণং গ্রাহ্যং বদরাঙ্গারসম্ভবং।
মর্দ্দয়েৎ খল্বমধ্যে তু বহু জম্বীরবারিণা।
রক্তিদ্বয় প্রমাণস্তু বদরাঙ্গার বহ্নিনা।
ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পিবেদ্ধূমং গুড়িকগ্রহসংজ্ঞকা।
পথ্যং মসূরযূষঞ্চ লবণামিষবর্জ্জিতং।
উপদংশং মহাঘোরং নাশয়েৎ সপ্তরাত্রিতঃ।
ভাণ্ডমধ্যে বদরাঙ্গারবহ্নিং সংস্থাপ্য তদুপরি
একৈকাং বটিকাং দত্ত্বা শরাবেণাচ্ছাদ্য ছিদ্রং
কৃত্বা নাসিকাবন্ধেণ ধূমং পিবেৎ।
ত্রিসন্ধ্যাভ্যাং প্রত্যহং গ্রহসংজ্ঞকাং বটিকাং খাদেৎ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, তুঁতে, খদির ও যবক্ষার এই সকল প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং কুলকাষ্ঠের অঙ্গার ২০ কুড়ি ভাগ একত্র জম্বীররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ দুই রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এবং একটী ভাণ্ড মধ্যে কুলকাঠের অগ্নি রাখিয়া তদুপরি এক একটী বটীকা স্থাপনপূর্ব্বক শরার দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিবে। এবং একটী ছিদ্র করিয়া নাসিকা দ্বারা ধূমপান করিবে। প্রতিদিন এবম্প্রকারে ধুম পান ও মসূরের পথ্য করিবে। কদাচ আমিষ ও লবণ ভক্ষণ করিবে না। ইহাদ্বারা ৭ রাত্রির মধ্যে উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

উপদংশারি ধূমং।—

মনঃশিলা হিঙ্গুল গন্ধকঃ খবশ্বেতার্ক যবক্ষার
জম্বীরনীরেণ পরিমর্দ্দ্য বদরীকাষ্ঠোদ্ভব বহ্নিনা
স্বেদঞ্চ কার্য্যা ত্রিদিন ক্রমেণ সর্ব্বোপদংশ বিষ
বিস্ফোটঞ্চ নাশয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠঞ্চ॥

মনঃশিলা, হিঙ্গুল, গন্ধক, খর (ক্ষুদ্রলতা বিশেষ), শ্বেত আকন্দেরমূল ও যবক্ষার একত্র জম্বীররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক কুলকাষ্ঠের অগ্নি সংযোগে স্বেদ প্রয়োগ করিলে ৩ দিবসের মধ্যে সর্ব্ববিধ উপদংশ, বিষদোষ, বিস্ফোট ও সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতং।—

ভূনিম্বনিম্বত্রিফলাপটোল করঞ্জজাতী খদিরাশনানাং।
সতোয়কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্কং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টং॥

ঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ চিরতা, নিমছাল, ত্রিফলা, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জের ছাল, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল সমভাগে সমস্তে /৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত চিরতা হইতে পীতপাল পর্য্যন্ত দ্রব্যগুলি সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্ববিধ উপদংশ বিনষ্ট হয়।

আগারধূমাদ্যং তৈলং।—

আগারধূমো রজনী সুরা কিট্টঞ্চ তৈস্ত্রিভিঃ।
ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডুশোথরুজাপহং।
জলং চতুর্গুণং॥

তৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ঝুল ১ ভাগ হরিদ্রা, ২ ভাগ এবং সুরাবীজ ৩ ভাগ সমুদায়ে মোট /১ একসের। যথাবিধানে তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে উপদংশ জনিত কণ্ডু, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

দৈত্যেন্দ্র দৈত্যহারক্ত তুত্থচূর্ণং সমাক্ষিপেৎ।
বরাটিকা দৈত্যরক্ত পূগক্ষার মথাপিবা।
শেষত্রয়ং ক্ষারং। দৈত্যরক্ত হিঙ্গুলং। দৈত্যহা-
রক্তং গন্ধকং। পূগং পুরাতন চিকীসুপারি॥

গন্ধক; গন্ধক ও তুঁতে অথবা কড়িভস্ম, গন্ধক ও পুরাতন চিকিসুপারী ভস্ম ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে উপদংশ বিনষ্ট হয়।

রসশেখরঃ।—

পারদক্বাহিফেণঞ্চ দ্বিদ্বাদশক রক্তিকং।
অয়ঃপাত্রে নিম্বকাষ্ঠৈর্মর্দ্দয়েত্তুলসীদ্রবৈঃ।
তস্মিন্ সুমূর্চ্ছিতে দদ্যাদ্ধরণং রসসম্মিতং।
মর্দ্দয়েচ্ছতুলস্যৈব ততশ্চেমানি নিক্ষিপেৎ।
জাতীকোষফলে চৈব পারসীয় যমানিকাং।

আকাবকঘৃতকৈব দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকা প্রতি।
মর্দ্দয়েৎ তুলসীতোয়ৈ স্তেতেষাং দ্বিগুণং শুভং।
দদ্যাৎ খদিরসারঞ্চ বটিকা চণকপ্রভা।
সায়ং দ্বে দ্বে পুরাদদ্যাল্লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গলৎকুষ্ঠং তথাস্ফোটান্ দুষ্টান্ গর্দ্দভকানপি।
যেস্য্যব্রণা নৃণামন্যে উপদংশ পুরঃসরাঃ।
তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যাশু সিদ্ধোঽয়ং রসশেখরঃ॥

ইতি উপদংশাধিকারঃ।

প্রথমতঃ পারদ ও অহিফেন প্রত্যেকে ২৪ রতি মাত্রায় লইয়া তুলসীর-রস সহ লৌহপাত্রে নিমকাষ্ঠের দণ্ডদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক তৎসহ ১২ রতি হিঙ্গুল মিশ্রিত করতঃ পুনবায় তুলসীররস দিয়া মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহার সহিত জৈত্রী, জায়ফল, পারসীয় যমানী, ও আকরকোবা চূর্ণ প্রত্যেকে ৩২ রতি পরিমাণে এবং খদিরসার ৬৪ রতি মিশ্রিত করিয়া তুলসীরসে মর্দ্দন-পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেবন করিবে। কদাচ লবণ ও অম্লদ্রব্য ভোজন করিবে না। ইহাদ্বারা গলৎ-কুষ্ঠ, স্ফোটক, দুষ্টব্রণ, গর্দ্দভরোগ ও সর্ব্ববিধ উপদংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইতি উপদংশ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শূকদোষাধিকারঃ

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিষঘ্না কারয়েৎ ক্রিয়া।
হিতঞ্চ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনং।
হিতঃ শোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘুভোজনং॥

সর্ব্ববিধ শূকদোষরোগে বিষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এবং ইহাতে পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত পান, বিরেচক আহার, রক্তমোক্ষণ ও লঘুভোজন হিতকর বলিয়া জানিবে।

সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ।
তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ব্রণরোপণং।
ক্রিয়েয়মধিমন্থেপি রক্তং স্রাব্যং ততোভয়োঃ।
অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ।
কুম্ভিকায়াং হরেদ্রক্তং পক্কায়াং শোধিতে ব্রণে।

তিন্দুক ত্রিফলা লোধ্রৈর্লেপস্তৈলঞ্চ রোপণং।
অলজ্যাং হৃতরক্তায়ামষমেব ক্রিয়া ক্রমঃ।
স্বেদয়েদ্‌গ্রথিতং শিশ্নং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ।
উত্তমাখ্যান্তু পীড়কাং সংছিন্য বড়িশোদ্ধৃতাং।
কল্কৈশ্চূর্ণৈঃ কষায়ানাং ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ।
ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করী মূঢ়য়োর্হিতঃ।
ত্বকপাকে স্পর্শহন্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ।
বলাতৈলেন কোষ্ণেন মধুরৈশ্চোপনাহয়েৎ।
রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শতপোনকে।
পৃথক্ পর্ণ্যাদি সিদ্ধঞ্চ তৈলং দেয়মসম্ভবং।
রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াশোণিতজেঽর্ব্বুদে।
কষায়কল্কসর্পিংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াং।
শোধনে রোপণেচৈব বীক্ষ্যবীক্ষ্যাবতারয়েৎ।
অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকং।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াং॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ।

যে ব্যক্তি লিঙ্গনাল বহির্গত করিবার ইচ্ছায় উহাতে অবিধিপূর্ব্বক শূক-নামক কীট প্রয়োগ করে, তাহার লিঙ্গে শূককীট প্রয়োগ জনিত যে নানা-বিধ রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকেই শূকদোষরোগ বলা যায়। এই শূকদোষ-রোগে লিঙ্গাগ্রে ভিন্ন ভিন্ন দোষ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট সর্ষপী, অষ্ঠী-লিকা, গ্রথিতা, কুম্ভিকা, অলজী, মৃদিত, সংমূঢ়, অধিমন্থ, পুষ্করিকা, শোণিত, উত্তমা, শতপোনক, ত্বকপাক, শোণিতার্ব্বুদ, মাংসার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি এ তিলকালক নামক এই ১৮ অষ্টাদশ প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয়। নিম্নে এই সকল পীড়কার পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

সর্ষপীনাম্নী পীড়কা কর্কশ (খসখসে) পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণপূর্ব্বক তদুপরি হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের চূর্ণ প্রদান করিবে। এবং উক্ত হরীতকী আদি দ্রব্য সহযোগে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ব্রণরোপণার্থে প্রয়োগ করিবে। অধিমন্থনামক পীড়কায় উক্তপ্রকার ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সর্ষপী ও অধিমন্থ এই উভয় পীড়কাতে রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে। অষ্ঠিলানামক পীড়কাতে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুম্ভিকা ও অলজী নাম্নী পীড়কাতেও রক্তমোক্ষণ করিবে; এবং পক্ব হইলে ব্রণশোধক ঔষধ দ্বারা ব্রণশোধন করিয়া পশ্চাৎ গাব, ত্রিফলা ও লোধ এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে, এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া ব্রণশোধনার্থে প্রয়োগ করিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক গ্রথিতনামক পীড়কায় প্রথমে লিঙ্গাগ্রে বেণারমূল, গুলঞ্চ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নাড়িকাস্বেদ প্রদান করিয়া ঘৃত বা তৈল সংযুক্ত কফনাশক দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ উপনাহ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। উত্তমানামক পীড়কা বড়িশ দ্বারা ধরিয়া ছেদন করিয়া দিবে এবং হরীতকী প্রভৃতি বা বট প্রভৃতি কষায়রস বিশিষ্ট চূর্ণ অথবা উহাদের কল্ক মধুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। পুষ্করী, সংমূঢ়, ত্বক্‌পাক ও স্পর্শহানীতে পৈত্তিক বিসর্প-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মৃদিত পীড়কায় "বলাতৈল" ঈষদুষ্ণ করিয়া অবসেচন করিবে এবং কাকোল্যাদি বা জীবনীয়াদি মধুরগণীয় দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ উপনাহ (প্রলেপ বিশেষ) প্রয়োগ করিবে।

শত পোনকনামক পীড়কাতে লেখন করিয়া শোধক ও রোপক রসক্রিয়ার বিধান করিবে। এবং পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), শালপর্ণী (শালপানী) প্রভৃতি পর্ণীগণ সহ যথাবিধানানুসারে তৈল পাক করিয়া পীড়কাতে প্রদান করিবে। শোণিতার্ব্বুদ রোগে রক্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসার বিধান; এবং দ্বিব্রণী-য়োক্ত অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক শোধন বা রোপণার্থে কষায়, কল্ক, ঘৃত, তৈল চূর্ণাদি কিম্বা রসক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই পীড়কাচতুষ্টয় প্রায়ই অসাধ্য, একারণ বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক উহা "অসাধ্য" এ কথা না বলিয়া সাধ্য যাপ্য ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যান (অপলাপ অর্থাৎ মিথ্যাকথন) পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন্। কারণ রোগের স্বভাব অতীব দুর্জ্জ্ঞেয় অর্থাৎ কুটিল, হয়ত চিকিৎসা করিতে করিতে অসাধ্যলক্ষণাপন্ন ব্যাধি ও আরোগ্য হইতে পারে। সুতরাং চিকিৎসক সম্পূর্ণ অসাধ্য লক্ষণ দেখিলেও "ব্যাধি অসাধ্য" এ কথা কদাচ বলিবেন না। সাধ্য বা যাপ্য ইত্যাদি রূপ বলিলে মিথ্যা কথন জন্য পাপ হয় না; বরঞ্চ অসাধ্য নির্দ্দেশ করিলে, রোগী নিরাশ হইয়া কদাচ চিকিৎসা করায় না, সুতরাং আরোগ্যের যোগ্য হইলেও (যদ্যপি প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোনপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া যায়।) চিকিৎসকের "অসাধ্য" কথনের দোষে রোগী অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, এহেতু তজ্জন্য পাপ চিকিৎসককে বর্ত্তে। অসাধ্য রোগকে সাধ্য যাপ্য বলিলে, যাহারা চিকিৎসককে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা ইহার গূঢ় মর্ম্ম অজ্ঞাত নিশ্চয় জানিবে।

ইতি শূকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ভগ্নাধিকারঃ।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনা লেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতং।
সুশ্রুতোক্তস্তু ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ॥

প্রথমতঃ ভগ্নস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক তদুপরি জল সেচন ও কর্দ্দম দ্বারা লেপন করতঃ তৎপরে বস্ত্রদ্বারা উত্তম প্রকারে বেষ্টনপূর্ব্বক কুশা (কদম্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতির শ্লক্ষ বল্কল) দ্বারা এবং সুশ্রুতোক্ত নিয়মানুসারেও ভগ্নস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে ভগ্নস্থান সংহিত হয় অর্থাৎ যোড়া লাগিয়া যায়।

অবনামিতমুন্নহ্যে দুন্নতঞ্চাবনাময়েৎ।
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চো পরিবর্ত্তয়েৎ।
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকঞ্চাম্লপেষিতং।
শতধৌত ঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ কারয়েৎ॥

অবনত (কর্কটাখ্য ও বক্র) ভগ্নকে উত্তোলন এবং উন্নত (অশ্বকর্ণাদি) ভগ্নকে অধোনয়ন করা কর্ত্তব্য। আর অবিক্ষিপ্ত (ঊর্দ্ধ বা অধোদিকে অতিনির্গত) ভগ্নকে প্রসারিত (আকর্ষণ পূর্ব্বক যথাস্থানে সংবদ্ধ) করিবে এবং মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে।

সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাৎ সৌম্যর্ত্তুষু চ মোক্ষণং।
কর্ত্তব্যং স্যাৎ ত্রিরাত্রাচ্চ তথা ভগ্নেষু জানতা।
কালেচ সমশীতোষ্ণেঃ পঞ্চরাত্রাৎ বিমোক্ষয়েৎ।
ন্যগ্রোধাদি কষায়ন্তু সুশীতং পরিসেচনে।
পঞ্চমূলী বিপক্কঞ্চ ক্ষীরন্দদ্যাৎ সবেদনে।
সুখোষ্ণমবচার্য্যম্বা চক্রতৈলং বিজানতা।
মাংসং মাংসরসঃ সর্পিঃ ক্ষীরং যূষঃ সতীনজঃ।
বৃংহণঞ্চানুপানং স্যাজ্জেজ্জয়ং ভগ্নায় জানতা॥

গ্রীষ্মকালে ৭ সাতদিবস অন্তর অথবা ৩ তিনদিন অন্তর এবং সমশীতোষ্ণকালে প্রতি ৫ পাঁচ দিবস পরে বন্ধন উন্মোচন করা (খোলা) কর্ত্তব্য।

ভগ্নরোগে ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ শীতল করিয়া ভগ্নস্থানে অবসেচন করিবে এবং অধিক বেদনা থাকিলে শালপাণী আদি স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত

দুগ্ধ পাক করিয়া ভগ্নস্থানে সেচন ও ঈষদুষ্ণ চক্রতৈল (সদ্যোজাত তৈল অথবা সুশ্রুতোক্ত বাতব্যাধির চিকিৎসার বিধানানুসারে প্রস্তুত তৈল) মর্দ্দন করিবে।

ভগ্নরোগে মাংস, মাংসের যূষ, ঘৃত, দুগ্ধ, বর্ত্তুল কলায়ের (মটরের) যূষ এবং বলজনক অন্নপানীয় বিধান করিবে।

গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধ সাধিতং।
শীতলং লাক্ষয়াযুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ।
সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষা গোধূমমর্জ্জুনং।
সন্ধিমুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ।
রসোন মধুলাক্ষাজ্য সিতা কল্কং সমশ্নতাং।
ছিন্নভিন্ন চ্যুতাস্থিনাং সন্ধানমচিরাদ্ভবেৎ॥

কাকোল্যাদি দ্রব্য সকল ২ তোলা, জল /।৵০ দেড়পোয়া এবং গৃষ্টক্ষীর (একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) /৵০ অর্দ্ধপোয়া যথানিয়মে এই দুগ্ধ পাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃত ও লাক্ষা মিশ্রিত করতঃ প্রাতঃকালে ভগ্নরোগীকে পান করিতে দিবে।

সন্ধিযুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল সমভাগে পেষণপূর্ব্বক ঘৃত ও দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও শর্করা এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক পান করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও চ্যুত অস্থি সংলগ্ন হইয়া যায়।

পীতং বরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকং।
অপক্ব ক্ষীর পীতং স্যাদস্থিভগ্ন প্ররোহণং।
ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সসর্পিঃ স্যাৎ জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ।
ভগ্নঃ পিবেত্ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ।
সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পিমধুত্তরৈঃ।
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ।
ভগ্নং নৈতি যথাপাকং প্রযত্নেত তথা ভিষক্॥

কড়িভস্ম ২।৩ রতি পরিমাণে অথবা কাঁচা দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি সকল সংরূঢ় হইয়া থাকে।

লাক্ষা, যষ্টিমধু ও জীবনীয়গণ দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক ঘৃতসহ পান করিলে অথবা অর্জ্জুনছালের সহিত পাককরা দুগ্ধ, ঘৃত ও গোধূমচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করিলে ভগ্নরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্রণাদির ক্ষতযুক্ত ভগ্নে কষায় রস প্রধান দ্রব্য সমূহের কল্কে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। এবং তৎপরে ভগ্নবৎ অন্যান্য

চিকিৎসার বিধান করিবে। আর ভগ্নস্থান যাহাতে না পাকিতে পারে, চিকিৎসক তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, কারণ পাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

গন্ধতৈলং।—

কাকল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং শারিবাস্তথা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসী সুরদারু সচন্দনং।
শতপুষ্পাঞ্চ সঞ্চূর্ণ্য তিলচূর্ণেন যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ।
চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং বিপচেৎ পুনঃ।
এলাচাংশুমতীপত্রং জীরকং তগরন্তথা।
লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুশারিবাং।
শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধুলিকাং।
পৃষ্ঠাশৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ।
এভিস্তদ্বিপচেত্তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতত্তৈলং সদাপথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে চাঙ্গশোষে তথার্দ্দিতে।
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরেচৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ।
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্য বস্তিষু ভোজনে।
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধি বলেনৈবোপজায়তে।
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সুখগন্ধি সমীরণং।
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণঃ।
তিলচূর্ণশ্চতুর্থস্তু মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥

কাকোল্যাদিগণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন এবং শলুফা এই দ্রব্য সমষ্টির যত, তাহার চতুর্গুণ তিলচূর্ণ লইয়া উহা, এলাচি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্যসহ পক্বদুগ্ধ দ্বারা আর্দ্র করতঃ পীড়নপূর্ব্বক তৈল বাহির করিবে। এবম্বিধ তৈল /৪ চারি সের, দুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—এলাচি, শালপানী, তেজপাত, জীরক, তগর, লোধ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ভগরপাদুকা, শৈলজ, ক্ষীরশুক্লা (ভূমি-কুষ্মাণ্ড), অনন্তমূল, মধুলিক (গোধুমবিঃ), পানীফল, কাকোল্যাদিগণ, গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন ও দেবদারু;

এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ ভগ্ন, সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি, তিমির বধিরতা প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাগুগ্‌গুলুঃ —

লাক্ষাস্থিসংহৃত ককুভাশ্বগন্ধাশ্চূর্ণীকৃতা নাগবলাপুরশ্চ।
সভগ্নযুক্তাস্থি রুজং নিহন্যাদঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি।
অত্রান্যতো দৃষ্টিবলাত্তুল্যশ্চূর্ণেন গুগ্‌গুলুঃ॥

ইতি ভগ্নাধিকারঃ।

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে সমান এবং গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে ভগ্নাস্থি সংলগ্ন, বেদনা দূরীভূত এবং শরীর বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে।

ইতি ভগ্ন-চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ কুষ্ঠাধিকারঃ

গবাং কোটী প্রদানেন গয়ায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরী বাসে তৎপুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥

কোটি গরুদানে, গয়ায় পিতৃতর্পণে এবং বিশ্বেশ্বর পুরী (কাশী) বাস করিলে যত পুণ্য সঞ্চয় হয়, কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিলে সেই পরিমাণে পুণ্য উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

বাতোত্তরেষু সর্পির্ব্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষোরক্তস্য বিরেচনঞ্চাগ্রং।
পুচ্ছনমল্পে কুষ্ঠে মহতিচ শস্তং শিরাব্যধনং।
বহুদোষঃ সংশোধ্যঃ কুষ্ঠীবহুশোঽনুরক্ষতা প্রাণান্॥

বাতপ্রধান কুষ্ঠরোগে প্রথমে ঘৃত ও তৈলাদি প্রয়োগ, শ্লেষ্মজন্য কুষ্ঠরোগে বমন প্রয়োগ এবং পৈত্তিক কুষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এবং অল্পকুষ্ঠে পুচ্ছন করা (অস্ত্রদ্বারা ক্ষত চিরিয়া দেওয়া) ও মহাকুষ্ঠে শিরাবেধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। আর দোষসংযুক্ত কুষ্ঠরোগীর যাহাতে বলক্ষয় না হয়, এমতভাবে পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিবে।

পঞ্চকষায়ঃ।—

বচাবাসা পটোলানাং নিম্বস্য ফলীনীত্বচ।

কষায়ো মধুনা পীতো বান্তি কুষ্মদনান্বিতঃ ॥
বিরেচনং প্রয়োক্তব্যং ত্রিবৃদ্দন্তি ফলত্রিকৈঃ।
যে লেপা কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাং।
সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবতি তেষাং ॥

বচ, বাসক, পল্‌তা, নিম্বছাল ও ফলিনী (প্রিয়ঙ্গু) এই সকল দ্রব্য সমস্তে ৴॥০ অর্দ্ধসের, পাকার্থ জল ৴৮ আটসের শেষ ৴২সের। এই ক্বাথ ১ তোলা মধু ১ তোলা ও মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থে কুষ্ঠরোগীকে পান করিতে দিবে। এবং বিরেচনার্থে ত্রিফলার ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় দন্তী-মুল চূর্ণ ও তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে।

কুষ্ঠরোগে প্রথমতঃ দূষিত রক্ত নির্গত করিয়া বমন বা বিরেচন প্রদান-পূর্ব্বক দেহ বিশুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ প্রয়োগ করিলে সদ্যই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবকষায়ঃ।—

ত্রিফলা পটোল রজনী মঞ্জিষ্ঠা রোহিণী বচানিম্বৈঃ।
এষকষায়োঽভ্যস্তো নিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠং ॥

ত্রিফলা, পল্‌তা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বচ ও নিমছাল মোট ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে কফপৈত্তিক কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ং।
পিবেন্নর কামচারী কচ্ছূ পামা বিনাশনং।
শোথপাণ্ড্বাময়হরা গুল্মমেহকফাপহা।
কচ্ছূপামাহরীচৈব পথ্যা গোমূত্র সাধিতা।
ধাত্রী খদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বাবল্গুজসংযুতং।
শঙ্খেন্দু ধবলং শ্বিত্রং চূর্ণং হন্তি ন সংশয়ঃ।
মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রদেহঃ।
করঞ্জবীজৈড়গজং সকুষ্ঠং গোমূত্রপিষ্টশ্চহর প্রদেহঃ ॥

২পল গোমূত্রসহ হরিদ্রা বা হরীতকী পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে কচ্ছূ পামা প্রভৃতি বিবিধ কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। আমলকী ও খদিরের ক্বাথে সোমরাজী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ ও সর্ষপতৈল আকন্দের ক্ষীরসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা লাটাকরঞ্জের বীজ, সোমরাজীবীজ ও কুড় গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শিবা শশিরেখা করঞ্জ সর্ষপ রজনীভিঃ।
গোজলপিষ্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথ সমঃ।
দূর্ব্বাভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ কুঠেরকাঃ কাঞ্জিক তক্রপিষ্টাঃ।
এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলং দদ্রুঞ্চ কণ্ডূংশ্চ বিনাশয়ন্তি॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, শশিরেখা (সোমরাজী) বীজ, নাটাকরঞ্জেরবীজ, সর্ষপ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দে ও বাবুই তুলসী এই সকল দ্রব্য কাঁজি অথবা তক্রসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয়।

দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ।—

তুল্যোরসঃ শালতরোস্তুষেণ সচক্রমর্দ্দোঽপ্যভয়াবিমিশ্রঃ।
পানীয়ভক্তেন তদম্বু পিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রু গজেন্দ্রসিংহ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দে, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পান্তাভাত) এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানীয়ভক্তের সহিত প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয়।

স্নুক্‌কাণ্ড শুষিরে দগ্ধ গৃহধূমং সসৈন্ধবং।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাং।
এড়গজা তিলসর্ষপকুষ্ঠং মাগধিকা লবণত্রয়মস্তু।
পূতীকৃতং দিবসত্রয়মেতদ্ধন্তি বিচর্চ্চিক দদ্রুসকুষ্ঠং॥

মনসাসীজের কাণ্ড মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ঝুল ও সৈন্ধবলবণ পূরিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ তাহা সর্ষপ তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

চাকুন্দে, তিল, সর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিট্‌লবণ এইসকল দ্রব্য দধির মাতসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চি, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বিত্র-দদ্রুংপাটন লেপঃ।—

অশ্বহা রজনীহেম প্রত্যক্‌পুষ্পী প্রদহ্যতে।
চূর্ণঞ্চ স্বর্জ্জিকাক্ষারং নীরং দত্ত্বা প্রপচ্যতে।
স প্রচ্ছয়িত্বা ততোঽস্থান মণ্ডলান্ তান্ বিলিপ্য চ।
পাটলান্নিপতত্যঙ্গে বিস্ফোটাং শ্চাতিদারুণান্।
সম্ভবন্তি তিলাবক্ত্রা কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তিতে।
নিমিলন্তি স্বশরীরেণ প্রকৃতাঙ্গা ভবন্তিতে॥

করবীর, হরিদ্রা, ধুতুরারবীজ এবং অপামার্গেরবীজ এই সকল দ্রব্য দগ্ধ

করিয়া তৎসহ চূর্ণ ও সাচিক্ষার মিশ্রিত করতঃ জলসহ পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ ও তজ্জনিত বিস্ফোটাদি বিনষ্ট হয়।

শ্বিত্রাবলেপঃ।—

সৈন্ধবং রবিদুগ্ধেন লেপয়িত্বা ক্ষতমণ্ডলং।
প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপোঽয়ং শ্বিত্রকুষ্ঠবিনাশনম্॥

সৈন্ধবলবণ আকন্দের দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ধবলকুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুষ্ঠশ্বিত্রনাশনো লেপঃ।—

মুখোশ্বেতে চ সংজাতে কুর্য্যাদেনাং প্রতিক্রিয়াং।
গন্ধকং চিত্রকাশীশং হরিতালং ফলত্রয়ং।
মুখে লিপ্ত্বা দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি॥

গন্ধক, চিত্র (রক্তচিতারমূল) কাশীশ (হিরাকস), হরিতাল ও ত্রিফলা একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে মুখজাত শ্বিত্রকুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া যায়।

শ্বিত্রলেপঃ।—

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণঞ্চ লেপেন শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
নিশাপামার্গভস্মানি লিপ্ত্বা শ্বিত্রবিনাশয়েৎ॥

গুঞ্জাফল ও রক্তচিতারমূল চূর্ণ অথবা হরিদ্রা ও অপামার্গ ভস্ম পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই শ্বিত্রকুষ্ঠ (শ্বেতকুষ্ঠ) বিনষ্ট হয়।

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানং যথাবলং।
জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত মুদ্গযূষোদকেন তু।
অতিপূতি শরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন গুলঞ্চের স্বরস উপযুক্ত মাত্রায় পান করে এবং উহা জীর্ণ হইলে ঘৃত ও মুগের যূষসহ অন্ন ভোজন করে; সে অত্যন্ত গলৎ-কুষ্ঠ সংযুক্ত হইলেও রোগ-মুক্তিলাভপূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করিতে পারে।

ভল্লাতকাদ্বীপি সুধার্কমূলং গুঞ্জাফলং ত্র্যূষণ শঙ্খচূর্ণং।
তুত্থং সকুষ্ঠং লবণানি পঞ্চ ক্ষারদ্বয়ং লাঙ্গলিকাঞ্চ পক্ত্বা।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধে ঘনমায়সস্থং শলাকয়া তং বিদধীত লেপং।
কুষ্ঠে কিলাসে তিলকালকে চ অশেষ দুর্নাম সুচর্ম্মকীলে॥

ভেলারবীজ অথবা মূল, রক্তচিতারমূল, মনসাসীজেরমূল, আকন্দমূল গুঞ্জাফল (রতি), শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শঙ্খচূর্ণ, তুতিয়া, কুড়, সৈন্ধবলবণ সচললবণ, বিট্ লবণ, শাম্ভরীলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও বিষ-লাঙ্গলিয়ারমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চতুর্গুণ সীজেরক্ষীর ও আকন্দের দুগ্ধসহ লৌহপাত্রে করিয়া পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে, তাহা

শলাকা দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, কিলাস, তিলকালক অর্শঃ ও চর্ম্মকীলরোগ আরোগ্য হয়।

বিষবরুণ হরিদ্রা চিত্রকাগারধূম
মনল মরিচ দূর্ব্বাক্ষীরমর্কস্নুহীভ্যাং।
দহতি পতিতমাত্রাৎ কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষা চ্ছক্রহাস্তাদ্বিযুক্তং॥

স্থাবরবিষ, বরুণবৃক্ষেরছাল, হরিদ্রা, রক্তচিতা, ঝুল, ভেলা, মরিচ, দূর্ব্বা, আকন্দেরক্ষীর, ও মনসাসীজেরক্ষীর; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিবিধ কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পিষ্টং পীতঞ্চ গব্যসর্পিষেব।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা।
ইন্দ্রাশনং সমাদায় প্রহস্তেঽহনিচোদ্ধৃতং।
তচ্চূর্ণং মধুসর্পির্ভ্যাং লিহেৎ ক্ষীরঘৃতাশনঃ।
হত্বাচ সর্ব্বকুষ্ঠানি জীবেদ্বর্ষশতং সুখী।
যঃ খাদেদভয়ারিষ্ট মরিচামলকং বারিণা।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

শ্বেতজয়ন্তীরমূল গব্যঘৃত সহ পেষণপূর্ব্বক রবিবারে সেবন করিলে। শ্বিত্রকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। এবং শ্বেতকুঁচেরমূল শুভদিনে উত্তোলনপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

হরীতকী, নিম, মরিচ ও আমলকী সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে এক মাসের মধ্যে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পঞ্চতিক্তকং ঘৃতং।—

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচী বাসকন্তথা।
কুর্য্যাদ্দশপলান্ ভাগান্ একৈকস্য সুকুট্টিতান্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতং।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলাগর্ভসংযুতং।
পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিকুষ্ঠ বিনাশনং।
অশীতির্বাতজান্রোগাং শ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।

বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণক্রিমিন্‌র্শঃ পঞ্চকাসাংশ্চ নাশয়েৎ॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের; ক্বাথার্থ—নিম্বছাল, পল্‌তা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশপল, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোল-সের, কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়া সমভাগে সমস্তে /১ এক-সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, বাত-ব্যাধি, শ্লৈষ্মিকরোগ, পৈত্তিক রোগসমূহ ও পঞ্চপ্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহাখদিরাদ্যং ঘৃতং।—

খদিরস্য তুলাঃ পঞ্চশিংশপাশনয়োস্তুলে।
তুলার্দ্ধা সর্ব্বত্রৈবেতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ।
পর্পটং কুটজশ্চৈব বৃষঃ ক্রিমিহরস্তথা।
হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
সপ্তচ্ছদশ্চ সংক্ষুত্বান্ দশদ্রোণে চ বারিণা।
অষ্টভাগাবশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ।
ধাত্রীরসঞ্চ তুলাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ।
মহাতিক্তক কল্কৈশ্চ যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ।
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গ নিষেবনাৎ।
খদিরমিত্যেতৎ মহাপরং কুষ্ঠবিনাশনং॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৬ ষোলসের; আমলকীররস ।৬ সের এবং ক্বাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ সাড়ে বাষট্টি সের, শিংশপা (শিশু) ও অশনবৃক্ষেরছাল ॥৫ সের, ডহরকরঞ্জেরছাল, নিম্বছাল, বেতস, ক্ষেতপাপড়া, কুড়চি, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোণালু, গুলঞ্চ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, তেউড়ী ও ছাতিমছাল, প্রত্যেক /৬।০ সয়াছয়সের, জল ৬৪০ ছয় শত চল্লিশসের, শেষ ৮০ আশীসের এবং কল্কার্থ—মহাতিক্তক ঘৃতে কথিত দ্রব্য সকল অর্থাৎ ছাতিম, অতৈষ, সোণালু, কট্‌কী, আকনাদী, বেণারমূল, ত্রিফলা পলতা, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যব, রাখালশসা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্ত-মূল, ইন্দ্রযব, বাসক, সূচীমুখী, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলালতা প্রত্যেকে ৮ তোলা। এই ঘৃত যথাবিধানে পাকপূর্ব্বক পান অথবা অভ্যঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্রকং ঘৃতং।—

বাসাগুড়ূচীত্রিফলাপটোল করঞ্জনিম্বাশন কৃষ্ণবেত্রং।

তৎক্বাথ কল্কেন ঘৃতং বিপক্বং তদ্বজ্রকং কুষ্ঠহরং প্রদিষ্টং।
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলী হস্তপাদঃ ক্রিমার্দ্দিতো ভিন্নগলোপিমর্ত্যঃ।
পৌরাণিকীং কান্তিমাবাপ্য জীবেদব্যাহতো বর্ষশতঞ্চ কুষ্ঠী॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পল্তা, করঞ্জ, নিম্ব, অশন ও কৃষ্ণবেত (কালিয়ালতা) সমভাগে সমস্তে /৮ সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের; শেষ ক্বাথ ।৬ ষোল সের এবং কল্কার্থ—উক্ত বাসকাদি দ্রব্য সমস্তে /১ একসের মাত্র। যথানিয়মে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক সেচন করিলে কুষ্ঠাদি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুগ্গুলু পঞ্চতিক্তকং ঘৃতং।—

নিম্বাঽমৃতারৃষ পটোলনিদিগ্ধিকানাং
ভাগান্ পৃথক্ দশপলান্ বিপচেৎ ঘটেঽপাং।
অষ্টাংশ শেষিত রসেন সুনিশ্চিতেন প্রস্থং
ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ।
পাঠা বিড়ঙ্গ সুরদারু গজোপকুল্যা
দ্বিক্ষার নাগরনিশামিসি চব্য কুষ্ঠৈঃ।
তেজোবতী মরিচ বৎসক দীপ্যকাগ্নি
রোহিণ্যঽরুস্করবচাকণমূলযুক্তৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠায়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা
সংশুদ্ধ গুগ্গুলুপলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ।
তৎসেবিতং বিষমতিপ্রবলং সমীরং
সন্ধ্যস্থি মজ্জগত মপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্।
নাড়ীব্রণার্ব্বুদভগন্দর গণ্ডমালা যত্রূর্দ্ধ
সর্ব্বগদ গুল্মদোষোত্থ মেহান্।
যক্ষ্মারুচি শ্বসন পীনস কাসশোষান্
হৃৎপাণ্ডুরোগমদ বিদ্রধি বাতরক্তং॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, ক্বাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসক, পল্তা ও কণ্টকারী, প্রত্যেক ১০ দশ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; কল্কার্থ আকনাদী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শলুফা, চই, কুড়, জ্যোতিষ্মতী, (লতাকটুকী), কুড়চি, জীরক, রক্তচিতা, কট্কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতৈষ, ত্রিফলা ও যমানী প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত গুগ্গুলু ৫ পল অর্থাৎ ৪০ তোলা। যথানিয়মে পাক-

পূর্ব্বক এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ, নাড়ী-ব্রণ, ভগন্দর, যক্ষ্মা, বাতরক্ত প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

মরিচাদ্যং তৈলং।—

মরিচালশিলাকার্ক পয়োশ্বারি জটা ত্রিবৃৎ।
শকৃদ্রসবিশালার্ক নিশাযুগদারুচন্দনৈঃ।
কটুতৈলাৎ পচেৎ প্রস্থং দ্ব্যক্ষৈর্বিষপলান্বিতৈঃ।
সগোমূত্রং তদভ্যঙ্গাদ্দদ্রুকুষ্ঠ বিনাশনং।
সর্ব্বেষ্বপিচ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে॥

কটুতৈল অর্থাৎ সর্ষপতৈল ৴৪ চারিসের, গোমূত্র ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মন শিলা, আকন্দের ক্ষীর, মুথা, বালা, করবীর, জটামাংসী, তেউড়ী, গোময়রস রাখালশসা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং মিঠাবিষ ৮ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে দদ্রু আদি সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৃহন্মরিচাদ্যং তৈলং।—

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং সকৃদ্রসঃ।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনং।
বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
চিত্রকো লাঙ্গলাভ্যাঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চক্রমর্দ্দকং।
শিরীষঃ কুটজো নিম্বং সপ্তপর্ণ স্নুহামৃতা।
শম্পাকোনক্ত মালাব্দঃ খদিরং পিপ্পলী বচা।
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢকং কটুতৈলস্য গোমূত্রস্য চতুর্গুণং।
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্ত্বা তৈলবরং হেত ম্রক্ষয়েৎ কৌষ্ঠিকান্ ব্রণান্।
পামা বিচর্চ্চিকা দদ্রু কণ্ডু বিস্ফোটকানিচ।
বলয়ঃ পলিতং ছায়া নীলী ব্যঙ্গ তথৈবচ।
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যন্তু দীয়তে।
পরামপিজরাং প্রাপ্য নস্তনা যান্তি নম্রতাং।

চতুর্বিংশতিতৈলযোগাঃ ।

বলীবর্দ্দরসে [illegible] বা [illegible]

[illegible] [illegible]

সর্ষপতৈল ।৬ ষোলসের, গোমূত্র ৬৪ সের এবং [illegible] তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের ক্ষীর, গোময়রস, [illegible], হরিদ্রা, [illegible] মাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসা, করবীর, হরিতাল, মনঃশিলা, [illegible] চিতামূল, বিষলাঙ্গলিয়ামূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে, শিরীষছাল, কুচিলা, নিমছাল, ছাতিমছাল, আকন্দক্ষীর, গুলঞ্চ, সোঁদালু, করঞ্জ, মুথা, খদিরিকা, পিপুল, বচ ও লতাকস্তুরী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং মিঠাবিষ ১৬ তোলা। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ (মর্দ্দন) করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, কুষ্ঠজনিত ব্রণ ও বিস্ফোটাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

উন্মত্ততৈলং ।—

উন্মত্তকস্য বীজেন মানকক্ষারবারিণা ।
কটুতৈলং বিপক্তব্যং শীঘ্রং হন্তি বিপাদিকং ॥

কটুতৈল /৪ চারিসের, মানকচুদ্বারা প্রস্তুত ক্ষার জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—ধুতুরার বীজ কুট্টিত /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করতঃ মর্দ্দনাদি দ্বারা বিপাদিকা কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহাসিন্দূরাদ্যং তৈলং ।—

সিন্দূরং চন্দনং মাংসী বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ং ।
প্রিয়ঙ্গু পদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচাং ।
জাত্যর্ক ত্রিবৃতা নিম্ব করঞ্জং বিষমেবচ ।
কৃষ্ণবেত্রক লোধ্রঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি সর্ব্বানি যোজয়েত্তৈলমাত্রয়া ।
অভ্যঙ্গেন প্রযুঞ্জীত সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনঃ ।
পামাবিচর্চ্চিকা কণ্ডু বিসর্পাদি বিনাশনং ।
রক্তপিত্তোত্থিতান্ হন্তি রোগানেব বিধান্ বহুন্ ॥

সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দেরপাতা, নিমছাল, করঞ্জ, বিষ, কৃষ্ণবেত, লোধ ও চাকুন্দে এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে সমুদায়ে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দনদ্বারা পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভানুতৈলং ।—

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং ভল্লাতক [illegible] ।

দ্রবং জম্বীর গোমূত্রং প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ।
তিলতৈলং পলাত্রিংশৎ সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।
তৈলাবশেষমুত্তার্য্য তত্র চূর্ণমিদং ক্ষিপেৎ।
কাঞ্চনী ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী।
গন্ধকং পঞ্চলবণং দ্বিনিশা বৎসনাভকং।
প্রতিচার্দ্ধপলং যোজ্যং একীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ।
মর্ম্মস্থ সর্ব্বকুষ্ঠানি ভানুতৈলং নিহন্ত্যলং॥

তৈল ৩০ ত্রিশ পল, আকন্দের ক্ষীর, মনসাক্ষীর, ভৃঙ্গরাজের রস, ধুতুরার রস, জম্বীরনেবুর রস, ও গোমূত্র প্রত্যেকে ২০ পল। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক চুল্লী হইতে নামাইবে। তৎপরে হরিদ্রা, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতাবরী, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা ও অমৃতবিষ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মাত্রায় ঐ তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনদ্বারা মর্ম্মস্থানজাত সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিষতৈলং।—

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বে অর্কং তগরমেবচ।
করবীরং বচা কুষ্ঠ মাস্ফোতা রক্তচন্দনং।
মালতী সপ্তপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা সিন্ধুবারকং।
এষামর্দ্ধ পলান্ ভাগান্ বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শ্বিত্র বিস্ফোট কিটীম কীটলতা বিচর্চ্চিকাঃ।
কণ্ডু কচ্ছু বিকারাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ।
বিষ তৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণবিশোধনং॥

তৈল /৪ চারিসের; গোমূত্র ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—করঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, বনমল্লিকা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র, ছাতিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা ও নিসিন্দাপত্র প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং মিঠাবিষ ১৬ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অভ্যঞ্জনদ্বারা শ্বিত্র, বিস্ফোট প্রভৃতি কুষ্ঠাদিরোগ আরোগ্য হয়।

বাসারুদ্রতৈলং।—

ত্রিফলা নিম্ব ভণ্টাকী বৃহত্যৌ সপুনর্ণবা।
হরিদ্রে বৃষ নির্গুণ্ড্যো পটোল কনকাহ্বয়ৌ।
হরিতালং শিলাকুষ্ঠৌ লাঙ্গলী দাড়িমাহ্বয়ৌ।

চৈব জয়ন্তী পূতিকট্‌ফলৌ।
এষাং কর্ষদ্বয়ৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণে গুড়ূচ্যাশ্চ রসেবৈদ্যঃ সমাহিতঃ।
চতুর্গুণস্তু গোক্ষীরং বৃষপত্র রসস্তথা।
দত্বাবর্ত্তারয়েৎ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রং সমাজপেৎ।
দদ্রুকুষ্ঠং দুষ্টব্রণং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং বাতরক্তং সুদুর্জ্জয়ং।
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব শিরোরোগং সুদারুণং।
শোথঞ্চ গলগণ্ডঞ্চ শ্লীপদন্ত্বর্ব্বুদং তথা।
বাতরোগানশেষাংশ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং সুদারুণং।
পীনস শ্বাসকাসঞ্চ সুদারুণ ভগন্দরং।
উপদংশ মহাঘোরং চক্ষুঃশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
চর্ম্মোত্থান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ তৈলমেতৎ বিনাশনং।
রুদ্রতৈলমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতং॥

তৈল /৪ চারিসের, গুলঞ্চের স্বরস, গব্যদুগ্ধ ও বাসকপাতার স্বরস প্রত্যেকে ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—ত্রিফলা, নিমছাল, তালমূলী, বৃহতী, কন্টকারী, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, নিসিন্দা, পল্‌তা, কনকধুতুরারমূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড়, বিষলাঙ্গলিয়া, দাড়িমফলেরছাল, অপামার্গ, বিষ, জয়ন্তীপত্র, লাটারমূল ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রাদি মর্দ্দন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, বীসর্প, বিদ্রধি, বাতরোগ, সন্নিপাতজ্বর, শিরোরোগ ও শোথ প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহারুদ্রতৈলং।—

দশমূলী তুলা গ্রাহ্যা তুলাং নির্গুণ্ডীকা তথা।
তুলার্দ্ধং বিজয়াপত্রং ভার্গী ধুস্তূরয়োস্তথা।
অর্কচিত্রকয়োশ্চৈব স্নুহাগ্নিমন্থয়োস্তথা।
কুঠারৈরণ্ড বর্ষাভূ জয়ন্তী শতপূতিকা।
তুলা তুরীয়ভাগেন পচেদষ্টগুণে জলে।
পাদশেষং পরিশ্রাব্য পচেত্তৈলাঢ়কং ভিষক্।
কার্ষিকৈঃ কল্কদ্রব্যাণাং রাস্না সৈন্ধবয়োস্তথা।
পারসীয় যমানী চ যমানীচাজমোদজা।

অজাজী গজকৃষ্ণাচ মরিচং হিঙ্গুগন্ধকং।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ধূস্তুবীজসমন্বিতৈঃ।
প্রস্থমানং তৈলকুম্ভং পক্কমেনং ভজেন্নরঃ।
পানাত্যয়ে সন্নিপাতে মহাশোথে মহাব্রণে।
আমবাতে মহাঘোরে বিষে সর্পাদিসম্ভবে।
বাতাত্মিকে পিত্তভবে মহাশ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
সন্নিপাতেন সন্তাপে রোগশঙ্করণে হিতঃ।
যাতি পাণ্ড্বাময়ী রোগী লোহবদ্দেহধারকঃ।
ত্রিমাস পরিমাণেন কুর্য্যাদক্ষীণধাতুতাং।
ব্যাধয়ঃ কিং করিষ্যন্তি দেহশুদ্ধিশ্চ জায়তে
এতদ্রাজকুমারাণাং বীরাণাং পরিকীর্ত্তিতং.
রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং ব্যাধিনাং শমনং মহৎ।
যে দুষ্ট কুষ্ঠাত্বচ শোথদুস্টাভগন্দরাদ্যৈর্গর দূষিতাশ্চ।
মহারুদ্রমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতং।
রুদ্রমন্ত্র পঠিত্বা তু মৃক্ষয়েৎ কৌষ্ঠিকান্ ব্রণান্।
নাশয়েত্তৎক্ষণাদেব বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

সর্ষপতৈল।৬ ষোলসের, এরণ্ডতৈল ৴৪ সের, ক্বাথার্থ—দশমূল।২॥৹, নিসিন্দা।২॥৹, সিদ্ধিপত্র, বামনহাটী, ধুতুরা, আকন্দ, রক্তচিতা, মনসাসীজ ও গনিয়ারী প্রত্যেকে ৴৬।৹ সয়াছয়সের এবং কুঠারিয়া, এরণ্ড, পুনর্ণবা, জয়ন্তী ও গিরিমল্লিকা প্রত্যেকে ৴৩৸৹ তিনসের অর্দ্ধপোয়া, পাকার্থ জল ৮ গুণ, চতুর্ভাগাবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এবং কল্কার্থ—রাস্না, সৈন্ধবলবণ, পারসীয়যমানী, যমানী, বনযমানী, জীরক, গজপিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও ধুতুরার বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক রুদ্র মন্ত্র জপ করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, পানাত্যয়, ব্রণরোগ, আমবাত, সন্নিপাতজ্বর, পাণ্ডু ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।৮৬

বৃহৎ সোমরাজী তৈলং।—

সোমরাজ্যাস্তুলা ক্বাথে তথা দদ্রুঘ্নকস্যচ।
বিপচেৎ পলিকৈর্ভাগৈঃ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্।
চিত্রকং লাঙ্গলী লোধ্রং নাগরং কুষ্ঠমেবচ।
হরিদ্রানক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।

স্নুহ্যংশ্রেয়ং করবীরঞ্চ সপ্তপর্ণার্কগোময়ং।
খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচং কাসমর্দ্দকং।
সুপিষ্টং নিক্ষিপেৎ সর্ব্বং গোমুত্রাঢ়কমেবচ।
এতানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ।
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্ট ব্রণানি চ।
কিটিমং দদ্রুজাতঞ্চ গাত্রবৈবর্ণমেবচ।
বিশীর্ণ কর্ণনাসাক্ষি হস্তপাদাঙ্গুলীষু চ।
পাণ্ডুরোগ তথা কণ্ডুং বিসর্পং হন্তি দারুণং।
যে চাস্য ত্বগ্‌গতে রোগাস্তাংশ্চ শীঘ্র বিনাশয়েৎ॥

কটু তৈল ।৬ যোলসের, ক্বাথার্থ—সোমরাজী ।১॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং চাকুন্দে ।১॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ যোলসের। কল্কার্থ—রক্তচিতা, বিষলাঙ্গলিয়া, লোধ, শুণ্ঠী, কুড, হরিদ্রা, লাটাকরঞ্জ, হরিতাল, মনঃশিলা, গেঁঠেলা, করবীর, ছাতিমছাল, আকন্দের ক্ষীর, গোময়রস, খদির, নিমপত্র মরিচ ও কালকাসুন্দে, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং গোমুত্র ।৬ যোলসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধকুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কন্দর্পসার তৈলং।—

সপ্তচ্ছদ জয়ানিম্ব শিরীষ বল্কলং নবং।
মহাকালফলং রাত্রী তিক্তালাবু গুড়ূচীকাঃ।
মহাতিক্তং তিক্তফলা প্রত্যেকং পলিকাং হরেৎ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতং।
গোমূত্রমাঢকং দত্ত্বা কটুপ্রস্থং পচেৎ ততঃ।
আরগ্বধ জয়াভৃঙ্গ বিজয়ার্ক দলানিচ।
সংপীড্য রসমাদায় স্নুহী ধুস্তুরয়োস্তথা।
গোবিটসং তালমূলীচ রসং চিত্রকসম্ভবং।
প্রস্থার্দ্ধকৈব প্রত্যেকং ক্ষিপ্তা পাকং প্রকল্পয়েৎ।
মহাকালং বচা ব্রহ্মী তিক্তালাবুশ্চ সাবরী।
চিত্রকং গৃহধূমঞ্চ মেঘনাদ বলা শঠী।
অস্ফোঠং শাল্মলীং স্নুহিক্ষীরমাদিত্যসম্ভবং।
কাসমর্দ্দং তথা ঝিণ্টী মহাতিক্তং কুঠেরকা।
বন্যাকর্কটিকামূলং মূলঞ্চ পূতিকেশরং।

মন্যানিম্বদলং ব্যাধিঃ সোমরাজী চ দক্রুহা।
আস্ফোতা ত্রিবৃতা ভৃঙ্গ যষ্টিবাসাচ তিক্তকা।
মূর্ব্বাশ্যামাকট্বীপদ্ম কট্‌ফলা গুরুমাংসীকা।
পচম্পচা হৈমবতী পিপ্পলীমূল কর্পূরং।
এতেষাং কর্ষমাদায় প্রত্যেকং কল্কমাচরেৎ।
কুষ্ঠং হন্তি মহাঘোরং ত্রিদোষ দ্বন্দ্বজৈকজং।
বাতরক্তং তথা জাড্যং উপদংশ ভগন্দরং।
বিপাদিকাং দক্রু পামাং কণ্ডু বিস্ফোটকাপচীং।
জীর্ণজ্বরং চামবাতং কর্ণরোগং হলীমকং।
শীতপিত্তং তথাকোঠমম্লপিত্তমুদর্দ্ধকং।
ভ্রমিদাহং তথাশূলং শিরোরোগঞ্চ ক্ষীবিকাং।
কন্দর্পসারাখ্যমিদং নাম্না তৈলং প্রকীর্ত্তিতং।
অতিশুদ্ধং বপুঃ কুর্য্যাৎ কন্দর্পসদৃশং ভৃশং॥

তৈল /৪ চারিসের, সোণালু, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দপত্র, মনসাসীজ, ধুতূরা, গোময়, তালমূলী ও রক্তচিতা ইহাদের প্রত্যেকের রস /২ দুইসের; গোমূত্র।৬ যোলসের, ক্বাথার্থ - ছাতিমছাল, জয়ন্তীপত্র, নিমছাল, শিরীষছাল, মাকালফল, হরিদ্রা, তিতলাউ, গুলঞ্চ, মহানিম্বত্বক্ ও মহাতিক্তলতা (যবেটী) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ।৬ যোল। এবং কল্কার্থ—মাকালফল, ঝিণ্টী, মহানিম্ব, কুঠারিয়া, বনকাঁকুড়েরমূল, গন্ধতৃণ, নাগকেশর, থানকুড়ী, কুড়, সোমরাজী, চাকুন্দে, গিরিকর্ণিকা, তেউড়ী, ভৃঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, বাসক, কট্‌কী, সূচমুখী, শ্যামালতা, কট্বী (লতাবিশেষ) কট্‌ফল, অগুরুকাষ্ঠ, জটামাংসী, পচম্পচা (দারুহরিদ্রা), বচ, পিপুলমূল ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উপদংশ, ভগন্দর, বিপাদিকা, দক্রু, পামা, কণ্ডু, বিস্ফোটক, অপচী, জীর্ণজ্বর, আমবাত, কর্ণরোগ, হলীমক, শীতপিত্ত কোঠ, অম্লপিত্ত, উদর্দ্ধ, ভ্রম, দাহ, শূল, শিরোরোগ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দূরীভূত হইয়া থাকে।

নিম্বাদি চূর্ণং।—

নিম্বাভয়া মৃতা ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতং।
সোমরাজীফলং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গেলা গজকণা।
যমানী চাশ্বগন্ধাচ জীরকং কুটজস্তথা।
খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে সমুস্তকং।

দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষঞ্চ দাপয়েৎ।
সর্ব্বং সঞ্চূর্ণিতং কৃত্বা সূক্ষ্মবস্ত্রেণ গালয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু ছিত্বা ক্বাথং পিবেদনু।
মাসমাত্রপ্রয়োগেন ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ।
বাতশোণিতমত্যুগ্রং শ্বিত্রমৌড়ুম্বরন্তথা।
কোষ্ঠং চর্ম্মদলাখ্যাঞ্চ সিধ্মালসবিপাদিকা।
দদ্রুবিচর্চ্চিকাকণ্ডূ ক্রিমিমণ্ডলকিট্টিমং।
সর্ব্বান্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
আমবাতং কৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণং।
গ্রহণীগুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলং।
সর্ব্বান্যষ্টব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্র সংশয়ঃ।
এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহুর্নাগার্জ্জুনো মুনি॥

নিম্ব, হরীতকী, গুলঞ্চ ও আমলকী প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং সোমরাজীরফল, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ, এলাচি, গজপিপুল, যমানী, অশ্বগন্ধা, জীরক, কুড়চি, খদির, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেকে ২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। এই নিম্বাদি চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক গুলঞ্চের ক্বাথ অনুপান করিবে। এই ঔষধ একমাসমাত্র সেবন করিলেই বাতরক্ত, শ্বিত্রাদি বহুবিধ কুষ্ঠ, আমবাত ও গ্রহণীপ্রভৃতি বিবিধরোগ হইতে মুক্ত হইয়া কাঞ্চন সদৃশ আভাবিশিষ্ট হয়।

একবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ।—

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং অজাজীং কারবীং বচাং।
সৈন্ধবাতিবিষা কুষ্ঠং চবোলা যাবশূকজং।
বিড়ঙ্গান্যজমোদাচ মুস্তান্যমরদারু চ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বানি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্গুলুঃ।
সংক্ষুদ্দ্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতর্ভোজনকালেচ ভক্ষয়েত্তু যথাবলং।
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্টব্রণানপি।
গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময় গলগ্রহান্।
গৃধ্রসীমথগুল্মঞ্চ ভগ্নঞ্চাশু নিযচ্ছতি।
ব্যাধীন্ কুষ্ঠগতান্ সর্ব্বান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

রক্তচিতারমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, জীরা, যৌরী, বচ, সৈন্ধবলবণ, আতৈষ, কুড়, চই, এলাচি, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, মুথা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান গুগ্‌গুলু গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, ক্রিমি, ব্রণ, অর্শঃ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বিবিধরোগ নষ্ট হয়।

উদয়ভাস্করঃ।—

গন্ধকেন হতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
উষণং পঞ্চভাগং স্যাৎ অমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকং।
দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগনুপানস্য যোগতঃ।
গলিতে স্ফুটিতে চৈব বিস্ফুট্যাং মণ্ডলে তথা।
বিচর্চ্চিকাদদ্রুপামা সর্ব্বকুষ্ঠ প্রশান্তয়ে॥

গন্ধক দ্বারা মৃত তাম্র ১০ দশভাগ, মরিচ ৫ ভাগ এবং মিঠাবিষ ২ ভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ ১ রত্তি পরিমাণে অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাঙ্কুরং লৌহং।—

হুতাশমুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্য চ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ।
অভ্রকস্য পলঞ্চৈকং গন্ধকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ।
হরীতকী বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ।
অষ্টমাসাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্।
ঘৃতমষ্টপলং লৌহাদ্দ্বাত্রিংশৎ ত্রিফলা জলং।
একীকৃত্য পচেৎ পাত্রে লৌহেচ বিধিপূর্ব্বকং।
রক্তিকাদি ক্রমেণৈব ঘৃত ভ্রামরমর্দ্দিতং।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ।
সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনং।
পাণ্ডুমেহামবাতঞ্চ বাতরক্ত রুজাপহং।
ক্রিমিশোথাশ্মরীশূল দুর্ণাম বাতরোগজিৎ।
হন্তিক্ষয় মহাশ্বাসমতর্ষং শুক্রবর্দ্ধনং।
বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুরগ্নিবর্ণকৃৎ।
বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপিস্ত্রিয়ঞ্চ সেব্যং সদা জাঙ্গললাবকানাং।
শাল্যোদনং ষষ্টিক মুদ্গমাজ্যং ক্ষৌদ্রং সিতাক্ষীরমিহক্রিয়ায়াং।

ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপঃ ॥

রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, ভেলা, অভ্র, গন্ধক ও [illegible] [illegible] তোলা, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেকে ২ তোলা, আমলকী ১৩ তোলা, [illegible] ৮ পল, ত্রিফলার ক্বাথ ৩২ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে পাক করিবে এবং পাকশেষে উপযুক্ত মাত্রায় ত্রিফলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা একরতি ক্রমে ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিবে। এবং পশ্চাৎ নারীকেলের জল ও দুগ্ধ পান করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠরোগ বিনাশক। এই ঔষধ সেবন কারী কদাচ শাক ও অম্ল দ্রব্য ভোজন ও স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিবে না। ইহাতে জাঙ্গল জন্তু এবং লাবকাদি পক্ষীর মাংস রস, শালি ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন, মুদগ, ঘৃত, মধু, শর্করা ও দুগ্ধ অতীব প্রযোজ্য।

যোগরাজঃ।—

ত্রিফলা বাগুজীবীজ ভৃঙ্গরাজ কটুত্রয়ং।
অমৃতা কেশরাজহ্বা চক্রমর্দ্দ পয়োধরং।
খদিরামল সিন্ধুত্থং যমানী জীরকদ্বয়ং।
কান্তক্রম বিড়ঙ্গানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যোজয়েদয়সাসোঽয়ং যোগরাজ ইতি স্মৃতঃ॥

ত্রিফলা, সোমরাজীবীজ, ভৃঙ্গরাজ, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, কেশুর, চাকুন্দে, মুথা, আমলা, সৈন্ধব, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ভদ্রমুথা, এবং বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠকুঠারো রসঃ।—

ভস্মসূতো সমো গন্ধো মৃতায়স্তাম্রগুগ্‌গুলুঃ।
ত্রিফলা বিষমুষ্টিশ্চ শিলাজতু ভিষগ্বরঃ।
ইত্যেবং চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং নিষ্ক ষোড়শ।
চতুঃষষ্ঠি করঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
চতুঃষষ্ঠি মৃতং চাভ্রং মধ্বাজ্যাভ্যাং চালোড়য়েৎ।
স্নিগ্ধভাণ্ডগতং খাদেদ্দ্বিনিষ্কং গলিতং পৃথক্।
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠ কুলান্তকঃ।
পথ্যং ত্রিমধুরৈর্দ্দেয়ং দত্ত ভোজনলেপনং।
পঞ্চাঙ্গুলগুলীমূলং মধুপুষ্পাচ ধান্যকং।

সিতয়া ভক্ষয়েৎ কর্ষমতিতাপ প্রশান্তয়ে।
লিহ্যাত্ত্বগরোখমূলং মধ্বাজ্যৈর্বাতিতাপনুৎ ॥

রসসিন্দূর, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, গুগ্গুল্, ত্রিফলা, কুচিলা ও শিলাজতু প্রত্যেকে ৩২ তোলা করঞ্জবীজ ও অভ্র প্রত্যেকে ১২৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ ঘৃত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া একটী স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। এবং অত্যধিক সন্তাপ নিবারণার্থে সোণালু ও চাঁপানটেরমূল, ধনে ও মৌরী একত্র পেষণপূর্ব্বক চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এবং বায়ু জনিত তাপ নিবারণ জন্য নাগমুথারমূল, মধু ও ঘৃতসহ মিশ্রণপূর্ব্বক সেবন করিবে।

তালকেশ্বরঃ।—

কুষ্মাণ্ড ত্রিফলাতৈল কন্যা কাঞ্জিক ভাবিতং।
তালকং গন্ধতুল্যাংশমর্দ্ধ পারদমর্দ্দিতং।
অজাক্ষীরেণ নিম্বুক কন্যাতোয়ে দিনত্রয়ং।
প্রহরং ভাবয়েৎ শুষ্কং চক্রিকা কারতাং গতাং।
বিপচেৎ হণ্ডিকামধ্যে পলাশক্ষার মধ্যগং।
যামান্ দ্বাদশশীতেঽস্মিন্ প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ং।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা।
গলৎকুষ্ঠং মহাকুষ্ঠং শুষ্কঞ্চ স্ফুটিতন্তুণা।
স্যাত্তালকেশ্বরাখ্য প্রয়োগে তক্রমাংসঞ্চ বিবর্জ্জনীয়ং।
পথ্যং হি মুদ্গোদনমত্র যোজ্যং গব্যং পয়ঃ সর্ব্বমনল্প তীক্ষ্ণং ॥

কুষ্মাণ্ডেররস, ত্রিফলার ক্বাথ, তৈল, ঘৃতকুমারীররস ও কাঁজি দ্বারা ভাবিত হরিতাল, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধ, কাগজীনেবু ও ঘৃত কুমারীররসে একপ্রহর করিয়া ৩ দিন শুষ্ক করতঃ চক্রিকাকার করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে পলাশক্ষার সহযোগে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনকারী কদাচ তক্র ও মাংস সেবন করিবে না। ইহাতে মুগের যূষসহ অন্ন ও গোদুগ্ধ এবং ঈষৎ তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য হিতকর পথ্য বলিয়া জানিবে।

মহাতালেশ্বরঃ।—

তালতাপ্যশিলাযুক্তং শুদ্ধং টঙ্কণসৈন্ধবং।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লে সূত দ্বিগুণ গন্ধকঃ।

গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং লৌহভস্মাপি তৎসমং।
জম্বীরাম্লেন তৎসর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্যং পুটেল্লঘু।
ত্রিংশদংশং বিষং চাস্য ক্ষিপ্তা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মহিষাজ্যেন সংমিশ্র নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
মধ্বাজ্যৈর্বাগুজীচূর্ণং লিহেৎ কর্ষপ্রমাণতঃ।
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, মরিচ, টঙ্গণ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেকে ২ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য একদিন জম্বীর-নেবুররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটপাক দিবে। তৎপরে উহার সহিত ত্রিশভাগ বিষ মিশ্রণপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ মাহিষ ঘৃতসহ পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবনপূর্ব্বক পশ্চাৎ সোমরাজীরবীজ চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠনাশক।

মহাতালকেশ্বরো রসঃ।—

প্রপৌণ্ডরীক দলাভাষং শ্বেতং রক্তং ঘনং গুরু।
গদকণ্ডু সরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং বলাধিকে।
তালং তাপ্যং শিলাসূতং শুদ্ধ টঙ্কণসৈন্ধবং।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্লে সূতাদ্বিগুণ গন্ধকং।
গন্ধতুল্য মৃতং তাম্রং জম্বীরৈর্দ্দিনপঞ্চকং।
মর্দ্দ্যং ষড়্ভিঃ পুটৈঃ পাচ্যং ভূধরে সংপুটোদরে।
পুটে পুটে দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং সর্ব্বমেতচ্চ ষট্পলং।
দ্বিপলং মরিচং তাম্রং লৌহভস্ম চতুঃপলং।
জম্বীরাম্লে পতৎ সর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্যং পুটেল্লঘু।
ত্রিংশদংশং বিষং চাস্যাক্ষেপ্যং সর্ব্ব বিচূর্ণয়েৎ।
অনুপানং পূর্ব্ববৎ॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং গন্ধক, তাম্র প্রত্যেকে ২ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরনেবুররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটপাক ছয়বার দিবে ও ছয়বার জম্বীররসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে এই সকল দ্রব্য সমস্তে ছয়পল, মরিচ ২ পল, তাম্র ও লৌহ ৪ পল একত্র করিয়া জম্বীররসে সমস্ত দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক পুনরায় পুটপাক দিয়া উহার সহিত ৩০ ভাগ বিষ মিশ্রিত করতঃ চূর্ণ করিয়া লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান মহাতালেশ্বর ঔষধের ন্যায়। ইহা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠনাশক।

যোষিন্মাংস সুরাত্যাগঃ শালিমুদ্গাযবাদয়ঃ।
পুরাণাস্তিক্তশাকঞ্চ জাঙ্গলং কুষ্ঠিনাং হিতং॥

ইতি কুষ্ঠাধিকারঃ।

স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মাংস ভোজন ও সুরাপান এই সকল পরিত্যাগ এবং পুরাতন, শালিধান্য, যব, মুগ প্রভৃতি ও জাঙ্গল দেশোদ্ভূত শাক; এই সকল কুষ্ঠরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে।

ইতি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শীতপিত্তোদর্দ্ধকোঠাধিকারঃ

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্ততঃ।
উদর্দ্ধে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা।
ত্রিফলা পুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসহিতাং পিবেদ্বা নবকার্ষিকং।
বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ।
সিদ্ধার্থ রজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড়তিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতং।
দূর্ব্বা নিশাযুতোলেপঃ কচ্ছুপামাবিনাশনঃ।
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্ধকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ।
কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাৎ অম্লপিত্তঘ্নমেবচ।
উদর্দ্ধোক্তাং ক্রিয়াং বাপি কোঠরোগসমাসতঃ।
সর্পি পিত্বা পঞ্চতিক্তং কার্য্যং শোণিতমোক্ষণং॥

কটুতৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, উষ্ণজল দ্বারা পরিষেক, পল্‌তা ও নিম্বছালের ক্বাথ দ্বারা বমন এবং গুগ্‌গুল ও পিপুলচূর্ণ সহ ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা বিরেচন এই সকল উদর্দ্ধরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

ত্রিফলার ক্বাথ মধুসহ অথবা বাতরক্তাধিকারোক্ত নবকার্ষিক নামক ক্বাথ, বিসর্পোক্ত অমৃতাদি ক্বাথ উদর্দ্ধরোগে হিতকর বলিয়া জানিবে।

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও তিল; এই সকল দ্রব্য কটু তৈলসহ মিশ্রণপূর্ব্বক উদ্বর্ত্তন (বিলেপন) করিলে উদর্দ্ধরোগ, বিনষ্ট হয়।

দূর্ব্বা ও কাঁচাহরিদ্রা বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, উদর্দ্ধ, কচ্ছু, পামা, ক্রিমি, দদ্রু ও শীতপিত্তরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

গনিয়ারীরমূল ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা, অম্লপিত্তনাশক ঔষধ সকল, উদর্দ্ধোক্ত ক্রিয়া সকল এবং কুষ্ঠাধিকারোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত পানপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ; এই সকল কোঠরোগে প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন ধাত্রীবিমিশ্রাণ্যথচোপযুঞ্জ্যাৎ।
বিস্ফোটকোঠ ক্ষতশীতপিত্ত কণ্ডূস্রপিত্তং ত্বক্সাঞ্চযোজ্যাৎ।
ক্ষারসিন্ধূত্থ তৈলৈশ্চ গাত্রাভ্যঙ্গং প্রযোজয়েৎ।
গাম্ভারিকাফলং পক্কং শুষ্কমুৎস্বেদিতং পুনঃ।
ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যসেবিনা।
তৈলোদ্বর্ত্তনযোগেন যোজ্যং এলাদিকোগণঃ।
যমানী গুড়সংযুক্তো ভস্মসূতো দ্বিগুঞ্জকঃ।
শীতপিত্তং নিহন্ত্যাশু কটুতৈলেন মর্দ্দয়েৎ।
শুষ্কমূলকযূষেণ কৌলত্থেন রসেন বা।
ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যং লাবতিত্তিরিজেন বা।
শীতলান্যন্নপানানি বুদ্ধ্বা দোষগতিং ভিষক্।
উষ্ণানি বা যথাদোষং শীতপিত্তে প্রজয়েৎ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্দ্ধকোঠাধিকারঃ।

নিম্বপত্র অথবা আমলকী চূর্ণ ঘৃতসহ সেবন করিলে বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডূ ও রক্তপিত্তরোগ সহসাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রাদিতে অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে অথবা সুপথ্যসেবী হইয়া সুপক্ক গাম্ভারীফল শুষ্ক করতঃ দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অথবা এলাদিগণ কটু তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন (প্রলেপ) করিলে কিম্বা যমানীচূর্ণ ও গুড়সহ রস-সিন্দূর ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে ও কটু তৈল দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলে শীতপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

শুষ্কমূলার যূষ, কুলত্থ কলায়ের যূষ অথবা লাব ও তিত্তিরপক্ষীর মাংস রসের সহিত অন্নভোজন এবং দোষানুসারে শীতল বা উষ্ণ অন্নপানীয় সেবন এই সকল শীতপিত্তরোগে সর্ব্বদা প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

ইতি শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ অম্লপিত্তাধিকারঃ।

বান্তি কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ।
সম্যগ্বান্ত বিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনং।
ক্রিয়াশুদ্ধস্য শমনীহ্যনুবন্ধ ব্যপেক্ষয়া।
দোষসংসর্গজে কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা।
ঊর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ॥

অম্লপিত্তরোগে প্রথমতঃ বমন করাইয়া পরে মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এবং সম্যক্ প্রকার বমন ও বিরেচন হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অনুবাসন (স্নিগ্ধ বিরেচক দ্রব্য দ্বারা পিচকারী) প্রয়োগ করিবে।

বাতপৈত্তিকাদি দ্বন্দ্বজ অম্লপিত্তে অনুবন্ধভূত বাতাদিদোষ প্রশমক ঔষধ ও আহার, কফাধিক ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন এবং মলরোধ সংযুক্ত অধোগ অম্লপিত্তে বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

তিক্তভূয়িষ্টমাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ।
যবগোধূমবিকৃতি তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
যথাস্বং লাজশক্তূন্ বা সিতা মধুযুতান্ পিবেৎ।
নিস্তুষযববৃষ ধাত্রীক্বাথ স্ত্রিসুগন্ধি মধুযুতঃ পীতঃ।
অপনয়ত্যম্লপিত্তং যদিভুঙ্‌ক্তে মুদ্গাযূষেণ।
কফবমিকণ্ডু জ্বর বিস্ফোটদাহহা।
ছিন্নাখদিরযষ্ট্যাহ্ব দার্ব্ব্যম্ভো বা মধুদ্রবং।
সদ্রাক্ষামভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রাং সগুড়াঞ্চতাং।
কটুকাসিতাবলেহ্যাপটোল বিশ্বঞ্চ মধুসমাযুতং।
রক্তস্রুতৌ চ যুক্তা খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং শ্রেষ্ঠং॥

অম্লপিত্তরোগে তিক্তরস প্রধান আহার অথবা কটু, অম্ল, লবণাদির সংযোগ রহিত তীক্ষ্ণ সংস্কার বর্জ্জিত যব, গোধুমের পেয়া প্রভৃতি অথবা চিনিসহ খইয়ের ছাতু দোষানুসারে তত্তদ্দোষ বিরোধিদ্রব্যের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

নিস্তুষ যব, বাসক, আমলকী ইহাদের ক্বাথে ছোটএলাচি, তেজপত্র ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিয়া পশ্চাৎ মুদ্গাযূষের সহিত অন্ন আহার করিলে অম্লপিত্ত, কফ, কাস, কণ্ডূ, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহ নিবারিত হয়।

গুলঞ্চ, খদির, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া অথবা হরীতকী, দ্রাক্ষা বা মধু অথবা গুড়সহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

কটুকী চিনিসহ অথবা পলতা ও শুণ্ঠীর ক্বাথ মধুসহ পান করিলে এবং রক্তস্রাব অবস্থায় খণ্ডকুষ্মাণ্ডক ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়।

পটোলনিম্বত্রিফলা শৃতং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরছর্দ্দি দাহশূলোপশান্তয়ে।
সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকং।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিং।
জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকং।
গুড়পিপ্পলী পথ্যাভিস্তুল্যাভির্ম্মোদকঃ কৃতঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ পীতো মন্দমগ্নিঞ্চ দীপয়েৎ।
বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেবচ।
অম্লপিত্তে প্রয়োক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকন্তথা।
পক্তিশূলাপহা যোগা স্তথা খণ্ডামলক্যপি॥

পলতা, নিমছাল ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয়।

জম্বীরনেবুর স্বরস পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। অথবা গুড়, পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাসাঘৃত, তিক্তকঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ড এবং খণ্ডামলকী ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও পক্তিশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতং।—

দ্রাক্ষামৃতাশক্রপটোলপত্রৈঃ সোশীরধাত্রীঘনচন্দনৈশ্চ।
ত্রায়ন্তিকা পদ্মকিরাতধান্যৈঃ কল্কৈঃ পচেৎ সর্পিরুপেতমেভিঃ।
যুঞ্জীতমাত্রাং সহভোজনেন সর্ব্বর্ত্তপানেঽপিভিষগ্বিদদ্যাৎ।
বলাশপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধং কাসাগ্নিসাদজ্বরমম্লপিত্তং।
সর্ব্বং নিহন্যাদ্ঘৃতমেতদাশু সম্যক্ প্রযুক্তং হ্যমৃতোপমঞ্চ॥

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পল্তা, বেণারমূল, আমলকী, মুথা, রক্তচন্দন, বলালতা, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনিয়া সমভাগে সমষ্টে /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক-পূর্ব্বক সকল ঋতুতে পান ও আহারীয় দ্রব্যের সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেষ্মা, পিত্ত, গ্রহণী, কাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অম্লপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

শতাবরী ঘৃতং।—

শতাবরীমূল কল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমং।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণং।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোত্তরং জয়েৎ।
রক্তপিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তর্পণন্তথা॥

গব্যঘৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—শতাবরীর মূল /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতপৈত্তিক অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু ইহা অতীব সন্তর্পণ কারক।

সিদ্ধার্থকহিতং তৈলং হিমসাগরমুত্তমং॥

সিদ্ধার্থক তৈল এবং হিমসাগর তৈলও অম্লপিত্তরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে।

অবিপত্তিকরং চূর্ণং।—

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঞ্চৈব বিড়ঙ্গকং।
এলাপত্রাণি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণা দ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
এতদেকীকৃতং যাবৎ শর্করাভিঃ সমং ভবেৎ।
পিবেৎ সর্ব্বাণি চূর্ণানি নারিকেলোদকেন বা।
ততো যথেষ্টমাহারং কুর্য্যাৎ ক্ষীররসাশিনঃ।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবদ্ধ মলমূত্রয়োঃ।
অগ্নিমান্দ্যোদ্ভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব শূলদুর্ণামনাশনং।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতস্তথাশ্মরীং।
অবিপত্তিকরং চূর্ণং অগস্ত্য মুনিভাবিতং।
ভবেন্মাষদ্বয়াদূর্দ্ধং চূর্ণানাং হীনবীর্য্যতাং॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, এলাচি, তেজপত্র, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে এক একভাগ, লবঙ্গচূর্ণ ১১ ভাগ, তেউড়ীচূর্ণ ৪৪ ভাগ এবং শর্করা ৬৬ ভাগ সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নারীকেলের জলসহ সেবন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও মাংসরস সহযোগে অন্ন আহার করিবে। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, মলমূত্রের অবরোধ, প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

বিশেষকথা—চূর্ণ ঔষধ একেবারে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে না। কারণ উহা ১ দুই মাসের পরে হীনবীর্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহা সেবন করিলে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

এলাদিমোদকঃ।—

এলাং ধাত্রীং পঞ্চগণাহ্বা যষ্টি সর্ব্বমেতৎ সমাংশং।
এতত্তুল্যা দন্তিকাচ ত্রিবৃৎস্যাৎ সর্ব্বৈস্তুল্যাঃ শর্করা পাদভাগাঃ।
গোলং কৃত্বা মাক্ষিকেনাক্ষমাত্রাং প্রাতঃখাদেদম্লপিত্তং প্রশান্ত্যৈঃ॥

• এলাচি, আমলকী, পঞ্চগণ (ভূমিকুষ্মাণ্ড, বৃহতী, চাকুলে, কন্টকারী ও গোক্ষুর) এবং যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে একভাগ, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ ভাগ, তেউড়ীচূর্ণ ৮ ভাগ এবং শর্করা ৬ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।—

গগণা দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকং।
লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতং।
মণ্ডুকপর্ণীবশিরং তালমূলীরসৈঃ পুনঃ।
বরী ভৃঙ্গকেশরাজ কালমারিষজৈরথ।
ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্বিচূর্ণিতং।
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ।
তন্মসৃণে শিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতং।
বচাচব্যং যমানীচ জীরকে শতপুষ্পিকা।
ব্যোষং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী।
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তসিতস্তথা।
ভৃঙ্গমানক কন্দাখ্য খণ্ডকর্ণক এবচ।
দণ্ডোৎপলা কেশরাজঃ কালাবকড়কোপিচ।

এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পট্টঘৃষ্টং সুচূর্ণিতং।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেবচ।
এতৎসর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে বিভাবয়েৎ।
আতপেদণ্ডসংঘৃষ্টং চাদ্র্ কস্য রসৈস্ত্রিধা।
তদ্রসেন শিলাপিষ্টং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বদরাস্থিনিভাং শুষ্কাং স্বনিগু প্তাং নিধাপয়েৎ।
ততঃ প্রাতর্ভোজনাদৌ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ং।
অন্নোদকানুপানঞ্চ হিতঞ্চ মধুবর্জ্জিতং।
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্ল কাঞ্জিকং।
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজং।
পাণ্ডুরোগঞ্চ সকলং শোথোদর গুদাময়ান্।
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকং।
প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং সুদারুণং॥

অভ্র ১৬তোলা, লৌহ ৮ তোলা এবং মণ্ডুর ৪ তোলা একত্র করিয়া থানকুনী, বশির (গজপিপুল) ও তালমূলী ইহাদের রসে প্রথমবার; শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর ও কালমারিষ (কাটানটে) ইহাদের রসে দ্বিতীয়বার এবং ত্রিফলা ও মুথার রসে তৃতীয়বার ভাবনাদিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে ঐ চূর্ণ দ্রব্য সকল এবং কজ্জলী, বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শলুফা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, খরমঞ্জরী (অপামার্গ), তেউড়ী, রক্তচিতা, দন্তী, সূর্য্যাবর্ত্ত (শ্বেতসুইণ্টা) ভৃঙ্গরাজ, মানকন্দ, খণ্ডকর্ণক (খারকোণ) দণ্ডোৎপল, কেশুর ও কালাবকরক (কাণাকড়ী) চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ চারিতোলা এবং ত্রিফলাচূর্ণ ১২ তোলা, সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রমিশ্রিত করতঃ আদাররসে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া আদার রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক কুলের আঁঠীপ্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালীন ভোজনের পূর্ব্বে সেব্য। অনুপান কাঁজি। এই ঔষধ সেবনকারী ব্যক্তি কদাচ মধু, দুগ্ধ, নারীকেল জল, যথেষ্ট মিষ্ট দ্রব্য সহ অন্ন পানীয় ভোজন করিবে না। ইহাদ্বারা বিবিধ অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, পাণ্ডু, শোথ, যক্ষ্ম, কাস প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভানুরসঃ।—

পারদং গন্ধকং ব্যোষং তাম্রং লৌহং বিমর্দ্দয়েৎ।
ধাত্র্যক্ষসলিলৈর্যামং ভানুশুষ্কং তদল্পকং।

মৃষ্টং মৃদ্রুমার্কবেণ মর্দ্দয়েদস্যবল্কলং।
প্রযুঞ্জ্যাদম্লপিত্তঞ্চ শান্ত্যায় মধুনানি বুধঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, ও লৌহ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে এক প্রহর সূর্য্যপাক করিয়া শুষ্ক হইলে পরে ভৃঙ্গরাজের রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ৬ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

লীলাবিলাসোরসঃ।—

রসোবলির্ব্যোম রবিস্তু লৌহং ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য।
তদম্পঘৃষ্টং মৃদ্রুনাথবেন সংমর্দ্দয়েদস্য চ বল্লযুগ্মং।
নিহন্ত্য পিত্তং মধুনাবলীঢ়া লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ।
দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রীফলং সমেতৎ সসিতং জয়েদ্বা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ এই সকল দ্রব্য আমলকী ও বহেড়া রসে ৩ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করতঃ ৪ রতি মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুসহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আমলকীফল চূর্ণ দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডরস ও চিনি সহ সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অম্লপিত্তান্তকোরসঃ।—

মৃতসূতার্ক লৌহানাং তুল্যাং পথ্যা বিমর্দ্দয়েৎ।
মাষত্রয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্ত প্রশান্তয়ে॥

ইতি অম্লপিত্তাধিকারঃ।

রসসিন্দূর, তাম্র ও লৌহ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক হরীতকীর রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ মাষা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

ইতি অম্লপিত্তরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিসর্পবিস্ফোটস্নায়্বধিকারঃ।

বিরেকবমনালেপ সেচনাসৃগ্বিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্‌যথাদোষং বিসর্পমবিদাহিভিঃ।
কুটজত্বগ্‌ভবো লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে।
ত্রিফলা পদ্মকোশীর সমঙ্গা করবীরকং।

নলমূল মনন্তাচ লেপশ্লেষ্ম বিসর্পহা।
প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকোশীর চন্দনৈঃ।
সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপনং।
কুষ্ঠা শতাহ্বা সুরদারু রাস্না বরাহিঙ্গু স্তুম্বুরু কৃষ্ণগন্ধা।
বাতেঽর্কবং শর্ত্তগলাশ্চ যোজ্যা সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু।
মুস্তারিষ্ট পটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ।
ধাত্রীমুস্ত পটোলানাং মথবা ঘৃতসংপ্লুতং॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপ, সেচন, রক্তমোক্ষণ এবং অবিদাহি অন্ন পানীয় এই সকল দ্বারা বিসর্পরোগের চিকিৎসা করিবে।

শ্লৈষ্মিক বিসর্পে কুড়চিছাল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। এবং ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, করবী, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও শ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলপদ্মের মূল এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুড়, শলুফা, দেবদারু, রাস্না, বরাহক্রান্তা, ধনিয়া, সজিনাছাল, আকন্দমূল, বাঁশের কোঁড় এবং নীলঝিন্টী, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা সেক ও প্রলেপ দিলে অথবা ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বিসর্পরোগ আরোগ্য হয়।

মুথা, নিমছাল ও পল্‌তা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সর্ব্ববিধ বিসর্প নাশক।

আমলকী, মুথা এবং পল্‌তা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ঘৃতাপ্লুত করিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ বিসর্প বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদি পাচনং।—

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং।
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধ বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠ বিস্ফোটকণ্ডু।
রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তজ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পল্‌তা, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত, নিম্বপত্র, হরিদ্রা এবং দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে বিবিধ কুষ্ঠ, বিসর্প, [illegible] মসূরী শীতপিত্ত ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

বৃষাদ্যং ঘৃতং।—

বৃষখদিরপটোলপত্র নিম্বত্বগমৃতামলকী কষায়কল্কৈঃ।
ঘৃতমভিনবমেতদা সুপক্কং জয়তি বিসর্পমদ কুষ্ঠগুল্মান্॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের, জল ।৬ সের এবং বাসক, খদিরকাষ্ঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ, ও আমলকী সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথা-নিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বিসর্প, মদ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও গুল্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহাপদ্মকং ঘৃতং।—

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরং।
দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মৈলা তগরং তথা।
কুষ্ঠং লাক্ষাপত্রকঞ্চ সিক্থকং তুত্থমেবচ।
বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেবচ।
তোয়েনালোড্য তৎসর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যাংশ্চ রোগান্নিহন্ত্যাশু তান্নিবোধ মহামুনে।
সর্পকীটাখুদংষ্ট্রেষু লূতামূত্রকৃতেষুচ।
বিবিধেষু চ স্ফোটেষু তথা দুষ্টবিসর্পেষু।
নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ।
অগস্ত্যবিহিতং ধান্যং পদ্মকন্তু মহাঘৃতং॥

ঘৃত /৪ চারিসের, জল ।৬ যোলসের, কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগকেশর হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, তগরপাদিকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, চালিতাবীজ, শিরীষছাল এবং কয়েদ-বেলের শাঁস সমভাগে সমস্তে /১ একসের। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্পাদির বিষদোষ বিসর্প, বিস্ফোট, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কালাগ্নিরুদ্রোরসঃ।—

সূতাভ্র কান্ততীক্ষ্ণানাং ভস্মমাক্ষিকগন্ধকং।
বন্যাকর্কোটকদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্দ্যং দিনাবধি।
বন্যকর্কটিকা পিষ্ট্বা স্থাপ্যং লেপ্যং মৃদাবহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটিতব্য দিনৈকং তৎবিচূর্ণয়েৎ।
দশমাষং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ।
পিপ্পলী মধুসংযুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, গন্ধক এবং স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বনকাঁকুড়ের রসে ১ একদিবস মর্দ্দন করিবে। তৎপরে বনকাঁকুড়ের মুলপিণ্ডমধ্যে নিহিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা বহির্ভাগ লেপনপূর্ব্বক ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তদনন্তর দশমাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়।

বিসর্পবিস্ফোট স্নায়ুকানিদানং।—

বেগেস্তু স্নায়ুকাখ্যোঽয়ং ক্রিয়াতত্র বিসর্পবৎ।
গব্যং সর্পিস্ত্র্যহাৎ পীত্বা নির্গুণ্ডীস্বরসং ত্র্যহং।
পিবেৎ স্নায়ুকমত্যুগ্রং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
শোভাঞ্জনমূলদলৈঃ কাঞ্জিকৈঃ পিষ্টৈঃ সলবণৈর্লেপঃ।
হন্তিস্নায়ুকরোগং যদ্বামোত্বচালেপঃ।
মোচং কদলীফলং॥

স্নায়ুকরোগে বিসর্পরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। তিন দিন গব্যঘৃত পান করিয়া তৎপরে ৩ দিবস নিসিন্দার স্বরস পান করিলে নিশ্চয়ই স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনামূলের ছাল কাঁজি ও সৈন্ধবলবণসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে স্নায়ুকরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে এবং কলার মোচার ত্বক্ বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিস্ফোট ও স্নায়ুকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি বিসর্প, বিস্ফোট ও স্নায়ুকরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মসূর্য্যধিকারঃ।

শর্করাপ্রক্ষেপঃ।—

তত্রাদৌবমনং যুঞ্জ্যাৎ তথা লঙ্ঘনপাচনং।
সর্ব্বাসাং বমনং পূর্ব্বং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচা বৎস যষ্ট্যাহ্বা ফলকল্কিতৈঃ।
ফলং মদনফলং।
দুরালভাপর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীং।
শ্লৈষ্মিকাপিত্তজায়াস্তু পানেনিষ্কাথ্যদাপয়েৎ।
দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্য খর্জ্জুর পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
লাজামলকদুস্পর্শঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥

সর্ব্ববিধ মসূরীরোগে প্রথমেই বমন, লঙ্ঘন ও পাচন ঔষধপ্রয়োগ করিবে। সকল প্রকার মসূরীরোগীকে পল্‌তা, নিমছাল ও বাসকছাল ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ পান করিতে দিবে। দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও কট্‌কী সমভাগে সমস্তে ২৪তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্মপিত্তজ মসূরিকা নিবারিত হয়। দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খর্জ্জুর, পল্‌তা, নিমছাল, লাজ (খৈ), আমলকী ও দুরালভা সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাক নমিত্ত জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক মসূরিকা আরোগ্য হইয়া থাকে। দশমূল, রাস্না, দেবদারু, বেণারমূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনিয়া ও মুথা সমভাগে সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে বাতজ মসূরিকারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্ব্বুশীরং দুরালভা।
সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্বাত সমুত্থিতাং॥
নিম্বং সপর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীং।
বাসাং দুরালভাং ধাত্রী মুশীরং চন্দনদ্বয়ং।
এষনিম্বাদিকঃ খ্যাতঃ সিতয়া চ সমন্বিতঃ।
হন্তি ত্রিদোষমসূরীঃ বিসর্প জ্বরসম্ভবাং॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদী, পল্‌তা, কট্‌কী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসর্প ও জ্বরোদ্ভূত ত্রৈদোষিক মসূরিকারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেতচন্দন কল্কাদিং হিলমোচী ভবং রসং।
পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈম্বমাকেবলং রসং।
সুসবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রা চূর্ণসংযুতং।
রোমান্তীজ্বরবিস্ফোট মসূরীশান্তয়েপিবেৎ।
সুসবীকারবেল্লশ্চ কল্কেনাপি পিবেন্নরঃ।
গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষামোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালেতুদাতব্য ভেষজং গুড়সংযুতং।
তেনপাকং ব্রজত্যাশু নচবায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥

মসূরিকার প্রথম অবস্থায় শ্বেতচন্দনের কল্ক হিঞ্চাশাকের রস সহ অথবা কেবলমাত্র নিমপাতার রস পান করা কর্ত্তব্য।

করলাপত্রের রস হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবন করিলে রোমান্তী (হাম) জ্বর বিস্ফোট ও মসূরীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মসূরিকার পাককালে ছোট করলা ও বড় করলার কল্কসহ শুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ধলা-আকড়া ও দাড়িমফলের ছাল ইহাদের ক্বাথ অথবা গুড়সহ শুণ্ঠীচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা মসূরিকা শীঘ্র পাকিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুনরায় মসূরিকা উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিশাদ্বয়োশীরং শিরীষমুস্তকৈঃ সলোধ্রভদ্র শ্রিয়নাগকেশরৈঃ।
সস্বেদবিস্ফোট বিসর্পকুষ্ঠদৌর্গন্ধ্য রোমান্তিহরপ্রদেহঃ।
ভদ্রশ্রিয়ং শ্বেতচন্দন।
বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রযুক্তোচ্চ পুনঃ পুনঃ।
তথাশোণিত সংসৃষ্টাঃ কাশ্চিৎ শোণিতমোক্ষণৈঃ।
পঞ্চতিক্ত প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জন ভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ব্রণ বিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরং॥

ইতি মসূর্য্যধিকারঃ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষছাল, মুথা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ, দৌর্গন্ধ্য ও রোমান্তী (হাম) বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মসূরিকারোগীকে বিষঘ্ন সিদ্ধ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিবে। রক্তসংসৃষ্ট মসূরিকা রক্তমোক্ষণদ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। মসূরিকারোগীকে কুষ্ঠাধিকারোক্ত পঞ্চতিক্তঘৃত পান অভ্যঞ্জন ও ভোজনার্থে প্রয়োগ এবং ব্রণরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। আর অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীকে তৈলাদি ব্যবহার করিতে দিবে না।

ইতি মসূরী-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

তত্রাজগল্লিকা মামাং জলৌকা ভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাক্ষার কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ।
কাচলাং ক্ষারযোগৈশ্চ শ্রাবয়েদজগল্লিকাং॥

অজগল্লিকা (শিশুদের আচলিনামকরোগ) রোগের অপক্কাবস্থায় জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। এবং ঝিনুক, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। অজগল্লিকারোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে উহাতে ঘণ্টাপারল্যাদির ক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্।
বিবৃতামিন্দ্রবৃদ্ধিঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভং।
ইরিবেল্লীং গন্ধনামাং জয়েৎ পিত্ত বিসর্পবৎ।
মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষাশময়েদ্ব্রণাং।
রক্তাবসেকৈর্ব্বহুভিঃস্বেদনৈ রপতর্পণৈঃ।
জয়েদ্বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রুদেব দ্রুমোদ্ভবৈঃ॥

বৈদ্যগণ শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে অনুশয়ী (পাদরোগ বিশেষ) রোগের চিকিৎসা করিবেন।

বিবৃতা, ইন্দ্রবৃদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা এই সকল রোগের চিকিৎসা করিবে। এবং কাকোল্যাদি মধুরগণের সহিত সিদ্ধঘৃতদ্বারা ব্রণরোগের চিকিৎসা করিবে।

পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদ, অপতর্পণ (লঙ্ঘন) এবং সজিনা ও দেবদারু পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা বিদারিকারোগের চিকিৎসা করিবে।

পনসিকাং কচ্ছপিকা মর্দ্দনবিধিনাভিষক্।
সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ স্থান দোষসমুদ্ভবান্।
অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণ গর্দ্দভং।
সুরদারু শিলাকুষ্ঠৈঃ ক্ষোদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ।
কফমারুতশোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে॥

পনসিকা কচ্ছপিকা এবং অন্যান্য দোষোদ্ভূত শোথরোগ সমূহের চিকিৎসাও বিদারিকারোগোক্ত বিধানানুসারে করিবে।

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভরোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় ইহাদের প্রলেপ দিবে। এবং পাষাণগর্দ্দভরোগে কফবাতজ শোথনাশক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

শোণৎ হৃত্যবল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
শিলালভল্লাতি সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনং।
জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়ত্যাশু বহুছিদ্রং বহুব্রণং॥

বল্মীকরোগে প্রথমতঃ শস্ত্রদ্বারা বল্মীক উৎপাটন করতঃ তৎপরে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। এবং মনঃশিলা, হরিতাল ভেলা, ছোট এলাচি

অগুরুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও জাতীপল্লব এই সকল কল্ক সহ নিম্বতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বহুচ্ছিদ্র ও বহু ব্রণসংযুক্ত বল্মীক-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাদদারিযুক্তসিরাং ব্যধয়েত্তলশোধনীং।
স্নেহস্বেদোপপন্নৌচ পাদৌচাপাদয়েন্মুহুঃ।
মধুচ্ছিষ্টং বসামজ্জ ঘৃতক্ষারৈর্ব্বিমিশ্রিতৈঃ।
সর্জ্জাক্ষসিন্ধুদ্ভবয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতং।
নির্মথ্যকটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনং॥

পাদদারীরোগে পাদতলগামিনী সিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহ ও স্বেদ প্রদান-পূর্ব্বক মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার ইহাদের প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ ধুনা, সৈন্ধবলবণ, মধু ও ঘৃত একত্র কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ পাদমার্জ্জন করিবে।

উপোদিকা সর্ষপনিম্বমোচকর্কারুকৈর্ব্বারুক ভস্মতোয়ৈঃ।
তৈলং বিপক্বং লবণাংশযুক্তং তৎপাদদারীং বিনিহন্তিলেপাৎ॥

পূতিকা, সরিষা, নিমছাল, মোচা, কর্কারু (কুষ্মাণ্ডভেদ), কাঁকুড় এই সকল ভস্ম করিয়া ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। উক্ত ক্ষারজল উপযুক্ত পরি-মাণে সৈন্ধবলবণ কল্ক প্রদান করতঃ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা প্রলেপ দিলে পাদদারীরোগ বিনষ্ট হয়।

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ।
পটোলারিষ্টকাশীশং ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ।
করঞ্জবীজং রজনী কাশীশং মধুকং মধু।
রোচনাহরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতা।
লাক্ষাভয়াবসোলেপঃ কার্য্যং বা রক্তমোক্ষণং।
বৃহতী রসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বা নরান্।
শিলারোচনকাশীশ চূর্ণৈর্ব্বা প্রতিসারয়েৎ॥

অলসকরোগীর পাদদ্বয় অম্লকাঞ্জিকমধ্যে বহুক্ষণ নিমগ্ন রাখিয়া পলতা, নিমছাল, হিরাকস, ও ত্রিফলা এই সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

ডহরকরঞ্জারবীজ, হরিদ্রা, হিরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরি-তাল ইহাদের প্রলেপ কিম্বা লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল ইহাদের প্রলেপ; অথবা রক্তমোক্ষণ বা বৃহতীরসের সহিত তৈলপাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অভ্যঞ্জন করিয়া মনঃশিলা, গোরোচনা ও হিরাকস এই সকল দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে অলসকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

দহেৎকদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা।
চিপ্পমুষ্ণাম্বুনাস্বিন্নমুদ্ধৃত্যা খজ্যতং ব্রণং।
দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ।
স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রেকৃষ্ণা রসেভয়াং।
ঘৃষ্টাতজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং পুনঃ পুনঃ।
চিপ্পেনটঙ্গনাস্ফোতা মূললেপন খপ্রদঃ॥

কদররোগে অস্ত্রদ্বারা কদর উদ্ধৃত করিয়া তপ্তৈতল বা অগ্নিদ্বারা উহা দগ্ধ করিয়া দিবে।

চিপ্পরোগে প্রথমতঃ উষ্ণজলদ্বারা স্বেদ দিয়া পশ্চাৎ উহা ছেদন করতঃ তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। চিপ্পরোগে ধুনাচূর্ণ করিয়া তাহা প্রদানপূর্ব্বক ব্রণোক্ত বন্ধনানুসারে ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে, এবং রোগীকে ব্রণরোগোক্ত আহার ও ঔষধাদিদ্বারা চিকিৎসা করিবে।

কৃষ্ণলৌহপাত্রে হরীতকী রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা বারম্বার প্রলেপ দিলে অথবা সোহাগার খৈ ও হাপরমালীরমূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে চিপ্পরোগ প্রশমিত হয়।

নিম্বোদকেন বমনং পদ্মিনী কণ্টকেহিতঃ।
নিম্বোদককৃতং সর্পিঃ সক্ষৌদ্রং পানমিষ্যতে।
পদ্মনালকৃতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তিলেপতঃ॥

পদ্মিনীকণ্টকরোগে নিমছালের কাথ মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ রোগীকে পান করিতে দিবে। নিমছালের কাথ সহ ঘৃত পাকপূর্ব্বক মধু-মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা পদ্মনাল দগ্ধ করতঃ সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে পদ্মিনীকণ্টকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিম্বারগ্বধ কল্কৈর্বামুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতং।
নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতং।
জালগর্দ্দভঃ শীঘ্রং সদ্যোহন্তি চ বেদনাং॥

নিমপাতা ও সোঁদালপাতা পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নীলবুহ্না ও পটোলমূল পেষণপূর্ব্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভরোগ এবং তজ্জনিত বেদনা সদ্যই নিবারিত হয়

অহিপূতনকেধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ
ত্রিফলাখদিরক্কাথৈর্ব্রণানাং ক্ষালনং সদা।
করঞ্জত্রিফলাতিক্তৈঃ সর্পিসিদ্ধং শিশোর্হিতং
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানলেপনযোর্হিতং

অহিপূতনকরোগে প্রথমতঃ পিত্তশ্লেষ্মনিবারক দ্রব্যাদিদ্বারা ধাত্রীর স্তন্য-বিশুদ্ধ করতঃ পশ্চাৎ খদিরকাষ্ঠ ও ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ব্রণধৌত করিবে।

ডহরকরঞ্জ, ত্রিফলা ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য সহযোগে পাক করা ঘৃত সেবন করিবে; বিশেষতঃ রসাঞ্জন পান বা প্রলেপ রূপে ব্যবহার করিলে শিশুদিগের অহিপূতনকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাত্ত প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টং খেদয়েচ্চাপিবদ্ধং গোস্ফণয়া ভৃশং।
কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতং।
এতন্নিশ্চিতনির্দ্দিষ্টং নতস্যগুদনির্গমঃ।
বৃক্ষাম্লানলচাঙ্গেরী বিশ্বপাঠা যবাগ্রজং।
তক্রেণশীলয়েচ্চ পায়ুভ্রংসার্ত্তোঽনলদীপনঃ।
গুদকুগব্যবসয়া মুক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
দুষ্প্রবেশোগুদভ্রংশোঽপ্যাবিশত্যাশুনশংসয়ঃ।
মূষিকাণারসাভির্ব্বা গুদেসম্যক্ প্রলেপনং।
স্বিন্নমূষিকমাংসেন অথবা স্বেদয়েদ্গুদে॥

গুদভ্রংশরোগীর গুহ্যদ্বার ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্বারা পরিলিপ্ত করতঃ উহা অতিশীঘ্র গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। উহা প্রবিষ্ট হইলে পরে উহাতে স্বেদ দিয়া সচ্ছিদ্র কৌপীনবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে।

কোমলপদ্মপত্র চিনির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, গুহ্য দ্বার পুনর্ব্বার বহির্গত হইতে পারে না।

বৃক্ষাম্ল, রক্তচিতা, চাঙ্গেরী, আকনাদী, শুণ্ঠী ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য তক্রসহ সেবন করিলে গুদভ্রংশরোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

বহির্গত মলদ্বারে অশঙ্কিতচিত্তে গোবসা মর্দ্দন করিলে অতি দুষ্প্রবেশ গুদভ্রংশও সত্বর গুহ্যমধ্যে নিশ্চয় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

মূষিকের বসাদ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা কাঁজির সহিত সিদ্ধ ও ঘৃতভৃষ্ট মূষিকমাংসদ্বারা গুহ্যদেশে স্বেদ প্রদান করিলে গুদভ্রংশরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চাঙ্গেরীঘৃতং।—

চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্লনাগর ক্ষারসংযুতং।
ঘৃতমুৎ ক্বথিতং পেয়ং গুদভ্রংশ রুজাপহঃ।
শুণ্ঠীক্ষারাবত্রকল্কৌ শিষ্টন্তুদ্রবমিষ্যতে॥

ঘৃত /৪ চারিসের; আমরুলের রস, শুষ্ককুলের ক্বাথ ও অম্লদধি প্রত্যেকে /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ—শুঁঠ /৷৹ অর্দ্ধসের ও যবক্ষার /৷৹ অর্দ্ধসের।

যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বেদনা-সংযুক্ত গুদভ্রংশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মূষিকাদ্যং তৈলং।—

ক্ষীরেমহৎ পঞ্চমূলং মূষিকা মন্ত্রবর্জ্জিতং।
পক্ত্বাতস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধ সংযুতং।
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল /২ সের; অস্ত্রাদিবর্জ্জিত মূষিক একটী, দুগ্ধ /২ দুইসের ও জল /২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। এই ক্বাথ এবং ভদ্রদার্ব্বাদিগণের কল্কসহ /১ একসের তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলে গুদভ্রংশরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বেদোপনাহৌ পরিকর্ত্তিকায়াং কৃত্বাসমভ্যজ্যাঘৃতেন পশ্চাৎ।
প্রবেশয়েচ্চর্ম্মশনৈঃ প্রবিষ্টের্ম্মাংসৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েত্তু।
স্নেহস্বেদৈস্তথৈরেনাং চিকিৎসেদবপাটিকাং।
নিরুদ্ধপ্রকাশেনাড়ীং দ্বিমুখীং কনকাদিজাং।
ক্ষিপ্ত্বাজ্যক্ত্বাং চূল্লকাদি স্নেহেন পরিষেচয়েৎ।
তৈলেন বা বচাদারু গন্ধৈঃ সিদ্ধেন চ ত্র্যহাৎ।
পুনস্থূলতরানাড়ী দেয়া স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
শস্ত্রেণ সেবনীং বুদ্ধা ছিন্নাব্রণবদাচরেৎ।
স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনং রুদ্ধগুদেপ্যেব ক্রমোমতঃ॥

পরিকর্ত্তিকারোগীকে প্রথমতঃ ঘৃতাভ্যঙ্গ করিয়া বাতঘ্নদ্রব্যদ্বারা স্বেদ এবং শাল্বনাদিদ্বারা উপনাহ প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা চর্ম্ম মৃদু হইলে চর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আনয়ন করিবে এবং চর্ম্ম আনীত হইলে ঈষদুষ্ণ মাংসদ্বারা উপনাহ করিবে।

অবপাটিকারোগে স্নেহ, স্বেদ, উপনাহ ও চর্ম্মানয়ন করিয়া চিকিৎসার বিধান করিবে। নিরুদ্ধপ্রকাশ ও রুদ্ধগুদরোগে কণকাদি নির্ম্মিত দ্বিমুখনল চুল্লকী (শুশুক) বরাহাদির স্নেহে ভিজাইয়া গুহ্যমধ্যে প্রবিষ্ট করিবে। এবং বচ, দেবদারু প্রভৃতির কল্ক দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা অবসেচন করিবে। এইরূপে ৩ তিন দিবস অন্তর স্রোতোবর্দ্ধনার্থ স্থূলতরনল গুহ্যদেশে প্রবিষ্ট করিবে এবং রোগীর সেবনীশিরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রদ্বারা বিদারণ করতঃ ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে; ও রোগীকে স্নিগ্ধদ্রব্য সমূহ ভোজন করাইবে।

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মসকাং স্তিলকালকান্।
তৎকৃত্যাশস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ।
রুবুনালাত্তু চূর্ণেন ঘর্ষোমসকনাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বামসঃ শাম্যতিদারুণঃ।
যুবানপিড়কান্যঙ্গনীলিকাব্যঙ্গশর্করাঃ।
শিরাব্যধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঞ্জনৈ স্তথা।
লোধ্রধান্যবচালেপং স্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ।
সিদ্ধার্থকবচালোধ্রসৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনং।
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পীড়কাযৌবনোদ্ভবাং।
ব্যঙ্গেষুচার্জ্জুনত্বগ্বামঞ্জিষ্ঠাবাসমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতশ্বেতাশ্বখুরজামসী।
রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠলোধ্রপ্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরমসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদা।
ব্যঙ্গানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শশস্যচ॥

চর্ম্মকীল, জতুমণি, মসক ও তিলকালক অস্ত্রদ্বারা উৎপাটন করতঃ ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিবে। এরণ্ড নালদ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ-পূর্ব্বক উক্ত চূর্ণদ্বারা অথবা কৃষ্ণসর্পের খোলস ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ করিলে মসকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

যুবান পীড়কা (বয়স ফোড়া), ন্যচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

লোধ, ধনিয়া ও বচ ইহাদের প্রলেপ দিলে তরুণ যুবানপীড়কা এবং গোরোচনা ও মরিচ একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে সর্ব্ববিধ যুবানপীড়কা বিনষ্ট হয়। রাইসরিষা, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা প্রলেপ ও বমন করাইলে যৌবনজাত পীড়কা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল অথবা মঞ্জিষ্ঠা পেষণপূর্ব্বক মধুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কিম্বা শ্বেত অপরাজিতার মূল ও অশ্বেরখুর দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নবনীতসহ মিশ্রণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসূর এই সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা শশকের রক্তদ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কেবলান্ পায়সা পিষ্টা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলী কণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখং।
মসূরৈঃ সর্পিষাপিষ্টৈর্লিপ্তমাস্যং পয়োন্বিতৈঃ।
সপ্তরাত্রাদ্ভবেৎ সদ্যঃ পুণ্ডরীক দলপ্রভং।
মাতুলুঙ্গ জটাসর্পিঃ শিলাগোশকৃতোরসঃ।
মুখকান্তি করোলেপ পীড়কাতিলকালজিৎ।
নবনীত গুড়ক্ষৌদ্র কোলমজ্জ প্রলেপনং।
ব্যঙ্গজিদ্ধরুত্বগ্ধং বা ছাগক্ষীর প্রপেষিতা।
জাতীফল কণ্ঠলেপো নিলীব্যঙ্গাদি নাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গ বক্ত্রপ্রশাধনঃ।
কালীয়কোৎ পলাময় দধিসরবদরাস্থি মধ্যফলীনিভিঃ।
লিপ্তং ভবতি চ বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ।
তুষরাহিত্য মসৃণ যবচূর্ণ সযষ্টিমধুক লোধ্রলেপেন।
ভবতি মুখং পরিনির্জ্জিত চামীকরচারু সৌভাগ্যং।
রক্ষোঘ্নসর্ব্বরীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠাগৈরিকাজ্যবস্তপয়ঃ।
সিদ্ধেন লিপ্তমাস্য ন মুদ্যাদ্বিনিন্দদ্বিভাতি।
পরিণত দধিসরপুঙ্খে কুবলয়দলকুষ্ঠ চন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমলকান্তীকরীভ্রুকুটিতিলকালকাঞ্জয়তি॥

শিমূলের কণ্টক দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে ৩দিনের মধ্যে পদ্মের ন্যায় মুখের কান্তি হয় এবং মসূর ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ৭ দিনমাত্র প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য হইয়া পদ্মপত্রের ন্যায় মুখের কান্তি হইয়া থাকে। ছোলঙ্গনেবুবমূল, ঘৃত, মনঃশিলা ও গোময়রস এই সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং পীড়কা ও তিলকালকরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। নবনীত, পুরাতন গুড়, মধু এবং কুলের আঁঠির শাঁস এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা বরুণবৃক্ষের ছাল ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কিম্বা জাতীফলের কল্ক কটু অর্থাৎ সর্ষপতৈলসহ মিশ্রণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সায়ংকালে মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং নীলী ও ব্যঙ্গাদিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কালাকড়া, নীলোৎপল, কুড়, দধির সর, কুলের শাঁস এবং প্রিয়ঙ্গু এই সকল একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ৭ রাত্রির মধ্যেই ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া চন্দ্রের ন্যায় মুখের কান্তি হইয়া থাকে।

তুষরহিত যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ ইহাদের প্রলেপ দিলে অথবা রক্তোঃ (শ্বেতসর্ষপ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গেরীমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ এই সকল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মুখে প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য হইয়া চন্দ্রবৎ মুখের কান্তি হয়।

পুরাতন দধি, শরপুঙ্খা, নীলোৎপলপত্র, কুড়, রক্তচন্দন ও বেণারমূল এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি, ললাটবলী শোভিত এবং তিলকালক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্বা কালীয় কুষ্ঠচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্ম পদ্মক কুঙ্কুমৈঃ।
কপিত্থতিন্দুকপ্লক্ষ বটপত্রৈঃ পয়োন্বিতৈঃ।
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলং চাভ্যঞ্জনং পচেৎ।
পিপ্লবং নীলিকাব্যঙ্গাংস্তিলকাল মুখ দূষকান্।
নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমং॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালাকড়া, রক্তচন্দন, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, কয়েদবেল, গাব, পাকুড় ও বটপত্র, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা উক্তদ্রব্য সকলের কল্ক এবং চতুর্গুণ দুগ্ধসহযোগে নিয়মানুসারে তৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে পিপ্লব (জটুল), নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলকালক ও মুখ দূষিকা প্রভৃতি রোগ সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কনকং তৈলং।—

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোৎপল কেশরৈঃ।
কনকং নামতস্তৈলং মুখকান্তিকরং পরং।
অভিরুনীলিকাব্যঙ্গ শোধনং পূজিতং মার্চ্চিতং॥

তৈল /১ একসের; যষ্টিমধুর ক্বাথ /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ;—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /।০ একপোয়া যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং অভীক (জটুল), নীলিকা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠা তৈলং।—

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গ সযষ্টিকং।
কর্ষমানৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা।
আজং পয়স্তদ্দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনাপচেৎ।

নীলীকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেবনাশয়েৎ।
মুখং প্রসন্নোপচিতং নাত্রকার্য্য বিচরণং।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কনক সন্নিভং॥

তৈল /১ একসের ; ছাগদুগ্ধ /২ সের এবং কল্কার্থ ;—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, ছোলঙ্গনেবুরমূল ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে /। একপোয়া। এই তৈল যথানিয়মে পাকপূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পীড়কা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় এবং ৮রাত্রির মধ্যে মুখের কান্তি উজ্জ্বল ও বলী-পলিতাদি দূরীভূত হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলং।—

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কালীয়ক মুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলং।
ন্যগ্রোধপাদাপ্লক্ষস্যশুঙ্গাঃ পদ্মস্য কেশরং।
দ্বিপঞ্চমূল সহিতৈঃ কষায়ৈশ্চ পৃথক্‌পলৈঃ।
জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষং যথোদ্ধরেৎ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গ মধুযষ্টিকা।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা।
অজাক্ষীরং তদ্দ্বিগুণং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সম্যক্‌পক্বং পরং হেতু মুখবর্ণ প্রসাদনং।
নীলিকা পিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেন ভবেৎ কনক সন্নিভং।
কুঙ্কুমাদ্য মিদং তৈল মশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

তৈল /১ একসের ; ছাগদুগ্ধ /২ দুইসের। ক্কাথার্থ ;—কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালাকড়া, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটেরশুঙ্গা, পাকুড়ের শুঙ্গা, পদ্মকেশর এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮তোলা; পাকার্থ জল ।৬ ষোলসের, শেষ /৪ চারিসের। কল্কার্থ ;—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সমভাগে সমস্তে /। একপোয়া। এই তৈল যথাবিধানে পাকপূর্ব্বক অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে সপ্তরাত্রির মধ্যে মুখের উজ্জ্বল শোভা হয় এবং উহাদ্বারা নীলিকা, পীড়কা ও ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জানিবে।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলং।—

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনং।

কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গ সকেশরং।
কুসুমং মধুযষ্টী চ ফলিনি মদয়ন্তি চ।
নিশেদ্বেরোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা।
কাকোল্যাদি সমাযুক্তৈ রেতৈরক্ষ সমৈর্ভিষক্।
লাক্ষারসপয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈল মভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমং।
করোতি বদনং সদাঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদং।
সৌভাগ্যলক্ষ্মীজনন বশীকরণমুত্তমং॥

তিলতৈল /৪ চারিসের; লাক্ষার ক্বাথ /৮ আটসের ও গব্যদুগ্ধ /৮ আটসের। কল্কার্থ;—কুঙ্কুম, কিংশুক, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালাকড়া, পদ্মকাষ্ঠ, ছোলঙ্গলেবুর মূল ও কেশর, কুসুমফুল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মল্লিকাপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পদ্মপুষ্প, উৎপলপুষ্প, মনঃশিলা, গোরোচনা এবং কাকোল্যাদিগণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অঙ্গে মর্দ্দন করিলে মুখের কান্তি স্বর্ণের ন্যায় এবং শরীরের পুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তি বর্দ্ধিত হয়। পরন্তু ইহা লক্ষ্মীপ্রদ, সৌভাগ্যজনক ও উত্তম বশীকরণ বলিয়া জানিবে।

বর্ণকং ঘৃতং।

মধুকং চন্দনং কঙ্গুঃ সর্ষপঃ পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিদ্রাচ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ।
বিপচেদ্ধিঘৃতং বৈদ্য স্তৎপক্কং বস্ত্রগালিতং।
পাদাংশ কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত মন্দানলে পচেৎ।
তৎ সিদ্ধং শিশিরেনীরে প্রক্ষিপ্য কর্ষয়েত্ততঃ।
তদেববর্ণকং নাম ঘৃতং বক্ত্র প্রসাদনং।
অনেনাভ্যাং সলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ।
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতী মুখং॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্গু (কাওনীদানা), সর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কালীয়কাষ্ঠ, হরিদ্রা ও লোধ্র এই সকল বস্তু উত্তমপ্রকার কুট্টিত করতঃ /৪ সিরিসের ঘৃত সহ পাক করিবে। অল্পজল অবশিষ্ট থাকিতে ঘৃত নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। তৎপরে উহাতে ঘৃতের চতুর্থাংশ কুঙ্কুম ও মোম প্রদানপূর্ব্বক পাক সমাপ্ত করিয়া লইবে। পরে উক্ত ঘৃতসহ পাত্রটী শীতলজলের মধ্যে রাখিবে এবং শীতল হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই বর্ণক ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং উহা মুখে লেপন

করিলে বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া বদন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিম্বেরন্যায় সুকান্তি সমন্বিত হয়।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে সিরাব্যধে নাথজলোকসাবা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো দেয়োঽশ্ববর্চ্চোবসং সৈন্ধবাভ্যাং।
পুরাণমথপিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা মূত্রপিষ্টং
প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাং।
অরুংষিঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠং চূর্ণং তৈলেন সংযুতং॥

অরুংষিকারোগে শিরাবেধ অথবা জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় এবং নিম্বের অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্বাথদ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া, ঘোটকের বিষ্ঠার রস, ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করতঃ মস্তকে প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুরাতন তিলের খইল অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রসহ পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে, অথবা ভৃষ্টকুড়চূর্ণ তৈলসহ মিশ্রণপূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিহরিদ্রা তৈলং

হরিদ্রাদ্বয়ভূনিম্ব ত্রিফলারিষ্ট চন্দনৈঃ
এতত্তৈল মরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনেহিতং॥

তৈল /৪ চারিসের; জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও রক্তচন্দন সমভাগে সমস্তে /১ একসের; যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক অভ্যঞ্জন করিলে অরুংষিকারোগ বিনষ্ট হয়।

দারুণেতু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধাভিন্নাং ললাটজাং।
অবপীড়াশিরোবস্তি নভ্যঙ্গাং শ্চাবতারয়েৎ।
কোদ্রবাণাং তৃণক্ষারপানীয়ং পরিধারণে।
কার্য্যোদারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ।
পিয়ালবীজমধুক কুষ্ঠ মাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
কাঞ্জিকস্থস্ত্রসপ্তাহং মাষাদারুণকাপহা।
সহনীলোৎপল কেশর যষ্টিমধুতিলৈস্তু সদৃশ মামলকং।
চিরজাতমপিচ শীর্ষে দারুণরোগং শমনং নয়তি॥

দারুণক (উকিথকা বা খুস্কী) রোগ প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রদানপূর্ব্বক ললাটস্থিত শিরাবেধ করিবে এবং অবপীড়ন নস্য, পূর্ব্বোক্ত দ্বিহরিদ্রাতৈল দ্বারা শিরোবস্তি ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা বিধান করিবে এবং কোদো ধান্যের তৃণ দগ্ধ করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা মস্তক ধৌত করিবে।

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড় ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের দ্বারা অথবা মাষকলাই কাঁজিতে ৩ সপ্তাহ অর্থাৎ ২১ দিবস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণকরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

নীলোৎপলেরকেশর, তিল, যষ্টিমধু ও আমলকী এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে বহুকালজাত দারুণক রোগও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলায়া রজোমাংসী মার্কবোৎপলশারিবৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈল মভ্যঙ্গাদ্দুকিথকাং জয়েৎ॥

তিলতৈল /৪ চারিসের ; জল ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ;—ত্রিফলাচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে সমস্তে /১সের। এই তৈল পাকপূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে দারুণকরোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রকং দন্তিমূলঞ্চ কোষাতকী সমন্বিতং।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশশত্রু বিনাশনং॥

তৈল /৪ চারিসের ; জল ।৬ সের এবং কল্কার্থ ;—রক্তচিতা, দন্তীমূল ও ঘোষাফল সমভাগে সমস্তে /১ একসের, এই তৈল পাকপূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশসম্বন্ধীয় মস্তকরোগ নিবারিত হয়।

গুঞ্জাতৈলং।—

গুঞ্জাফলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজ রসেনতু।
কণ্ডু দারুণ হৃৎকুষ্ঠ কপালব্যোধিনাশনং॥

তৈল /৪ চারিসের ; ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের এবং গুঞ্জাফলের কল্ক /১ একসের। এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন দ্বারা কণ্ডূ, দারুণক, কুষ্ঠ ও কপাল-কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজতৈলং।—

ভৃঙ্গরাজস্ত্রিফলোৎপলশারি লৌহপুরীষ সমন্বিতকল্কৈঃ।
তৈলমিদং পচদারুণ হারিকুঞ্চিৎ কেশঘনস্থিরকারি॥

তৈল /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ ;— ত্রিফলা, উৎপল, আম্রাস্থি ও মণ্ডুর। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয় এবং কেশ কুঞ্চিতত্ব, ঘনত্ব ও স্থিরত্ব জন্মিয়া থাকে।

প্রপৌণ্ডরীকমধুকং পিপ্পলী চন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈল কুড়বস্তদ্দ্বিরামলকীরসঃ।
সাধ্যঃ সং প্রতিমর্ষস্যাৎ সর্ব্বশীর্ষগদাপহঃ॥

তৈল /১ একসের, আমলকীররস /৩ সের এবং কল্কার্থ—পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও উৎপল প্রত্যেকে ২ তোলা যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

মালতীকরবীরাগ্নিনক্তমালবিপাচিতং।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং স্মৃতং।
ইদং সন্নিহিতং হন্তি দারুণং নিয়তং নৃণাং॥

তৈল /১ একসের ; গোমূত্র /৪ চারিসের এবং জাতীপত্র, করবীর, রক্তচিতা ও করঞ্জ সমভাগে সমষ্টে /।০ একপোয়া। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও দারুণক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ধাত্র্যাম্র মজ্জলেপাৎ স্যাৎ শিরোবাসিস্থকেশতা।
ইন্দ্রলুপ্তেশিরাং বিদ্ধ্বা শিলাকাশীশতুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈঃ তৈলং চাভ্যঞ্জনে হিতং।
কুটত্বচং শিখী জাতী করঞ্জকরবীরজৈঃ॥

আমলকী ও আঁমের আঠির শাঁস পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনষ্ট হয়। কিম্বা ইন্দ্রলুপ্তের সন্নিহিতস্থ শিরাবেধ করিয়া মনঃশিলা, হিরাকস ও তুঁতে একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ; অথবা কৈবর্ত্তমুস্তক, রক্তচিতারমূল, জাতীপত্র, করঞ্জ ও করবীমূল ইহাদের কল্কসহ যথানিয়মে তৈল পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অবগাঢ় পদৈশ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পে কেশভূমিং সমন্ততঃ।
হস্তিদন্তমসীংকৃত্বা মুখ্যাঞ্চৈব রসাঞ্জনং।
রোমান্যনেনজায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি।
ভল্লাতক বৃহতীফলগুঞ্জামূল ফলেভ্যএকৈকেন।
মধুসহিতেনবিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং নয়তি।
বৃহতীফলরসপিষ্টং গুঞ্জাফলমূলেন্দ্রলুপ্তস্য।
কনক নিঘৃষ্টস্য সতো দাতব্যং প্রশ্বিতস্যসদা।
ঘৃষ্টস্যকর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুঞ্চনং।
চূর্ণিতৈর্ম্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্ত বিনাশনং।
ছাগক্ষীররসাঞ্জনপুটদগ্ধগজেন্দ্রদন্তমসীলিপ্তাঃ।

জায়ন্তেসপুরাত্রাৎ খন্যামপিকুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ।
মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাষ্ট গোক্ষীরভৃঙ্গলেপন ?
অচিরাদ্ভবন্তি কেশাঘন দৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥

ইন্দ্রলুপ্তস্থান সূচী প্রভৃতি দ্বারা বারম্বার পুচ্ছন (আলেখন) করতঃ ঐ স্থলে রক্তগুঞ্জা ফল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে; অথবা দগ্ধ হস্তিদন্তের মসী (কালী) ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কিম্বা ভেলাররস, বৃহতীফলের রস, গুঞ্জমূল ও গুঞ্জাফ ইহাদের যে কোন একটী মধুসহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ইন্দ্রলুপ্তরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কনকধুতুরাফলের কাঁটা অথবা অস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রলুপ্ত স্থল পুনঃ পুনঃ পুচ্ছন (বিলেখন) পূর্ব্বক পক্ক বৃহতীফলের রস গুঞ্জামূল বা গুঞ্জাফল সহ পেষণ পূর্ব্বক মস্তকে প্রলে' দিলে, অথবা ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) স্থান কর্কশ পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ পূ-র্ব্বক সেইস্থলে মরিচচূর্ণ মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত রোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মস্তকের সমস্তকেশ উঠিয়া যাইলেও ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন ও পুটদগ্ধ হস্তি-দন্তভস্ম একত্র পেষণপূর্ব্ব তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে ৭ সাত দিবসের মধ্যেই মস্তকে পুনরায় কুঞ্চি কেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সূ মুখী, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বা মস্তকে প্রলেপ দিলে অল্পকালের মধ্যেই কেশ দৃঢ়মূল, ঘন, আয়ত ও কুঞ্চি হইয়া থাকে।

স্নুহাদ্য তৈলং।—

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মর্কবোলাঙ্গলীবিষং।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা গসেন্দ্রবারুণী।
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং ত্বা বিপাচিতা।
বহ্নিনামৃদুনা পক্কং তৈলং খালিত্য নাশনং।
কুর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রক্ষাযানোষত রী।
দিগ্ধাসানেন জায়ন্তে ঋক্ষশারীরলে মশা॥

তৈল /৪ চারিসের; গোমূত্র /৪ সের, ছাগীমূত্র /৪ সের এবং কল্কার্থ মনসাসীজের ও আকন্দেরক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, বিষলাঙ্গলিয়া, রাখালশসার মূল, শ্বেতসর্ষপ, লতাফট্‌কী ও গুঞ্জামূল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হইয়া থাকে।

বটাবরোহকেশীন্যো শ্চূর্ণেনাদিত্য পাচিতং
গুড়ূচীস্বরসে তৈল মভ্যঙ্গাৎ কেশরোহনং॥

বটাঙ্কুর ও ভূতকেশী (কেহ কেহ জটামাংসী ব্যবহার করিতে বলিয়া থাকেন) চূর্ণ এই দুই দ্রব্যের কল্ক এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুলঞ্চের স্বরসের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও খালিত্য আরোগ্য হইয়া মস্তকে কেশ প্ররূঢ় হইয়া থাকে।

চন্দনাদ্যং তৈলং।—

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলং।
কান্তাবটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিষমেবচ।
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারীবে দ্বে তথৈবচ।
মার্কবস্বরসে নৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
শিরস্যুৎ পতিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ।
দৃঢ়মূলাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ তথা ভ্রমর সন্নিভাঃ।
নস্যেনাকালপলিতং নিহন্যাত্তৈল মুত্তমং॥

তৈল /৪ চারিসের, ; ভৃঙ্গরাজের স্বরস ।৬ ষোলসের এবং কল্কার্থ— রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে মস্তকে কেশ উৎপন্ন হইয়া ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল ও ভ্রমর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ইহার নস্য গ্রহণ করিলে অকালজাত পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরৈর্ধাত্রীফলৈঃ শৃতং।
নস্যেদত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রু নিচাপ্যথ।
ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহভৃঙ্গরজঃ সমং।
অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণ মুত্তমং।
ত্রিফলা চূর্ণ সংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎ পক্ক নারিকেল ভৃঙ্গরাজ রসান্বিতে।
মাষমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্‌গর্ভাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরোমুণ্ডয়িত্বালেপং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ।
সংবেষ্ট্য কদলী পত্রৈর্ম্মোচয়েৎ সপ্তমেদিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলাক্কাথৈঃ ক্ষীরমাংস রসাশনং।
কপালরঞ্জনঞ্চৈব কৃষ্ণীকরণ মুত্তমং॥

যষ্টিমধুর কল্ক, দুগ্ধ ও আমলকীর রস সহ তৈলপাকপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিফলা, নীলবুহ্নাপত্র, লৌহ ও ভৃঙ্গরাজ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে ২।৩ দিনের মধ্যে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

ত্রিফলাচূর্ণ এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস একত্র করিয়া একটী নারিকেলের মধ্যে পূরিয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ নারিকেল তুলিয়া উহার মধ্যস্থ ঔষধ সকল গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করতঃ তদ্দ্বারা লেপনপূর্ব্বক মস্তকটী কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং সপ্তাহপরে মস্তকের বন্ধন মোচনপূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিবে এবং রোগীকে দুগ্ধ ও মাংসরস সহ অন্নপথ্য করিতে দিবে। ইহা দ্বারা শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কপালে সুরঞ্জিত হইয়া থাকে।

উৎপলং পয়সাসার্দ্ধং মাংসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিশেষতঃ।
ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধং প্রপেষিতং।
তেনৈবালোড্য তং সম্যক্ পাত্রস্থং ভূম্যধঃ কৃতঃ।
সপ্তাদুদ্ধৃতং পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ রসেন তু।
আলোড্যাভ্যঙ্গ চর্ম্মশিরো বেষ্টয়িত্বা রশেন্নিশাং।
প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্য মেবংস্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনং।
এবং সিন্দুরবা নাম্র ... ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া॥

নীলোৎপল এবং দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করতঃ লৌহপাত্রে রাখিয়া ১ মাস পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তৎপরে এক মাসান্তে উক্ত ঔষধ তুলিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শুক্লবর্ণ কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ ও সুচিক্কণ হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প মেষীদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক উক্ত দুগ্ধদ্বারা আপ্লুত করিয়া, অথবা সিন্দুর, কচি আম্রের কুঁচি ও শঙ্খনাভিচূর্ণ একত্র করতঃ ভৃঙ্গরাজের রসে পরিপক্ক করতঃ লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ৭ দিবস পর্য্যন্ত মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তদনন্তর সপ্তাহান্তে উহা উত্তোলনপূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে আলোড়িত করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক প্রলিপ্ত করতঃ কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টিত করিয়া রাখিবে এবং পরদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শুভ্রবর্ণ কেশও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

নরদুগ্ধশঙ্খচূর্ণং কাঞ্জিকসহিত হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎ কচানর্কদলোবরুদ্ধানুশুভ্রান্ করোতিংনীলঘনান্
লৌহমলমেলকল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদাস্নায়ী।
পলিতানীহনপশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি।

নিম্বস্যবীজানীহভাবিতানি ভৃঙ্গস্য তোয়েনতথাসনস্য।
তৈলস্তু তেষাং বিনিহন্তিনস্যং দুগ্ধান্নভোক্তুঃ পলিতং সমূলং।
নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব নস্তোনিসিক্তং বিধিনা যথাবৎ।
মাষেণ গোক্ষীরভুজোনরস্য জরাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি।
ক্ষীরাৎ সমাবরবসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে।
তৈলস্য কুড়বং পক্কং তনুস্যাং পলিতাপহং॥

নারীদুগ্ধ, শঙ্খচূর্ণ ও সীসক এই তিনদ্রব্য কাঁজির সহিত মিশ্রণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা কেশ প্রলিপ্ত করতঃ আকন্দের পাতা দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে কেশ নীলবর্ণ হইয়া থাকে।

মণ্ডূর, আমলকী ও জবাপুষ্প একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তক লেপনকরতঃ স্নান করিলে বলীপলিতাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিম্বের বীজ ৭ দিন পর্য্যন্ত ভৃঙ্গরাজের রস এবং ৭ দিন পর্য্যন্ত পীতশালের রসে ভাবনা দিয়া নিষ্পীড়নপূর্ব্বক উহার তৈল গ্রহণ করিবে। দুগ্ধান্নভোজী হইয়া উক্ত তৈল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে পলিতাদি বিনষ্ট হয়। ভাবনা ব্যতিরেকে নিম্ববীজের তৈল গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে একমাসের মধ্যে জরাগ্রভূত পলিতাদি নিবারিত হয়।

তৈল /১ সের; দুগ্ধ /৪ সের; ভৃঙ্গরাজের রস /৪ সের এবং কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮তোলা (/৶০ অর্দ্ধপোয়া); যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অকালপলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহানীলতৈলং।—

আদিত্যবল্লীমূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্যচ।
মার্কবং কাকমাচি চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথগ্দশপলাংশানি পিপ্পল্যাস্ত্রিফলাঞ্জনং।
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণা গুরুৎপলাং।
আম্রাস্থিকর্দ্দমঃ কৃষ্ণা মৃণালি রক্তচন্দনং।
নীলীভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যা শনঃশস্ত্রং কৃষ্ণৌপিণ্ডিত চিত্রকৌ।
পুষ্পান্যর্জ্জুনকাশ্মর্য্যাশ্চাম্র জম্বু ফলানিচ।
পৃথক পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ।
বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরস চতুর্গুণং।
কুর্য্যাদাদিত্য পাকং বা যাবচ্ছুস্কো ভবেদ্রসঃ।
লৌহপাত্রে ...

পানে নস্তক্রিয়াস্বাঙ্ক শিরোভ্যঙ্গে তথৈবচ।
এতচ্চ বৃষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতিখ্যাতং পলিতঘ্ন মনুত্তমং॥

বহেড়ার তৈল।৬ ষোলসের, আমলকীর রস ৬৪ চৌষট্টি সের, এবং কল্কার্থ—সূর্য্যাবর্ত্তমূল, নীলঝিন্টীমূল, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু প্রত্যেকে ১০ পল এবং পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, উৎপল, আঁমের আঁঠির শাঁস, পদ্মমূলের কর্দ্দম, পদ্মমূল, রক্তচন্দন, নীলবুহ্না, ভেলার বীজ, হিরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজীবীজ, পীতশাল, কাললৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্পমদনফল, কৃষ্ণপুষ্পরক্তচিতা, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেকে ৫ পল। এই তৈল যথানিয়মে অগ্নিসন্তাপে অ্থবা সূর্য্যসন্তাপে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল দ্বারা নস্য অথবা মস্তক অভ্যঙ্গ করিলে চক্ষুর তেজঃ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই "মহানীল" নামক তৈল সর্ব্বোত্তম পলিতনাশক বলিয়া জানিবে।

ভৃঙ্গরাজরসেপক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতং।
ঘৃতং নস্যেনপলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥

ঘৃত /৪ চারিসের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস।৬ ষোলসের এবং ময়ূরের পিত্ত /১ একসের, যথানিয়মে এই তৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে পলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাঞ্জিকপিষ্টশেলুফলমজ্জনিসচ্ছিদ্র লৌহগে।
যদর্কতাপাৎ পততি তৈলং তন্নস্যাম্রক্ষণাৎ।
কেশানীলানি সঙ্কাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধাঃ ভবন্তিচ।
নয়ন শ্রবণ গ্রীবাদন্তরোগাংশ্চ হন্তুদঃ।
কাশীশং রোচনাতুল্যং হরিতালং রসাঞ্জনং।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং বৃষণকচ্ছূহিপূতয়োঃ॥

শেলু (চালিতা) ফলের মজ্জা কাঞ্জিক সহ পেষণপূর্ব্বক একটী সচ্ছিদ্র লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিয়া দিলে উহা হইতে লৌহপাত্রের নীচে চুয়াইয়া যে তৈল পতিত হইবে সেই তৈলের নস্য অথবা অভ্যঙ্গ করিলে মস্তকের কেশ সকল নীলবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়; এবং চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, গ্রীবারোগ ও দন্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিক সহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছূ ও অহিপূতনরোগ নিরাকৃত হয়।

পটোলপত্রং ত্রিফলা রসাঞ্জন বিপাচিতং।
পীতং ঘৃতং নাশয়ন্তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাং॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও রসাঞ্জন এই সকল কল্ক-দ্রব্য সহ উপযুক্ত পরিমাণে তৈল পাকপূর্ব্বক তাহা পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য অহিপূতনকরোগ অতি সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রজনীমার্কবং মূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা।
ত্বুল্যং হন্তিবিসর্পং লেপাদ্বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরং॥

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

হরিদ্রা এবং ভৃঙ্গরাজের মূল একত্র শীতল জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা শরীরে প্রলেপ দিলে বিসর্প ও শূকরদংষ্ট্রকরোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবড়ধারণং।
হৃতরক্তে প্রয়োক্তব্য মোষ্ঠরোগে কফাত্মকে।
ত্রিকটু স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যাবশূকজঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্য মেতচ্চ প্রতিসারণং।
বেধং সিরালবণং তিক্তস্যপানং রসভোজনঞ্চ।
শীতান্ প্রলেপান্ পরিষেচনঞ্চ পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ।
পিত্তরক্তাভি ঘাতোত্থান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াকুর্য্যাদশেষতঃ॥

কফজাত ওষ্ঠরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শিরোবিরেচন, ধূমপান, স্বেদ ও কবলধারণ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক মধু সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কফজন্য ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিত্তাধিক্য ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তকঘৃত ও মাংসরস শীতল প্রলেপ ও পরিষেচন ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তরক্ত ও অভিঘাত নিমিত্তিক ওষ্ঠরোগে জোঁকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া পৈত্তিক বিদ্রধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ওষ্ঠ প্রকোপে বাতোত্থে শাল্বনেনোপনাহয়েৎ।
মস্তিষ্কে চৈব নস্যেচ তৈলবাত হরেস্তুভং।
স্বেদোভ্যঙ্গস্নেহপানং রসায়ন মিহেষ্যতে।
শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্‌গুলুং সুরদারু চ।
যষ্টিমধুক চূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসাধনং॥

বাতজন্য ওষ্ঠরোগে শাল্বন স্বেদ প্রয়োগ করিবে। এবং ভদ্রদার্ব্বাদিবাতনাশক দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা শিরোবস্তি ও নস্য প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্ববিধ ওষ্ঠরোগে স্বেদ, তৈলাভ্যঙ্গ, স্নেহপান ও রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এবং লোবান বা মোম, ধুনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ রোগীর ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে।

মেদোজেস্বেদিতে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনোহিতঃ।
প্রিয়ঙ্গুত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণং।
হিতঞ্চত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপয়েৎ।
তৈলাক্তং সর্জ্জচূর্ণঞ্চ জলধৌত মনেকধাপিচ।
লেপতোবহুধা দৃষ্টে মোষ্ঠস্ফুটণ নাশনং।
সর্জ্জকনক গৈরিকধান্যক ঘৃত তৈল সিন্ধুসংযুক্তং।
সিদ্ধং সিক্‌থক মধুরে স্ফুটিতোচ্চাটিতং ব্রণং হরতি॥

মেদোজ ওষ্ঠরোগে স্বেদ, ভেদ, শোধন এবং অগ্নিকর্ম্ম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, লোধ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা ত্রিফলাচূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ওষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধুনা চূর্ণ তৈল সহ মিশ্রিত করিয়া অনেকবার জলদ্বারা ধৌত করতঃ তদ্দ্বারা ওষ্ঠে প্রলেপ দিলে ওষ্ঠস্ফুটণ আরোগ্য হয়।

ধুনা, স্বর্ণগৈরিক, ধনিয়া, ঘৃত, তৈল, সৈন্ধবলবণ ও মোম এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ওষ্ঠে বা অধরে স্ফুটিত ব্রণ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহত্যাস্তু ফলং পিষ্ট্বা সর্পিষা সহদাহয়েৎ।
অস্যধূমো মুখেনৈব কার্য্যোদন্ত বজ্রীপহঃ।
নীলবায়স জংঘাস্থক বজ্রীণাং মূলমেকৈকং।
সচব্য দশনং ক্রিমি পাতনং সদ্যঃ।
দন্তশূল ক্রিমিহরং বাসামূলস্য চর্ব্বণং।
বীজপূরকামূলস্তু বাগুঞ্জীবীজসংযুতং।

বর্ত্তীকৃতং দন্তদন্তং ক্রিমিদন্তক নাশনং।
স্নুহ্যর্কয়োর্ব্বা দুগ্ধেন দন্তছিদ্রং প্রপূরয়েৎ।
ফলান্যম্লানি শীতাম্বুরূক্ষান্নং দন্তধাবনং।
তথাতি কঠিনাভ্যঙ্গ দন্তরোগং বিবর্জ্জিতং॥

বৃহতীর ফল ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক দন্তমূলে প্রয়োগ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয়।

নীলবুহ্না, কাকজঙ্ঘা, মনসাসীজেরমূল এবং হাড়যোড়ারমূল; ইহাদের যে কোন একটী গ্রহণপূর্ব্বক চর্ব্বণ করতঃ দন্তে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাসকেরমূল চর্ব্বণ করিলেও দন্তমূলের ক্রিমি-সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ছোলঙ্গনেবুরমূল এবং সোমরাজীবীজ একত্র পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ দন্তমূলে প্রয়োগ করিলে ক্রিমিদন্তকরোগ বিনষ্ট হয়। অথবা মনসা-সীজের ক্ষীর বা আকন্দের ক্ষীরদ্বারা দন্তমূলের ছিদ্র পূরণ করিলে দন্তের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অম্লফল সকল, শীতলজল, রূক্ষ অন্ন, দন্তধাবন এবং কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল দন্তরোগী পরিত্যাগ করিবে।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পির্ম্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলং হরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধং।
মরিচাতি বিষাপাঠা বচাকুষ্ঠা ক্ষুদৈস্তথা।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ সসিন্ধুথৈ গলশুণ্ঠীং প্রঘর্ষয়েৎ।
উপজিহ্বাং তথাহন্তি গলশুণ্ঠী মশেষতঃ।
গলশুণ্ঠী হরং তত্তৎ শেফালী মূলচর্ব্বণং॥

মধু, পিপুলচূর্ন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা দন্তশূলরোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া জানিবে।

মঞ্জিষ্ঠা, আঁতৈস, আকনাদী, বচ, কুড় এবং সৈন্ধবলবণ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করতঃ গলশুণ্ঠীতে ঘর্ষণ করিলে উপজিহ্বা ও গলশুণ্ঠী-রোগ নিবারিত হয়। অথবা শেফালিকা (শিউলি) মূল চর্ব্বণ করিলেও গলশুণ্ঠীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিত মোক্ষণং।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডুষোব্রণকর্ম্মচ।
বাতিকীন্তু গতেরক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ॥

সাধ্যরোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডুষধারণ ও ব্রণ-

বিহিত কর্ম্ম প্রযোজ্য। এবং বাতিক রোহিণীরোগে প্রথমে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে সৈন্ধবলবণ দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

শীতাদেহৃতরক্তে চ তোয়ৈর্নাগর সর্ষপান্।
নিষ্কাথ্য ত্রিফলাঞ্চৈব কুর্য্যাগণ্ডূষ ধারণং।
প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তাচ ত্রিফলা চ প্রলেপয়েৎ॥

শীতাদরোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে শুণ্ঠী, সর্ষপ ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সহ ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে; এবং প্রিয়ঙ্গু, মুথা ও ত্রিফলা জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠাদ্যং চূর্ণং।—

কুষ্ঠং দার্ব্বীলোধ্রমব্দং সমঙ্গাপাঠাতিক্তাতেজনীপীতিকাচ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্বিজানাং রক্তস্রাবং হন্তিকণ্ডূরুজাঞ্চ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, পাঠা, কট্কী, মূর্ব্বা ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ দন্তমূলে ঘর্ষণ করিলে দন্তমূলের রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

কাশীশাদ্যং চূর্ণং।—

কাশীশলোধ্র কৃষ্ণানন্তঃ শিলাল প্রিয়ঙ্গু চব্যোত্থং।
চূর্ণং মধুক সংযুক্তং শীতাদে পূতিমাংস হরং॥

হিরাকষ, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, হরিতাল, প্রিয়ঙ্গু ও চই ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রণপূর্ব্বক প্রলেপ করিলে দন্তমূলের শীতাদরোগ ও দন্তমূলের পূতিমাংস নিবারিত হইয়া থাকে।

কাণকচূর্ণং।—

গৃহধূম যবক্ষার পাঠাব্যোষ রসাঞ্জনং।
তেজোহ্বাত্রিফলালৌহং চিত্রকঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতৎ গলরোগ বিনাশনং।
কাণকং নামতচ্চূর্ণং দন্তাস্য গলরোগনুৎ॥

গৃহের ঝুল, যবক্ষার, আকনাদী, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চই, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, লৌহ ও রক্তচিতা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তৎপরে উহা মধুসহ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পীতকচূর্ণং।—

মনঃশিলা যবক্ষারং হরিতালং সসৈন্ধবং।
দার্ব্বীত্বক্যোতিতচ্চূর্ণং মাক্ষিকেন সমাযুতং।

মূর্চ্ছিতং ঘৃতভাণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতং॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল এই সকল দ্রব্য তুল্যমাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমপ্রকার চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহা মধুসহ মিশ্রিত একটী ঘৃতভাণ্ডে আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ মুখরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্পখদিরাদি গুড়িকা।—

খদিরস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচিতং।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিভাগং প্রদাপয়েৎ।
জাতীকর্পূর পূগানি কক্কোলক ফলানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী।
দন্তোষ্ঠ মুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ॥৭৮

খদিরকাষ্ঠ ।২॥০ সাড়ে বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।/৮ সের। এই ক্বাথে জাতীফল, কর্পূর, সুপারি, কাঁকলা ও জায়ফল ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয় এবং দন্তরোগ, ওষ্ঠরোগ, মুখরোগ, জিহ্বারোগ ও তালুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ খদিরাদি বটিকা।—

গায়ত্রী সারভলয়োরিমবল্কলানাং
সার্দ্ধন্তুলা যুগল মম্বু ঘটৈশ্চতুর্ভিঃ।
নিষ্কাথ্যপাদ মবশেষ্য সুবস্ত্রপূতং
পায়ঃ পচেদথশনৈ র্মৃদুপাবকেন।
তস্মিন্ ঘনত্ব মুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং
শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাং।
এলা মৃণাল সিতচন্দনাম্বু
শ্যামা তমাল বিকসা ঘনলৌহযষ্টী।
লজ্জাফলত্রয়রসাঞ্জনধাতকীভঙ্গী
পুষ্পগৈরিক কটঙ্কটকট্ ফলানাং।
পদ্মাহ্বলোধ্রবটরোহযবাসকানাং
মাংসীনিশাসুরভিবল্কলসংযুতানাং।
কক্কোলজাতীফলকোষ লবঙ্গকানি

চূর্ণীকৃতা নিবিদধীতপলাংশকানি।
শীতেঽবতার্য্য ঘনসারচতুষ্পলঞ্চ।
ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশীগুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ
শুষ্কামুখেবিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি
রোগান্ গলোষ্ঠবসনদ্বিজতালুজাতান্
কুর্য্যুর্মুখে সুরভিতাং পটুতাং রুচিঞ্চ
স্থৈর্য্যম্পরং দশনগং রসনালঘুত্বং॥

খদিরসার ।২।• সাড়ে বারসের ও গুয়েবাবলা ॥৫ সের, জল ২৫৬ সের শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ মৃদু অগ্নিসংযোগে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে ঘন হইয়াছে, তখন উহাতে এলাচি, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগকেশর, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, গেরীমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটাঙ্কুর, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কাঁকলা, জাতীফল, জৈত্রী ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে ৪ পল পরিমাণ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ, ওষ্ঠরোগ, দন্তরোগ, জিহ্বারোগ ও তালুগতরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদ্বারা দন্তসমূহ দৃঢ় ও মুখের জড়তা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

সপ্তামৃতরসঃ।—

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং মৃতলৌহং শিলাজতু।
গুগ্‌গুলুঞ্চ শিলাতাপ্যং সমাংশ মধুনালিহেৎ।
মাসমাত্র প্রয়োগেন মুখরোগং বিনাশয়েৎ॥

ইতি মুখরোগাধিকারঃ।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মধুসহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে ১ একমাসের মধ্যে মুখরোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে মুখরোগ-চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ।

কপিত্থ মাতুলুঙ্গাম্ব শৃঙ্গবের রসৈঃ পৃথক।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে।
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধুচ সৈন্ধবং তৈল মেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দ্দেয় মেতদ্বা বেদনাপহং।
লশুনাদ্র্ক শিগ্রূণাং সুরঙ্গ্যামূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে।
অর্কস্যপত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাচ তপ্তং।
আপীড্যতোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং নিহন্তিশূলং বহুবেদনঞ্চ।
তীব্রশূলান্বিতে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনী।
বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেন বিচূর্ণিতং॥

কয়েদ্‌বেলের শাঁস, মাতুলুঙ্গের কেশর এবং আদা একত্র পেষণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

আদার রস, সৈন্ধবলবণ, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করতঃ ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

রসুন, আদা, শজিনা, রক্তশজিনামূল ও কদলী ইহাদের স্বরস ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পীতবর্ণ পক্ক আকন্দপাতা ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিসন্তাপে গরম করতঃ নিষ্পীড়ন করিলে যে রস বাহির হইবে, তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল ও বিবিধ বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তীব্রশূল, শব্দ ও ক্লেদ সংযুক্ত (পূয়রক্তাদি) কর্ণে ছাগমূত্র ঈষদুষ্ণ করতঃ সৈন্ধবলবণ চূর্ণ সহযোগে প্রদান করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যং তৈলং।—

হিঙ্গুতুম্বুরু শুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপং।
কর্ণশূলে বিধানঞ্চ পূরণং হিতমুচ্যতে॥

সর্ষপতৈল /১ একসের, জল /৪ চারিসের এবং কল্কার্থ;—হিঙ্গু, তিত-লাউ ও শুণ্ঠী সমভাগে সমস্তে /।০ একপোয়া যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

ক্ষারতৈলং।—

বালমূলক শুণ্ঠীনাং ক্ষারোহিঙ্গু সনাগরং।
শতপুষ্পাবচাকুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসাঞ্জনং।

সৌবর্চ্চলং যবক্ষার স্বর্জ্জিকোদ্ভিদ সৈন্ধবং।
ভূর্জ্জগ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণং।
মাতুলুঙ্গব শৈচব কদল্যা রস এবচ।
তৈলমেভির্ব্বিপক্তব্যং কর্ণশূল হরং পরং।
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূয়স্রাবশ্চ দারুণঃ।
পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংস্থিতাঃ।
ক্ষিপ্রং প্রণাশং গচ্ছন্তিকৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহং॥

তৈল /৪ চারিসের; মধুকৃত শুক্ত ।৬ সের, ছোলঙ্গনেবুর রস ।৬ সের ও কদলীমূলের রস ।৬ষোলসেরের এবং কল্কার্থ;—বালক, মূলা, শুণ্ঠী ইহাদের ক্ষার, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, শলুকা, বচ, কুড়,দেবদারু, শজিনামুল, রসাঞ্জন, সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শাম্ভরীলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুথা সমভাগে সমস্তে /১ একসের যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল, বাধির্য্য, কর্ণনাদ, পূয়স্রাব ও কর্ণগত ক্রিমি (পোকা) সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধুপ্রধানং শুক্তন্তু মধুশুক্তং তথা পরং।
জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূলসংযুতং।
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেনৈতৈর্জ্জাতরসং মধুশুক্ত মুদাহৃতং॥

মধুপ্রধান শুক্তকে মধুশুক্ত বলা যায়। তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী—জম্বীরনেবুর রস ও পিপুলমূল একত্রিত করিয়া একটী মধুপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে ১ এক মাস রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিলে তাহাকে মধুশুক্ত বলা যায়।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণং।
নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাৎ বাতশূলোক্ত মৌষধং॥

কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কটুতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ এবং কর্ণনাদ ও বধিরতা রোগে বাতশূলোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চূর্ণপঞ্চকষায়ানাং কপিত্থরস সংযুতং।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনাসহঃ॥

সুশ্রুত গ্রন্থে কর্ণস্রাবোক্ত তিক্তকাদি পঞ্চবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ অর্থাৎ শাল, হরীতকী, লোধ্র, মঞ্জিষ্ঠা ও আমলকী এই পঞ্চ দ্রব্যের চূর্ণ কয়েদবেলের রসে মিশ্রিত করতঃ মধু সহযোগে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণস্রাব (কর্ণ হইতে দূষিত পূয়রক্তাদিস্রাব) বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শম্বুকস্যচ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতং।
তৎপূরণ মাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

শম্বুকমাংসের সহিত কটুতৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাড়ী (কর্ণমধ্যে ক্ষত হইয়া নালী বা শোষ হওয়া) প্রশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষত বিসর্পবৎ।
নাড়ীস্বেদোথ বমনং ধুমোমূর্দ্ধ বিরেচনং।
বিধিশ্চকফহাসর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যপোহতি।
স্বেদয়িত্বাতু তৈলেন স্বেদনং প্রবিলাপ্যতি।
শোধয়েৎ কর্ণগূথন্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া॥

কর্ণপাকরোগে ক্ষত বিসর্পোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

নাড়ীস্বেদ, বমন, ধূম, শিরোবিরেচন এবং কচনাশক ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করিলে কর্ণকণ্ডু প্রশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণগূথরোগ হইলে তৈলদ্বারা কর্ণের মধ্যস্থলে ক্লিন্ন করিয়া স্বেদ প্রদানপূর্ব্বক শলাকাদ্বারা কর্ণের মল বহির্গত করিয়া ফেলিবে।

লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যষণেনাবচূর্ণিতং।
পূরয়েৎ ক্রিমি কর্ণন্তু জন্তুনাং নাশনং পরং।
ক্রিমিকর্ণবিনাশার্থং ক্রিমিঘ্নং যোজয়েৎ বিধিং॥
বার্ত্তাকুধুমশ্চহিতঃ সর্ষপস্নেহ এবচ।
হলিসূর্য্যাবর্ত্তব্যোষ স্বরসে নাত্র পূরিতে।
কর্ণেপতন্তি সহসা সর্ব্বাস্ত ক্রিমিজাতয়ঃ।
বিদ্রধৌচাপিকুর্ব্বীত বিদ্রধ্যুক্তন্তুমৌষধং॥

বিষলাঙ্গলিয়ার মূলের রস সহ ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করতঃ ক্রিমিনাশক প্রক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিলে কর্ণগত ক্রিমিসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বার্ত্তাকুর ধুম এবং সর্ষপতৈল কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্থ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয়। অথবা ঈষলাঙ্গলিয়ার ও সূর্য্যাবর্ত্তের রসে ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণগত ক্রিমিসকল কর্ণ হইতে পতিত হইয়া যায়। কর্ণবিদ্রধিরোগে বিদ্রধিরোগাধিকার কথিত ঔষধ সকল প্রযোজ্য বলিয়া জানিবে।

শতাবরীতৈলং।—

শতাবরীবাজীগন্ধাপয়স্যৈরণ্ড জীরকৈঃ।
তৈলং বিপক্কং সক্ষীরং পালীনাং পুষ্টিকৃৎ পরং॥

শতাবরী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী, এরণ্ডবীজ ও জীরা; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে /।০ একপোয়া ও দুগ্ধ /৪ চারিসের সহযোগে /১ একসের তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণমধ্যে প্রয়োগ করিলে কর্ণপালী (কাণের পাতা) পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

গুঞ্জাচূর্ণযুতেজাতে মাহীষক্ষীর উদ্ধৃতাং।
নবনীতং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণপালী বিবদ্ধনং॥

ইতি কর্ণরোগাধিকারঃ।

গুঞ্জাফল চুর্ণ করিয়া মাহিষ দুগ্ধসহ মিশ্রণপূর্ব্বক দধি পাতিয়া তাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত করতঃ উহা দ্বারা মর্দ্দন করিলে কর্ণপালী (কর্ণের পাতা) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে কর্ণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাসারোগাধিকারঃ।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নরূঢ়ঃ সুশীতলং ভুবি।
সলিলং পীনসযুক্তঃ সমুচ্যতে তেন রোগেণ।
সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধং দধ্যম্লভোজনং।
নবপ্রতিশ্যায়ং হরং বিশেষাৎ কফপাচনং।
প্রতিশ্যায়েন বেশস্তোযূষশ্চিঞ্চাচ্ছদোদ্ভবঃ;
ততঃপক্কং কফংজ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্যবিরেচনৈঃ।
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রক হরিতকী।
সর্পির্গুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে॥

যে ব্যক্তি শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া অধিক পরিমাণে শীতল জল পানপূর্ব্বক নিদ্রিত হয়, সে সত্বরই পীনস রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

মরিচচূর্ণ ও গুড়সহ অম্লদধি সেবন করিলে নবজাত প্রতিশ্যায়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে এবং কফের পরিপাক সাধিত হয়।

তেঁতুলপত্রের যূস পান করিলে নূতন প্রতিশ্যায় এবং শিরোবিরেচন, শিরোভ্যঙ্গ, স্বেদ ও ঘৃতপানাদি দ্বারা পক্ক কফসংযুক্ত প্রতিশ্যায় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চমূলীসহযোগে প্রস্তুত দুগ্ধ, চিত্রকহরীতকী, সর্পির্গুড় ও ষড়ঙ্গযূষ সেবন করিলে পীনসরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চিত্রকহরীতকী।—

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচী দশমূলজং।
শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ।
শতং পচেৎ ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষ ত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি।
প্রস্থার্দ্ধং মধুনোদৃত্বা যথাগ্ন্যদ্যাদতন্দ্রিতঃ।
বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং ভূস্তরং ক্রিমীন্।
গুল্মোদাবর্ত্তদুর্ণাম শ্বাসান্ হন্তি রসায়নং॥

রক্তচিতা, আমলকী, গুলঞ্চ ও দশমূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ।২॥• সাড়ে বারসের, হরীতকী চূর্ণ /৮সের এবং গুড়।২॥ সাড়ে বারসের। যথাবিধানে ইহা পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে উহাতে ত্রিকটু ও ত্রিজাতক চূর্ণ মিলিত ১২ পল এবং যবক্ষার চূর্ণ ৪ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিয়া নামাইবে। তৎপরে শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শঃ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যাঘ্রীদন্তী বরাশিগ্রু স্বরস ব্যোষ সৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং লবণং তৈলং পূতিনাশগদঞ্জয়েৎ॥

কণ্টকারী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, শজিনাছাল, তুলসী ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্যের কল্কসহ উপযুক্ত মাত্রায় তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে নাসাপাক (পূতিনস্য) রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

নাসাপাকেপিত্তহৃৎ সন্বিধানং কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমভ্যন্তরঞ্চ।
শুণ্ঠীকুষ্ঠীকণাবিল্বদ্রাক্ষাকল্ককষায়বৎ।
সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যাৎক্ষবথু রুক্প্রণুৎ॥

নাসাপাকরোগে বাহ্য-আভ্যান্তরিক পিত্তনাশক ক্রিয়া সকল প্রয়োগ করিবে। শুণ্ঠী, কুড়, পিপুল, বেলমূল ও দ্রাক্ষা (কিসমিস) এই সকল দ্রব্য সহযোগে তৈল বা ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া তদ্দ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে ক্ষবথু (হাঁচি) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্ষয়তিভুক্তমাত্রে সলবণমুৎ স্বিন্নমাষমভ্যুষ্ণং।
সজয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ং॥

আহারান্তে সিদ্ধ মাষকলাই অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় লবণসহ সেবন করিলে বহুকালজাত সর্ব্ববিধ প্রতিশ্যায় রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শিখরীতৈলং।—

গৃহধূমকণাদারু ক্ষারনক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাংহিতং॥

গৃহধূম, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও অপামার্গের বীজ এই সকল কল্ক দ্রব্যসহ উপযুক্ত পরিমিত তৈল পাকপূর্ব্বক নস্য গ্রহণ করিলে নাসার্শরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলং।—

দূর্ব্বাভব্যফলং মাষকুলত্থো বংশপত্রিকা।
জলস্থলোদ্ভবৌ কর্ণ মোরট খরমঞ্জরী।
দণ্ডোৎপলস্য মূলানি নিষ্কাথ্যাষ্ট গুণে জলে।
তৎপাদ শেষিতং তৈলং তুল্যং দত্ত্বা বিপাচিতং।
তত্তৈলং প্রতিমর্ষেন আহারাভ্যাং জয়েদ্ধ্রুতং॥

তৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ,—দূর্ব্বা, চালিতা ফল, মাষকলায়, কুলত্থকলায়, বংশপত্রিকাতৃণ, স্থলজ ও জলজ দ্বিবিধ কর্ণমোরট (নীলপুষ্পা দীর্ঘপর্ণ তৃণ, বিঃ) অপামার্গ ও দণ্ডোৎপলের মূল এই সকল কুট্টিত দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /৪ সের, জল ৮২ সের, শেষ /৮সের, যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রতিমর্ষ (নস্য) গ্রহণ করিলে বিবিধ প্রকার কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণং।—

ব্যোষচিত্রকতালীশ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসাং।
সচব্যাজাজীতুল্যাং শমেলাত্বকপত্রপাদিকং।
ব্যোষাদিকশ্চূর্ণমিদং পুরাণ গুড় সংযুতং।
পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচি স্বর করং পরং॥

ইতি নাসারোগাধিকারঃ।

শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, তালীশপত্র, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চই ও জীরা প্রত্যেকে একভাগ এবং এলাচি, দারুচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেকে সিকিভাগ, সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পুরাতন গুড় সহযোগে সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্ত ইহা রুচিকর ও স্বরবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে নাসারোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ চক্ষুরোগাধিকার

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো নস্যং তিক্তান্নভোজনং।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণৈশ্চৈবোপনাহনং।
ফণিজ্জকাস্ফোত কপিত্থ বিল্বপত্তুরপীলু সুরসার্জ্জভঙ্গৈঃ।
স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং বর্হিষ্ঠ শুণ্ঠী সুরদারুকুষ্ঠৈঃ॥

কফজ চক্ষুরোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, নস্য, তিক্তান্নভোজন এবং তীক্ষ্ণচূর্ণ দ্রব্য দ্বারা নস্য ও তীক্ষ্ণ উপনাহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

তুলসী, হাফরমালী, কয়েদ্‌বেল, শালিঞ্চশাক, পীলু, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেত-তুলসী, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মৃদু স্বেদ দিলে অথবা বালা, শুঁঠ, দেবদারু ও কুড়; এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ।
ধার্য্য চক্ষুবিসংক্ষেপা চ্ছোথকণ্ডু ব্যপোহতি।
বল্কলং পারিজাতঞ্চ তৈল কাঞ্জিক সৈন্ধবং।
কফোদ্ভূতাক্ষিশূলঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা।
হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠং অভিষ্যন্দে তদঞ্জনং।
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্চ যথোত্তরং।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্ব্বা গুড়িকাঞ্জন মিষ্যতে।
প্রপৌণ্ডরীক যষ্ট্যাহ্ব নিশামলক পদ্মকৈঃ।
শীতৈর্ম্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ॥

শুঁঠ, নিমপাতা এবং কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ পিণ্ডাকৃতি করিয়া চক্ষুর উপরি ধারণ করিলে শীঘ্রই চক্ষুগত শোথ, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

পালিদামাদারেরছাল, তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কফজন্য চক্ষুশূল বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত অভিষ্যন্দ-রোগ (চক্ষুদিয়া জল পড়া) নিবৃত্ত হয়।

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ এবং তগরপাদুকা ৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ অথবা জলসহ পেষণপূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ শীতল হইলে মধু সহযোগে সেক দিলে পিত্তজনিত চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

ধাত্রীফলনির্য্যাসো নবদৃকেকোপং হন্তি পুরণতঃ।
সক্ষৌদ্র সৈন্ধবোবাশিগ্রুদ্ভব পত্রসেকঃ।
দার্ব্বীরসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণং।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাস্র বেদনাস্যন্দ সম্ভবাঃ।
করবীর কিসলয় ছেদোদ্ভব বহুসলিল সম্পূর্ণং।
নয়নযুগং ভবতিদৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতং।
শিখরিমূলং তাম্রভাজনে স্তোক সৈন্ধবোম্মিশ্রং।
মস্তুনিঘৃষ্ট ভরণাদ্ধরতিং নবলোচনাৎ কোপং॥

আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা মধু ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত শজিনাপাতা রস দ্বারা চক্ষুতে সেক দিলে নবজাত চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

দারুহরিদ্রার ক্বাথকৃত রসাঞ্জন স্তনদুগ্ধ সহ মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে নেত্রাভিষ্যন্দজনিত দাহ, অশ্রুস্রাব ও বেদনা সমূহ নিবারিত হয়।

করবীরের নূতন পল্লবেররস চক্ষুতে প্রদান করিলে অথবা অপামার্গেরমূল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ দধির মাতের সহিত মিশ্রিত করতঃ তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে চক্ষুগত অভিনব প্রকোপ সমূহ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবদারুহরিদ্রা গৈরিকপথ্যা রসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
দত্তোবহিঃ প্রলেপোভবত্য শেষাক্ষিরোগহরঃ।
তথাশাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকং।
কার্য্যাহরীতকী তদ্বদ্ঘৃত ভৃষ্ট বিড়ালকঃ।
শালাক্যোক্ষোর্ব্বহির্লেপো বিড়ালক তদাকৃতঃ॥

সৈবন্ধলবণ, দারুহরিদ্রা, গৈরিক, হরীতকী ও রসাঞ্জন; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে সকলপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

শাবরলোধ, অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বাহিরে বিড়ালক (চক্ষুর বহির্ভাগে শলাকাদ্বারা যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে) প্রদান করিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

গিরিমৃচ্চন্দনং নাগরখটিকা যোজিতো লেপঃ।
কুরুতে বচয়ামিশ্রো লোচন মগদং ন সন্দেহঃ।

ভূম্যামলকীঘৃষ্টা ঘৃতসৈন্ধব গৃহবারি যোজিতাতাম্রে।
যাবদ্ঘনত্ব মক্ষোর্জ্জয়তি বহির্লেপক পীড়াং॥

গৈরিক, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, খড়ী এবং বচ; এই সকল দ্রব্য সমভাবে পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে অথবা ভূম্যামলকীরমূল, সৈন্ধবলবণ এবং গৃহবারি (কাঁজি) একত্র তাম্রপাত্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক ঘনীভূত হইলে তদ্দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুগত পীড়া সমূল নিবারিত হয়।

আশ্চ্যোতনং মারুতজেকাথে বিল্বাদিভি র্হিতঃ।
কাষ্ণ সৈরণ্ডবৃহতী তর্কারী মধুশিগ্রুভিঃ।
এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচিচাজং পয়ঃ শৃতং।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনেহিতং।
সংপক্ষেঽক্ষি গদেকার্য্য মঞ্জনাদিক মিষ্যতে।
প্রশস্তবর্ত্ততাচাক্ষ্ণোঃ সংরম্ভাশ্রু প্রশান্ততা।
মন্দবেদনতা কণ্ডুঃ পক্কাক্ষিগদলক্ষণং।
অঞ্জনাদি বিধিশ্চাগ্রে নিখিলেন বিধাস্যতে।
বৃহত্যেরণ্ডমূল ত্বকশিগ্রোর্ম্মূলং সসৈন্ধবং।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাৎ বর্ত্তিবাতাক্ষি রোগনুৎ॥

বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও রক্তশজিনা, ইহাদের উষ্ণ ক্বাথ অথবা ভেরেণ্ডারপত্র, মূল ও ছাল এবং কণ্টকারীমূল, ইহাদের ছাগ-দুগ্ধ সহ প্রস্তুত ক্বাথ ঈষদুষ্ণাবস্থায় আশ্চ্যোতন (চক্ষুতে সেচন) করিলে সর্ব্ব-বিধ বায়ুজন্য নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

চক্ষুরোগের পক্কাবস্থায় অঞ্জনাদি বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিবে। চক্ষুবর্ত্মের প্রশস্ততা, শোথের হ্রাসতা, অল্পাশ্রুপাত, বেদনারঅল্পতা ও কণ্ডু; এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চক্ষুরোগের পরিপক্কাবস্থা জানাযায়। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বিবিধ অঞ্জনাদি প্রযোজ্য।

বৃহতী, ভেরেণ্ডামূলেরছাল, শজিনারমূল ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বায়ুজন্য চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণরুক্ষোষ্ণ বিষদৈঃ প্রশমাতি কফাত্মকে।
পিত্তজো মৃদুশীতৈশ্চ স্নিগ্ধোরুষ্ণৈশ্চ বাতজঃ।
তীক্ষ্ণাষ্ণ মৃদুশীতানাং ব্যত্যাসাং সন্নিপাতকঃ॥

তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ ও বিষদ প্রক্রিয়া দ্বারা কফজ, মৃদু ও শীতল ক্রিয়া দ্বারা পিত্তজ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা বাতজ এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মৃদু ও শীতল ক্রিয়ার পরস্পর বিপর্য্যয়ে ত্রিদোষজ চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিবে।

তীরীট ত্রিফলা যষ্টী শর্করা ভদ্র মুস্তকৈঃ।
পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দ নাশনঃ।
কশেরু মধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বু রসংযুতং।
ন্যস্তমপ্সু ত্তরীক্ষাম্বু হিত মাশ্চ্যোতনং ভবেৎ॥

পাটিয়ালোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, ইক্ষুচিনি ও মুথা ; এই সকল দ্রব্য শীতল জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেক দিলে চক্ষুগত রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

কেশুর ও যষ্টিমধুচূর্ণ বস্ত্রে বাঁধিয়া পুটলী করতঃ বৃষ্টির জলে রাখিয়া তদ্দ্বারা সেচন করিলে চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

বাসকাদি।—

আটরুষাভয়ানিম্ব ধাত্রীমুস্তাক্ষ কুলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকং॥

বাসক, হরীতকী, নিম্ব, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পলুতা, ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

কণা ছাগশকৃন্মধ্যে পক্কবাৎ দ্রসপেষিতা।
অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্র মূষণং।
দধ্নানিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জন মুত্তমং।
তাম্বুলযুক্তং খদ্যোতং ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ॥

পিপুল অথবা মরিচ ছাগযকৃৎ মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পাক করিয়া সেই পিপুল অথবা মধু সংযুক্ত সেই মরিচ চক্ষুতে প্রদান করিলে অথবা মরিচ দধিসহ ঘর্ষণপূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কিম্বা খদ্যোত (জোনাকী) তাম্বুলসহ ভক্ষণ করিলে রাত্র্যান্ধতা (রাতকানা) দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহদ্বাসকাদি।—

বাসাঘনং নিম্বপটোলপত্রং তিক্তামৃতা চন্দনবৎসকত্বক্।
কলিঙ্গদার্ব্বীদহনং সবিশ্বং ভূনিম্ব ধাত্র্যাবভয়া বিভীতং।
তথাযবক্বাথ মথাষ্টভাগং পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ং।
তৈমির্য্যকণ্ডুং পটলার্ব্বুদঞ্চ শুক্রং সদাহব্রণ মব্রণঞ্চ।
কাচঞ্চ শৈলঞ্চ মহারুজাঞ্চ নক্তান্ধরাগং শ্বয়থুং সশূলং।
বাসাদিরেষ প্রথিত প্রভাবোনিহন্তি সর্ব্বান্নয়নাময়াংশ্চ॥

বাসক, মুথা, নিমছাল, পলুতা, কটুকী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চি, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, রক্তচিতা, শুণ্ঠী, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এবং যব ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে ২ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ বাসি করিয়া পান করিলে তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

গুড়ূচী ত্রিফলা ক্বাথ মধুনা সহ যোজয়েৎ।
পীতঃ সর্ব্বাক্ষিরোগঘ্নঃ কৃষ্ণচূর্ণাব চূর্ণিতঃ॥

গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে সর্ব্ববিধ চক্ষু-রোগ নষ্ট হয়।

ষড়ঙ্গ গুগ্গুলুর্ঘৃতং।—

বিভীতক শিবাধাত্রী পটোলারিষ্ট বাসকৈঃ।
ক্বাথো গুগ্গুলুনাপেয়ঃ শোথোশূলাক্ষি পাকনুৎ।
সপিণ্ডং সব্রণং শুক্রং রোগাদীংশ্চ বিনাশয়েৎ।
এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্কং রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি।
দ্রুতপাকে বিভীতানাং ক্বাথোপি গুগ্গুলুঃ কল্কঃ॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পল্তা, নিমছাল ও বাসক; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ গুগ্গুলু সহ পান করিলে অথবা বহেড়া প্রভৃতির ক্বাথ ও গুগ্গুলুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে চক্ষুগত শোথ, শূল, পাক প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতং।—

ত্রিফলাক্বাথ কল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতং।
তিমিরাখ্য চিরান্ধন্যাৎ পীতমেতন্নিশামুখে॥

ঘৃত /৪ সের, ত্রিফলার ক্বাথ /৬ সের, গব্যদুগ্ধ ।৪ সের এবং কল্কার্থ ত্রিফলা /১ সের। যথা বিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সন্ধ্যা-কালে সেবন করিলে তিমিররোগ নষ্ট হয়।

মহাত্রিফলাঘৃতং।—

ত্রিফলায়াঃরসঃ প্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরাজস্য চ।
বার্সিকস্যরসঃ প্রস্থং শতাবর্য্যা চ তৎসমং।
অজাক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসস্তথা।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভি র্ঘৃতং পচেৎ।
কল্ককণাসিতাদ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলং।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা।
তৎ সাধ্যসংবিজ্ঞায় শুভেভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধপান মধঃপানং মধ্যেপানঞ্চ শস্যতে।
যাবন্তোনেত্রজারোগা স্তান্‌পানাদপকর্ষতি।
সরক্তেরক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ।

রক্তান্ধে তিমিরেকাচে নীলিকা পটলার্ব্বুদা।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপেষু দারুণে।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্ত কফেষু চ।
অদৃষ্টি মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাত প্রদূষিতান্।
স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডাসক্লরদূকং।
গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনং।
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাৎ ত্রিফলাদ্যং মহদ্ঘৃতং॥

ঘৃত /৪ সের; ত্রিফলার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, বাসকের রস, শতাবরীর রস, ছাগদুগ্ধ, গুলঞ্চের রস ও আমলকীর রস প্রত্যেকে /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, ইক্ষুচিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারী ও কন্টকারী; এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে রাত্র্যন্ধতা, তিমির প্রভৃতি বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং তৈলং।—

ভৃঙ্গরাজরসঃ প্রস্থে যষ্টীমধু পলেন চ।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং সদ্যোদৃষ্টি প্রসাদয়েৎ।
নস্যাদ্বলী পলীতঘ্নং মাসেনৈতৎ ন শংসয়ঃ॥

তৈল /॥০ সের, ভৃঙ্গরাজের রস /৮ সের এবং কল্কার্থ কুট্টিত যষ্টিমধু ৮ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অঙ্গাদিতে মর্দ্দন করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এবং ইহার নস্য প্রদান করিলে একমাসের মধ্যে বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নৃপবল্লভতৈলং ঘৃতঞ্চ।—

জীবকর্ষভকোমেদে দ্রাক্ষাংশুমতি নিদিগ্ধিকা বৃহতী।
মধুকং বলাবিড়ঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা রাস্না শর্করা।
নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণং।
পিপ্পল্যাঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ।
সর্পিস্তৈলং যদিবাদত্ত্বা ক্ষীরঞ্চ চতুর্গুণং পক্বং।
আত্রেয় নির্ম্মিত মিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধং।
তিমিরং পটলং কাচং রক্তান্ধকার্ব্বুদন্তথা।
শ্বেতঞ্চলিঙ্গনাশং নাশয়তি নীলিকাব্যঙ্গং।
মুখনাশাদৌর্গন্ধ্যা পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভং।
কাসং শ্বাসং শোষং হিক্কাং স্তম্ভংতথা নেত্রে।

মুখজেক্ষমর্দ্ধভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরস্তম্ভং।
রোগানর্ধোদ্ধজাত্রাঃ সর্ব্বান্ চিরেণ নাশয়তি ॥

তিলতৈল অথবা গব্যঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, দ্রাক্ষা, শালপানী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, চিনি, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, পুনর্ণবা, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল; এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ এবং নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

বৈদেহীশ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমং।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা মঞ্জনং পিড়কাপহং ॥

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছোলঙ্গনেবুর রসসহ মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর পীড়া নষ্ট হয়।

চূর্ণাঞ্জনং।—

মঞ্জিষ্ঠা মধুকোৎপলো দধিকফলত্বক্ সেব্যগোরোচনা।
মাংসীচন্দন শঙ্খপত্র গিরিমৃত্তালীশপুষ্পাঞ্জনৈঃ।
সর্ব্বৈরেবসমাংশমঞ্জনমিদং শস্তুসদাচক্ষুষোঃ।
কণ্ডুক্লেদমলাস্র শোণিতরুজা পিত্তার্ম্মশুক্রাপহং ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, উৎপল, কদ্‌বেলের ছাল, দারুচিনি, বেণারমূল, গোরোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, শঙ্খ, তেজপত্র, গেরিমাটী, তালীশপত্র ও পুষ্পাঞ্জন; এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর কণ্ডু, ক্লেদাদি নষ্ট হয়।

সিন্ধুত্থপিপ্পলীকুষ্ঠং পর্ণিনী ত্রিফলারসৈঃ।
সুরামণ্ডেন বর্ত্তিস্যাৎ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশীনী।
শোথকীরাত্যাপরোধি ক্রিমিগ্রন্থি কুলোদ্ভবঃ।

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, কুড়; এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে লইয়া মুগানী, মাষানী, শালপানী, চাকুলে ও ত্রিফলা রসে পেষণ করিয়া সুরামণ্ড সহ বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে চক্ষুগত শ্লৈষ্মিক অভিষ্যন্দ শোথ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তিঃ।—

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলীমধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মজ্জাচ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা ॥
এতানিসমভাগানি ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্ককৃতোবর্ত্তী নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ।

অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাং।
অধিমাংস সমশ্চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভানাম জাতান্ধ মপি সাধয়েৎ॥

সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ারশাস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ নেত্রে প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ প্রভৃতি বিবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রোদয়াবর্ত্তিঃ।—

হরীতকী বচাকুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্যমজ্জাচ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা।
সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়ানাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদিনী।
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডূ পটলান্যর্ব্বুদানিচ।
অধিকানিচ মাংসানি যশ্চরাত্রৌ ন পশ্যতি।
অপিদ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন সাধয়েৎ॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ারশাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ছাগদুগ্ধ সহ পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমির, কণ্ডূ আদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

গজকেশরীবর্ত্তিঃ।—

মনঃশিলাহতংনাগাদ্দ্বিগুণরূপ্যকং।
কিঞ্চিৎকর্পূর সংমর্দ্দ্য দ্রোণপুষ্পরসৈর্দ্দিনং।
বর্ত্তিবেষাজ্যাভিষ্যন্দি নাশয় গজকেশরী॥

মনঃশিলা দ্বারা মৃত সীসক ১ ভাগ, রূপা ২ ভাগ ও কিঞ্চিৎ কর্পূর একত্র হলকসার পুষ্পরসে ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অভিষ্যন্দরোগ দূরীভূত হয়।

তারকাদ্যাবর্ত্তিঃ।—

তারং তাম্রং রসং নাগং কর্পূরং খর্পরন্তথা।
রসাঞ্জনং কাংস্যং শঙ্খং হংসপাদ্যাদ্রবৈর্দ্দিনং।
বর্ত্তিং কৃত্বাঞ্জনাদ্ধন্তি সমস্তং নেত্রজাময়ং॥

রূপা, তাম্র, পারা, সীসা, কর্পূর, খর্পর, রসাঞ্জন, কাঁসা ও শঙ্খ; এই

সকল দ্রব্য সমভাগে হংসপাদীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সপ্তামৃতলৌহং।—

ত্রিফলাত্বচমায়সং চূর্ণং সযষ্টীমধুকং সমাংশযুক্তং।
মধুনাসহসর্পিষাদিনান্তে পুরুষোনিষ্পরিহারমাদদীত।
তিমিরার্ব্বুদরাজি কণ্ডূক্ষণান্ধ্যার্ব্বুদতোদাহশূলান্।
পটলং সহরক্তকাচপিত্তং শময়েত্যেবনিষেবিতঃ প্রয়োগঃ।
পলিতানিবিনাশয়েৎ তথাগ্নিচিরনষ্টং কুরুতে প্রচণ্ডঃ।
নচকেবলমেবলোচনানাং বিহিতোরোগ নিবর্হনায় পুংসাং।
দশনশ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমহেতুবয়ং মহাভাগদানাং।
অর্শাংসিভগন্দরমেহপ্লীহ কুষ্ঠানিহলীমক পাণ্ডুকিলাসং।
মুখেননীলোৎপলচারু গন্ধিনাশিবোরুহৈরঞ্জনমেচকঃপ্রভৈঃ।
ভবেচ্চগৃধ্রস্যসমানলোচনঃশ্রুতং নবোবর্ষশতঞ্চজীবতি।
অত্রযষ্টীমধুত্রিফলাত্বচ চূর্ণং লৌহচূর্ণসমানমেব।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত গব্যাজম্বাজলন্তথা॥

ইতি চক্ষুরোগাধিকারঃ।

ত্রিফলা ১ ভাগ, যষ্টিমধু ১ ভাগ ও লৌহচূর্ণ ২ ভাগ; এই সকল দ্রব্য অথবা ঘৃতসহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ গব্যদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ কিম্বা জল পান করিলে তিমির অর্ব্বুদাদি বিবিধ চক্ষুরোগ এবং কর্ণরোগ, অর্শঃ, ভগন্দরাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে চক্ষুরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ।

কফজেলঙ্ঘনং স্বেদোরূক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ।
তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়াহিতাঃ।
অচ্ছঞ্চপায়য়েৎ সর্পিঃ পুরাণং স্বেদয়েত্ততঃ।
মধুকসারেণশিরবিস্বিন্নস্যাস্য বিরেচয়েৎ॥

কফজ শিরোরোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, রূক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য পাচনাদি সেবন, তীক্ষ্ণ, নস্য ও ধূম এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ কবল হিতকর। কফজ শিরোরোগীকে প্রথমতঃ ঘৃতপান করাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। তদনন্তর যষ্টিমধু চূর্ণ উষ্ণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শিরোবিরেচনার্থে নস্য প্রদান করিবে।

কৃষ্ণাভ্রশুণ্ঠীমধুক শতাহ্বোৎপলপাকলৈঃ।
জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যশূল নিবারণঃ।
দেবদারুনতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজং।
লেপঃকাঞ্জিকঃসংপিষ্টৈস্তৈলযুক্তঃ শিরোর্ত্তিনুৎ।

পিপুল, মুথা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, শলুকা, নীলোৎপল এবং কুড় দ্রব্য সমভাগে জলসহ পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে সদ্যই শূল নষ্ট হয়।

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, শুণ্ঠী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজীসহ পেষণপূর্ব্বক তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

সন্নিপাতভবেকার্য্যোদোষত্রয় হরীক্রিয়া।
সর্পিঃপানঃ বিশেষেণ পুরাণান্তদিশন্তিহি॥

সান্নিপাতিক শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষ নাশক ঔষধাদি এবং পুরাতন ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটুক পুস্করর‌জনীরাস্না সুরদারু তুরঙ্গগন্ধানাং।
ক্বাথশিরোর্ত্তিজালং নাসাপীতোনিবারয়তি॥

ত্রিকটু, পুষ্করমূল, হরিদ্রা, রাস্না, দেবদারু ও অশ্বগন্ধা; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে নানা দোষজনিত শিরোরোগ সমূহ বিনষ্ট হয়।

পৈত্তেঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতালেপাঃ সনাবনাঃ।
জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপিপিত্তন্থ।
পিত্তাত্মকেশিরোরোগে স্নিগ্ধসম্যগ্বিরেচনং।
মৃদ্বীকাত্রিফলেক্ষুনাং রসৈঃক্ষীরৈর্ঘ্ন তৈরপি॥

পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃত, দুগ্ধ, শীতল সেক, শীতল প্রলেপ, নস্য, জীবনীয়গণ সাধিত ঘৃত এবং পিত্তনাশক অন্নপান হিতকর বলিয়া জানিবে।

পৈত্তিক শিরোরোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ দ্রাক্ষারস ও ইক্ষুরসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অথবা ত্রিফলার ক্বাথ কিম্বা ঘৃতে বা দুগ্ধে তেউড়ীচূর্ণ মিশ্র করিয়া বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ শীতোবাতাদি সেবনং।
মৃণালবিষশালুক চন্দনোৎপল কেশরৈঃ।
স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরোদিগ্ধাস্তদ্বদামলকোৎপলৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বচন্দনানন্তাক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতং।
নাবনং শর্করাদ্রাক্ষা মধুকৈরপিপিত্তজে।

শতধৌত ঘৃত মস্তকে মর্দ্দন করিলে অথবা শীতল বাতাদি সেবন করিলে শিরোগত দাহ নিবারিত হয়।

মৃণাল, পদ্মশালূক, রক্তচন্দন ও উৎপল কেশর অথবা আমলকী ও নীলোৎপল একত্র ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবারিত হয়।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল অথবা চিনি, দ্রাক্ষা যষ্টিমধু, এবং ৪ গুণ দুগ্ধসহ ঘৃত পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে শিরোরোগ নিবারিত হয়।

ত্বকপত্রশর্করাপিষ্টানাবনং তণ্ডুলাম্বুনা।
ক্ষীরসর্পির্হিতং তস্য রসাবাজাঙ্গলাঃ শুভাঃ।
রক্তজেপিত্তবৎ সর্ব্বং ভোজনালেপ সেচনং।
শীতোষ্ণয়োশ্চ ব্যত্যাসোবিশেষোরক্তমোক্ষণং॥

দারুচিনি, তেজপত্র ও শর্করা সমভাগে তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া তদ্দারা অথবা দুগ্ধ সহিত ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিয়া জাঙ্গল পশু মাংস রস পান করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

রক্তজ শিরোরোগে পৈত্তিক শিররোগোক্ত ভোজন, প্রলেপ ও সেকাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তন্মধ্যে উহাতে শীত ক্রিয়ার পর উষ্ণ ক্রিয়া এবং উষ্ণ ক্রিয়ার পর শীতল ক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বাতিকেশিরসোরোগে স্নেহস্বেদান্ সলবণান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্।

বাতিক শিরোরোগে সৈন্ধবসংযুক্ত স্নেহ, স্বেদ প্রভৃতি ক্রিয়া এবং বাতনাশক পান আহার প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎকাঞ্জিক পেষিতং।
শিরোর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পম্বামুচুকুন্দজং।
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং নস্যং দদ্যাচ্ছিরোগদে।
স্নাশিরোব্যায়তং চর্ম্মকৃত্বাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতং।
তেনাবেষ্ট্য শিরোধস্তান্মাষকল্কেন লেপয়েৎ।
নিশ্চলস্যোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেববা।
শিরোবস্তির্জ্জয়ত্যেষশিরোরোগং সমুদ্ভবং।
হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং শিরঃকম্পনং।
তৈলেনাপূর্য্যমূর্দ্ধানং পঞ্চরাত্রাশতানিচ।
তিষ্ঠেৎ শ্লেষ্মাণপিত্তেঽষ্টৌ দশবাতে শিরোগদী।
এষএববিধিকার্য্য স্তয়াকর্ণাক্ষিপূরণে॥

কুড়, এরণ্ডমূল অথবা মুচুকুন্দফুল, কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে বাতপৈত্তিক শিরোরোগ এবং মহৎপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

আট অঙ্গুল প্রশস্ত মস্তকের বেষ্টন যোগ্য লম্বমান্ একটী চর্ম্মদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং মস্তকের অধোদেশে মাষকলাই পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। তৎপরে রোগীকে স্থিরভাবে উপবিষ্ট করাইয়া যথাবিধানে পক্ক সুখোষ্ণ তৈলদ্বারা ঐ চর্ম্ম বেষ্টনটী পূর্ণ করিয়া (ভিজাইয়া) রাখিবে। এবম্প্রকারে বাতজ শিরোরোগে ১ প্রহর ও পৈত্তিক শিরোরোগে অর্দ্ধ প্রহর অথবা যে পর্য্যন্ত শিরোবেদনার শান্তি না হয়, তাবৎকালপর্য্যন্ত ঐ চর্ম্ম বেষ্টনটি ধারণ করিয়া রাখিবে এবম্বিধ বস্তি দ্বারা বাতিক শিরঃপীড়া, হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত তৈল শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে ১০৫ মাত্রা (একবার অঙ্গুলি স্ফোটন অর্থাৎ তুড়ী দেওয়াকে একমাত্রা বলে,) পৈত্তিক শিরোরোগে ১০৮ মাত্রা এবং বাতিক শিরোরোগে ১১০ মাত্রা কাল পর্য্যন্ত ধারণ করা কর্ত্তব্য। কর্ণ এবং চক্ষু পূরণেও এই তৈল ব্যবস্থেয়।

পুংসাং নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোজাং হন্তিতীব্রতরাং।
নাগরকল্কবিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং।
নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং শিরোরুজায়াং সঘৃতপ্রদেহঃ।
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারুকুষ্ঠং যষ্ট্যাহ্বমেলাকমলোৎপলেন।
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহোলোহৈরকাপদ্মকচোরকৈশ্চ॥

গব্যদুগ্ধ ৮ তোলা এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ৩ মাষা একত্র পেষণপূর্ব্বক নাসিকা দ্বারা পান করিলে বিবিধ দোষজাত শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

তগরপাদুকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কুড় অথবা পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাচি, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, অগুরুকাষ্ঠ, হোগল, পদ্মকাষ্ঠ ও চোরপুষ্পী, সমভাবে একত্র ঘৃত সহিত পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

নাবনং সগুড়ং বিল্বং পিপ্পলীম্বাসসৈন্ধবা।
ভুজস্তম্ভাদিরোগেষু সর্ব্বেষূর্দ্ধগদেষু চ।
সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্তকর্ম্মাদিভেষজং।
পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পির্ঘৃতপুরান্নভক্ষয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তেশিরাবেধোনাবনং ক্ষীরসর্পিষা।

হিতংক্ষীর ঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনং।
ক্ষীরৈঃপিষ্টৈস্তিলৈঃ স্বেদোজীবনীয়শ্চ শস্যতে॥

ভুজস্তম্ভাদিরোগে এবং সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধাঙ্গ গতরোগে গুড়সহ শুণ্ঠীচূর্ণের নস্য অথবা সৈন্ধবসহ পিপুলচূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগে নস্য কর্ম্মাদিরূপ ঔষধ প্রযোজ্য।

গুড়সহ ঘৃতপান ও ঘৃতপূর (দুগ্ধ, নারিকেল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি সহযোগে পাক করা ভক্ষ্যদ্রব্য) ভক্ষণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদির দ্বারা সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত না হইলে, শিরাবেধ করতঃ দুগ্ধোত্থিত ঘৃতদ্বারা নস্য এবং দুগ্ধ ও ঘৃত পান অথবা দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত বিরেচক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহা বিরেচনার্থে কিম্বা দুগ্ধসহ তিল বা জীবনীয়গণোক্ত ঔষধ সকল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভৃষ্টং নস্যং বিধেয়ং পবনাসৃগুত্থে।
ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোর্দ্ধশূলাদিনাভির্দ্ধিঃ প্রভবেচ্চরোগে।
কৃতমালপল্লবরসে খরমঞ্জরিকল্কসিদ্ধং নবনীতং।
নস্যেন জয়তিনিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারং॥

শর্করা ও কুঙ্কুম ঘৃতে ভাজিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে বাতজ ও রক্তজ ভ্রূ, শঙ্খদেশ, কর্ণ, চক্ষু ও অর্দ্ধশিরোবেদনা এবং সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

সোণালুপাতার রস ও অপামার্গেরবীজ, নবনীত (মাখন) সহ পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলীকষায়ন্তু সর্পিঃ সৈন্ধব সংযুতং।
নস্যামর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোর্ত্তিঞ্চ।
শিরীষমূলকফলৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ।
অবপীড়োহিতোবাস্যাদ্বচাপিপ্পলীভিঃ কৃতঃ॥

দশমূলের ক্বাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিলে অর্দ্ধাবভেদ ও সূর্য্যাবর্ত্ত শিরোরোগ নষ্ট হয়।

শিরীষছাল ও মূলাবীজের রসদ্বারা অথবা বচ ও পিপুলচূর্ণ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও শিরোরোগ সকল নষ্ট হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহনং।
তেনাস্যশাম্যতিব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ।
এষ এববিধিঃকৃৎস্নঃ কার্য্যাশ্চার্দ্ধাবভেদকে।
সাবিরোৎপলকুষ্ঠানি মধুকশ্চাম্লপেষিতং।
সর্পিস্তৈলযুতোলেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥

বাতনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ জাঙ্গল পশুর মাংস দ্বারা অথবা অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু একত্র কাঁজীসহ পেষণপূর্ব্বক তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধশিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয়।

পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরম্বা নারিকেলজং।
সুশীতম্বাপিপানীয়ং সর্পির্ব্বানস্ততস্তয়োঃ ॥

দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল অথবা ঘৃত, শর্করাসহ নাসিকা দ্বারা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধ শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয়।

অনন্তবাতেকর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতোবিধিঃ।
শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাত প্রশান্তয়ে।
আহারশ্চবিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ।
মধুমস্তকসংযাব হবিঃ পূরৈশ্চযঃ ক্রমঃ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত হিতকর বিধি সকল, শিরাবেধ এবং মধু মস্তক (ভক্ষ্য বিশেষ) সংযাব (খণ্ড, এলাচী, মরিচাদি সহ প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্য বিশেষ) ও ঘৃতপূর, এই সকল আহারীয় দ্রব্য প্রয়োগ করিলে অনন্ত বাতনামক শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তেহিতং যত্তচ্ছঙ্খকেস্বেদবর্জ্জিতং।
ক্ষীরসর্পিঃপ্রশংসন্তি নস্তপানঞ্চশঙ্খকে।
শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলং।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্বতারয়েৎ।
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্।
কল্কৈশ্চক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্যপ্রলেপনং।
ক্রৌঞ্চকাদম্বহংসানাং শরার্য্যাঃ কূচ্ছপস্য চ।
রসৈঃ সংবৃংহীতস্যাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ।
ঊর্দ্ধং তিস্রঃ শিরাপ্রাজ্ঞো ভিন্দ্যাদেবাবতারয়েৎ ॥

স্বেদ ব্যতীত সূর্য্যাবর্ত্ত বিহিত হিতকর বিধি সকল, দুগ্ধজাত ঘৃতের নস্য; শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রলেপ, শীতল জল বা শীতল দুগ্ধ দ্বারা সেক; ও ক্ষীরীবৃক্ষেরছাল দ্বারা প্রলেপ দিলে শঙ্খক শিরোরোগ নষ্ট হয়। অপিচ, বক, কলহংস, হংস, শরারিপক্ষী ও কচ্ছপ; এই সকল প্রাণীর মাংসরস পান করিয়া মাংস বর্দ্ধিত হইলে শঙ্খসন্ধিগত শিরাত্রয় ভেদ করিবে (কিন্তু উক্ত বিদ্ধ শিরাপীড়ন করিবে না।) শঙ্খক শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরঃ কম্পেঽমৃতারাস্নাবলাস্নেহ সুগন্ধিভিঃ।
স্নেহস্বেদাদিবাতঘ্নং শিরোবস্তিশ্চ শস্যতে॥

গুলঞ্চ, রাস্না, বেড়েলা, ঘৃত ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে অথবা বাতঘ্নযুক্ত তৈলাদি স্নেহ, স্বেদ ও শিরোবস্তি প্রয়োগ করিলে শিরঃকম্প রোগ বিনষ্ট হয়।

যষ্ট্যাদ্যং ঘৃতং।—

যষ্টীমধুবলারাস্না দশমূলাম্বু সাধিতং।
মধুরৈশ্চ ঘৃতং সিদ্ধং মূর্দ্ধজত্রুগদাপহং॥

উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ সের; যষ্টিমধু বেড়েলা, রাস্না ও দশমূল ইহাদের ক্বাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্য সকল সমভাগে সমষ্টি /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ সকল বিনষ্ট হয়।

ময়ূরাদ্যং ঘৃতং।—

দশমূলবলারাস্না মধুকৈস্ত্রিফলৈঃ সহ।
ময়ূরপক্ষপিত্তান্ত্রশকৃৎপাদাস্য বর্জ্জিতং।
জলেপক্ত্বাঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ক্ষীর সমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহং।
কর্ণনাশাক্ষিজিহ্বাস্য গলরোগবিনাশনং।
ময়ূরাদ্যমিদং খ্যাত মূর্দ্ধজত্রুগদাপহং।
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈর্কেশ্চাপিবুদ্ধিমান্।
কল্কেনানেনবিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধ্ব গদাপহং।
দশমূলাদিনাতুল্যো ময়ূরইহগৃহ্যতে।
অন্যোত্ত্বাকৃতিমানেন ময়ূর গ্রহণং বিদুঃ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল, বেড়েলা, রাস্না ও যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২৫তোলা এবং পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, পাদ ও মুখাদি পরিত্যক্ত ময়ূরমাংস ৩২ পল, জল ।৬ সের, শেষ /১ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ /১ সের, এবং দুগ্ধ /৪ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শিরোরোগ, অর্দ্দিতরোগ কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও গলরোগ এবং ঊর্দ্ধ জত্রুগতরোগ সকল নষ্ট হয়। এইপ্রকারে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস, শশক প্রভৃতির ক্বাথ ও জীবনীয়গণের কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও ঊর্দ্ধ জত্রুগতরোগ সকল নষ্ট হয়। ময়ূর মাংস দশমূলাদির সমান গ্রহণীয়। কেহ কেহ বলেন যথাসম্ভব আকৃতি বিশিষ্ট একটী ময়ূরের মাংস গ্রহণ করিলেও হইতে পারে।

বৃহন্ময়ূরকং ঘৃতং।—

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাং।
দ্রোণেঽম্ভসঃপচেৎ ক্ষুত্বা তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ।
নিষিচ্যপয়সোদ্রোণং পচেৎ তত্র ঘৃতাঢ়কং।
প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈর্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ।
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরমূর্দ্ধজত্রুগদাপহং।
ময়ূরমেতন্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিল হরং পরং।
মন্যাকর্ণশিরোনেত্ররুজাপস্মারনাশনং।
বিষবাতাময়শ্বাসবিষমজ্বরকাসনুৎ॥

ঘৃত ।৬ সের, ক্বাথার্থ ময়ূর মাংস ।২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, দশমূল ও বেড়েলা সমভাগে ।২॥০ সের, জল, ৬৪ সের এবং শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেধ, মহামেধ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টি-মধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি সমভাগে সমস্তে /৪ সের, এবং দুগ্ধ ৬৪ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয়। অপিচ ইহা উর্দ্ধজত্রুগতরোগ সর্ব্ববিধ বাতরোগ এবং মন্যা, কর্ণ, শিরঃ, চক্ষুরোগ ও অপস্মার প্রভৃতি বিবিধরোগ নাশক।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলং।—

প্রপৌণ্ডরীকং মধুকং পিপ্পলী চন্দনোৎপলৈঃ।
সিদ্ধং ধাত্রিরসেতৈলং নস্যেনাভ্যঞ্জনেনবা।
সর্ব্বানূর্দ্ধগদান্হন্তি পলিতানিচ শীতলং॥

তিলতৈল /৪ সের; আমলকীর রস ।৬সের; কল্কার্থ পুণ্ডরিয়কাষ্ঠ, যষ্টি-মধু। পিপুল, রক্তচন্দন ও উৎপল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া নস্য ও অভ্যঞ্জনে প্রয়োগ করিলে শরীরের ঊর্দ্ধগতরোগ এবং বলিপলিতাদি নষ্ট হয়।

জীবকাদ্যং তৈলং।—

জীবকর্ষভকৌদ্রাক্ষা সিতাযষ্টী ঘনোৎপলৈঃ।
তৈলং নস্যং পয়ঃসিদ্ধং বাতপিত্ত শিরোগদে॥

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ ষোলসের এবং কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, চিনি, বেড়েলা ও উৎপল সমভাগে সমস্তে /১ সের যাথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিলে বাতপৈত্তিক শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

শতাহ্বাদ্যং তৈলং।—

শতাহ্বৈরণ্ডমূলোগ্রাবক্র ব্যাঘ্রীফলৈঃ শৃতং।
তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্মতিমিরোর্দ্ধগদাপহং॥

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ শলুফা, ভেরেণ্ডারমূল, তগর-পাদুকা, বচ ও কন্টকারীর ফল সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক, তিমিররোগ ও ঊর্দ্ধগত-রোগ সকল নষ্ট হয়।

দশমূলং তৈলং।—

দশমূলতুলাক্বাথে তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসঞ্চৈব প্রস্থং দদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ।
দশমূলীবলারাস্না সৈন্ধবং মদনং তথা।
হরিদ্রে পিপ্পলীমূলং শতাহ্বাকুষ্ঠমেব চ।
মঞ্জিষ্ঠা মুস্তকং ধান্যং ভাগাস্যুঃ কার্ষিকাঃ পৃথক্।
এতত্তৈলং বরং শ্রেষ্ঠং বাতশ্লেষ্ম বিনাশনং।
অভ্যঙ্গেন শিরোরোগং দন্তরোগং জ্বরন্তথা॥

তৈল /৪ সের; দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের, ছোলঙ্গনেবর রস /৪ সের এবং কল্কার্থ বেড়েলা, দশমূল, রাস্না, সৈন্ধব, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, পিপুলমূল, শলুফা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা ও ধনিয়া প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শিরো-রোগ, দন্তরোগ ও জ্বর নষ্ট হয়।

মহাদশমূলতৈলং।—

দশমূলীকষায়েণ পচেৎ তৈলন্তু সার্ষপং।
কল্কং কণা বচাশুণ্ঠী পিপ্পলী চ বরীশঠী।
কট্‌ফলং মরিচং চব্যং জীরকং শতপুষ্পিকা।
পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু ঘনাবলা।
শুষ্কমূলক রাস্না চ জীরকং কৃষ্ণজীরকং।
এষামর্দ্ধপলৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি শ্লেষ্মাণাং পানাৎ কাসং ব্যপোহতি।
শ্বয়থুঞ্চোদরঞ্চৈব শিরোরোগমরুদ্ভবং।
জীর্ণজ্বরং সামবাতং নিদ্রালস্য মরোচকং।
পীনসং শ্লীপদং বৃদ্ধিং ভগন্দর বিনাশনং॥

সার্ষপতৈল /৪ সের; ক্বাথার্থ দশমূল ।২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল মূল, শুণ্ঠী, পিপুল, শতমূলী, শটী, কট্‌ফল, মরিচ, চই, জীরা, শলুক, পুনর্নবা, দেবদারু, গেঁড়ো, শুক্তমূলা, জীরক, কৃষ্ণজীরা ও মাষাণী প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিলে শ্লৈষ্মিকরোগ, পান করিলে কাস এবং শোথ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহদ্দশমূলং তৈলং।—

দশমূলং করঞ্জঞ্চ নির্গুণ্ডী চ জয়ন্তিকা।
ধুস্তূরং ষটপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষেরসেতৈলং কটুপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৎকল্কং সহিতং শ্রেষ্ঠং ভাগান্ ষট্‌পলকান্ পুনঃ।
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং সন্নিপাত জ্বরাপহং।
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং জীর্ণজ্বর বিনাশনং।
তৃষ্ণার্ত্তিদাহশমনং পিত্তশ্লেষ্ম বিনাশনং।
শিরোরোগং কর্ণশোথ মন্যাস্তম্ভ বিনাশনং।
বৃদ্ধিব্রধ্ন হরঞ্চৈব অশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতং।
দশমূলমিদং তৈলং ক্বাথকল্ক সমীরিতং॥

কটুতৈল /৪ সের; দশমূল, করঞ্জ, নিসিন্দা, জয়ন্তী ও ধুতূরা, ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের এবং কল্কার্থ পূর্ব্বোক্ত দশমূলাদি প্রত্যেকে /৮০ পোয়া। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গাদিতে প্রয়োগ করিলে বাত-শ্লৈষ্মিকরোগ, সান্নিপাতিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।—

গগনং শোধিতং গ্রাহ্যং পলৈকমিষ্টকা সমং।
টঙ্কনস্যচতুর্থাংশং মাষার্দ্ধং ত্রিযুগন্ধিকং।
কর্পূরং লবঙ্গঞ্চৈব জাতীকোষ ফলং ঘনং।
নাকেশ্বরলবঙ্গঞ্চ কুষ্ঠকং ত্রিফলা তথা।
জলেন বটিকাকার্য্যা ছায়ায়াং শোষয়েত্তথা।
প্রদরং নাশয়ত্যাশু সর্ব্বদোষান্ ভবানপি।
অশীতির্ব্বাতজান্ রোগান্ শিরঃশূলাতিদারুণং।
জ্বরঞ্চ গ্রহণীদোষং রক্তপিত্ত মরোচকং।
প্রদরস্যাপিনাশায় সৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥

অভ্র ৮ আটতোলা, ইষ্টক ৮ তোলা, টঙ্কন ২ তোলা, তেজপত্র, এলাচী, দারুচিনি, কর্পূর, সৈন্ধবলবণ, জাতীফল, জৈত্রী, মুথা, নাগেশ্বর, কুড়, লবঙ্গ, এবং ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া তিন চারি রতি প্রামাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রদর, প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

শিরঃশূলাদি বজ্রিকা।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলঞ্চাভ্রং।
গুগ্গুলুঃ কোলচত্বারিতদর্দ্ধং ত্রিফলারজঃ।
কুষ্ঠমধুকণাশুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমি নাশনং।
প্রত্যেকং দশমূলঞ্চ তোলকং বস্ত্রশোধিতং।
ঘৃতযোগাৎ প্রকর্ত্তব্যা মাষৈকা বটিকা শুভা।
ছাগীদুগ্ধান্নপানেন মধুনাপয়সাথবা।
ক্বাথেনদশমূল্যাশ্চ যথা স্বং তং বিভাবয়েৎ।
শিরঃশূলাদিবজ্রোঽয়ং চন্দ্রনাথেন ভাষিতং।
কফজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতন্তথা।
বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগং বিনাশনং।
এষাং নেত্রগদং হন্যাৎ ক্রিমিকুষ্ঠং হলীমকং।
ব্রণানিগণ্ডমালানাং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বিদ্রধিং।
উপদংশং বাতরক্তং ভগন্দর মসূরিকাং।
পীড়কাং জলদোষোত্থং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকে ৮ তোলা। গুগ্গুলু ৪ তোলা, ত্রিফলা ২ তোলা এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুণ্ঠী, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল, প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ একত্রে ঘৃতসহ পেষণপূর্ব্বক এক মাষা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী করিয়া বটীকা প্রতিদিন ছাগদুগ্ধ, মধু, গব্যদুগ্ধ অথবা দশমূলের ক্বাথসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শিরঃশূলাদিরোগ আরোগ্য হয়।

সূর্য্যোদয়োরসঃ —

মৃতসূতাভ্রতীক্ষ্ণঞ্চ গন্ধকং তাম্রকং সমং।
স্নুহীক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্য ভক্ষয়েৎ মাষমাত্রকং।
সপ্তাহাৎ সূর্য্যবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্নিবারয়েৎ।
সূর্য্যোদয়োরসোনাম্না সর্ব্বমূর্দ্ধগদাপহঃ॥

ইতি শিরোরোগাধিকারঃ।

অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও তাম। প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মনসাসিজের-ক্ষীর সহ বাটিয়া এক মাষা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্তাদি শিরোরোগ সকল আরোগ্য হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রদররোগাধিকারঃ।

রোহিতকান্মূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরেপিবেৎ।
জলেনামলকাদ্বীজ কল্কম্বাসংসিতামধু।
ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রায়াচামলক্যামধুদ্রবৎ।
কাকজানুকমূলম্বা মূলং কার্পাস মেববা।
পাণ্ডু প্রদরশান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥

রোহিতক (রয়না) বৃক্ষেরমূল অথবা আমলকীর বীজ চিনি ও মধুসহ কিম্বা ধাইফুল বা আমলকী মধুসহ অথবা কাকজঙ্ঘারমূল বা কার্পাসমূল তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে পাণ্ডুপ্রদররোগ প্রশমিত হয়।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করা মধুসংযুতং।
বাসকস্বরসং পৈত্তেগুড়ূচ্যা রসমেববা।
দধ্নাসৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলং।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতানারী বাতাসৃগ্দর পীড়িতা॥

হরিণের রক্ত শর্করা ও মধুসহ পান করিলে সর্ব্ববিধ প্রদররোগ বিনষ্ট হয়।

বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনি ও মধুসহ পান করিলে পৈত্তিক প্রদররোগ নষ্ট হয়।

দধি সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল একত্র মধুসহ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে বাতজ প্রদররোগ নষ্ট হয়।

দার্ব্বীরসাঞ্জন বৃষাব্দকিরাত বিল্বভল্লা-
তকৈরবকৃতোমধুনা কষায়ঃ।
পীতোজয়ত্যতিবলং প্রদরংসশূলং
পীতাসিতারুণলোহিতনীলশুক্লং।
রসাঞ্জনং তণ্ডুলীয়স্যমূলং
ক্ষৌদ্রান্বিত তণ্ডুলতোয়পীতং

অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি
শ্বাসঞ্চভার্গীসহনাগরেণ।
দশমূলসমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহাৎনারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে।
ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসং কাষ্ঠোড়ুম্বরজং পিবেৎ।
অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োন্নভুক্।
রক্তপিত্ত বিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
অসৃগ্দর বিশেষেণ কুটজাষ্টকমাচরেৎ॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ. ভেলা, দফুল, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে পীত, শ্বেত, অরুণ, লোহিত, ও কৃষ্ণ এবং সশূল অতি প্রবল প্রদররোগ সকল বিনষ্ট হয়।

রসাঞ্জন ও চাঁপানটের মূল পেষণপূর্ব্বক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদররোগ নষ্ট হয়।

বামনহাটী ও শুঠীচূর্ণ একত্র সেবন করিলে প্রদর ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয়।

কুশমূল, তণ্ডুলোদকসহ পেষণপূর্ব্বক দিবস সেবন করিলে অথবা কাঠ ডুমুর ফলেররস মধুসহ পান করিয়া শর্করা ও দুগ্ধসহ অন্নাহার করিলে সর্ব্ববিধ অসৃগ্দর (প্রদর) রোগ সকল প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্তাধিকারোক্ত ঔষধাদি, বিশেষতঃ কুটজাষ্টক প্রয়োগ দ্বারা প্রদররোগের চিকিৎসা করা অতীব কর্ত্তব্য।

মুদ্গাদ্যং ঘৃতং।—

মুদ্গামাষস্যনির্য্যূহে রাস্না চিত্রক নাগরৈঃ।
সিদ্ধং সপিপ্পলীবিল্বৈঃ সর্পিঃশ্রেষ্ঠমসৃগ্দরে॥

ঘৃত /৪ সের, জল।৬ সের, মুগ ও মাষকলাইয়ের ক্বাথ।৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, রক্তচিতা, শুঠী, পিপুল ও বেলশুঁঠ সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে প্রদররোগ নষ্ট হয়।

শীতকল্যাণকং ঘৃতং।—

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গাপর্ণীপয়স্যা চ কাশ্মরী-মধুযষ্টিকা।
বলাতিবলয়োর্মূলং মুৎপলং তালমুস্তকং।
বিদারীশতমূলী চ শালপর্ণীসজীবকা।
ফলত্রিপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলং।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণং।

পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রদরে রক্তপিত্তে চ রক্তগুল্মে হলীমকে।
বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলাবাতশোণিতে।
অরোচকেজ্বরেজীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদেভ্রমে।
তরুণীচাল্পপুষ্পা চ যাচগর্ভং নবিন্দতি।
অহন্যহনিচ স্ত্রীণাং পরং প্রীতিবিবর্দ্ধনং॥

ঘৃত /৪ সের, জল /৮ সের, দুগ্ধ।৩ সেব। কল্কার্থ রক্তকুমুদ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোধূম (গম), রক্তশালি ধান্যেরমূল, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, শেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল, নীলোৎপল, তাল-মস্তক, ভুঁইকুমড়, শতমূলী, শালপর্ণী, ত্রিফল, শশারবীজ ও অপক্ককদলী ফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রদর, রক্তপিত্ত ও রক্তগুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

অশোকাদ্যং ঘৃতং।

অশোকবল্কলং প্রস্থং তোয়াঢকে বিপাচিতং।
তেনপাদাবশেষেণ জীরকেন তথৈবচ।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ প্রক্ষিপ্য চ তথা রসং।
তণ্ডুলাম্বুত্বজাক্ষীরং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
কেশরাজরসস্যাপি প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ।
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈশ্চ পরুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকাচ শতাবরী।
তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধিকৈঃ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ গর্ভং দত্ত্বাসুচূর্ণিতং।
পুষ্যাযোগেন তৎপীতং নিহন্যাৎ সর্ব্বদোষজং।
শ্বেতং কৃষ্ণং তথানীলং প্রদরং হন্তিদুস্তরং।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগং।
মন্দাগ্নি মরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকাসিনাং।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণ প্রসাদনং।
দেয়মেতদ্বরং সর্পির্ব্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং।
জীবনীয়ৈর্জীবনীয় দশকৈঃ॥

ঘৃত /৪ সের, তণ্ডুলোদক /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, কেশুর্য্যার রস, /৪ সের ও অশোকছালের ক্বাথ /৪ সের এবং কল্কার্থ জীবনীয়গণ পিয়াল-

বীজ, পরুষফল,রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূলেরছাল, কিস্‌মিস, শতমূলী ও চাপানটেবমূলি প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া পুষ্যানক্ষত্র যোগে পান করিলে সর্ব্বদোষজ শ্বেত, নীলাদি প্রদররোগ সকল ও অন্যান্য বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

অশোকবল্কলক্কাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলং।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দর নাশনং।
প্রদরং হন্তিবলায়ামূলং দুগ্ধেন মধুযুতং পীতং।
কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুল সলিলেন রক্তাখ্যং॥

অশোকছাল ২ তোলা, জল /৷৹ সের, দুগ্ধ /৶৹ পোয়া। এই দুগ্ধাবশিষ্ট ক্বাথ প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার প্রদররোগ নষ্ট হয়।

বেড়েলারমূল দুগ্ধসহ বাটিয়া মধুর সহিত পান করিলে অথবা কুশমূল ও বেড়ালারমূল একত্র চাউলের জলসহ পান করিলে রক্তপ্রদররোগ নষ্ট হয়।

পুষ্যানুগং চূর্ণং।—

পাঠাজম্বাম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলোদ্ভেদ রসাঞ্জনং।
কট্‌ঙ্গবৎসকানন্তাধাতকী মধুকাঞ্জনং।
পুষ্যেনোদ্ধৃত্যতুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তানিক্ষৌদ্রেণসংযোজ্য পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
অর্শঃসুচাতিসারেষু রক্তযচ্চোপবেশ্যতে।
দোষাগন্তুকতাযে চ বালানাং তাংশ্চনাশয়েৎ।
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতনীলং সপীতকং।
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চতৎ প্রসহ্যনিবর্ত্তয়েৎ।
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয় পূজিতং॥

আকনাদি, জামেরফলেরআঁঠী, আমেরআঁঠী, পাষাণভেদী, সোনাছাল, কুড়চী, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে আহরণ পূর্ব্বক সমভাবে একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ প্রতিদিন উপযুক্ত মাত্রায় তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ প্রদর ও অতিসারাদি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

যষ্টিমধু নিশাচূর্ণং তোলকৈককং সমন্বিতং।
বঙ্গভস্মার্কপত্রস্য রসেনাপ্লাব্যদীয়তে।
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রতিদিনং প্রদরং হন্তিনিশ্চিতং।
বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রযোজিতং।

প্রদরং হন্তিবেগেন বলাৎকৌদ্রেণ যোজিতং।
রসভস্মবিনাযত্র কথ্যতে সহিতোক্রমঃ।
অনুক্তমপিতজ্জেয়ং সর্ব্বরোগ প্রশান্তয়ে॥
ইতি প্রদরচিকিৎসা।

যষ্টিমধু ও হরিদ্রাচূর্ণ এবং বঙ্গভস্ম প্রত্যেকে সমভাগে . . . ন্দ-পাতাররসে মর্দ্দন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে অথবা রস-সিন্দুর বাসকের ক্বাথসহ কিম্বা বেড়েলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব-বিধ প্রদররোগ নষ্ট হয়।

রক্তাতিসারে কথিত ঔষধাদি প্রদররোগে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

রসসিন্দুর, কোন যোগ মধ্যে কথিত না হইলেও যে তাহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে প্রদররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সোমরোগাধিকারঃ।

কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফল রসোমধু।
শর্করাপয়সাপেয়ং সোমধারণমুত্তমং।
মাষচূর্ণঞ্চমধুরং বিদারীমধুশর্করা।
পয়সাপায়য়েৎ প্রাতস্তপাং ধারণমুত্তমং।
তালপুষ্পঞ্চমধুকং খর্জ্জুরীকদলীফলং।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতস্তপাং ধারণমুত্তমং॥

পক্ক কদলীফল, আমলকীরস, মধু ও ইক্ষুচিনি দুগ্ধসহ কিম্বা মাষকলাই চূর্ণ, মধুরগণীয় দ্রব্য, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মধু ও শর্করা, দুগ্ধসহ অথবা তালপুষ্প যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর ও পক্ক কদলী ফল দুগ্ধসহ প্রাতঃকালে প্রতিদিন সেবন করিলে নারীদিগের সোম ধাতুর ক্ষয় নিবারিত হয়। (স্ত্রীগণের সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত জলময় পদার্থকে সোমধাতু বলা যায়। ইহার ক্ষয় হইলে নারীদিগের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং ইহাতে স্ত্রীগণের প্রদরাদি বিবিধরোগ সমুদ্ভূত হয়)।

ধাত্রীঘৃতং।—

ধাত্রীফলরসপ্রস্থে বিদর্য্যাঃ স্বরসেতথা।
তৃণপঞ্চরসপ্রস্থে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্যচ।
দত্বামৃদ্বগ্নিনাবৈদ্যৈঃ পাকসিদ্ধং বিধানতঃ।

সুশীতে প্রক্ষিপেচ্চূর্ণমেষাঞ্চাপি পৃথক্ পলং।
মধুকং ত্রিবৃতাঞ্চৈব ক্ষারঞ্চ বৃদ্ধদারকং।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকং।
চূর্ণঞ্চ দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহমরোচকং।
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বিবিধং বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ।
পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধিন্ বাতজাংশ্চান্যসম্ভবান্।
করোতি শুক্রোপচয়ং সর্পিরেতদনুত্তমং॥

ঘৃত /৪ সের, ; আমলকীর রস /৪ সের, ভূঁই কুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও দুগ্ধ /৪ সের এবং কল্কার্থ যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বিস্তাড়কবীজ প্রত্যেকে ৮ তোলা শর্করা ও মধু প্রত্যেকে /১ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

গগণাদিলৌহং।—

গগণং ত্রিফলালৌহং কুটজং কটুকত্রয়ং।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব বিট্‌সৈন্ধব স্বর্জ্জিকা।
ত্বগেলাপত্রকং চোরং বঙ্গং জীরক যুগ্মকং।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তদর্দ্ধং দীপ্যকং চূর্ণং কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ।
অবশ্যং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রাতিসারসোমগং॥

ইতি সোমরোগচিকিৎসা।

অভ্র, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়চি, ত্রিকটু, পারা, গন্ধক, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাচিক্ষার, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও চোরনামক গন্ধ দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক যমানী গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধুসহ লেহনপূর্ব্বক সেবন করিলে স্ত্রীদিগের মূত্রাতিসার গত সোমরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে সোমরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ যোনিব্যাপদাধিকারঃ।

যোনিব্যাপৎ সুভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্মবাতজিৎ।
বস্ত্যভ্যঙ্গপরিষেক প্রলেপাঃ পিচুধারণং।
কদম্বমূলকল্কঞ্চ খদিরাঙ্গারমিশ্রিতং।
মাসং নারীপিবেৎ কালে যোনিশূলনিপীড়িতা।
বচোপকুঞ্চিকাজাজীকৃষ্ণাবৃষকসৈন্ধবং।
অজোমোদা যবক্ষার চিত্রকং শর্করান্বিতং।
পিষ্ট্বাপ্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তদ্ঘৃতভর্জ্জিতং।
যোনিপার্শ্বার্ত্তি হৃদ্রোগ গুল্মার্শো বিনিবর্ত্তয়েৎ॥

যোনিব্যাপদ্‌রোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া, উত্তর বস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক প্রলেপ ও পিচু (বস্ত্রখণ্ড) ধারণ প্রভৃতি প্রযোজ্য।

কদলীমূলের কল্ক, খদিরকাষ্ঠের অঙ্গারসহ একমাস সেবন করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়।

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিপুল, বাসক, সৈন্ধবলবণ, যমানী, যবক্ষার, রক্তচিতা ও শর্করা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে প্রসন্না (মদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ) সহ আলোড়নপূর্ব্বক ঘৃতে সন্তলন করিয়া সেবন করিলে যোনিব্যাপদ্ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

বচোপকুঞ্চীকাজাজী বচা রাস্না চ চিত্রকং।
যমানী সৈন্ধবং ক্ষারং পিষ্ট্বাভৃষ্টা ঘৃতেন তু।
যোনিজং কর্ম্মশূলঘ্নং পেয়মুষ্ণদকাদিভিঃ।
উপকুঞ্চকাকৃষ্ণজীরা ইতি॥

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, রাস্না, চিতা, যমানী ও যবক্ষার ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক ঘৃতে সন্তলন করতঃ উষ্ণোদকাদির সহিত পান করিলে যোনিশূল নষ্ট হয়।

পিষ্ট্বাশম্বূকজং মাংসং পক্বতিন্তিড়ী সংযুতং।
লেপমাত্রেণ নারীণাং যোনিকন্দ হরং পরং।
ঘোষাক্ষপুষ্পলেপেন কন্দশান্তিব্রজেদ্ধ্রুবং।
রক্তযোন্যাং যথাদোষং প্রদরঘ্নোহিতোবিধিঃ।
শতাবরীঘৃতং শস্তং যোনিপিত্ত বিকারনুৎ॥

শামুকের মাংস ও পাকাতেঁতুল একত্র পেষণ করিয়া তদ্দারা অথবা

ঘোষাফল, বহেড়া ও পুষ্পাঞ্জন একত্র পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে যোনিকন্দরোগ আরোগ্য হয়।

রক্তদূষিত যোনিরোগে প্রদরনাশক ক্রিয়া প্রযোজ্য। অপিচ শতাবরী ঘৃত দ্বারা যোনিবিকার নষ্ট হয়।

ফলঘৃতং।—

মঞ্জিষ্ঠামধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলাশর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজং।
অজমোদা হরিদ্রেদ্বে হিঙ্গু কটুকরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দন দ্বয়ং।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরী রসক্ষীরং ঘৃতং দেয়ং চতুর্গুণং।
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষুবৃষায়তে।
পুত্রান্ জনয়তেনারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্।
যা চৈবস্থিরগর্ভাস্যাৎ যা বা জনয়তে মৃতং।
অল্পায়ুষ্যং বা জনয়েৎ যাচকন্যাং প্রসূয়তে।
যোনিদোষেরজোদোষে পরিস্রাবেচ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহ নিবারণং।
নাম্নাফলঘৃতহ্যেতৎ অশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতং।
অনুক্তং লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ।
জীবেদ্বৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্রতুগৃহ্যতে।
আরণ্যগোময়ে নৈব বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥

ঘৃত /৪ সের; শতাবরীর রস ও দুগ্ধ প্রত্যেকে ।৬ সের. কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, শর্করা, বেড়েলা; মেদ, দুধলিয়া, কাকোলী, অশ্বগন্ধা, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন ও সারচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে নারিদিগের যোনিরোগ ও অন্যান্য রোগ আরোগ্য হয়।

ফলঘৃতং।—

সহচরদ্বে ত্রিফলাং গুড়ূচীং সপুনর্নবাং।
শুকনাসাং হরিদ্রেদ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীং।
কল্কীকৃত্যঘৃতং প্রস্থং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণং।
তৎ সিদ্ধং প্রপিবেন্নারী [illegible]

পিণ্ডিতা চলিতা যাচ নিঃসৃতা বিবৃতা চ যা।
পিণ্ডযোনিস্তু বিস্রস্তা ষণ্ডযোনিশ্চ য স্মৃতা।
প্রপদ্যন্তে তু তা স্থানং গর্ভং গৃহ্ণন্তি চাসকৃৎ।
এতৎফলঘৃতং নাম যোনিদোষ হরং পরং॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, কল্কার্থ নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, কেউরাঠেঙ্গা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতাবরী সমভাগে সমস্তে /১ সের। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে যোনিশূলাদি বিবিধ স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

নীলোৎপলাদ্যং ঘৃতং।—

নীলোৎপলোশীর মধুকযষ্টী দ্রাক্ষা বিদারীকুশপঞ্চমূলৈঃ।
স্যাজ্জীবনীয়ৈশ্চ ঘৃতং বিপক্কং শতাবরীকারসদুগ্ধমিশ্রং।
তচ্ছর্করা পাদযুতং প্রশস্ত মসৃগ্দরে মারুতরক্তপিত্তে।
ক্ষীণেবলেরেতসি সংপ্রনষ্টেকচ্ছে চ পিত্তপ্রভবেচ গুল্মে॥

ঘৃত /৪ সের, শতাবরীর রস ও দুগ্ধ প্রত্যেকে /৪ সের; কল্কার্থে নীলোৎপল, বেণারমূল, যষ্টিমধু দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশাদিপঞ্চমূল এবং জীবনীয়গণ সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া উহার সহিত /১ সের ইক্ষু চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে প্রদরাদি বিবিধ স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষারতৈলং।—

শুক্তিশম্বুকশঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুস্ককাৎ।
দগ্ধ্বা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ গালয়েৎ।
ক্ষারোষ্টভাগং বিপচেৎ তৈলং সার্ষপকং বুধঃ।
ইদমন্তঃপুরেদেয়ং তৈলমাত্রে যঃ পূজিতং।
বিন্দুরেকঃ পতেদ্যত্র তত্ররোম ন জায়তে।
মদনাদিব্রণেতৈল অশ্বিভ্যামেব নির্ম্মিতাং।
অর্শসাং কুষ্ঠরোগানাং পামাদদ্রু বিচর্চ্চিকাং।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদ হরং পরং॥

কটুতৈল /৪ সের, ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, সোনাছাল ও ঘণ্টাপারুল গর্দ্দভ মূত্র স্রাবিত ইহাদের ক্ষার জল ৮/১ সের এবং জল ।৬ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে উপদংশাদিরোগ আরোগ্য হয়। অপিচ এই তৈলের একবিন্দু শরীরের যেস্থলে পতিত হয়, তথায় আর লোম উৎ-

ভগশঙ্কোচ।—

সমস্তং বাতজিৎ কর্ম্ম যোনিব্যাপৎসু শস্যতে।
সর্ব্ববিধ বাতনাশক ক্রিয়া যোনিব্যাপদ্‌রোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।
যোনীনাং স্বেদলেপাশ্চ বরানীরেণ কারয়েৎ।
প্রক্ষালয়েৎভগং নিত্যং পুত্রামলকবল্ককৈঃ।
বৃদ্ধাপিকামিনীকামং বালবৎ কুরুতেরতিং।
ইতি যোনিব্যাপদাধিকারঃ।

ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা যোনি প্রক্ষালন পূর্ব্বক আমলকীরছাল দ্বারা স্বেদ ও প্রলেপ দিলে বৃদ্ধা নারিগণেরও যোনি এতাদৃশ সঙ্কুচিত হয় যে, তাহারা বালাদিগের ন্যায় মৈথুনে সমর্থা হইয়া থাকে।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে যোনিব্যাপদ্‌রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

প্রসঙ্গতঃ প্রবক্ষ্যামি বাধকঃ প্রক্রিয়াবিধিং।
ততো গর্ভচিকিৎসাঞ্চ বালকাময় মেবচ।
রক্তমাদ্রীচ ষষ্ঠীচ ডাঙ্কুরো জলকুমারকঃ।
চতুর্ব্বিধো বাধকস্যাৎ মুনিভিশ্চ যথোদিতঃ।
তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি যথাশাস্ত্রং নিশম্যতাং।
এতেষাং পূজনং কার্য্যং জনৈঃ সন্ততিকাংক্ষিভিঃ।
নিঃসরণং স্থপনঞ্চ বলিদানং বিশেষতঃ।
কর্ত্তব্যং শুকবাক্যেনধ্যাত্বা শাস্ত্রস্যলক্ষণং।
চতুর্ব্বিধা বাধকাঃস্যুর্ব্বিজ্ঞেয়া ঋতুকালতঃ।
ব্যাথাৎ কটাস্তথানাভে রদঃ পার্শ্বেস্তনেতথা।
রক্তমাদ্রীপ্রদোষেণ জায়তে বাধকস্ত্রিয়ঃ।
নেত্রেহস্তেতথাজ্বালা যোনৌচৈববিশেষতঃ।
লালয়া সংযুতং রক্তং ষষ্ঠীনাং বাধকঃ স্মৃতঃ।
উদ্বেগোগুরুতাদেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্বহুঃ।
নাভেরধোভবেচ্ছুলং ডাঙ্কুরস্য চ বাধকঃ।
সশূলস্যোদগর্ভাচ সূক্ষ্মদেহাপরক্তিকা।

মাষমেকং দ্বয়ঞ্চাপি ঋতুহীনা ভবেদ্‌যদি।
রক্তমাত্রীপ্রদোষেণ ফলহানিশ্চ জায়তে।
মাষৈকভবেদ্‌যস্যা ঋতুস্নানদ্বয়ং তথা।
মলিনং যোনিরক্তং স্যাৎ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ.
মাষত্রয়ং চতুর্থং বা ঋতুহীনাভবেদ্‌যদি।
কৃষ্ণাঙ্গী করপাদেস্যাজ্জ্বালডাক্কুর দূষণং।
সদাক্রুদ্ধা ভবেৎস্থূলা বহুকালেঋতু স্তথা।
গুরুস্তনীস্বল্পরক্তা দোষৈর্জ্জলকুমারজৈঃ।

অত্রোপায়ঃ।

ত্রিকোণমথষট্‌কোণং নবকোণ মণ্ডলাকৃতিং।
মন্ত্রানি তানিচ লিখ্যাবাহয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকং।

মন্ত্রং যথা।

ওঁ হুঁ হ্রীঁ ফট স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ বজ্রযোগিনি স্বাহা।
ওঁ হ্রীঁ ওঁ ক্লীঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ শূলায়বজ্রহস্তায় স্বাহা॥

অথ তদ্দেবতাধ্যানং যথা।

রক্তমাত্রীং দ্বিভুজাং রক্তালঙ্কারভুষিতাং।
রক্তাম্বরধরাং দিব্যাং রক্তনেত্রাং সুশোভনাং।
বরদাং ব্যগ্রহস্তাঞ্চ নমামি রক্তমত্রিকাং।
ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং পীতাম্বরধরাং সর্ব্বলক্ষণ গুণোপেতাং।
নানালঙ্কারভূষিতাং দ্বিভুজাং ক্রোড়পুত্রিকাং।
ওঁ ডাক্কুরঃ সমহাগোমনুষ্যানাং শুভপ্রদঃ।
গঙ্গাপুত্রোসি বিখ্যাতঃ সর্ব্বাপৎ শান্তিকারকঃ।
জলকুমারোমহাভাগোজলস্থলনিবাসকঃ।
দ্বিভুজোপি জটাভার ধরণ্যাং ধ্যায়য়েৎ সদা॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীদিগের বাধক প্রক্রিয়া, গর্ভ চিকিৎসা ও বালক রক্ষা বিধি বলাযাইতেছে। রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, ডাক্কুর ও জলকুমারক ভেদে স্ত্রীদিগের বাধক চারি প্রকার। এই চতুর্ব্বিধ বাধক স্ত্রীদিগের ঋতুকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সন্তানার্থী ব্যক্তিগণ এই বাধক নিবারণার্থে নিসঃরণ, স্থাপন ও বলিদানাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন।

রক্তমাত্রী বাধক কর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের কটীদেশে, নাভির অধঃপার্শ্বে ও স্তনদেশে বেদনা জন্মে। ষষ্ঠীবাধক কর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের নেত্রে, হস্তে ও যোনিতে

জ্বালা হয় এবং লালা সংযুক্ত রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ডাক্কুর বাধক কর্ত্তৃক নারীদিগের উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, রক্তস্রাব ও নাভির অধোদেশে বেদনা সমুদ্ভূত হয়। এবং কুমারক বাধক কর্ত্তৃক স্ত্রীদিগের বেদনা সংযুক্ত গর্ভপীড়া, দেহের শুষ্কতা ও অল্পরক্তস্রাব হয়। ইহাতে গর্ভ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

যদ্যপি রক্তমাত্রীবাধক দোষে স্ত্রীদিগের একমাস অথবা দুই মাস অন্তর ঋতু হয়, তবে তাহাতে গর্ভ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

যদ্যপি ষষ্ঠীবাধক হেতু স্ত্রীদিগের একমাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হয় ও যদি সেই আর্ত্তব-রক্ত মলিন হয়, তবে তাহারও গর্ভ নিষ্ফল বলিয়া জানিবে। ডাক্কুরবাধক দোষে স্ত্রীদিগের তিনমাস অথবা চারিমাস অন্তর ঋতু হয়, এবং শরীরের কৃষ্ণবর্ণতা ও হস্তপাদে জ্বালা হইয়া থাকে। এবং জল-কুমারবাধক কর্ত্তৃক নারীগণ সর্ব্বদা ক্রোধশীলা, অত্যন্ত স্থূল দেহা, বহুকালে ঋতুমতী, স্থূলস্তনী ও অল্পরজো বিশিষ্টা হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ বাধক নিবারণার্থ ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ অথবা নবকোণ বিশিষ্ট একটী মণ্ডলাকৃতি প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ "ওঁ হ্রঁ হ্রীঁ—ধ্যায়য়েৎ সদা" পর্য্যন্ত মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

অথ নষ্টপুষ্পিতায়াং।

পারাবত পুরীষঞ্চ মধুনায়া পিবেত্ততঃ।
রজস্বলাভবেন্নারী মূলদেবেনভাষিতং।
জ্যোতিষ্মতি কোমলপত্রমগ্নৌভৃষ্টং যবায়াঃ কুসুমঞ্চপিষ্টং।
গৃহাঘনাপীতমিদং যুবত্যাঃ করোতিপুষ্পং স্মরমন্দিরস্য।
স্নানকালেসমুৎপত্তেদেয়মৌষধ মুচ্যতে।
রক্তকার্পাসমূলঞ্চ নাগদানান্তথৈব চ।
পিষ্টাবলায়ামূলঞ্চ মরিচেন সমন্বিতং।
দেয়ং দিনত্রয়ং তরুদশুচিঃ স্যাৎ বরাঙ্গনা।
স্নানোপরিচপাতব্যং বার্ত্তক্যাঃ কীটমুত্তমং।
একবিংশদ্দিনং যাবদ্দুগ্ধেন সহ মেথিকাং।
মেথীতোলকমেকঞ্চ খণ্ডতোলত্রয়ন্তথা।
ঘৃতঞ্চতোলকমিদং দুগ্ধেন মিশ্রিতং পিবেৎ।
মৃতবৎসা মৃতগর্ভা কাকবন্ধ্যা তথৈব চ।
পুত্রহীনাচ বন্ধ্যাচ পারম্পাপিঙ্গকৃত্যতা।
সংহরেৎ সর্ব্বদোষানি মেথীলক্ষণ মুত্তমং।
নাভিস্তব্ধানাং স্ত্রীণামপরর্ত্তুস্নানকালে দেয়মিদমৌষধং।

অশ্বগন্ধাবটব্যাল লক্ষণামূলকন্তথা।
ভক্ষয়েৎ সপ্তরাত্রন্তু দুগ্ধেঃ পিষ্টা পুনঃ পুনঃ।
অবশ্যং সন্ততিং তস্যাঃ পুত্রীসা গর্ভধারিণী।
বটব্যালো বটাঙ্কুরঃ অন্যেত্তু বটাবরোহঃ।
কেচিদ্বটব্যালোঽনন্তমূলং।
দুগ্ধমনুপানং।
অনুক্তাং ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধেন সহ ভক্ষয়েৎ।
পুষ্পহীনাচ বা নারী ভক্ষয়েদিদমৌষধং॥
ওঁ হ্রাঁ হ্রুঁ মং জং লং সাং সিদ্ধিং।
ক্লীং স্বাহা হ্রাং হ্রীং হুং।

পূর্ব্বমন্ত্রং বন্ধ্যায়া মৃতবৎসায়া নাভৌ প্রজপ্তব্যং। এবং যাবদীয়োৎপাতিকবেদনায়া জলমাদ্র্ৰ্কঞ্চ দেয়মভি মন্ত্রিত মিতি। পরন্তু সর্পদংষ্ট্রেমুখামৃতং দত্বা ফুৎকারং দদ্যাৎ নাস্তীতি ব্যক্তব্যঞ্চ পতিকোপিত বালায়ামপি সিন্দুরাভি মন্ত্রিতং দদ্যাৎ॥

কবুতরের বিষ্ঠা মধুসহ অথবা জ্যোতিষ্মতী লতার কোমল পত্র অগ্নিতে ভর্জ্জনপূর্ব্বক তাহা অথবা জবাফুল কাঁজীসহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে স্ত্রীদিগের নষ্টপুষ্প (রক্তঅদৃশ্য হওয়া) পুনরুদ্ভূত হয়।

রক্তকাপাসেরমূল, নাগদানা অথবা বেড়েলামূল ও মরিচ কিম্বা বেগুণের কীট বা দুগ্ধসহ মেথী ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৩ তোলা ও ঘৃত ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করতঃ ঋতুস্নান কালে সেবন করিলে মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা, কাকবন্ধ্যা প্রভৃতি নারীদিগের সর্ব্ববিধ দোষ দুরীভূত হয়।

অশ্বগন্ধা, বটাঙ্কুর ও লক্ষণামূল, দুগ্ধসহ অথবা ক্ষীরকাকোলী দুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করাইয়া পশ্চাৎ "ওঁ, হ্রাঁ হ্রুঁ মং জং লং সাং সিদ্ধিং ক্লীং স্বাহা, হ্রাং হ্রীং হুং" এই মন্ত্রটী বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীর নাভিতে জপ করিয়া জল ও আদা প্রদানপূর্ব্বক পরে সর্পদন্তে মুখামৃত (থু থু) প্রদান করতঃ ফুৎকার দিয়া "নাস্তি" এই কথা বলিবে এবং পশ্চাৎ সেই নারীর ললাটে সিন্দূরের ফোটা প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা স্ত্রীদিগের নষ্ট পুষ্পতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খকমূলকং।
কর্ষং পীত্বা লভেদ্গর্ভং পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ।
মুস্তা প্রিয়ঙ্গু সৌবীর লাক্ষা ক্ষৌদ্রসমং পিবেৎ।

কর্ষং তণ্ডুলতোয়েন বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী।
সমূলাং সহদেবীঞ্চ সংগ্রাহ্য পুষ্যভাস্করে।
ছায়াশুষ্কঞ্চ চূর্ণ একবর্ণ গবাং পয়ঃ।
পূরয়েদ্বা পিবেন্নারী বন্ধ্যা ভবতি গর্ভিণী।
কলম্বীং শর্করাং দূর্ব্বাং প্রক্ষাল্য ব্যুষিতাম্বুনা।
তদম্ভঃ পানমাত্রেণ হন্তি শূলসমুদ্ভবং।
তদ্বদেব চিরোদ্ভূতস্তম্বথপীতমসংশয়ঃ।
স্ত্রীণাং মৃত্যুসমুত্থঞ্চ শূলং নীলকুরুণ্টকং।
আম্রজম্বুত্বচ ক্বাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥

শরপুঙ্খা মূল ২ তোলা শীতল জল সহ পেষণ করিয়া অথবা মুথা, প্রিয়ঙ্গু, কাঁজী, লাক্ষা ও মধু সমভাগে সমস্তে ২ তোলা তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক কিম্বা বেড়েলারমূল সূর্য্যসংযুক্ত পুষ্যানক্ষত্রযোগে উত্তোলনপূর্ব্বক চূর্ণ করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করতঃ দুগ্ধসহ সেবন করিলে স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্বরোগ বিনষ্ট হয়।

কল্মীশাক, শর্করা ও দূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য বাসি জলসহ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান করিলে অথবা নীল ঝিন্টীরমূল বাসি জলসহ বাটীয়া সেবন করিলে স্ত্রীদিগের সর্ব্ববিধ শূলরোগ আরোগ্য হয়।

আম্র ও জামের ছালের ক্বাথ খৈ চূর্ণসহ লেহন করিলে গর্ভিণীদিগের গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

সহচরকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরশোথঘ্নঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতা।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনং।
হ্রীবেরারুণ রক্তচন্দন বলা ধন্যাক বৎসাদনী।
মুস্তোশীর যবাস পর্পট বিষা ক্বাথং পিবেদ্গর্ভিণী।
নানাবর্ণ রুজাতি সারক গদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে।
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়েষূত্তমঃ॥

ঝিন্টীর ক্বাথ, পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে স্ত্রীদিগের শোথ, জ্বর ও সূতিকারোগ আরোগ্য হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও কিসমিস, ইহাদের ক্বাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নষ্ট হয়।

বালা, রক্তচন্দন, পুন্নাগপুষ্প, বেড়েলা, ধনিয়া, গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও অতৈস, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীদিগের নানাবর্ণ বিশিষ্ট অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বর নষ্ট হয়।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকং কৃষ্ণতিলা স্তাম্রবল্লী শতাবরী।
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপলশারিবা।
অনন্তা শারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেবচ।
বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্য ক্ষীরীশুঙ্গা ত্বচো ঘৃতং।
পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা।
শৃঙ্গাটকং বিষং দ্রাক্ষা কসেরু মধুকং সিতা।
মাসেষু সপ্তযোগাস্যু রর্দ্ধশ্লোকাস্ত সপ্তসু।
যথাক্রমং প্রযোক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োযুতা॥

গর্ভিণীকে প্রথম মাসে যষ্টিমধু, শাকবীজ, কাকোলী ও দেবদারু; দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক (আমরুল), কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী; তৃতীয় মাসে, পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল; চতুর্থ মাসে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটি ও যষ্টিমধু; পঞ্চম মাসে, বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারী এবং বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও মনসাসীজ, এই পঞ্চ ক্ষীরী বৃক্ষেরকুঁড়ী ও ছাল এবং ঘৃত; ষষ্ঠ মাসে, চাকুলে, বেড়েলা, সজিনামূলের ছাল ও যষ্টিমধু এবং সপ্তম মাসে, পানীফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা কেশুর যষ্টিমধু ও ইক্ষু চিনি, এই সকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে দুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক অথবা দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

কপিত্থ বিল্ব বৃহতী পটোলেক্ষু নিদিগ্ধিকাঃ।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ভিষগষ্টমং।
নবমমধুকানন্তা পয়স্যা শারিবা পিবেৎ।
পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতশীতং প্রশস্যতে।
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ।
এবমাপ্যর্য্যতে গর্ভ স্তীব্ররুক্ চোপশাম্যতি।
কুশকাসোরুবুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতা যুতা গর্ভিণ্যাঃ শূলঞ্চ পরং॥

গর্ভিণীর গর্ভস্রাবের সম্ভব হইলে গর্ভিণীকে অষ্টম মাসে কয়েদবেল, বেলমূল, বৃহতী, পটোল (অথবা পল্‌তা) ইক্ষু ও কণ্টকারীমূল, দুগ্ধসহ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। নবম মাসে, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীর-

কাকোলী ও অনন্তমূল ; দশম মাসে, শুণ্ঠী অথবা শুণ্ঠী ও যষ্টিমধু দুগ্ধসহ পাক করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের পোষণ ও তীব্র-বেদনাদির শান্তি হয়। কুশমূল, কাশমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর দুগ্ধসহ পাক করিয়া ইক্ষুচিনির সহিত পান করাইলে গর্ভিণীদিগের শূলবৎ বেদনা উপশমিত হয়।

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরণ্ড শতাবরীভিঃ।
সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদ্গার্ভ মুদীর্ণশূলং।
কশেরু শৃঙ্গাটক পদ্মকোৎপলং সমুদ্গাপর্ণীং মধুকং সশর্করং।
সশূলগর্ভস্রুতি পীড়িতাঙ্গনা পয়োমিশ্রং পয়সানন্তক পিবেৎ॥

কেশুর, পানীফল, জীবনীয়গণ, পদ্ম, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ পাক করিয়া ইক্ষুচিনিসহ সেবন করাইলে গর্ভিণী-দিগের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ও শূলবৎ বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কেশুর, পানীফল, পদ্ম, উৎপল, মুগানী, যষ্টিমধু ও শর্করা দুগ্ধসহ সেবন-পূর্ব্বক, শুক্কান্ন সহ ভোজন করিলে গর্ভিণীদিগের শূলবৎবেদনা ও গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

গর্ভে শুষ্কেতু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাং।
সিতা মধুক কাশ্মর্য্যৈর্হিত মুত্থাপনে পয়ঃ।
গর্ভশোষে ত্বামগর্ভা প্রসহাশ্চ সদা হিতা।
পাঠালঙ্গানি সিংহাস্য ময়ূরজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তি ভগা লেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥

বায়ুকর্ত্তৃক গর্ভশুষ্ক হইয়া গর্ভিণীকে শুষ্ক করিলে তাহার পুষ্টির নিমিত্ত যষ্টিমধু, শর্করা ও গাম্ভারী, দুগ্ধসহ পাক করিয়া তাহা এবং হংস, কচ্ছপাদির ডিম্ব ও কুক্কুটাদির মাংস সেবন করিতে দিবে।

আকনাদি, বিষলাঙ্গলিয়া, বাসক ও অপামার্গমূল, ইহাদের যে কোন একটী পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নাভি, বস্তি (তলপেট) ও যোনিতে প্রলেপ দিলে স্ত্রীদিগের সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনী।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তুতে।
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈভব লঘুগর্ভমিমং বিমুঞ্চতু স্ত্রী।
তদনল পবনার্ক বাসবাস্তে সহ লবণাম্বুধরৈর্দ্দিশন্তু শান্তিং।
মুক্তাশাসাবিপাশাশ্চ যুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তঃ ভয়াদ্গার্ভস্রস্থে দশহি মারিচ স্বাহা।
জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতং।

পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয় ত্রিংশকং।
তথোভয় পঞ্চদশ দর্শনং সুখসূতিকৃৎ।
নারী ঋতু বসুভিঃ সহ পক্ষ দিগষ্ট দশভিরেবাচ।
অর্কভুবনাব্ধি নহি তৈরুভয় ত্রিং কিমিব মাশ্চর্য্যং।
বসুগুণাবেব্যাক বাণ নবষট্সপ্তযোগৈঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বং দশদিক্ষু ত্রিংশকং নবকোষ্ঠকে॥

"ইহামৃত মারিচ স্বাহা" পর্য্যন্ত চ্যবন মন্ত্রটী দ্বারা ৭ সপ্তবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেইজল গর্ভিণীকে পান করাইয়া, ৩০ ত্রিংশৎ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী অথবা ১৫ পঞ্চদশ অঙ্কে পূরিত কোষ্ঠী দর্শন করাইলে গর্ভিণীদিগের সুখে প্রসব হইয়া থাকে। নিম্নে ত্রিংশদঙ্কে পূরিত কোষ্ঠীর একটী প্রতিকৃতি ও পঞ্চদশাঙ্কে পূরিত কোষ্ঠীর একটী প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

ত্রিংশদঙ্কিত কোষ্ঠী।

	৩০	৩০	৩০	
৩০	১৬	২	১২	৩০
৩০	৬	১০	১৪	৩০
৩০	৮	১৮	৪	৩০
	৩০	৩০	৩০	

পঞ্চদশাঙ্কিত কোষ্ঠী।

	১৫	১৫	১৫	
১৫	৮	১	৬	১৫
১৫	৩	৫	৭	১৫
১৫	৪	৯	২	১৫
	১৫	১৫	১৫	

কটুতুম্ব্যাহি নির্ম্মোক কৃতবেধন সর্ষপৈঃ।
কটুতৈলান্বিতৈর্ধূমো যোনেঃ পাতয়তেঽমরাং।
কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে সুখং পতত্যমরাং।
মূলেন লাঙ্গলাক্যাসংলিপ্তে পাণি পাদে চ।
অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদি রজঃ পিবেৎ॥

তিৎলাউ, সর্পেরখোলস, ঘোষাফল, শ্বেতসর্ষপ ও কটুতৈল, ইহাদের ধূম বেদনাতে প্রদান করিলে অথবা অঙ্গুলিতে কেশ বেষ্টনপূর্ব্বক সেই অঙ্গুলি গর্ভিণীর কণ্ঠদেশে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা বিষলাঙ্গলিয়ারমূল গর্ভিণীর হস্তে ও পাদে লেপনপূর্ব্বক মদ্যের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ সেবন করাইলে গর্ভিণীর অতি সহজে শীঘ্র অমরা (ফুল) পতিত হয়।

পারাবত শকৃৎ পীত সিতত্তণ্ডুলবারিণা।
গর্ভপাতানন্তরোত্থং রক্তস্রাবনিবারণং।

জলপিষ্ট বরুণপত্রৈঃ সঘৃতৈ রুদ্বর্ত্তনা লেপৌ।
কিক্কিশরোগং হরতো গোময় স্বর্ষাদথৌ বিহিতৌ॥

কবুতরের বিষ্ঠা, শালিতণ্ডুলের জলের সহিত পান করিলে প্রসবজনিত রক্তস্রাবাধিক্য নিবারিত হয়। সমস্ত শরীরে গোময় ঘর্ষণপূর্ব্বক তদুপরি বরুণবৃক্ষেরছাল জলসহ পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ উদ্বর্ত্তন ও লেপন করিলে কিক্কিশরোগ (গর্ভোৎপীড়ন হেতু বস্তি প্রভৃতির চর্ম্ম অল্প অল্প বিদীর্ণ হওয়া) নিবারিত হয়।

অমৃতা নাগর সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূল জলদজলং।
শীতং মধুযুতং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কং।
সহচর পুষ্কর বেতসমূলং বৈকঙ্কত দারু কুলত্থসমং।
জলমভয় সৈন্ধব হিঙ্গুযুতং সদ্যোজ্বর সূতিকা শূলহরং।
দশমূলীকৃত ক্বাথ সদ্যঃ সূতিরুজাপহঃ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টী, ভদ্রমুথা, ইকড় নামক তৃণেরমূল, স্বল্প পঞ্চমূল ও মুথা, ইহাদের শীতল ক্বাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা ঝিণ্টী, পুষ্করমূল, বেতসমূল, বঁইচুবৃক্ষেরমূল, দেবদারু ও কুলথিকলাই, ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধব-লবণ ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কিম্বা দশমূলের ক্বাথ পান করিলে সূতিকা জ্বর শীঘ্রই নিবারিত হয়।

বজ্রকাঞ্জিকং।—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্য শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈ রেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচিতং।
আমবাতং হরং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনং।
কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনং॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুণ্ঠী, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা; বিট্ লবণ ও সচললবণ; এই সকল দ্রব্য মিলিত ৬ তোলা কাঁজী ৵১ সের, যথাবিধানে ইহা পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ইহাদ্বারা আমবাত প্রভৃতি বিবিধরোগ নষ্ট হয়।

অশ্বগন্ধা ঘৃতং।—

ক্বাথেন হয়গন্ধানাং সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতাবতী পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥

ঘৃত ৴৪ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া ঋতুমতী স্ত্রী সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হয়।

বৃহদশ্বগন্ধা ঘৃতং।—

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশে সমুদ্ভবং।
পুণ্যেহহনি সমাকৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতং।
দ্রোণেঽম্ভসি শনৈস্তাবৎ যাবৎ পাদাবশেষিত
সর্পিঃ প্রস্থং পচেত্তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণং।
স্বয়ং গুপ্তর্ষভকৈনাং যষ্টিমধুকমেবচ।
মৃদ্বীকা মুদ্গপর্ণৌ চ জীবন্তী চপলাং বলাং।
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্বা সম্যগ্বিপাচয়েৎ।
সিতা মাক্ষিকয়োঃ শীতে মাক্ষিকং প্রক্ষিপেদ্বুধঃ।
লিঢ্বা পাণিতলং যুঞ্জাৎ পূর্ব্বাহার বিবর্জ্জিতং।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াং ক্ষতক্ষীণা বৃদ্ধা বালা তথাবলা।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রশ্চেদং মাত্রয়া ঘৃতং।
ওজস্তেজোঽথ সৌখ্যঞ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ।
লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শ বর্ষবৎ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেৎ নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধা সমন্বিতং।
মাষমাত্র প্রয়োগেণ বলীপলিতনাশনং।
খাদেন্নিত্যং তিমিরঞ্চ সর্ব্ববাত গদস্তথা।
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরান্।
হন্তি সর্ব্বান্ প্রয়োগোঽয়মশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরাঃ॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের ; ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা ।২॥• সের, জল ১॥৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ আলকুশী, ঋষভক, যষ্টিমধু, এলাচি, দ্রাক্ষা, মুগানী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে চিনি ও মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষীণেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

শ্রীপর্ণী তৈলং।—

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং তিলোদ্ভবং।
তুলকেনৈব তত্তৈলং স্তনয়োপরি ধারয়েৎ।
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেয়াতাং পয়োধরৌ॥

তৈল /৪ সের, গাম্ভারীছালের ক্বাথ ।৬ সের। কল্কার্থ গাম্ভারীছাল কুট্টিত /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তুলিকা দ্বারা স্তনোপরি প্রয়োগ করিলে বৃদ্ধানারীদিগেরও স্তন পুনরুত্থিত হয়।

কাশীশাদ্যং তৈলং।—

কাশীশ তুরগন্ধা সাবরী গজপিপ্পলী বিপক্বে।
তৈলেন যান্তিবৃদ্ধিং স্তনকর্ণবরাঙ্গনানি॥

তৈল /৪ সের, কল্কার্থ হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল, সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে স্তন, কর্ণ, যোনি ও লিঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।—

নাগরস্য পলান্যষ্টৌ ঘৃতস্য পলবিংশতিঃ।
ক্ষীরাঢ়কেন সংযুক্তং খণ্ডসার্দ্ধ শতন্তথা।
শতাহ্বা জীবক ব্যোষ ত্রিসুগন্ধি যমানিকা।
কারবী মিষি চব্যাগ্নিং মুস্তানাঞ্চ পলং পলং।
লেহীভুত মিদং সিদ্ধং ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
তদ্যথাগ্নিবলং খাদেৎ প্রসূতায়া বিশেষতঃ।
বল্যং বর্ণদমায়ুষ্যং বলীপলিতনাশনং।
বয়সঃ স্থাপনং হৃদ্যমগ্নিবৃদ্ধিকরং পরং।
আমবাত প্রশমনং সৌভাগ্যকরমুত্তমং।
মূকত্ব শূলশমনং সূতিকারোগনাশনং॥

শুঁঠচূর্ণ /১ সের, গব্যঘৃত /২॥০ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, চিনি /৬। সের এবং শলুফা, জীবক, ত্রিকটু, তেজপাতা, ছোটএলাচি, দারুচিনি, যমানী, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, চৈ, রক্তচিতা ও মুথা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১পল। যথানিয়মে পাক করতঃ ঘন হইলে একটী ঘৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই অবলেহ প্রসূতা নারীর সেব্য। অপিচ ইহাদ্বারা আমবাত প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া শরীরের বল, বর্ণাদি পরিবর্দ্ধিত হয়।

মহাসৌভাগ্যশুণ্ঠী।—

শুণ্ঠ্যাশ্চ কুড়বং গ্রাহ্যং ঘৃততুল্যাং সমাক্ষিকং।
ত্রিকটু ত্রিফলানাঞ্চ ত্রিসুগন্ধি বিড়ঙ্গকং।
লবঙ্গং জাতীপত্রঞ্চ জাতীফল মুরা তথা।
মুস্তকং বালকং রাস্না আম্র জম্বু পিয়ালকং।
মাদ্রিযুগ্মং শঠী গ্রন্থী বাস্পকো মধুরিতিচ।

লোধ্রস্য বব্বলঞ্চৈব ধাত্রীবল্কলমেবচ।
সর্জ্জরসং তথা বিল্বং শাল্মলী ধাতকীতিচ
যমানি চাজমোদাচ মরিচং মাগধীত্বচং।
কেশরং বারিপিপ্পল্যো বারুণী গোক্ষুরীতি চ।
কোকিলাক্ষা মশ্বগন্ধাং বাট্যালক শতাবরীং।
বিদারী মুষলী চৈব পিচুভাগং সমাহরেৎ।
যবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবম্মাত্রন্তু মেথীকাং।
সর্ব্বস্য দ্বিগুণোদেয়া সিতা মস্যণ্ডিকস্তথা।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ভক্ষয়েদনুপানঞ্চ ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
সূতিকাং হন্তি বিবিধাং গ্রহণীঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অতিসারং মহাঘোরং জ্বরাতীসারনাশনং।
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং শূলং অর্শাংসিচ ভগন্দরং।
অম্লপিত্তঞ্চ বিবিধং বিস্ফোটং শীতপিত্তনুৎ।
সৌভাগ্য মোদকং হ্যেব মুনিনা পরিভাষিতা॥

শুণ্ঠীচূর্ণ /॥০ সের, ঘৃত ও মধু মিলিত /২॥০ সের এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিসুগন্ধি, বিড়ঙ্গ, লবঙ্গ, জাতিপত্র, জাতিফল, মুরামাংসী, মুথা, বালা, রাস্না আঁবের আঁঠীর শাঁস, জামের আঁঠীর শাঁস, পিয়ালবীজ আতইচ, শুণ্ঠী, গোক্ষুরমুল, শ্বেতবচ, নটেশাক, লোধ, বাবলারছাল, আমলকী, ধুনা, বেলশুঁঠ, শিমুলছাল, যষ্টিমধু, ধাইফুল, যমানী, বনযমানী, মরিচ, পিপুল, দারুচিনি, নাগকেশর, পিপুল, রাখালশশারমূল, গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, শতমূলী, ভুঁমকুষ্মাণ্ড ও তালমুলী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং এই সকল চূর্ণ সমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ এবং সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি ও মিছরি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক উপযুক্ত মাত্রায় ছাগ দুগ্ধসহ পান করিলে সূতিকা, গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধরোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ সৌভাগ্য শুণ্ঠী।—

বৃহৎ শুণ্ঠীং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিধানতঃ।
পলষোড়শিকাং গ্রাহ্যং ক্ষীরেদশগুণেপচেৎ।
ক্রমেণ পাকশুদ্ধিঃ স্যাৎ ঘৃতপ্রস্থে চ ভর্জ্জয়েৎ।
লঘুপাকং প্রকর্ত্তব্যো নখবো মোদকেষ্বপি।
শতাবরী বিদারীচ মূষলীগোক্ষুরোবলা।

ছিত্বাসত্বং শতাহ্বচ জীরকৌ ব্যোষচিত্রকৌ।
ত্রিযুগন্ধি যমানী চ তালীশং কারবীমিষি।
রাস্না পুষ্করমূলঞ্চ বাশীদারু শতাহ্বয়ং।
শঠীমাংসী বচামোচতক্পত্রং নাগকেশরং।
জীবন্তি মেথিকা যষ্টি চন্দনং রক্তচন্দনং।
ক্রিমিঘ্নং তোয়সিংহাস্য ধন্যাকং কট্ফলং ঘনং।
কর্ষদ্বয়মিদং ভাগং প্রত্যেকং পট্টি ঘর্ষিতং।
সর্ব্বচূর্ণাদ্দ্বিগুণিতা প্রদেয়াসিত শর্করা।
যুক্ত্যাপাক বিধানজ্ঞো মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
শুদ্ধেভাণ্ডে নিধায়াথ খাদেন্নিত্যং যথাবলং।
বীক্ষ্যাগ্নি বলকোষ্ঠঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
ক্ষৌদ্রাত্বপানতঃ প্রাতঃ গুরুদেবান্ সমাচরেৎ।
তদ্বর্ণ্যং বল্যমায়ুষ্য বলীপলিত নাশনং।
বয়সস্থাপনং প্রোক্তমগ্নি দীপকরং পরং।
বৃষ্যানামতি বৃষ্যঞ্চ রসায়নমিদং শুভং।
বিশেষাৎ স্ত্রীগদেপ্রোক্তং প্রসূতানাং যথামৃতং।
বিংশতির্ব্ব্যাপদোযোনিঃ প্রদরং পঞ্চধার্মপি।
যোনিদোষহর স্ত্রীণাং রজোদোষ হরোপিচ।
পাপ সংসর্গজোদোষ নাশয়েন্নাত্রশংসয়ঃ।
আমবাত হরশ্চৈব শিরঃশূল নিবারণঃ।
সর্ব্বশূল হরশ্চৈব বিশেষাৎ কটীশূলনুৎ।
বীর্য্যবৃদ্ধিং করং পুংসাং সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতিকান্।
হন্তিসর্ব্ব গদানেষা শুণ্ঠী সৌভাগ্যদায়িনী।
সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রীণামতঃ সৌভাগ্য শুণ্ঠীকা।

শুণ্ঠীচূর্ণ/২॥সের; ১/একমণ দুগ্ধসহ পাক করিয়া /৪সের ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া তৎসহ শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গুলঞ্চ, ঝিণ্টী, শলুফা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, রক্তচিতা, ত্রিযুগন্ধি, যমানী, তালীসপত্র, মৌরী, রাস্না, বনযমানী, পুষ্করমূল, বংশলোচন, দেবদারু, শঠী, জটামাংসী, বচ, মোচরস, শলুফা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথী, যষ্টি-মধু, রক্তচন্দন, সারচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, বাসক, ধনে, কট্ফল ও মুথা, ইহা-

দের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং এই সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি যথা-বিধানে এই মোদক পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে বলি পলিতাদি নষ্ট হইয়া বল, বর্ণাদি বর্দ্ধিত হয় এবং প্রসূতা নারী প্রভৃতির বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

জাতীফলাদ্যা বটিকা।—

বিশুদ্ধ সূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ন্তু।
বিধায় শুদ্ধোপলমাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবর প্রযত্নাৎ।
জাতীকলং শাল্মলী বেষ্টমুস্তং সটঙ্কণং সাতিবিষং সজীবং।
প্রত্যেক মেতন্মরিচস্যশানং প্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বেবাবচূর্ণ্য পশ্চাৎ বিভাবয়েৎ পত্ররসেরমীষাং।
বাসাম্র ভদ্রোৎকট কঙ্কটানাং ইন্দ্রানিকেন্দ্রাশনকঞ্চজম্বু।
সবিল্বকং দাড়িম কেশরাজ মবিদ্ধ কর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজং।
বিভাব্য সম্যগ্বটিকা বিধেয়া কোলাস্থিমানাথ যথান্নপানং।
সেয়ং নিহন্ত্যত্রবহুপ্রকারান্ সূতিবিকারং শ্বয়থুং সমগ্রং।
কাসঞ্চ পঞ্চানক মল্লপিত্তানয়ং নিহন্তি গ্রহণী বিকারান্।
অভ্যাস্য জীয়াদ্‌গুদজান্ সাধ্যানামাত্ব বদ্ধস্ত্বতিসারমুগ্রং।
শ্বাসং তথা পাণ্ডুগদং নিহন্তি চিরোদ্ভবাঞ্চ গ্রহণী প্রদুষ্টাং।
জীবেদ্রূশং যোগশতৈ্যরসাধ্যাং বিবর্জ্জনীয়া ইহ ইষ্ট মৎস্যাঃ।
মৎস্যা স্তথা পাণ্ডব বর্ণকাশ্চ রম্ভাফলমূল দলঞ্চ বর্জ্জং।
বুদ্ধির্ব্বিধেয়ান কদাচিদত্র জাতীফলাদ্যা বটিকা প্রশস্তা॥

কজ্জলী, ৮মাষা, জাতীফল, মোচরস, মুথা, টঙ্কন, আতৈস, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং বিষচূর্ণ একমাষা। এই সমস্ত চূর্ণ যথাক্রমে বাসক, আম্র, গন্ধতৃণ, কঞ্চট, নিসিন্দা, সিদ্ধি, জাম, বৈল, দাড়িম-ছাল, কেশুরিয়া, ভীমরাজ ও আকনাদি, ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সূতিকাদি বিবিধ প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

গর্ভবিলাসোরসঃ।—

রসগন্ধক তুল্যাঞ্চ ত্র্যহং জম্বীর মর্দ্দিতং।
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জা চতুষ্টয়ং।
গর্ভিণ্যাঃ শূল বিষ্টম্ভ জ্বরাজীর্ণেষু কেবলং॥

ইতি স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

রস, গন্ধক ও তুঁতে, জম্বীর রসে মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যাতপে শুষ্ককরতঃ ত্রিকটুর ক্বাথ দ্বারা তিন বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল, বিষ্টম্ভ, জ্বর ও অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণি-গ্রন্থে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বালরোগাধিকারঃ।

কুষ্ঠাভয়াবচা ব্রহ্মীকট্‌ফলং ক্ষৌদ্র সর্পিষা।
বর্ণায়ুঃ কান্তিজননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ।
ব্যোষশিবোগ্রা রজনীকল্কং বা পীত মথবাপয়সা।
উল্লংনিঃষেশাং কুরুতে পটুতাং বালস্যচাত্যন্তং।
মৃৎ পিণ্ডেনাগ্নি তপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মতা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি।
নাভিপাকে নিশালোধ্র প্রিয়ঙ্গু মধুকৈঃ শৃতং।
তৈল মভ্যঞ্জনেশস্ত মেভির্ব্বাপ্যবচূর্ণিতং।

কুড়, হরীতকী, বচ, ব্রহ্মীশাক ও কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকের বর্ণ ; আয়ুঃ ও কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কল্ক দুগ্ধসহ সেবন করাইলে বালকদিগের শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং শরীরের পটুতা জন্মিয়া থাকে।

একটী মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তদুপরি দুগ্ধ সেবন করিলে যে উষ্মা নির্গত হয়, তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে বালকের উত্থিত নাভী ও শোথ উপশমিত হয়।

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যসহ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা নাভীতে প্রলেপ দিলে অথবা উহাদের চূর্ণ নাভীতে প্রয়োগ করিলে শিশুদিগের নাভীপাক নিবারিত হয়।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকি শিখামূলং মুদ্ধৃতং বদ্ধং।
জঘনেঽথ কন্দুরায়াং ক্ষপয়ত্যহিণ্ডিকাং নিয়তং।
জম্বুকনাসা বায়সজিহ্বা নাভির্ব্বরাহ সম্ভূতা।
কাংশ্য রসোথগরলং প্রাবৃষভেক বামজঙ্ঘাস্থি।
ইত্যেক শোথ মিলিতং বিবৃতং গ্রীবাদি কটীদেশে।
অহিণ্ডিকা প্রশমন মভ্যঙ্গোনাতি পথ্যবিধিঃ।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে ময়ূরশিখার মূল উত্তোলনপূর্ব্বক বালকের কটীদেশে অথবা গলদেশে বন্ধন করিয়া দিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

শৃগালের নাসিকা, কাকের জিহ্বা, শূকরের নাভী, কাংস্য, পারদ, বিষ ও বর্ষাকালীন ভেকের বাম জঙ্ঘার অস্থি, বালকের গ্রীবাদেশে অথবা কটীদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে অভ্যঙ্গ ও পথ্যাদির বিচার নিষ্প্রয়োজন।

অনামকে ঘুঘুরিকাবুক্কা মরিচ রোচনা।
নবনীতঞ্চ সম্মিশ্র্যখাদেত্তু দ্রোগনাশনং।
তৈলাক্তং শিরস্তালুনি সপ্তদলার্কস্নুহী ক্ষীরং।
দত্বাচ রজনীচূর্ণে দত্তেনস্যোশ্চদনামকাখ্যং।
লেহয়চ্চশুনা বালং নবনীতেন লেপিতং।
পুটক পত্রজরসেনোদ্বর্ত্তনঞ্চতদ্ধিতং॥

ঘুরঘুর পোকার বুক, মরিচ, গোরচনা ও ননী একত্র সেবন করাইলে অথবা বালকের মস্তকের তালুদেশে তৈলম্রক্ষণ করিয়া তদুপরি ছাতিম, আকন্দ ও মনসা সিজের দুগ্ধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিলে শিশুদিগের অনামক (পুঞ্জিকা) রোগ আরোগ্য হয়।

বালকের সর্ব্বগাত্রে নবনীত লেপনপূর্ব্বক কুক্কুর দ্বারা লেহন করাইয়া পুটকী পত্রের রসে উদ্বর্ত্তন করিলে, শিশুদিগের অনামক রোগ বিনষ্ট হয়।

চালনিকা তলসংস্থিতপোতং সংপ্লাব্য গব্যমূত্রেণ।
ওকোদশালিকায়াং রজকক্ষারোদক স্নানং।
দাসক্রয়ণ শ্রাবণ বটিকা রসেন্দ্র পূরিতাধৃতা কণ্ঠে।
নলিনীদলেচ শয়নং দৃষ্ট মনামকাখ্য রোগঘ্নং॥

চালনীর নিম্নে বালককে শয়ন করাইয়া গোমূত্র সেচনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া পশ্চাৎ রজকের ক্ষারজল দ্বারা স্নান করাইলে বালকদিগের ওকোদশালিকা রোগ আরোগ্য হয়।

কপট বেশধারী পাষণ্ড যোগীর নিকট হইতে ভৃত্য দ্বারা কড়ী ক্রয়পূর্ব্বক তাহাতে পারদ পূর্ণ করিয়া বালকের কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দিলে এবং পদ্মপত্রে বালককে শয়ন করাইলে অতি কষ্টদায়ক অনামক রোগও প্রশমিত হয়

ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাংযদ্‌জ্বরাদিষু।
কার্য্যস্তদেব বালানাং মাত্রাতস্য কণীয়সী।
সহামুণ্ডীতিকোদিচ্যকাথৈঃ স্নানং গ্রহাপহং।
বলিশান্তীষ কর্ম্মাণি কার্য্যানিগ্রহ শান্তয়ে।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রযোক্তব্যং তত্রাদৌ সার্ব্বকর্ম্মিকঃ।

ওঁ নমো ভগবতে গড়ুরায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতৎ স্বাহা।
ওঁ কং টং পং সং বৈনতেয়ায় নমঃ।
ওঁ হ্রুং হ্রীং ক্ষঃ।
বালদেহ প্রমাণেন পুষ্পমালাস্তু সর্ব্বতঃ।
প্রগৃহ্য মুচ্চিকাভক্তং বলিদেয়স্তু শান্তিকঃ।
ওঁ কারীস্বর্ণ পক্ষীবক্ষবক্ষবালকং স্বাহা॥
ওঁ নমো বিরেচনায়।
এভির্মন্ত্রৈরন্যৈশ্চ রাবণতন্ত্রোক্ত মাতৃকাপূজা কর্ত্তব্যা॥

পূর্ব্বে জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে যে সকল ঔষধাদি কথিত হইয়াছে, শিশুদিগের জ্বর, অতিসারাদি রোগেও সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় ঔষধ শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবে।

ঝিণ্টী, মুগুরি ও বালা, ইহাদের ক্বাথ দ্বারা বালকদিগকে স্নান করাইলে অথবা "ওঁ নমোঃ ভগবতে—হ্রীং ক্ষঃ" এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া বলী কর্ম্মাদি আচরণ করিলে কিম্বা বালকের দেহ প্রমাণ পুষ্পমালা প্রস্তুত করতঃ রাবণ তন্ত্রোক্ত "ওঁকারি—নমঃ বিরোচনায়" এই মন্ত্রটী দ্বারা মাতৃকা পূজা করিয়া অন্নাদির বলীপ্রদান রূপ শান্তিকর্ম্ম করিলে বালকদিগের গ্রহদোষ দুরীভূত হয়।

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজ রক্তিকা।
অবলেহ্যাতু কর্ত্তব্যা মধু ক্ষীর সিতাঘৃতৈঃ।
একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবৎ যাবৎ সংবৎসরোভবেৎ।
তদূর্দ্ধ মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদযাবদা ষোড়শাব্দিকাঃ॥

একমাস বয়স্ক বালকের কোন রোগ হইলে, তাহাকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ মধু, দুগ্ধ, ঘৃত ও চিনিসহ লেহন করিতে দিবে। তদনন্তর ১ মাসের পর দুই মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১ রতি প্রমাণ বৃদ্ধি করিয়া ঔষধ দিবে। তৎপরে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাষা করিয়া ঔষধের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে।

হরিদ্রাদ্বয় যাষ্ট্যাহ্ব সিংহীশক্রযবৈকৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায় স্তন্যদোষহৃৎ।
অশ্বত্থত্বগ্দলং ক্ষৌদ্রের্ম্মুখ পাকেত্বুলেপনং।
দার্ব্বীযষ্ট্যভয়া জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রেস্তথাপরং।
সজম্বীর রসেন সুদলরস ঘর্ষণং সদ্যঃ।
কৃতমপহরত্তিপাকং মুখজং বালস্যচাশ্বেব॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথ দ্বারা শিশুদিগের জ্বরাতিসার ও প্রসূতিদিগের স্তন্যদোষ দূরীভূত হয়।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল অথবা পত্র কিম্বা দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতিপত্র মধুসহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বালকদিগের মুখপাক আরোগ্য হয়।

পুটপাক বিধানে গৃহীত জম্বীরের রস ও মনসা সীজের পাতার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ঘর্ষণ করিলে শিশুদিগের মুখপাক বিনষ্ট হয়।

লাবতিত্তিরিবল্লূররজঃ পুষ্পরসসমন্বিতং।
ক্রুতং করোতি বালানাং দন্তকেশরবৎ মুখং।
দন্তোদ্ভবোত্থরোগেষু ন বালমভিযন্ত্রয়েৎ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ।
মায়ূরপক্ষভস্ম ব্যুষিতজলন্তেন ভাবিতং পেয়ং।
তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠঞ্চ ভস্মজলং বক্ত্রশোষজিদ্দ্রুতং বক্ত্রে।
পিষ্টৈঃ ছাগেন দুগ্ধেন দার্ব্বীমুস্তক গৈরিকৈঃ।
বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রাময়ার্ত্তিজিৎ॥

লাব ও তিত্তিরি পক্ষীর শুষ্ক মাংস চূর্ণ মধুসহ বালকের দন্তে ঘর্ষণ করিলে দন্ত পঙ্‌ক্তি কেশর বৎ সুদৃশ্য হয়।

বালকদিগের দন্ত উত্থিত হইবার সময়ে যে সকল রোগ জন্মিয়া থাকে তাহা নিবারণার্থ কোন প্রকার কষ্টদায়ক ঔষধাদি বালকদিগের প্রতি প্রয়োগ করিবে না। কারণ দন্ত উৎপন্ন হইলে সেই সকল রোগ স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম পূর্ব্বদিবসীয় বাসি জল সহ পান করাইলে বালকদিগের তৃষ্ণা নিবারিত হয়। উক্ত প্রকারে বটবৃক্ষের কাষ্ঠভস্ম জলে স্রাবিত করিয়া সেই জল পান করাইলে শিশুদিগের মুখশোষ নিবৃত্ত হয়।

দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরীমাটী ছাগদুগ্ধসহ পেষণপূর্ব্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে শিশুদিগের চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

নাগরাতিবিষামুস্তং বালকেন্দ্র যবৈঃশৃতং।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বাতিসার নাশনং।
বিল্বমূল কষায়েণ লাজাঃ স মধুশর্করা।
আলোড্যপায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতিসার নাশনং।
লাজা স যষ্টিমধুকং শর্করা ক্ষৌদ্রমেবচ।
তণ্ডুলোদক সংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তিপ্রবাহিকাং।

অক্ষোঠকমূল মথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজম্বুদলম্বা।
পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারং॥

শুণ্ঠী, আতইষ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ অতিসার প্রশমিত হয়।

বিল্বমূলের ক্বাথে খৈ চূর্ণ মধু ও শর্করা আলোড়িত করতঃ পান করাইলে বালকদিগের বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

খৈ চূর্ণ, যষ্টিমধু, শর্করা ও মধু একত্র তণ্ডুলোদক সহ সেবন করাইলে বালকদিগের প্রবাহিকা রোগ দূরীভূত হয়।

অক্ষোঠমূল অথবা বটের ও জামের পত্র তণ্ডুলোদকসহ পেষণ করিয়া পান করাইলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ অতিসার ও গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃতং।—

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরেদশগুণেপচেৎ।
ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বল বর্দ্ধনং॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১/ মণ এবং কল্কার্থ ;—অশ্বগন্ধা /১ সের যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয়।

কুমারকল্যাণঘৃতং।—

শঙ্খপুষ্পীবচা ব্রহ্মী কুষ্ঠত্রিফলয়াসহ।
দ্রাক্ষা শর্করয়া শুণ্ঠী জীবন্তী মধুকং বলা।
শঠী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসস্থিরা।
মুস্ত পুষ্কর মূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলাগজপিপ্পলী।
এষাং কর্ষসমেভাগৈঃ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কষায়াকণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরেতস্যাচ্চতুর্গুণে।
এতৎ কুমার কল্যাণং ঘৃতমেতৎ সুখপ্রদং।
বলবর্ণকরংহৃদ্য পুষ্ট্যগ্নি বলবর্দ্ধনং।
ছায়া সর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তগদাপহং।
সর্ব্ববালাময়হরং দন্তোদ্ভেদবিশেষতঃ॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ।৬ সের, কণ্টকারীর ক্বাথ।৬ সের কল্কার্থ ;—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, শর্করা, শুণ্ঠী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, শঠী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপানী, মুথা, পুষ্করমূল, ছোটএলাচী ও গজপিপুল, প্রত্যেকে ২ তোলা যথা-

বিধানে তৈলপাক করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের বল, বর্ণ, অগ্নি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয় এবং দন্তরোগাদি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাদি তৈলং।

লাক্ষারস সমং সিদ্ধং তৈলমস্তু চতুর্গুণং।
রাস্না চন্দন কুষ্ঠাব্দ বাজিগন্ধানিশাযুতৈঃ।
শতাহ্বাদারু যষ্ট্যাহ্ব মূর্ব্বাতিক্তাহরেণুভিঃ।
বালাং জ্বর বিনাশায় মভ্যঙ্গাদ্বল বর্ণকৃৎ॥

তৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্কাথ /৪ সের, দধিরমাত্ /৬ সের। কল্কার্থ;— রাস্না, রক্তচন্দন, পিপুল, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, শলুফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, সুচীমুখী, কটকী ও রেণুক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্তে /১ সের। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ প্রদান করিলে বালকদিগের জ্বর বিনষ্ট হয় এবং বলবর্ণাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বিল্বশক্রাম্বু মোচাহ্বাসিদ্ধমাজং পয়ঃ শিলা।
সামং সংযুতাং গ্রহণীং পীতং হন্যাৎ ত্রিরাত্রতঃ॥

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও শিলাজতু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ ক্কাথের বিধি অনুসারে পাক করিয়া পান করাইলে তিনরাত্রি মধ্যেই শিশুদিগের আমসংযুক্ত গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

শিশু চাতুর্ভকং।—

ঘনকৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণসংযুতং।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং কাস শ্বাস বমিহরং॥

মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের সমভাগে চূর্ণ মধুসহ যোগে লেহন করাইলে শিশুদিগের জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস ও বমি নিবারিত হয়।

রজন্যাদিচূর্ণং।—

রজনী দারুসরল শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ং।
পৃশ্নীপর্ণীশতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিক সর্পিষা।
গ্রহণী দীপনং হৈমমারুতার্ত্তি নকামলাং।
জ্বরাতীসার পাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বশোথহা॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শলুফা, এই সকল দ্রব্যের সমভাগে চূর্ণ ও ঘৃতসহ লেহন করাইলে বালকদিগের গ্রহণীজনিত নিস্তেজ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং বায়ু, কামলারোগ, জ্বরাতিসার, পাণ্ডু ও সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুসূক্ষ্মং পিপ্পলীনাস্তুচূর্ণং সমধুশর্করং।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কা ছর্দ্দি নিবারণং।
সিত জীরকসর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থামুবিমিশ্রং পীতং।
হন্ত্যামরক্তং শূলং গুড় সহিতং শ্বেতসর্জ্জোবা।
শৃঙ্গীমুস্তাবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যাৎ মধুনা শিশুনাং।
কাসজ্বর ছর্দ্দিভির্বর্জ্জিতানাং সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাং।
আম্রাস্থিলাজ সিন্ধুথৈর্লেহ ক্ষৌদ্রেণ বান্তিজিৎ॥

পিপুলচূর্ণ, মধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে ছোলঙ্গনেবুর রসসহ সেবন করাইলে শিশুদিগের হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়।

শ্বেতজীরা ও ধুনা চূর্ণ বেলপাতার রসসহ অথবা শ্বেত ধুনা চূর্ণ ইক্ষুগুড়সহ সেবন করাইলে শিশুদিগের আমরক্ত ও শূল বিনষ্ট হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইচ, ইহার চূর্ণ একত্র অথবা কেবলমাত্র আতইচ চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে শিশুদিগের কাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয়।

আমের আঁটীর শাঁস, খৈচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ একত্র মধুসহ লেহন করিতে দিলে শিশুদিগের বমি নিবারিত হয়।

মহাগন্ধকঃ।—

গন্ধকং পারদং শুদ্ধং কর্ষ গ্রাহ্যং পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ।
জাতীফলং তথাকোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকং।
সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈব চ।
এতেষাং কষমাত্রেণ পর্ণেন সহমর্দ্দয়েৎ।
মুক্তাগৃহে পুনস্থাপ্যং রম্ভাপত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
ঘনপঙ্কে বহির্লিপ্ত্বা পুটমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
গুঞ্জা ষট্‌ক প্রমাণেন প্রত্যহং খাদয়েত্ততঃ।
ততঃ প্রযোজ্যং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধং।
অর্শোঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণ প্রসাদনং।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকা।
গ্রহণী দূষিতং রক্তং অর্শোরক্ত সমুদ্ভবং।
সূতিরোগ জয়েদেতদপি বৈদ্য বিবর্জ্জিতং।

কাস শ্বাসাতিসারঘ্নং বাজিকরণ মুত্তমং।
বালরোগং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং।
পিশাচা দানবাদৈত্যা বালানাং বিঘ্নকারকাঃ
যত্রৌষধি বরস্তিষ্ঠেত্তত্র সীমাং ন যান্তিতে।
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
এতদেবৌষধং শ্রেষ্ঠ মশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা।
মহাগন্ধক নামেতি সর্ব্বব্যাধি নিসূদনং।
অত্র জাতীফলাদীনাং প্রত্যেকং রসতুল্যতা।
বিনা পাকেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র নিসিন্দাপত্র ও ছোটএলাচী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য জলসহ পেষণপূর্ব্বক ঝিনুকের মধ্যে পুটপাক দিয়া ২।০ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ অনুপান বিবেচনায় সেবন করাইলে শিশুদিগের অর্শঃ, গ্রহণী ও অতিসারাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়। এই ঔষধকে পুটপাক না দিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যায়।

বালকুমারোরসঃ।—

শাণং শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্য চ তৎ সমং।
সুবর্ণ মাক্ষিকস্যাপি ভাগার্দ্ধং সম্প্রকল্পয়েৎ।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েদ্রসসংযুতঃ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবং।
শুভেশিলাময়েপাত্র লোহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
দেয়ং রস দ্বিভাগেন চূর্ণং মরিচ সম্ভবং।
শুষ্কমাতপ সংযোগাদ্ গুড়িকা সর্ষপোন্মিতা।
হন্যাদ্দোষ ত্রয়ঞ্চৈব কাসঞ্চৈব সুদারুণং।
চির জ্বরঞ্চ কাসঞ্চ শূলমষ্টবিধন্তথা।
শিশুনাং জ্বরনাশায় রসোহয়ং শিবনির্ম্মিতঃ॥

ইতি বালকুমারোরসঃ।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কেশুরিয়া, ভীমরাজ ও নিসিন্দা, ইহাদের পাতার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক

তৎসহ ২তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সর্ষপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অনুপান বিবেচনায় সেবন করিলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ কাস, পুরাতন জ্বর ও অষ্টবিধ শূল আরোগ্য হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে বাতরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিষাধিকারঃ।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য বামানামিকয়া কৃতঃ।
লেপোহন্যাদ্বিষং ঘোরং নৃমূত্রৈঃ সেচনস্তথা।
শিরীষ পুষ্প স্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতং।
সপ্তাহং সর্প দংষ্ট্রানাং নস্যপানাঞ্জনেঽহিতং।
দ্বিপলং নত কুষ্ঠাভ্যাং ঘৃত ক্ষৌদ্রং চতুঃপলং।
অপি তক্ষক দংষ্ট্রানাং পানমেতৎ সুখপ্রদং।
গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কং।
অপি বাসুকীনাদষ্টাঃ পিবেদ্দধি ঘৃতাপ্লুতং॥

বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা সর্পদষ্ট স্থানে মুখস্থিত শ্লেষ্মা অথবা কর্ণমল লেপন করিলে কিম্বা দংশনমাত্র তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থানে মনুষ্যের মূত্র সেবন করিলে বিষ বিনষ্ট হয়।

শিরীষ পুষ্পের রসে ৭ দিবস শ্বেতসরিষা ভাবনা দিয়া তদ্দারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নস্য, পান ও অঞ্জনার্থে প্রয়োগ করিবে।

কুড় ১ পল, তগরপাদুকা ১পল, ঘৃত ৪পল ও মধু ৪ পল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিরও বিষনষ্ট হয়।

গৃহধুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চাঁপানটের মূল একত্র পেষণপূর্ব্বক দধি ও ঘৃতাপ্লুত করিয়া সেবন করিলে বাসুকির বিষও নষ্ট হয়।

কালশৈলাশনিঃ।—

সূতকং গন্ধকং তুল্যং টঙ্কণং রজনীসমং।
দেবদাল্যা চ বৈমর্দ্দ্যং দিনং নিষ্কদ্বয়ন্তথা।
কালশৈলাশনির্নামরসঃ সর্ব্বা বিষাপহঃ॥

ইতি বিষাধিকারঃ।

পারা, গন্ধক, তুঁতে, টঙ্কণ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘোষাফলের পাতার রস সহ এক দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বিষ নষ্ট হয়।

ইতি প্রয়োগ-চিন্তামণিগ্রন্থে বিষরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ইতি শ্রীরামমাণিক্য সেন কবিভূষণ বিরচিত রোগ পরীক্ষান্তর
ঔষধ প্রকরণ বিষয়ক প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে
চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
জীবিত কালেয়	জীবিত কালের	৩	২
তত্রাদৌ	তত্রাদৌ	ঐ	৪
পিত্তেশ্চ	পিষ্টৈশ্চ		২৮
পিত্ত দ্বারা	পিটাভাষাণ দ্বারা		৪
স্ফুরিত	স্ফুরিত		১৬
স্ফুরণ	স্ফুরণ		৮
পাশ্চাত্ত্ব	পাশ্চাত্য		২৭
যামে	যামে	ঐ	ঐ
চক্রেণমিশ্র	চক্রেণমিশ্রা	২৪	১১
চেন্ত্বিকটজন	চেন্নিকটজন	ঐ	১২
১২ জানিবে।	১২ এবং নিকটস্থজনসংখ্যা জানিবে। ৭ জন নিকটে থাকায় যোগভাগ দেওয়ার আবশ্যক হইল না।	ঐ	২৪
		ঐ	৩৪
অনেন	এতেন	২৪	৯
সংজ্ঞায়তের্নার্য্যাঃ	সংজ্ঞায়তেনার্য্যাঃ	২৮	৮
ব্যয়শীল অথচ	অব্যয় এবং	ঐ	২১
ক্ষীরান্ম বর্ত্তকঃ	ক্ষীরান্নবর্ত্তক	৩১	১৪
পূগসর্পিঃপ্রপরৈঃ	পূপসর্পিঃপ্রপূরৈঃ	ঐ	২৬
পূগ (সুপারী)	পুপ (পিটা)	৩১	৩১
(মর্দ)	মদ, শুক্ত (কাঁজিবিঃ)	৩২	৭
মুদর্দ্ধ্যস্ক	মুদর্দ্দস্ক	৩৩	২
উদার্দ্ধ্য	উদার্দ্দ্য	ঐ	১৬
রুথ্বিনিশ্চয়	রুথ্বিনিশ্চয়	ঐ	২০
নির্গন্ধো	নির্গন্ধা	ঐ	৩০
মুখ	সুখ	ঐ	৩২
বিশোধনম্	বিশোষণম্	৩৪	১
কিন্তু	কিন্তু	৩৬	৮
অর্থঃ	অর্শঃ	৩৮	২৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
বুদ্ধা	বুদ্ধ্বা	৩৮
উচিৎ	উচিত	৩৯
শ্রোতসাং	স্রোতসাং	ঐ
আমলক বাসক)	আমলক আমলকী)	৪১
বাসক	আমলকী	৪২
১৪ গুণ জলে	১৯ গুণ জাল	৪৩
৬ গুণ জলে	১১ গুণ জাল	ঐ
৪ গুণ	৯ গুণ	ঐ
১৪ গুণ	১৯ গুণ	ঐ
৬ গুণ	১১ গুণ	ঐ
৪ গুণ	৯ গুণ	ঐ
শোষণং	সোষণং	৫৩
প্লীহনং	প্লীহানং	ঐ
নিম্ন লিখিত	পশ্চালিখিত	৫৪
বৃক্ষাদলী বন্দা	বৃক্ষাদলী বন্ধা	৫৬
নিম্ব	ভূনিম্ব	৬১
নিম্ব (নিমছাল)	ভূনিম্ব (চিরতা)	ঐ
বাসক	আমলকী	ঐ
বজ্রী (হাড়ভাঙ্গা)	বজ্র (মনসাসিজ)	৬৪
সিংহা	সিংহী	ঐ
জুরঘ্ন	জরঘ্নং	৬৭
মৈতেঘ্য´তং	মেতৈঘ্য´তং	৬৮
দারুহারিদ্রী	দারুহরিদ্রা	৭৫
বিনির্দ্ধেস্থা	বিনির্দ্দেশ্যা	৭৮
স্বাদ্দিশীতল মুদ্ধত্য	স্বাদ্দশীতল মুদ্ধৃত্য	৮৮
বালাপযয়	বালাপচয়	৯১
সর্ব্বাঙ্গমাশ্রয়ং	সর্ব্বাঙ্গযংশ্রয়ং	ঐ
বিমর্দ্ধিতং	বিমর্দ্দিতং	৯২
বরাঙ্গ	বিড়ঙ্গ	৯৬
বরাঙ্গকল্কল	কল্কল	৯৭
বহেড়া ১ তোলা	বহেড়া ১তোলা,বিড়ঙ্গ ১তোলা	ঐ
সংমদ্দ্য	সংমর্দ্দ্য	১০১
ভক্ষয়েন্ন তলে	ভক্ষায়েন্ন তলে	১০২
	মুণ্ডী	১০৮
ঘমদুতঃ নিরাবত্তকঃ	যমদুতনিবারকঃ	১৩৩

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
বিল্	বিল্	১৪৪	৩০
গুড়চ্যাত্তিবষা	গুড় চ্যাতিবিষা	১৪৫	৬
প্রৌক্তয়িত্বা	পোথয়িত্বা	১৫১	৩২
রক্তসতিং	রক্তস্রুতিং	১৫২	৩২
নির্য্যহঃ	নির্য্যূহঃ	১৬৫	১৮
যদ্দব্যং	যদ্দ্রব্যং	১৮৫	৯
ইত্যাত্তিমারা	ইত্যতিসারা	ঐ	১৪
গ্রাহণ্যাধিকারঃ	গ্রহণ্যবিকারঃ	১৮৬	২
অগ্নধিষ্ঠান	অগ্ন্যধিষ্ঠান	ঐ	৮
বিয়েষকথা	বিশেষকথা	১৮৭	৩৩
কুর্য্যাচ্ছভাং	কুর্য্যাচ্ছুভাং	১৯৩	১৮
গুড়যোগাদ	গুড়যোগাদ্	১৯৯	১৯
গজেন্দ্র বটিকা	গজেন্দ্র বটী	২২৮	১৫
বাঙ্গং শীতলতা	স্বাঙ্গ শীতলতাং	২২৯	২১
ইতি	ইত্যত্রতোলিকা	২৩১	২৯
কাধাম্বা	ান্তা	২৩২	৪
চূর্ণয়িত্বারস	য়িত্বারসে	ঐ	১৯
পাতন্তি	তন্তি	২৫২	১৯
চ গুদা	গা	২৫৩	১
মণ্ডুরঞ্চ	রঞ্চ	২৬০	১৫
আধ্মান	ধ্মানং	২৬৪	৫
গুমোহরো	ইবো	২৬৫	৯
রসম্মর্দ্ধয়ে	ম্মর্দ্দয়ে	২৬৬	১০
নেবুর)	াতীলেবুর)	২৬৯	২৭
কৌষ্ঠগতং	াষ্ঠগতং	২৭৩	৫
পলাশযোগ	াশযোগঃ	ঐ	২২
মণ্ডুরযোগ	রযোগঃ	২৭৮	৩১
ত্রিভণ্ডাদি চূর্ণং	ত্রিভণ্ড্যাদি চূর্ণং	২৭৯	২০
মদংযন্ত্যদিত্র জ	মদয়ন্ত্যাদিত্র	২৮৪	১৯
চূর্ণানি।	চূর্ণ সকল।	২৮৫	৭
চল্যোপদ্রব	সর্ব্বোপদ্রব	২৮৭	৫
বিংশত্য	বিংশত্যা	২৯৬	৩১
বিশুদ্ধঃস্যাৎ	সুবিশুদ্ধা	২৯৭	১৭
শাম্ভরী বটী	শাম্ভবী বটী	ঐ	২৪
কিতবানসয়ো	কিতবাজয়য়ো	ঐ	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
শান্তরী	শান্তথ	২৯৭
শান্তরী বটী	শাম্ভবী বটী	ঐ
জরকবীজ	সিদ্ধবীজ	ঐ
দণ্ডযন্ত্র	দণ্ডযান্ত্র	২৯৮
নস্যাঞ্জন	নস্যাভ্যান	৩৩১
নস্য	নস্যে	ঐ
তৈল দ্বারা	তৈল দ্বারা বা তালশাখার রস দ্বারা	ঐ
শিবাঘৃতম্	শিবাঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ	৩৩৪
গব্যঘৃত /৪	গব্যঘৃত /৪ অথবা তৈল /৪ কিম্বা ঘৃত তৈল মিশ্রিত /৪	৩৩৫
শিবাকৃত	শিবাঘৃত শিবাতৈল ও শিবাযমক	৩৩৫
এই ঘৃত	এই ঘৃত তৈল বা যমক	ঐ
শিবাবৃত	শিবাঘৃত, শিবাতৈল ও শিবাযমক	ঐ
ক্ষীরচতুর্গুণং	ক্ষীরচতুর্গুণে	৩৪৫
পিচেৎ	পিবেৎ	ঐ
ক্ষণগর্ভে	ক্ষীণগর্ভ	৩৪৬
ক্ষণগর্ভতা	ক্ষীণগর্ভতা	৩৪৭
মালতী।	মালতী	৩৪৯
তালকেশ্বরনামো	তালকেশ্বরনামা	৩৬২
মুণ্ডতিকা চূর্ণং।	মুণ্ডিতিকা চূর্ণং।	৩৬৫
মুণ্ডতিকা	মুণ্ডিতিকা	ঐ
বর্ষাভষ্মৃত	বর্ষাভূমৃত	৩৭৩
ও পীনস	পীনস ও কুষ্ঠ,	৩৮৯
লঘুনং	লঘুন্নং	৩৯৫
ভল্লাতক ঘৃতং।	ভল্লাতক ঘৃতং।	৪০২
মুত্রাঘাতাধিকারঃ।	মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।	৪০৮
উষকাদিগণঃ।	ঊষকাদিগণঃ।	৪১৫
উষকং	ঊষকঃ	ঐ
(হাড়মুচা)	(বড়থুলকুড়ী)	৪৩৩
তাম্রং।	তাম্রঃ।	৪৪০
বৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ।	বৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ।	৪৫৯
মুণ্ডতিকার	মুণ্ডীরীর	৪৬৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
দান্তাৎপল	দন্তোৎপল	৪৬৮	২০
লেপনং	শ্লেপনাৎ	৪৭১	২
স্বেদৎ	স্বেদাদ্	ঐ	ঐ
মাষকলার	মাষকলায়	৪৭২	২৪
কণকতৈলং।	কনকতৈলং	৪৭৩	৫
কণকার্ক	কনকার্ক	ঐ	৬
কণকং	কনকং	ঐ	২০
মহাকলক	মহাকনক	ঐ	৩১
মহাকণক	মহাকনক	৪৭৪	৬
কণক তৈলের	কনক তৈলের	ঐ	৭
কণক তৈলং।	কনক তৈলং	ঐ	১২
লেপনক্রিয়া	রোপণক্রিয়া	৪৮০	২৯
উঠে)	উঠে) আর সপ্তমে বৈকৃত নাশক ক্রিয়া	ঐ	৩০
সুপর্ণৈব	সুপর্ণইব	৪৮১	২৮
ব্রণরোগঃ।	ব্রণশোথাদৌ	৪৮৯	১৮
শ্লেষ্মিকি	শ্লৌষ্মিকে	৪৯০	৩১
ক্ষতস্থানে	ক্ষতস্থানে আপাংবীজ ও তিল একত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা	৪৯১	২৩
ছিন্ন্যাম্ন	ছিঙ্ক্যাম্ন	৪৯২	৫
মনুষ্যের হাড়ের	কিম্বা মনুষ্যের হার	৪৯৬	২৫
মূল,	মূল, গুগ্গুলু,	৪৯৭	২৫
বিনির্ম্মিতাঃ	বিনির্ম্মিতঃ	৪৯৯	১৮
জায়া	জয়া	৫০০	১০
পত্র	পত্রি এবং শোণালু পাতা	ঐ	১৮
শমিয়াপ্লোতি	শমমাপ্লেতি	ঐ	২০
নাসিকাবান্ধন	নাসিকারান্ধ্রণ	৫০১	১৯
ত্রিসন্ধাভাং	ত্রিসন্ধ্যাভ্যাং	ঐ	২০
আকাবক	আকারক	৫০৩	১
প্রত্যান	প্রত্যাখ্যান	৫০৫	২২
সপ্তরাৎ	সপ্তরাত্রাৎ	৫০৬	১৯
মধুলিক	মধুলিকা	৫০৮	৩১
ফলীণীত্বচ	ফলিনীত্বচঃ	৫০৯	৩১
দদ্রুৎপাটন	দদ্রুৎপাটন	৫১১	২৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পং
ধুখোশ্চতেচ	বুখেম্বেতেচ	৫১২	
মুদ্গোদন	মুদ্গৌদন	৫২৬	
পিত্তোদৰ্দ্ধ	পিত্তোদর্দ্দ	৫২৮	
উদৰ্দ্ধ	উদৰ্দ্দ	৫২৯	
স্নায়্বাধিকারঃ।	স্নায়ধিকারঃ।	৫৩৫	
দ্বিপঞ্চমুলং	ইহার অনুবাহ পূর্ব্বের তিন লাইন	৫৩৯	
রোগের	রোগের পিত্তবিসর্পতৎ	৫৪১	
ত্তুমিরাং	তুমিরাং	৫৪২	
মুদ্ধত্য	মূদ্ধৃত্য	৫৪৩	
মুষিকা	মূষিক	৫৪৫	
অভ্যঙ্গ	পান ও অভ্যঙ্গ	ঐ	
চুল্লকাদি	চুল্লক্যাদি	ঐ	
কণকাদি	কনকাদি	ঐ	
জত্তুমণি	জতুমণি	৫৪৬	
স্বঙ্গ	স্বচ্ছ	ঐ	
চার্জ্জুনন্দগ্ধা	চার্জ্জুনন্দগ্ধ্বা	ঐ	
পায়সা	পয়সা	৫৪৭	
দ্বুকদুগ্ধং	দ্বকণত্বক্	ঐ	
স্কণ্ঠালাপা	কল্কালাপা	ঐ	
কালাকড়া,	কালাকড়া, কুড়.	৫৪৮	
সিষাব্যাধে	মিরাব্যাধ	৫৫১	
বসং	রসঃ	ঐ	
খুক্ণী) রোগ	খুকনী) রোগে	ঐ	
বিদ্ধা	বিধ্যাৎ	৫৫৩	
কুটস্বচং	কুটম্নটং	ঐ	
গুঞ্জমুল	গুঞ্জামূল	৫৫৪	
কপালে	কপাল	৫৫৬	
চূর্ণ্যং	চূর্ণ	ঐ	
সহিত	সহিতং	ঐ	
তুল্যং	তুথং	৫৫৮	
তৈল	ঘৃত	৫৫৯	
মার্কং মুলং	মার্কবমূলং	ঐ	
তৈল বাতহার স্নুতং	তৈল বাতহারঃ শুভং	৫৬০	
প্রতি সাধনং	প্রতি সারণং	ঐ	

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
স্থক	স্রুক্	৫৬০	৩০
সচব্য	সচর্ব্যম্	ঐ	৩১
বীজপূরকা	বীজপূরব	ঐ	৩৩
পূর্ব্বক	পূর্ব্বক তৎপ্রস্তুতধূম	৫৬১	৫
নাভ্যঙ্গদস্তরোগং	নভ্রব্যং দন্তরোগে	৫৬১	৪
শূলং	শূলহরং	ঐ	১৮
মরিচাতি	মঞ্জিষ্ঠাতি	ঐ	২০
গণ্ডুয়ো	গণ্ডূষো	ঐ	৩০
কাণকচূর্ণং।	কানকচূর্ণং।	৫৬২	২২
মারত্তলয়ে	সাবতুলয়ে	৫৬৪	১৯
সমাপ্তঃ।	সমাপ্ত।	৫৬৪	৩০
সুবঙ্গ্যা	সুরঙ্গ্যা	৫৬৫	৬
মাহীষ	মাহিষ	৫৬৮	৫
উদ্ধৃত্যতাং	উদ্ধৃতং	ঐ	ঐ
প্রাতিশ্যায়ং হরং	প্রতিশ্যায় হরং	ঐ	১৬
বেশাস্তা	বৈশাস্তা	ঐ	১৭
ছত্বা	দত্বা	৫৬৯	৬
কুষ্ঠী	কুষ্ঠ	ঐ	২৩
ছুর্ব্বাদ্যং	দূর্ব্বাদ্যং	৫৭০	৭
ছুর্ব্বা	দূর্ব্বা	ঐ	৮
কর্ণমোরট	কর্ণামারটৌ	ঐ	৯
চক্ষুরোগাধিকারঃ	চক্ষূরোগাধিকারঃ	৫৭১	১
সমাযুক্তে	সমাযুক্তৈঃ	ঐ	২০
পূরণতঃ	পূরসতঃ	৫৭২	৭
কাঞ্চ	কেঞ্চ	৫৭৩	৮
সংপক্কে	সংপক্কে	ঐ	১১
শিগ্রো	শিগ্রো	ঐ	১৫
শকুল্মধ্যে	যক্বৃন্মধ্যে	৫৭৪	১৩
পক্কবাৎ	পক্কাত্	ঐ	ঐ
পলীতঘ্নং	পলিতঘ্নং	৫৭৫	১৭
থোদ্ধজাত্রাঃ	থোর্দ্ধজক্রগাঃ	৫৭৭	২
পিষ্ট্ব	পিষ্ট্ব।	ঐ	১০
বর্ত্তিবেষা	বর্ত্তিরেষা	৫৭৮	২২
নাশয়	নাশায়	ঐ	ঐ
বৃর্দ্ধিঃ	বৃদ্ধিঃ	৫৮৩	১৩

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
ভিন্ন্যাদেবা	ভিন্দ্যাদেবা	৫৮৪
কর্ণনাশাক্ষি	কর্ণনাশাক্ষি	৫৮৫
ব্রহ্মময়রকং	ব্রহ্মমূরকং	৫৮৬
যাথাবিধানে	যথাবিধানে	ঐ
দশমুল সমুদ্ধত্য	দশমূলং সমুদ্ধৃত্য	৫৯১
পুষ্যোনাদ্ধত্য	পুর্ব্ব্যাণাদ্ধৃত্য	৫৯৩
গগণাদিলৌহং	গগণাদিলৌহং	৫৯৫
গগণং	গগনং	ঐ
যোনিব্যাপদাধিকারঃ	যোনিব্যাপদধিকারঃ	৫৯৬
ভগশক্ষোচ	ভগসঙ্কোচঃ	৫৯৯
হ্ব	হ্রূঁ	৬০১
হ্ব	হ্রাঁ	৬০২
লাঙ্গানি	লাঙ্গলী	৬০৫
ময়ূবজটেঃ	ময়ূরজাটিঃ	ঐ
ইহামৃত	ইহামৃত	৬০৬
মৰ্দ্ধিতং	মৰ্দ্দিতং	৬১২
গ্রন্থে	গ্রন্থে	৬১৩
বিরেচনায়	বিরোচনায়	৬১৫
মুণ্ডরি	মণ্ডিরী	ঐ
ওঁকারি	ওঁকারী	ঐ
যাষ্টাহ্ব	যষ্ট্যাহ্ব	ঐ
যাসং যংযুতাং	যাম সংযুতাং	৬১৬
ভতঃ	তৎ	৬১৯
বাসুকীনাদস্ট্রাঃ	বাসুকিনাদংস্ট্রাঃ	৬২১
সৰ্ব্বা	সৰ্ব্ব	ঐ
পরীক্ষান্তের	পরীক্ষানন্তর	৬২২
তামা। ধ্যায়	তম অধ্যায়	ঐ

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত।